রবার্ট লুডলাম-এর

বর্ন লিগ্যাসি

এরিক ভ্যান লুস্টবেডার

অনুবাদ : নাবিল মুহতাসিম

কেনিয়ার ঘিঞ্জি বস্তিটার হাজার পাঁচেক মানুষ পনেরো মিনিটের মাঝে মরে গেল কেন? বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানেরা মিলিত হচ্ছে আইসল্যান্ডে, তাদেরকে হত্যার করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি এখন শ্রেফ সময়ের ব্যাপার?

জোড়া খুনের অপরাধে পালিয়ে বেড়াচ্ছে জেসন বর্ন। দেখামাত্র তাকে খুন করতে চায় সিআইএ। বিপদের ষোলোকলা পূর্ণ করার জন্য অসম্ভব রকম প্রতিভাবান এক তরুণ গুপ্তঘাতক ছায়ার মত পিছু লেগেছে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। পুরো পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নেবার জন্য যে ষড়যন্ত্র ধর্মান্ধ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী করছে তা থামাতে পারে একমাত্র জেসন বর্ন। এ বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য আরো একবার জেসন বর্নে পরিণত হতে হবে ডেভিড ওয়েবকে। নিশ্চিত থাকতে পারেন, জেসন বর্ন আর কখনও এতোটা শক্তিশালীভাবে ফিরে আসে নি।

'রবার্ট লুডলাম অনেক চরিত্র সৃষ্টি করলেও জেসন বর্নের মতো আর কোনো চরিত্র এতোটা জনপ্রিয় এবং প্রশংসিত হয় নি...লুডলামের মৃত্যুর পর নতুন করে বর্ন সিরিজ লেখা শুরু করেন আরেক জনপ্রিয় লেখক এরিক ভ্যান লুস্টবেডার...তিনি সফলভাবেই পাঠককে বিনোদিত করতে পেরেছেন'

–বুক ওয়ার্ল্ড

'শুরুটা চিরচেনা বর্ন উপন্যাসের মতো হলেও কাহিনী এগিয়ে যাবার সাথে সাথে উত্তেজনা বাড়তে থাকে'

–নিউইয়র্ক টাইমস

'অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার থ্রিলারের সবগুলো উপাদানই রয়েছে এই উপন্যাসে...নিঃসন্দেহে লুডলাম আর লুস্টবেডারের ভক্তরা দারুন উপভোগ করবে'

–পাবলিশার্স উইকলি

'লুডলামের জুতো সুন্দরভাবেই নিজের পায়ে মানিয়ে নিয়েছেন লুস্টবেডার...বর্ন লিগ্যাসি আবারো চমৎকারভাবে ফিরিয়ে এনেছে জেসন বর্নকে'

–ইউএস টুডে

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984872950-X
9789848729502

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

রবার্ট লুডলাম'র

বর্ন লিগ্যাসি

এরিক ভ্যান লুস্টবেডার

অনুবাদ নাবিল মুহতাসিম

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বাতিঘর প্রকাশনী

বর্ন লিগ্যাসি

মূল : এরিক ভ্যান লুস্টবেডার

অনুবাদ : নাবিল মুহতাসিম

Bourne Legacy

copyright©2012 by Eric Van Lusbader
অনুবাদস্বত্ব © মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১২

প্রচ্ছদ : দিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

অনুবাদকের উৎসর্গ:

প্রথম বই উৎসর্গের দাবিদার অনেকজন; মানুষ পাগল ভাবতে পারে আমাকে, তবু বলছি, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার সবচেয়ে পছন্দের জিনিস ইতালির জাতীয় ফুটবল দলকেই বইটা উৎসর্গ করবো বলে ভেবেছিলাম প্রথমে কিন্তু নিজের পরিবারের কথা ভুলি কী করে?

...আমার বাবা নূর মোহাম্মদ
মা মৌলুদা মোহাম্মদ
ভাইয়া নিয়াজ মেহেদীকে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মুখবন্ধ

গ্রজনির বোমা বিধ্বস্ত রাস্তার মধ্যে দিয়ে যে কনভয়টা এগিয়ে চলছে তার মাঝের গাড়িটায় পাথরের মত স্থির বসে আছে চেচেন বিদ্রোহীদের প্রধান খালিদ মুরাত। তার বিআরটি ৬০বিপি আর্মার্ড গাড়িটা উন্নত পার্সোনাল ক্যারিয়ার, রাশিয়ান মিলিটারির বৈশিষ্ট্যসূচক যুদ্ধাস্ত্র। এই কনভয়টাকে শহরের অন্যান্য জায়গায় টহল দিতে থাকা গাড়িবহর থেকে আলাদা করে চেনা সম্ভব নয়। মুরাতের অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যরা গাদাগাদি করে অন্য দুটো গাড়িতে চড়েছে, মুরাতের গাড়ির সামনে ও পেছনে চলছে ওদুটো। মুরাতকে খুঁজতে থাকা রাশিয়ান ফোর্স হসপিটাল নাম্বার নাইন থেকে তিন কদম এগিয়ে থাকছে ওরা।

মুরাতের ঘন দাড়ি, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, দাঁড়ানোর ভঙ্গি ভালুকের মত আর চোখ দুটো জ্বলছে আদর্শ ধর্মান্ধের মত। অনেক আগেই সে শিখেছিল বজ্রমুষ্টিই শাসনের একমাত্র উপায়। জখার দুদায়েভ যখন ব্যর্থভাবে ইসলামি শরীয়াহ আইন আরোপ করেছিল তখন সেখানে উপস্থিত ছিল সে। গণহত্যা শুরু হতে দেখেছে, যখন চেচনিয়া ভিত্তিক রুই কাতলারা ওসামা বিন লাদেনের বিদেশী দোসররা দাঘেস্তান দখল করে মস্কো আর ভলগনেনেস্কে পাইকারী বোমা হামলা চালিয়ে শ দু'য়েক মানুষকে হত্যা করেছিল। তখনই বিদেশীদের দোষ চাপানো হয়েছিল চেচেন সন্ত্রাসবাদীদের ঘাড়ে, আর রাশিয়ানরা এই ধুয়ো তুলে বম্বিং করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল গ্রজনি শহরটাকে।

চেচেন রাজধানীর উপরের আকাশটা খোলা, ছাই আর কয়লার গুঁড়োর পাক খেতে থাকা ধোঁয়ায় অস্পষ্ট। কাঁপতে থাকা ঔজ্জ্বল্যে গণগণে আকাশটাকে দেখে মনে হয় যেনো তেজস্ক্রিয়। নুড়ি ছড়ানো শহরের এখানে ওখানে জ্বলছে আগুন, তেল ঢেলে জ্বালানো হয়েছে ওগুলো।

কনভয়টা যখন একটা বিশাল দালানের পোড়া ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন ছোপ লাগা জালালা দিয়ে বাইরে তাকাল মুরাত, বিরাট ছাদহীন ধ্বংসস্তূপটার এখানে ওখানে আগুনের শিখার ঝলকানি দেখল। ঘোঁত ঘোঁত করল সে, পাশে তার সেকেন্ড ইন কমান্ড হাসান আর সেনাভের দিকে তাকিয়ে বলল, "এক সময় এই গ্রজনি ছিল ছায়া ঢাকা বুলেভার্দ ধরে হাটতে থাকা প্রেমিক প্রেমিকাদের প্রিয় জায়গা, যার পাতা-ঢাকা স্কোয়ার ধরে প্রাম ঠেলে নিয়ে বেড়াত মায়েরা। রাতের বেলা গ্রেট সার্কাস ভরে যেত আনন্দময় মুখের ভিড়ে। স্থপতিরা স্বর্গজ্ঞান করতো এই গ্রজনিকে, আর তারাই গড়ে তুলেছিল সেসব চমৎকার বিল্ডিংগুলো যা গ্রজনিকে করে তুলেছিল বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর শহর।"

দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল সে, কমরেডসুলভ ভঙ্গিতে চাপড়াল অন্যের হাটু। "হায় আল্লাহ, হাসান," চেঁচিয়ে উঠল সে। "দেখো, কিভাবে রাশিয়ানগুলো শহরের সব সুন্দর জিনিসকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।"

মাথা ঝাঁকাল হাসান আরসেনভ। মুরাতের চেয়ে ঠিক দশ বছরের ছোট সে, সতেজ আর শক্তিমান একজন পুরুষ। প্রাক্তন বায়াথলন চ্যাম্পিয়ন, শরীরটা একজন সত্যিকারের অ্যাথলেটের মতই চওড়া কাঁধ আর সরু নিতম্ব বিশিষ্ট। যখন মুরাত বিদ্রোহীদের লিডারের দায়িত্ব দখল করেছিল তখন তার পাশে ছিল হাসান। এখন কনভয়টা একটা দালানের কয়লা হওয়া কঙ্কালের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, ওটার দিকে মুরাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। "যুদ্ধের আগে," গভীর গলায় বলল, "যখন গ্রজনি একটা বিরাট তৈল শোধনাগার ছিল তখন আমার বাবা ওখানে অয়েল ইন্সটিটিউটে কাজ করতেন। এখন তেল কূপ থেকে মুনাফা পাবার বদলে আমরা পাই আগুনের হলকা, আর এগুলো শুধু আমাদের বাতাস পানিকে দূষিত করছে।"

সারি সারি দালানের ধ্বংসস্তূপ আর মড়াখেকোর আড্ডখানায় পরিণত হওয়া রাস্তা পেরোনোর সময় নীরবতায় ডুবে গেল দুই বিদ্রোহী। কয়েক মিনিট পর একে অন্যের দিকে ঘুরল ওরা, স্বজাতির দুঃখ ফুটে উঠেছে দু'জনের চোখেই। কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল মুরাত কিন্তু থমকে গেল তাদের গাড়ির গায়ে বুলেট পিছলে যাবার শব্দে। মুহূর্তেই বুঝতে পারলো এমন অস্ত্র নিয়ে হামলা করা হয়েছে ওদের ওপর যা তাদের গাড়ির আর্মার প্লেট ফুটো করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরাবরের মতই অবিচল থাকল আরসেনভ, রেডিওর দিকে ঝুঁকল।

"আমি সামনের আর পেছনের গার্ডদের বলে দিচ্ছি পাল্টা গুলি করতে।"

মাথা দোলাল মুরাত। "না, হাসান। ভাবো। আমরা রাশিয়ান আর্মির ইউনিফর্ম পরে আছি, চড়েছি রাশিয়ান আর্মির গাড়িতে।" তাই আমাদের গুলি করে থাকুক, শত্রু হবার চেয়ে বন্ধু হবার সম্ভাবনাই বেশি। নিষ্পাপ রক্তে হাত রাঙানোর আগে ভাবতে হবে আমাদের।"

আরসেনভের হাত থেকে রেডিওটা নিল মুরাত, কনভয়কে থামার নির্দেশ দিলো।

"লেফটেন্যান্ট গচিয়ায়েভ," রেডিওতে বলল সে, "তোমার লোকদেরকে প্রস্তুত কর। আমি জানতে চাই কে আমাদের গুলি করছে কিন্তু তাদের মারতে চাই না।"

সামনের যানটাতে, লেফটেন্যান্ট গচিয়ায়েভ তার লোকদের এক করে নির্দেশ দিলো আর্মার্ড কনভয়ের কাভার নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে। মুড়ি ছড়ানো পথের ওপর দিয়ে তাদের অনুসরণ করল সে, ঠাণ্ডার ঝাপটার উল্টো দিকে কুঁজো করে রেখেছে কাঁধ। হাতের নির্ভুল নিশানার মাধ্যমে সে তার সৈন্যদের ডান আর বামদিক থেকে এগিয়ে নিয়ে গেল সেদিকে যেদিক থেকে গুলি আসছিল।

গচিয়ায়েভের দক্ষ সৈন্যরা নিঃশব্দে আর দ্রুত এগিয়ে গেল পাথর, দেয়াল আর বাঁকাচোরা লোহার বিম পেরিয়ে, কাঁধ নিচু করে রেখেছে যাতে শত্রু বড় টার্গেট না

BanglaBook.org

বানাতে পারে। অবশ্য আর কোনো গুলির শব্দ পাওয়া গেল না। একসময় বিদ্রোহী সৈন্যরা তাদের চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিল, সাঁড়াশি আক্রমণের শেষ ধাপ যেটার মাধ্যমে শত্রুকে আটকে ক্রস ফায়ার করে শেষ করে দেয়া হয়।

মাঝের যানটা থেকে হাসান আরসেনভ লক্ষ্য রাখছিল গচিয়ায়েভের কভার করা জায়গাটার দিকে, গুলির শব্দের অপেক্ষা করছিল যদিও কিছু শোনা গেল না। তার বদলে দূরে গচিয়ায়েভের মাথা আর কাঁধ দেখা গেল। আরসেনভদের যানটার দিকে মুখ করে হাত নেড়ে সে সংকেত দিলো সে এলাকাটায় আর বিপদ নেই। সেই সংকেত দেখে মুরাত হাসানকে পাশ কাটিয়ে যানটা থেকে নামল, কোনোরকম দ্বিধা না করে এগিয়ে গেল তার লোকদের দিকে।

"খালিদ মুরাত!" সতর্ক করার ভঙ্গিতে ডাকল হাসান আরসেনভ, লিডারের পেছনে দৌড়াচ্ছে।

কোনো রকম ভাবান্তর না দেখিয়ে সেই নিচু ভাঙা দেয়ালটার দিকে এগিয়ে গেল মুরাত যেখান থেকে গান ফায়ার হয়েছিল। আবর্জনার স্তূপগুলোর দিকে এক নজর তাকালো সে, যেগুলোর একটার ওপর একটা তেলতেলে দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও মড়াপচার গন্ধটা খাঁড়ার মত আঘাত করল তার নাকে। আরসেনভ মুরাতের পাশে এসে গেছে, তার হাত ধরে টানল সে।

মুরাত দেয়ালটার কাছে যাবার সময় ওর সৈন্যরা দু'ধারে রইল, হাতে উদ্যত অস্ত্র। ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে হু হু করে বয়ে যাচ্ছে ঝড়ো হাওয়া। ম্যাড়মেড়ে ধাতব রঙের আকাশটা আরো কালো হয়ে গেছে, তুষারপাত শুরু হয়েছে। মুরাতের বুটে হালকা ধুলোর পরত পড়ল, মাকড়শার জালের মত ছোপ ফেলল তার এলোমেলো দাড়িতে।

"লেফটেন্যান্ট গচিয়ায়েভ, আক্রমণকারীদের পেয়েছ?"

"পেয়েছি, স্যার।"

"আল্লাহই আমাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, আর আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেনও তিনি। ওদেরকে দেখতে দাও আমায়।"

"শুধু একজনই আছে," জবাব দিলো গচিয়ায়েভ।

"খালি একজন?" চেঁচিয়ে উঠল আরসেনভ। "কে সে? সে কি জানতো আমরা আসলে চেচেন?"

"তোমরা চেচেন?" হালকা একটা গলা বলল। দেয়ালটার ওপাশ থেকে একটা ছেলের ফ্যাকাশে মুখ দেখা গেল, বছর দশেকের বেশি হবে না তার বয়স। পাতলা কয়েকটা শার্টের ওপর একটা সুতো ওঠা সোয়েটার পরে আছে। মাথায় ময়লা উলের টুপি, পরনে তালি মারা প্যান্ট আর পায়ে বেখাপ্পা সাইজের ফাটা রাবারের বুট। সম্ভবত কোনো লাশ থেকে খুলে নেয়া হয়েছে বুট দুটো। বয়সে ছোট হলেও ছেলেটার চোখ দুটো বড়দের মত, অবিশ্বাস আর সতর্কতার সঙ্গে সবকিছুকে জরিপ করার মতো

BanglaBook.org

ভঙ্গি। রাশিয়ান আর্মির একটা অবিস্ফোরিত রকেটকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে সে, সম্ভবত ওটা বিক্রি করেই নিজের পরিবারকে উপোস করার হাত থেকে রক্ষা করবে। তার ডান হাতে একটা বন্দুক, বাম হাতটা কব্জির নিচ থেকে নেই। মুরাত একবার তাকিয়ে সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নিলেও আরসেনভ তাকিয়েই রইল।

"ল্যান্ডমাইন," যেনো দুঃখে হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বলল ছেলেটা, "রাশিয়ানদের পোঁতা ল্যান্ডমাইনে এমনটা হয়েছে।"

"আল্লাহ মেহেরবান! চমৎকার এক ক্ষুদে যোদ্ধা," বিস্মিত গলায় বলল মুরাত, তার ঝলমলে হাসি ছুঁড়ে দিলো ছেলেটার দিকে। তার এই হাসিই মানুষকে চুম্বকের মত তার দিকে আকর্ষণ করে। "আয়, আয়," হাঁক দিলো সে, খালি হাত দুটো উপরে তুলল। "দেখতেই পাচ্ছিস আমরা চেচেন। ঠিক তোরই মতো।"

"যদি আমারই মত হয়ে থাকেন," বলল ছেলেটা, "তাহলে রাশিয়ানদের গাড়িতে চড়ে বেড়াচ্ছেন কেন?"

"রাশিয়ান নেকড়েগুলোর হাত থেকে বাঁচার আর কোনো পথ আছে নাকি অ্যা?" বাঁকা চোখে তাকাল মুরাত, ছেলেটার ডান হাতের গাইয়ুরজা বন্দুকটা দেখে হাসল। "তুই রাশিয়ান স্পেশালফোর্সের বন্দুক নিয়ে বেড়াস। এই সাহস দেখানোর জন্য তোর পুরস্কার পওয়া উচিত, তাই না?"

ছেলেটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলে মুরাত তার নাম জিজ্ঞেস করলো। ছেলেটার নাম বলায় মুরাত বলল, "আযনর, তুই কি জানিস আমি কে? আমি খালিদ মুরাত, আমিও তোর মত রাশিয়ান শোষকদের হাত থেকে মুক্তি চাই। একসাথে আমরা এটা করতে পারব, ঠিক আছে?"

"আমি চেচেন ভাইদের দিকে গুলি করতে চাই নি," আযনর বলল। কাটা হাতটা কনভয়ের দিকে তুলল সে। "আমি ভেবেছিলাম এটা একটা *যাখিস্টকা*," সে বোঝাতে চাইছে রাশিয়ান সাঁড়াশি অভিযানকে যা বিদ্রোহীদের তালাশ করে। যাখিস্টকা অভিযান চলার সময় বারো হাজারের বেশি লোক মারা গেছে, দু'হাজার সেরেফ গুম হয়ে গেছে আর অসংখ্য মানুষ হয়েছে আহত, নির্যাতিত পশুর মতো ধর্ষিত। "রাশিয়ানরা আমার বাবা আর চাচাকে মেরেছে। আপনারা রাশিয়ান হলে কেউ আমার হাত থেকে বাঁচতেন না," বিদ্বেষ আর ক্রোধের ঢেউ খেলে গেল তার চেহারায়।

"আমারও বিশ্বাস তুই তাই করতি," গম্ভীরভাবে বলল মুরাত। হাত পকেটে ঢুকিয়ে কয়েকটা নোট বের করল সে। আযনর ওর বন্দুকটা কোমরের বেল্টের সাথে ঝুলিয়ে তবেই বাকি হাতটা দিয়ে টাকাটা নিতে পারল। তার দিকে ঝুঁকে ষড়যন্ত্রীর মত ফিসফিস করলে মুরাত, "এখন শোন, আমি তোকে বলব কোথায় তুই তোর গাইয়ুরজার জন্য আরো গুলি কিনতে পারবি যাতে পরের যাখিস্টকা আসার সময় তৈরি থাকতে পারিস।"

"ধন্যবাদ," আযনরের মুখে হাসি যেনো ফেটে পড়ল।

BanglaBook.org

ফিসফিস করে কিছু বলল খালিদ, তারপর পিছিয়ে এসে ছেলেটার চুল এলোমেলো করে দিলো। "আল্লাহ তোর সাথে থাকবেন, প্রিয় ক্ষুদে যোদ্ধা, যা কিছু তুই করিস সবকিছুতে।"

অবিস্ফোরিত রকেটটার টুকরো বগলে নিয়ে নুড়ি পাথরের স্তূপ পেরিয়ে ছেলেটাকে যেতে দেখল মুরাত আর তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। নিজেদের যানে ফিরে এল ওরা এরপর। বিতৃষ্ণায় ঘোঁত ঘোঁত করে আর্মার প্লেটওয়ালা দরজাটা আছাড় দিয়ে বন্ধ করল হাসান, যেনো আছাড় দিলো বাইরের দুনিয়ার ওপরই। "তোমার কি একবাও মনে হল না তুমি বাচ্চাটাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছ?"

ওর দিকে তাকাল মুরাত। তার দাড়িতে লেগে থাকা তুষারগুলো গলে পানির বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। আরসেনভের চোখে মুরাতকে দেখাচ্ছে কোনো গোঁড়া ইমামের মত, মিলিটারি কমান্ডারের মত নয়।

"আমি ওই শিশুটাকে–যাকে কিনা নিজের খাবার আর কাপড় নিজেকেই জোগার করতে হয় নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে হয়–তাকে আশা দিয়েছি, দিয়েছি নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য। এক কথায় বলতে গেলে বেঁচে থাকার স্বার্থকতা দিয়েছি ওকে আমি।"

আরসেনভের চেহারা তিক্ততায় কঠিন আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখে কুটিল দৃষ্টি। "রাশিয়ান বুলেট ওকে ঝাঁঝড়া করে দেবে।"

"তাই কি তোমার ধারণা, হাসান? ওই আযনর একটা হাঁদা, কিংবা আরো খারাপ। দুঃসাহসী, তাই না?"

"ও স্রেফ একটা বাচ্চাছেলে।"

"বীজ একবার পোঁতা হয়ে গেলে সবচেয়ে বন্ধুর জমিতেও মাথা তুলে দাঁড়ায় চারাগাছ। ব্যাপারটা সব সময়ই ওরকম, হাসান। একজনের বিশ্বাস আর সাহস বেড়ে ওঠে, ছড়িয়ে পড়ে অন্যের মাঝে যতক্ষণ না একজন হয়ে যায় দশজন, বিশজন, একশ' জন, হাজার জন।"

"আর এই সময়টায় আমাদের জনগণ খুন হচ্ছে, ধর্ষিত হচ্চে, মার খাচ্ছে, উপোস থাকছে পশুর মত। তোমার পদ্ধতি যথেষ্ট নয়, খালিদ। যথেষ্ট কাছাকাছিও না।"

"তারুণ্যের অস্থিরতা তোমার মাঝ থেকে এখনো যায় নি, হাসান," ওর কাঁধ ধরল মুরাত। "ভাল, এতে আমার অবাক হওয়ার কিছু নেই, তাই না?"

মুরাতের চোখের দৃষ্টিতে মায়া দেখতে পেয়ে চোয়াল শক্ত করল আরসেনভ, মুখ ঘোরালো অন্যদিকে। রাস্তা জুড়ে বয়ে যাওয়া বাতাস যেনো শয়তানের মূর্তি তৈরি করছে তুষারের মাঝে, সিদ্ধি লাভ করা চেচেন দরবেশের মত কেবল ঘুরছেই। মুরাত এটাকে মনে করল একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর পরম্পরা। "বিশ্বাস রাখ," শান্ত করার সুরে বলল সে। "বিশ্বাস রাখ আল্লাহর ওপর আর ওই সাহসী ছেলেটার ওপর।"

BanglaBook.org

দশ মিনিট পরে হসপিটাল নাম্বার নাইনের সামনে থামল কনভয়টা। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল আরসেনভ। "প্রায় সময় হয়ে এসেছে," বলল সে। কনভয়টার ভেতরে নিরাপত্তার আড়ালে বসে ওরা বুঝতে পারছে একটু পর রিসিভ করতে যাওয়া কলটার গুরুত্ব, যার জন্য এতসব করা হচ্ছে।

সামনে ঝুঁকে একটা বোতাম টিপল মুরাত, সাউন্ডপ্রুফ ব্যারিয়ারটা সামনে উঠে গিয়ে ওদিকে বসে থাকা গার্ড আর ড্রাইভার থেকে আড়াল করল তাকে। প্রশিক্ষিত লোকগুলো বুলেটপ্রুফ উইন্ডশিল্ড দিয়ে সোজা সামনে তাকিয়ে আছে।

"খালিদ, সময় যখন হয়েই গেছে, বল তোমার কি কি আপত্তি আছে?"

ঝাঁটার মত ভুরু দুটো ওপরে তুলে মুরাত বুঝিয়ে দিলো আরসেনভের কথা আর যাই হোক স্পষ্ট নয়। "আপত্তি?"

"তোমার নিজের জিনিস কি তুমি চাও না, খালিদ? বল আল্লাহর কোন আদেশটা আমাদের সাথে থাকা উচিত?"

"তোমার রক্ত গরম হয়ে উঠেছে, বন্ধু। আমিই শুধু এটা ভাল জানি। এক সাথে অনেকবার লড়েছি আমরা–শত্রুকে শেষ করেছি। আমরা আমাদের দু'জনের জীবন একে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছি, তাই না? শোনো এখন। আমি আমার দেশের মানুষের জন্য রক্ত ঝরাই। ওদের কষ্ট তীব্র ক্রোধে জ্ঞানশূন্য করে দেয় আমায়। এটা তোমার ভালই জানা আছে। অন্য যে কারো চাইতে বেশিই জানো। কিন্তু ইতিহাস বলে নিজের আকাঙ্খার বিষয়ে সাবাধান হতে। যেটার প্রস্তাব করা হচ্ছে তার ফলাফল হল–"

"আমরা যেটার প্ল্যান করছি সেটা!"

"হ্যা, যেটার প্ল্যান করছি," বলল খালিদ মুরাত।

"তবে, পরে কি ঘটবে সেটা ভেবে দেখতেই হবে।"

"সাবধানতা," তেতো গলায় বলল আরসেনভ। "সবসময় খালি সাবধানতা।"

"বন্ধু," হেসে আরসেনভের কাঁধ ধরল মুরাত। "ভুল পথে যেতে চাইনা আমি। বেপরোয়া শত্রুকে ধ্বংস করা সহজ। ধৈর্যকে অভ্যাস করা শিখতে হবে তোমার।"

"ধৈর্য!" মুখিয়ে উঠল আরসেনভ। "ঐ ছেলেটাকে তো তুমি ধৈর্য ধরতে বল নি। ওকে টাকা দিয়েছ, গুলি কোথায় কিনতে হবে তা বলেছো। রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছ। যতদিন আমরা অপেক্ষা করব ততদিনই ওকরম হাজার হাজার ছেলে মৃত্যুর সামনে পড়বে। আমাদের সিদ্ধান্তেই তো চেচনিয়ার ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে।"

বুড়ো আঙুল দিয়ে চোখ ঘষতে লাগল মুরাত। "অন্য পথও আছে, হাসান। সবসময়ই অন্যপথ থাকে। হয়তো আমাদের ভাবা উচিত–"

"কোনো সময় নেই। ঘোষণা দেয়া হয়ে গেছে, তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। শেখের কথাই সঠিক।"

BanglaBook.org

"শেখ, হ্যা," মাথা নাড়ল মুরাত। "শেখ সবসময়ই সঠিক।"

কারের ফোনটা বেজে উঠল এ সময়। বিশ্বস্ত সঙ্গীর দিকে একনজর তাকিয়ে শান্তভাবে স্পিকার ফোনটা ক্লিক করল মুরাত। "হ্যা, শেখ," শ্রদ্ধার সাথে বলল সে, "আমি আর হাসান দু'জনেই এখানে আছি। আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি আমরা।"

কনভয়টা যে রাস্তার ওপর অলস দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে বেশ খানিকটা উপরে একটা সমতল ছাদের ওপর একটা মূর্তি দেখা গেল, কার্নিশের ওপর কনুই দিয়ে নিচু হয়ে আছে সে। কার্নিশের ওপর পড়ে আছে একটা ফিনিশীয় সাকো টিআরজি-৪১ বোল্ট অ্যাকশন স্নাইপার রাইফেল, ওর নিজের হাতে পরিবর্তন করা বন্ধুকগুলোর অন্যতম। এর অ্যালুমিনিয়াম আর পলিইউরেথিনের স্টক একে হালকা করার পাশাপাশি দিয়েছে মারাত্মক নির্ভুলতা। ওর পরনে রাশিয়ান মিলিটারির ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম, যা ওর এশিয়ান ধাঁচের সুগঠিত চেহারার সাথে বেমানান নয়। ইউনিফর্মের ওপরে একটা কেভলার হার্নেস পরেছে, ওটা থেকে ঝুলছে একটা ধাতব ছক। ওর ডান হাতে একটা অনুজ্জ্বল কালো বাক্স, আকার সিগারেটের প্যাকেটের মত। ওটা একটা অয়্যারলেস ডিভাইস, যেটায় দুটো বোতাম আছে। ওর চেহারায় একটা স্থিরতা, একটা আভা আছে যা ভয় পাইয়ে দেয় মানুষকে। মনে হয় সে যেনো নৈঃশব্দকে ধরতে পারে, কাজে লাগাতে পারে, ছুঁড়ে দিতে পারে অস্ত্রের মত।

ওর চোখে যেনো ফুটে উঠেছে গোটা বিশ্ব, যার কাছে নিচের রাস্তা আর বিল্ডিংগুলো স্রেফ একটা মঞ্চ ছাড়া কিছু না। চেচেন সৈন্যেরা গার্ড ভেহিকল থেকে বের হবার সময় ওদেরকে গুনল। মোট আঠার জন সৈন্য, তাছাড়া গ্র্যাইভাগুলো গাড়িতেই আছে, আর মাঝের যানটাতে জনাচারেক গার্ডের সাথে আছে দুই প্রধান।

যখন গার্ডগুলো হাসাপতালের প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকে জায়গাটায় অবস্থান নেবার কথা ভাবছিল তখনই অয়্যারলেস রিমোটের ওপরের বোতামটা চাপল সে, সঙ্গে সঙ্গে সি-ফোর বিস্ফোরকগুলো উড়িয়ে দিলো প্রবেশপথটা, বিস্ফোরণের ধাক্কা নাড়িয়ে দিলো রাস্তা, কাঁপিয়ে দিলো ভারি যানগুলোকে। যদিও বেশিরভাগ বিদ্রোহী হয় উড়ে গেছে নয় চাপা পড়েছে তবু সে জানত, কিছু বিদ্রোহী হাসপাতালের লবির ভেতরে ঢুকে যাওয়ায় বেঁচে গেছে; এটা ও আগেই ভেবে রেখেছিল।

প্রথম বিস্ফোরণের শব্দ আর ধুলো চলে যাবার আগেই অয়্যারলেস ডিভাইসের দিকে আবার তাকাল। চাপল নিচের বোতামটা। কনভয়ের সামনের আর পেছনের রাস্তাটা উড়ে গেল কান ফাটানো বিস্ফোরণে, ভেঙে পড়ল ফাঁপা রাস্তাটা।

নিচের লোকগুলো যখন খাবি খাচ্ছে তখন সাকো রাইফেলটা হাতে তুলে নিল আততায়ী, ওর নড়াচড়া সুচিন্তিত আর পরিকল্পিত। রাইফেলে বিশেষ গুলি ভরা আছে

BanglaBook.org

যাতে কম ক্যালিবারের গুলি ভরানো যায়। রাইফেলের ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ দিয়ে ও তিনজন বিদ্রোহীকে দেখতে পেল নিচে। বিস্ফোরণে বেশি আহত হয় নি বিদ্রোহী তিনজন। চেচাচ্ছে ওরা, ছুটছে মাঝের যানটার দিকে যাতে ওটার আরোহীরা তৃতীয় বিস্ফোরণে ছাতু হবার আগেই বেরিয়ে আসে। যানটার ডান দিকের দরজা খুলে হাসান আরসেনভ আর একজন গার্ডকে বেরিয়ে আসতে দেখল আততায়ী। যানটার ভেতরে রয়ে গেছে খালিদ মুরাত আর তিনজন বেঁচে যাওয়া গার্ড। টেলিস্কোপ দিয়ে হাসানের চেহারার কর্তৃত্বপূর্ণ ভাবটা দেখে নিল আততায়ী, স্কোপটা নামিয়ে পা আঁকড়ে ধরল হাসান, চেঁচিয়ে উঠতেই পড়ে গেল। একটা গার্ড ছুটে গেল হাসানের দিকে, তাকে টেনে নিয়ে গেল আড়ালে। বাকি দুই গার্ড মাথা ঘুরিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কোথা থেকে গুলিটা এসেছে, তারপর ছুটে এসে ঢুকল সেই বিল্ডিংটার ভেতর যেটার উপর আততায়ী নিচু হয়ে শুয়ে আছে।

আরো তিন বিদ্রোহীকে হাসপাতালের পাশের পথ ধরে ছুটে বের হতে দেখে সাকো রাইফেলটা ফেলে দিলো আততায়ী। খালিদ মুরাতের গাড়িটাকে হুড়মুড়িয়ে পিছিয়ে যেতে দেখল ও। বিল্ডিংয়ের নিচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাচ্ছে, ছাদের দিকে ছুটে আসছে বিদ্রোহীরা। তাড়াহুড়ো করল না, টাইটেনিয়াম আর কোরান্ডামের কাটাগুলো লাগিয়ে নিল বুটে। জটিল একটা ক্রবো হাতে তুলে নিল, ওটা থেকে একটা তার ছুঁড়ে দিলো মাঝের যানটার ঠিক পেছনের একটা হালকা থামে। তারটাকে বেঁধে ফেলে ওটার টানটান হওয়া নিশ্চিত করল ও। বিদ্রোহীদের চিৎকার শোনা গেল, ছাদের ঠিক নিচের তলাটায় এসে গেছে ওরা।

যানটা এখন এদিকে মুখ করেছে। বিস্ফোরণে মাঝ দিয়ে পথ করে নিতে চাচ্ছে। উইন্ডশিল্ডের টুকরো দুটোর হালকা ঝলকানি দেখতে পেল আততায়ী। রাশিয়ানদের যানের একটা সমস্যা মোটা বুলেটপ্রুফ কাঁচগুলো উইন্ডশিল্ডে বসাবার জন্য দু' টুকরো শার্সির দরকার হয়। এই দু'টুকুরো কাঁচের মধ্য দিয়ে বুলেট ঢুকলেই দফারফা, এটাই যানটার একটা দুর্বল অংশ।

হার্নেসের সাথে লাগানো শক্ত হুকটা টানটান করা লাইনটার সাথে লাগালো ও, নিজেকে ঝুলিয়ে দিলো। পেছনে শোনা গেল দরজা খুলে ছাদে উঠে আসছে বিদ্রোহীরা, আততায়ী থেকে শ'খানেক ফুট দূরে। আততায়ীকে দেখামাত্রই গুলি করার জন্য ছুটে এল ওরা, মেঝেতে পেতে রাখা একটা ট্রিপ-অ্যারে পা দিয়ে ফেলল। সাথে সাথে একটা বিস্ফোরণ গ্রাস করল ওদের। সি-ফোর বিস্ফোরকের শেষ যে প্যাকেটটা আততায়ী কাল রাতে মেঝেতে পেতে রেখেছিল, ওটা ফেটেছে।

পেছনের হত্যাকাণ্ড দেখার জন্য ঘুরল না আততায়ী, তারটা পরীক্ষা করে দেখে ছাদ থেকে নিজেকে শূন্যে ভাসিয়ে দিলো। লাইনটায় পিছলে নামল ও, পা দু'টো তুলে রেখেছে যাতে বুটের কাঁটাগুলো উইন্ডশিল্ড ডিভাইডারের দিকে তাক করা থাকে। সব এখন নির্ভর করছে ওর গতির ওপর আর বুলেটপ্রুফ উইন্ডশিল্ডের ডিভাইডারের ওপর

BanglaBook.org

ও কোন কোন আঘাত করবে তার ওপর। একটু এদিক-ওদিক হলেই ওর পা ভাঙার সম্ভাবনা আছে।

ওর পায়ের বুট দুটোর কাঁটা ডিভাইডারে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কাটা ওর পা বেয়ে উঠে এসে শিরদাঁড়া নাড়িয়ে দিলো, আর ডিভাইডারটা দুমড়ে গিয়ে খুলে যাওয়া কাঁচ দু'টোকে ছিটকে দিলো। গাড়ির ভেতরে আছড়ে পড়ল ও, উইন্ডশিল্ডের বেশিরভাগ অংশ ঢুকে পড়েছে ওর ধাক্কায়। ওটারই একটা টুকরো ড্রাইভারের ঘাড়ে লাগল, প্রায় আলাদা হয়ে গেল মাথাটা। বামে ঘুরল আততায়ী। ড্রাইভারের রক্তে গোসল হয়ে গেছে সামনের সিটের বডিগার্ডটা। সে বন্ধুকের দিকে হাত বাড়াতেই মাথাটা ধরে ফেলল আততায়ী, ঘাড়টা ভেঙে দিলো শক্ত হাতে।

ড্রাইভারের পেছনের সিটের গার্ড দুটো অন্ধের মত গুলি ছুঁড়তেই ঘাড় ভাঙা গার্ডের দেহটা সামনে এগিয়ে দিলো আততায়ী, বুলেট ঠেকাল দেহটা দিয়ে। গার্ডের দেহটার আড়ালে থেকে গার্ডের বন্দুকই ব্যবহার করল আততায়ী দুই গার্ডের কপালে ঢুকিয়ে দিলো দু'টো বুলেট।

এখন শুধু খালিদ মুরাতই বাকি আছে। চেচেন লিডারের মুখে ঘৃণা যেনো মুখোশের মত আটকে গেছে, লাথি দিয়ে দরজাটা খুলে নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে চেঁচাচ্ছে সে। আততায়ী ধাক্কা দিলো তাকে, জলের ইঁদুরের মত ঝাঁকিয়ে দিলো বিশাল মানুষটাকে। কামড় দেবার চেষ্টা করল মুরাত, প্রায় ছিঁড়েই নিয়েছিল আততায়ীর একটা কান, শান্তভাবে, সুকৌশলে, অনেকটা যেনো আনন্দের সাথে মুরাতের গলা ধরল আততায়ী, তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুড়ো আঙুলটা প্রচণ্ড জোরে সেঁধিয়ে দিলো ওর স্বরগ্রন্থির নিচে। সঙ্গে সঙ্গে রক্তে ভরে গেল মুরাতের গলা, দম আটকে এল তার, গায়েব হয়ে গেল শক্তি। হাত অবশ হয়ে এসেছে তার, বৃথাই মারল আততায়ীর চোখে মুখে, নিজের রক্তেই ডুবে যাচ্ছে মুরাত। ফুসফুস ভরে গেছে, শ্বাস ছাড়া-ছাড়া আর ভারি। রক্তবমি করল সে, কোটরের মধ্যে উল্টে গেছে চোখ দুটো।

মাংসের তালে পরিণত দেহটা ফেলে দিয়ে সামনের সিটে চলে এল আততায়ী, ড্রাইভারের লাশটা ফেলে দিলো দরজা দিয়ে। গায়ের জোরে গিয়ার দিয়েই এক্সেলটরে পা দিলো ও বিদ্রোহীরা কিছু বুঝে উঠার আগেই। রেসের ঘোড়ার মত ভিড়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে এগোল গাড়িটা তারপর বিস্ফোরকের তৈরি গর্তে এমনভাবে ছিটকে নামল যেনো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

মাটিতে সোজা হয়ে বসল আততায়ী, ওর গাড়ি ধেয়ে চলেছে একটা সংকীর্ণ টানেলের মধ্যে দিয়ে, এসব ড্রেন রাশিয়ানরাই চওড়া করে বানিয়েছে যাতে বিদ্রোহী নেতাদের উপর গুপ্ত হামলা চালানো যায়। গাড়ির ফেন্ডারটা যখনই বাঁকা দেয়ালের সাথে লাগছে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে আসছে। কিন্তু যাইহোক ও এখন নিরাপদ। ওর প্ল্যান তেমনভাবেই শেষ হয়েছে যেমনভাবে শুরু হয়েছিল নির্ভুল সময়ানুবর্তী দক্ষতায়

BanglaBook.org

মাঝরাতের পর বিষাক্ত মেঘগুলো সরে গেলে শেষপর্যন্ত বেরিয়ে এল চাঁদটা নুড়ি আর কাঁকরে বোঝাই পরিবেশ তাকে একটা লালচে আভা দিলো। হালকা আলোটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এখন পর্যন্ত জ্বলতে থাকা আগুনে।

ইস্পাতের তৈরি একটা ব্রিজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। ওদের নিজের মুখ পানির ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে একটা অসমাপ্ত যুদ্ধের ভগ্নাবশেষ।

"কাজ শেষ," প্রথমজন বলল। "খালিদ মুরাত এমনভাবে খুন হয়েছে যে প্রবল আলোড়ন তৈরি হবে।"

"তারচেয়ে কম আমি আশা করব না, খান," দ্বিতীয়জন বলল। "আমি তোমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছি তার প্রতি তোমার নিষ্কলুষ অবদান কোনো অংশে কম ঋণী নয়।" সে আততায়ীর চেয়ে প্রায় ইঞ্চি চারেক লম্বা, চৌকো বিশিষ্ট, লম্বা পাওয়ালা। তার ঘাড় আর চেহারার পাশের অদ্ভুত চকচকে চুলবিহীন চামড়াটাই শুধুমাত্র তার উপস্থিতিকে অস্বস্তিকর করে তুলেছে। স্বভাবগত নেতা হবার কারিশমা তার মাঝে আছে। সে এমন একজন যাকে হেলাফেলা করা যায় না। পরিস্কারভাবেই ক্ষমতাবানদের ভুবনে বা জনগনের সামনে কিংবা গুন্ডা বদমাশদের গলিতে সে সমান স্বচ্ছন্দ।

খালিদের চোখে এখনো ভাসছে মরার সময় মুরাতের চাহনিটা। এই চাহনি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হয়। খান জানত সবার জীবনই অনন্য কারো জীবন একই সুতায় গাথা নয় আর সব পাপীদর ক্ষেত্রে তাদের ভেতরে পাপগুলো যে ক্ষয় করে তা ও অনন্য তুষারকণার গঠনের মত। মুরাতের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল? না, ভয় নয়। বিস্ময় ছিল ক্রোধও ছিল, ছিল আরো গভীর কিছু, জীবনের কাজগুলো অসমাপ্ত রেখে যাওয়ার আক্ষেপ। *শেষ চাহনির বিশ্লেষণ সব সময়ই অপূর্ণ,* ভাবল। সে ভাবার চেষ্টা করল মুরাতের চোখে ষড়যন্ত্রের শিকার হবার ভাবও ছিল কিনা। মুরাত কি জানত কে তার গুপ্তহত্যার আদেশ দিয়েছিল?

স্টিফেন স্পালকোর দিকে তাকাল সে। তার হাতে একটা মোটা টাকায় ভরা খাম।

"তোমার ফি," বলল স্পালকো, "সেই সাথে বোনাস।"

"বোনাস?" সাথে সাথে টাকার প্রসঙ্গে চলে এল খানের মনোযোগ। "বোনাসের কথা তো বলা হয় নি।"

কাঁধ ঝাঁকালো স্পালকো। লালচে আলোয় তার গাল আর ঘাড় দেখে মনে হচ্ছে যেনো রক্তাক্ত। "খালিদ মুরাতের ব্যাপারটা ছিল তোমার সাথে আমার পঁচিশতম কারবার। এটা একটা বার্ষিকী বলতে পারো।"

"আপনি বড় উদার, মি: স্পালকো," খান খামটা নিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল না দেখেই। দেখলে সেটা খুব অভদ্রতা হিসেবে গন্য করা হতো।

"আমি তো তোমাকে বলেছি স্টিফেন বলে ডাকতে। আমিও তো তোমাকে খান

BanglaBook.org

বলে ডাকি।"

"ওটা আলাদা ব্যাপার।"

"কি রকম?"

খান স্থির দাঁড়িয়ে রইল। নীরবতা যেনো ধেয়ে আসছে তার দিকে। ওটা যেনো তার ভেতরে জমা হলে তাকে আরো লম্বা আরো বিশাল করে তুলল।

"এটা ব্যাখ্যা করতে আমি বাধ্য নই, মিঃ স্পালকো।"

"বল, বল," আপোসের ভঙ্গিতে বলল স্পালকো। "আমরা তো আর অপরিচিত নেই। সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সিক্রেটগুলোও আমরা শেয়ার করি।"

নৈঃশব্দ গড়ে উঠল। গ্রজনির শহরতলীর কোথাও একটা বিস্ফোরণ আকাশটাকে আলোকিত করে তুলল আর হালকা অস্ত্রের শব্দ শোনাতে লাগল ছোটদের পটকাবাজী ফোটানোরর মত।

অবশেষে মুখ খুললো খান। "জঙ্গলে আমি দুটো জীবনঘনিষ্ট ব্যাপার শিখেছিলাম। প্রথমটা হচ্ছে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস না করা। দ্বিতীয়টা হচ্ছে, সভ্যতার সাম্প্রদায়িকতম আচার ব্যবহারগুলো লক্ষ্য করা, কারণ আপনার আর জঙ্গলের বিশৃঙ্খলার মাঝে দুনিয়ায় আপনার অবস্থান জানাটাই দাঁড়িয়ে আছে শুধু।"

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওকে জরিপ করল স্পালাকো। দূরের আগুনের আলো খানের চোখে ঝিলিক দিয়ে ওকে একটা হিংস্র ভাব দিয়েছে। স্পালকো তাকে একা জঙ্গলের মাঝে কল্পনা করল, শিকারের অভাবে উশৃঙ্খল রক্ত লালসায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জঙ্গল নিজেই একটা দুনিয়া। বর্বর, নৃশংস একটা জায়গা যার নিজেরই আইন আছে। এই খান শুধু ওখানে বাঁচে নি, খুব ভালভাবেই বেঁচেছে, যেটা স্পালকোর চোখে তাকে ঘিরে থাকা রহস্যগুলোর মধ্যে অন্যতম।

"আমি নিজেকে স্রেফ ব্যাবসাদার আর মক্কেলের চাইতে বেশি কিছু মনে করি।"

মাথা নাড়াল খান। "মৃত্যুর একটা বিশেষ গন্ধ আছে। ওই গন্ধ আমি আপনার গায়ে পাচ্ছি।"

"আর আমিও তোমার গায়ে সেটা পাচ্ছি," স্পালকোর মুখে হাসি খেলে গেল। "অর্থাৎ তুমি স্বীকার করছ, আমাদের মাঝে বিশেষ কিছু আছে।"

"আমরা গোপনীয়তায় ভরা," বলল খান, "তাই না?"

"মৃত্যুরপূজারী আমরা, মৃত্যুর ক্ষমতা সম্পর্কে সমান ওয়াকিবহাল," সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকালো স্পালকো। "তুমি যেটার অনুরোধ করেছিলে সেটা এনেছি," একটা কালো ফাইল ফোল্ডার দেখালো সে।

স্পালকোর চোখের দিকে এক নজর তাকালো খান। যার সতর্ক প্রবৃত্তি কিছু একটা টের পেয়েছে, আর সেটা তার কাছে অগ্রহণযোগ্য। অনেক আগে যা শিখেছে তাই করল সে, হাসল, মুখের নিষ্ঠুর ভাবটাকে চাপা দিলো হাসিতে। জঙ্গলে আরেকটা জিনিস শিখেছে, বিশেষ পরিস্থিতিতে মাথা গরম করলে তা মারাত্মক ভুলের সূচনা

BanglaBook.org

করে। সকল প্রতিশোধের সফলতার মূলে আছে গরম মাথা ঠাণ্ডা রাখার ক্ষমতার। ফোল্ডারটা হাতে নিয়ে ওটা খুলতে ব্যস্ত হল সে। ভেতরে কয়েকটা টাইপ করা কাগজ দেখা গেল, সেই সাথে একজন সুদর্শন পুরুষের ছবি। ছবিটার নিচে নাম লেখা ডেভিড ওয়েব।

"শুধু এটাই?"

"নানা সোর্স থেকে সংগ্রহ করা। ওর সম্বন্ধে মানুষ যা জানে তার সবই আছে।" এমন মসৃণ গলায় স্পালকো বলল যে খান নিশ্চিত হল এই কথাটা আগে থেকে বানিয়ে রাখা।

"কিন্তু এটাই সেই লোক।"

স্পালকো মাথা ঝাঁকাল।

"কোনো সন্দেহ নেই।"

"একদমই নেই।"

ঝলকানি দেখে বোঝা যাচ্ছে বন্দুকযুদ্ধ তুঙ্গে উঠেছে। মর্টারের শব্দ শোনা গেল, অগ্নিবৃষ্টি করছে এগুলো। মাথার ওপরে চাঁদের আলোটা যেনো আরো গাঢ় লাল হয়েছে।

সরু হয়ে এল খানের চোখ, ঘৃণায় মুষ্টিবদ্ধ হল হাত দু'টো ধীরে ধীরে। "আমি কখনো ওর পিছু নিতে পারি নি। ধরেই নিয়েছিলাম ও মরে গেছে।"

"এক হিসেবে," স্পালকো বলল, "ও মরেই গেছে।"

খানকে ব্রিজের ওপর দিয়ে হেটে চলে যেতে দেখল স্পালকো। একটা সিগারেট বের করে ধরাল সে, টেনে নিল ধোঁয়া, তারপর বেরিয়ে যেতে দিলো। খান অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে একটা সেলফোন বের করল সে, সমুদ্রের ওধারের একটা দেশের নাম্বার ডায়াল করল। একটা কণ্ঠ জবাব দিলে স্পালকো বলল, "কাগজপত্রগুলো এখন ওর কাছে। সবকিছু জায়গামত আছে তো?"

"হ্যা, স্যার।"

"ভাল। তোমার ওখানকার সময়ের মাঝরাতে তুমি তোমার অপারেশন শুরু করবে।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১

জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ডেভিড ওয়েব একগাদা টার্ম পেপারের নিচে চাপা পড়ে আছে। বিশাল হিলি হলের পেছনের ছাতাপড়া করিডোর ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে নিজের ডিপার্টমেন্টের হেড থিওডর বার্টনের অফিসের দিকে যাচ্ছে ও। দেরি হয়ে গিয়েছিল তাই এই সরু, প্রায় অন্ধকার শর্টকাট ধরে যাচ্ছে যেটার কথা খুব কম ছাত্রই জানে বা জানার প্রয়োজন বোধ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধা ধরা নিয়মের মাঝে পড়ে ওর জীবনটা শান্ত স্রোতের মত বয়ে চলছে। ওর বছরগুলো যেনো জর্জটাউনের সেমিস্টারগুলোর টার্গেটে বাঁধা পড়ে গেছে। শীতে শুরু হয়, ওগুলো ওদেরকে ঠেলে দেয় পরীক্ষা-ভরা বসন্তের পথে আর শেষ হয় দ্বিতীয় সেমিস্টারের শেষ সপ্তাহগুলোতে, গরমে আর গুমোটে। ওর একটা সত্ত্বা যেনো শান্ত, স্বভাবিক জীবনের বিরুদ্ধে লড়াই করে, ইউএস সরকারের পক্ষে গোপন কাজ করত যে সত্ত্বা। ওর এই সত্ত্বাই ওর প্রাক্তন পরিচালক আলেকজান্ডার ককলিনের সাথে বন্ধুত্বটা টিকিয়ে রেখেছে।

একটা মোড় ঘুরতেই কর্কশ হাসি আর কণ্ঠ শুনতে পেল। দেয়ালে খেলা করতে দেখল কয়েকটা ছায়া।

"বানচোত, তোর মাথার পিছন দিয়ে তোর জিভ বের করে আনব আমরা!"

হাত থেকে কাগজের গাদাটা ফেলে দিলো বর্ন, দৌড়ে পার হল মোড়টা। তিনজন কোট পরা কৃষ্ণাঙ্গকে দেখতে পেল, গোড়ালিতে গোড়ালি লাগিয়ে একটা অর্ধবৃত্ত বানিয়ে একজন এশিয়ানকে দেয়ালের সাথে আটকে ফেলেছে। বিশেষ একটা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, হাটু সামান্য বাঁকিয়ে হাত ঢিল করে রেখেছে এমনভাবে যে ওদের শরীরটাকে দেখাচ্ছে সম্পূর্ণ প্রস্তুত অস্ত্রের মত। এক মুহূর্ত পরেই ওদের শিকার এশিয়ান ছেলেটাকে চিনতে পারল–ওয়েব রঙসি সিভ। ওর প্রিয় ছাত্রদের একজন।

"বানচোত," দাঁত খিচাঁল পাকানো শরীরের একজন, চেহারায় বেপরোয়া ভাব। "আমরা এখানে আসি আমাদের মাল জমিয়ে রাখতে, যাতে তার বদলে ব্লিং ব্লিং নেওয়া যায়।"

"কখনোই বেশি ব্লিং-ব্লিং জোটে না," গালে ঈগলের টাট্টুওয়ালা আরেকজন বলল। হাতের আঙুলের বিশাল সোনার আংটিগুলোর একটাকে ওপর নিচ করতে লাগল সে। "নাকি ব্লিং-ব্লিং মানে বুঝিস না, হাঁদা?"

"হ্যারে, হাঁদা," অস্থির চেহারার প্রথমজন বলল। "তোকে দেখে মনে হয় না তুই ওসব বালছাল বুঝিস।'

BanglaBook.org

"আমাদের আবার থামাতে চায়," টাট্টু করা গালওয়ালা বলল। "কি করবি, হাঁদা? তোদের ওইসব বালের কুংফু মেরে আমাদের মেরে ফেলবি, অ্যাঁ?"

খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠল ওরা, রংসির দিকে লাথি মারার ভঙ্গি করল। ওরা আরেকটু এগোতেই দেয়ালের সঙ্গে আরো সিঁটিয়ে গেল রঙসি।

তৃতীয় পেশীবহুল, বিশালদেহী কৃষ্ণাঙ্গ তার লম্বা কোটের ভেতরের ভাঁজ থেকে একটা বেসবল ব্যাট বের করল। "ঠিক আছে। হাত তোল, আহাম্মক। তোর আঙুলের গাঁট ভাঙব এখন। কি চাস, সবগুলো একসাথে ভাঙব নাকি একটা একটা করে?"

"ওই," অস্থির চেহারাওয়ালা চেঁচিয়ে উঠল। "ওরে ঠিক করতে দিবি না। নিজের বেসবল ব্যাট বের করল সে, রঙসির দিকে এগোল শয়তানের মত।

অস্থির চেহারাওয়ালাটা ব্যাট তুলতেই ছুটে এল ওয়েব। এতই নিঃশব্দে এল যে নিজেদের বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কৃষাঙ্গরা একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে টেরই পেল না।

রঙসির মাথার দিকে নামতে থাকা ব্যাটটাকে বাম হাতে ধরল ওয়েব। ওর ডানের টাট্টুওয়ালা নিগ্রোটা গালি দিয়ে উঠল জোরে, আঙটি বসানো হাতের মুঠি পাকিয়ে ঘুঁষি ছুঁড়ল ওয়েবের পাঁজরের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ওয়েবের মস্তিষ্কের গভীর থেকে যেনো উঠে এল বর্নের সত্ত্বা, দখল নিয়ে নিল ওয়েবের শরীরের। বাইসেপ দিয়ে ঘুঁষিটা ঠেকাল ওয়েব, সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে কনুইটা বসিয়ে দিলো টাট্টুওয়ালার বুকের হাঁড়ে। পড়ে গেল টাট্টুওয়ালা, আঁকড়ে ধরেছে বুক। অন্য দুটোর চেয়ে বিশালদেহী তৃতীয় গুণ্ডা এগিয়ে এলো, গালি দিয়ে উঠে হাত থেকে ব্যাটটা ফেলে দিয়ে একটা ছুরি বের করলো সে। ওয়েবের দিকে লাফাল, এক পা এগিয়ে এসে তার কব্জির ভেরের দিকে একটা সংক্ষিপ্ত অথচ তীব্র মার মারল ওয়েব। করিডোরের মেঝেতে পড়ল ছুরিটা, ছিটকে চলে গেল দূরে। ওয়েব ওর বাম পা গুণ্ডাটার গোড়ালীর পেছনে আটকে দিয়ে ওপরে তুলল। মেঝেতে পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়ল গুণ্ডা, কোনোমতে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পালাল তারপর।

হ্যাচকা টান দিয়ে বেপরোয়া চেহারার নিগ্রোটার হাত থেকে বেসবল ব্যাটটা কেড়ে নিল বর্ন, "মাদার ফাকিন' ফাইভ-ও," বিড়বিড় করল দুর্বৃত্ত। যে ড্রাগই সে নিয়ে থাকুক না কেন, ওটার প্রভাবে সঙ্গীদের দুরাবস্থা বোঝার ক্ষমতাও হারিয়েছে সে। সস্তা একটা পিস্তল বের করে তাক করল ওয়েবের দিকে।

মারাত্মক দক্ষতার সাথে ব্যাটটা ছুঁড়ল ওয়েব, গুন্ডাটার দু'চোখের ঠিক মাঝখানে লাগল ওটা। চিৎকার করে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল গুণ্ডা, ওর হাত থেকে উড়ে গেছে পিস্তলটা।

মারপিটের শব্দে সতর্ক হয়ে দু'জন ক্যাম্পাস সিকিউরিটি গার্ড আবির্ভূত হল,

BanglaBook.org

কর্নার থেকে দৌড়ে আসছে ওরা। ওয়েবকে চোখের পলকে পেরিয়ে গিয়ে ওরা গুন্ডাদের পেছনে ছুটল। একবারও পেছনে না তাকিয়ে পালাতে লাগল গুন্ডার দল, আহত পিস্তলওয়ালাকে পালাতে সাহায্য করছে অন্য একজন। গার্ডদেরকে পেছনে রেখে দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল ওরা বাইরের বিকেলের সূর্যালোকে।

যদিও গার্ড দুটো এখন তাড়া করছে ওদের তবু ওয়েব টের পেল ওর রক্তের মাঝে বর্ন জেগে উঠে গুন্ডাগুলোর পেছনে ছুটতে চাইছে। কি দ্রুতই না মানসিক নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছে বর্ন, কত দ্রুতই না ওর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। সে কি চেয়েছিল এটা? লম্বা একটা শ্বাস টানল ওয়েব, নিজের ওপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে রংসি সিভের দিকে ঘুরল।

"প্রফেসর ওয়েব!"

"আমি জানি–" ওকে দেখে মনে হল আচমকা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওর বড় কালো চোখগুলো চশমার লেন্সের পেছনে আরো বড় দেখাচ্ছে। ওর অভিব্যক্তি বরাবরের মতই অস্থির কিন্তু ওর চোখ দুটোয় রাজ্যের ভয়। "আর কোনো ভয় নেই," রঙসির কাঁধে হাত রাখল ওয়েব। বরাবরের মতই ওর প্রফেসরসুলভ আচারণ ছাপিয়ে বেরিয়ে আসছে ক্যাম্বোডিয়ান উদ্বাস্ত ছেলেটার প্রতি তার ভালবাসা। ও এটা ঠেকাতে পারে নি। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়েছে রংসি–যুদ্ধে হারিয়েছে পরিবারের প্রায় সবাইকে। একই দক্ষিণপূর্ব এশীয় জঙ্গলে একসময় ছিল রঙসি আর ওয়েব দু'জনেই। ওয়েব এখনো যেনো নিজেকে মুক্ত করতে পারে নি উষ্ণ, আর্দ্র ওই দুনিয়ার বাঁধন থেকে। ক্রনিক কোনো জ্বরের মত এটা যেনো বারবার ফিরে আসতে থাকে। চিনতে পারার একটা শিহরণ অনুভব করে ও, অনেকটা যেনো জেগে জেগে স্বপ্ন দেখার মত।

"লোয়াক সোকসাপবেঈ চিয়াতে?" খেমার ভাষায় কুশল জিজ্ঞাসা করল।

"ভাল আছি, প্রফেসর," একই ভাষায় জবাব দিলো রঙসি। "কিন্তু আমি জানি না মানে, আপনি এটা কিভাবে করলেন?"

"বাইরে চলো, কেমন?" প্রস্তাব করল ওয়েব। বার্টনের সাথে ওর মিটিংয়ের বেশ দেরি হয়ে গেছে কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিল না। পিস্তল আর ছুরিটা তুলে নিল ও। পিস্তলটার মেকানিজম পরীক্ষা করতে যেতেই ওটার ফায়ারিংপিন ভেঙে গেল। বাতিল বন্দুকটা ময়লার বাক্সে ফেললেও ছুরিটা রাখলো পকেটে।

কর্নারটার ওদিকে পড়ে থাকা টার্ম পেপারগুলো তুলতে ওকে সাহায্য করল রঙসি। এরপর করিডোর ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ওরা যতই দরজার দিকে যাচ্ছে ততই ভিড় দেখা যাচ্ছে। এই নৈশঃব্দের বৈশিষ্ট্যকে চেনে ওয়েব, নৃশংস কোনো ঘটনার পর স্বভাবিক অবস্থা ফিরে এলে বোঝার মত চেপে বসে এই নৈঃশব্দ। যুদ্ধের সময় জঙ্গলে দেখেছে ওটা, এই শহুরে ক্যাম্পাসে এটা কেমন যেনো অস্বাভাবিক।

করিডোর থেকে বেরিয়ে হিলি হলের দিকে যাওয়া ছাত্রদের ভিড়ে মিশে গেল

BanglaBook.org

ওরা। হলের ঠিক ভেতরেই মেঝের মাঝখানে চকচক করছে জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির সিলটা। বেশিরভাগ ছাত্রই সিলটাকে পাশ কাটিয়ে হাটছে কারণ একটা কুসংস্কার আছেম, সিলটাকে মাড়িয়ে হাটলে কখনো গ্র্যাজুয়েট হওয়া যায় না। রংসি সিলটা থেকে বেশ দূরত্ব রেখে হেটে গেল কিন্তু ওয়েব নির্দ্বিধায় হাটল ওটার ওপর দিয়ে।

বাইরে বেরিয়ে গাছের সারি আর ওল্ড কোয়াড্রেঙ্গলের দিকে মুখ করল ওরা, ফুটন্ত ফুলের সুবাসে ভরা বাতাসে শ্বাস নিল। ওদের পেছনে রয়ে গেল জর্জিয়ান লাল ইটের হিলি হলের সম্মুখভাগ, উনিশ শতকের জানালা, স্লেটের ছাদ আর দু'শ ফিট উঁচু ঘড়ির টাওয়ারের চূড়াবিশিষ্ট।

ক্যাম্বোডিয়ান ছেলেটা ঘুরল ওয়েবের দিকে, "ধন্যবাদ প্রফেসর। যদি আপনি না আসতেন...

"রংসি," শান্তভাবে বলল ওয়েব, "তুমি কি ওটা নিয়ে কথা বলতে চাও?"

ছেলেটার কালো চোখ দুটোর ভাব বোঝা যাচ্ছে না। "বলার মত কি আছে?"

"আমার ধারণা সেটা তোমার ওপর নির্ভর করে।"

কাঁধ ঝাঁকাল রংসি। "ঠিক আছে, প্রফেসর। অবশ্য এর আগেও অনেকবার হুমকি-ধামকির শিকার হয়েছি।"

দাঁড়িয়ে এক মুহূর্তে রংসির দিকে তাকাল ওয়েব, হঠাৎ একরাশ আবেগ এমনভাবে ওকে ঘিরে ধরেছে যে চোখ দু'টো জ্বলতে শুরু করেছে। ওর ইচ্ছে করল ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে বলতে, আর কখনো খারাপ কোনো কিছু ঘটবে না ওর সাথে, কিন্তু ওর জানা ছিল রংসির বৌদ্ধধর্মীয় শিক্ষা ওকে এমনটা করতে দেবে না। কে জানে ছেলেটার ওই দূর্গের মত মনের ভেতর কি ঘটে চলেছে। রংসির মত যুদ্ধপীড়িত, সাংস্কৃতিকভাবে নিগৃহীত, মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী এমন অনেককে ওয়েব চেনে যাদের ট্র্যাজেডির কথা অনেক আমেরিকান বুঝতেও পারে না। রংসির সাথে একটা আত্মার আত্মীয়তা, একটা প্রীতিডোর অনুভব করল ও। এটার সূচনা ওর মনের গভীরের এমন দুঃখবোধ আর ক্ষত থেকে যার প্রতিকার করা অসম্ভব।

এই সব আবেগ ওদের মাঝে দাঁড়িয়ে রইল। দু'জনেই সেটা বুঝতে পেরেছে কিন্তু বাইরে প্রকাশ করছে না। ছোট, অনেকটা দুঃখ মেশানো একটা হাসি দিয়ে ওয়েবকে আবার ধন্যবাদ দিলো রংসি, তারপর একে অন্যকে গুডবাই জানাল তারা।

ব্যস্তভাবে চলতে থাকা ছাত্র-ছাত্রিদের মাঝে একা দাঁড়িয়ে রইল ওয়েব, যদিও ও জানে ও একদম একা নয়। ওর সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও জেসন বর্নের আগ্রাসী চরিত্র বেরিয়ে এসেছে আবার। ধীরে ধীরে গভীরভাবে শ্বাস টানল। মনোনিবেশ করলো শক্তভাবে। এসব পদ্ধতি মনস্তত্ত্ববিদ বন্ধু মো পানোভ ওকে শিখিয়েছে যাতে বর্নের সত্ত্বাকে দাবিয়ে রাখা যায়। চারপাশের ওপর মনোযোগ দিলো ও, ভাবল বসন্তের বিকেলের নীল আর সোনালী রঙের কথা। ধূসর পাথর আর লাল ইঁটের তৈরি চারপাশের দালানগুলোর কথা, ছাত্র-ছাত্রিদের হাটাচলার কথা, ছেলেমেয়েদের

BanglaBook.org

হাসিমুখের কথা, প্রফেসরদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ উক্তির কথা। ও যেনো শুষে নিতে চাচ্ছে সবকিছু, ডুবে যেতে চাইছে পরিবেশের মধ্যে। তখনই, কেবলমাত্র তখনই ও নিজের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল আবার।

কয়েক বছর আগে নমপেনের ফরেনসার্ভিসে কাজ করত। ও তখন বিবাহিত, বর্তমান স্ত্রী মেরির সাথে নয়, এক থাই মহিলা ডাও'র সাথে। জোশুয়া আর অ্যালিসা নামের দুই সন্তানকে নিয়ে নদীতীরের এক বাসায় থাকত। তখন আমেরিকার সাথে ভিয়েতনামের যুদ্ধ চলছিল কিন্তু সেটা ছড়িয়ে পড়েছিল কম্বোডিয়া পর্যন্ত। এক বিকেলে যখন কাজে ছিল তখন ওর পরিবার নদীতে সাঁতার কাটছিল। একটা প্লেন বোমা বর্ষণ করে ওদের ওপর, মেরে ফেলে ওদের সবাইকে।

ক্ষোভে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল ওয়েব, শেষে নমপেন আর নিজের বাড়িকে পেছনে ফেলে সাইগনে চলে এল, হয়ে পড়ল অতীত আর ভবিষ্যৎবিহীন এক মানুষ। তখন অ্যালেক্স ককলিনই অর্ধ উন্মাদ ওয়েবকে সাইগনের রাস্তা থেকে তুলে এনেছিল, গড়ে তুলেছিল প্রথম শ্রেণীর একজন গুপ্তঘাতক হিসেবে। খুন করতে শিখেছিল ওয়েব। নিজের অশুভ দিকটা বাইরে বের করে এনেছিল, নিজের অদম্য জিঘাংসা প্রয়োগ করছিল অন্যদের ওপর। যখন ককলিনের গ্রুপের এক রগচটা সদস্য জেসন বর্ন আক্রান্ত হল অন্যের গুপ্তচর হিসেবে, তখন ওয়েবই ওকে শেষ করেছিল। ওয়েব ঘৃণা করত বর্নের পরিচয়টা নিজের করে নিতে কিন্তু সত্যি হলো, এটাই অনেকবার ওর জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছে।

কয়েক বছর পর দু'জনেই ওয়াশিংটনে ফিরে এলে ককলিন ওকে একটা দীর্ঘ সময়ব্যাপী অ্যাসাইনমেন্ট দিলো। এক স্লিপার এজেন্টে পরিণত হল ও, বহুকাল আগে মৃত আর স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া জেসন বর্নের নামটা নিল। তিন বছরের জন্য বর্ন হয়ে পড়েছিল ওয়েব, পলায়নরত এক সন্ত্রাসীকে মারার জন্য পরিণত হয়েছিল আন্তর্জাতিক গুপ্তঘাতকে।

কিন্তু মার্সেই'তে গড়বড় হয়ে গিয়েছিল ওর মিশন। গুলি খেয়েছিল ও, মৃত ভেবে ওকে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল ভূমধ্যসাগরের কালো জলে। কিন্তু একটি মাছ ধরার নৌকার জেলেরা টেনে তোলে ওকে, যে বন্দরটায় ওকে নামিয়ে দেয় সেখানকার এক ডাক্তারের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে প্রচণ্ড শকে স্মৃতি হারিয়ে ফেলে। ধীরে ধীরে যেসব স্মৃতি ওর মনে আসতে থাকে সেগুলো ওর নয়, জেসন বর্নের। অনেক পরে ওর তৎকালীন হবুস্ত্রীর সাহায্যে নিজের স্মৃতি ফেরত পায় ওয়েব। কিন্তু ততদিনে জেসন বর্নের সত্ত্বা পেয়ে বসেছে ওকে, শক্তিশালী হয়ে উঠেছে সে।

এর ফলে দু'জন মানুষে পরিণত হয় ও ডেভিড ওয়েব, ভাষাতত্ত্বের প্রফেসর যার নতুন স্ত্রী আর দুই সন্তান আছে এবং জেসন বর্ন, আলেকজান্ডার ককলিনের ট্রেনিং পাওয়া এক দুর্ধর্ষ স্পাই। মাঝেমধ্যে সংকটের সময় ওকে ডাকত ককলিন,

BanglaBook.org

যাতে বর্নের দক্ষতা আর ওয়েবের দায়িত্ববোধের সেবা পাওয়া যায়। তবে সত্যি বলতে কি, বর্নের সত্ত্বার ওপর ওয়েবের সামান্যই নিয়ন্ত্রণ আছে। একটু আগে রঙসি আর তিন জন রাস্তার গুন্ডার সাথে যা হল তা এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। নিজেকে প্রকাশের একটা রাস্তা বর্নের আছে যেটা ওয়েবের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, ওর নিজের আর পানোভের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও।

ডেভিড ওয়েব আর কম্বোডিয়ান ছাত্রটাকে কথা বলতে দেখে হিলি হলের কোনাকুনি দূরত্বের একটা বিল্ডিংয়ে সাবধানে ঢুকে পড়ল খান, সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল তিন তলায়। অন্যান্য সাধারণ ছাত্রের মতই জামাকাপড় পরেছে খান। ওকে দেখে মনেই হচ্ছে না ওর বয়স সাতাশ বছর, কেউ ওর দিকে দ্বিতীয়বার তাকাচ্ছেও না। খাকি প্যান্ট আর জিন্সের জ্যাকেট পরেছে, পিঠে ঝুলছে বড় সাইজের ব্যাকপ্যাক। হলওয়ে দিয়ে ক্লাসরুমগুলোর দরজা পার হবার সময় কোনো শব্দ করল না ওর স্নিকার। মনে মনে ক্যাম্পাসের ওপরের চতুষ্কোণ এলাকাটার একটা ছবি ফুটিয়ে তুলছে সে। কোন অ্যাঙ্গেলটা সুবিধাজনক হবে ভাবছে, টার্গেটের সামনে যেসব বড় গাছগুলো আসতে পারে সেসবের হিসেব করছে।

ষষ্ঠ দরজাটার সামনে থামল সে, ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে এক প্রফেসরের কণ্ঠস্বর। নীতিশাস্ত্র নিয়ে বলা কথাগুলো শুনে কঠিন একটুকরো হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে, ওর সুবিশাল অভিজ্ঞতার ভান্ডার থেকে ও জানে, নীতি হচ্ছে ল্যাটিন ভাষার মতই অচল এক জিনিস। পরের খালি ক্লাসরুমটা, যেটার কথা আগেই ভেবে রেখেছিল সেটার ভেতরে ঢুকে পড়ল সবার অগোচরে।

দ্রুত পেছনের দরজাটা লাগিয়ে দিলো সে, বাইরের চতুষ্কোন এলাকাটার দিকে মুখ করা জানালার সারিগুলোর কাছে গিয়ে একটা খুলে কাজ শুরু করে দিলো। ব্যাক প্যাকটা খুলে ভেতর থেকে একটা কল্যাপসিবল স্টক লাগানো ৭.৬২ মি.মি'র স্নাইপার রাইফেল বের করে ওটাতে অপটিক্যাল সাইটটা লাগাল সে। তারপর জানালার চৌকাঠের ওপর হেলান দিয়ে রাখল ওটা। সাইটের ভেতর দিয়ে ডেভিড ওয়েবকে দেখল সে, এখনো দাঁড়িয়ে আছে হিলি হলের সামনে। ওর ঠিক বামেই কতগুলো গাছ। ওর সামনে দিয়ে যখনই কোনো ছাত্রছাত্রী যাচ্ছে, আড়াল হয়ে পড়ছে সে। লম্বা একটা শ্বাস নিল খান, ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতে দিলো ওটাকে, ওয়েবের মাথার ওপর লক্ষ্যস্থির করল সে।

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকাল ওয়েব। অতীত স্মৃতি ভুলে গিয়ে বর্তমান পরিবেশের ওপর মনোযোগ দেবার চেষ্টা করছে। মৃদুমন্দ বাতাসে মর্মর শব্দে গড়িয়ে চলছে ঝরাপাতা, সূর্যের

আলোতে ঝকঝক করছে সোনার মত। কাছেই বুকে বই জড়িয়ে ধরে থাকা এক মেয়ে কোনো জোক শুনে হাসছে। কোনো খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে পপ মিউজিকের শব্দ। রঙসিকে কি বলতে চেয়েছিল সেসব ভাবতে ভাবতে হিলি হলের সামনের সিঁড়িগুলো ভাঙ্গতে যাচ্ছিল ওয়েব তখনই মৃদু একটা 'ফুট' করে শব্দ ঢুকল ওর কানে। সহজাত প্রবৃত্তির বশে নড়ে উঠে দ্রুত ঢুকে পড়ল গাছগুলোর নিচের ছায়ায়।

আক্রমন করা হচ্ছে তোমার ওপর, চেঁচিয়ে উঠল বর্নের গলা, আবার বেরিয়ে এসেছে ওর মনের ভেতর থেকে। *সরে যাও!* গড়িয়ে সরে গেল ওয়েব। সাইলেন্সার লাগানো রাইফেল থেকে করা আরেকটা গুলি গাছের বাকল উড়ে এমেস ওর গালে লাগলো।

নিখুঁত একজন মার্কসম্যান। বর্নের চিন্তা বইতে শুরু করেছে ওয়েবের দেহে, যে শরীরটায় ও ভর করে আছে সেটাকে বাঁচাতে চাচ্ছে।

ওয়েবের সাধারণ দুনিয়ার পাশাপাশি বইতে থাকা জেসন বর্নের গুপ্ত, অসাধারণ, মারাত্মক জীবন যেনো বারুদের মত জ্বলে উঠল। প্রত্যেক হৃদস্পন্দনে যেনো ডেভিড ওয়েবের প্রতিদিনের জীবন থেকে, ওর প্রিয় সবকিছু থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এমনকি একটু আগে রঙসির সাথে দেখা হবার ঘটনাটাও যেনো ঘটেছিল আরেক জীবনে। গাছের আড়ালে থেকে হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে গাছের গায়ের বুলেটের গর্তটা পরীক্ষা করল। উপরে তাকাল। ওয়েব নয়, জেসন বর্নই যেনো বুলেটের গতিপথ অনুসরণ করে কোণাকুনি দূরত্বে অবস্থিত বিল্ডিংটার তৃতীয় তলায় বুলেটের উৎস আবিষ্কার করল।

ওর চারপাশে হেটে বেড়াচ্ছে জর্জটাউনের ছাত্ররা। কথা বলছে, আড্ডা মারছে, তর্ক করছে। কিছুই দেখে নি তারা, আর বুলেটের মৃদু শব্দ যদি শুনেও থাকে তবে ভুলে গেছে দ্রুত। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওয়েব, দ্রুত এগোল ছাত্রদের একটা জটলার দিকে। ওদের সাথে মিশে গেল সে, দ্রুত চলতে চাওয়া সত্ত্বেও যতটা সম্ভব নিজেকে আড়াল করে রাখলো স্নাইপারের দৃষ্টিসীমা থেকে।

যেনো ঘুমের মাঝে অর্ধচেতনভাবে হাটছে ও, আবছা আবছাভাবে সবকিছু টের পাচ্ছে অতিরিক্ত সতর্কতার মাঝে, এই সতর্কতার অংশ হচ্ছে একটা ঘৃণা, ডেভিড ওয়েবের মত সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনের প্রতি।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় গুলিটা করার পর দমে গেছে খান, দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে সে। এই পরিস্থিতির সাথে ভালভাবে পরিচিত নয় ও। যেনো ছুটে চলেছে ওর মন, এইমাত্র কি হল তা ভাবছে। ওয়েব ঘাবড়ে গিয়ে আতঙ্কিত ভেড়ার মত হিলি হলের ভেতরের দিকে ছুটবে ভেবেছিল খান কিন্তু তার বদলে শান্তভাবে গাছের আড়ালে সরে গিয়ে খানের দৃষ্টি

আটকে দিয়েছে সে। এটা অসম্ভব। স্পালকো'র দেয়া কাগজপত্রে লেখা ওয়েবের স্বভাবের সাথে মেলে না একদমই আর তারপরই গাছের গায়ে বুলেটের গর্তে হাত দিয়ে বুলেটের উৎসও আবিষ্কার করে ফেলেছে ওয়েব। এখন ছাত্র-ছাত্রিদের জটলার সাথে মিশে এই বিল্ডিংয়ের দিকেই আসছে ওয়েব। অসম্ভবকে সম্ভব করেছে সে, পালানোর বদলে উল্টো তাড়া করতে চাইছে তাকে।

ঘটনার অপ্রত্যাশিত মোড়ে খানিকটা অস্থির হয়ে রাইফেলটা তাড়াতাড়ি খুলে আলাদা করে মুড়ে ফেলল একসাথে। এই বিল্ডিংয়ের সিঁড়িতে উঠে পড়েছে ওয়েব। এখানে এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

হাটতে থাকা মানুষের স্রোত থেকে নিজেকে আলাদা করল বর্ন। ছুটতে শুরু করল বিল্ডিংয়ের ভেতরের দিকে। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে চলে যাচ্ছে তৃতীয় তলার দিকে। বামে ঘুরল। ওর বামে সপ্তম দরজাটা : একটা ক্লাশরুম। পুরো করিডোরে গিজগিজ করছে বিশ্বের নানা প্রান্তের ছাত্রছাত্রিরা–আফ্রিকান, এশিয়ান, ল্যাটিন আমেরিকান, ইউরোপিয়ান। এক ঝলক তাকিয়েই প্রত্যেকের মুখ গাঁথা হয়ে গেল বর্নের মনে।

শিক্ষার্থীর হাসি আর কথার শব্দ যেনো ঘাপটি মেরে থাকা বিপদটাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চাচ্ছে। ক্লাসরুমটার দরজার দিকে এগোতে এগোতে ছুরিটাকে এমনভাবে মুঠিতে নিল ও যাতে ফলাটা দ্বিতীয় আর তৃতীয় আঙুলের মাঝে কাঁটার মত বেরিয়ে থাকে। মসৃণভাবে দরজাটা ঠেলে খুলে মাথা নিচু করে গোল বলের মত হয়ে হুড়মুড়িয়ে গিয়ে পড়ল দরজা থেকে ফুট আটেক দূরের ভারি ওক কাঠের ডেস্কটার পেছনে। ছুরি ধরা হাতটা ওপরে, যেকোন কিছুর জন্য প্রস্তুত সে।

সাবধানে উঠল। খালি ক্লাশরুমটা যেনো কদর্যভাবে হাসল তার দিকে, শুধু চকের গুঁড়ো আর সূর্যের আলোর ছোপ ছাড়া কিছু নেই। এক মুহূর্ত তাকিয়ে চারদিক জরিপ করল সে, নাক দিয়ে স্নাইপারের গন্ধ নিতে চাচ্ছে যেনো, বাতাসের ভেতর থেকে তার অস্তিত্ব বের করতে চাচ্ছে। জানালাগুলোর কাছে চলে গেল ও। বামদিক থেকে চতুর্থ জানালাটা খোলা। সেটা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল, মাত্র কিছুক্ষণ আগে গাছের নিচে যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ছিল সেটা দেখছে। যেখানে এখন আছে ও, সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল স্নাইপার। বর্ন স্নাইপারকে কল্পনা করল জানালার চৌকাঠির ওপর রাইফেলের ব্যারেল রেখেছে, এক চোখ শক্তিশালী স্কোপে রেখে বাইরের চারকোনা এলাকাটা দেখছে। আলোছায়ার খেলা, হাটতে থাকা ছাত্র-ছাত্রি, হাসির শব্দ একটা দু'টো কথা। ট্রিগারের ওপর ওর আঙুল। ফট! ফট! একটা গুলি...দুটো।

জানালার চৌকাঠটা পরীক্ষা করল বর্ন। এদিক ওদিক তাকিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের নিচের মেটাল ট্রে'টার কাছে গিয়ে এক মুঠো চকের গুঁড়ো তুলে নিল। জানালার কাছে ফিরে হালকাভাবে ফু দিয়ে হাত থেকে চকের গুড়ো ফেলতে লাগল জানালার

BanglaBook.org

চৌকাঠে। কোনো ছাপ দেখা গেল না। নিশ্চয়ই মুছে পরিস্কার করা হয়েছে। হাঁটু মুড়ে বসে জানালার নিচের দেয়াল আর মেঝে দেখল, কিছুই পেল না। সিগারেটের গুড়ো, চুল বা বুলেটের খোসা, কিচ্ছু না। দক্ষ গুপ্তঘাতক ঠিক সেভাবেই হাওয়ায় মিশে গেছে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বর্নের হৃৎপিন্ড ধক ধক করছে। মনে ভাবনা চলছে তুমুল বেগে। ওকে মারার চেষ্টা কে করতে পারে? নিশ্চিতভাবে ওর এখনকার জীবনের কেউ না। গত সপ্তাহে একটা ফালতু বিষয়ে নীতিশাস্ত্রের বিভাগীয় প্রধান বব ড্রেকের সাথে সামান্য তর্ক ছাড়া তো আর কিছু হয় নি। নাহ, এই সমস্যা নিশ্চয়ই বর্নের দুনিয়া থেকে এসেছে। সন্দেহ নেই, ওর অতীতের শত্রু বহু আছে কিন্তু জেসন বর্নের সূত্র ধরে ডেভিড ওয়েবকে খুঁজে বের করতে পারে কে–এই প্রশ্নটাই উদ্বিগ্ন করে তুলল ওকে। যদিও ওর একটা সত্ত্বা চাইছিল বাড়ি গিয়ে মেরির সাথে এ বিষয়ে আলাপ করতে কিন্তু ও জানত বর্নের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত অ্যালেক্স ককলিনই ওকে সাহায্য করতে পারবে।

দেয়ালে ঝোলানো টেলিফোনটার কাছে এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিজের ফ্যাকাল্টি অ্যাকসেস কোডটা টিপল। বাইরের একটা লাইন পাবার পর ও ককলিনের ভ্যক্তিগত নাম্বারে কল দিলো। সিআইএ থেকে প্রায় অবসর নিয়ে নেয়া ককলিন নিশ্চয়ই এখন বাসায় থাকবে। কিন্তু বিজি সিগন্যাল পেল।

এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কখন অ্যালেক্স ফোন ছাড়বে সে অপেক্ষায় থাকতে পারে বর্ন, যদিও ওর জানা আছে, অ্যালেক্স আধঘণ্টার আগে ফোন ছাড়ে না–অথবা নিজেই ড্রাইভ করে যেতে পারে অ্যালেক্সের বাড়ি। খালি জানালাটা যেনো ব্যাঙ্গ করছিল ওকে। এখানে কি হয়েছিল সেটা ওর চাইতে ওই জানালাটাই ভাল জানে।

ক্লাসরুম ছেড়ে আবার সিঁড়ির দিকে চলল সে। চারপাশের সবাইকে জরিপ করল, ক্লাসরুমের দিকে যাবার সময় যাদের দেখেছিল তাদের কেউ আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে।

তাড়াতাড়ি ক্যাম্পাসটা পেরিয়ে কারপার্কে চলল। গাড়িতে ঢুকতে হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এল ওর। দ্রুত গাড়ির বাইরের দিকটা আর এঞ্জিন পরীক্ষা করে ওর মনে বিশ্বাস এল, কোনো বিপজ্জনক ফাঁদ পেতে রাখা হয় নি। সন্তুষ্ট হয়ে হুইলের সামনে বসল ও, ইগনিশন চালু করে ক্যাম্পাস থেকে ড্রাইভ করে বেরিয়ে এলো।

BanglaBook.org

অ্যালেক্স ককলিন ভার্জিনিয়ার শহরতলী মানাসাস এলাকায় থাকে। যখন জর্জটাউনের শহরতলীতে ওয়েব পৌছল তখন আকাশের রং আরো গাঢ় হয়েছে, শিরশিরে এক ধরনের স্থবিরতা চারপাশে গেড়ে বসেছে ঠিক যেনো শহরতলীটা দম আটকে রেখেছে।

বর্নের সত্ত্বার মতই ওয়েবও ককলিনকে ভালবাসে আবার অপছন্দও করে। সে

ওর বাবার মতো উৎসাহদাতার মতো, ওকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা স্বেচ্ছাচারীর মত। বর্নের অতীতের রক্ষক যেনো অ্যালেক্স ককলিন। তার সাথে কথা বলা এখন জরুরি কারণ সেই জানে, বর্নকে খুঁজতে থাকা একজন কি করে জর্জটাউনের ক্যাম্পাসে ডেভিড ওয়েবকে পেয়ে যেতে পারে।

শহরটাকে পেছনে রেখে এগিয়ে চলল ও, যতক্ষণে ভার্জিনিয়ার গ্রামাঞ্চলে পৌছাল ততক্ষণে দিনের উজ্জ্বল সময়টা পেরিয়ে গেছে। পুরু মেঘ ঢেকে ফেলেছে সূর্যটা, দমকা বাতাস বয়ে যাচ্ছে ভার্জিনিয়ার উঁচু নিচু টিলাগুলোর মাঝ দিয়ে। ও অ্যাক্সিলারেটরে পা দাবাতেই লাফিয়ে গতি বাড়াল গাড়িটা, ওটার বিশাল এঞ্জিনটা গরগর করছে।

হাইওয়ের মোড়গুলো ঘোরার সময় হঠাৎ ওর মনে হল মো পানোভকে মাস খানকে ধরে দেখে নি ও। মো হল ককলিনেরই ঠিক করে দেয়া একজন এজেন্সি মনোবিদ, বর্নের সত্ত্বাকে দমিয়ে রেখে ওয়েবের পুরনো স্মৃতি ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করেছে ওকে। মো'র সাহায্যেই ওয়েব ওর পুরনো দিনের টুকরো টুকরো স্মৃতির অনেকটা ফিরে পেয়েছে। কিন্তু মো'র চিকিৎসার সেশনগুলো বড্ড ক্লান্তিকর আর দীর্ঘ, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একেকটা টার্মের শেষে ওয়েবের ব্যস্ততা এতই বেড়ে যেত যে সেশনগুলো স্থগিত রাখতে হত।

মেইন হাইওয়ে থেকে নেমে পড়ল ও, দুই লেনের একটা রাস্তা ধরে উত্তর পশ্চিমে চলতে লাগল। আচ্ছা, এমন সময় পানোভের কথা ওর মনে এল কেন? নিজের সূক্ষ্ম অনুভূতি আর আন্দাজকে বিশ্বাস করতে শিখেছে বর্ন। হঠাৎ মো'র কথা মনে পড়াটা যেনো একটা সাইনপোস্ট। মো পানোভের অর্থ ওর কাছে কি? স্মৃতি। হ্যা, ওর কাছে পানোভ মানেই স্মৃতি কিন্তু আর কি? চিন্তাকে পেছনে নিয়ে গেল বর্ন।

শেষবার ওর আর পানোভের যখন দেখা হয়েছিল, নীরবতার কথা বলছিল পানোভ। সে বলছিল, স্মৃতি বিষয়ক কাজে নীরবতা পছন্দ করে না। যদি পূর্ণ সচেতন অবস্থায় যথেষ্ট নৈঃশব্দ আর নীরবতার মাঝে থাকা যায়, তাহলে কোনো পুরনো স্মৃতি মনে পড়ার সম্ভাবনা আছে। *ঠিক আছে,* ভাবল বর্ন, *কিন্তু নীরবতার কথা এখন চিন্তা করব কেন?*

ককলিনের বাড়ির সামনের লম্বা আঁকাবাঁকা রাস্তায় আসার আগ পর্যন্ত সংযোগটা ধরতে পারল না ও। স্নাইপারটা ব্যবহার করেছিল সাইলেন্সার, যার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ না করা। কিন্তু সাইলেন্সার ব্যবহারের সমস্যা আছে। স্নাইপারটা যেমন দূর পাল্লার রাইফেল ব্যবহার করেছিল তেমন রাইফেলের ক্ষেত্রে বুলেটের লক্ষ্যভেদের সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয়। সে যদি বর্নের বুক লক্ষ্য করে গুলি করত তবে সফল হবার সম্ভাবনা থাকত কিন্তু তার বদলে সে গুলি ছুঁড়েছে বর্নের মাথার দিকে। যে স্নাইপার বর্নকে মারার চেষ্টা করছে সে এমনটা করবে কেন? অবশ্য সে যদি বর্নকে সতর্ক করতে বা ভয় পাইয়ে দিতে চায় সেটা অন্য ব্যাপার। ঐ অচেনা

BanglaBook.org

স্নাইপারের মনে একটা অহংবোধ আছে কিন্তু সে কোনো ফাঁকা কলসি নয় কারণ কোনো সূত্র পেছনে ছেড়ে যায় নি সে। এটা নিশ্চিত তার কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে।

বেঢপ গোলাবাড়িটা আর অন্যান্য ছোট দালানগুলো পেরিয়ে গেল বর্ন। তখন প্রধান বাড়িটা দেখা গেল। পাথরের তৈরি বাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বছর ষাটেক বয়সের লম্বা পাইন, বার্চ আর সিডার গাছগুলো, বাড়িটার চেয়ে এক দশক বেশি বয়স ওদের। যেহেতু বাড়িটার বর্তমান মালিকের কাজই হচ্ছে নানা গোপন কর্মকাণ্ড, তাই পুরো ভিটেটা যেনো আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল, পথ আর সুড়ঙ্গে ভরপুর। বর্ন ভাবল, এতসব সিক্রেট জিনিসে ভর্তি জায়গায় থাকতে ককলিনের কি খুব বেশি আনন্দ হয়।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে ককলিনের বিএমডব্লিউ সিরিজের গাড়িটার পাশাপাশি মো পানোভের জাগুয়ারটাও পার্ক করা দেখতে পেল। নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে হাটতে হাটতে মনটা হালকা লাগল। ওর সেরা দুই বন্ধু যারা ওর অতীত জীবনের রক্ষক এই বাড়িতে আছে। একসাথে নিশ্চয়ই সমাধান করা যাবে এখনকার সমস্যাটা, আগের সমস্যাগুলোর মতই। পোর্টিকোতে উঠল ও, বেলটা বাজাল। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। পালিশ করা টিকের দরজার গায়ে কান চেপে ধরে ভেতরে কয়েকটা কণ্ঠস্বর শুনলো। হ্যান্ডেল চেপে ধরল, দেখতে পেল সামনের দরজাটা খোলাই রয়েছে।

একটা অ্যালার্ম যেনো বেজে উঠলো ওর মাথার ভেতর, আধখোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাসার ভেতরে কি হচ্ছে শোনার চেষ্টা করল। এই গ্রামাঞ্চলে কোনো ক্রাইম হবার আশঙ্কা খুবই কম কিন্তু অভ্যাসবশতঃই কাজটা করল ও। অতিরিক্ত সতর্কতার কারণে বাসায় থাকুক বা না থাকুক সামনের দরজা লাগিয়ে রাখে। ছুরিটা হাতে নিয়ে সাবধানে ভেতরে ঢুকল ও, মনে আশঙ্কা যে ঝাড়বাতি সজ্জিত প্রথম ঘরটায় একটা পালিশ করা কাঠের সিঁড়ি দেখা গেল, একটা খোলা গ্যালারিতে উঠে গেছে ওগুলো। ডানে লিভিংরুম, বামে বার আর পুরু চামড়ার সোফাসমৃদ্ধ মিডিয়া রুম। ঠিক পেছনেই একটা ছোট ঘর, ওটা ককলিনের স্টাডি।

মিডিয়া রুম থেকে আসা কথার শব্দের দিকে এগিয়ে গেল বর্ন। বড় টিভিটায় সিএনএন-এর একজন কমেন্টেটরকে দেখা যাচ্ছে, ওস্কজুলিড হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। একটা সুপার ইমপোজেড গ্রাফিক নির্দেশনা দেখাল যে সে এখন আইসল্যান্ডের রিকিয়াভিক-এ আছে। "...আসন্ন টেরোরিজম সামিটের কারণে সবার নজর এখন এদিকে।

রুমটায় কেউ নেই কিন্তু দুটো পুরনো ধাঁচের গ্লাস পড়ে আছে ককটেল টেবিলটার ওপর। একটা তুলে নিল বর্ন, শুঁকে দেখল। ককলিনের পছন্দের স্কচটার গন্ধ অন্যমনস্ক করে তুললো ওকে, পুরনো একটা স্মৃতি প্যারিসের একটা দৃশ্য ফিরিয়ে দিলো ওকে। তখন শরৎকাল, আগুনরঙা পাতা ঝরে পড়ছে শাম্প এলিসি'র ওপর। একটা অফিসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। স্মৃতিটা এত বাস্তব ছিল যে ওর

BanglaBook.org

নে হচ্ছিল ও সত্যি প্যারিসে আছে কিন্তু ওটা মনে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ওর মনে পড়ল ও আছে ভার্জিনিয়াতে, অ্যালেক্স ককলিনের বাসায়। আবার চেষ্টা করল সে, স্মৃতির ওপর ফোকাস ফেরত আনার চেষ্টা করল। আসলে, স্মৃতিটা ফের এসেছিল কারণ অতীত স্মৃতির ফাঁক পূরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল ও, আর স্মৃতিটা ট্রিগার হয়ে গিয়েছিল স্কচের গন্ধের। সেজন্যই প্যারিসের অফিসে নিজেকে আবিষ্কার করেছে সে। কিন্তু কার অফিস? ককলিনের নয় কারণ প্যারিসে ওর কোনো অফিস নেই। একটা গন্ধ পেয়েছিল ও, ওই অফিসে কেউ তার সাথে ছিল। অতীতে ফিরে তাকাল, এক ঝলক দেখা মুখটা অল্প অল্প মনে পড়ছে।

জোর করে নিজেকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনল সে। যদিও অতীত জীবনের কথা ছাড়া ছাড়াভাবে মনে পড়াটা অস্বস্তিকর, আর এখন যা ঘটছে সেটাও ঠিক স্বস্তিদায়ক নয়, তবু এখন ভাবনাকে অন্য খাতে বইতে দেয়া সম্ভব নয় তার কাছে। স্মৃতির এইসব ট্রিগারকে মো কি বলে যেনো ডাকত। এসব ট্রিগার আসতে পারে কোনো দৃশ্য। কোনো শব্দ কোনো গন্ধ এমনকি কোনো কিছুর হালকা স্পর্শের মাধ্যমেও। এসব ট্রিগার চালু হলে অতীত ঘটনাকে এমনভাবে মনে করিয়ে দিতে পারে যেনো ঘটনাটা বাস্তবেই ঘটছে। কিন্তু যাই হোক এখন অ্যালেক্স আর মোর দেখা পাওয়া চাই তার।

নিচে তাকাল ও, একটা ছোট নোটপ্যাড দেখতে পেয়ে তুলে নিল হাতে। ফাঁকাই মনে হল ওটা দেখে ওপরের পাতাটা ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু যখন ওটা সামান্য নাড়ল পরের পাতায় দেখতে পেল আগের পাতার লেখার সামান্য ছাপ। কেউ একজন সম্ভবত ককলিন–লিখেছে এনএক্স২০। পকেটে পুরল প্যাডটা।

"সুতরাং কাউন্টাডাউন শুরু হয়েছে। পাঁচ দিনের মধ্যেই জানা যাবে নতুন যুগ আসবে কিনা, পৃথিবীর রূপ বদলে যাবে কিনা। পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষেরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারবে কিনা। একঘেয়েভাবে বলতে থাকলো টিভির উপস্থাপক, বিজ্ঞাপন বিরতির দিকে টেনে নিচ্ছে অনুষ্ঠানকে।

রিমোট দিয়ে টিভিটা বন্ধ করে দিলো বর্ন, নীরবতা নেমে এল ঘরে। একটা সম্ভাবনা আছে, ককলিন আর পানোভ বাইরে হাটতে গেছে, কথা বলতে বলতে হাটা পানোভের খুব পছন্দের অভ্যাস। কিন্তু খোলা দরজার ব্যাপারটা তবু থেকে যাচ্ছে।

পিছিয়ে এল বর্ন, প্রথম ঘরটায় আবার ফিরে এসে একবারে দুটো করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল। দুটো গেস্ট বেডরুমই ফাঁকা, দেখে মনে হচ্ছে না সম্প্রতি কেউ থেকেছিল এখানে। লাগোয়া বাথরুম দুটোরও তথৈবচ অবস্থা। হল দিয়ে গিয়ে ককলিনের মাস্টার সুট-এ ঢুকল ও। এখানকার বিছানাটা ছোট আর শক্ত, ঠিক যেনো খড়ের গদি। ওটার অগোছালো অবস্থা দেখে বোঝা গেল গত রাতে অ্যালেক্স এখানে ছিল। কিন্তু কিভাবে সে এখান থেকে গেল তা বোঝা যাচ্ছে না। বর্ন একটা রূপালী ফ্রেমে বাঁধাই করা ছবি তুলে নিল, লম্বা ঢেউ খেলানো চুল, হালকা চোখ

BanglaBook.org

আর মৃদু ব্যাঙ্গাত্মক হাসি বিশিষ্ট এক মহিলাকে দেখা যাচ্ছে ছবিটায়। ব্যাকগ্রাউন্ডে সেন্ট সালপিচের ফোয়ারার রাজকীয় সিংহগুলোকে চিনতে পারল ও। প্যারিস। ছবিটা নামিয়ে রাখল বর্ন, বাথরুম চেক করল। উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখা গেল না।

নিচতলায় ককলিনের স্টাডিরুমের ঘড়িটা দুটো বাজনার মাধ্যমে ঘণ্টা নির্দেশ করল। ওটা একটা অ্যান্টিক জাহাজের ঘড়ি, বাজনার সুরটা ঘণ্টার মতো মিউজিক্যাল। কিন্তু বর্নের জন্য যেনো অপ্রত্যাশিতভাবেই অশুভ লাগল ওটা। ওর মনে হল ঘণ্টার শব্দটা কালো একটা তরঙ্গের মত সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ছে। আর ওর হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে।

হলওয়ে দিয়ে রান্নাঘরকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সামান্য খটকা লাগল ওর মনে। স্টোভের ওপর একটা চায়ের কেটলি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু স্টেইনলেস স্টিলের কাউন্টারটা একদম পরিস্কার, একটা দাগও নেই। রেফ্রিজারেটরের ভেতর আইস মেশিনটায় বরফের কিউব দেখা গেল। আর তারপরই ওটা দেখতে পেল বাঁকানো রূপার হাতলবিশিষ্ট ককলিনের হাটার লাঠি। অ্যালেক্সের একটা পায়ে সমস্যা আছে, দূরদেশে একটা মারামারির ফল। এই লাঠিটা ছাড়া কক্ষনো বাইরে বের হবার কথা নয় তার।

স্টাডিরুমটার কাছেই বামে, উঠ প্যানেলে ঢাকা এই আরামদায়ক রুমটা বাড়ির এক কোণায় অবস্থিত। ওটা থেকে বাইরে ছায়াঢাকা লন, ল্যাপ-পুল আর পাথরের ঘাট দেখা যায়, যেগুলোর পেছন থেকে শুরু হওয়া পাইনের বন এই ভূসম্পত্তির বেশিরভাগটা ঢেকে রেখেছে। অত্যন্ত জরুরি কিছুর আঁচ নিয়ে স্টাডির দিকে চলল ও। ভেতরে ঢোকার মুহূর্তেই জমে গেল।

ওর মন যেনো দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, একটা অংশ হয়ে পড়েছে আলাদা, পরিণত হয়েছে দক্ষ পর্যবেক্ষকে। ওর এই পর্যবেক্ষক অংশ লক্ষ্য করল গাঢ় রঙের পার্সিয়ান কার্পেটের ওপর পড়ে আছে অ্যালেক্স ককলিন আর মো পানোভ। ওদের মাথা থেকে বেরিয়ে আসা রক্তের ধারা ছাপিয়ে পালিশ করা কাঠের মেঝেতে গিয়ে পড়েছে। তাজা রক্ত, চকচক করছে এখনো। ককলিনের চোখগুলো বিস্ফোরিত, তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। তার মুখটা লাল, রাগান্বিত, ঠিক যেনো ওর মনের গহীনের সব বদমেজাজ উঠে এসেছে চেহারায়। মো'র মাথাটা ঘুরে আছে, পড়ে যাওয়ার আগে পেছনে দেখার চেষ্টা করছিল সম্ভবত। তীব্র আতঙ্কের একটা ছাপ তার চেহারায়। জীবনের শেষ মুহূর্তে নিজের মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখেছিল সে।

অ্যালেক্স মো! জেসাস! জেসাস! হঠাৎ যেনো আবেগের বাঁধ ভেঙে পড়ল বর্নের, হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ও, মনটা কাঁপছে ধাক্কায় আর আতঙ্ক। ওর গোটা দুনিয়া নড়ে উঠেছে ভিত্তি থেকে। অ্যালেক্স আর মো মরে গেছে, এই কথাটা ওর বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে সামনে এত বড় প্রমাণ পড়ে থাকা সত্ত্বেও। আর কথা বলা হবে না ওদের সাথে। নেয়া হবে না ওদের পরামর্শ। অ্যালেক্স আর মো'র সাথে কাটানো অনেক

BanglaBook.org

সময়ের অসংখ্য ছবি মনের পর্দায় ভেসে উঠল, সেই সময় যখন বিপদে আর মৃত্যু ছিল পদে পদে। একে অন্যের দুঃখ ভাগাভাগি করে পাওয়া স্বস্তির কথা মনে পড়ল ওর। কেড়ে নেয়া হয়েছে দুটো জীবন। তখন শুধু পড়ে আছে রাগ আর আতঙ্ক। চরম একটা ধাক্কার মধ্য দিয়ে যেনো বন্ধ হয়ে গেল ওর অতীতের দরজা। বর্ন আর ওয়েব, দুজনই এখন শোকে স্তব্ধ। কষ্ট করে নিজেকে সামনে নিল বর্ন, মুছে ফেলল ওয়েবের তীব্র আবেগ। কোনোমতে ঠেকাল কান্নাটা। কান্না এমন এক জিনিস যেটা বর্নকে মানায় না। ভাবতে হবে, ভাবতে হবে ওকে।

মার্ডার সিনটা মনের মাঝে টুকে নিল বর্ন, খুঁটিনাটিগুলো জোড়া দিয়ে বুঝতে চাইছে ঠিক কি হয়েছিল এখানে। আরেকটু কাছে চলে গেল, সাবধান থাকল যেনো রক্ত না মাড়ায় বা কোনোকিছু না সরায়। গুলি করে মারা হয়েছে অ্যালেক্স আর মো'কে, ওদের লাশের মাঝখানে যে বন্দুকটা পড়ে আছে ওটা দিয়েই নিশ্চয়ই। একটা করে গুলি করা হয়েছে দুজনকেই। নিখুঁত হাতের কাজ এটা, আনাড়ীর নয়। অ্যালেক্সের মুঠোয় থাকা সেলফোনটার দিকে নজর চলে গেল বর্নের। মনে হচ্ছে গুলি লাগার আগে ও কারো সঙ্গে কথা বলছিল। যখন বর্ন ওকে ফোনে বিজি পেয়েছিল তখনই কি? খুব সম্ভবত। রক্তের অবস্থা, লাশের সজীব ভাব আর আঙুলে রিগর মার্টিস বা খিঁচুনির অভাব দেখে তাই মনে হয়। খুনটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়েছে।

দূরের একটা হালকা শব্দে চিন্তায় বাধা পড়ল ওর। সাইরেন! স্টাডি ছেড়ে সামনের জানালাটার দিকে ছুটে গেল। ভার্জিনিয়া স্টেট পুলিশের একটা বহরের গাড়িগুলো দ্রুত এগিয়ে আসছে ড্রাইভওয়ে ধরে। বর্ন এখন আটকা পড়ে গেছে একটা বাড়িতে দুটো লাশের সাথে, কোনো প্রমাণই নেই ওর পক্ষে। সাজানো চিত্রনাট্যে পড়েছে ও। নিখুঁত একটা ফাঁদ যেনো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে ওর চারপাশে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

ঘটনার টুকরোগুলো যেনো জুড়ে গেল ওর মনের ভেতর। ক্যাম্পাসে ওকে গুলি করা হয়েছিল মারার জন্য নয়, খেদিয়ে ককলিনের কাছে আনার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে খুন হয়ে গেছে ককলিন আর মো। কেউ তখনো এখানে ছিল, বর্নকে লক্ষ্য করছিল, সময়মত ফোন করেছিল পুলিশকে। যে ওকে ক্যাম্পাসে গুলি করেছিল সেই লোকই কি?

দ্বিতীয়বার না ভেবেই ফোনটা নিল অ্যালক্সের হাত থেকে। কিচেনে দৌড়ে ঢুকল, বেসমেন্টের সিঁড়ির দরজাটা খুলল, নামল গাঢ় অন্ধকারে। পুলিশ রেডিওর শব্দ আর নুড়ি পাথরের খড়মড় শুনল, সামনের দরজায় ধাক্কা মারার শব্দ শোনা গেল এরপর। উত্তেজিত গলার স্বর চড়ছে।

কিচেনের ড্রয়ারের কাছে গিয়ে ককলিনের ফ্ল্যাশলাইটটা হাতড়ে বের করল বর্ন, বেসমেন্টের দরজা দিয়ে নেমে আবার হারিয়ে গেল অন্ধকারে। লাইটের আলোটা চিড়ে ফেলল অন্ধকার, আলোকিত সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দ নেমে গেল। ফার্নেস থেকে আসা তেলের গন্ধ, পুরনো কাঠ আর কংক্রিটের গন্ধ পেল। সিঁড়ির নিচে কপাটটা পেয়ে ওটা টেনে খুলল। এই গোপন পথটা কোনো এক শীতের সন্ধ্যায় বর্নকে দেখিয়েছিল ককলিন, এটা দিয়ে আস্তাবলের কাছে ব্যক্তিগত হেলিপ্যাডটায় যাওয়া যায়, মাথার ওপরের তক্তাগুলোয় ক্যাচক্যাচ শব্দ শুনতে পেল বর্ন। বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে পুলিশ। সম্ভবত লাশ দুটো খুঁজেও পেয়েছে ইতিমধ্যে। লাশ দু'টো কিন্তু গাড়ি তিনটা। লাইসেন্স প্লেট অনুসরণ করে গাড়ির মালিককে খুঁজে বের করতে সময় লাগবে না ওদের।

মাথা নামিয়ে নিচু প্যাসেজটায় ঢুকে পড়ল ও, কপাটটা লাগিয়ে দিলো পেছনে। এতক্ষণে মনে পড়ল, পুরনো ধাঁচের গ্লাস হাতে নিয়েছিল ও। *ফরেনসিকের লোকেরা যখন সব পরীক্ষা করবে, আমার আঙুলের ছাপ দেখতে পাবে। আর, ড্রাইভওয়েতে আমার পার্ক করে রাখা গাড়ি তো আছেই...*

এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই, এখন পালাতে হবে ওকে! ঝুঁকে পড়া অবস্থার সংকীর্ণ প্যাসেজওয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকল। ফুট দশেকের মধ্যে ছাদটা উঁচু পাওয়া গেল, এখন স্বভাবিকভাবে হাটতে পারছে। বাতাসে আর্দ্রতা টের পাওয়া যাচ্ছে; কাছেই কোথাও পানির ফোঁটা পড়ার শব্দ হচ্ছে। আন্দাজ করল, বাড়িটার ভিত্তির বাইরে চলে এসেছে। গতি বাড়াল বর্ন, মিনিট তিনেকের মধ্যে চলে এল আরেকটা সিঁড়ির কাছে। ধাতব সিঁড়িগুলো মিলিটারি টাইপের, ওগুলো বেয়ে উঠল সে, কাঁধ দিয়ে ঠেলে খুলল আরেকটা কপাট। তাজা বাতাস, শেষ বিকেলের আলো

BanglaBook.org

আর উড়তে থাকা পতঙ্গ একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। কংক্রিটের হেলিপোর্টের কাছে চলে এসেছে সে।

নুড়ি বিছানো টারমাকটা ছোট ছোট মরা ডালপালায় ছেয়ে আছে। এই টারম্যাকটার কিনারায় একা ছোট ছাউনি দেখা গেল। গোটা জায়গাটায় যেনো পাওয়া যাচ্ছে পরিত্যক্ত হবার গন্ধ। অবশ্য এই হেলিপোর্টটা বর্নের উদ্দেশ্য নয়। ওটার দিকে পিছন ফিরল, ঢুকে পড়ল পাইনের ঘন বনে। ওর উদ্দেশ্য হচ্ছে দীর্ঘ বাঁকানো পথে এই বাড়ির চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে আসা, পুলিশের তল্লাশির এলাকা থেকে বাইরে গিয়ে হাইওয়েতে পৌছানো। অবশ্য এই মুহূর্তে ও চায় কোনাকুনিভাবে বয়ে যাওয়া নদীটা ধরে হেটে যেতে। ও জানে, পুলিশ কিছুক্ষণের মধ্যেই কুকুরগুলো ছেড়ে দেবে। শুকনো মাটিতে ওর গায়ের গন্ধ রয়েই যাবে কিন্তু প্রবাহমান পানিতে কুকুরগুলো ওর গায়ের গন্ধ অনুসরণ করতে পারবে না।

কাঁটাভরা ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে হাটতে হাটতে দুটো সিডার গাছের মাঝখানে একটা ছোট ঢিবির ওপর উঠল ও, মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে। এই পরিবেশের স্বাভাবিক শব্দগুলো শুনে রাখা দরকার। যাতে বাইরের কেউ ঢুকলে চট করে বোঝা যায়। শত্রু যে কাছেই আছে সে বিষয়ে ও সম্পূর্ণ সজাগ। এই শত্রু তার বন্ধুদের, তার অতীত জীবনের সূত্রধরদের খুনি। খুনির সুবিধা আছে, তাকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে না এখন পুলিশের থেকে। খুনি তাড়া করার পাশাপাশি পুলিশের আয়ত্বের বাইরেও থাকতে হবে বর্নকে পুরোপুরি ফাঁদে পড়ে যাবার আগেই।

আলেকজান্ডার ককলিনের পাইনের বনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে খানের মনে হল ও যেনো দেশে চলে এসেছে। তার মাথার ওপরে সবুজ পাতার ছাউনি, যেনো কৃত্রিম জোছনার আলো চারদিকে। গাছগুলোর সবচেয়ে উপরের শাখাগুলো চুঁইয়ে সামান্য আলো এলেও হালকা আঁধার চারদিকে শিকারের জন্য ঘাপটি মেরে থাকার উপযুক্ত স্থান খানের কাছে। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে ককলিনের বাড়ি পর্যন্ত ওয়েবকে অনুসরণ করেছে সে। সারা ক্যারিয়ার জুড়ে আলেকজান্ডার ককলিনের নাম শুনেছে সে, কিংবদন্তীর স্পাইমাস্টার হিসেবে জেনেছে তাকে। যে ব্যাপারটা ওকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে সেটা হল, ডেভিড ওয়েব কেন আসবে ককলিনের কাছে? ককলিনকে চেনেই বা সে কিভাবে? আর, এই বাড়ির ভিটেতে ওয়েব আসার কিছুক্ষণের মধ্যে দলে দলে পুলিশই বা আসতে থাকল কেন?"

দূরে ঘেউঘেউ শুনতে পেল সে, তার জানা ছিল পুলিশ নিশ্চয়ই তাদের কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেবে। সামনে দূরে ওয়েবাকও দেখল সে, এমনভাবে হাটছে যেনো এই বনটা ভালভাবে চেনে। এটাও একটা ধাঁধায় ফেলে দেবার মত ব্যাপার। গতি বাড়াল খান, ওয়েব কোথায় যেতে পারে সেটা ভেবে অবাক হচ্ছে। এরপরই

BanglaBook.org

পানির স্রোতের শব্দ শুনতে পেল সে, বুঝতে পারল তার শিকারের মনে কি ফন্দি আছে।

তড়িঘড়ি করল খান, ওয়েবের আগেই পৌঁছে গেল সরু নদীটার কাছে। তার জানা ছিল যে ওয়েব স্রোতের দিকেই চলবে, সরে যাবে হাউন্ডগুলো যেদিক থেকে আসছে সেদিক থেকে দূরে। তখনই একটা বিশাল উইলো গাছ দেখে হাসিতে দাঁত বেরিয়ে এল তার। ডালপালা ছড়ানো বিশাল একটা গাছই তো তার চাই, ওটাই সে খুঁজছিল।

শেষ বিকেলের আলো আগুনের সুঁইয়ের মত ঢুকছে গাছপালার মধ্য দিয়ে, ছোপ ছোপ লালিমার আভা এসে পড়ল বর্নের চোখে।

উঁচু জায়গাটা ওদিকে গিয়ে অনেকটা খাড়াভাবে নেমে গেছে। রাস্তাটাও হয়ে গেছে আরো পাথুরে। কাছেই শোনা যাচ্ছে সরু নদীটার ছলছল শব্দ। সেটা শুনে চলার গতি যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দিলো ও। গত শীতের বরফগলা পানির সাথে বসন্তের শুরুর বৃষ্টি যোগ হয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দিয়েছে নদীটাকে। কোনোরকম দ্বিধা না করে ঠাণ্ড পানিতে নেমে গেল সে। যতো সময় ও পানিতে থাকবে ততই ভাল, কারণ তাতে কুকুরগুলো ওর শরীরের গন্ধ না পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। আর ও যতই দূরে চলে যাবে ততই ধরা কঠিন হয়ে যাবে ওকে।

আপাত নিশ্চিন্ত হয়ে স্ত্রী মেরিকে নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করল। মেরির সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ওর বাসায় ফেরার প্রশ্নই আসে না এখন, কারণ তাতে দু'জনই চরম বিপদে পড়ে যাবে। কিন্তু যোগাযোগ করতেই হবে ওর সাথে। সাবধান করতে হবে তাকে। পুলিশ এজেন্সি নিশ্চয় বর্নকে খুঁজতে ওর বাসায় যাবে, ওকে না পেয়ে মেরিকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবে ও সব জানে ধরে নিয়ে। আরো ভয়ংকর সম্ভাবনা আছে, যারা ওকে এ বিপদে ফেলেছে তারা ওর পরিবারের মাধ্যমে ওকে ধরার চেষ্টা করতে পারে। উদ্বেগের তাড়নায় ককলিনের সেলফোনটা বের করে মেরিকে একটা টেক্সট মেসেজ পাঠালো। একটা শব্দই লিখলো মেসেজটায় ডায়মন্ড। এই কোডটা শুধুমাত্র চরম জরুরি অবস্থায় ব্যবহার করবে ব'লে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলো। সেফ হাউজে গিয়ে ওঠার জন্য মেরির প্রতি এটা একটা নির্দেশনা। ওরা ওখানে নিরাপদে থাকবে যতক্ষণ না বর্ন 'অল কিলার' সিগন্যাল দেয়। অ্যালেক্সের ফোন বেজে উঠলে বর্ন দেখতে পেল মেরির টেক্সট মেসেজ রিপিট প্লিজ। এটা তো নির্ধারিত রিপ্লাই নয়। তারপরও বুঝল মেরির বিভ্রান্ত হবার কারণ। অ্যালেক্সের সেলফোন থেকে যোগাযোগ করেছে ও, নিজেরটা থেকে নয়। মেসেজটা রিপিট করল বড় বড় অক্ষরে : ডায়মন্ড। দম বন্ধ করে মেরির ফিরতি মেসেজের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ও। জবাবটা এল এরকম

BanglaBook.org

আওয়ারগ্লাস। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল বর্ন। মেরি বুঝতে পেরেছে; ও নিশ্চিত জানে মেসেজটা আসল। এতক্ষণে বাচ্চাদের তৈরি করছে সে, স্টেশন ওয়াগনে উঠে পড়েছে, ড্রাইভ করে চলে যাচ্ছে সবকিছু পেছনে ফেলে।

এখনো ওর মনে উদ্বেগটা রয়েই যাচ্ছে। যখন মেরির সাথে সরাসরি কথা বলতে পারবে ও, মেরির গলা শুনতে পারবে, সব খুলে বলতে পারবে তখনই শুধু ভাল লাগবে, কিন্তু ও বলতে পারবে না, ও ভাল আছে। যাকে মেরি চিনত সেই ডেভিড ওয়েব আবারো বর্নের হাতের পুতুল হয়ে গেছে। জেসন বর্নকে ঘৃণা করে মেরি, ভয় করে। আর করবেই না বা কেন? এমন সম্ভাবনা আছে, একদিন ডেভিড ওয়েবের দেহে কেবল বর্নের সত্ত্বাই থাকবে। আর কার কাজ হতে পারে ওটা? অ্যালেক্স ককলিনের।

এটা ভেবে ওর আশ্চর্য লাগল যে ও কিভাবে একন মানুষকে ভালবাসতে পারে আবার ঘৃণাও করতে পারে। কি রহস্যময়ভাবেই না মানুষের ব্রেন সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এ দুটো আবেগকে একসাথে রাখতে পারে, কারো খারাপ দিকগুলো ভুলে গিয়ে কারো জন্য ভালবাসা জাগাতে পারে। অবশ্য বর্ন জানে, ভালবাসা দেয়া আর ভালবাসা নেয়া দুটোই মানুষের প্রয়োজনীয়।

এতসব ভাবতে ভাবতেই পানির স্রোতের মধ্য দিয়ে হেটে যেতে লাগল বর্ন। স্রোতের পানি ঝকঝকে পরিস্কার। ওর পদক্ষেপে ভয় পেয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে ছোট ছোট মাছ। দুয়েকবার একটা ট্রাউটের রূপালী ঝলকানি দেখল ও, ওটার মুখ এমনভাবে অল্প ফাঁক করা যেনো কিছু বড় উইলো গাছ আর্দ্রতার খোঁজে পানির ওপর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে শিকড়। কেউ কাছে এগিয়ে আসছে কিনা শোনার জন্য সতর্ক হল বর্ন কিন্তু স্রোতের শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না।

আক্রমনটা এল উপর থেকে। কিছুই শুনতে পায় নি। আলোছায়ার একটু নড়াচড়া দেখেছিল কেবল, আর ধাক্কা খেয়ে পানিতে তলিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে টের পেয়েছিল শরীরের উপর এসে পড়া ওজনটা। শরীরের মাঝের অংশে আর ফুস ফুসে প্রচন্ড চাপ লেগেছে ওর। দম নেবার চেষ্টা করতেই ওর মাথা স্রোতের নিচের পাথরে ঠুকে দিলো আক্রমনকারী। প্রচণ্ড একটা ঘুষি এসে পড়ল কিডনিতে, সব দম বেরিয়ে গেল ওর।

পাল্টা আক্রমণ করার বদলে শরীরটা নিস্তেজ করে দিলো বর্ন। একই সাথে, কনুই দুটো শরীরের দু'দিকে ছড়িয়ে দিলো ও, ঢিলে অবস্থায় পিঠে বাঁকিয়ে ভর দিলো কনুইয়ের ওপর। ছিটকে উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো দু'দিকে ছুঁড়ল ও। চাপটা সরে গেছে, হাঁসফাঁস করতে করতে ফুসফুসে বাতাস ভরে নিল ও। চোখ মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়া পানি ওর দৃষ্টি ঝাপসা করে দিয়েছে, তাই আক্রমনকারীর অবয়বটা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না বর্ন। আঘাত করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও বাতাস ছাড়া আর কিছু ঠেকল না হাতে।

BanglaBook.org

যেভাবে এসেছিল ঠিক সেভাবেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ওর আক্রমণকারী।

খাবি খেয়ে হাঁচড়ে পাঁচড়ে স্রোতের ওপর দিয়ে সরে যেতে যেতে কালশিটে পড়া গলা দিয়ে শ্বাস নেবার চেষ্টা করতে লাগল খান। স্তম্ভিত হবার সাথে সাথে রেগেও গেছে ও ছোট ঝোপঝাড়গুলোর কাছে পৌছে দ্রুতই হারিয়ে গেল জঙ্গলে। স্বভাবিকভাবে শ্বাস নেবার চেষ্টা করছে। সেই সাথে হাত বোলাচ্ছে ওয়েবের মারে আহত নাজুক জায়গাগুলোতেও। ওগুলো কোনো উদ্দেশ্যহীন আঘাত ছিল না। বরং ছিল দক্ষ আর সুচিন্তিত পাল্টা আক্রমণ। হতভম্ব হয়ে গেছে খান, একটা ভয়ের আমেজ লকলকিয়ে উঠল ওর ভিতর। ওয়েব একটা বিপজ্জনক লোক, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের এমনটা হবার কথা নয়। আজকের আগেও গুলির মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা আছে তার, গুলির উৎসও খুঁজে বের করতে পারে সে, বনে বাদাড়ে নির্বিঘ্নে চলতে পারে, পারে খালি হাতে মারামারি করতে। আর তাছাড়া সমস্যায় পড়ার সাথে সাথে আলেকজান্ডার ককলিনের কাছে চলে এসেছিল সে। আসলে কে এই লোক? একটা জিনিস নিশ্চিত, ওয়েবকে আর ছোট করে দেখবে না খান। ওকে অনুসরণ করে চলবে সে, ফিরে পাবে মানসিক সুবিধাটা। অমোঘ সমাপ্তি আসার আগে ওয়েবের চোখে মৃত্যুভয় দেখতে চায় খান।

ঠিক ছয়টা ছয় মিনিটে মৃত আলেকজান্ডার ককলিনের বাড়িতে পা দিলো সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টর মার্টিন লিন্ড্রস। ভার্জিনিয়া স্টেট পুলিশের শীর্ণ, টাকপড়া ডিটেক্টিভ হ্যারিসের সাথে দেখা হল তার। স্টেট পুলিশ, কাউন্টি শেরিফের অফিস আর এফবিআইয়ের মাঝে লেগে যাওয়া কর্তৃত্বের আর আঞ্চলিকতার বিরোধ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে হ্যারিস, নিহত দুই ব্যক্তির লাশ সনাক্ত হবার সাথে সাথে গন্ডগোল লেগে গেছে তিন পক্ষের মাঝে। আসার সময় এক ডজন গাড়ি আর তিন ডজন মানুষ দেখেছে মার্টিন। এখন শুধু চাই শৃঙ্খলা আর কাজের উদ্দেশ্য।

হাত মেলানোর সময় হ্যারিসের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল লিন্ড্রস, "ডিটেক্টিভ হ্যারিস, এফবিআই চলে যাবে। এই জোড়া খুনের তদন্ত এখন করব আমরা দু'জন–আপনি আর আমি।"

"জি স্যার," কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে বলল হ্যারিস। দীর্ঘদেহী হলেও নিজেকে ছোট দেখানোর চেষ্টায়ই সম্ভবত কুঁজো হয়ে আছে সে। এর সাথে ওর ছলছলে চোখ আর বিষণ্ন চেহারা মিলে এমন হয়েছে যে ওকে দেখলেই মনে হয় কাজ করার শক্তি ওর মাঝ থেকে অনেক আগেই চলে গেছে। "ধন্যবাদ।"

"আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না, ডিটেক্টিভ, আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এই কেসটা ঝামেলায় ভরপুর হবে।" লিন্ড্রস দ্রুত তার অ্যাসিসস্টেন্টকে পাঠিয়ে দিলো এফবিআই আর শেরিফের লোকদের সাথে বোঝাপড়া করার জন্য। "ডেভিড ওয়েবের কোন চিহ্ন পাওয়া গেছে?" ওয়েবের গাড়ির যে ককলিনের ড্রাইভওয়েতে পাওয়া গেছে সেটা এফবিআইয়ের কাছ থেকে শুনে বেশ বিপন্ন হয়ে

BanglaBook.org

পড়েছে সে। না, ওয়েব নয় আসলে, জেসন বর্ন। এজন্যেই সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর নিজে নির্দেশ দিয়েছেন তাকে তদন্তটা ব্যক্তিগতভাবে করার জন্য।

"এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি," হ্যারিস বলল। "কুকুরগুলো দিয়ে খোঁজা হচ্ছে অবশ্য।"

"খুব ভাল। গোটা এলাকা জুড়ে পাহারার ব্যবস্থা করেন নি?"

"আমার লোকদের পাঠানোর চেষ্টা তো করেছিলাম কিন্তু এফবিআই..." মাথা নাড়ল হ্যারিস। "...আমি ওদের বলেছিলাম সময়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

হাতঘড়ির দিকে তাকাল লিনড্রস। "আধা মাইলের বেষ্টনী। আপনার কিছু লোককে দিয়ে একটা দল বানিয়ে অবস্থান নিতে বলুন, আরো একটা সিকি মাইলের ব্যাসার্ধের বেষ্টনী বানিয়ে। হয়তো কাজের কিছু পাওয়া যাবে। যদি আরো লোক লাগে তো ডেকে পাঠান।"

যখন হ্যারিস ওয়াকিটকিতে কথা বলছিল তখন তাকে মেপে দেখল লিনড্রস। "আপনার নামের প্রথম অংশটা কি?" ডিটেক্টিভের নির্দেশ দেয়া শেষ হলে বললো।

অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকাল ডিটেক্টিভ। "হ্যারি। হ্যারি হ্যারিস।"

"আমার সাথে ঠাট্টা করছেন, না?"

"না, স্যার, সেটা তো করছি না।"

"আপনার বাবা-মা আপনার নাম দেবার আগে কি ভাবছিলেন বলে আপনার মনে হয়?"

"আমার তো মনেই হয় না তারা কিছু ভেবেছিলেন, স্যার।"

"ঠিক আছে, হ্যারি। চলুন, ভালভাবে দেখা যাক এখানে কি আছে।"

লিনড্রসের বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই, বালু-রঙা চুলের স্মার্ট এই ব্যক্তিটিকে জর্জটাউনের বাইরে থেকে এজেন্সিতে নেয়া হয়েছে। তার বাবা ছিলেন দৃঢ়চেতা একজন মানুষ। মনের কথা মুখে বলতেন আর সবকিছু করতেন নিজের পদ্ধতিতে। নিজের এই স্বাধীন ভাবটা তিনি বসিয়ে দিয়েছিলেন তরুণ মার্টিনের মাঝে। সেই সাথে তাকে শিখিয়েছিলেন দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ। আর মার্টিন লিনড্রসের বিশ্বাস, এসব গুনের জন্যই সে ডিসিআই-এর নজরে পড়েছে।

হ্যারিস তাকে স্টাডিতে নিয়ে যাবার আগেই মিডিয়া রুমের ককটেল টেবিলের ওপর পড়ে থাকা পুরনো ফ্যাশনের গ্লাস দুটোর দিকে চোখ গেল লিনড্রসের। "কেউ কি এগুলো নেড়েছে, হ্যারি?"

"আমার জানামতে তো নাড়ে নি, স্যার।"

"আমাকে মার্টিন বলে ডাকুন। তাড়াতাড়ি একে অপরকে চিনে নেয়া দরকার আমাদের।" মুখ তুলে হাসল সে, সহজ করতে চাইছে সঙ্গীকে। অন্যান্য আইন রক্ষাকারী এজেন্সিকে টেক্কা দিতে হ্যারিসকে নিজের কক্ষপথে নিয়ে এসেছে লিনড্রস। একজন ডিটেক্টিভকে সঙ্গী করা দরকার বলে মনে হচ্ছিল তার। "আপনার ফরেনসিক

BanglaBook.org

বিশেষজ্ঞদের বলুন দুটো গ্লাসেরই ধুলোর প্রিন্ট পরীক্ষা করতে।"

"এক্ষুণি বলছি।"

"আর চলুন এখন লাশের তদন্তকারী ডাক্তারের সাথে কথা সেরে নেই।"

এই এস্টেটটার সীমা নির্দেশকারী উঁচু জায়গাটার মধ্য দিয়ে যে রাস্তাটা এঁকেবেঁকে গেছে তার ওপরে দাঁড়িয়ে অছে বিশালদেহী একজন, নাইট-ভিশন গ্লাস চোখে লাগিয়ে দেখছে বর্নকে। লোকটার চওড়া লেবুর মত মুখটা স্লাভিক ধাঁচের। তার বাম হাতের আঙুলের ডগাগুলো হলুদ; দেখেই বোঝা যায় এক নাগাড়ে ধূমপান করে সে। ওর বিশাল এসইউভি'টা পেছনেই পার্ক করে রাখা। এদিক দিয়ে যেতে থাকা যে কেউ তাকে দেখে ট্যুরিস্ট বলেই ভাববে। পিছন দিকটা লক্ষ্য করে খানকে দেখতে পেল সে। বর্নের পিছু নিয়েছে, খানের হাটাচলার ওপর এক চোখ রেখে নিজের ট্রাই-ব্যান্ড সেলফোনটা খুলল সে, দূরদেশের একটা নাম্বার টিপল।

সাথে সাথেই জবাব দিলো স্টিফেন স্পালকো।

"ফাঁদ বিছানো হয়েছে," বিশালদেহী স্লাভ বলল। "টার্গেট চলার পথে আছে। এখন পর্যন্ত পুলিশ আর খান, দু'পক্ষকেই ফাঁকি দিয়েছে সে।"

"গোল্লায় যাক!" স্পালকো বলল। "খান করছেটা কি?"

"খোঁজ নিয়ে দেখব ভাল করে?" স্বভাবগত শীতল গলায় বলল লোকটা।

"বরং ওর থেকে যতোটা সম্ভব দূরে থাক," স্পালকো বলল, "ওখানে থেকে ভাগো এখন।"

কোনোমতে সরু নদীটার তীরে উঠে এল বর্ন। বসে পড়ে মুখের সামনে থেকে ভেজা চুলগুলো সরালো। সারা শরীর ব্যথা করছে ওর, ফুসফুসে যেনো আগুন ধরে গেছে। ওর চোখের সামনে যেনো বিস্ফোরণ ঘটে গেছে, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে তাম কুয়ানের জঙ্গলে, অ্যালেক্স ককলিনের নির্দেশে ও যে মিশনটায় ছিল সেটায়। সাইগনে কমান্ডের মঞ্জুর করা এই মিশনটা এত ভয়ংকর আর মারাত্মক ছিল যে আমেরিকান মিলিটারির কেউ ওদের সঙ্গে যেতে রাজি হয় নি।

শেষ বিকেলের পড়ন্ত রোদে বসে বর্ন বুঝল, ওই একই রকম পরিস্থিতিতে আবার ঠেলে দেয়া হয়েছে ওকে। রেড জোনে ছিল ওরা শত্রু অধ্যুষিত এলাকায় আসল সদস্যটা ছিল, কারা শত্রু সেটাই অজানা ছিল ওর, কি করতে হবে সেটাও জানত না। বর্ন ভাবল, জর্জটাউনে ওর দিকে গুলি ছোঁড়ার মাধ্যমে ওকে যেমন ডেকে এনে ফাঁদে ফেলা হয়েছিল, এখনও কি ওকে তাড়িয়ে নেবার মাধ্যমে প্ল্যানের নতুন অংশ সফল করছে শত্রু?

BanglaBook.org

বহু দূরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনল, আর তারপরই খুব কাছেই একটা ছোট ডাল ভাঙার পরিস্কার শব্দ শোনা গেল। শব্দটা কি কোনো প্রাণী করেছে, না শত্রু? ওর বর্তমান লক্ষ্য পাল্টে গেছে যেনো। এখন ওকে পুলিশের জাল থেকে বাঁচতে তো হবেই সেই সাথে লড়তে হবে শত্রুর সাথে। আবার আক্রমণ আসার আগেই আক্রমণকারীকে খুঁজে বের করাই এখন সমস্যা। দুটো অ্যাটাক যদি একই লোক করে থাকে, তবে সে শুধু দক্ষ বন্দুকবাজই নয় বরং একই সাথে জঙ্গলে লড়াই করতেও পারদর্শী। যত যাই হোক, শত্রুর বিষয়ে এটুকু জেনেও খুশি হল বর্ন। এখন শত্রুর বিষয়ে আরো জেনে চমকে দিতে হবে তাকে, খুন হয়ে যাবার আগেই...

দিগন্তে নিচে নেমে গেছে সূর্যটা, আকাশে রেখে গেছে আগুনের মত লালচে আভা। ঠাণ্ড হাওয়ার ঝাপটায় ভেজা জামার মধ্যে কিকি করে কাঁপতে লাগল বর্ন। উঠে দাঁড়িয়ে চলতে লাগল ও, শরীর গরম করার পাশাপাশি হাত পায়ের জড়তা কাটাতে চাইছে। জঙ্গল আঁধারে ছেয়ে যাচ্ছে, তবু ওর এতটা অরক্ষিত লাগছে যেনো মেঘবিহীন আকাশের নীচে খোলা ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে।

ও এখন তাম কুয়ানে থাকলে কি করতে তা ওর জানা আছে : আশ্রয় খুঁজে নিত, গুছিয়ে নিত নিজেকে, কি কি উপায় হাতে আছে তা ভাবত। কিন্তু শত্রুর এলাকায় আশ্রয় খোঁজা বড় মুশকিল, যেকোনো ফাঁদে পা দিতে পারত। ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলছে, একের পর এক গাছের গুঁড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। যা খুঁজছিল সেটা শেষ পর্যন্ত পেল। একটা গাছ, ভার্জিনিয়া কৃপার। এখনো ফুলের সময় আসে নি বলে ফুল দেখে চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু পাঁচ-ভাগওয়ালা চকচকে পাতাগুলো দেখে ভুল হবার কোনো কারণ নেই। ওটা শক্ত লতা থেকে লম্বা লম্বা ফালি ছিলে নিল।

কাজটা শেষ করার খানিক পরই কানে হালকা একটা শব্দ পড়ল ওর। হালকা শব্দটা অনুসরণ করে ছোট একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। মাঝারী সাইজের একটা হরিণ দেখা গেল ওখানে। মাথা উঁচু করে রেখেছে হরিণটা, ওটার কালো নাকের ফুটো দুটো বাতাসকে শুঁকছে। ওটা কি বর্নের গন্ধ পেয়েছে? না, ওটা চেষ্টা করছে।

ছুটতে শুরু করল হরিণটা, সেই সাথে বর্ন। হরিণটার সাথে সমান্তরালভাবে ছুটতে লাগল বনের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে। বাতাসের দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে দৌড়ের গতিও পরিবর্তন করতে হল ওকে যাতে হরিণটা বাতাসে ওর গন্ধ না পেতে পারে। হরিণটা গতি কমাবার আগে কোয়ার্টার মাইল দৌড়ে ফেলল দুজনই। মাটি এখন ওপর দিকে ঢালু হয়ে উঠেছে, সেই সাথে হয়ে পড়েছে শক্ত। সরু নদীটা থেকে বেশ অনেকটা দূরে চলে এসেছে ওরা, এস্টেটের একেবারে সীমানায় এসে পড়েছে। জমির উত্তর-পশ্চিমে দিকের সীমা নির্দেশক পাথরের দেয়ালটা সহজেই লাফিয়ে পেরিয়ে গেল হরিণটা। দেয়ালটা দ্রুত টপকাল বর্ন, দেখতে পেল হরিণটা ওকে নিয়ে এসেছে একটা সল্ট লিকের কাছে। সল্ট লিক মানেই পাথর, আর পাথর মানেই

BanglaBook.org

গুহা। ওর মনে পড়ল যে ককলিন ওকে বলেছিল তার জমির উত্তর-পশ্চিম দিকে একসারি গুহা আছে। চিমনির মত খাড়া প্রাকৃতিক গর্তে ভরা গুহাগুলোর ছাদ, এজন্যই রেড ইন্ডিয়ানরা এককালে এগুলোকে ব্যবহার করত রান্নার আগুন জ্বালাতে। এই গুহাগুলোই খুঁজছিল ও সাময়িকভাবে লুকানোর স্বর্গ এই জায়গাটা। আশা করা যায়, এটা কোনো ফাঁদ হয়ে উঠবে না ওর জন্য।

এবার পেয়েছি ওকে, ভাবল খান। বিরাট একটা ভুল করে বসেছে ওয়েব...এমন একটা গুহায় ঢুকেছে যেটার একটাই মুখ। নিজের লুকোনোর জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এল খান, ফাঁকা জায়গাটা নিঃশব্দে পার হল। ঢুকে পড়ল গুহাটার কালো মুখে।

সাবধানে এগোনোর সময় সামনের অন্ধকারে ওয়েবের অস্তিত্ব টের পেল খান। গন্ধ শুঁকেই সে বুঝতে পারছে এই গুহাটা সরু। দীর্ঘ চওড়া গুহাগুলোর মত ভেজা ঝাঁঝালো গন্ধ নেই এটার।

সামনেই, ওয়েব ওর ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বেলেছে। খানিক বাদেই ও দেখবে এই গুহায় কোনো চিমনি নেই, বের হবার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আক্রমণের সময় এখনই। শত্রুর দিকে ধেয়ে গেল খান, সরাসরি ঘুঁষি মারল ওর মুখে।

পড়ে গেছে বর্ন, ওর হাতের ফ্ল্যাশলাইটটা পাথরে বাড়ি খেয়ে আলোটা পাগলের মত নাচানাচি করছে। একই সাথে ও টের পেল মুঠি পাকানো হাতটা ছুটে আসছে ওর মুখের দিকে। ঘুষিটা হজম করল ও, আবার সেই সময়ই বাহুর ধারালো দিকটা দিয়ে কোপ মারল শত্রুর প্রসারিত হাতের অরক্ষিত বাইসেপের ওপর।

লাফিয়ে সামনে এগিয়ে কাঁধ দিয়ে শত্রুর পাঁজরে প্রচণ্ড ধাক্কা দিলো ও। হাঁটু তুলল শত্রু। মারটা পড়ল বর্নের উরুর ভেতরের দিকে। সারা দেহে ব্যাথার ঢেউ খেলে গেল যেনো। হাত বাড়িয়ে শত্রুর কাপড় মুঠো করে ধরে দেহটাকে পাথরের দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে দিলো ও। ছিটকে ফিরে এল শত্রু, গুঁতো মেরে ফেলে দিলো ওকে। গড়াগড়ি খেতে লাগল দু'জনই। আঁকড়ে ধরেছে একে অপরকে। শত্রুর দম ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে বর্ন।

সেই অবস্থায় শত্রুর গায়ের গন্ধ পেল বর্ন, ঠিক যেনো রোদ ঝলমলে জলাভূমি থেকে উঠে আসা বাষ্পের মত মিশ্রিত ঘ্রাণ। তাম কুয়ালের জঙ্গল যেনো আবার জেগে উঠল ওর মনে। ঠিক তখনই ওর গলায় একটা বাহু ঠেসে ধরল শত্রু, ধাক্কা দিয়ে পেছনে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে ওকে।

"আমি খুন করব না তোমাকে," কানের কাছে বলল একটা স্বর। "অন্তত এখন তো নইয়।"

কনুই ছুঁড়ল বর্ন। জবাবে পিছন থেকে ওর আহত কিডনিতে হাঁটু দিয়ে মারল শত্রু। সামনে ঝোঁকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও পারল না, শ্বাসনালীতে ঠেসে ধরে রাখা

BanglaBook.org

বারটা টেনে ধরল ওকে পিছনদিকে।

"আমি এক্ষুণি মেরে ফেলতে পারি তোমাকে কিন্তু মারব না," কণ্ঠটা বলল। "যথেষ্ট আলো চাই আমার, যাতে মারা যাবার সময় তোমার চোখ দুটো দেখতে পারি।"

"স্রেফ আমাকে ধরার জন্যই দু' দুটো নিরীহ মানুষকে মারতে হয়েছে তোমার?" বলল বর্ন।

"কি যা-তা বলছ?"

"ওই বড়িটায় দুটো মানুষকে গুলি করে মেরে রেখে এসেছ তুমি।"

"আমি মারি নি, কারণ নিরীহ মানুষকে খুন করি না আমি," শোনা গেল, "অবশ্য আলেকজান্ডার ককলিনের সাথে যারা ঘোরে তাদের নিরীহ বলা যায় কিনা জানি না।"

"কিন্তু তুমিই আমাকে খেদিয়ে নিয়ে এসেছ এখানে," বর্ন বলল। "আমার দিকে গুলি ছুঁড়েছ যাতে আমি ককলিনের কাছে ছুটে আসি, যাতে তুমি–"

"তোমার কথার কোনো মাথামুণ্ডু নেই," বলল কণ্ঠটা, "আমি স্রেফ তোমার পিছ নিয়েছিলাম।"

"তাহলে পুলিশ পাঠালে কেন?" বলল বর্ন।

"আমি ওদের পাঠাতে যাব কেন?" কর্কশ গলায় বলল স্বরটা।

এই কথায় চমকে গেলেও বর্ন আসলে মন দিয়ে কমই শুনছিল। কথা বলার সময়ই পিছন দিকে হেলান দিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিয়েছে। ফলে ওর শ্বাসনালীর ওপর বারটার চাপ কমে গেছে অনেকটা। তাতেই গোড়ালীর ওপর ভর দিয়ে ঘুরল। নামিয়ে দিলো একটা কাঁধ যাতে বারটা জায়গামত ধরে রাখতে হিমশিম খেয়ে যায় শত্রু। হাতের পাশটা ব্যবহার করল বর্ন, জোরে বসিয়ে দিলো শত্রুর কানের নিচে। আছাড়ে পড়ল শত্রু, পাথরের মেঝেতে পড়ে ফাঁপা আওয়াজ তুলল ওর বারটা।

লম্বা লম্বা শ্বাস নিয়ে মাথাটা পরিস্কার করার চেষ্টা করল বর্ন, তবু অক্সিজেনের অভাব বোধ হচ্ছে ওর। ফ্ল্যাশলাইটটা তুলে নিল, শত্রু যেখানে পড়েছে সেখানে আলোটা ফেলল। কিন্তু ওখানে শত্রু নেই। হালকা মৃদু একটা শব্দে আলোটা তুলল ও। একটা মূর্তি ছুটছে, লক্ষ্য গুহার মুখটা। দেখতে দেখতে গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল সে কিন্তু মুখটা ঘুরিয়ে তাকিয়েছিল একবার, আর তাতেই লাইটটার আলোতে তার মুখটা এক নজর দেখা হয়ে গেল বর্নের।

তার পেছনে ছুটল বর্ন। খানিক বাদেই দূরে কিছু একটা ভাঙল, হুশ করে একটা শব্দ হল তারপর। নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে উপরে, গুহার মুখ থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসে বর্ন ছুটল যেদিকে ফাঁদটা পেতেছিল সেদিকে। ভার্জিনিয়া কৃপারের বাকল দিয়ে একটা জাল বুনেছিল ও, বেঁধে দিয়েছিল একটা বাঁকানো ছোট গাছের সাথে। ওর আক্রমণকারী ধরেছে ফাঁদটা, শিকারী পরিণত হয়েছে শিকারে। গাছটার গোড়ার সাথে নিজেকে চেপে ধরল বর্ন, শত্রুর মুখোমুখি হবার প্রস্তুতি নিয়ে কেটে নামালো জালটা।

BanglaBook.org

কিন্তু ওটা ফাঁকা।

ফাঁকা! জালটা জড়ো করল ও, উপরের দিকে যেখানে কেটে শত্রু পালিয়েছে সেখানটা দেখল। শত্রু অত্যন্ত জুত আর চালাক, বুঝল বর্ন। ওকে আবার চমকে দেয়াটা খুবই কঠিন হবে।

চোখ তুলল বর্ন, গাছগুলোর গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে চালাল ফ্ল্যাশলাইটের আলোটা। ও নিজে ছাড়া আর কেউ নেই এখানে, ওর দক্ষ শত্রুর খোঁজে পাওয়া গেল না। ফ্ল্যাশলাইটটা নিভিয়ে ফেলল ও, ডুবে গেল রাতের আঁধারে। কোনো একটা প্রাণী চেঁচিয়ে উঠে চুপ করল, তারপর বাড়তে থাকা নৈঃশব্দকে খান খান করে বনের মাঝে ভেসে বেড়াতে লাগল একটা পেঁচার হু হু ডাক।

মাথাটা হেলান দিয়ে লম্বা শ্বাস নিল বর্ন। ওর মনের মসৃন পর্দায় যেনো ভেসে বেড়াচ্ছে শত্রুর কালো চোখ দু'টো। ও নিশ্চিত, আজকে যখন ও ক্লাশরুমের দিকে যাচ্ছিল তখন ছাত্রদের মাঝে এই চেহারার একজনকে ও দেখেছিল।

শেষ পর্যন্ত শত্রুর গলা শোনা গেছে, ওর চেহারাটাও দেখা গেছে।

আমি এক্ষুণি মেরে ফেলতে পারি কিন্তু তোমাকে মারব না। যথেষ্ট আলো চাই আমার, যাতে মারা যাবার সময় তোমার চোখ দুটো দেখতে পারি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

সারা বিশ্ব জুড়ে জনকল্যাণমূলক কাজ আর ত্রাণকার্যের জন্য প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যানিস্টাস লিমিটেডের হেডকোয়ার্টারের অবস্থান বুদাপেস্টের গের্লিট হিলের পশ্চিম দিকের গাঢ় সবুজ ঢালুতে। এই দারুণ জায়গাটা থেকে প্লেট গ্লাসের বিশাল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে স্টিফেন স্পালকো, কল্পনা করছে দানিউব নদী আর পুরো শহরটা ওর পায়ের নিচে নতজানু হয়ে আছে।

নিজের বিশাল ডেস্কটার পিছন থেকে বেরিয়ে এসে কুচকুচে কালো চামড়াওয়ালা কেনিয়ান প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি একটা গদি আঁটা চেয়ারে বসেছে সে। দরজা পাহারা দিচ্ছে কেনিয়ান বডিগার্ডেরা, সব সরকারী কর্মকর্তার মতই একটা ফাঁকা দৃষ্টি ওদের চোখে। হিউম্যানিস্টাসের বহু পরিচিত লোগো ঝুলছে ওদের ওপরের দেয়ালে। প্রেসিডেন্টের নাম জোমো আর তিনি একজন কিকুয়ু, অর্থাৎ কেনিয়ার বৃহত্তম জাতি সম্প্রদায়ের সদস্য। তিনি কেনিয়া প্রজাতন্ত্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট জোমা কেনিয়াত্তা'র সরাসরি আত্মীয়। তার মত ইনিও একজন মুসি, সোয়াহিলি ভাষায় যার অর্থ 'সম্মানিত অগ্রজ। তাদের মাঝে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটা চায়ের টেবিল দেখা যাচ্ছে। ব্ল্যাক টি ঢেলে দেয়া হয়েছে কাপে, বিস্কিট আর চমৎকারভাবে কাটা স্যান্ডউইচ সাজিয়ে রাখা হয়েছে ডিম্বাকৃতি ট্রে-তে। নিচু, মসৃণ গলায় কথা বলছেন দু'জনই।

"আমাদের প্রতি আপনার সংস্থা যে উদারতা দেখিয়েছে তার জন্য কিভাবে আপনাদের ধন্যবাদ দেয়া শুরু করব তা জানি না," বললেন জোমো। সোজা হয়ে বসে আছেন তিনি, চেয়ারের হেলান দেবার জায়গাটা থেকে খানিকটা দূরে সরিয়ে রেখেছেন নিজের পিঠ। সময় আর পরিস্থিতির চাপে তার যৌবনের চেহারার দৃঢ়তা এখন আর নেই। তার ত্বকের চকচকেভাবের নিচে কেমন একটা ধূসর বিবর্ণতা আছে। বহু দুঃসময় কাটিয়ে আর নানা প্রতিকূলতায় ধৈর্য ধরে এখন তার মুখটা হয়েছে পাথরের মত। এক কথায়, তার অবস্থা এখন সেই যোদ্ধার মত যাকে বহু আগেই অবরুদ্ধ করা হয়েছে। তার পা দুটো একত্রে জড়ো করা, হাঁটু দুটো ঠিক নব্বই ডিগ্রি কোণে বাঁকানো। তার কোলের ওপর ব্রাজিলিয়ান কাঠের একটা পালিশ করা লম্বা বাক্স। অনেকটা যেনো লাজুকভাবেই বাক্সটা স্পালকোর হাতে তুলে দিলেন তিনি। "কেনিয়ার জনগণের অন্তরের ভালবাসাসহ, স্যার।"

"ধন্যবাদ, মিঃ প্রেসিডেন্ট। আপনি সত্যিই বড় দয়ালু," উদার গলায় বলল স্পালকো।

BanglaBook.org

"দয়া তো আসলে আপনারই, স্যার," স্পালকোকে বাক্সটা খুলতে দেখে গভীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকলেন জোমো। ভেতরে একটা চ্যাপ্টা ফলার ছুরি আর একটা পাথর। পাথরটা অনেকটা ডিম্বাকৃতির, উপর-নিচটা চ্যাপ্টা।

"মাই গড, এটা তো একটা গিদাদি পাথর, তাই না?"

"ওটা তাই, স্যার," আনন্দিত গলায় বললেন জোমো। "আমার জন্মস্থান কিয়ামা গ্রাম থেকে আনা হয়েছে ওটা।"

স্পালকো জানে জোমো বয়োজ্যেষ্ঠদের সংস্থার কথা বলতে চাইছে। উপজাতিদের কাছে গিদাদি একটা মহামূল্যবান জিনিস। যখন কাউন্সিলে এমন কোনো বিতর্ক ওঠে যেটা মীমাংসা করা যায় না, তখন এই পাথরের ওপর একটা শপথ নেয়া হয়। ছুরিটার হাতল ধরল স্পালকো, কার্নোলিয়ান থেকে খোদাই করা ওটা। এই ছুরিটার একটা আচারগত উদ্দেশ্য আছে। জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারে বিতর্ক উঠলে ছুরির ফলাটা প্রথমে গরম করা হয় তারপর রাখা হয় সন্দেহভাজনদের জিহ্বায়। কার জিহ্বায় কত ফোস্কা পড়ে তা দেখেই নির্ধারণ করা হয় সন্দেহভাজন দোষী কি নির্দোষ।

"অবশ্য, আমার মনে প্রশ্ন জাগছে, মিঃ প্রেসিডেন্ট," গলার স্বরে অশুভ একটা আভাস নিয়ে বলল স্পালকো, "গিদাদি কি আপনার কিয়ামা থেকে আসে, না নজামা থেকে?"

গর্জন করার মত করে হাসলেন জোমো, তার ছোট কানুটো কাঁপছে হাসির চোটে। বর্তমান সময়ে হাসার সুযোগ অবশ্য কর্মই পান তিনি। শেষ কবে এভাবে হেসেছিলেন তা মনে করতে পারলেন না। "তাহলে আমাদের গোপন কাউন্সিলের কথা আপনি শুনেছেন, স্যার, আমি তো বলব আমাদের আচার-ব্যবহার আর রীতি সম্বন্ধে আপনার জ্ঞানের পরিধি ভয়ংকর।"

"কেনিয়ার ইতিহাসটা লম্বা আর রক্তাক্ত, মিঃ প্রেসিডেন্ট। আর আমি বিশ্বাস করি ইতিহাস থেকেই আমরা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলো পাই।"

মাথা নাড়লেন জোমো, "আমি একমত, স্যার। আমি ভাবতেও পারি না আপনার ডাক্তার এবং ভ্যাকসিন ছাড়া আমাদের দেশের কি অবস্থা হতো।"

"এইডসের কোনো ভ্যাকসিন নেই," স্পালকোর গলা শান্ত কিন্তু দৃঢ়। "আধুনিক ঔষধ কেবল রোগের যন্ত্রণা কমাতে পারে কিন্তু রোগের বিস্তার রোধ করতে গর্ভনিরোধ আর সংযমের কড়া প্রয়োগ ছাড়া উপায় নেই।"

"একদম ঠিক, একদম ঠিক," ঠোঁট মুছলেন জোমো, যে ব্যক্তি আগে থেকেই কেনিয়াকে সাহায্য করছেন তার কাছে আবার ধর্ণা দিতে আসায় তার খুব খারাপ লাগছে বটে কিন্তু আর কীইবা করার আছে। এইডস রোগ ধ্বংস করে দিচ্ছে দেশটাকে, তার জনগণ রোগে ধুঁকছে, মরছে। "যা আমরা চাই স্যার, সেটা হল আরো

BanglaBook.org

ওষুধ। আমাদের দেশের মানুষের কষ্ট অনেকটাই লাঘব করেছেন আপনি। কিন্তু এখনো বহু মানুষ সাহায্যের অপেক্ষায় রয়েছে।"

"মিঃ প্রেসিডেন্ট," স্পালকো সামনে ঝুঁকল, সেই সাথে জোমোও। তার মাথা এখন জানালা থেকে আসা সূর্যরশ্মিতে অনেকটা যেনো স্বর্গীয় আভা পেয়েছে। তার চেহারার লোমহীন বামপাশটাও উজ্জ্বল হয়েছে। স্পালকোর চেহারার এই পরিবর্তন যেনো খানিকটা চমকে দিলো জোমোকে, সোজো হলেন তিনি। "হিউম্যানিস্টাস লিমিটেড কেনিয়াকে দ্বিগুণ ডাক্তার, দ্বিগুণ ঔষধ দেবে কিন্তু আপনার সরকারকে আপনারে কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করতে হবে।"

এই সময়ই জোমো বুঝতে পারলেন স্পালকো আসলে নিরাপদ যৌনতা আর কনডম বিতরনের প্যাচাল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কিছুর কথা বলতে চাইছে। সাথে সাথে ঘুরে দুই বডিগার্ডকে রুম থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন তিনি। দরজাটা বন্ধ হবার পর বললেন, "এই রকম বিপজ্জনক সময়ে বডিগার্ড খুবই দরকার, স্যার, তবু কখনো কখনো একা হতেই হয়।"

হাসল স্পালকো। সে অন্যদের যেমন হালকাভাবে নেয় তেমনভাবে কেনিয়ার প্রেসিডেন্টকে নিতে পারছে না কেনিয়ার ইতিহাস আর জাতিগুলোর সম্বন্ধে তার জ্ঞানের কারণে। জোমো খুব অভাবের মাঝে পড়েছেন ঠিক কিন্তু এর আগে কখনো কেউ তার কাছ থেকে সুবিধা বাগাবার চেষ্টা করে নি। কিকুয়ুরা গর্বিত জাতি, আর ওদের এই একমাত্র মূল্যবান জিনিসটাই ওদের গুরুত্বপূর্ণ বানিয়েছে।

পেছনে হেলান দিলো স্পালকো, জোমোকে একটা কিউবান কোহিবা অফার করে নিজে একটা ধরাল। উঠল দু'জনই জ্বলন্ত সিগার মুখে নিয়ে কার্পেটের ওপর দিয়ে হেটে জানালার কাছে দাঁড়াল। উত্তাল দানিউব সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে, সেকি তাকিয়ে রইল তারা।

"দারুণ সুন্দর দৃশ্য," আলাপী ভঙ্গিতে বলল স্পালকো।

"ঠিক তাই," বললেন জোমো।

"আর কত নির্মল," সুগন্ধী ধোঁয়ার একটা নীল মেঘ ছাড়ল স্পালকো, "পৃথিবীর অন্যান্য অংশের দুঃখ-দুর্দশার সাথে মেলানো যায় না।" জোমোর দিকে ঘুরলো সে। "মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনি যদি কেনিয়ার বায়ুসীমায় সাত দিনের জন্য আমাকে অবাধ প্রবেশাধিকার দেন তবে সেটাকে আমি আপনার মহত্ত্ব বলে বিবেচনা করব।"

"অবাধ?"

"আসা-যাওয়া, ল্যান্ডিং, এইসব আরকি। কোনো কাস্টম ইমিগ্রেশন, তল্লাশী আমাদের সময় নষ্ট করতে পারবে না।"

ভাবার ভান করলেন জোমো। কোহিবায় টান দিলেন তিনি কিন্তু স্পালকো নিশ্চিত তিনি সিগারটা উপভোগ করতে পারছেন না। "আমি স্রেফ তিন দিনই দিতে

BanglaBook.org

পারি," শেষতক বললেন জোমো। "এর চেয়ে বেশি হলে নানা রকম কথা উঠবে।"

"তাহলে তাতেই হবে, মিঃ প্রেসিডেন্ট।" আসলে তিন দিনই দরকার ছিল স্পালকোর। সে সাত দিন চেয়ে পীড়াপিড়ি করতে পারত কিন্তু সেক্ষেত্রে জোমোর অহংয়ে আঘাত লাগত, সেটা হত মারাত্মক একটা ভুল। সব ক্ষেত্রে সে অন্যের সদিচ্ছাকেই মেনে নেয়, চেষ্টা করে অন্যের বিরক্তি উৎপাদন না করতে। নিজের শুকনো, কড়াপড়া হাতটা বাড়াল সে, সেই হাতটা ধরলেন জোমো। তার হাতটা বড় পছন্দ হল স্পালকোর। ওটা একটা শ্রমিকের হাত, এমন হাত যেটা নোংরা হতে দ্বিধাবোধ করে না।

জোমো আর তার সফরসঙ্গীরা বিদায় নেবার পর নতুন কর্মচারী ইথনে থর্নের সাথে একটা প্রথম সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের সময় হয়ে গিয়েছিল। স্পালকো এই সম্মানটা তার যে কোনো অ্যাসিসটেন্টকে দিতে পারত কিন্তু সে চাচ্ছিল যাতে তার সব নতুন কর্মচারী ঠিকভাবে মানিয়ে নিতে পারে। হার্ন একটা উজ্জ্বল তরুণ ফুলকি, এর আগে কাজ করত শহরের অন্যপ্রান্তে বায়ো-ওয়ান ক্লিনিকে। ফান্ড সংগ্রহকারী হিসেবে অত্যন্ত সফল সে, ইউরোপের ধনী আর অভিজাতদের সাথে তার ভাল যোগাযোগও আছে। স্পালকোর চোখে একজন জন্মগত মানবতাবাদী হিসেবে ধরা দিয়েছিল সে। তাছাড়া, হার্নকে সত্যিই পছন্দ করে সে। হার্নকে দেখলে নিজের তারুণ্যের সময় মনে পড়ে যায় স্পালকোর। ওই সময় একটা দুর্ঘটনায় পড়ে মুখের অর্ধেক চামড়া পুড়িয়ে ফেলার আগে এমনটাই ছিল সে।

হার্নকে অফিসের সাতটা তলা ঘুরিয়ে দেখাল স্পালকো। ল্যাবরেটরি আর ডিপার্টমেন্টগুলো, নানান পরিসংখ্যান সংগ্রহ করছে যা এমন মানবতাবাদী সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আরও করছে নানা রকম হিসাব, রোগ সংক্রান্ত গবেষণা, মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজ। যেসব ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা, যেমন নানা জায়গায় এই সংস্থা কাজ চালাতে পারে তার রক্ষণাবেক্ষণও হচ্ছে। সবচেয়ে আগে ওরা গেল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে, ওখানে হার্নের নতুন অফিস অপেক্ষা করছে। এই মুহূর্তে অফিসটা খালি, সাজানো রয়েছে ডেস্ক, সুইভেল চেয়ার, কম্পিউটার আর ফোন।

"বাকি ফার্নিচারগুলো কয়েকদিনের মধ্যেই আসছে," হার্নকে বলল স্পালকো।

"নো প্রবলেম, স্যার, আসলে আমার দরকার শুধু একটা ফোন আর কম্পিউটার।"

"একটা সাবধানতা," যোগ করল স্পালাকো, "আমাদের এখানে লম্বা সময় ধরে কাজ করতে হয় আর অনেকক্ষেত্রে সারা রাত ধরে কাজ করতে হতে পারে। অবশ্য আমরা অমানুষ নই। সোফাটার ভাঁজ খুলে ওটাকে বিছানা বানানো যায়।"

হাসল হার্ন। "চিন্তা করবেন না, মিঃ স্পালকো। আমি ওরকম কাজ করতে অভ্যস্ত।"

BanglaBook.org

"আমাকে স্তেপান বলে ডেকো," তরুণের হাতটা ধরল স্পালকো। "সবাই তাই বলেই ডাকে।"

যখন কলটা এল তখন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর একটা রং করা টিনের সেপাইয়ের হাতটা ঝালাই করছিলেন। প্রথমে ভাবলেন পাত্তা দেবেন না, ফোনটাকে বেজে বেজে শেষ হয়ে যেতে দেবেন; যদিও তার জানা ছিল অপরপ্রান্তে কে থাকতে পারে। *ডেপুটি ডিরেক্টর কি বলতে চায় সেটা হয়তো আমি শুনতে চাই না*, ভাবলেন তিনি। লিনড্রসের ধারণা খুন হওয়া ব্যক্তির গুরুত্বের কথা ভেবেই ডিসিআই তাকে ক্রাইম সিনে পাঠিয়েছেন। একদিক দিয়ে এটা অবশ্য সত্য। আসল কারণটা হচ্ছে, ডিসিআই আসলে নিজে যেতে চান নি। অ্যালেক্স ককলিনের মরা মুখ দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

নিজের বেসমেন্টের ওয়ার্কশপে একটা টুলের ওপর বসে আছেন তিনি। ছোট জায়গাটা ড্রেয়ার আর কুপরি দিয়ে সাজানো, একদম তার মনের মত করে। তার প্রিয় এই জায়গাটায় তার স্ত্রীর আর সন্তানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

সেলারের দরজাটা খুলে গেল, সেখান দিয়ে উঁকি দিলো তার স্ত্রী মেডেলিনের মাথা। "কার্ট, তোমার ফোন," প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও বললেন তিনি।

কাঠের বাক্সটা থেকে সেপাইয়ের একটা হাত তুলে নিলেন ডিসিআই, মন দিয়ে দেখলেন। তার মাথাটা বেশ বড় কিন্তু তার পিছন দিকে আঁচড়ানো সাদা চুলের গোছা আর চওড়া গম্বুজাকৃতির কাপাল তার চেহারায় একটা জ্ঞানী ভাব এনেছে। তার ঠাণ্ড নীল চোখ দুটো বরাবরের মতই সতর্ক কিন্তু তার মুখের কোনার ভাঁজগুলো গভীর হওয়ায় তাকে দেখে মনে হয় যেনো সবসময় ঠোঁট কুঁচকে আছে।

"কার্ট, শুনতে পাচ্ছ?"

"আমি কানে কালা নই," টিনের সেপাইয়ের হাতটা মন দিয়ে দেখছেন তিনি, ওটার আঙুলগুলো এমনভাবে বাঁকানো যেনো অজানা কোনোকিছু ধরার চেষ্টা করছে।

"আচ্ছা, তুমি কি ফোনটা ধরবে না কি?" মেডেলিন হাঁক পাড়লেন।

"আমি ফোন ধরব কি না সেটা তোমার মাথাব্যথা কেন?" প্রচণ্ডভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। "যাও, বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড় এখন।" এক মুহূর্ত পরে বেসমেন্টের দরজা বন্ধের শব্দে তৃপ্ত হলেন তিনি। এমন সময়েও কি তাকে একা থাকতে দেবে না তার স্ত্রী? ফোঁস ফোঁস করলেন তিনি। তিরিশ বছর হল বিয়ে হয়েছে, তবু যদি কিছু বোঝে।

কাজে ফিরলেন তিনি, হাতটা সৈনিকের কাঁধে লাগিয়ে দিলেন লাল রঙের সাথে লাল রঙ মিলিয়ে। আর এভাবেই সেই সব পরিস্থিতিতে ডিসিআই কাজ করেন যেসব পরিস্থিতিতে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সৃষ্টির খেলা খেলেন তিনি টিনের

BanglaBook.org

সেপাইদের সাথে। সেগুলোকে কেনেন, কেটে টুকরো টুকরো করেন, তারপর আবার জোড়া লাগান তার মনের মত করে। এখানে তার নিজের দুনিয়ায় তিনি সবাইকে বা সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

একঘেয়ে যান্ত্রিক শব্দে বাজতে থাকল ফোনটা, ওটার কর্কশ শব্দে দাঁতে দাঁত চাপলেন ডিসিআই, আহ, তিনি আর অ্যালেক্স যখন তরুণ ছিলেন তখন কি দারুণ সব কাজই না করেছিলেন। রাশিয়ায় সেই মিশনটা যখন তারা প্রায় লুবিয়াঙ্কাতেই ল্যান্ড করে ফেলেছিলেন, দৌড়েছিলেন বার্লিন দেয়ালের দিকে, স্টাসি থেকে রহস্য উদঘাটন করেছিলেন, কেজিবি'র বিদ্রোহী সদস্যকে উদ্ধার করেছিলেন ভিয়েনার সেফ হাউজ থেকে, তারপর আবার আবিষ্কার করেছিলেন যে সে একটা ধোঁকাবাজ। তাদের সোর্স বার্ন্ডের খুন হয়ে যাওয়া, বার্ন্ডের স্ত্রীকে বলে তার ছেলে ডিয়েটারকে আমেরিকায় নিয়ে আসা। তাকে কলেজে ভর্তি করানো। ডিয়েটার আর তার মায়ের কাছে ফিরে যায় নি। তার বদলে এজেন্সিতে যোগ দিয়েছিল সে, এমনকি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের ডিরেক্টর হয়েই কাজ করেছিল কয়েক বছর, ভয়ঙ্কর মোটর সাইকেল দুর্ঘটনার আগপর্যন্ত।

কোথায় গেল তার সেই জীবন? চলে গেছে বার্ন্ডের কবরে, ডিয়েটারের কবরে এমনকি অ্যালেক্সের কবরে। এতসব কিছু স্রেফ তার স্মৃতির টুকরো হয়ে রইল কেন এত তাড়াতাড়ি? সময় আর দায়িত্ব তাকে কুঁজো করে দিয়েছে। সন্দেহ নেই। তিনি এখন এক সম্মানিত ক্ষমতাধর বুড়ো মানুষ মাত্র। কিন্তু তার বিপজ্জনক কাজগুলো, অ্যালেক্সের সাথে গোপন দুনিয়া শাসন করার দিনগুলো, জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করে দেয়ার দিনগুলো ছাই হয়ে গেছে, কখনো ফিরবে না। টিনের সেপাইটাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে একটা দলায় পরিণত করলেন ডিসিআই। শুধুমাত্র তারপরই ধরলেন ফোনটা।

"বল, মার্টিন।"

তার কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যেটা সাথে সাথে ধরতে পারল লিন্ড্রস। "আপনি ঠিক আছেন তো, স্যার?"

"না, একদম ঠিক নাই, মুই!" এটাই চেয়েছিলেন ডিসিআই, একটা সুযোগ যাতে তিনি তার রাগ আর হতাশা ঝাড়তে পারেন। "এই পরিস্থিতিতে কিভাবে ভাল থাকতে পারি আমি?

"আমি দুঃখিত স্যার।"

"না, তুমি দুঃখিত নও," খিটখিটে মেজাজে বললেন ডিসিআই। "তুমি দুঃখিত হতে পারো না। কারণ তোমার কোনো ধারণাই নেই।" দলা পাকানো টিনের সেপাইয়ের দিকে তাকালেন তিনি, অতীত স্মৃতি তাড়া করে ফিরছে মন। "কি চাও এখন?"

"আপনি আপডেট চেয়েছিলেন, স্যার।"

BanglaBook.org

"তাই নাকি?" হাতের ওপর মাথা রাখলেন ডিসি আই। "হ্যা, হতে পারে। কি জানতে পেরেছে?"

"ককলিনের ড্রাইভওয়েব তৃতীয় গাড়িটা ডেভিড ওয়েবের।"

ডিসিআইয়ের আগ্রহী কান দুটো লিনড্রসের গলার সুরের প্রতি সাড়া দিয়েছে। "কিন্তু?"

"কিন্তু ওয়েবের দেখা নেই।"

"হ্যা, তা নিশ্চয়ই থাকবে না।"

"যদিও সে অবশ্যই ওখানে ছিল। আমরা আমাদের কুকুরগুলো দিয়ে ওর গাড়ির ভেতরটা শুঁকিয়ে নিয়েছি। ওরা ওখানে ওর গন্ধ পেয়েছে, বন পর্যন্ত ওকে অনুসরণও করেছে কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলেছে তারপরই।"

চোখ বন্ধ করলেন ডিসিআই। আলেকজান্ডার ককলিন আর মো পানোভ গুলি খেয়ে নিহত, সন্দেহভাজন জেসন বর্ন পলাতক, এদিকে আবার শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন টেরোরিজম সামিট মাত্র পাঁচ দিন পরে। কেঁপে উঠলেন তিনি, টুকরো টাকরা সূত্রকে ঘৃণা করেন। অবশ্য তার চেয়ে বেশ ঘৃণা করেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রবার্তা আলোনজো-অর্তিজকে, সে-ই বর্তমানে সব চালাচ্ছে।

"ফরেনসিকদের ব্যাপারে কি করেছ?"

"কাল সকালে," লিনড্রস বললেন। "এটুকু সময়ই শুধু তাদের দূরে রাখতে পারি।"

"এফবিআই আর অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা–"

"ওদের আমি দমিয়ে দিয়েছি। আমাদের রাস্তা পরিস্কার।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডিসিআই। ডিসিআই'র কর্মদক্ষতার প্রশংসা তিনি করেন। তবুও কাজে ছেদ পড়ায় তিনি বিরক্ত। "কাজে ফিরে যাও," কর্কশ গলায় বললেন, ক্রেডলে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার।

এরপরে দীর্ঘ সময় ধরে কাঠের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, বাড়িটার শ্বাস নেবার শব্দ শুনছেন। রাত হলে যেকোনো বাড়িতে অমন শব্দই পাওয়া যায়, আর এখন শব্দটাকে লাগছে কোনো বুড়ো মানুষের মত। বোর্ডগুলো কাঁচকেঁচ করছে, ঠিক যেনো পুরনো বন্ধুর গলা। মেডেলিন নিশ্চয়ই এককাপ গরম চকলেট বানাচ্ছেন, তার চিরায়ত ঘুমের ঔষধ। প্রতিবেশীর কুকুরটাকে ডাকতে শুনলেন। কোনো অজানা কারণে শব্দটা তার কাছে মনে হল বিলাপের মত, গভীর দুঃখ আর হতাশায় ভরা। শেষ পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে সিভিলওয়ারের ধূসর রঙের টিনের সেপাইয়ের বুকের অংশ তুলে নিলেন, শুরু করলেন নতুন সৈনিক গড়ার কাজ।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

"দেখে মনে হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিলেন," জ্যাক কেরি বলল।

"তেমন কিছু না, স্রেফ একটা ফেঁসে যাওয়া টায়ার," বলল বর্ন সহজভাবে। "আমার কাছে বাড়তি টায়ার ছিল না। আর তারপর হোঁচট খেলাম কোনো গাছের শিকড়ের সাথে সম্ভবত। আর পানির ধারাতেও ভাল নাকানি চুবানি খেয়েছি।" মুখ বিকৃত করল ও। "আমি আসলে অতটা গোছানো নই।"

"ক্র'তে যোগ দিন," বলল কেরি। বিশালদেহী মানুষ সে, খাঁজকাটা থুতনি আর ভুঁড়ি বিশিষ্ট। এক মাইল পিছন থেকে বর্নকে তুলে নিয়েছে সে। "আমার বউ একবার আমাকে ডিশওয়াশারটা চালাতে বলেছিল। হায় ঈশ্বর, তুমি যদি খালি আমার কান্ডটা দেখতে," হেসে উঠল পরোপকারী।

রাতটা বড্ড অন্ধকার, কোনো চাঁদ বা তারাও আকাশে নেই। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হওয়ায় উইন্ডশিল্ড ওয়াইপারটা চালু করে দিলো কেরি। ভেজা জামা পরা বর্ন কেঁপে উঠল একটু। ও জানে ওকে শান্ত থাকতে হবে কিন্তু যতবারই ও চোখ বন্ধ করছে ততবার দেখতে পাচ্ছে অ্যালেক্স আর মো'কে, ওদের গড়ানো রক্ত, খুলি আর মগজের টুকরো। ওর আঙুল বেঁকে যাচ্ছে, হাত মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছে।

"তা আপনি কি করেন, মি: লিটল?"

পরিচয়ের সময় বর্ন নিজের নাম ড্যান লিটল বলেছে কেরিকে। কেরির আচার ব্যবহার পুরনো আমলের ভদ্রলোকের মত, যে কিনা আদব-কায়দা মেনে চলে সূক্ষ্মভাবে।

"আমি একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট।"

"নিউক্লিয়ার বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার ডিজাইন করি আমি। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়, বুঝলেন।" মাথা ঘুরিয়ে তাকাল কেরি, আলো পড়ে চকচক করছে ওর চশমার কাঁচ। "অবশ্য, আপনাকে দেখে অ্যাকাউন্ট্যান্ট মনে হয় না, যদি কিছু মনে না করেন।"

কষ্ট করে হাসল বর্ন। "সবাই তো তাই বলে, আমি কলেজে আমেরিকান ফুটবল খেলতাম কিনা।"

"অন্যান্য প্রাক্তন অ্যাথলিটদের মত নিজেকে হারিয়ে যেতে দেন নি আপনি।" ওকে ভাল করে লক্ষ্য করে বলল কেরি। মোটা পেটের ওপর তবলা বাজাল সে। "আমার মত নন আপনি। অবশ্য আমি কখনো অ্যাথলিট ছিলাম না। একবার চেষ্টা করে দেখেছিলাম যদিও। কোনদিকে দৌড়াতে হয় তাও জানতাম না। কোচ চেঁচিয়ে উঠলেন, আর তক্ষুণি চরমভাবে ট্যাকল করা হলো আমাকে।" মাথা নাড়ল সে।

BanglaBook.org

"ওটাই যথেষ্ট ছিল আমার জন্য। আমি হলাম গিয়ে প্রেমিক, যোদ্ধা নই।" আবার বর্নের দিকে তাকাল সে। "আপনার পরিবার নেই, মিঃ লিটল?"

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো বর্ন। "স্ত্রী আর দুই বাচ্চা।"

"সুখি, তাই না?"

কালো গাছের সারি পিছিয়ে যাচ্ছে, বাতাসে বেঁকে আছে একটা টেলিফোন পেলে, ফাঁকা একটা কুটির দেখা যাচ্ছে, কাঁটাওয়ালা কৃপার গাছের ঝোপ দেখা গেল। বুনো পরিবেশে ফিরে এসেছে ওরা। চোখ বন্ধ করল বর্ন। "সুখি, খুব সুখি।"

রাস্তার একটা বাঁকের ওপর দিয়ে দক্ষভাবে গাড়িটা চালিয়ে নিল কেরি। একটা জিনিস নিশ্চিতেভাবে বলা যায়–সে একজন দক্ষ ড্রাইভার। "আমি হলাম গিয়ে ডিভোর্সড। খুব খারাপ ব্যাপার ছিল ওটা। আমার তিন বছর বয়সী ছেলেটাকে নিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেল আমার বউ। দশ বছর আগের কথা।" ভুরু কোঁচকাল সে। "নাকি এগারো বছর? যাই হোক, তারপর থেকে আমার ছেলে বা বউ, কারো কোনো সাড়া পাই নি।"

ঝট করে খুলে গেল বর্নের চোখ। "আপনার ছেলের সাথে আপনার দেখা সাক্ষাত নেই?

"চেষ্টা যে করি নি তা নয়।" আত্মপক্ষ সমর্থন করল কেরি। "একটা সময়, প্রতি সপ্তাহে ফোন করতাম ওকে, চিঠি দিতাম, ওর পছন্দের জিনিস কেনার জন্য টাকা দিতাম, এই ধরুন বাইক-টাইক এসবের জন্য আরকি। কোনো জবাবই পেতাম না অবশ্য।"

"ওর সাথে খো করতে যান নি কেন?"

কাঁধ ঝাঁকাল কেরি। "ও এক সময় আমাকে জানিয়ে দিলো–আমার সাথে দেখা করতে চায় না।"

"ওটা আপনার স্ত্রীর কথা ছিল," বর্ন বলল, "আপনার ছেলে তো ছিল স্রেফ বাচ্চা। কি চায় না চায় সেটা ওর বেঝার কথা নয়। কিভাবেই বা বুঝাবে? আপনাকে ভালভাবে চেনেই না সে।"

ঘোঁতঘোঁত করল কেরি। "আপনার পক্ষে বলা সহজ। আপনার সাজানো ঘর আছে, সুখি পরিবার আছে আর যার কাছে আপনি প্রতি রাতে ফিরতে পারেন।"

"তা ঠিক, কারণ আমি জানি আমার ছেলেমেয়ে কতটা অমূল্য," বর্ন বলল, "যদি আমার ছেলে হত ও তাহলে যে করেই হোক ওকে ফিরিয়ে আনতাম আমার জীবনে।"

ওরা এখন যে এলাকাটায় এসেছে সেখানে জনবসতি আছে, একটা মোটেল আর কয়েকটি বন্ধ দোকান দেখতে পেলো বর্ন। দূরে একটা লাল ঝলকানিও দেখতে পেলো তারপর আরেকটা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সামনে একটা বড় বোড ব্লক আছে। দু' সারিতে আটটা গাড়ি রাস্তার দু'পাশে পয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে সাজানো আছে, যাতে

BanglaBook.org

পুলিশ প্রটেকশন পাবার পাশাপাশি দ্রুত রাস্তাটা বন্ধ করে দিতে পারে। বর্ন জানে, এমন সময় রোডব্লকের কাছাকাছি যাওয়াও ওর জন্য নিরাপদ নয়। ওটা পেরিয়ে যাবার অন্য কোনো উপায় খুঁজতে হবে ওকে।

এমন সময় সারা রাত খোলা থাকা একটা দোকানের নিয়ন সাইন অন্ধকারের মাঝে দেখা গেল।

"আমার মনে হয় এখানে নামাই ভাল হবে।"

"আপনি নিশ্চিত, মি: লিটল? বাইরে তো এখনো বেশি মানুষ জন দেখছি না।

"চিন্তা করবেন না। আমার স্ত্রী এসে আমাকে নিয়ে যাবে। আমরা কাছেই থাকি।"

"তাহলে আপনাকে বাসা পর্যন্তই নিয়ে যাই।"

"না, এখানে নামলে সমস্যা হবে না। সত্যি।"

গাড়ির গতি কমিয়ে খাবারের দোকানটা পেরিয়ে একটু সামনে গিয়ে থামাল কেরি। বর্ন বেরিয়ে এল।

"লিফটটার জন্য ধন্যবাদ।"

"সামস্যা নেই," কেরি হাসল। "আর, মি: লিটল পরামর্শটার জন্য ধন্যবাদ। আপনি যা বললেন সেটা ভেবে দেখব।"

কেরিকে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে দেখল বর্ন, তারপর ঘুরে খাবারের দোকানটায় ঢুকে পড়ল। তীব্র ফ্লুরোসেন্ট আলোয় জ্বালা করে উঠল ওর চোখ। দোকানটার অ্যাটেন্ডেন্টের মুখে অজস্র দাগ, মাথায় লম্বা চুল আর লাল চোখ। সিগারেট খেতে খেতে বই পড়ছিল সে, বর্নকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে মাথা নেড়ে আবার ডুবে গেল পেপারব্যাক বইটার মাঝে। কোথাও একটা রেডিও চলছে, ক্লান্ত গলায় কেউ একজন গাইছে 'ইয়েস্টারডে'জ গন।' কে জানে, গানটা হয়তো বর্নের জন্যই গাইছে গায়িকা।

শেলফগুলোর দিকে তাকিয়ে ওর মনে পড়ল লাঞ্চের পর আর কিছু খাওয়া হয় নি। পিনাট বাটারের একটা জার, এক বাক্স ক্র্যাকার্স, কিছু বিফ জার্কি আর পানি নিল। ওর এখন প্রোটিন আর ভিটামিন দরকার, একটা টি-শার্ট, লম্বা হাতার ডোরাকাটা জ্যাকেট, রেজর আর শেভিং ক্রিমও কিনল। দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতায় ও জানে এসব জিনিস দরকার হবে এখন।

কাউন্টারে গেল বর্ন, আর ওকে দেখে যে বইটা পড়ছিল সেটা নামিয়ে রাখল অ্যাটেনডেন্ট। স্যামুয়েল আর. ডেলানি'র *ঢালগ্রেন*। ভিয়েতনাম থেকে ফেরার পর বইটা পড়েছিল বর্ন, ওটা যুদ্ধের মতই বিভ্রম উদ্রেককারী। ওর দিকে যেনো ছুটে এল ওর জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা–রক্ত, মৃত্যু, ক্রোধ, নির্বিচার হত্যা; সবই ওর অতীত জীবনের অশেষ ব্যথাকে চাপা দিতে নমপেনে ওর বাসার ঠিক বাইরে যা হয়েছিল তা ভুলে থাকতে। আপনার সাজানো ঘর আছে, সুখি পরিবার আছে যার কাছে আপনি প্রতি রাতে ফিরতে পারেন। *কেরি যদি আসল ব্যাপারটা জানত!*

BanglaBook.org

"আরো কিছু?" দাগপড়া মুখের তরুণ জিজ্ঞেস করল। চোখ পিটপিট করল বর্ন, বাস্তবে ফিরে এল। "সেলফোনের চার্জার কি আপনার কাছে আছে?"

"দুঃখিত, বন্ধু, শেষ হয়ে গেছে।"

দাম মিটিয়ে দিয়ে বাদামি পেপার ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এল বর্ন। দশ মিনিট পরে মোটেলটার কাছে হাটতে দেখা গেল ওকে। অল্প কয়েকটা গাড়ি আছে গ্রাউন্ডে। এক কোনায় একটা ট্রাক্টর ট্রেইলার পার্ক করা। কম্প্রেসার বসানো একটা রেফ্রিজারেটেড ট্রাকও দেখা গেল। অফিসের ভেতরে একটা লম্বা, শুকনো ধূসর মুখওয়ালা লোক ডেস্কের পেছনে বসে প্রাগৈতিহাসিক আমলের পোর্টেবল সাদা-কালো টিভি দেখছিল। বর্নকে দেখে উঠে এল। আরেকটা নাম বানিয়ে বলে রুম ভাড়া নিয়ে টাকা পরিশোধ করল বর্ন। ওর হাতে এখন আছে ঠিক সাতষট্টি ডলার।

"আজীব এই রাইতের গুষ্টি কিলাই," শুকনো লোকটা বলল।

"কেন?"

লোকটার চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল। "খুন দুইটার কথা শোনে নাই নাকি আপনে?"

মাথা নাড়ল বর্ন।

"মাত্র বিশ মাইল দূরে," লোকটা কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ল। ওর নিঃশ্বাসে কফির উৎকট গন্ধ। "দুজন মানুষ সরকারী লোক কেউ ওদের নিয়া কিছু কইতেছে না, আর সবাই জানে এর মানে কি টিশু-টিশু, ফুরুত-ফারুত গুপ্তচর আর কি, আর কে জানে ওরা কি করতাছিল? ঘরে যায়া সিএনএন দিয়েন, আমাদের ডিশের লাইন আছে," বর্নকে চাবিটা দিলো ও। "ওই রুমের গাই নামের লোকটার থেইকা দূরে থাইকেন, অঁয় ট্রাকড্রাইভার, ফ্লোরিডা থাইকা ডি.সি'তে রেগুলার যাওয়া আসা করে, পাঁচটার সময় জাগবো, অরে বিরক্ত কইরেন না, তাইলেই সব ঠিক।"

একটা ব্যানার বের হল, তারপর দেখা গেল 'মানাসাস মার্ডার' লেখা আরেকটা ব্যানার। এটাকে ছাপিয়ে পুরো স্ক্রিন জুড়ে আবার ফুটে উঠল ডেভিড ওয়েবের ছবি, সংবাদ পাঠিকা অ্যালেক্স ককলিন আর ড. মো পানোভের নৃশংস হত্যাকান্ডের খবরের আপডেট পড়তে লাগল। "একটা করে গুলি করা হয় তাদের মাথায়," কেমন বিশ্রী একটা তৃপ্তি নিয়ে বলল সে। "যেটাকে ধারণা করা হচ্ছে পেশাদার খুনির কাজ। সরকারের মুখপাত্র এই ডেভিড ওয়েবকে সন্দেহ করছেন। ওয়েব সম্ভবত তার ছদ্মনাম জেসন বর্ন ব্যবহার করছে এখন। সরকারের উচ্চপদ থেকে পাওয়া সূত্রে বলা হয়েছে, বর্ন অপ্রকৃতিস্থ এবং ভয়ংকর। যদি একে দেখে থাকেন তাহলে দূরে থাকবেন এবং এই নাম্বারটা ডায়াল–"

টিভির ভলিউম অফ করে দিলো বর্ন। *হায় ঈশ্বর, ওই মাগি এখন আসল জিনিসের কথা বলছে দেখি!* রাস্তার ওই রোডব্লকটা এত সাজোনো গোছানো ছিল

BanglaBook.org

কেন সেটা এখন বুঝল বর্ন। ওটা সাধারণ পুলিশের কাজ নয়। একেবারে এজেন্সি মানে সিআইএ'র আয়োজন।

ওকে কিছু করতে হবে এখন। কোল থেকে গুঁড়োগুলো ঝেড়ে ফেলে ককলিনের সেলফোনাটা বের করল। যখন ককলিন গুলি খেয়েছিল তখন কার সাথে কথা বলছিল সেটা বের করার সময় এসেছে। অটো রিডায়াল কি চাপল ও, অপর প্রান্তের রিং শুনল। একটা রেকর্ড করা মেসেজ। এটা কোনো ব্যক্তিগত নাম্বার নয়, ব্যবসায়িক। লিংকন ফাইল টেইলার্স। ককলিন মৃত্যুর সময় দর্জির সাথে কথা বলছিল ভেবে খারাপ লাগল ওর। একজন ঘাঘু গুপ্তচরের এভাবে চলে যাবার কথা নয়।

শেষ ইনকামিং কলটা, যেটা আগের দিনের সন্ধ্যায় এসেছিল, সেটা দেখল ও। ওটা ডিসিআই'র নাম্বার। রাস্তা শেষ, ভাবল বর্ন। উঠে দাঁড়াল ও। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে কাপড়গুলো খুলে ছুঁড়ে ফেলল। লম্বা সময় ধরে উষ্ণ শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে রইল ও, গা থেকে ঘাম আর ময়লা ধুয়ে ফেলার সময় ফাঁকা হয়ে রইল ওর মনটা, উষ্ণতা পেয়ে আর পরিচ্ছন্ন হয়ে ভাল লাগছে। এখন খালি এক সেট পরিস্কার জামা পেলেই হয়...ভাবতে ভাবতেই ঝটকা দিয়ে মাথা তুলল ও, চোখ থেকে পানি মুছল। বুক ধক ধক করছে ওর, মগজ চালু হয়ে গেছে পুরোদমে। ককলিনের জামাগুলো সব এম স্ট্রিটের ওল্ড ওয়ার্ল্ড টেইলার্সের বানানো, বহু বছর ধরে ওখানে যায় কব লিন। বছরে দু'য়েকবার দোকানটার মালিক, রাশিয়ান প্রবাসী লোকটার সাথে ডিনারও খেত ও।

কেমন এক উত্তেজনায় গা মুছে ফেলে ককলিনের ফোনটা হাতে নিয়ে ইনফর্মেশনে ডায়াল করল। লিংকন ফাইন টেইলার্সের ঠিকানা যে আলেক্সান্দ্রিয়ায় সেটা জানার পর বিছানায় বসে পড়ল, ফাঁকা চোখে চেয়ে থাকল। কাপড় কাটা আর সেলাই করার পাশাপাশি ওরা যে আর কি করে সেটাই ভাবছে।

হাসান আরসেনভ বুদাপেস্টের প্রশংসা যেভাবে করে সেভাবে কখনও করত না খালিদ মুরাত। ইমিগ্রেশন পার হবার সময় ও সেটাই বলল জিনা হাসিয়েভকে।

"বেচারা মুরাত," বলল জিনা। "একজন সাহসী ব্যক্তি, স্বাধীনতার যোদ্ধা কিন্তু তার চিন্তাভাবনার ধরণ ছিল উনিশ শতকের।" জিনা একাধারে আরসেনভের লেফটেন্যান্ট এবং প্রেমিকা। ছোটখাট আর পাতলা সে, আরসেনভের মত অ্যাথলেটিক। তার লম্বা, কালো চুলগুলো যেনো রাতের আঁধার, মেঘের মত ঘিরে আছে তার মাথা। তার চওড়া মুখ আর ঝকঝকে চোখ চেহারার বুনো ভাবটাকে বাড়িয়ে দিলেও ওর মনটা সতর্ক আর হিসেবী। তাছাড়া, মনের মাঝে একবিন্দু ভয় রাখে না সে, প্রচণ্ড সাহসী।

অপেক্ষারত লিমুজিনটায় নিচু হয়ে ঢোকার সময় ব্যাথায় ককিয়ে উঠল

BanglaBook.org

আরসেনভ। গুপ্তঘাতকের গুলিটা ছিল নিখুঁত, শুধু পেশীতেই লেগেছে। উরুতে যতটা পরিস্কারভাবে ঢুকেছিল গুলিটা ঠিক সেভাবেই বেরিয়ে গেছে। ব্যাথাটা প্রচণ্ড বটে কিন্তু এর দাম আছে, ভাবল আরসেনভ জিনার পাশে বসতে বসতে। কোনো সন্দেহ তার ওপর পড়ে নি। এমনকি জিনারও কোনো ধারণাই নেই মুরাতের খুনের পেছনে তার হাত আছে। কিন্তু আর কি উপায় ছিল তার? শেখের প্ল্যানকে ঘিরে যা ঘটেছিল তাতে ক্রমেই নার্ভাস হয়ে পড়ছিল মুরাত। আরসেনভের আদর্শ মুরাতের ছিল না। তার মত সামাজিক ন্যায়বিচারের জ্ঞানও ছিল না মুরাতের। সে শুধু রাশিয়ার হাত থেকে চেচনিয়াকে মুক্ত করেই খুশি থাকত, অন্যদিকে পুরো দুনিয়া ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত তাচ্ছিল্যভরে।

অন্যদিকে, শেখ যখন তার পরিকল্পনাটা প্রকাশ করলেন সেটা ছিল আরসেনভের চোখ খুলে যাবার সময়। ও যেনো ওদের ভবিষ্যতটা দেখতে পাচ্ছিল শেখের হাতে, একটা টসটসে পাকা ফলের মত। এতে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল তার কিন্তু সে যখন মুরাতের দিকে চেয়েছিল তখন দেখতে পেয়েছিল সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র। নিজের দেশের সীমানার বাইরে দেখার ক্ষমতা মুরাতের ছিল না, সে বুঝত না দেশটা উদ্ধার করা স্রেফ একটা পদক্ষেপ মাত্র। আরসেনভ বুঝেছিল শুধু রাশিয়ানদের নাস্তিক্যবাদের জোয়াল কাঁধ থেকে সরানোর জন্য চেচেনদের শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন নয়, বরং মুসলিম বিশ্বে একটা জায়গা করে নিতে শক্তি দরকার তাদের। চেচেনরা হল সুন্নি, যারা অলঙ্কার হিসেবে বরণ করেছে রহস্যময় সুফি আধ্যাত্মবাদ, জিকুর ইত্যাদি ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানকে। সুন্নিরা, অন্য যে কোনো ধর্মের মানুষের মত তাদেরকে ঘৃণা করে, ভয় পায় যারা তাদের ধর্মীয় মতবাদের মূলধারা থেকে এতটুকু সরে আসে। *এসবই চরম অগ্রহণযোগ্য*, তিক্তভাবে ভাবল আরসেনভ, *আক্ষরিক অর্থেই উনিশ শতকের চিন্তাধার।*

গুপ্তহত্যাটা হবার পর আরসেনভের বহু প্রতীক্ষিত সময়টা যখন এসেছিল, যখন ও চেচেন স্বাধীনতা যোদ্ধাদের নেতা নির্বাচিত হয়েছিল তখন থেকে অনেকটা যেনো ঘোরের মধ্যে বাস করছে। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েও ক্লান্তি দূর হয় না তার, দুঃস্বপ্নে কাকে যেনো গোলকধাঁধার মাঝে খুঁজে বের করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় বারবার। ফলে অধীনস্ত দের সাথে খিটখিটে মেজাজে থাকছে সে, কোনো অজুহাত গ্রাহ্য করছে না। শুধুমাত্র জিনাই তাকে শান্ত করতে পারে, তার জাদুকরী স্পর্শ আরসেনভকে বের করে আনতে পারে ঘোর থেকে।

ক্ষতটার ব্যথা ওকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনল। জানালা দিয়ে বাইরের পুরনো সড়কের দিকে চাইল ও, ঈর্ষার চোখে দেখল মানুষ কিভাবে যাচ্ছে নিজের কাজে, কোনোরকম ভয় না করেই। তাদের ঘৃণা করে সে, সবাইকে ঘৃণা করে যারা জানে না ওর নিজের দেশ কিভাবে বেপরোয়া যুদ্ধ লড়ে চলছে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে।

"কি ব্যাপার, সোনা?" চিন্তায় কুঁচকে গেল জিনার ভুরু।

BanglaBook.org

"পা-টা ব্যাথা করছে আমার। বসে থাকলে সমস্যা হয়, এটাই ব্যাপার।"

"আমি বুঝি মুরাতের খুনের বিভীষিকা ছেড়ে যায় নি তোমাকে, কেবল বাড়িয়ে দিয়েছে প্রতিশোধস্পৃহা। শোধ নিয়েছি আমরা, পঁয়ত্রিশ জন রাশিয়ান সৈন্যকে পাঠানো হয়েছে কবরে।"

"ওরা শুধু মুরাতকেই খুন করে নি," আরসেনভ বলল। "খুন করেছে আমাদের মানুষদের। সতেরজনকে হারিয়েছি আমরা সেদিন রাশিয়ান বিশ্বাসঘাতকদের হাতে।"

"তুমি তো আমাদের দলের বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বের করেছ, সব লেফটেন্যান্টদের সামনে গুলি করে মেরেছ।"

"যাতে তারা বোঝে বিশ্বাসঘাতকদের জন্য কি অপেক্ষা করছে। দ্রুত বিচার, কঠোর শাস্তি। এটাই আমাদের ভাগ্য, জিনা। জনগণের জন্য বিসর্জন দেবার মত অশ্রু আমাদের নেই। কমপক্ষে দেড় লাখ দলছুট চেচেন উদভ্রান্ত হয়ে ককেসাসে বাস করছে উদ্বাস্তু হয়ে।"

যখন হাসান এই যন্ত্রণাদায়ক ইতিহাস আবার বর্ণনা করতে থাকল তখন জিনা ওকে বাঁধা দিলো না। ওরাই হচ্ছে চেচেনদের ইতিহাসের বই, এসব ইতিহাস যতোবার সম্ভব পুণরাবৃত্তি করা উচিত।

আরসেনভের হাতের মুঠি সাদা হয়ে গেছে, ওর নখগুলো কেটে বসে যাচ্ছে হাতের তালুতে। "আহ, যদি একে৪৭-এর চেয়ে শক্তিশালী। সি-ফোরের চাইতে ভয়ংকর কোনো অস্ত্র আমাদের থাকত।"

"শীঘ্রই, শীঘ্রই সোনা," গভীর সুরেলা গলায় নরমভাবে বলল জিনা। "শেখ আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। দেখ, শুধু গত বছরই আমাদের জনগণের জন্য কতরকম সহায়তা করেছে তার সংস্থা। দেখ, তার মিডিয়ার লোক আমাদের কথা কতটা তুলে ধরেছে আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র আর ম্যাগাজিনে।"

"আর এখনো রাশিয়ানদের লাগাম আমাদের মুখে," গর্জে উঠল আরসেনভ, "এখনো আমরা মরছি শ'য়ে শ'য়ে।"

"শেখ তো আমাদেরকে এমন অস্ত্র দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা পাল্টে দেবে সব।"

"উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন গোটা দুনিয়াটাই," চোখ মুছে ক্ষোভটা দূর করতে চাইল আরসেনভ। "প্রতিশ্রুতি শোনার সময় শেষ। তার অঙ্গীকার সত্যি কিনা এখন জানা যাবে।"

চেচেনদের জন্য পাঠানো শেখের গাড়িটা কার্লমার্ক্স বুলেভার্দ থেকে মোড় ঘুরে আরপাদ বৃজের ওপর চলে এল ওরা, নিচে দেখা যাচ্ছে বিশাল সব ফেরি আর রঙিন প্রমোদ তরীসজ্জিত দানিয়ুব নদী। নিচে তাকাল জিনা। নদীর তীরে দেখা যাচ্ছে গথিক পাথরের পার্লামেন্ট ভবন, অন্যদিকে ঘন বন সজ্জিত মার্গারেট দ্বীপ। ওখানেই

BanglaBook.org

আছে বিলাসবহুল দানিয়ুবিয়াস গ্র্যান্ড হোটেল, যেটা অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। জিনা দিনের বেলা একটা আর্মার প্লেটের মত দুর্ভেদ্য হলেও বুদাপেস্টে কাটানো রাতগুলোয় বিলাসবহুল হোটেলের বিছানায় যতটা আনন্দ করে ততটা আর কোথাও নয়। কঠোরতায় আর অনিশ্চয়তায় ভরা জীবনে এটা যেনো ওর কাছে বেলজিয়ান চকোলেটের মতো।

হিউম্যানিস্টাস লিমিটেডের বেসমেন্ট লেভেলের কারপার্কটায় ঢুকল লিমুজিনটা। গাড়ি থেকে বের হবার পর ড্রাইভারের কাছ থেকে আয়তক্ষেত্রাকার বাক্সটা নিল জিনা। ইউনিফর্ম পরা গার্ডেরা ওদের পাসপোর্টের ছবি চেক করল কম্পিউটারের মাধ্যমে। তারপর ওদেরকে লেমিনেটেড আইডি ট্যাগ দিয়ে এলিভেটরের দিকে নিয়ে গেল।

স্পালকোর অফিসে গেল ওরা। ততক্ষণে সূর্যটা আকাশের উঁচুতে উঠে গেছে, নদীটাকে যেনো পরিণত করেছে গলিত তামার স্রোতে। ওদের সাথে আলিঙ্গন করল স্পালকো, ফ্লাইটে কষ্ট হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করল, আরসেনভের ক্ষতের অবস্থা শুনল। আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবার পর কাঠ দিয়ে প্যানেল করা পাশের রুমটায় গেল ওরা, যেখানে সাদা লিনেন আর ডিনার অয়্যার দিয়ে সাজানো একটা টেবিল আছে। খাবারের আয়োজন করে রেখেছে স্পালকো, পশ্চিমা খাবার। স্টেক, গলদা চিংড়ী, তিন রকম সবজি সবই চেচেনদের পছন্দের খাবার। আর আলুর নামগন্ধও নেই কোথাও। কারণ কখনো কখনো সারা দিন আলু ছাড়া আর কিছু খেতে পায় না জিনা আর আরসেনভ। একটা খালি চেয়ারের ওপর বাক্সটা রাখল জিনা। টেবিলটায় বসল ওরা।

"শেখ, বরাবরের মতই সাদরে আমাদের বরণ করে নিয়েছেন আপনি," আরসনভ বলল।

মাথা দোলাল স্পালকো। নিজের জগতে ও নিজের যে নাম রেখেছে তাতে আনন্দিত সে। ঠিক জায়গাতেই আঘাত করে ওর নামটা।

উঠে গিয়ে একটা কড়া পোলিশ ভদকার বোতল খুলল স্পালকো। তিনটা গ্লাসে ভরে নিজের গ্লাসটা তুলল সে, ওর দেখাদেখি অন্য দু'জনও। "এক মহান নেতা, শক্তিশালী যোদ্ধা, শক্ত প্রতিপক্ষ খালিদ মুরাতের স্মৃতির উদ্দেশ্যে," চেচেন ফ্যাশনে বলল সে। "আল্লাহ তাকে সেই মর্যাদা দিন যা ও উপার্জন করেছে রক্তে আর সাহসের মাধ্যমে। বিশ্বাসীদের মাঝে তার বীরত্বের কাহিনী যেনো ধ্বনিত হয় বারবার।" আগুনের মত মদটা দ্রুত চুমুকে শেষ করল ওরা।

দাঁড়াল আরসেনভ, আবার ভরিয়ে নিল তার গ্লাস। গ্লাসটা তুলল সে, সেই সাথে অন্যরাও। "চেচেনদের বন্ধু শেখের প্রতি, নতুন বিশ্বে আমাদের স্থান গ্রহণে সাহায্য করবেন যিনি," গিলে ফেলল ওরা ভদকাটা।

উঠতে দাঁড়াল জিনা, নিশ্চয় টোস্ট করার উদ্দেশ্যে কিন্তু ওর বাহুতে হাত রেখে

BanglaBook.org

ওকে বসিয়ে রাখল আরসেনভ। এটা অবশ্য স্পালকোর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। যেটা ওকে বেশি অবাক করল সেটা হল ইশারাটার প্রতি জিনার সাড়া। ও যেনো জিনার অন্তরটা দেখতে পাচ্ছে। স্পালকো জানে দুনিয়ায় নানান মাত্রার বহু অবিচার আছে। জিনা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে আরসেনভের সাথে কিন্তু নিজের ইচ্ছেমত টোস্ট করার অধিকারটাও কি তার নেই? জিনার মাঝে লুকিয়ে থাকা ক্রোধ দেখে খুশি হলো স্পালকো–ও জানে কিভাবে অন্যের আক্রোশ কাজে লাগানো যায়।

"আমার সাথীরা, আমার বন্ধুরা," বলল সে, দৃঢ়প্রত্যয়ে জ্বলছে দুই চোখ। "দুর্দশা ভরা অতীত, ব্যাকুল বর্তমান আর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত দেখে নিয়েছি আমরা, এখন দাঁড়িয়ে আছি আগামীর দ্বারপ্রান্তে।"

খেতে শুরু করল ওরা, এমনভাবে সাধারণ সব জিনিস নিয়ে কথা বলছে যেনো এটা ঘরোয়া একটা ডিনারপার্টি ছাড়া কিছু না। কিন্তু তবু যেনো প্রতীক্ষা আর অনাগত ভবিষ্যতের হাওয়া ভাসছে ঘরটার মাঝে। নিজের বা একে অন্যের প্লেটের ওপর নজর সীমাবদ্ধ রাখল তারা। এক সময় শেষ হল খাওয়া।

"সময় হয়েছে," শেখ বলল। আরসেনভ আর জিনা উঠে দাঁড়াল ওর সামনে।

মাথা নোয়াল আরসেনভ। "জাগতিক দুনিয়ার ভালবাসার জন্য যারা মারা যায় তারা হল ভণ্ড। পরকালের দুনিয়ার ভালবাসার জন্য যারা মরে তারা হল তপস্বী। আর যাঁরা সত্যের প্রতি ভালবাসায় মৃত্যুবরণ করেন তারা হলেন সুফি।"

জিনার দিকে ঘুরল সে, গ্রজনি থেকে আনা বাক্সটা খুলতে ব্যস্ত তখন জিনা। ভেতরে তিনটি আলখাল্লা। তার মধ্যে একটা আরসেনভকে দিলো সে, ওটা পরে নিল আরসেনভ, জিনা নিজে পরল একটা। তৃতীয়টা হাতে নিয়ে শেখের দিকে ঘুরল আরসেনভ।

"খেরকেহ হচ্ছে দরবেশদের সম্মানের পরিধেয়," বিশেষ সুরে বলল আরসেনভ। "স্বর্গীয় স্বভাব আর গুণের প্রতীক এটা।"

জিনা বলল, "ভক্তির সুঁই আর আল্লাহর প্রতি অনুরাগের সুতো দিয়ে গাঁথা এই আলখাল্লা।"

মাথা নামাল শেখ, বলল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দেবতা নেই, তিনি এক, অদ্বিতীয়।"

আরসেনভ আর জিনা পুণরাবৃত্তি করল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" তারপর চেচেন বিদ্রোহীদের প্রধান আলখাল্লাটা জড়িয়ে দিলো শেখের কাঁধের চারপাশে। "অনেক মানুষের জন্যই শরীয়াহ মোতাবেক জীবনযাপন করে স্বর্গীয় ইচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিয়ে শান্তিতে মৃত্যুবরণ করে স্বর্গে প্রবেশই যথেষ্ট," বলল সে। "কিন্তু আমরা স্বর্গীয় মহানুভবতা সন্ধান করি, আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালবাসা আমাদেরকে মানবাত্মার পথ দেখিয়ে দেয়। আমরাই সুফী।"

আলখাল্লাটার ওজন অনুভব করে স্পালকো মানে শেখ বলল, "হে আত্মারা, যারা

BanglaBook.org

সুখে আছে, ফিরে যাও প্রভুর কাছে, সুখ নিহিত তারই মাঝে এবং তিনিই সুখ। প্রবেশ করো আমার দাসদের মাঝে, প্রবেশ করো আমার স্বর্গে।"

এটা শুনে জিনার হাত ধরল আরসেনভ, হাঁটু গেড়ে বসল শেখের সামনে। তিন শতাব্দী পুরনো একটা শপথবাক্য আওড়ে আনুগত্যের পাঠ নিল ওরা। একটা ছুরি বের করে ওদের হাতে দিলো। নিজেদের শরীর কাটল দু'জনই একটা গ্লাসে রক্ত নিয়ে স্পালকোর হাতে তুলে দিলো। এভাবেই ওরা পরিণত হল শেখের মুরিদে, বাঁধা পড়ে গেল কথায় আর কর্মে।

একে অপরের মুখোমুখি হয়ে পা মুড়ে বসে পড়ল ওরা, আরসেনভের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হওয়া সত্ত্বেও। সুফীদের অনুকরণে জিকর শুরু করল এরপর। ডান হাত বাম উরুর ওপর রাখল ওরা, বাম হাত ডান কোমরে। ডানে বামে অর্ধচন্দ্রাকারে মাথা দোলাতে লাগল আরসেনভ। স্পালকো আর জিনা আওড়াতে লাগল আরসেনভের সাথে একই সুরে "রক্ষা করো, প্রভু, ঈর্ষা আর হিংসার হাত থেকে, যা পতিত হয় প্রাচুর্যের ওপর। বাঁচাও আমাকে পৃথিবীর শক্তিধরদের খেলার পুতুল হবার হাত থেকে, নয়তো ওরা আমাকে ব্যবহার করবে তাদের খেলায়। নয়তো তারা খেলবে আমার সাথে, পরিশেষে ধ্বংস করবে আমাকে, শিশুরা যেমন ভেঙে ফেলে তাদের খেলনাকে।" সামনে পেছনে দুলছে এখন তারা। "রক্ষা করো আমাকে হৃদয়ের ক্ষত থেকে যা আসতে পারে আমার সঙ্গীদের দুর্ব্যবহার আর অবজ্ঞা থেকে।"

তাদের স্তব প্রার্থনা আর দুলুনি এক হয়ে গেল, ঠিক যেনো গভীর প্রশান্তিতে ওরা ডুবে যাচ্ছে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে...

অনেকক্ষণ পরে পেছনের করিডোর ধরে একটা স্টেইনলেস স্টিলের এলিভেটরের কাছে ওদের নিয়ে গেল স্পালকো। ওটাতে করে বিল্ডিংয়ের বেসমেন্টেরও নিচে, যে শিলাস্তরে বিল্ডিংটা অবস্থিত তার ঠিক উপরে চলে এল।

উঁচু ছাদবিশিষ্ট একটা ভল্টের মত রুমে ঢুকল ওরা, লোহার কাঠামো দিয়ে শক্ত করা হয়েছে ঘরটা। শুধুমাত্র শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের হিসস্ শব্দটাই শোনা যাচ্ছে এখানে। এক দিকের দেয়ালের সাথে রাখা হয়েছে অনেকগুলো ঝুড়ি। এগুলোর কাছেই ওদেরকে নিয়ে এসেছে স্পালকো। একটা ক্রোবার আরসেনভের হাতে দিলো সে। সবচেয়ে কাছের ঝুড়িটা খুলে ফেলল আরসেনভ ওটা দিয়ে। চকচকে একে ৪৭-এর সেটগুলো দেখা যাচ্ছে ভেতরে। ওগুলোর একটা তুলে নিল জিনা, আলতোভাবে যত্নের সাথে দেখল। আরসেনভের দিকে মাথা নাড়ল সে। আরো একটা ঝুড়ি খুলল সন্ত্রাসবাদী নেতা আরসেনভ, ঝুড়িটার ভেতরে এক ডজন কাঁধে বসানো রকেট লঞ্চার সাজানো আছে।

"এটাই রাশিয়ানদের ভান্ডারের সবচেয়ে অ্যাডভান্সড গোলাবারুদের রসদ," স্পালকো বলল।

"কিন্তু দাম কত?" বলল আরসেনভ।

BanglaBook.org

হাত দুটো ছাড়িয়ে দিলো স্পালকো, "এই সব অস্ত্রে যদি তোমাদেরকে স্বাধীনতা পেতে সাহায্য করে তাহলে তার দাম কত হওয়া উচিত?"

"স্বাধীনতার দাম কি করে বিচার করবেন আপনি?" ভুরু কুঁচকে বলল আরসেনভ।

"দাম দিয়ে স্বাধীনতার মূল্য বিচা করা যায় না। হাসান, স্বাধীনতার প্রাইসট্যাগ নেই। এর সওদা হয় রক্ত দিয়ে, তোমার মত সাহসীদের হৃদয়ের অদম্য সাহস দিয়ে।" জিনার দিকে চোখ ঘোরাল সে। "এগুলো তোমাদের, এগুলো দিয়ে নিজেদের সীমান্তে সুরক্ষিত করবে তোমরা, তোমাদের আশপাশের অন্যদের বাধ্য করবে তোমাদের দিকে নজর দিতে।"

অবশেষে চোখ তুলল জিনা, দীর্ঘ আঁখি পল্লবের ভিতর দিয়ে তাকালো স্পালকোর দিকে। একে অন্যের ওপর স্থির রইল দুজোড়া চোখ। ঝলসে উঠল, যদিও ওদের অভিব্যক্তি পরিবর্তিত হল না। যেনো স্পালকোর নজরের প্রতি সাড়া দিয়ে বলে উঠল জিনা, "এমনকি এই অস্ত্রেশস্ত্রও রিকভাভিক সামিটে আমাদেরকে ঢুকতে দেবে না।"

মাথা নেড়ে একমত প্রকাশ করল স্পালকো। তার মুখের কোণাগুলো বেঁকে যাচ্ছে আলতোভাবে। "সত্য কথা। ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি আরো অনেক বেশি সমন্বিত। একটা সশস্ত্র আক্রমণ যদি করি তার অর্থ হবে আমাদের মৃত্যু। যাই হোক, আমার এমন একটা প্ল্যান আছে যেটা শুধু ওস্কজুহলিভ হোটেলে আমাদের ঢোকার ব্যবস্থাই করে দেবে না, বরং আমরা নিজেরা উড়ে না গিয়ে অন্যদের উড়িয়ে দিতে পারব। একেবারে হোটেলের সবাইকে। আর তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তোমরা যে সব দেখেছ সে সব সফল হবে।"

"ভবিষ্যতকে ভয় পেত খালিদ মুরাত, ভয় পেত আমরা চেচেনরা যা করতে পারি তাকে।" রঙ ধারণ করেছে আরসেনভের মুখ। "বহুদিন ধরে পুরো বিশ্ব অবজ্ঞা করেছে আমাদেরকে। রাশিয়ানরা যখন আমাদের মেরে মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে তখন ওদের দোস্ত আমেরিকা কিছুই করছে না আমাদের বাঁচাতে। বিলিয়ন বিলিয়ন আমেরিকান ডলার স্রোতের মত বয়ে চলেছে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। অথচ এক রুবলও আসছে না চেচনিয়ায়?"

স্পালকোর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সে একজন প্রফেসর যার ছাত্র প্রাইজ পেয়েছে। কুটিলভাবে জ্বলছে তার দুই চোখ। "পাল্টে যাবে ওসব। পাঁচ দিন পরে গোটা দুনিয়া থাকবে তোমার পায়ের নিচে। সব ক্ষমতা থাকবে তোমার হাতে, আবার এতদিন যারা তোমাদের থুতু দিয়েছে তারাই সম্মান করবে তোমাকে। সম্মান করবে রাশিয়া, ইসলামীবিশ্ব আর গোটা পশ্চিমে, বিশেষ করে ইউনাইটেড স্টেটস!"

"গোটা দুনিয়া পাল্টে দেবার কথা বলছি আমরা এখানে, জিনা!" সন্তুষ্টির সাথে চেঁচিয়ে উঠল আরসেনভ।

BanglaBook.org

"কিন্তু কিভাবে?" জিজ্ঞাসা করল জিনা। "কি করে সম্ভব এটা?"

"তিনদিনের মধ্যে নাইরোবিতে আমার সাথে দেখা করো," জবাব দিলো স্পালকো। "তখন তোমরা নিজেরাই দেখবে কিভাবে সম্ভব।"

গভীর, অন্ধকার, অজানা আতঙ্কে ভরা পানিতে তলিয়ে গেল ওর মাথা। ডুবে যাচ্ছে সে। যতই চেষ্টা করুক ও, যতই হাত পা ছুঁড়ুক উপরে ওঠার জন্য, তবু ঠিকই টের পাচ্ছে ও নেমে যাচ্ছে ভারি সীসার মত। নিচে তাকাল, দেখতে পেল আগাছা গজানো মোটা একটা দড়ি ওর বাম গোড়ালীতে বাঁধা। দড়িটা হারিয়ে গেছে নিচের অন্ধকারে, তাই দড়ির অন্যপাশে কি আছে দেখতে পেল না ও। কিন্তু সেটা যাইহোক তা খুবই ভারি, কারণ টানটান হয়ে আছে দড়িটা। পাগলের মত ঝুঁকল ও, অসাড় আঙুলগুলো দিয়ে খোলার চেষ্টা করল দড়িটা। আর এদিকে বুদ্ধ ভেসে চলেছেন আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে ঘুরতে ঘুরতে নেমে যাচ্ছেন ওর থেকে নিচে...

ঝাঁকি খেয়ে জেগে উঠল খান, বরাবরের মতই হতবুদ্ধি হয়ে। ভেজা বিছানার চাদরের দলার ওপর শুয়ে আছে ও। একটু আগে দেখা দুঃস্বপ্নের রেশ এখনো যায় নি ওর মনের মাঝ থেকে। হাত বাড়িয়ে গোড়ালী ছুঁয়ে দেখল সে, দড়িটা আছে কিনা সেটা নিশ্চিত হবার জন্যই সম্ভবত। তারপর ধীরে ধীরে সতর্কভাবে আঙুলগুলো তুলে আনল সে ওর বুকের কাছে, সরু সোনার চেন দিয়ে ওর গলার সাথে ঝোলানো পাথরের ছোট বৌদ্ধমূর্তিটা নেড়ে দেখল। কক্ষনো খোলে না ওটা সে, ঘুমানোর সময়ও না। হ্যা, আছে ওটা ওর গলায়। সবসময় ছিলও। ওটা একটা তালিসমান, যদিও ও নিজেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করত যে সে তালিসমানে বিশ্বাস করে না।

মুখ দিয়ে বিরক্তির একটা শব্দ করে উঠল ও, বাথরুমে গেল। মুখে ঠাণ্ড পানির ঝাপটা দিলো। লাইটটা অন করে চোখ পিটপিট করল কিছুক্ষণের জন্য। মাথাটা আয়নার দিকে ঠেলে দিয়ে ভালভাবে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে লাগল, যেনো জীবনে প্রথমবার দেখছে। ঘোঁত ঘোঁত করে বেরিয়ে এল, টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে বিছানার ধারে বসল। স্পালকোর দেয়া তখনকার কাগজপত্র আর ডোসিয়ারগুলো বের করে আবার পড়তে লাগল। ডেভিড ওয়েবের মারপিটের যে দক্ষতা খান দেখেছে তার বিন্দুমাত্রও বর্ণনা নেই ডোসিয়ারটাতে। গলার আহত জায়গাতে হাত বোলাল ও। ওয়েবের পাতা ফাঁদটার কথা ভাবল। ডোসিয়ারটা ছুঁড়ে ফেলল ও। এখন মূলহীন ওটা কারণ নিজের শত্রুকে ছোট করে দেখেছিল সে ওটার কারণেই। অন্য ব্যাপারও আছে অবশ্য এর সাথে। স্পালকো ওকে যে তথ্য দিয়েছিল তা হয় অসম্পূর্ণ, না হয় অসত্য।

ওর একটা সন্দেহ হল স্পালকো আসলে ভাল করেই জানত ডেভিড ওয়েবের

BanglaBook.org

ব্যাপারে। স্পালকো ওয়েবকে দিয়ে কোনোরকম চাল চালছে কিনা তা জানা দরকার খানের। ডেভিড ওয়েবের জন্য আলাদা প্ল্যান আছে, এবং ওর পথে কাউকে আসতে দেবে না ও, এমনকি স্পালকোকেও না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাইটটা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুমের জন্য প্রস্তুত নয় ওর মন। নানান অনুমান ঘুরছে মাথার ভেতর। স্পালকোর সাথে এই শেষ চুক্তিটা করার আগে ও এমনকি ওয়েবের অস্তিত্ব সম্পর্কেও জানতো না, জানতো না সে বেঁচে আছে। স্পালকো যদি ওয়েবকে ওর নাকের সামনে মূলো না ঝোলাত তবে ও এই কাজটা নিত কিনা তাতে সন্দেহ আছে। স্পালকো নিশ্চয় জানত ওয়েবের কথা তুললে খান তার পিছু নেবার জন্য লাফিয়ে উঠবে। স্পালকোর কাজ করে দিয়ে সে অবশ্য এক সময় আরামই পেত। ধীরে ধীরে স্পালকো যেনো মনে করছিল ও খানের মালিক। খান নিশ্চিত, স্পালকো হল এমন এক পাগল যে নিজেকে রাজা ভাবে।

কম্বোডিয়ার জঙ্গলে যখন ও বড় হবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল তখন ঐ রকম কিছু পাগলকে দেখেছে খান। গরম আর আর্দ্র আবহাওয়া, যুদ্ধের বিশৃঙ্খলা আর জীবনের অনিশ্চয়তা মিলে সবাই আসলে চলে যাচ্ছিল উন্মাদ হবার দ্বারপ্রান্তে। ওই আবহাওয়ায় দুর্বলরা মরে যেত, শক্তিশালীরা বাঁচত; সবাই পাল্টে যেত কোনো না কোনোভাবে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে শরীরের দাগগুলো আঙুল দিয়ে নেড়ে দেখল খান। শিশু অবস্থায় কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে ওর গায়ে দেয়া হয়েছিল এ দাগগুলো, ওকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে এক মানুষ অন্য মানুষের প্রতি যা করে সেই বিপদ নয়, ছোট শিশু গভীর রাতে যে ভয় পায় তা থেকে রক্ষা করতে। শিশুরা সাধারণত দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার পর বাবা-মায়ের খাটের দিকে ছুটে যায়, উষ্ণতা আর আরামের মাঝে ঢুকে দ্রুতই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু খানের বাবা-মা কেউ ছিল না, ওকে অভয় দেবার জন্য ছিল না কেউই। বরং ও বারবার চেষ্টা করত সে সব পূর্ণবয়স্কদের থেকে পালাতে যারা ওকে দেখত স্রেফ টাকা আয়ের বা যৌনতা চরিতার্থের উপায় হিসেবে। জীবনে যে ককেশিয়ান আর এশিয়ানের সাথেই ও মিশেছে তারা সবাই ওকে ব্যবহার করেছে দাস হিসেবে। ওই দুই জাতির মানুষের কারো জগতেই ওর স্থান ছিল না, আর সেটা সে জানত। মিশ্রিত বর্নের মানুষ হওয়ায় গালাগাল আর অভিশাপ সয়েছে সে। মার খেয়েছে, নিগৃহীত হয়েছে, একজন মানুষকে যতভাবে হেয় করা যায় ততভাবে হেয় হয়েছে।

তবু সব সয়েছে সে। দিনে দিনে তার লক্ষ্য স্থির হয়েছিল শুধু বেঁচে থাকায়। তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে শিখেছিল যারা ওকে দাস বানিয়েছিল তাদের থেকে দূরে পালিয়ে লাভ নেই কারণ ওরা তাড়া করবে তাকে, ধরে মারবে। দু'বার তো প্রায় মরেই গিয়েছিল সে। তখনই বুঝেছিল বেঁচে থাকতে হলে আরো কিছু করতে হবে

BanglaBook.org

তাকে। খুন করতে হবে ওকে, নিজে খুন হয়ে যাবার আগেই।

সিআইএ'র অ্যাসল্ট টিমের লোকেরা পাঁচটা বাজার ঠিক আগে গোপনে ঢুকল মোটেলটাতে। এখানে যে জেসন বর্ন আছে সেটা ওদেরকে জানিয়েছে এখানকার নাইট ম্যানেজার। জ্যালাক্স ওষুধের ডোজ নিয়ে ঢুলছিল সে, টিভি পর্দায় বর্নের মুখ দেখে চমকে জেগে উঠেছিল আবার। নিজের গায়ে চিমটি কেটে নিশ্চিত হয়েছিল যে ও স্বপ্ন দেখছে না, তারপর এক ঢোক সস্তা মদ গিলে ফোন করেছিল দেয়া নাম্বারটায়।

টিম লিডার বলেছিল মোটেলের সিকিউরিটি লাইটগুলোকে বন্ধ রাখতে যাতে করে অন্ধকারের মাঝ দিয়ে আগাতে পারে তারা। যখন ওরা পজিশন নিচ্ছিল তখনই চালু হয়ে গিয়েছিল পার্কিংলটের কোণার রেফ্রিজারেটেড ট্রাকটার এঞ্জিন। হেডলাইটের শক্তিশালী আলো ফেলেছিল টিমের কয়েকজন সদস্যের গায়ে। টিম লিডার পাগলের মত হাত নাড়ল ড্রাইভারের দিকে। তারপর দৌড়ে তার কাছে গিয়ে আদেশ দিলো ওখান থেকে ভাগাতে। বেচারা ড্রাইভারের চোখ ছানাবড়া, তাড়াতাড়ি লাইট নিভিয়ে পার্কিংলট থেকে হাইওয়েতে নিয়ে গেল ট্রাকটাকে।

হাত দিয়ে দলের সদস্যদের দিকে ইশারা করল টিম লিডার সোজা বর্নের রুমের দিকে চলতে লাগল তারা। লিডারের নিঃশব্দ আদেশ পেয়ে রুমের পিছন দিকে চলল দু'জন। পজিশন নেয়ার জন্য দলের সদস্যদের বিশ সেকেন্ড সময় দিলো লিডার, তারপর নির্দেশ দিলো গ্যাস মাস্ক পরে নিতে। হাঁটু গেড়ে বসল দু'জন, সামনের জানালা দিয়ে ছুঁড়ল টিয়ার গ্যাসের ক্যানিস্টার। লিডারের বাড়ানো হাতটা নেমে আসতেই ছুটল সবাই, ধাক্কা দিয়ে খুলল সামনের দরজা। গ্যাস বের হবার হিস হিস শব্দের মাঝে ঢুকে পড়ল ওরা, হাতে উদ্যত মেশিনগান। টিভিটা তখনো চলছে, সাউন্ড মিউট করা। সিএনএন চ্যানেলে দেখাচ্ছে ওদের টার্গেটের মুখ। দাগপড়া ছেঁড়া কার্পেটের ওপর পড়ে আছে খাবারের উচ্ছিষ্ট, বিছানাটা খালি। কেউ নেই ঘরটায়।

মোটেলটা থেকে দূরে ছুটতে থাকা রেফ্রিজারেটেড ট্রাকটার ভেতরে ছাদ পর্যন্ত উঁচু স্ট্রবেরির বাক্সগুলোর মাঝে বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছে বর্ন। মেঝে থেকে উপরে থাকার ব্যবস্থা করেছে ও, দু'পাশের ঝুড়ি ওকে ধরে রেখেছে জায়গামতো। যখন ও ট্রাকটার পেছনে উঠে পড়েছিল তখন লাগিয়ে দিয়েছিল ওটার দরজা। এ ধরনের রেফ্রিজারেশন ট্রাকগুলোয় একটা সেফটি মেকানিজম থাকে যাতে ভিতর থেকে দরজা খোলা বন্ধ করা যায়। নিজের ফ্ল্যাশলাইটটা খানিকক্ষণের জন্য জ্বালিয়ে ঝুড়িগুলোর মাঝ দিয়ে একজনের আসা যাওয়ার মত পথ বানিয়ে নিয়েছিল

BanglaBook.org

ও। ডানপাশের দেয়ালটার উপরের দিকে রেফ্রিজারেশন কমপ্রেসরটার এগজস্ট গ্রিলের অবস্থান।

হঠাৎই খানিকটা ঘাবড়ে গেল ও। ট্রাকটার গতি কমে আসছে, রোড ব্লকটার কাছে এসেছে নিশ্চয়ই। শেষে একদম থমকে গেল ওটা। বলতে গেলে চরম বিপদের ষোলকলা পূর্ণ হলো।

মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে কাটল, তারপর পেছনের দরজাটা খোলার কর্কশ শব্দ শোনা গেল। "তুমি কোনো হিচ-হাইকারকে তুলেছিলে?"

"অ্যাঁ না, না," ট্রাক ড্রাইভার বলল।

"এই ছবিটা দেখ। রাস্তার পাশে দেখেছিলে নাকি এই ব্যাগটাকে?"

"না, স্যার। কখনো দেখি নাই এরে। কি করছে এ?"

"তাজা স্ট্রবেরি," বলল লোকটা। "একটু বোঝেন, অফিসাররা। দরজাটা এভাবে খোলা রাখবেন না। কিছু পচালে টাকা কাটা যাবে আমার।"

ঘোঁত ঘোঁত করল কেউ একজন। মাটি থেকে উপরে যে জায়গায় বর্ন আছে তার নিচে শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইটের আলো খেলা করল কিছুক্ষণ।

"ঠিক আছে," প্রথম পুলিশটা বলল, "বন্ধ কর।"

ফ্ল্যাশলাইটের আলো নিভে গেল, দড়াম করে বন্ধ হল দরজাটা।

ট্রাকটা গিয়ারে নিয়ে ডি.সি'র দিকে তীব্র গতিতে ছুটতে শুরু করার আগপর্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে থাকল বর্ন। মাথাটা ঝিমঝিম করছে ওর। পুলিশগুলো ড্রাইভারকে নিশ্চয়ই সেই ছবিটা দেখিয়েছে যেটা সিএনএন-এ প্রচারিত হচ্ছে।

গাড়িটা এতক্ষণ মোলায়েমভাবে চললেও আধ ঘণ্টার মধ্যেই বারবার গতি কমাতে লাগল, নিশ্চয় শহরে এলাকার ট্রাফিক লাইটের কারণে। বের হবার সময় হয়ে গেছে। দরজাটার কাছে গেল বর্ন। সেফটি লিভারটা টিপল। নড়ল না ওটা। আবার চেষ্টা করল, আরো জোরে। অভিশাপ দিতে দিতে ককলিনের বাড়ি থেকে আনা ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালাল। উজ্জ্বল আলোয় পরিস্কার দেখা গেল মেকানিজমটা জ্যাম হয়ে গেছে।

আটকা পড়ে গেছে বর্ন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর রবার্তা আলোনজো-আর্তিজের সাথে কনফারেন্সে ছিলেন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর। প্রেসিডেন্টের সিচুয়েশন রুম, যেটার অবস্থান হোয়াইট হাইজের ভেতরে, সেখানে একত্র হয়েছেন তারা সবাই। এখান থেকে কয়েকতলা উপরে আছে প্যানেল করা কাঠের সুন্দর সেইসব রুমগুলো যেখানে থাকেন এই বাড়ির সাথে সংশ্লিষ্টরা কিন্তু এখানে পেন্টাগনের ক্ষমতাধরদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। প্রাচীন সভ্যতার মন্দিরগুলোর মতই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে থাকার মত করে বানানো হয়েছে সিটরুমটা। পুরনো সাববেইসমেন্ট থেকে তৈরি করা এ ঘরটার গঠন যেনো ত্রাস সৃষ্টি করে, অজেয় একটা অনুভূতি তৈরি করে।

আলোনজো আর্তিজ, ডিসিআই আর তাদের স্টাফেরা যাদের মধ্যে সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরাও আছে, রিকিয়াভিকের টেরোরিজম সামিটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিল সম্ভবত শততম বারের মত। ওস্কজুলিড হোটেলের ছকবদ্ধ বর্ণনা প্রোজেকশন পর্দায় ফুটে উঠেছে, সেই সাথে প্রবেশপথ, এক্সিট, এলিভেটর, ছাদ, জানালা ইত্যাদির নিরাপত্তা সম্পর্কিত নোটও দেখা যাচ্ছে। হোটেলের সাথে সরাসরি ভিডিও সম্প্রচার ব্যবস্থা লাগানো হয়েছে যাতে ডিসিআই'র দূত জেমি হাল সরাসরি আলোচনায় সম্পৃক্ত হতে পারে।

"ভুলের কোনো ক্ষমা থাকবে না," আলোনজো-আর্তিজ বলল। ধারাল চেহারার মহিলা সে, চোখ উজ্জ্বল আর কৌতুহলোদ্দীপক, চুল জেট-ব্ল্যাক। "এই সামিটের সকল কাজ কাঁটায় কাঁটায় হতে হবে। নিরাপত্তার এতটুকু ত্রুটি ভয়ংকর ফলাফল বয়ে আনতে পারে। গত আঠারো মাস ধরে প্রধান ইসলামিক দেশগুলোর সাথে প্রেসিডেন্ট যে সমঝোতা তৈরি করেছেন তা মুহূর্তেই শেষ হয়ে যেতে পারে। আপনাদের কাউকেই নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই সহযোগীতার আড়ালে ওরা চরমভাবে অবিশ্বাস করে পশ্চিমা মূল্যবোধকে, ইহুদি-খৃস্টানদের ভাবন বিধানকে। ওদের যদি একবার ধারণা হয় আমরা কোনোভাবে ওদের ধোকা দিচ্ছি, তাহলে পরিণতি হবে ধ্বংসাত্মক," টেবিলের চারধারে তাকাল সে আস্তে করে, এটা তার একটা বিশেষ ক্ষমতা, যে কোনো সমাবেশে সে কথা বললে উপস্থিত সবার ধারণা হয় যে তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে। "ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দেখুন। আমরা যা নিয়ে কথা বলছি তার গুরুত্ব কোনো বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে কম নয়। যদি কিছু হয়, যে ভয়ংকর জিহাদ শুরু হবে তা আমরা আগে কখনো তো দেখিই নি বরং কল্পনাও করতে পারবো না।"

নিজের কথা শেষ করে জেমি হালকে কথা বলার সুযোগ দিতে যাচ্ছিল

BanglaBook.org

আলোনজো আর্তিজ কিন্তু তার আগেই কমবয়সী শুকনো একজন ঘরে ঢুকল। ডিসিআই'র কাছে সিল করা একটা খাম দিলো সে।

"ক্ষমা করবেন, ড. অলোনজো-আর্তিজ," খামটা খুলতে খুলতে বললেন তিনি। ভেতরের কাগজগুলো শান্তভাবে পড়লেন তিনি, যদিও তার হার্টবিটের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। আলোচনায় ছেদ পড়াতে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছে আলোনজো-আর্তিজ। তার ভ্রুকুটির সামনে উঠে দাঁড়ালেন ডিসিআই, চেয়ারটা পেছনে ঠেললেন।

আলোনজো-আর্তিজ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আড়ষ্ট হাসি দিলেন। "এত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে ছেড়ে যাবার উপযুক্ত কারণ নিশ্চয়ই আপনার আছে।"

"সেটা আছে, ড. আলোনজো-আর্তিজ," ডিসিআই বুড়ো হলেও ক্ষমতাধর, আর যার ওপর প্রেসিডেন্ট সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেন। রবার্তা আলোনজো-আর্তিজকে গভীরভাবে অপছন্দ করা সত্ত্বেও নিজের সেরা ব্যবহারটা দেখাচ্ছেন তিনি। এর কারণ হচ্ছে প্রেসিডেন্টের সাথে ডিসিআই'র যে সম্পর্ক হবার কথা তা দখল করে নিয়েছে রবার্তা, আর অন্য কারণ হচ্ছে সে একজন মহিলা। এজন্যই নিজের হাতে থাকা ক্ষমতাটা প্রয়োগ করলেন তিনি, কনফারেন্স ছেড়ে যাবার কারণটা সাথে সাথে প্রকাশ করলেন না।

আরো শক্ত হয়ে গেল ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর রবার্তা আলোনজো অর্তিজের হাসি। "সেক্ষেত্রে সমস্যাটার একটা বিস্তারিত বিবরণ চাই আমি, যত শীঘ্র সম্ভব।"

"অবশ্যই," বললেন ভিসিআই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়তে চাচ্ছেন। সিটরুমের দরজাটা পেছনে বন্ধ হয়ে যাবার পর শুকনো গলায় যোগ করলেন তিনি, "ইয়োর হাইনেস।"

জোর করে হাসল বার্তাবাহক ফিল্ড অফিসার।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই হেডকোয়ার্টারে পৌছে গেলেন ডিসিআই, যেখানে এজেন্সি'র ডায়রেক্টরেটদের মিটিংটা তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। মিটিংয়ের বিষয় : আলেকজান্ডার ককলিন আর মো পানোভের মৃত্যু প্রধান সন্দেহভাজন : জেসন বর্ন।

মিটিংয়ের সবাই ফ্যাকাশে মুখো নিখুঁতভাবে কাটা সুট পরা চকচকে টাই আর পালিশ করা জুতোওয়ালা ভদ্রলোক। হাল ফ্যাশনের জামা এদের জন্য নয়। তাদের জামা কাপড়ের মতই অপরিবর্তনীয় এই লোকগুলো যেনো বেল্টের নিচে ক্ষমতা নিয়ে ঘোরেন। রক্ষণশীল চিন্তাভাবনার এই ভদ্রলোকেরা এসেছেন রক্ষণশীল পরিবার থেকে। পড়েছেন রক্ষণশীল কলেজে। আত্মবিশ্বাসী এই মানুষগুলো জানে কি করে কোনো কাজ সমাধা করতে হয়। এরা এখন চেপে আছেন সিক্রেট ওয়ার্ল্ডের মাথায়। আর এদের ক্ষমতার হাত ছড়িয়ে চারদিকে, বহুদূর পর্যন্ত।

কনফারেন্স রুমে ডিসিআই ঢোকামাত্রই লাইট কমিয়ে দেয়া হল। একটা স্ক্রিনে লাশ দু'টোর আসল অবস্থার ফরেনসিক ছবি ভেসে উঠল।

BanglaBook.org

"খোদার কসম, নামান ওগুলো!" চেঁচিয়ে উঠলেন ডিসিআই। "কুরুচিপূর্ণ। ওনাদেরকে এভাবে, এই অবস্থায় দেখা উচিত নয় আমাদের।"

ডিডিসিআই মার্টিন লিনড্রস একটা বোতাম টেপা মাত্রই স্ক্রিনটা ফাঁকা হয়ে গেল। "সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, কাল আমরা নিশ্চিত হয়েছি ককলিনের ড্রাইভওয়েতে ওটা ডেভিড ওয়েবের গাড়িই ছিল।" বস গলা খাঁকারি দেয়ায় কথা থামালেন তিনি।

"সোজাসুজিভাবেই বলা যাক," সামনে ঝুঁকলেন ডিসিআই, চকচকে টেবিলের ওপর রাখলেন মুঠি দুটো "গোটা দুনিয়া এই...এই লোকটাকে জেসন বর্ন হিসেবে চিনবে না, চিনবে ডেভিড ওয়েব হিসেবে। কিন্তু আমরা জেসন বর্ন নামটাই ব্যবহার করব।"

"ঠিক আছে স্যার," বলল লিনড্রস। ডিসিআই'র খারাপ মুডকে আরো খারাপ করতে চায় না সে। কথা বলার আগে নোট দেখল না লিনড্রস, সব ডিটেল স্পষ্টভাবে ভাসছে তার মনের মাঝে। "ওয়েব, মানে বর্নকে শেষ দেখা গেছে জর্জটাউন ক্যাম্পাসে, জোড়া খুনের একঘণ্টা আগে। এক প্রত্যক্ষদর্শী ওকে দেখেছে ওর গাড়ির দিকে ছুটে যেতে। আমরা নিশ্চিত করতে পারি সে সোজা অ্যালেক্স ককলিনের বাড়ির দিকেই ড্রাইভ করেছিল। খুন যে সময় হয়েছে তার কাছাকাছি সময়ে বর্ন ওই বাড়িতেই ছিল। মিডিয়া রুমের একটা অর্ধেক খাওয়া স্কটের গ্লাসে তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেখা গেছে।"

"বন্দুকটা?" জিজ্ঞেস করলেন ডিসিআই। "ওটা দিয়েই কি মারা হয়েছে?"

মাথা ঝাঁকালেন লিনড্রস। "আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেছেন।"

"ওটা কি বর্নেরই, মার্টিন, তুমি নিশ্চিত?"

লিনড্রস একটা ফটোকপি করা শিট ছড়িয়ে দিলেন ডিসিআই'র সামনের টেবিলে। "খুনের অস্ত্রটা যে ডেভিড ওয়েবের তা ওটার রেজিস্ট্রেশন দেখে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আমাদের ডেভিড ওয়েবের।"

"কুত্তার বাচ্চা।" হাত কাঁপছে ডিসিআই'র। "ওই হারামজাদার আঙুলের ছাপ কি আছে ওটায়"?

"মুছে পরিস্কার করা হয়েছিল অস্ত্রটা," বললেন লিনড্রস, আরেকটা শিট দেখালেন। "আঙুলের ছাপ নেই।"

"ওস্তাদের মার আর কি," হঠাৎ ক্লান্ত দেখাল ডিসিআইকে। একজন পুরনো বন্ধুকে হারানো সোজা কথা নয়।

"হ্যা, স্যার, ঠিক বলেছেন।"

"আর বর্নের কি খবর?" গর্জে উঠলেন ডিসিআই। ওই নামটা উচ্চারণ করাও এখন তার কাছে কষ্টকর।

"সকালে একটা খবর পেয়েছিলাম, বর্ন একটা রোডব্লকের কাছে অবস্থিত

BanglaBook.org

ভার্জিনিয়া মোটেলে আশ্রয় নিয়েছিল।" বললেন লিনড্রস। "এলাকাটা ঘিরে ফেলা হয়েছিল সাথে সাথে, একটা অ্যাসল্ট টিম পাঠানো হয়েছিল মোটেলটায়। বর্ন যদি ওখানে থেকেও থাকত তবে আগেই ভেগেছিল নিরাপত্তা বেষ্টনী গলে। বলা যায় বাতাসেই মিশে গিয়েছিল।"

"গড ড্যাম ইট!" লাল হয়ে গেছে ডিসিআই'র গাল দু'টো।

লিনড্রসের অ্যাসিসন্ট্যান্ট নিঃশব্দে এসে তাকে এক শিট কাগজ দিলো। খানিকক্ষণ পড়লেন তিনি ওটা, তার পর মুখ তুললেন। "বর্নের বাসায় একটা টিম পাঠিয়েছিলাম আগেই। টিমটা বাসাটাকে তালাবদ্ধ আর খালি অবস্থায় পেয়েছে। বর্নের স্ত্রী আর দুই বাচ্চার চিহ্নও নেই। বিস্তারিত তদন্তে জানা গেছে বাচ্চা দুটো স্কুলে গিয়েছিল কিন্তু কোনো কারণ না দেখিয়েই ওদেরকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়।

"এতেই বোঝা যায়," ডিসিআই'কে দেখে মনে হচ্ছে যেনো তার সন্ন্যাস রোগ হয়েছে। "সব সময় ও আমাদের থেকে এক কদম এগিয়ে থাকছে কারণ খুনগুলো আগে থেকেই প্ল্যান করা।" ল্যাঙলি'তে ড্রাইভ করে আসার সময় আবেগের মাঝে নিজেকে হারিয়ে যেতে দিয়েছেন তিনি। অ্যালেক্সের খুন আর আলোনজো আর্তিজের আচার ব্যবহারের কারণে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে এজেন্সিতে এসেছেন তিনি। এখন ফরেনসিক প্রমাণ পেয়ে এক কথায় বর্নকে দোষী বানিয়ে দিয়েছেন ডিসিআই।

"স্পষ্টতই, শয়তান ভর করেছিল জেসন বর্নের ওপর," বললেন বৃদ্ধ ডিসিআই, এখনো দাঁড়িয়ে কাঁপছেন বিশ্বস্ত বন্ধু। "কত অসংখ্যবার যে তিনি তার সংস্থা ও দেশের জন্য নিজের জীবন বাজি রেখেছিলেন আমি নিজেও জানি না। আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন একজন দেশ প্রেমিক। তার জন্য আমরা গর্বিত।"

লিনড্রস নিজে ভেবে দেখছিলেন খুবার তিনি শুনেছেন ডিসিআই ককলিনের বেপরোয়া পদ্ধতি, দুঃসাহসী মিশন গোপনীয় বিষয়গুলোর প্রশংসা করছেন। মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা ভাল বটে ভাবল লিনড্রস কিন্তু তবুও এই বিজনেসে এটা ভুললে চলবে না এজেন্টদের অতি মাত্রায় দুঃসাহসী কাজগুলো আসলে ঝোকামী। এই তালিকায় অবশ্য জেসন বর্নও পড়ে। বর্ন ছিল সবচেয়ে খারাপ ধরনের স্লিপার এজেন্ট, কারণ নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে না স্লিপার এজেন্টদের। বর্ন নিজের ইচ্ছায় সক্রিয় হয় নি কখনো, পরিস্থিতির চাপে পড়েই হয়েছে। লিনড্রস নিজে বর্নের সম্বন্ধে বেশি কিছু জানে না। সে ঠিক করল এই বৈঠকটা শেষ হওয়া মাত্রই নিজের এই জ্ঞানের অভাব দূর করবে।

"ককলিনের যদি একটা দুর্বল জায়গা থেকে থাকে তবে সেটা হল জেসন বর্ন," ডিসিআই বলে চললেন। "ওর বর্তমান স্ত্রী মেরিকে বিয়ে করার অনেক বছর আগে বর্ন ওর থাই বউ আর দুই বাচ্চাকে হারিয়ে ছিল নমপেনে, একটা অ্যাটাকের শিকার হয়ে। রাগে-দুঃখে অর্ধউন্মাদ বর্নকে সাইগনের রাস্তা থেকে তুলে এনে ট্রেনিং

BanglaBook.org

দিয়েছিলেন ককলিন। কয়েক বছর পর মো পানোভের চিকিৎসা সত্ত্বেও বর্নকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কোনোভাবে ককলিন নিজেও পড়ে গিয়েছিলেন জেসন বর্নের প্রভাবে।

"আমি বহুবার অ্যালেক্সকে সতর্ক করেছি, আমাদের ফরেনসিক সাইকোলজিস্টদের হাতে বর্নকে তুলে দেবার অনুরোধ করেছি কিন্তু তিনি রাজি হন নি। ঈশ্বর অ্যালেক্সের আত্মাকে শান্তি দিন; তিনি ছিলেন একগুঁয়ে, বিশ্বাস করতেন বর্নকে।"

ঘামে ভিজে গেছে ডিসিআই'র মুখ, রুমের চারদিকে তাকালেন তিনি। "তার ফল কি হল? যাকে তারা সম্পদ ভেবে পুষছিলেন সেই তাদেরকেই কুকুরের মত গুলি করে মারল। সত্যি কথাটা হল, বর্নকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। ও একটা বিষাক্ত, ভয়ংকর সাপ, আর কিছু না।" কনফারেন্স টেবিলে কিল দিলেন ডিসিআই। "এই মুহূর্তে জেসন বর্নকে হত্যা করার আদেশ দিলোম আমি, পৃথিবীর যেখানেই তাকে পাওয়া যাক না কেন।"

ঠাণ্ডায় কাঁপছে বর্ন, শিউরে উঠছে বারবার। উপরে তাকাল, রেফ্রিজারেশন ভেন্টের ওপর আলো ফেলল। মাঝের জায়গাটায় চলে এল আবার, ডান দিকের ঝুড়িগুলোর সারি বেয়ে উঠতে লাগল হাঁচড়ে পাঁচড়ে যতক্ষণ না ঝাঁঝরিটার কাছে উঠে এল। ছুরিটা বের করল। ওটার কিনারা ব্যবহার করে গ্রিলটার স্ক্রুগুলো খুলল। ভোরের মৃদু আলো এসে পড়ল ভেতরে। দেখে মনে হচ্ছে চাপাচাপি করে বের হওয়া যাবে কোনোমতে, অন্তত ও এই আশাই করে।

কাঁধ দুটো নামিয়ে ফাঁকটার ভেতর নিজেকে ঠেসে দিতে লাগল ও, এদিক ওদিক মোচড়ামুচড়ি করছে দেহটা। প্রথম কয়েক ইঞ্চি ঠিকভাবেই যেতে পারল তারপরই হঠাৎ থেমে গেল ওর গতি। নড়তে চাইলেও নড়তে পারল না, আটকে গেছে, ফুসফুসের সমস্ত বাতাস বের করে দিয়ে শরীরের উপরের অংশটা চাপমুক্ত করার চেষ্টা চালাল বর্ন, সেই সাথে ঠেলতে লাগল পা দিয়ে। একটা ঝুঁড়ি নড়ে উঠে সরে গেলেও ইঞ্চিখানেক সামনে এগোতে পারল। পা দুটো আবার নামিয়ে দিয়ে নিচের ঝুঁড়িগুলোর সারিটা ছুঁতে পারল। জুতার গোড়ালী দুটো উপরের বারের সাথে ঠেকিয়ে ঠেলা দেওয়ায় আবার এগোতে পারল ও। সাবধানে, ধীরে ধীরে ওই প্রক্রিয়ার পুণরাবৃত্তি করে শেষপর্যন্ত নিজের মাথা আর কাঁধ বের করতে পারল বর্ন। উপরে গোলাপী আকাশ আর সাদা তুলোর মতো মেঘ দেখা যাচ্ছে। শরীরটা উপরের দিকে তুলে ছাদের কিনারা ধরল। টেনে বাকি শরীরটা বের করে ছাদের ওপর উঠল।

পরের স্টপলাইটে গাড়িটা থামতেই লাফিয়ে নামল, মাথা আর কাঁধ নামিয়ে শরীরটাকে গোল বলের মত করে নিয়েছে যাতে চোট না লাগে। উঠল ও, ফুটপাতে

BanglaBook.org

হাটা শুরু করল, ধুলো ঝেড়ে ফেলল গা থেকে। রাস্তাটা নিঝুম, কেউ নেই প্রায়। পাশ দিয়ে নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে যেতে থাকা গাড়িটার আরোহীর দিকে সংক্ষিপ্ত একটা স্যালুট দিলো ও। লোকটা কিছু সন্দেহ করে নি।

ডি.সি'র এখন উত্তরপূর্ব দরিদ্র জেলার শহরতলীতে আছে। আলোকিত হয়ে উঠছে আকাশটা, সূর্যের আলোয় ভোরের লম্বা ছায়াগুলো পালাচ্ছে। দূরে ট্রাফিকের শব্দ আর পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা যাচ্ছে। লম্বা শ্বাস টানল বর্ন। শহরের দুর্গন্ধ ছাপিয়েও বাতাসটা তাজা মনে হচ্ছে ওর। সারা রাত পালিয়ে বেড়িয়ে এখন খোলা হাওয়ায় স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছে।

হাটতে থাকল, যতক্ষণ না চটে যাওয়া লাল সাদা আর নীল রঙের সরু পতাকাগুলো দেখতে পেল। ভাড়া গাড়ির পার্কিংলট এটা, বন্ধ আছে এখনো। জনশূন্য লটের ভেতর হেটে গেল, বেছে নিল একটা গাড়ি। গাড়িটার নাম্বার প্লেট পাল্টে নিল অন্য একটা গাড়ির সাথে, খানিকক্ষণ তালাটা নিয়ে খুটুর খাটুর করে ড্রাইভারের সিটের পাশের দরজাটা খুলে ফেলল। ইগনিশনের তার নিয়ে খানিকক্ষণ কসরৎ করার পর এঞ্জিনটা চালু হয়ে গেল। খানিক বাদেই দেখা গেল গাড়িটা ড্রাইভ করে রাস্তা দিয়ে চলছে।

একটা রেস্তোরাঁর সামনে থামল, যেটার সামনের অংশ দেখে মনে হচ্ছে পঞ্চাশের দশকের কোনো বাড়ির ধ্বংস স্তূপ। বড় একটা কফি কাপের রেপ্লিকা বসানো ছাদের ওপর, ওটার নিয়ন লাইটগুলো বহু আগেই পুড়ে গেছে। ভেতরের বাতাস ধোঁয়াটে। কফি আর গরম তেলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বর্নের বামে একটা লম্বা ফরমিকা কাউন্টার আর ক্রোমিয়ামের টুলের সারি। ডানে আলোকিত জানালার পাশে অলাদা আলাদা বুথের ভেতর জুকবক্সের সারি। কোয়ার্টার ডলার খরচা করলেই যে কোনো গান বাজানো যাবে জুকবক্সগুলোয়।

ভেতরের সবাই কৃষ্ণাঙ্গ, দরজা বন্ধ করে বর্ন ভেতরে ঢোকার সাথে সাথেই যেনো ওর সাদা চামড়া আলাদাভাবে দেখা যেতে লাগল অন্যদের মাঝে। ওর হাসিটা ফিরিয়ে দিলো না কেউ। অনেকে স্রেফ অবজ্ঞা করল ওকে, আর বাকিদের দেখে মনে হল বর্ন যেনো একটা অশুভ কিছু।

অবন্ধুসুলভ দৃষ্টিগুলোর সামনে দিয়েই হেটে গিয়ে একটা নোংরা বুথে গেল ও। কমলা-চুলো এক ওয়েইট্রেস একটা মেনু–যেটা দিয়ে সম্ভবত মাছি মারা হয়–এনে রাখল ওর সামনে। ধোঁয়া ওঠা কফিতে ভরিয়ে দিলো ওর কাপটা। উজ্জ্বল, অতিরিক্ত মেকআপ নেয়া দুটো চোখ দিয়ে মলিন মুখের ওয়েইট্রেস কৌতুহল নিয়ে কিংবা কিছুটা যেনো সহানুভূতি নিয়ে নিরীক্ষণ করল ওকে। "ওদের চাহনি দেখে কিছু মনে করো না, ভাই," দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। "ওরা ভয় পায় তোমাকে।"

অদ্ভুত এক ব্রেকফাস্ট খেল ও : ডিম, বেকন আর হোম ফ্রাই; সব গিলে নামাল কফি দিয়ে। কিন্তু ক্লান্তিটা দূর করতে প্রোটিন আর ক্যাফেইনটা চাই, অন্তত তখন।

BanglaBook.org

ওয়েইট্রেস আবার কফি দেবার পর কাপে চুমুক দিতে লাগল, লিংকন ফাইন টেইলার্স কখন খুলবে তার অপেক্ষা করছে আসলে। অবশ্য অলস বসে রইল না। অ্যালেক্সের মিডিয়া রুম থেকে যে নোটপ্যাডটা এনেছিল সেটা বের করে ওটার ওপরের লেখার ছাপটা দেখল আবার এনএক্স২০। শব্দটা কানের মাঝে ঝমঝমিয়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক কিছুর কথা মনে পড়ে যায়। অবশ্য এটা যে কোনো কিছু হতে পারে, যেমন একটা নতুন মডেলের কম্পিউটার।

মুখ তুলে তাকিয়ে আশেপাশে আসতে যেতে থাকা লোকগুলোকে দেখল। ওদের কথা বলার বিষয় হল ওয়েলফেয়ার চেক, ড্রাগের দাম, পুলিশের লাঠিপেটা, স্বজনের হঠাৎ মৃত্যু, জেলে থাকা বন্ধুর অসুস্থতা। এটাই ওদের জীবন, এশিয়া বা মাইক্রোনোশিয়ার মানুষের জীবনের চাইতেও বর্নের কাছে অপরিচিত এটা। রেস্তোরাঁটার ভেতরের আবহাওয়া যেনো ভারি হয়ে আছে ওদের দুঃখে, কষ্টে ক্ষোভে।

এমন সময় একটা পুলিশের গাড়ি গেল রেস্তোরাঁটার পাশ দিয়ে, যেনো সাগরে সাঁতরাতে থাকা একটা হাঙ্গর। রেস্তোরার ভেতরের সবার নড়াচড়া থেমে গেল, যেনো ফটোর ফ্রেমে আটকে গেছে সবাই। মাথা ঘুরিয়ে ওয়েইট্রেসের দিকে তাকাল বর্ন, গাড়িটার টেইল লাইটের দিকে তাকিয়ে আছে ওয়েইট্রেস। গাড়িটা চলে যেতেই সম্মিলিত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস শোনা গেল সবার থেকে। বর্ন নিজেও কম স্বস্তি পেল না। মনে হয় আশেপাশের সবার সাথে ভালভাবে মিশে যেতে পেরেছে ও।

যে লোকটা ওকে মারতে চাইছিল তার কথা ভাবতে শুরু করল। তার চেহারায় একটা এশিয়ান ছাপ ছিল আবার পুরো এশিয়ান বলারও জো নেই। চেনা চেনা একটা ভাব কি ছিল খাড়া, ইউরোপিয়ান টাইপের নাকের মধ্যে, বা ভরাট এশিয়ান টাইপের নাকের মধ্যে? তাকে কি অতীত জীবনে চিনত বর্ন, ভিয়েতনামে? কিন্তু না। সেটা তো অসম্ভব। যতদূর দেখেছিল বর্ন, ওই যুবকের বয়স বেশি হলে ত্রিশের কাছাকাছি, যার মানে বর্ন যখন ওখানে ছিল তখন ওর বয়স খুব বেশি হলে পাঁচ বা ছয় বছর ছিল। তাহলে কে ছিল সে, আর সে চায়-ই বা কি? প্রশ্নটা যেনো তাড়া করতে লাগল বর্নকে। হঠাৎ নিজের অর্ধেক শেষ করা কফির কাপটা নামিয়ে রাখল। কফিটা যেনো ওর পাকস্থলীকে ফুটো করে দিয়েছে।

খানিক বাদে চুরি করা গাড়িটায় ফিরে রেডিও অন করে ডায়াল ঘোরাতে লাগল ও। একজন সংবাদ পাঠককে টেরোরিজম সামিটের খবর পড়তে শোনা গেল। তারপর সংক্ষেপে জাতীয় আর আঞ্চলিক সংবাদ পড়া হল। তাতে প্রথমেই বলা হল অ্যালেক্স ককলিন আর মো পানোভের মৃত্যুর খবর কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কোনো নতুন তথ্য তাতে নেই।

"আরো সংবাদ আসছে, "সংবাদ পাঠক বলল, "কিন্তু প্রথমে এই জরুরি মেসেজ..."

"এই জরুরি মেসেজ," সেই মুহূর্তেই প্যারিসের সেই শাম্প এলিসি আর আর্ক

BanglaBook.org

দ্য ট্রায়াম্ফের দৃশ্য শোভিত অফিস যেনো উড়ে চলে এল বর্নের দিকে, ভুলিয়ে দিলো রেস্তোরা আর আশপাশের মানুষজনের কথা। ওর পাশেই এখন একটা চকলেট রঙা চেয়ার দেখা যাচ্ছে, ওটা থেকেই উঠেছে ও এইমাত্র। ওর ডান হাতে একটা কৃস্টালের গ্লাস, অ্যাম্বারের মত রঙের তরলে অর্ধেক ভরা। একটা গভীর ভরাট, ছন্দে ভরা কণ্ঠ কিছু বলছে, সম্ভবত জানতে চাইছে বর্নের যে সব জিনিস দরকার তা ও কখন চায়। "চিন্তা করো না বন্ধু," বলল কণ্ঠটা, তার ইংরেজি বিকৃত হয়ে গেছে কড়া ফ্রেঞ্চ টানে। "এই গুরুত্বপূর্ণ মেসেজটা দিতে চাচ্ছি আমি তোমাকে।"

ওর মনের দৃশ্যটপে ঘুরল ও, কে কথা বলছে দেখতে চায়। কিন্তু একটা ফাঁকা দেয়াল ছাড়া কিছু দেখা গেল না। স্মৃতিটা উবে গেছে ঠিক সেই স্কচের গন্ধের মতই, বর্নকে রেখে গেছে ভাঙা রেস্তোরাঁর ময়লা জানালার বাইরে।

প্রচণ্ড উত্তেজনার বশে সেলফোনটা তুলে নিয়ে স্পালকোকে কল করল খান। লাইন পেতে সময় লাগল বটে, তবে পাওয়া গেল ঠিকমতই।

"হঠাৎ ধন্য করলে কেন আমাকে, খান?" স্পালকোকে বলতে শোনা গেল। ভালভাবে শুনে তার স্বরে সামান্য স্খলিত ভাবটা টের পেল খান, বুঝল ভ্রুঙ্ক করছিল সে। স্পালকোর স্বভাব সম্পর্কে তার নিজের চেয়েও ভালভাবে জানে খান। ও জানে স্পালকো মদ, সিগারেট আর নারী ভালবাসে, অবশ্য ঠিক এই ক্রমানুসারে নয়। এই তিনটেকে ভোগ করার ব্যাপারে তার ক্ষমতা বিস্ময়কর। খান ভাবল, স্পালকোর গলা শুনে যতটা মনে হচ্ছে তার অর্ধেক মাতালও যদি সে হয়ে থাকে, তাহলে সুবিধা পাবে ও। স্পলকো পুরো সজাগ থাকলে এটা পেত না খান।

"তুমি মানে আপনি আমাকে যে কাগজপত্রগুলো দিয়েছিলেন তার তথ্য আমার কাছে অসত্য বলে মনে হচ্ছে, নিদেনক্ষে সেগুলোকে অসম্পূর্ণ বলা যায়।"

"কেন তুমি এরকম দুঃখজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে?" সাথে সাথে কঠিন হয়ে গেছে কণ্ঠটা, পানি জমে বরফ হবার মত।

দেরিতে হলেও খান বুঝল বেশি উগ্র ভাষায় কথা বলে ফেলেছে ও। হতে পারে স্পালকো এক মহান চিন্তাবিদ কিংবা তার ভাষায় যুগান্তকারী কিন্তু তার অস্তিত্বের গভীরে সে আসলে স্রেফ সহজাত প্রবৃত্তির বশে চলে। অর্থাৎ উগ্রতার জবাব উগ্রতা দিয়েই দিচ্ছে সে মদের প্রভাব কাটিয়ে উঠে। সযত্নে গড়া পাবলিক ইমেজটা বাইরের জিনিস শুধু, ভেতরে ভেতরে ভয়ঙ্কর মেজাজ, ভেতরে আসলে ঘটে যায় অনেক কিছু।

"আমার কাছে ওয়েবের আচরণ অদ্ভুত লেগে ছিল," নরমভাবে বলল খান।

"ওহ্? তা কিভাবে অদ্ভুত লাগল?" স্পালকোর গলার স্বর আবার আলসে, স্খলিত হয়ে গেছে।

"ওর আচরণ আর যাই হোক কোনো কলেজের প্রফেসরের মত লাগে নি।"

BanglaBook.org

"আমি তো বুঝছি না কেন ওটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তুমি। ওকে মেরে ফেল নি?"

"এখনো না," নিজের পার্ক করা গাড়িতে বসা খান জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রাস্তায় একটা বাসস্টপে ওর পাশ দিয়ে যাওয়া একটা বাসকে থামতে দেখল। ওটার দরজাটা শব্দ করে খুলে যাওয়ার পর ভেতর থেকে মানুষজন বের হল একজন বুড়ো মানুষ, দুটো কমবয়সী ছেলে, ছোট একটা বাচ্চা সাথে একজন মহিলা।

"আচ্ছা, তাহলে পরিকল্পনায় কোনো চেঞ্জ এসেছে নাকি?"

"আপনি তো জানেন আমি ওকে মারার আগে ওকে নিয়ে খেলতে চাই।"

"অবশ্যই কিন্তু সে খেলা চলবে কতক্ষণ?"

কথার দাবা চলছে যেনো একটা আর এটা কতটা নড়বড়ে সেটা খান শুধু অনুমানই কতে পারে। ওয়েবের ব্যাপারটা কেমন ছিল? স্পালকো কেন ওকে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করল, সরকারী লোক ককলিন আর পানোভকে খুন করাল? সেক্ষেত্রে, কেন ওদেরকে মারার নির্দেশ দিয়েছিল স্পালকো? তবে খানের সন্দেহ নেই স্পালকোই ওয়েবকে নির্দেশ দিয়েছিল।

"যতক্ষণ না আমি তৈরি হচ্ছি। যতক্ষণ না ও টের পাচ্ছে কে আসছে ওর জন্য।"

খান দেখল মহিলাটা তার বাচ্চাকে ফুটপাতে নামিয়ে রাখল। হাটতে গিয়ে বাচ্চাটা টলমল করে ওঠায় হেসে উঠল মহিলা। মাথা ঘুরিয়ে উপরে তাকিয়ে বাচ্চাটাও হাসল।

"দ্বিতীয় কোনো ভাবনা ভাবছ নাকি তুমি?"

খানের মনে হল স্পালকোর গলায় যেনো একটা টানটান ভাব আর একাগ্রতা শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ করেই তার মনে হল স্পালকো আদৌ মাতাল ছিল কিনা। কেন ওয়েবকে খুন করা জরুরি সেটা জিজ্ঞেস করবে নাকি? কিন্তু শেষতক বাতিল করল চিন্তাটা কারণ তাতে ওর নিজেরই ফাঁদে পড়ে যাবার ভয় আছে। "না, অন্য কোনো ভাবনা নেই," বলল খান।

"কারণ ভেতরে ভেতরে আমরা একই, তুমি আর আমি, আমাদের নাসারন্ধ্র ফুলে ওঠে মৃত্যুর গন্ধ পেলে।"

চিন্তায় মগ্ন খান কিভাবে সাড়া দেবে ভেবে না পেয়ে সেলফোনটা বন্ধ করল। জানালায় হাত রেখে আঙুলের ফাঁক দিয়ে মহিলাটা আর বাচ্চাকে দেখতে লাগল ও। ছোট ছোট পদক্ষেপে হাটছে মহিলাটা, টলমলে বাচ্চাটার সাথে তাল মেলানোর জন্য।

স্পালকো মিথ্যে বলছিল, জানে খান, ঠিক যেমন সে নিজে মিথ্যে বলছিল খানকে। এক মুহূর্তের জন্য যেনো ফোকাস হারিয়ে ফেলল ওর চোখ, কম্বোডিয়ার জঙ্গলে যেনো ফিরে গেল ও। ওখানে ভিয়েতনামি এক অস্ত্র পাচারকারীর সাথে ছিল বছরখানেক। পাগলা কুকুরের মত শিকলে বেঁধে রাখা হত ওকে, পেটানো হত, খেতে

BanglaBook.org

দেয়া হত খুব কম। পালানোর তৃতীয় প্রচেষ্টার সময় ও বুঝেছিল ঠিক কি করতে হবে, আর তাই ল্যাট্রিনের গর্ত খোঁড়ার কোদালের মত মুখওয়ালা বেলচা দিয়ে পিটিয়ে অচেতন অস্ত্র পাচারকারীর মাথাটা থেঁতলে দিয়েছিল। দশ দিন ধরে পালিয়ে বেরিয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খাবার পর রিচার্ড উইক নামের এক আমেরিকান মিশনারি নিয়ে যায় ওকে। খান পেল খাবার, জামাকাপড়, হট বাথ আর পরিস্কার বিছানা। তার বদলে মিশনারির কাছে ইংরেজি শিখতে হল ওকে। পড়তে শেখার পরপরই ওকে একটা বাইবেল দেয়া হল, যেটা মুখস্ত করতে হত ওকে। ও বুঝল, উইক তাদের জীবনে 'সভ্যতা' আনতে চায়, 'মুক্তি' নয়। দুয়েকবার বুদ্ধের আদর্শের কথা উইককে বোঝাতে চেয়েছিল ও কিন্তু কম বয়সী হওয়ায় আর খুব ভালভাবে জানা না থাকায় ব্যাপারটা ঠিকমত বোঝাতে পারে নি। অবশ্য উইকও আগ্রহী ছিল না। ঈশ্বর আর ত্রাতা জিশু ধর্মের যে লোকের বিশ্বাস নেই তার সাথে কোনো লেনদেন ছিল না উইকের।

বর্তমানে ফিরে এল খান। মহিলাটা এখন তার বাচ্চাকে নিয়ে জীর্ন-শীর্ণ রেস্তেরাঁটা পেরিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার ওপারেই একটা গাড়ির কাঁচের ভিতর দিয়ে সেই লোকটাকে দেখা যাচ্ছে যাকে ডেভিড ওয়েব বলে চেনে খান। ওয়েবকে বাহাদুরি দিতেই হয়। ককলিনের এস্টেটের কিনারা থেকে এই মলিন রাস্তায় খানকে টেনে এসেছে ও। যে লোকটা ককলিনের এস্টেটের উঁচু রাস্তাটা থেকে ওদের দেখছিল তাকে অবশ্য দেখে ফেলেছিল খান। ওয়েবের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে রাস্তাটায় উঠে আসার পর অবশ্য লোকটার দেখা আর পায় নি খান। অবশ্য ওখান থেকে সে নিজেই ইনফ্রারেড ফিল্ড গ্লাস দিয়ে হাইওয়েতে ওয়েবের আনাগোনা লক্ষ্য করতে শুরু করেছিল। ওয়েব গাড়িটায় উঠে পড়ার পর ওকে ফলো করতে প্রস্তুত ছিল খান। এখনো ওয়েবকে দেখছে ও, বুঝতে পারছে যেটা স্পালকো আগেই বুঝেছিল : ওয়েব ভয়ংকর বিপজ্জনক। এমন লোকই তো শ্বেতাঙ্গ হয়েও কৃষ্ণাঙ্গ লোকে ভরা রেস্তোরাঁয় নির্বিকার থাকতে পারে। ওকে এখন দেখে একা মনে হচ্ছে, অবশ্য খান নিশ্চিত না, একাকীত্ব ওর কাছে একদম অপরিচিত জিনিস।

আবার মা ও শিশুর দিকে তাকাল সে। ওদের হাসি ভেসে আসছে ওর কাছে, যেনো অলীক স্বপ্ন একটা।

BanglaBook.org

ন'টা বেজে পাঁচ মিনিটে আলেকজান্দ্রিয়ার লিংকন ফাইন টেইলার্সে পৌছাল বর্ন। ওল্ড টাউনের অন্যান্য ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মতই দেখতে দোকানটা। লাল ইটের ফুটপাতটা পরে হল ও, দরজাটা ঠেলে খুরে ভেতরে ঢুকল। দোকানটার পাবলিক এরিয়াকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে বামের কাউন্টার থেকে ডানের কাটিং টেবিল পর্যন্ত একটা কোমর সমান উঁচু ক্যারিয়ার দিয়ে। কাউন্টারের খানিক পেছনে

সেলাই মেশিনগুলোকে চালাতে থাকা তিন ল্যাটিন আমেরিকান মহিলা ওর দিকে একবার তাকালও না। কাউন্টারে থাকা ফুলহাত শার্ট আর খোলা ডোরাকাটা ভেস্ট পরা শুকনো লোকটা ভুরু কুঁচকে নিচের কোনোকিছুর দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটার কপাল উঁচু গম্বুজাকৃতির, হালকা বাদামি মাথার চুল, ঝুলে পড়া গাল আর ঘোলাটে চোখ। চশমাটা কপালের ওপর তুলে রাখা। নিজের বাজপাখির মত নাকটায় চিমটি দেবার বদভ্যাস আছে তার। বর্ন ঢোকার সময় সে নজর দেয় নি কিন্তু বর্ন কাউন্টারের দিকে এগিয়ে আসার সময় চোখ তুলে তাকাল।

"বলুন?" গলায় আকাঙ্খা নিয়ে বলল সে। "কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"আপনি লিওনার্দ ফাইন? বাইরের জানালায় আপনার নাম দেখলাম।"

"ওটাই আমি," বলল ফাইন।

"অ্যালেক্স পাঠিয়েছে আমাকে।"

চোখ পিটপিট করল দর্জি। "কে?"

"অ্যালেক্স ককলিন," পুণরাবৃত্তি করল বর্ন। "আমার নাম জেসন বর্ন।" চারপাশে তাকাল ও। কেউ অবশ্য ওদের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিচ্ছে না। বাতাসে গুঞ্জন তুলছে সেলাই মেশিনের আওয়াজ।

খুব আলতোভাবে সরু নাকের ওপর চশমাটা নামাল ফাইন। বানোয়াট ঐকান্তিকতা নিয়ে চশমার ভেতর দিয়ে উঁকি দিলো বর্নের দিকে।

"আমি তার একজন বন্ধু," বলল বর্ন, লোকটাকে বিষয়টা বোঝানোর প্রয়োজনীয়তা টের পাচ্ছে।

"মি: ককলিনের কোনো কাপড় তো এখানে নেই।"

"আমার মনে হয় না কোনো কাপড় সে এখানে দিয়েছে," বলল বর্ন।

নাকে চিমটি কাটল ফাইন, কষ্টে আছে যেনো সে।

"আপনি বললেন, একজন বন্ধু?"

"বহু বছর ধরেই বন্ধু।"

আর কিছু না বলে কাউন্টারে ঢোকার দরজাটা খুলে দিলো ফাইন। "এটা নিয়ে বোধহয় আমার অফিসে বসে আলোচনা করাই ভাল হবে।" একটা দরজা পেরিয়ে বর্নকে নিয়ে একটা ধুলোমাখা, আধা আর অস্ত্রের গন্ধে ভর্তি করিডোর ধরে চলল।

অফিসটায় বিশেষ কিছু নেই। ছোট ঘরটার মেঝেতে ময়লা কার্পেট পাতা, মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে আবার কতগুলো পাইপ। একধারে একটা তোবড়ানো ধাতব ডেস্ক আর সুইভেল চেয়ার। দুটো মেটাল ফাইলিং কেবিনেট আর কার্ডবোর্ড বাক্সের স্তূপও আছে। ছাতাপড়া একটা গন্ধ বের হচ্ছে অফিসের সবকিছু থেকে। চেয়ারটার পেছনের জানালা এত ময়লা যে ওটা দিয়ে বাইরের গলিটা দেখাও অসম্ভব।

ডেস্কের পেছনে গিয়ে একটা ড্রয়ার টেনে বের করল ফাইন। "ড্রিঙ্ক?"

BanglaBook.org

"এত সকালে না," বলল বর্ন, "আপনি ড্রঙ্ক করেন না?"

"করি," বিড়বিড় করল ফাইন। "এখন যেটা বলছিলেন।" ড্রয়ার থেকে একটা পিস্তল বের করে বর্নের পাকস্থলীর দিকে তাক্ করল সে। "বুলেটটা সাথে সাথে মারবে না তোমাকে কিন্তু যখন রক্তশূন্য হয়ে ধীরে ধীরে মরবে তখন বরং তুমি তাড়াতাড়িই মরতে চাইবে।"

"উত্তেজিত হবার কোনো কারণ নেই," সহজ গলায় বলল বর্ন।

"কিন্তু কারণ আসলে আছে," বলল দর্জি। চোখ সরু করে তাকাতে চাইছে সে। "ককলিন মরে গেছে, আমি শুনেছি তুমিই ওকে মেরেছ।"

"আমি মারি নি," বলল বর্ন।

"তোমরা এটা বল সবসময়। অস্বীকার, অস্বীকার, অস্বীকার। সরকারী পদ্ধতি, না?" চতুর হাসি খেলল ফাইনের মুখে। "বসো, মিঃ ওয়েব কিংবা বর্ন। তুমি এজেন্সির, মানে সিআইএ'র?"

"একদম না। আমি স্বাধীন অপারেটর। যদি অ্যালেক্স বলে না থাকে তাহলে তো আমার সন্দেহ আছে এজেন্সির ভেতরের কেউ আমার অস্তিত্ব জানে কিনা।"

বড় হল দর্জির হাসিটা। "এজন্যই অ্যালেক্স প্রথমে আমার কাছে এসেছিল।"

মাথা ঝাঁকাল বর্ন। "ওটা জানা দরকার আমার।"

"ওহ, অবশ্যই," ডেস্কের ফোনটার দিকে হাত বাড়াল ফাইন। "সেইসাথে, যখন তোমার নিজের লোকেরা তোমাকে কব্জা করবে তখন তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে অন্যকিছু ভাবার সুযোগই পাবে না।"

"না, ফোন কোরো না," তীক্ষ্ণ গলায় বলল বর্ন।

ফাইনের রিসিভার ধরা হাতটা বাতাসে থেমে গেল। "কারণ দেখাও।"

"অ্যালেক্সকে খুন করি নি আমি। বরং এখন খুঁজে বেড়াচ্ছি কে খুন করেছে।"

"ওকে মেরেছ তুমিই। যে বুলেটিনটা আমি পড়েছি তাতে লেখা ছিল খুনের সময় তুমি বাসাটাতেই ছিলে। আর কাউকে দেখেছ ওখানে?"

"না কিন্তু আমি যতক্ষণে গেছি ততক্ষণে অ্যালেক্স আর মো শেষ।"

"প্যাঁচাল। কেন যে ওদের মারলে সেটাই ভেবে পাচ্ছি না।" সরু হলে গেল ফাইনের চোখ। "মনে হয় ডক্টর শিফারের জন্যই মেরেছ ওদের।"

"ডক্টর শিফারের নাম এই প্রথম শুনলাম।"

কর্কশ হাসি হাসল দর্জি। "আরো বুলশিট। এখন আবার বলে বসবে যে তমি DARPA-র নাম শোনো নি।"

"শুনব না কেন," বর্ন বলল। "এর মানে হল ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি। তোমার ওই ডক্টর শিফার ওখানেই কাজ করে নাকি?"

গুঙিয়ে উঠল ফাইন, "অনেক হয়েছে," বর্নের দিক থেকে চোখ সরিয়ে একটা নাম্বার ডায়াল করতে যেতেই বর্ন ঝাপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

BanglaBook.org

ডিসিআই নিজের বিশাল কর্নার অফিসটায় বসে জেমি হালের সাথে ফোনে কথা বলছিলেন। উজ্জ্বল সূর্যালোক জানালা দিয়ে এসে মেঝের কার্পেটে যেনো আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। অবশ্য ডিসিআই'র ওপর এই রঙের খেলার কোনো প্রভাব নেই। তার মেজাজটা গুম হয়ে আছে এখনো। শূন্য দৃষ্টিতে নিজের ঝোলানো বাঁধাই করা ছবিগুলো দেখতে লাগলেন তিনি; প্রেসিডেন্টদের সাথে ওভাল অফিসে, বিদেশী নেতাদের সাথে প্যারিস, বর্ন আর ডাকারে, অভিনয় শিল্পীদের সাথে লস্ অ্যাঞ্জেলেস আর ভেগাসে, ধর্ম প্রচারকদের সাথে আটলান্টা আর সল্ট লেক সিটিতে, এমনকি, অদ্ভুত হলেও, গেরুয়া পড়া আর অন্তহীন হাসি বিশিষ্ট দালাই লামার সাথে নিউইয়র্ক শহরে। এইসব ছবি তার মেজাজ ভাল তো করতে পারলই না বরং বিগত বছরগুলোর কথা মনে করিয়ে দিলো তাকে যেনো ওগুলোর ওজন বাঁকিয়ে দিচ্ছে তাঁকে।

"একেবারে দুঃস্বপ্নের মত স্যার," বহু দূরের রিকিয়াভিক থেকে বলছে হাল। "প্রথমত, নিরাপত্তা নিয়ে রাশিয়ান আর আরবদের সাথে কথা বলা আর নিজের লেজকে তাড়া করা একই ব্যাপার, ওই শালারা কি বলছে সেটা বুঝতেই লাগে অর্ধেক সময়, আর দোভাষীরা আমাদেরই হোক বা ওদের যা অনুবাদ করছে তা বিশ্বাস করব কিনা তা ভাবতেই লেগে যায় বাকি অর্ধেক সময়।"

"বিদেশীভাষার ওপর কোর্স নেয়া উচিত ছিল তোমার, যা আছে তা দিয়ে চালিয়ে যাও। অবশ্য তুমি চাইলে অন্য দোভাষী পাঠাতে পারি।"

"সত্যি? কিন্তু ওদের পাবো কোথায়? সব আরবী বিশেষজ্ঞদের চেষ্টা করে দেখেছি আমরা, তাই না?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডিসিআই। এটা একটা সমস্যা। তাদের যেসব আরবী জানা অফিসার আছে সবাই ইসলামিক দেশগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছে, সব সময় গলাবাজি করছে আর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে বেশিরভাগ ইসলামিক দেশ কতটা শান্তিপ্রিয়। এই কথা খালি ইসরায়েলিদের বলে দেখুক না। "স্টাডি অব ইন্টেলিজেন্সের কেন্দ্র থেকে একদল নতুন ট্রেনিং পাওয়া কর্মচারী আসবে এখানে পরশুদিন। তাদের দুটোকে পাঠিয়ে দেবো।"

"তাতে হবে না, স্যার,।"

রেগে গিয়ে ভ্রুকুটি করলেন ডিসিআই, হালের গলায় কৃতজ্ঞতার কোনো ছিটেফোঁটা আছে কিনা ভাবছেন। "আরো কি?" ফেঁটে পড়লেন তিনি। ঘরের সব ছবিগুলো সরিয়ে ফেলবেন কিনা ভাবলেন একবার। তাতে কি এখানকার বিষণ্ন পরিবেশটার উন্নতি হবে?

"কোনো অভিযোগ করব না, স্যার কিন্তু আমি এমন এক দেশে এসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করছি যার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ কোনো সহযোগীতা নেই। তাদেরকে কোনো রকম সাহায্য সহযোগীতা করি না আমরা, আর তাই আমাদের দেশের প্রতি অনুগত নয় তারা। যখন আমি প্রেসিডেন্টের নাম বলি তখন কি হয়

BanglaBook.org

জানেন? ফাঁকা দৃষ্টিতে ওরা তাকিয়ে থাকে। এতে আরো কঠিন হয়ে যায় আমার কাজ। আমি এই গ্রহের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশের একজন সদস্য। আমি নিরাপত্তা বিষয়ে যতটা জানি আইসল্যান্ডের সবাইকে যোগ করলেও ততটা হবে না। যে সম্মান আমার পাবার কথা–"

বেজে উঠল ইন্টারকমটা, আর বেশ সন্তুষ্টির সাথেই হালের কলটা হোল্ড করলেন ডিসিআই। "কি হয়েছে?" ইন্টারকমে খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি।

"বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, স্যার, "ডিউটি অফিসার বলল। "কিন্তু মিঃ ককলিনের ইমার্জেন্সি লাইনে এইমাত্র একটা কল এসেছে।"

"কি? অ্যালেক্স তো মরে গেছে। তুমি কি নিশ্চিত?"

"একদম, স্যার। ওই লাইনটা এখনো অকার্যকর করা হয় নি।"

"আচ্ছা আচ্ছা। বলতে থাক।"

"হাতাহাতি করার শব্দ শুনলাম অল্প সময়ের জন্য, তারপর কেউ একজন একটা নাম বলল, মনে হয় বর্ন।"

পিঠ সোজা করে বসেছেন ডিসিআই, তার মেজাজ তত তাড়াতাড়িই আবার সজাগ হয়েছে যত তাড়াতাড়ি গুম হয়েছিল। "বর্ন। ওই নামটাই তো শুনেছিলে, বাবা?"

"অমনটা শোনা গিয়েছিল এটা নিশ্চিত। আর ওই একই কণ্ঠ কিছু একটা বলছিল মনে হয় মেরে ফেলব তোকে।"

"কোত্থেকে এসেছিল কলটা?" জানতে চাইলেন বৃদ্ধ ডিসিআই।

"কলটা কেটে দেয়া হয়েছিল যদিও তবু ট্রেস করেছি আমি। আলেকজান্দ্রিয়ার একটা দোকান থেকে এসেছিল ওটা। লিংকন ফাইন টেইলার্স।"

"ভাল!" দাঁড়িয়ে পড়েছেন ডিসিআই। রিসিভার ধরে রাখা হাতটা কাঁপছে। "এজেন্টদের দুটো টিম পাঠাও এখনি বল বর্ন আত্মগোপন অভস্থা থেকে বের হয়ে এসেছে। বলে দাও, দেখামাত্র যেনো শেষ করে ফেলা হয় ওকে।"

কোনো গুলি বের হবার আগেই ফাইনের হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিয়েছে বর্ন। ফাইনকে ও এত জোরে দেয়ালের গায়ে আছড়ে ফেলল যে খসে পড়ল পেরেকে ঝোলানো একটা ক্যালেন্ডার। ফোনটা বর্নের হাতে, এইমাত্র কানেকশান বিচ্ছিন্ন করল ও। বাইরে কোনো শব্দ হল কিনা শুনল কিন্তু দোকানের মহিলারা মনে হয় ভয়ঙ্কর এই সংঘর্ষের ব্যাপারে কিছু টের পায় নি।

"ওরা আসছে," বলল ফাইন, "তোমার খেল খতম।"

"আমার মনে হয় না, দ্রুত ভাবছে বর্ন। "কলটা মেইন সুইচবোর্ডে গিয়েছিল। কেউ জানত না ওটা নিয়ে কি করতে হবে।"

BanglaBook.org

মাথা এদিক ওদিক নাড়ল ফাইন, ওর মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি। "কলটা নরমাল এজেন্সি সুইচবোর্ডের মধ্য দিয়ে গেছে সোজা গিয়ে বেজেছে ডিসিআই'র ডিউটি অফিসারের ফোনে। ককলিন আমাকে মুখস্ত রাখতে বলেছিল নাম্বারটা, যাতে শুধুমাত্র জরুরি অবস্থায় ব্যবহার করতে পারি।"

বর্ন ফাইনকে ধরে এত জোরে ঝাঁকাল যে ওর দাঁত খটখট করে উঠল। "গাধা করেছিস কি!"

"অ্যালেক্স ককলিনের প্রতি আমার শেষ ঋণটা শোধ করেছি।"

"কিন্তু বললাম না, আমি মারি নি ওকে।" আরতখনই বর্নের মন হল শেষবারের মত মরিয়া হয়ে ফাইনকে দলে টানার চেষ্টা করার কথা, তার কাছ থেকে ক্লু নিয়ে কেন ককলিনকে মারা হয়েছে তা উদঘাটন করার কথা। "আমি তোমাকে প্রমাণ দেখাতে পারব যে অ্যালেক্স আমাকে পাঠিয়েছিল।

"আরেকটা বুলশিট," বলল ফাইন, "অনেক দেরি–"

"আমি এনএক্স২০-এর ব্যাপারে জানি।"

থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ফাইন। মুখটা যেনো অবশ হয়ে গেছে তার, বিস্ময়ের ধাক্কায় হা হয়ে গেছে। "না," বলল সে, "না, না, না!"

"অ্যালেক্স আমাকে বলেছিল," বর্ন বলল। "এজন্যই আমাকে পাঠিয়েছিল দেখতেই পাচ্ছ।"

"অ্যালেক্সের মুখ দিয়ে কখনোই এনএক্স২০-র কথা বের করা যাবে না। কক্ষনো না!" ফাইনের চেহারা থেকে বিস্ময়টা চলে যাচ্ছে, তার বদলে চলে আসছে একটু আগে যে ভুল করে ফেলেছে তার ছাপ।

মাথা ঝাঁকাল বর্ন। "আমি একজন বন্ধু। ভিয়েতনাম থেকে পরিচয় অ্যালেক্সের সাথে। এটাই বলতে চাচ্ছিলাম তোমাকে।"

"হায় ঈশ্বর, আমি যখন ওর সাথে ফোনে কথা বলছিলাম তখন...তখন হল ব্যাপারটা।" কপালে একটা হাত রাখল ফাইন। "গুলির শব্দ শুনলাম।"

দর্জির গায়ের জামা ধরল বর্ন। "লিওনার্দ, সামলে নাও নিজেকে। রিপ্লে করার সময় নেই।"

বর্নের মুখের দিকে চাইল ফাইন। "হ্যা," মাথা ওপর নিচে ঝাঁকাল, ঠোঁট চাটল ও। যেনো স্বপ্ন থেকে উঠে আসছে ও, "হ্যা, বুঝতে পারছি।"

"সিআইএ'র লোক কয়েক মিনিটের মধ্যে চলে আসবে। ততক্ষণে আমার কেটে পড়তে হবে।"

"হ্যা, হ্যা অবশ্যই," দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল ফাইন। "এখন ছাড়ো, প্লিজ।" বর্নের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পেছনের জানালার নিচে হাঁটু গেড়ে বসল সে, রেডিয়েটের গ্রিলটা টেনে খুলল, যেটার ভেতরে দেখা গেল একটা আধুনিক সিন্দুক, দেয়ালের মধ্যে বসানো, ওটার ডায়াল ঘুরিয়ে তালা খুলে দরজাটা ফাঁক করে একটা

BanglaBook.org

ছোট ম্যানিলা খাম বের করল। সিন্দুকটা বন্ধ করে গ্রিলটা বসাল জায়গামত, উঠে দাঁড়িয়ে বর্নকে খামটা দিলো।

"আগের রাতে অ্যালেক্সের জন্য এসেছিল এটা। কাল সকালে ও ফোন করে শুনেছিল এটা এসেছিল কিনা। ও বলেছিল ও এটা নিতে আসবে।"

"কে পাঠিয়েছে এটা?"

এমন সময় তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল বাইরে দোকানের সামনে, কমান্ড দেয়া হচ্ছে কাউকে।

"ওরা এসে গেছে," বলল বর্ন।

"ওহ্ গড!" রক্তশূন্য হয়ে গেছে ফাইন।

"বের হবার অন্য পথ আছে নিশ্চয়ই?"

মাথা ঝাঁকাল ফাইন। সংক্ষেপে নির্দেশ নিয়ে দিলো বর্নকে। "যাও এখন," তাড়া দিয়ে বলল সে। "আমি ব্যস্ত রাখব ওদের।"

"মুখ মুছে ফেল," বলল বর্ন, মুখ থেকে ফাইন ঘাম মুছলে ঘাড় নাড়ল সে।

ফাইন যখন এজেন্টদের মুখোমুখি হবার জন্য দ্রুত দোকানের দিকে চল্‌ল তখন বর্ন ময়লা করিডোর ধরে দৌড়াচ্ছে। ও আশা করছে এজেন্টদের প্রশ্নের সামনে শান্ত থাকতে পারবে ফাইন, নয়তো শেষ হয়ে যাবে ও। বর্ন যে বাথরুমটায় ঢুকল সেটা ওর ধারণার চাইতে বড়। বামে একটা পুরনো চীনামাটির সিঙ্কের নিচে একগাদা পুরনো রঙের কৌটা। মরচে ধরে আটকে গেছে ওগুলোর মুখ। ওটার উল্টোদিকের দেয়ালের কাছে একটা টয়লেট, তার বামে একটা শাওয়ার। ফাইনের কথামত শাওয়ারটার কাছে গেল ও। টাইলসের দেয়ালে প্যানেলটা আবিষ্কার করে খুলে ফেলল। ভেতরে পা দিলো ও, পেছনে লাগিয়ে দিলো টাইল প্যানেলটা।

হাত তুলে পুরনো ফ্যাশনের লাইট কর্ডটা ধরে টান দিলো। একটা সরু প্যাসেজে নিজেকে আবিষ্কার করল, সম্ভবত সংলগ্ন বিল্ডিংটার ভেতরে এটা। জায়গাটা দুর্গন্ধে ভরা, কালো প্লাস্টিকের ময়লার ব্যাগ এদিক ওদিক গুঁজে রাখা। এখানে ওখানে প্লাস্টিক ফুটো করে ঢুকেছে ইঁদুর, ভেতরের জিনিস খেয়েছে, বাইরে ছড়িয়েছে।

নগ্ন বাল্বটার স্বল্প আলোয় রং করা ধাতব একটা দরজা দেখা গেল সামনে, ওটা দিয়ে দোকানগুলোর পেছনের গলিতে যাওয়া যায়। বর্ন ওটার দিকে এগুতেই সশব্দে খুলে গেল রজাটা, দু'জন সুট পরা এজেন্সির লোক ছুটে ঢুকল ভেতরে। তাদের পিস্তল সামনের দিকে তাক করা একাগ্রভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

প্রথম দুটো গুলি উড়ে গেল বর্নের মাথার ওপর দিয়ে, নিচু হয়ে পড়ায় বেঁচে গেল সে। সোজা হয়ে একটা ময়লার বাক্সে লাথি মারল, উড়িয়ে দিলো দুই এজেন্টের দিকে। এক এজেন্টের গায়ে লাগল ব্যাগটা, জোড়া বরাবর ছিঁড়ে গেল। ভেতরের ময়লা ছড়িয়ে পড়ল সবদিকে। পিছিয়ে গেল দুই এজেন্ট, মুখের ওপর হাত রেখে কাশতে লাগলো।

ওপরে হাত ছুঁড়ল বর্ন, লাইট বাল্বটা ভেঙে পুরো জায়গাটা অন্ধকার করে দিলো। ঘুরে নিজের ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালাল ও, প্যাসেজওয়ের শেষে ফাঁকা দেয়ালটা দেখল। কিন্তু ওখানে তো বাইরের দিকে একটা দরজা ছিল, কিভাবে...?

তখনই জিনিসটা দেখতে পেয়ে সাথে সাথে ফ্ল্যাশলাইটটা নিভিয়ে ফেলল। এজেন্ট দু'জনের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে, নিজেদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনছে তারা। দ্রুত প্যাসেজওয়ের দূরের প্রান্তটায় গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল, একটু আগে যে ধাতব রিংটার ম্লান ঝলকানি দেখেছিল সেটাকে খুঁজছে। পাওয়ার পরে ওটার ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে টান দিলো, খুলে ফেলল নিচের সেলারের ট্র্যাপ ডোরটা। এক ঝলক স্যাঁতসেঁতে বাতাস লাগল ওর চোখে মুখে।

এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে প্রবেশপথটা দিয়ে নিজেকে গলিয়ে দিলো ও। একটা মইয়ের ধাপের সাথে পা লাগার পর ওটা দিয়ে নেমে গেল। পেছনে লাগিয়ে দিলো ট্র্যাপ ডোরটা। তেলাপোকা মারার স্প্রের গন্ধ আগেই পেয়ে ছিল, এখন ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালার পর দেখল পুরো মেঝে জুড়ে ঝরা পাতার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মরা তেলাপোকা। বাক্স, কার্টন আর ঝুড়িগুলো ঘাটাঘাটি করে একটা ক্রোবার খুঁজে পেল বর্ন। দ্রুত আবার মইটা বেয়ে উঠে হ্যাচটার কড়া'র মাঝে ঢুকিয়ে দিলো মোটা ধাতব ক্রোবারটা। ভালভাবে লাগে নি ক্রোবারটা ঢিলে হয়ে আছে কিন্তু এর চাইতে ভাল কিছু জোগাড় করা অসম্ভব ওর পক্ষে। তেলাপোকা ছড়ানো মেঝের ওপর দিয়ে নিচু হয়ে হাটতে হাটতে ভাবল, এখন শুধু কোনোমতে ডেলিভারি পথের সাইডওয়াকটাতে যেতে পারলেই হয়, যেটা সব বাণিজ্যিক দালানেই থাকে।

মাথার ওপরে ধুপধাপ শব্দ শুনতে পেল, হ্যাচটা খোলার চেষ্টা করছে দুই এজেন্ট। ও জানে, এই ঝাঁকুনির ফলে ক্রোবারটা খুলে পড়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না। অবশ্য ও রাস্তায় ওঠার ডাবল মেটাল প্যানেলটা পেয়ে গেছে, ওটার কাছে উঠেছে কংক্রিটের ছোট সিঁড়ি বেয়ে। ওর পেছনে ঝটকা দিয়ে খুলে গেল হ্যাচটা। দুই এজেন্ট বেসমেন্টের মেঝেতে নামার সময় নিজের ফ্ল্যাশলাইটটা বন্ধ করল বর্ন।

আটকা পড়ে গেছে, এটা ও জানে। ধাতব প্যানেল দুটো খোলার চেষ্টা করলেই

BanglaBook.org

ভেতরে সূর্যের আলো এসে পড়বে, সাইডওয়াকে ওঠার আগেই গুলি খেয়ে বেঘোরে মরবে। ঘুরে পা টিপে টিপে নেমে এল সিঁড়িটা থেকে। দুই এজেন্টের হাটাহাটির শব্দ শুনতে পেল, লাইটের সুইচ খুঁজছে ওরা। একে অন্যের সাথে নিচু গলায় সংক্ষেপে কথা বলছে, পাকা প্রফেশনালের ছাপ পাওয়া যাচ্ছে তাতে। নিঃশব্দে সাপ্লাইয়ের স্তূপের কাছে চলে গেল বর্ন। ও নিজেও খুঁজছে বিশেষ কিছু।

লাইট জ্বলে ওঠার পর বেসমেন্টের দুই দিকে চলে গেল দুই এজেন্ট।

"পায়খানার গর্ত," বলল একজন।

"কিছু করার নেই," অন্যজন সাবধান করল। "ওই বানচোত বর্ন কই?"

ওদের বৈশিষ্ট্যহীন, ভাবলেশহীন মুখ দেখে ওদেরকে আলাদা করে চেনার উপায় নেই। এজেন্সির মার্কামারা সুট পরে আছে ওরা, হাবভাবও মার্কামারা। অবশ্য এজেন্সি যেসব লোকদের তাদের জালে জড়িয়েছে তাদের ব্যাপারে ভাল অভিজ্ঞতা আছে বর্নের। তারা কিভাবে চিন্তাভাবনা করে তা জানে বর্ন, কিভাবে কাজ করে জানে। যদিও শারীরিকভাবে একসঙ্গে আগাচ্ছে না তারা কিন্তু মানসিকভাবে একসাথেই চলছে। ও কোথায় লুকিয়েছে তা নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করবে না ওরা। তার বদলে বেসমেন্টটাকে নানান ভাগে ভাগ করে নেবে, তারপর ছকে বাঁধা যন্ত্রের মতো খুঁজবে। ওদেরকে চমকে দেয়া সম্ভব বর্নের পক্ষে কিন্তু ফাঁকি দেয়া নয়।

ও যখন বেরিয়ে আসবে তখন খুব দ্রুত নড়তে শুরু করবে দুই এজেন্ট। এটা ভেবেই ও জায়গামত অবস্থান নিয়েছে। একটা ঝুড়ির ভিতর নিজেকে গুঁজে দিয়েছে ও, ওটার মধ্যে থাকা ঝাঁঝালো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লিনারের ভাপ থেকে বাঁচার জন্য চোখ ঝুঁকে রেখেছে। অন্ধকারে হাতড়াল ও। হাতে কিছু একটার স্পর্শ পাবার পর ওটা তুলে নিল বর্ন। ওটা একটা ক্যান, ও যা করতে চাচ্ছে তার জন্য যথেষ্ট ভারি।

নিজের হৃৎপিন্ডের ধকধক শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও। যে দেয়ালটার পাশে ঝুড়িটা রয়েছে তাতে একটা ইঁদুরের আঁচড়ানোর শব্দও শোনা যাচ্ছে। যতক্ষণ এজেন্ট দু'জন তাদের বিরক্তিকর সার্চ চালু রাখল ততক্ষণ অন্য কোনো শব্দ শোনা গেল না। অপেক্ষা করল বর্ন। ধৈর্য ধরে আছে, টান টান করে রেখেছে শরীর। ওর পাশের ইঁদুরটা আঁচড়ানি বন্ধ রেখেছে। সম্ভবত অন্তত একজন এজেন্ট কাছে এসে পড়েছে।

ভয়ংকর রকম নিঃশব্দ হয়ে গেছে সবকিছু। তখনই হঠাৎ দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল ওর কাছে, কাপড়ের খসখসানি শোনা যাচ্ছে প্রায় ওর মাথার ওপরই। সাথে সাথে ঝটকা দিয়ে উঠল বর্ন, ঢাকনাটা ছিটকে ফেলে দিলো। পিস্তলওয়ালা এজেন্ট পেছনে ছিটকে সরে গেল। বেসমেন্টের অন্য কোণার এজেন্টটা ঘুরল ঝটকা দিয়ে। বাম হাত দিয়ে কাছের এজেন্টটার শার্ট মুঠো করে ধরে সামনে হ্যাচকা টান দিলো বর্ন। আপনা থেকেই পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল এজেন্টটা, আর তখনই সামনে ঝাঁপাল বর্ন, এজেন্টটার নিজের ভরবেগ কাজে লাগিয়েই ওর পিঠ আর মাথা আছড়ে ফেলল ইটের দেয়ালে। চোখ উল্টে পড়ে গেল সে, অজ্ঞান।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় এজেন্টটা বর্নের দিকে দু'পা এগিয়ে এসেছে, পিস্তলটা ওর বুকের দিকে তাক করছে। হাতের ক্যানটা ওর মুখে ছুঁড়ে দিলো বর্ন। দ্রুত দূরত্বটা কমিয়ে এনে তার ঘাড়ের পাশে হাতের ধার দিয়ে মারল ও, পড়ে গেল এই এজেন্টও।

একমুহূর্ত পরেই বর্নকে দেখা গেল কংক্রিটের সিঁড়ির ওপর। ধাতব প্যানেল দু'টো খুলে মুক্ত হাওয়া আর নীল আকাশের নিচে বেরিয়ে আসছে ও। প্যানেল দু'টো জায়গামত বসিয়ে দিয়ে শান্তভাবে সাইডওয়াক ধরে হাটতে লাগল, যতক্ষণ না রোজমন্ট এভিনিউতে পৌছায়। ওখানে ভীড়ের মাঝে নিজেকে মিশিয়ে ফেলল ও।

আধমাইল পেরিয়ে ওকে যে কেউ ফলো করছে না তা নিশ্চিত হবার পর একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকল বর্ন। একটা টেবিলে বসে ঘরের সব কয়টা লোকের চেহারা খুঁটিয়ে দেখল ও, সন্দেহজনক কেউ আছে কিনা। একটা বিএলটি আর এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে উঠে রেস্টুরেন্টের পিছন দিকে গেল। পুরুষদের টয়লেট খালি দেখে ও একটা কিউবিকলে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলো। একটা টয়লেটে সবে ফাইনের দেয়া খামটা খুলল, যেটা পাবার কথা ছিল ককলিনের।

ভেতরে বুদাপেস্ট যাবার একটা ফার্স্টক্লাস এয়ারলাইন টিকেট আর দানিয়ুবিয়াস গ্র্যান্ড হোটেলের রুমের চাবি, ককলিনের নামে। বসে বসে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল ও, ভাবছে ককলিনের কেন বুদাপেস্ট যাবার প্রয়োজন হল, আর ওর খুনের সাথে এটার কোন সম্পর্ক আছে কিনা।

অ্যালেক্সের ফোন বের করে একটা লোকাল নাম্বার ডায়াল করল বর্ন। একটা গন্তব্যের কথা জানতে পেরে একটু ভাল বোধ করছে ও এখন। তৃতীয় রিং হবার পর ফোনটা তুলল ভেরন।

"শান্তি, ভালবাসা এবং সমঝোতা।"

হাসল বর্ন। "আমি জেসন," ও জানতো না ভেরন কিভাবে ফোনটার জবাব দেবে। নিজের ব্যবসার ক্ষেত্রে ভেরন বলতে গেলে একজন শিল্পী। দেখে মনে হতে পারে ও একজন জালিয়াত। ওর কাজ হল 'ওল্ড মাস্টার' তৈলচিত্রের কপি এঁকে বিক্রি করা, যেগুলোকে নানান খানদানী বাড়িতে ঝুলতে দেখা যায়। ওগুলো এতই দক্ষভাবে জাল করা যে প্রায়ই আসল হিসেবে নিলামে বিক্রি হয় ওগুলো কিংবা জাদুঘরে স্থান পায়। আবার স্রেফ মজা পাবার জন্যই অন্যান্য অনেক জিনিস জাল করে সে।

"তোমার ব্যাপারে প্রচারিত খবরগুলো শুনেছি আমি, নিশ্চিতভাবেই খুব সুখকর ছিলো না ওগুলো," বলল ভেরন ওর সামান্য ব্রিটিশ টানের উচ্চারণে।

"এমন কিছু নিয়ে কথা বল যা আমি জানি না।" পুরুষদের টয়লেটের প্রধান দরজা খোলার শব্দে থামল বর্ন। দাঁড়াল ও, টয়লেটের দুই পাশে নিজের দুই পা রেখে নিজের কিউবিকলের দরজার ওপর দিয়ে উঁকি দিলো। ধূসর চুল আর দাড়িওয়ালা এক লোক ইউরিনালে দাঁড়াল, সামান্য খোঁড়ায় লোকটা। চামড়ার তৈরি কালো

BanglaBook.org

জ্যাকেট আর কালো ট্রাউজার পরে আছে সে, বিশেষ কিছু নয়। হঠাৎ বর্ন টের পেল ফাঁদে পড়ে গেছে ও। পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটা কোনোমতে দমন করতে হল ওকে।

"ড্যাম, ওই লোক কি তোমার পাছায় লেগে ছিল?" সংস্কৃতিবানের মুখ থেকে বাজে কথা শুনতে পারা একটা বিচিত্র ব্যাপার বটে।

"লেগে তো ছিল কিন্তু ওকে ছাড়িয়ে ফেলেছি আমি," বাথরুম ছেড়ে রেস্টুরেন্টে ফিরে এল বর্ন। যাবার পথে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে প্রতিটি টেবিল। ততক্ষণে ওর স্যান্ডউইচ এসে গেছে। কিন্তু কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। হাত নেড়ে ওয়েইট্রেসকে ডেকে ওটা পাল্টে দিতে বলল। যখন ওয়েইট্রেস আদেশ পালন করতে সরল তখন আস্তে করে ফোনে বলল, "শোনো ভেরন, যা স্বাভাবিক তাই চাই আমি–পাসপোর্ট আর আমার মাপের কন্ট্যাক্ট লেন্স। আগামীকালই দরকার ওগুলো।"

"কোন দেশের?"

"পাসপোর্টটা আমেরিকানই রাখ।"

"বুঝে গেছি। ওই আক্রমণকারী এটা আশা করবে না।"

"অনেকটা সেরকমই। পার্সপোর্টের নামটা অ্যালেক্স ককলিন হিসেবে চাই আমি।"

নিচু গলায় শিস দিলো ভেরন। "দুই ঘণ্টা সময় দাও আমাকে।"

"সেটা দেয়া ছাড়া আর কীই বা করতে পারি?

ভেরনের চিরচেনা হাসি ভেসে এল লাইন দিয়ে। "ক্ষিধে নিয়েই ভাবতে পার। তোমার সব ছবি তো আমার কাছে আছে। কোনটা বসাতে চাও?"

যখন বর্ন বলে দিলো, তখন বলল ভেরন, "তুমি কি নিশ্চিত? তুমি তো তোমার চুল এত ছোট করে ফেলেছ যে দেখে মনেই হয় না তুমি।"

"মনে হবে যখন আমি আমার মেকআপ নিয়ে পেরিয়ে যাব," জবাব দিলো বর্ন। "আমাকে এজেন্সির হিট লিস্টে রাখা হয়েছে।"

"গুলিবিদ্ধ এক নম্বর, ভাবতে চাই না। কোথায় দেখা হবে আমাদের?"

বর্ন জানিয়ে দিলো ওকে।

"ভাল। হ্যা শোনো, জেসন," হঠাৎই ভেরনের গলা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। "ওটা বেশ কঠিন হবে, মানে তুমি তো দেখেছ ওদেরকে, তাই না?"

নিজের প্লেটের দিকে তাকাল বর্ন। এই স্যান্ডউইচটার অর্ডার দিয়েছিল কেন ও? টমেটোটার মাঝে একটা নৃশংস রক্তাক্ত ভাব আছে। "হ্যা, দেখেছি ওদেরকে।" যদি সময়কে পেছনে নিয়ে যেতে পারত ও, অ্যালেক্স আর মোকে বাঁচিয়ে তুলতে পারত, তাহলে কি হত? দারুণ হত নিশ্চয়ই। কিন্তু অতীত অতীতই, সময়ের সাথে চলে যাচ্ছে দূরে থেকে আরো দূরে।

"এটা বুচ ক্যাসিডি'র মত নয়।"

কিছু বলল না বর্ন।

BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভেরন। "আমিও অ্যালেক্স আর মো'কে চিনতাম।"

"অবশ্যই চিনতে। আমিই তো পরিচয় করে দিয়েছিলাম," বলে ফোনটা বন্ধ করল বর্ন।

কিছুক্ষণ টেবিলটাতে বসে থাকল ও, ভাবছে। কিছু একটা খচখচ করছে ওর মনে। টয়লেট থেকে বের হবার পর ওর মাথার ভেতর একটা অ্যালার্ম চালু হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ভেরনের সাথে কথা বলে মনটা অন্যদিকে চলে যাওয়ায় ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে পারে নি। কি ছিল ব্যাপারটা? ধীরে ধীরে, সতর্কভাবে আবার ঘরটা জরিপ করে দেখল। আর বুঝল তখনই। ওই দাড়িওয়ালা, সামান্য খোঁড়ানো লোকটাকে এতক্ষণ দেখে নি। সম্ভবত খাওয়া শেষ করে লোকটা এখন চলে যাবে। তার উপস্থিতিতে টয়লেটটা অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল বর্নের জন্য। কোনো ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে।

টেবিলটায় কিছু টাকা ছুঁড়ে দিয়ে রেস্টুরেন্টের সামনের দিকে চলে গেল। রাস্তার দিকের জানালা দুটো একটা চওড়া মেহগনীর পিলার দিয়ে আলাদা করা। ওটার পেছনে দাঁড়াল বর্ন, ওটাকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করে রাস্তাটা চেক করে নিল। প্রথমে পথচারীদেরই দেখল ও যারা বেশি আস্তে হাটছে, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাটছে, খবরের কাগজ পড়ছে, রেস্টুরেন্টের সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে তাদের সবাইকে। সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেল না অবশ্য। পার্ক করা কারের ভেতর বসে থাকা তিনজনকে চিহ্নিত করল এক মহিলা, দুই পুরুষ। কারো চেহারাই অবশ্য দেখা গেল না। আর রাস্তার ধারে, রেস্টুরেন্টের ঠিক পাশে পার্ক করা গাড়িগুলোকে তো গণায় ধরতেই হবে।

দ্বিতীয়বার না ভেবেই রাস্তায় নামলো বর্ন। বেলা বাড়ছে আর লোকজনের ভিড়ও ঘন হচ্ছে। ওর বর্তমান চাহিদার সাথে অবশ্য মিলে গেল এটা। পরের বিশ মিনিট ব্যয় করল আশপাশের পরিবেশ, দোকানপাট, পথচারী গাড়িঘোড়া, দরজা জানালা আর ছাদগুলো পরীক্ষা করে। যখনও নিশ্চিত হল যে কোনো এজেন্সির চর আশপাশে নেই, এখন রাস্তা পেরিয়ে একটা বারে ঢুকল ও। ককলিন যে ড্রিঙ্কটা খাচ্ছিল তারই একটা বোতল চাইল। দোকানদার ওটা আনতে ভেতরে যাবার পর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল বর্ন। ঐ রেস্টুরেন্টের পাশে পার্ক করা গাড়িগুলোতে কেউ বসে নেই। তখন যাদেরকে চিহ্নিত করেছিল তাদেরই একজন গাড়ি থেকে বরিয়ে এসে ফার্মেসিতে ঢুকল। এর দাড়ি নেই, তাছাড়া খোঁড়ায়ও না।

ভেরনের সাথে দেখা করার জন্য আরো দুই ঘন্টা সময় হাতে আছে বর্নের, আর এই সময়টা কাজে লাগাতে চায় ও। প্যারিসের অফিস, ওই কণ্ঠস্বর, অল্প অল্প মনে পড়া মুখটা ফিরে এসেছে আবার। মো পানোভের পদ্ধতি অনুসারে এই স্কচটা আবার পান করতে হবে ওকে, যাতে আরো স্মৃতি ফিরে আসে। ওর আশা, প্যারিসের ওই লোকটার কথা মনে পড়বে ওর, বিশেষ এই স্মৃতিটাই বারবার ফিরে আসছে কেন

BanglaBook.org

জানা যাবে। শুধু স্কচের গন্ধেই কি স্মৃতিটাকে জাগিয়ে তুলেছে, না বর্তমান পরিস্থিতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক রয়েছে?

ক্রেডিট কার্ড দিয়ে স্কচটার দাম পরিশোধ করল বর্ন, মদের দোকানে ওটা ব্যবহার করা নিরাপদ মনে করছে। খানিক পরে প্যাকেজটা নিয়ে দোকানটা থেকে বের হল। যে গাড়িটার ভেতর মহিলাটা বসে আছে সেটাকে পাশ কাটাল সে। ওই মহিলার কাছে একটা ছোট শিশুও বসে আছে প্যাসেঞ্জার সিটে। যেহেতু সিআইএ এত ছোট বাচ্চাকে চর হিসেবে নিয়োগ দেবে না তাই মহিলাটারই একমাত্র সম্ভাবনা আছে চর হবার। ঘুরল বর্ন, যেনো গাড়িটাতে মানুষটা বসে ছিল সেটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ঘুরল না, শত্রুকে প্রলুব্ধ করার জন্য কোনো কৌশল প্রয়োগ করল না।

মিনিট দশেকের মধ্যে একটা পার্কে পৌছে গেল। একটা ঢালাই লোহার বেঞ্চে বসে কবুতরগুলোকে উঠতে নামতে আর নীল আকাশের গায়ে চক্কর কাটতে দেখল। অন্যান্য বেঞ্চগুলোর অর্ধেকই ভরে আছে। এক বুড়ো পার্কে এল; হাতে থাকা কোঁচকানো বাদামি ব্যাগটা থেকে রুটির টুকরো বের করল মুঠো করে। দেখে মনে হল কবুতরগুলো তার জন্যই অক্ষো করছিল। সোঁ করে নেমে এল তারা, বুড়োর চারপাশে পাক দিলো, আনন্দে বিচিত্র শব্দ করছে।

সিঙ্গল মল্ট স্কচের বোতলটা খুলল বর্ন, ওটার অভিজাত মিশ্রিত ঘ্রানটা নিল। সাথে সাথে অ্যালেক্সের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেই সাথে ছবিটা সরিয়ে রাখল ও। একটা ছোট চুমুক দিলো বোতলটাতে, মুখের ভেতর রাখল স্কচটা যাতে ওটার ভাপ ভালভাবে পৌছে যায় ওর নাক পর্যন্ত। মনের চোখে আবার শাম্প এলিসি'র দৃশ্য দেখতে পেল। ওর হাতে এখন কৃস্টালের তৈরি গ্লাসটা। বাস্তবে স্কচটায় একটা চুমুক দিলো ও। সেই সাথে মনের পর্দায়ও কৃষ্টালের গ্লাসটা তুলল ঠোঁট পর্যন্ত। পেছনে সেই কর্তৃত্বপূর্ণ বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেয়ে নিজেকে জোর করে ঘোরাল ও অজ্ঞাত সময় আগের প্যারিসের অফিসের স্মৃতিতে।

এখন প্রথমবারের মত রুমের অন্যান্য জিনিসগুলো দেখছে পাচ্ছে। বাঁয়ে দুফির আঁকা বয়ে দ্য বোলেঅনিয়া'তে একটা মার্জিত ঘোড়া আর তার আরোহীর ছবি। রুমের গাঢ় সবুজ দেয়াল, প্যারিসের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত উঁচু ক্রিম রঙের ছাদ। চালিয়ে যাও...নকশা করা কার্পেট উঁচু পিঠওয়ালা দুটো চেয়ার, চতুর্দশ লুইয়ের আমলের ভারি ওয়ালনাটের ডেস্ক। ওটার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখের লম্বা, সুর্দশন একজন মানুষ, সচেতন চোখ লম্বা নাক আর কাঁচা পাকাচুল বিশিষ্ট্য। জ্যাক রবিনে–ফ্রান্সের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী।

এটাই। কিভাবে ওদের পরিচয় হল, বন্ধু হল কিংবা বলা যায় সহযোদ্ধা হল, সেটা এখনও রহস্য। কিন্তু এখন ও জানে ওর একজন সাথী আছে যার সাথে ও যোগাযোগ করতে পারে, বিশ্বাস করতে পারে। অনুপ্রাণিত বর্ন স্কচের বোতলটা বেঞ্চের নিচে রেখে দিলো, যে ভবঘুরে এটা প্রথম খুঁজে পাবে তার জন্য পুরস্কার

BanglaBook.org

হিসেবে। চারপাশে তাকাল ও। বুড়ো চলে গেছে আর সেই সাথে গেছে বেশির ভাগ কবুতরও, শুধু কয়েকটা বুক ফোলানো বড় কবুতর রয়ে গেছে তাদের এলাকা রক্ষা করতে আর অবশিষ্ট রুটির টুকরো খেতে। কাছে একটা বেঞ্চ বসে দু'জন তরুণ তরুণী চুমু খাচ্ছে, পাশ দিয়ে যেতে থাকা বুমবক্সওয়ালা তিনটে ছেলে তা দেখে হাসছে। বর্নের সমস্ত ইন্দ্রিয় চূড়ান্ত রকম সতর্ক। কিছু একটা ঠিক নেই, গড়বড় আছে কোনো কিন্তু সেটা যে কি তা ধরতে পারল না।

ওর খুব ভালভাবেই মনে আছে ভেরনের সাথে দেখা করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে কিন্তু ওর প্রবৃত্তি ওকে বলে দিলো গড়বড়টা বের করার আগে না নড়তে। পার্কের সবার দিকে আবার তাকাল ও। দাড়িওয়ালা কেউ নেই, খুঁড়িয়েও হাটছে না কেউ। আর এখন...ওর থেকে কোণাকুনি দুরত্বে সামনে ঝুঁকে বসে আছে এক লোক, কনুই দুটো হাঁটুর ওপর রেখে হাতের তালু দুটো এক করে রেখেছে। লোকটা এক কমবয়সী ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে, তার বাবা এইমাত্র তাকে একটা আইসক্রিম দিলো। যেটা বর্নকে আকৃষ্ট করল সেটা হচ্ছে, লোকটা একটা কালো চামড়ার জ্যাকেট আর কালো ট্রাউজার পরে আছে। তার চুল ধূসর নয়, কালো আর দাড়িও নেই। যেভাবে সে পা বেঁকিয়ে বসেছে তাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় তার পা খোঁড়া নয়।

বর্ন নিজেও ছদ্মবেশে পটু, ওর জানা আছে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হলে শ্রেষ্ঠ উপায়গুলোর একটা হচ্ছে নিজের হাটার ভঙ্গি বদলানো। বিশেষ করে পেশাদার কারো নজর থেকে বাঁচতে হলে কাজ দেয় এটা। সাধারণ মানুষ চুলের রং, কাপড় ইত্যাদি লক্ষ্য করে কিন্তু পেশাদাররা খেয়াল করে মানুষের হাটার ভঙ্গিকে, যা আঙুলের ছাপের মতই অন্যন্য। রেস্টুরেন্টে টয়লেটে দেখা লোকটার ছবি মনে মনে দেখার চেষ্টা করল ও। নকল দাড়ি পরে ছিল নাকি লোকটা? নিশ্চিত হতে পারল না বর্ন। যেটা নিশ্চিতভাবে মনে আছে তা হল লোকটার জামা। এখান থেকে লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু বোঝা যাচ্ছে টয়লেটের লোকটার থেকে এর বয়স অনেক কম।

লোকটার আরো কোনো ব্যাপার আছে কি? সেটা বোঝার আগপর্যন্ত লোকটার মুখের পাশে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। ককলিনের এস্টেটের জঙ্গলে যে লোকটা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার এক ঝলক চেহারা মনে পড়ে গেল ওর। সেই কানের গড়ন, গাঢ় বাদামি গায়ের রং কানের ভাঁজগুলোর অবস্থান।

হায় ঈশ্বর, ভাবল ও, এই লোকই তো গুলি করেছিল ওকে, আর প্রায় মেরেই ফেলেছিল মানাসাসের গুহার ভেতরে। বর্ন যখন এতসব সিআইএ'র লোককে ফাঁকি দিয়ে এখানে এসেছে তখন ওকে এতদূর পর্যন্ত অনুসরণ করল কি করে? ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠল বর্ন। কেমন মানুষ করতে পারে এরকম?

ও জানে, বুঝতে পারার একটাই উপায় আছে। অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে দক্ষ শত্রুর ক্ষমতা জানতে হলে তাকে এমনভাবে চমকে দিতে হবে যেটা সে কক্ষনো

BanglaBook.org

আশা করবে না। তবুও কিছুক্ষণের জন্য দ্বিধা করল ও। কখনো এমন শত্রুর সামনে পড়ে নি। বর্ন টের পেল অজানা রাজ্যে ঢুকে পড়েছে সে।

এটা জেনেও উঠল ও, ধীরে ধীরে হেটে গিয়ে বসে পড়ল লোকটার পাশে। এখনও দেখতে পেল শত্রুর চেহারায় সামান্য একটা এশিয়ান ভাব আছে। অবশ্য চমকে যাবার কোনো ভাব দেখাল না সে। এখনো আইসক্রিম খেতে থাকা ছেলেটাকে দেখছে। আইসক্রিম গলতে শুরু করার পর ছেলের বাবা তাকে দেখাল কিভাবে আইসক্রিমটাকে ফুরিয়ে ফোঁটাগুলোকে চেপে খেতে হয়।

"কে তুমি?" বলল বর্ন। "কেন মারতে চাও আমাকে?"

কোনো পরিবর্তন দেখাল না বর্নের পাশের লোকটা, যেনো শুনতেই পায় নি বর্নের কথা। গলায় একটা ঝাঁঝালো ভাব এনে বলল, "বাচ্চাটা যদি জানত তার বাপ তাকে যেকোনো মুহূর্তে ছেড়ে ভাগতে পারে!"

এই পরিবেশে ওর কণ্ঠস্বর শুনে বিশ্রী লাগল বর্নের। যেনো ছায়া ছেড়ে সে বেরিয়ে এসেছে আশপাশের মানুষদের পৃথিবীতে।

"তুমি আমাকে যতই মারতে চাও না কেন," বলল বর্ন, "এই পাবলিক প্লেসে তুমি আমাকে ছুঁতেও পারবে না।"

"ছেলেটার বয়স কতইবা হবে, আমার মনে হয় ছয়। জীবনের মানে বোঝার জন্য খুবই ছোট, তার বাবা কেন তাকে ছেড়ে যাবে বোঝার জন্য খুবই ছোট।"

মাথা নাড়ল বর্ন। ও যেভাবে ভেবেছিল সেভাবে এগোচ্ছে না আলাপটা। "কেন ওভাবে ভাবছ তুমি? ছেলেটাকে ওর বাবা ছেড়ে যাবে কেন?"

"দুই সন্তানের পিতার মুখ থেকে এমন প্রশ্ন বিচিত্র শোনায়। ওদের নাম জেমি আর এলিসন, তাই না?"

বর্ন এমন চমকে উঠল যেনো এই তরুণ ওর পেটে একটা ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছে। ভয় আর রাগ পাক খাচ্ছে ওর ভেতরে কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পেল রাগটাই। "আমি তোমাকে একবার জিজ্ঞেসও করব না তুমি কিভাবে আমার পরিবার সম্বন্ধে এত কিছু জান কিন্তু জেনে রাখ, আমার পরিবারের কোনো ক্ষতি করতে চাইলে সেটা হবে মারাত্মক এক ভুল।"

"তার কোনো দরকার নেই। তোমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই," শান্তগলায় বলল খান। "আমি স্রেফ ভাবছি, যখন তুমি আর ফিরে যাবে না তখন জেমির কেমন লাগবে।"

"আমি কক্ষনো আমার ছেলেকে ছেড়ে যাব না। যেভাবেই হোক আমি ওর কাছে নিরাপদে ফিরে যাবো।"

"তোমার বর্তমান পরিবার নিয়ে তোমার এত চিন্তা দেখে খারাপ লাগছে, ডাও, জোশুয়া আর অ্যালিক্সকে তো তুমি হারিয়েছো।"

ভয়টা এখন যেনো গেড়ে বসছে বর্নের ভেতরে। হার্টটা এমনভাবে ধুকপুক

BanglaBook.org

করছে যে ব্যথা লাগছে, আর চিনচিনে একটা ব্যাথাও টের পাচ্ছে বুকের মাঝে। "কি বলছে? তোমার কি ধারণা আমি ওদেরকে ছেড়ে পালিয়ে ছিলাম?"

"ওদেরকে ওদের ভাগ্যের মুখে ছেড়ে দিয়েছিলে, দাও নি?"

বর্নের এমন লাগল যেনো বাস্তবতা থেকে পেছনে যাচ্ছে ও। "কোন সাহসে বলছ এসব। ওরা মরে গেছে, ওদেরকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল আমার কাছ থেকে, আর আমি ওদেরকে কক্ষনো ভুলে যাই নি।"

একটা হাসির আভাস দেখা দিলো খানের মুখে। বর্নকে এক অদৃশ্য সীমায় ঠেলে দিতে সফল হয়েছে সে। "যখন মেরিকে বিয়ে করেছিলে, তখনো ভোল নি? যখন জেমি আর এলিসন জন্মেছিল, তখনো না?" ওর গলার স্বরে কেমন একটা দম আটকানো ভাব, যেনো নিজের গভীরে কোনো কিছু আটকে রাখতে বেগ পেতে হচ্ছে তাকে। "জোশুয়া আর এলিসাকে নকল করার চেষ্টা করছে তুমি। এমনকি তাদের নামে একই প্রথম অক্ষর ব্যবহার করেছো।"

বর্নের মনে হল যেনো ওকে পিটিয়ে অজ্ঞান করা হয়েছে। কানে যেনো শুনতে পাচ্ছে অবিরাম গর্জন। "কে তুমি?" প্রায় বুজে আসা গলায় বলল ও।

"আমাকে খান বলে ডাকা হয়। কিন্তু তুমি কে, ডেভিড ওয়েব? একজন ভাষাতত্ত্বের প্রফেসর মফস্বলে থাকতে পারে কিন্তু খালি হাতে মারপিটে দক্ষ হবার কথা নয় তার, একটা ভিয়েত কং কেজ-নেট কি করে বানাতে হয় জানার কথা নয়, গাড়ি চুরি করতে পারার কথা নয়। সবচেয়ে বড় কথা, সিআইএ'র হাত থেকে সফলভাবে পালিয়ে বেড়ানোর কৌশল জানা থাকার কথা নয় তার।"

"তাহলে মনে হচ্ছে, আমরা একে অন্যের কাছে একেকটা রহস্য।"

ঐ বিভ্রান্তিকর হাসিটা আবার দেখা গেল খানের মুখে। বর্ন টের পেল ওর ঘাড়ের পেছনের ছোট চুলগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, যার অর্থ হল ওর হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি থেকে কোনকিছু ফিরে আসতে চাইছে।

"ওই কথা নিজেকেই বলতে থাক। ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি তোমাকে এক্ষুণি মারতে পারতাম, এমনকি এই পাবলিক প্লেসেও," তীব্র বিষ নিয়ে বলল খান। ওর হাসিটা তত দ্রুতই মিলিয়ে গেছে যত দ্রুত মেঘের আকার পরিবর্তিত হয়। ওর কাঁধটা কাঁপছে অল্প অল্প, যেনো ওর মনের গভীরে অবরুদ্ধ ক্রোধের খানিকটা ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। "আমার উচিত এক্ষুনি তোমাকে খুন করা কিন্তু অমন চরম অ্যাকশন নিলে ওই দুই সিআইএ এজেন্ট, যারা পার্কের উত্তর দিক দিয়ে ঢুকেছে, দেখে ফেলবে আমাকে।" ঘাড় না ঘুরিয়েই খানের নির্দেশিত দিকে চাইল বর্ন। খানের কথা সত্যি। সুট পরা দুই এজেন্ট কাছাকাছি থাকা সবার চেহারা যেনো স্ক্যান করে চলেছে চোখ দিয়ে।

"মনে হয় ভাগার সময় এসে গেছে আমাদের," উঠল খান, বর্নের দিকে তাকাল খানিকক্ষণের জন্য। "পরিস্থিতিটা সোজা। হয় আমার সাথে আস, না হয় ধরা পড়

BanglaBook.org

ওদের হাতে।"

উঠল বর্ন, খানের পাশে হাটতে হাটতে পার্ক পেরিয়ে এল। বর্ন আর এজেন্টদের মাঝে রইল খান, এমন পথে হাঁটল যেনো বর্নের আড়ালটা বজায় থাকে। তরুণের দক্ষতা আর বিপদের সময় ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারার ক্ষমতা আবার মুগ্ধ করল বর্নকে।

"কেন করছ এটা?" জিজ্ঞাসা করল বর্ন। খানের ক্রোধের হাত থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত নয় ও, খানের মেজাজের তীব্রতা ওর কাছে বিপদের সূচক। জবাব দিলো না খান বর্নের প্রশ্নের।

পথচারীদের স্রোতে ঢুকে দ্রুতই হারিয়ে গেল ওরা। লিংকন ফাইন টেইলর্সের ভেতর চার এজেন্টকে ঢুকতে দেখেছিল খান, আর তখনই চট করে মনের ভেতর গেঁথে নিয়েছিল ওদের চেহারা। কাজটা কঠিন কিছু নয়; যে জঙ্গলে ও বেড়ে উঠেছিল সেখানে কারো চেহারা মনে রাখাই জীবন মৃত্যুর ফয়সালা করত অনেক সময়। এতক্ষণ যেকোনো জায়গাতেও জানত চার এজেন্ট কোথায় আছে, আর এখন বাকি দু'জনকে খুঁজছে ও। সে যেনো নির্দিষ্ট জায়গাটায় নিজের টার্গেটকে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে অনাহুত কারো উপস্থিতি চায় না।

ভীড়ের সামনের দিকে ওই দু'জনকে দেখতে পেল ও। প্রচলিত ভঙ্গিতে রাস্তার দু'পাশে আছে দু'জন, সোজা হেটে আসছে তার দিকে। বর্নকে মানে ওয়েবকে সতর্ক করার জন্য ঘুরে খান আবিষ্কার করল ভিড়ের মধ্যে ও একা। স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে ওয়েব।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

হিউম্যানিস্টাস লিমিটেডের খুব ভেতরে একটা অত্যাধুনিক লিসেনিং স্টেশন আছে। বিশ্বের প্রধান সব ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কের গোপন সিগন্যালগুলোর ওপর নজর রাখে ওটা। মানুষের কান অবশ্য ওসব সিগন্যাল শুনতে সক্ষম নয়। সিগন্যালগুলো এনক্রিপ্টেড হওয়ায় হিউরিস্টিক অ্যালগারিদম দিয়ে তৈরি একসারি সফটঅয়্যার প্রোগ্রাম দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। বলা যায়, প্রোগ্রামটার শেখার ক্ষমতা আছে। প্রত্যেক ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কের জন্য আলাদা প্রোগ্রাম রয়েছে, কারণ প্রত্যেক এজেন্সি আলাদা আলাদা এনক্রিপশন অ্যালগারিদম ব্যবহার করে।

হিউম্যানিস্টাস-এর প্রোগ্রামাররা অন্যদের সব কোড হয়তো ভাঙ্গতে পারে না কিন্তু আসল কথা হল, বিশ্বে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার অনেকটাই জানে স্পালকো। আমেরিকান সিআইএ'র কোড ভাঙা হয়েছে। আর সেজন্যই ডিসিআই জেসন বর্নের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্পালকো ওই খবর পেয়ে যায়।

"দারুণ," বলল সে। "এখন সবকিছু প্ল্যানমতই চলছে।"

ডিক্রিপশন চালু করল সে, মনিটরে ফুটিয়ে তুলল নাইরোবি শহরের ছবি। ম্যাপটা দেখতে দেখতে সেই জায়গাটা ও খুঁজে বের করল যেখানে আলাদা করে রাখা এইডস রোগিদের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল টিম পাঠাতে বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট জোমো।

এমন সময় বেজে উঠল তার সেলফোন। অন্যপ্রান্তের কথা শুনল সে। হাতঘড়ি দেখল, অবশেষে বলল, "যথেষ্ট সময় থাকা চাই। ভালই করেছ তুমি।" তারপর ইথান হার্নের অফিসে যাবার এলিভেটরে চড়ল সে। ভেতরে থাকতেই একটা মাত্র কল করল, পেয়ে গেল সেই জিনিস যার জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ বৃথা চেষ্টা করেছে–ঐ রাতের অপেরার জন্য একটা অর্কেস্ট্রা সিট।

হিউম্যানিস্টাস লিমিটেডের ডেভেলপমেন্ট অফিসার ওর কম্পিউটারে কাজে ব্যস্ত ছিল কিন্তু স্পালকো রুমে ঢোকামাত্র উঠে দাঁড়ালো সে। সকালে যখন কাজে আসছিল তখন যেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল, এখনও তেমনটাই দেখাচ্ছে তাকে।

"এখানে ফর্মাল হবার কোনো দরকার নেই, ইথান," সহজ ভঙ্গিতে হাসলো স্পালকো। "এটা তো সেনাবাহিনী না, তুমি জানো।"

"জি, স্যার। ধন্যবাদ," হার্ন পিঠ সোজা করল। "আজ সকাল সাতটা থেকেই এটা করছি।"

"ফান্ড সংগ্রহ কেমন চলছে?"

"অনেক আশা নিয়ে আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকে দুটো ডিনার আর একটা

BanglaBook.org

লাঞ্চের আয়োজন করেছি। তাদেরকে আমি যে চিঠি পাঠাতে চাই তার একটা কপি আপনাকে ই-মেইল করে দিয়েছি।"

"ভাল, ভাল।" স্পালকো এমনভাবে চারদিকে তাকাল যেনো রুমের মধ্যে কেউ তাদের কথা শুনছে কিনা তা দেখছে। "বলো, তোমার কি কোনো টাক্স, মানে ডিনারের জামা আছে?"

"অবশ্যই আছে, স্যার। আমার ফান্ড তোলার কাজ ওটা ছাড়া সম্ভব না।"

"দারুণ। এখন বাড়ি গিয়ে ওটা পরে আসো।"

"স্যার?" বিস্ময়ে এক হয়ে গেছে তরুণ ইথাল হার্নের দুই ভুরু।

"তুমি অপেরায় যাচ্ছ।"

"আজ রাতে? এত কম সময়ের নোটিশে? আপনি কি করে টিকেট ম্যানেজ করলেন?"

হাসল স্পালকো। "তুমি তো জান, ইথান, আমি তোমাকে পছন্দ করি। আমি বাজি ধরে বলতে পারি দুনিয়ায় শেষ কোনো সৎ মানুষ থাকলে সেটা হলে তুমি।"

"স্যার, আমার কোনো সন্দেহ নেই সেটা হবেন আপনি।"

তরুণের মুখের হতবুদ্ধি ভাবটা দেখে আবার হাসলো স্পালকো। "মজা করলাম, ইথান। এখন দেখ, নষ্ট করার মত সময় নেই।"

"কিন্তু আমার কাজ..." কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে একঝলক তাকালো ইথান।

"এক দিক দিয়ে আজ রাতে কাজ হবে। অপেরায় একজন লোক থাকবে যাকে আমি জনহিতকারী হিসেবে কাজে লাগাতে চাই।" স্পালকোর হাবভাব এতই স্বাভাবিক যে, একটুও সন্দেহ করছে না ইথান। "এই লোকটা–তার নাম লাসজলো মোলনার–"

"আমি কখনো ওনার নাম শুনি নি।"

"শোনার কথা নয়।" স্পালকোর গলা ষড়যন্ত্রীদের মত খাদে নেমে গেছে। "বেশ ধনী হওয়া সত্ত্বেও কাউকে জানতে দিতে চায় না। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, কোনো দাতার তালিকায় নেই সে। আর তুমি যদি পরোক্ষভাবেও ওর ধন সম্পত্তির কথা তোলো, তাহলে এর পরের বার ওর সাথে কথা বলতেও ভুলে যাবে তুমি।"

"বুঝতে পারছি, স্যার," হার্ন বলল।

"ও একটা সমঝদার টাইপের লোক, যদিও ইদানীং আমার মনে হয় ঐ শব্দটা তার অর্থ অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছে।"

"জি, স্যার," মাথা ঝাঁকালো হার্ন। "আমার মনে হয় আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি।"

স্পালকো অনেকটা নিশ্চিত তার কথার অর্থ সম্পর্কে এই তরুণের কোনো ধারণা নেই। একটা অস্পষ্ট অনুতাপ নড়েচড়ে উঠলো তার মনের মাঝে। অনেক আগে

BanglaBook.org

এরকমই সরল সোজা ছিলো সে। এখন ভাবলে মনে হয় সেটা বুঝি একশ' বছর আগের ঘটনা।

"মোলনার অপেরা খুব ভালোবাসে। অনেক বছর ধরে নিয়মিত অপেরা দেখে সে।"

"আমি জানি কিভাবে মোলনারের মতো লোকজনকে সামলাতে হয়," নিজের জ্যাকেটটা গায়ে চাপিয়ে বললো হার্ন। "আপনি আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।"

চওড়া হাসি দিলো স্পালকো। "আমি তা জানি। আমি চাই তুমি ওকে পটিয়ে ফেলার পর আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাবে। তুমি তো বারটাকে চেনো, নাকি?"

"অবশ্যই চিনি, স্যার। তবে একটু দেরি হতে পারে। মাঝরাতের দিকে।"

একটু ভেবে বললো স্পালকো, "আরেকটা সিক্রেট। মোলনার অনেকটা রাতের পেঁচার মতো। সে কিন্তু টের পেয়ে যেতে পারে কিন্তু সেটা বুঝতে দেবে না। বুঝতে পারছো, ইথান?"

"জি স্যার।"

মোলনানের সিট নাম্বার লেখা একটা কাগজের স্লিপ দিলো স্পালকো। "তাহলে এখন যাও। সময়টা ভালো কাটুক," আলতো করে পিঠে চাপড় দিলো সে। "গুডলাক!"

মেগায়ার আলামি অপেরা ভবনের সুদৃশ্য রোমান ধাঁচের সম্মুখভাগটি আলোয় জ্বলজ্বল করছে। এটা তিরতলাবিশিষ্ট, মাঝখানে গম্বুজ রয়েছে। সেটার মাঝখানে রয়েছে বিশাল একটি ঝাড়বাতি। ভবনের ভেতরের কারুকাজগুলো খুবই সুন্দর।

আজ রাতে *কোম্পানি* পরিবেশন করবে জালাতান কোজালির *হারি জানোস* অপেরা। ১৯২৬ সালে থেকে এটা পরিবেশিত হয়ে আসছে।

মার্বেলের তৈরি বিশাল লবিতে তাড়াহুড়ো করে ঢুকলো ইথান হার্ন। ওর ডিনার জ্যাকেটটার কাপড় ভাল আর কাটাটাও হয়েছে সুন্দর কিন্তু ব্র্যান্ডটা অতো ভাল না। ওর চাকরিতে কি জামা পরা হচ্ছে আর কিভাবে পরা হচ্ছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নম্র, মানসম্মত জামা পরতে অভ্যস্ত সে, বেশি দামি আর ঝলমলে জামা নয়। দান সংগ্রহের আশা থাকলে ভদ্রতাই হচ্ছে আসল চাল।

যদিও দেরি করতে চায় না ও, তবু নিজের গতিকে ধীর করে দিলো, কারণ মঞ্চের পর্দা ওঠার ঠিক আগের যে মুহূর্তটায় ওর হার্ট ধক করে ওঠে সেটা এড়াতে চাইছে।

নিজেকে অপেরার অনুরাগীই মনে করে হার্ন। দুটো কারণে *হারি জানোস* পছন্দ করে সে, তার মধ্যে একটা হল হাঙ্গেরির লোকগীতি থেকে নেয়া এর মিউজিক। অন্য

BanglaBook.org

একটা হল এর লম্বা কাহিনী, যাতে সাধারণ সৈন্য জানোস সম্রাটের মেয়েকে উদ্ধার করে, পদোন্নতি পেয়ে জেনারেল হয়, প্রায় একাই হারিয়ে দেয় নেপোলিয়নকে, জয় করে সম্রাটের মেয়ের মন। মিষ্টি একটা উপকথতা, হাঙ্গেরির রক্তাক্ত ইতিহাসে রঞ্জিত।

শেষ পর্যন্ত দেরি করে এসেও সৌভাগ্যবান হল সে কারণ স্পালকোর দেয়া কাগজটা থেকে লাজসলো মোলনারকে খুঁজে বের করল সময়মতই। অন্য অনেকের মতো আসন গ্রহণ করেছে মোলনার। প্রথম দৃষ্টিতে তাকে দেখে মাঝারী উচ্চতার এক মধ্যবয়সী লোক মনে হল হার্নের, যার পেটের কাছটা মোটা আর চুলের বোঝাওয়ালা মাথাটা মাশরুমের মত। তার কান আর ভোঁতা আঙুলওয়ালা হাত থেকে লোমের গোছা বেরিয়ে এসেছে। পাশে বসা কথা বলতে থাকা মহিলাটাকে পাত্তা দিচ্ছিল না সে। মোলনারের ডানের সিটটা ফাঁকা। মনে হয় অপেরাতে একাই এসেছে সে। ভালই হল, ভাবল হার্ন, অর্কেস্ট্রার পেছনের কাছটার সিটে বসে পড়ল। খানিক বাদে আলো কমে গেল, সূচনা সঙ্গীত বেজে উঠল অর্কেস্ট্রাতে উপরে উঠে গেল পর্দাটা আস্তে করে।

পরে, মধ্য বিরতির সময় এক কাপ হট চকলেট খেয়ে ভীড়ের মাঝে মিশে গেল হার্ন। আসলে এটা দেখে বোঝা যায় মানুষ কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে। দুই প্রজাতির মাঝে মেয়েরাই বেশি রঙ্গিন যা প্রাণী জগতের বিপরীত। স্যানটাং সিল্ক, বেনেটিয়াল মইর মরোক্কান স্যাটিন ইত্যাদি তৈরি জামায় আবৃত তারা, যেসব হয়তো প্যারিস, মিলান আর নিউইয়ার্কের পোশাক প্রস্তুতকারকদের ফ্যাশন শো'তে দেখা গেছে মাত্র কয়েক মাস আগে। পুরুষরা ডিনার জ্যাকেট পরেছে, বন্ধুদের সাথে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে, শ্যাম্পেন আর হট চকলেট খাচ্ছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত বোর দেখাচ্ছে তাদের।

হার্ন অপেরার প্রথম অর্ধেকটা উপভোগ করেছে, এখন অপেক্ষা করছে উপসংহারের জন্য। অবশ্য নিজের অ্যাসাইনমেন্ট ভোলে নি সে, বলতে গেলে পারফরম্যান্সের সময়ই কিভাবে কথা বলা শুরু করবে তা নিয়ে ভেবেছে সে। কোন প্ল্যানে আবদ্ধ হওয়া পছন্দ করে না সে বরং মক্কেলের হাবভাব দেখেই ঠিক করে কিভাবে আলাপ শুরু করবে। সতর্ক চোখে দেখলে অনেক কিছুই জানা যায়। মক্কেল কি হার্নের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন? খাবারটা কি তার পছন্দ হয়েছে না হয় নি? সে কি ড্রঙ্ক কিংবা ধুমপান করে? সেকি সংস্কৃতিবান? এই সবগুলোর সাথে আরো অনেক বিষয় বোঝা যায়।

সুতরাং হার্ন যখন এগিয়ে গেল তখন সে আত্মবিশ্বাসী ছিলো লাসজলো মোলনারের সাথে একটা আলাপ শুর করতে পারবে।

"ক্ষমা করবেন," গলায় সবটুকু আন্তরিকতা ঢেলে বলল হার্ন। "আমি একজন অপেরাপ্রেমিক। আপনিও তাই কিনা সেটাই ভাবছিলাম।"

BanglaBook.org

মোলনার ঘুরল। তার আরমানি ডিনার জ্যাকেটটা আর চওড়া কাঁধ ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি তার ভুঁড়িটাও সুকৌশলে ঢেকেছে। তার কান দুটো বড় আর প্রথম দেখায় যতটা মনে হয়েছিল তার থেকেও বেশি পশমী। "আমি অপেরার একজন ছাত্র," আস্তে করে বলল সে।

হার্নের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে যেটা মনে হল সতর্কভাব। হার্ন তার সবচেয়ে মধুর হাসিটা দিলো। মোলনারের মাতাল চোখে নিজের চোখ রাখল।

"খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে," অপেক্ষাকৃত নরমভাবে বলল মোলনার, "এটা আমাকে গ্রাস করেছে।"

স্পালকো তাকে যা বলেছিল সেটার সাথে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। ভাবলো হার্ন। "আমি এটার জন্য চাঁদা দিয়েছি," সহজ ভঙ্গিতে বলল সে, "কয়েক বছর ধরেই ভোক্তা হয়ে আছি কিন্তু আপনিও যে আছেন তা উল্লেখ না করে পারলাম না।"

নরমভাবে হাসল সে। "অপেরা ভালবাসে এমন লোকের সাথে খুব বেশি দেখা হয় না আমার। আমার স্ত্রী জ্যাজ ভালবাসতেন।"

"আমার স্ত্রী অপেরা পছন্দ করত। আপনি ডিভোর্সড?"

"বিপত্নীক।"

"ওহ্, আমি দুঃখিত।"

"কিছুদিন আগের ঘটনা," মোলনার বলল, তার গলা উষ্ণ হয়ে উঠেছে কথাটা বলার পর। "আমি তাকে এতই মিস করি যে তার সিটটাও বেচে দেই নি।"

একটা হাত বাড়িয়ে দিলো হার্ন। "ইথান হার্ন।" সামান্য একটু দ্বিধা করার পর নিজের লোমশ পিঠওয়ালা হাতটা দিয়ে হার্নের হাতটা ধরল লাসজলো মোলনার। "আমার নাম লাসজলো মোলনার। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।"

ভদ্রভাবে ছোট একটা বো করল হার্ন। "আমার সাথে কি এক কাপ হট চকলেট পান করবেন, মিঃ মোলনার?"

অফারটা পেয়ে মোলনারকে খুশি মনে হল। মাথা ঝাঁকাল সে। "আমি আনন্দিত হব।" গিজগিজ করতে থাক ভিড়ের মধ্য দিয়ে একসাথে হাটতে হাটতে একে অন্যের পছন্দের অপেরা আর অপেরা কম্পোজারের নাম শেয়ার করতে লাগল। মোলনারকেই আগে বলতে বলেছিল হার্ন তাই সে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সায় দিলো। আবার খুশি হল মোলনার। স্পালকো আগেই উল্লেখ করেছিল, হার্নের মাঝে এমন একটা খোলামেলা আর সৎ ভাব আছে যে সবচেয়ে সংশয়পূর্ণ লোকটাও প্রশংসা না করে পারে না। সবচেয়ে মেকি পরিস্থিতিতেও সহজ থাকবার কৌশলটা রপ্ত করেছে সে। এই উদ্যমের একাগ্রতাটাই মোলনারকে বাগিয়ে ফেলেছে, তার বাধার প্রাচীর ভেঙে দিয়েছে।

"পারফরম্যান্সটা কি আপনি উপভোগ করছেন?" হট চকোলেটে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল মোলনার।

BanglaBook.org

"খুব ভালোভাবেই করছি," বলল হার্ন। "কিন্তু হারি জালোস আবেগে ভরপুর আর চরিত্রদের মুখের এক্সপ্রেশনটা ভালোভাবে দেখতে পেলে আরো ভালো বোধ করতাম। দুঃখের বিষয় হল যখন ভোক্তা হয়ে ছিলাম তখন আরো কাছে জায়গা নিতে পারি নি, আর এখন তো ভাল সিট পাওয়া প্রায় অসম্ভব।"

এক মুহূর্ত কিছুই বলল না মোলনার, হার্নের ভয় হল আলাপের শুরুটা বৃথা গেল কিনা। আর তারপরই বলল সে, এমনভাবে যেনো আগেই ভেবে রেখেছিল, "আপনি কি আমার স্ত্রীর সিটটায় বসবেন?"

"আরো একবার," হাসান আরসেনভ বলল, "যেসব ধারাবাহিক ব্যাপার আমাদেরকে স্বাধীনতা এনে দেবে সেসব নিয়ে আবার কাজ করতে হবে।"

"কিন্তু ওসবকে আমার তেমনভাবেই চেনা হয়ে গেছে যেমনভাবে চিনি তোমার চেহারাকে," আপত্তি করল জিনা।

"আমাদের প্রধান লক্ষ্যের দিকে রুট ধরে চোখ বাঁধা অবস্থায় দিক ঠিক করে যেতে পারবে?"

"পাগলামি করো না," ফুঁসে উঠল জিনা। আইসল্যান্ডিক ভাষায় বলল, "আমরা এখন শুধু আইসল্যান্ডিক ভাষায় কথা বলব।"

ওদের হোটেলে বিশাল ডেস্কটার ওপর ছড়িয়ে আছে রিজাভিকের ওস্কজুলিড হোটেলের খুঁটিনাটি তথ্য। ল্যাম্পের আলোয় সবকিছু উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে, কন্ডিশনিং সিস্টেম, ফ্লোরপ্ল্যান। প্রতিটা বড় নীল শিটে পরিস্কারভাবে লেখা আছে একসারি নোট, দিক নির্দেশক তীর আর মার্কিং, টেরোরিজম সামিটে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশের নিযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার স্তর নির্দেশ করছে ওগুলো। স্পালকোর কাগজপত্রের খুঁটিনাটিগুলো নিখুঁত।

"হোটেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভাঙার পরে," বলল আরসেনভ, "লক্ষ্য পূরণের জন্য খুবই কম সময় থাকবে আমাদের হাতে। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল, ওখানে গিয়ে কাজকর্ম শুরুর আগে আমরা জানবও না কত কম সময় আমাদের আছে। অর্থাৎ এর ফলে আরো ভালভাবে বলা যায় ওখানে গিয়ে কোনো দ্বিধা, কোনো ত্রুটি, কোনো ভুল পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।" উৎসাহে তার কালো চোখগুলো ঝিকমিক করছে। এক ফালি কাপড় নিয়ে জিনাকে রুমের এক প্রান্তে নিয়ে গেল সে। জিনার মাথার চারদিকে কাপলটা এমন আঁটো করে বাঁধলো যাতে সে দেখতে না পায়।

"আমরা এই মাত্র হোটেলে ঢুকলাম মনে কর," ওকে যেতে দিলো হাসান। "আমি এখন চাই রুট ধরে হাটবে তুমি। আমি তোমার সময় গুণব। এখন যাও।"

রুটটা দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ভালই করল জিনা। কিন্তু একটা সংযোগস্থলে, যেটা

BanglaBook.org

দুটো করিডোরের মোড় হবার কথা সেখানে ডান দিকেরটা বদলে বাম দিকেরটায় ঢুকল সে।

"তুমি শেষ," কর্কশভাবে বলে জিনার চোখের বাঁধনটা খুলে দিলো আরসেনভ। "যদি তুমি তোমার ভুল ঠিক করেও নাও, সময়মত টার্গেটে পৌছাতে পারবে না। সিকিউরিটি সেটা আমেরিকান, রাশিয়ান কিংবা আরব যাই হোক না কেন–তোমাকে ধরে গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেবে।"

জিনা কাঁপছে, নিজের আর হাসানের উপর রেগে গেছে।

"তোমার এই চেহারা আমি চিনি, জিনা। তোমার রাগ দূর কর," বলল হাসান। "আবেগ মনোযোগ ভেঙে দেয়, আর মনোযোগই তোমার এখন সবচাইতে বেশি দরকার। যখন চোখ বাঁধা অবস্থায় পথটা শেষ করতে পারবে, তখন এই সন্ধ্যার মত আমাদের কাজ শেষ।"

জিনা বলল, ঘন্টাখানেক পর, কাজ শেষ হলে বিছানায় চলে এসো, সোনা।"

কোমরের কাছে বেল্ট দিয়ে বাঁধা কালো মসলিনের রোব পরা আরসেনভ মাথা নাড়লো। বিশাল জানালাটার পাশে দাঁড়িয়ে দানিউবের কালো পানিতে রাতের ঝকমকে বুদাপেস্টের প্রতিফলন দেখছে সে।

অতি সামান্য পোশাক পরা জিনা নরমভাবে হাসলো, যেনো গলার গভীর থেকে উঠে এল ওটা। "অনুভব করো হাসান, হাত নাড়ল সে, লম্বা লম্বা আঙুলগুলো চালাল বিছানার চাদরের ওপর দিয়ে। "খাটি মিশরীয় কটন, কত ব্যয়বহুল।"

তার দিকে ঘুরল হাসান, একটা ভ্রুকুটি তার চেহারাটা কালো করে দিচ্ছে। "যথেষ্ট হয়েছে, জিনা," বলল সে। "নেপোলিয়ন ব্র্যান্ডি, নরম চাদর। ডাউন কমফর্টার। এই সব বিলাসিতা আমাদের জন্য নয়।"

জিনার চোখ খুলে গেল, ওর পুরু ঠোঁট দুটো ফুলে উঠছে। "কিন্তু কেন?"

"তোমাকে এতক্ষণ যা শেখালাম তা কি এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে? কেন'র উত্তর হল, আমরা যোদ্ধা, আমরা আমাদের জাগতিক সব সম্পদ ত্যাগ করেছি।"

"তোমার অস্ত্র কি ত্যাগ করেছ, হাসান?"

মাথা নাড়ল হাসান, ওর দৃষ্টি শক্ত আর শীতল। এইসব অস্ত্রের একটা উদ্দেশ্য আছে।"

"এসব নরম জিনিসেরও একটা উদ্দেশ্য আছে," হাসান। "এগুলো আমাকে আমোদিত করে তোলে।"

হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে গলার গভীর থেকে ঘোঁত করে শব্দ করল হাসান।

"আমি এসবের মালিকানা চাই না, হাসান," রুক্ষ কণ্ঠে বলল জিনা। "স্রেফ ব্যবহার করতে চাই দু' এক রাতের জন্য।" হাসানের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো সে। "তোমার কঠিন নিয়মগুলো ভেঙে অল্প সময়ের জন্যও কি রিল্যাক্স করতে

BanglaBook.org

পার না? আমরা দু'জনেই আজকে অনেক পরিশ্রম করেছি, এখন একটু বিশ্রাম আমাদের প্রাপ্য।"

"নিজের কথা বল। বিলাসের খপ্পরে আমি পড়ব না।"

"আমাকে তোমার অসহ্য লাগছে, এটা বিশ্বাস হচ্ছে না।" জিনার চোখে কিছু আছে, নিজেকে অস্বীকার করার মত কোনো ব্যাপার, যেটা তার স্বভাবগত কঠিন ভাবমূর্তির সাথে মেলানো যায় না।

"ঠিক আছে, তাহলে," বলল সে। "ব্র্যান্ডির বোতলটা ভেঙে বিছানাময় কাঁচ ছড়িয়ে দেব আমি, তোমাকে আসতে রাজি করবার জন্য।"

"আমি বলেছি তোমাকে," গম্ভীর গলায় সতর্ক করল হাসান, "এসব বিষয় নিয়ে মজা না করতে।"

উঠে বসল জিনা, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল, ওর বুক দুটো ল্যাম্পের আলোয় আকর্ষনীয়ভাবে দুলছে। "আমি একদম সিরিয়াস। যদি তোমার ইচ্ছা হয় কাঁটার বিছানায় শুয়ে আমার সাথে প্রেম করবে, তাহলে আমি তর্ক করার কে?"

দীর্ঘ সময় ধরে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হাসান। জিনা এখনও ব্যঙ্গ করছে কিনা তা ভাবছে, "তুমি কি বোঝ না?" ওর দিকে এক পা এগোল হাসান। "আমাদের পথ নির্দিষ্ট। আল্লাহর প্রতি আত্মীক রাস্তায়, তরিকতে আমরা বাঁধা।"

"আমার মনোযোগ সরানোর চেষ্টা করো না, হাসান। আমি এখনো অস্ত্রের কথা ভাবছি।" হাসানের জামা মুঠো করে ধরে নিজের দিকে টানল ও। অন্য হাতটা ধীরে ধীরে বুলিয়ে নিল হাসানের গুলির ক্ষতের ব্যান্ডেজের কাপড়ের ওপর। তারপর উপরে উঠে গেল হাতটা।

ওদের মিলনটা হল প্রায় একটা মারামারির মতই প্রচণ্ড। ব্যাপারটা এমন তীব্রতায় পৌছে গেল যেনো শারীরিক প্রয়োজন থেকে একে অন্যকে ব্যথা দিতে চায় তারা। ওদের পাশবিক নিষ্পেষণ, শিৎকার আর নিঃসরণের মাঝে প্রেমের কোনো ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। যে বিছানা নিয়ে একটু আগেই ঠাট্টা করছিল জিনা, সেই বিছানাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল হাসান জিনা ওকে আঁচড়ে দেবার আগেই বাধা দিলো, নিজের দেহের সাথে পিষে ফেলল ওর দেহটা। ছাড়া না পেয়ে দাঁত কাজে লাগাল জিনা, হাসানের কাঁধ, বুক আর হাতের শক্তিশালী পেশীতে কামড়ে দিলো। এই ব্যাথার ঢেউ ছাড়া হাসানের বিভ্রমের ভাবটাকে কাটানো সম্ভব ছিল না।

নিজের সহযোদ্ধা, নিজের বন্ধু খালিদ মুরাতের প্রতি ও যা করেছে তার জন্য ওর শাস্তিই প্রাপ্য। নিজের জনগণের অস্তিত্ব রক্ষা আর উন্নতির জন্যই অবশ্য এসব করেছে ও। ভাবলো হাসান। নিজেকে ও কতবার প্রবোধ দিয়েছে, চেচনিয়ার ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যই মুরাতকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। আর তখন, একটা পাপীর মতই দ্বিধা আর ভয় তাড়া করে ওকে, যে কিনা অপেক্ষা করছে শাস্তির। সত্যি বলতে যদিও সেক্সুয়ায়াল নিঃসরণের সামায়িক মৃত্যুতে ভাবে ও, নবীদের ক্ষেত্রেও কি সবসময় তাই

BanglaBook.org

হত না? এই অত্যাচার কি প্রমাণ করে না, যে পথটা ও নিয়েছে তা-ই প্রকৃত পথ?

ওর পাশেই জিনা ওর বাহুর ওপর শুয়ে আছে। তার চিন্তা হয়তো বইছে বহু মাইল দূর দিয়ে। কিন্তু একদিক দিয়ে বলতে গেলে তার মনও নবীদের চিন্তায় পরিপূর্ণ। কিংবা ভালভাবে বলতে গেলে, এক নবীর চিন্তায় পরিপূর্ণ। যখন থেকে হাসানকে বিছানায় টেনেছে সে তখন থেকেই ওর মন ওই চিন্তা করছে। হাসান যে এই বিলাসিতা ভোগ করতে রাজি নয় সেজন্য তাকে ঘৃণা করে জিনা, আর তাই যখন হাসানকে টেনেছিল, তখন তার কথা ভাবছিল না ও। যখন হাসান জিনার ভেতরে ঢুকল তখন জিনার মনে ওটা হাসান ছিল না, ছিল স্তেপান স্পালকো। আর শেষের দিকে জিনা যখন ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল সেটা সুখানুভূতিতে নয়, স্পালকোর নাম ধরে চেঁচিয়ে ওঠার ভয়ে। হাসানকে অনেক জায়গায় ব্যাথা দেবার মাধ্যমে অবশ্য ওর প্রতি হাসানের ভালবাসা টের পেয়েছে জিনা। এই ভালবাসা ওর কাছে মনে হল নির্বোধ, অজানা, ঠিক যেনো একটা শিশু ওর মায়ের স্তনের দিকে এগোচ্ছে। জিনার কাছ থেকে সে চায় উষ্ণতা আর আশ্রয়, যেনো দ্রুত গর্ভে ফিরে যাবার মত। এই ভালবাসা জিনার ত্বকে শিরশিরে অনুভূতি দেয়। কিন্তু ও যা ব্যাকুলভাবে চায়...

শ্বাস ফেলতে ফেলতে হাসান কাছে চলে আসাতে জিনার চিন্তা থমকে গেল। ও ভেবেছিল হাসান ঘুমিয়ে পড়েছে। কিংবা কোনো কারণে হয়তো জেগে উঠেছে। এখন হাসানের কামনা মেটাতে গিয়ে ওর আর নিজের ভাবনা ভাবার সময় নেই। হাসানের পুরুষালী ঘ্রাণ অনুভব করল সে, ভোরের কুয়াশার মত জাগছে ওটা, আর হাসানের শ্বাস আরেকটু দ্রুত হল।

"আমি ভাবছিলাম," ফিসফিস করল সে, "নবী শব্দটার অর্থ আসলে কি, একদিন আমার জনগণ আমাকে ঐ নামে ডাকবে কিনা।"

জিনা কিছু বলল না কারণ ও জানে হাসান আরসনেভ এখন চায় ও চুপ থাকুক, নিজের কথা বলার সময় জিনা শুধু শুনুক। এটা আরসেনভের দুর্বলতা যেটা অন্য কেউ জানে না, শুধু জিনাই জানে। ও ভাবল খালিদ মুরাত যদি হাসানের এ দুর্বলতাটা জানত। অবশ্য ও প্রায় নিশ্চিত ওটা বোঝার মত যথেষ্ট চালাক স্তেপান স্পালকো।

"কোরান আমাদের বলে প্রত্যেক নবী স্বর্গীয় সত্ত্বার প্রতিমূর্তি," বলল আরসেনভ। "বাস্তবিকতার রূপের সীমা অতিক্রমী এক প্রতীয়মানতা, কারণ মুসা কোনো মাধ্যম ছাড়াই ঈশ্বরের সাথে কথা বলতে পারতেন। কোরানে মুসাকে ঈশ্বর বলেছেন, ভয় কোরো না, তুমি সর্বোৎকৃষ্ট।" ঈসা নবীত্বের প্রতীয়মানতা। নবজাতক অবস্থাতেই তিনি চিৎকার করেছিলেন, "ঈশ্বর আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।"

"কিন্তু মোহাম্মাদ হলেন ঈশ্বরের সকল নামের প্রতিমূর্তি এবং প্রতীয়মানতা। তিনি নিজে বলছিলেন, "আল্লাহ প্রথমে যা সৃষ্টি করেছিলেন তা হচ্ছে আমার আলো। যখন আদম পানি ও মাটির মাঝে ছিলেন তখনো আমি নবী ছিলাম।"

BanglaBook.org

হাসানের কথা যে শেষ হয়েছে তা নিশ্চিত হবার জন্য কয়েকটা হার্টবিট পর্যন্ত অপেক্ষা করল জিনা। তারপর, হাসানের ধীরে ধীরে উঠতে নামতে থাকা বুকের ওপর একটা হাত রেখে সেটাই জিজ্ঞেস করল যেটা হাসান চেয়েছিল, "আর তোমার স্বর্গীয় গুণ কি, আমার নবী?"

বালিশের ওপর মাথা ঘোরাল আরসেনভ যাতে জিনাকে ভালভাবে দেখা যায়। ল্যাম্পের আলো ওর পেছনে থাকায় ওর চেহারার বেশিরভাগটাই ছায়ায় ঢাকা পড়েছে, কেবল লম্বা তুলির আঁচড়ের মত ওর গাল আর চিবুকের পাশটা জ্বলজ্বল করছে। হাসানের মাথায় এমন একটা চিন্তা এল যেটা ও বেশির ভাগ সময় এমনকি নিজের থেকেও লুকিয়ে রাখে। ও জানে না জিনার দৃঢ়তা আর জীবনীশক্তি ছাড়া ও কি করত। ওর কাছে জিনার গর্ভ অমরত্বের স্বরূপ। যে পবিত্র স্থান থেকে ওর সন্তানেরা জন্ম নেবে, ওর বংশধারাকে বয়ে নিয়ে যাবে চিরকাল পর্যন্ত। কিন্তু ও জানে স্পালকোর সাহায্য ছাড়া এই স্বপ্ন সফল হবে না। "আহ্ জিনা, তুমি যদি জানতে শেখ আমাদের জন্য কি করবেন, আমাদেরকে কি হতে সাহায্য করবেন।"

হাসানের ভাঁজ করা হাতের ওপর গাল রাখল জিনা। "বল আমাকে।"

কিন্তু মাথা নড়ল হাসান, ছোট একটা হাসির রেখা দেখা দিচ্ছে ওর মুখে। "সেটা একটা ভুলই হবে।"

"কেন?"

"কারণ অস্ত্রটা কেমন ক্ষতি করবে সেটা আগে থেকে না জেনে দেখা উচিত হবে না তোমার।"

হাসানের চোখের গভীরে তাকানোর সাহস কমই করে জিনা, এখন ওখানে তাকিয়ে নিজের ভেতরে একটা শিরশিরানি অনুভব করল সে। হয়তো নাইরোবিতে আর তিন দিনের মধ্যে যে ভয়ংকর শক্তি প্রয়োগ করা হবে তার খানিকটা অনুভব করতে পেরেছে সে। কিন্তু যে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা মাঝে মাঝে প্রেমিক প্রেমিকাদের ওপর ভর করে তার বলে ও বুঝতে পারল, ধরনের মৃত্যু ওই অস্ত্র দেবে তার ফলে যে আতঙ্ক ছড়াবে সেটাই হাসানকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। আতঙ্কই সৃষ্টি করতে চায় হাসান, এটা পরিস্কার। আতঙ্ককে ন্যায়ের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ও ফিরিয়ে আনতে চায় সেসবকে, যেসব জিনিস হাতছাড়া হয়েছিল চেচেনদের ওপর অত্যাচার, উৎখাত আর রক্তপাতের মাধ্যমে।

আল্প বয়স থেকেই ভয়ের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত জিনা। ওর বাবা এক সময় অন্য সব চেচেন পুরুষদের মতই নিজের পরিবারের দেখাশোনা করত। কিন্তু এখন সারা চেচনিয়া জুড়ে প্লেগের মত ছড়িয়ে পড়া ভয় আর হতাশায় আক্রান্ত হয়ে মৃতপ্রায় সে। রাস্তায় মুখও দেখাতে পারে না রাশিয়ানদের হাতে পড়ার ভয়ে। ওর মা এক সময় ছিল কম বয়সী সুন্দরী মহীলা। কিন্তু পরে হয়ে পড়েছিল বসে যাওয়া বুক, পাতলা চুল আর স্মৃতিভ্রষ্ট এক বৃদ্ধা।

BanglaBook.org

সারাদিন ধরে উচ্ছিষ্ট কুড়ানোর পরে বাড়ি ফিরে তিন কিলোমিটার দূরের পাবলিক ওয়াটার পাম্পে যেতে হত জিনাকে, ভরা বালতি নিয়ে ফিরে এসে পাঁচ তলা উপরে নিজেদের নোংরা রুমে উঠতে হত।

ঐ পানি! এমনি এখনো মাঝে মাঝে খাবি খেতে খেতে জেগে ওঠে জিনা, মুখে লেগে থাকে ঐ পানির বিচ্ছিরি তার্পিন তেলের মত স্বাদ।

এক রাতে ওর মা বসে পড়ল, আর উঠল না। তার বয়স আঠাশ হলেও দেখতে দ্বিগুণ। সর্বক্ষণ পুড়তে থাকা তেলের ধোঁয়ায় তার ফুসফুস ভরে গিয়েছিল আলকাতরায়। যখন জিনার ছোট ভাই পানি চেয়েছিল, তখন বৃদ্ধ মহিলা জিনার দিকে চেয়ে বলল, "আমি উঠতে পারছি না। এমনকি আমাদের পানির জন্যও না। আর পারছি না..."

জিনা ঘুরে শরীর বাঁকিয়ে ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলো। এতক্ষণ অলক্ষ্যে থাকা চাঁদটা এখন জানালা ভরিয়ে দিলো আলোয়। ও সরু কোমর আর বুকের ওপর এসে পড়েছে চাঁদের ঠাণ্ডা কোমল আলোর একটা ধারা, আলোকিত করে তুলেছে ওর বুক দুটো। ওগুলোর মাঝে গভীর খাঁজের মধ্যে পড়ে আছে হাসানের হাতটা। আলোর ওই ধারাটার বাইরে শুধুই অন্ধকার।

অনেকক্ষণ ধরে চোখ খোলা রেখে শুয়ে রইল জিনা, হাসানের নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনল। ভয়ের অর্থ চেচেনদের চাইতে ভাল করে আর কে জানে? ভাবল সে। হাসানের মুখে যেনো লেখা আছে তাদের জনগণের দুঃখ ভরা ইতিহাস। মৃত্যু আর ধ্বংসের কথা ভুলে গিয়ে শুধু একটা ফলাফলই দেখতে পায় হাসান : চেচনিয়ার যথার্থতা প্রমাণ। আর জিনার হতাশা ভরা হৃদয় জানে পুরো বিশ্বের মনোযোগ টেনে আনতে হবে তাদের দিকে, সেটা করার উপায় মাত্র একটাই। জিনা জানে হাসানই সঠিক : মৃত্যু আসবে অকল্পনীয়ভাবে কিন্তু সেজন্য বাকি দুনিয়াকে যে মূল্য দিতে হবে তার কথা চিন্তাও করতে পারে না কেউ।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

সকাল বেলাটা স্ত্রীর সাথে ক্যাফে অও লে পান করে আর খবরের কাগজ পড়ে কাটাতে ভালবাসে জ্যাক রবিনে, তাদের সন্তান, অর্থনীতি আর তাদের বন্ধুদের হালচাল নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে। তারা কখনো রবিনের চাকরি নিয়ে কথা বলে না অবশ্য।

দুপুরের আগে অফিসে না আসাটা একটা শক্ত নিয়ম বানিয়ে ফেলেছে রবিনে। একবার অফিসে আসার পর প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ডকুমেন্ট, ইন্টারডিপার্টমেন্টাল মেমো ইত্যাদি পড়ে সে, প্রয়োজন হলে ই-মেইলের রিপ্লাই লেখে। তার ফোনের জবাব দেয় তার অ্যাসিসটেন্ট, কলের হিসাব রাখে আর যেসব মেসেজ তার কাছে গুরুত্বপূর্ন মনে হয় সেসব রবিনেকে দেয়। রবিনের কাছে অ্যাসিসটেন্ট মেয়েটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। রবিনে ট্রেনিং দিয়েছে তাকে, আর তার সহজাত প্রবৃত্তি রহস্যময় নয়।

আরো ভালো ব্যাপার হচ্ছে, সে একদম কৌশলী বিচক্ষণ। এর মানে হচ্ছে রবিনে তাকে বলতে পারে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় লাঞ্চ করেছে–সেটা কোনো শান্ত বিরোধই হোক বা ফোর্থ আরোজিসেমেত-এ তার স্ত্রীর অ্যাপার্টমেন্টই হোক। রবিনে লম্বা সময় ধরে লাঞ্চ করে বলে এটা গুরুত্বপূর্ণ। বিকেল চারটার আগে অফিসে কমই ফেরে সে। কিন্তু আবার আমেরিকান ধনী লোকদের সাথে বার্তা আদানপ্রদান করতে কখনো কখনো মাঝরাত পর্যন্তও অফিসে থাকে। রবিনের পদের নাম হয়তো 'সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী,' কিন্তু আসলে সে এত হাইলেভেলের স্পাই যে সরাসরি ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্টের কাছে রিপোর্ট করে।

এই বিশেষ সন্ধ্যায় অবশ্য ডিনার করছে না সে, আজকের বিকেলটা এত কাজের চাপে কেটেছে যে নিজের প্রতিদিনের রুটিনটা সন্ধ্যার পরে ঠেলে দিতে হয়েছে তাকে। একটা খরব তাকে ভাবিয়ে তুলেছে অনেকটাই। তার আমেরিকান বন্ধুরা তাকে একটা বিশ্বজোড়া নির্দেশের কথা জানিয়েছে। যেটা পড়ে ওর রক্ত হিম হয়ে গেল : জেসন বর্নকে নিধন করার নির্দেশ।

কয়েক বছর আগে একটা স্পা-তে বর্নের সাথে দেখা হয়েছিল রবিনের। প্যারিসের ঠিক বাইরের ওই স্পা-তে একটা উইকএন্ড বুক করেছিল রবিনে, যাতে ওর তখনকার স্ত্রী শুকনো, পেটুক মহিলার সাথে সময় কাটাতে পারে। একজন ব্যালে ড্যান্সার ছিল ওর ওই বউ, রবিনে এখনো আনন্দের সাথে স্মরণ করতে পারে তার শরীরের নমনীয়তা, স্টিম রুমে বর্নকে দেখেছিল ও, কথাবার্তা শুরু করেছিল ওরা। ধীরে ধীরে, খুবই অদ্ভুতভাবে রবিনে আবিষ্কার করল, বিশেষ এক ডবল এজেন্টের খোঁজে ওখানে এসেছিল বর্ন। সেই মহিলা ডাবল এজেন্টকে খুঁজে বার করে তাকে

BanglaBook.org

খুন করেছিল বর্ন, ওই সময় রবিনে একটা থেরাপি নিচ্ছিল–গ্রিন মাড, যতদূ মনে পড়ে। ব্যাপারটার ভাল দিক হচ্ছে, ওই ডাবল এজেন্ট আসলে রবিনের থেরাপিস্ট সেজে তাকেই মারার প্ল্যান করছিল। কোন মানুষ থেরাপিস্টের টেবিল বাদে আর কোন জায়গায় বেশি অরক্ষিত হতে পারে? ভাবল রবিনে। ব্যাপারটা শেষ হবার পর বর্নকে একটা ব্যয়বহুল ডিনারে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না ওর। সেই রাতে ফোয়ে গ্রাঁর সাথে সরষে দেয়া। জাস আর তাতে ছিল চমৎকার লাল বোরদুঁ'র তিনটে দারুণ বোতল। একে অন্যের ভেতরের সব কথা শেয়ার করে দ্রুত বন্ধু হয়ে গিয়েছিল ওরা।

বর্নের মাধ্যমেই ককলিনের সাথে পরিচিত হয়েছিল রবিনে, কোয়েদরসে আর ইন্টারপোলের কাজে তার সহযোগী হয়ে পড়েছিল।

শেষতক, নিজের অ্যাসিসটেন্টের ওপর রবিনের আস্থা জেসন বর্নের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনল। কারণ ও যখন চেজ জর্জেস-এর ক্যাফেতে ছিল তখন তার স্ত্রী ডেলফাইনের সাথে ছিল, তখনই ওর অ্যাসিসটেন্টের কলটা আসে। ঐ ক্যাফেটাকে দুটো কারণে পছন্দ করতো ও ওটার অবস্থান আর খাবারের কারণে। এর অবস্থান ফরাসি স্টক এক্সচেঞ্জ বর্স-এর বিপরীতে হওয়ায় একই জায়গাটায় শেয়ার ব্রোকারদের আনাগোনা লেগেই থাকে। এরা রাজনীতিবিদদের সাথে খাজুরা আলাপ জুড়ে দেয় না, তাই রবিনেকেও অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় না।

"কেউ একজন লাইনে আছেন," ফোনে বলল রবিনের অ্যাসিসটেন্ট। ভাগ্য ভাল রবিনের অফিসের সময়ের পরের কলগুলো সে বাসা থেকেই মনিটর করে। "তিনি বলছেন আপনার সাথে কথা বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

ডেলফাইনের দিকে হাসল রবিনে। ওর স্ত্রী হচ্ছে স্নিগ্ধ, পরিপূর্ণ একটি সৌন্দর্য, যার চেহারা রবিনের আগের ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনের স্ত্রীর থেকে অনেকটাই বিপরীত। ওরা দুজন গল্প করছিল তুইলেরি থেকে বের হওয়া অগারিস্তাইদ মেইলের নগ্ন ছবি আর জুল ম্যাসেঁর উচ্চমানের অপেরা নিয়ে। সত্যি, সদ্য কৈশোর পার হওয়া মেয়েদের প্রতি আমেরিকান পুরুষদের এত টান কেন সেটা বুঝতে পারে না রবিনে। মেয়ের বয়সের কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করাটা তার কাছে আতঙ্কজনক তো বটেই, সেই সাথে অর্থহীনও। তার সাথে ক্যাফে আর মিলেফিউইল বাদে আর কি নিয়ে কথা বলার থাকবে? "সে কি নিজের নাম বলেছে?" ফোনে বলল সে।

"হ্যা। জেসন বর্ন।"

রবিনের পাল্‌স বেড়ে গেল। "লাইন দাও," সাথে সাথে বলল সে। আর যেহেতু এসব নিয়ে বউয়ের সাথে আলাপ করা ঠিক নয় তাই ক্ষমা চেয়ে হালকা কুয়াশা ঢাকা সন্ধ্যা প্যারিসে বের হয়ে এল সে। তারপর নিজের পুরনো বন্ধুর গলার আওয়াজ পাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

BanglaBook.org

"প্রিয় জেসন, কতদিন পর কথা হল?"

সেলফোনের মধ্য দিয়ে জ্যাক রবিনের গলার শব্দ পাবার সাথে সাথে বেড়ে গেল বর্নের মনোবল। শেষ পর্যন্ত এমন একজনের কথা শোনা গেল যে তাকে খুন করার চেষ্টা করছে না। ক্যাপিটাল বেল্টওয়ে ধরে আরেকটা চুরি করা গাড়িতে চেপে ডেরনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে সে।

"সত্যি বলতে কি, কতদিন পরে যে কথা হল তা আমিও জানি না।"

"কয়েক বছর পেরিয়ে গেছে, বিশ্বাস করতে পার?" রবিনে বলল। "কিন্তুঅ্যালেক্সের মাধ্যমে তোমার খোঁজখবর রেখেছি আমি।"

বর্ন সাময়িকভাবে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেও এখন আবার রিল্যাক্স করতে শুরু করেছে। "জ্যাক, তুমি নিশ্চয় অ্যালেক্সের কথা শুনেছো।"

"হ্যা, শুনেছি। আমেরিকান ডিসিআই বিশ্বজোড়া তোমার নামে সমন জারি করেছে। অবশ্য আমি ওটার একটা শব্দও বিশ্বাস করি না। অ্যালেক্সকে তুমি মারতে পার না। তুমি কি জান, কে মেরেছে?"

"খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। এই মুহূর্তে আমি নিশ্চিতভাবে যা বলতে পারি তা হচ্ছে খান নামের কেউ একজন খুব সম্ভবত জড়িত।"

অন্য প্রান্তে জ্যাক রবিনে এত লম্বা সময় ধরে চুপ রইল যে বর্নকে বলতেই হল, "জ্যাক? লাইনে আছ?"

"হ্যা, আছি। চমকে দিয়েছ আমাকে, এই যা।" লম্বা একটা শ্বাস নিল রবিনে, "এই খান আমাদের কাছে পরিচিত। সে একজন প্রথম সারির পেশাদার গুপ্তঘাতক। আমরা যতদূর জানি, সরা পৃথিবীতে কমপক্ষে একডজন উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তির খুনে জন্য দায়ি সে। প্রধানত রাজনীতিবিদদেরকেই হত্যা করে। উদাহরণ স্বরূপ, মালি'র প্রেসিডেন্টের নাম বলা যায়। আবার সময়ে সময়ে শিল্পপতি এবং বড় ব্যবসায়িদরকেও নিশানা বানায়। আমরা নিশ্চিত হয়েছি, সে কোনো রাজনীতি করে না বা কোনো বিশেষ আদর্শেও বিশ্বাসী নয়। স্রেফ টাকার জন্য কাজ করে সে। টাকা ছাড়া আর কোনো কিছুতে তার বিশ্বাস নেই।"

"সবচেয়ে মারাত্মক ধরনের গুপ্তঘাতক।"

"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, *মনামি*," রবিনে বলল। "অ্যালেক্সের খুনের জন্য তাকে সন্দেহ করছ নাকি?"

"সেটাই সম্ভব," বলল বর্ন। "লাশ দুটো খুঁজে পাবার পর পরই ওর মুখোমুখি হয়ে পড়ে ছিলাম আমি। সে সম্ভবত পুলিশ ডেকেছিল কারণ আমি ওই বাড়িতে থাকতেই এসে পড়েছিল।"

"ক্ল্যাসিক একটা ফাঁদ।" একমত হল রবিনে।

এক মুহূর্ত নিরব রইল বর্ন, ওর মন জুড়ে এখন খানের চিন্তা। ক্যাম্পাসে ওকে গুলি করে মারতে পারত সে, একই কাজ করতে পারত জঙ্গলের মধ্যেও। ব্যাপার

BanglaBook.org

হচ্ছে যেখান বর্নকে বেশি কিছু বলে নি। মনে হচ্ছে এটা খানের কোনো স্বাভাবিক কেস নয়; ব্যাপারটার সাথে ব্যক্তিগত ঘটনা জড়িত। প্রতিশোধ টাইপের কোনো জিনিস এটা, যার উৎপত্তি সম্ভবত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জঙ্গলে। সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য অনুমান হচ্ছে, বর্ন খানের বাবাকে মেরে ফেলেছিল। এখন প্রতিশোধ নিতে বের হয়েছে তার ছেলে। তাছাড়া আর কোনো কারণে বর্নের পরিবারকে নিয়ে মাথা ঘামাবে সে? জেমিকে ছেড়ে যাবার কথা বর্নকে বলবে কেন? এই থিওরিটা সবকিছু সাথে খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

"খানের ব্যাপারে আর কি বলতে পার আমাকে?" বর্ন বলল তখন।

"বেশি ছু না," উত্তর দিলো রবিনে, "ওর বয়সটা বলতে পারব, সাতাশ।"

"ওকে দেখে তো তার চেয়েও কমবয়সী মনে হয়," অন্যমনস্কভাবে বলল বর্ন। "তাছাড়া, তার গায়ে এশিয়ান রক্ত আছে।"

"গুজব আছে সে আধা-কম্বোডিয়ান। কিন্তু তুমি তো জানই গুজবগুলো কতটা অসত্য হয়।"

"আর ওর সম্পর্কে অন্য কোনো তথ্য জানা আছে?"

"তোমার অনুমান আমার অনুমানের মতই ভাল। সে একাকী, প্রকাশ্য কোনো বদ অভ্যাস তার নেই, কোথায় থাকে কেউ জানে না। ছয় বছর আগে দুম করে সবার নজরে এসেছিল সিয়েরা লিওনের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার পর। এর আগে যেনো তার অস্তিত্বই ছিল না।"

রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে নিল বর্ন। "তার মানে প্রথম অফিশিয়াল খুনটা করার সময় তার বয়স ছিল একুশ।"

"যৌবনে পদার্পণের পার্টি, অ্যা?" শুকনো গলায় বলল রবিনে। "শোনো জেসন, এই খান লোকটার ব্যাপারে আমি তোমাকে বোঝাতে যাবো না সে কতটা বিপজ্জনক। যদি সে কোনোভাবে জড়িত হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে চরম সতর্কতা নিতেই হবে।"

"শুনে মনে হচ্ছে তুমি ভয় পেয়ে গেছ, জ্যাক।"

"ভয়ই পেয়েছি, *মনামি*। যেখানে খান জড়িয়ে পড়েছে সেখানে ভয় পাওয়া উচিত। যথেষ্ট পরিমাণ আতঙ্ক মানুষকে সতর্ক করে তোলে, আর এখন সতর্কতারই সময়।"

"মনে রাখব এটা," বর্ন বলল। কৌশলে ট্রাফিকের মধ্য দিয়ে চলছে সে, বের হবার পথ খুঁজছে। "অ্যালেক্স কোনো কিছু নিয়ে কাজ করছিল আর আমার বিশ্বাস সে কারণেই খুন করা হয়েছে তাকে। ও কিসের সঙ্গে জড়িত ছিল তা তো তুমি জান না, তাই না?"

"আমি এই প্যারিসে অ্যালেক্সকে দেখেছিলাম মনে হয় মাস ছয়েক আগে, এক সাথে ডিনার করেছিলাম আমরা। মনে হচ্ছিল ও কোনো কিছুর পেছনে খুব লেগে

BanglaBook.org

পড়েছে। কিন্তু অ্যালেক্সকে তো চেনোই, সব লুকিয়ে রাখে।" দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রবিনে। "ওর মৃত্যু আমাদের সবার জন্যই বিশাল ক্ষতি।"

বেল্টওয়ে থেকে রুট ১২৫ এক্সিটে ঘুরল বর্ন, টাইসন কর্নারের দিকে ড্রাইভ করল। "এনএক্স২০ কি তোমার কাছে কোনো অর্থ বহন করে?"

"শুধু এটাই? এনএক্স২০?"

টাইসন কর্নার সেন্টার পার্কিং টেরেস সি-এর দিকে দিকে ড্রাইভ করল সে। "প্রায় ওটুকুই, একটা নাম দেখ ফেলিক্স শিফার।" কাগজটা বের করল বর্ন। ডিএপিআরএ (DAPRA)-তে কাজ করে সে।"

"আহ্, এবার কাজের কিছু দিয়েছ। কি করতে পারি সেটা দেখতে দাও।"

গাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে আসতে রবিনেকে নিজের সেলফোনের নাম্বারটা দিলো বর্ন।

"শোনো, জ্যাক, আমি বুদাপেস্ট যাবার পথে আছি কিন্তু ক্যাশে টান পড়ে গেছে।"

"সমস্যা নেই," রবিনে বলল, "সেই একই ব্যবস্থা কি ব্যবহার করব?"

বর্নের কোনো ধারণাই নেই ব্যবস্থাটা কি। একমত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই ওর।

"বর্ন, কত চাই?" রবিনের কথা।

অ্যাভিয়ারি কোর্ট পেরিয়ে এসকেলেটরে করে উপরে উঠল বর্ন। "এক লাখ হলেই চলবে। অ্যালেক্সর নাম নিয়ে দানিউবিয়াস গ্র্যান্ড হোটেলে থাকব আমি। প্যাকেটটায় লিখে দাও 'হোল্ড ফর অ্যারাইভাল'।"

"*মাইস অউয়ি*, জেসন। ঠিক সেভাবেই করা হবে যেভাবে তুমি চাও। আর কোনো সাহায্য কি করতে পারি?"

"এখন না।" সামনে ডেরনকে দেখতে পেল বর্ন। ড্রাইআইস নামের একটা দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। "সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ, জ্যাক।"

"সতর্কতার কথা মনে রেখ, *মনামি*," কেটে দেবার আগে বলল রবিনে। "খান যখন মাঠে নেমেছে তখন যে কোনো কিছু হতে পারে।"

বর্নকে দেখে ধীরে ধীরে হাটতে শুরু করেছে ডেরন যাতে বর্ন ওকে ধরতে পারে। শুকনো মানুষ, গায়ের রং কোকোয়ার মত, উঁচু গালের হাড়বিশিষ্ট খোদাই করা মুখ, বুদ্ধির ঝিলিকওয়ালা চোখ। তার হালকা কোট, চমৎকারভাবে কাটা সুট আর চকচকে চামড়ার অ্যাটাচি কেস, সব মিলিয়ে তাকে দেখাচ্ছে পুরোদস্তুর ব্যবসায়ীর মত। বর্নের পাশাপাশি মলের মধ্য দিয়ে হাটতে হাটতে হাসল সে।

"তোমাকে দেখে ভাল লাগল, জেসন।"

"পরিস্থিতি যে এত জরুরি সেটা খুবই খারাপ।"

ডেরন হাসল। "ধুর, বিপদ আসলেই শুধু তোমাকে দেখতে পাই।"

BanglaBook.org

কথা বলতে বলতেই দৃষ্টিসীমার সবকিছু পরখ করে দেখলো বর্ন, পালানোর পথ খুঁজে দেখছে। জরিপ করছে লোকজনের চেহারা।

বৃফকেস খুলে বর্নকে একটা ছোটো প্যাকেট দিলো ডেরন। "পাসপোর্ট আর কনট্যাক্টস।"

"থ্যাঙ্কস," প্যাকেটটা পকেটে পুরল বর্ন। "সপ্তাখানেকের মধ্যে তোমার দাম চুকিয়ে দেব।"

"তোমার যখন ইচ্ছে দিও।" শিল্পীসুলভ লম্বা আঙুলওয়ালা হাতটা নাড়ল ডেরন। "তোমার সাথে আমার ভালোই ডিলিংস হয়।" বর্নকে আরেকটা জিনিস দিলো সে। "জরুরি পরিস্থিতিতে মারাত্মক জিনিসই প্রয়োজন।"

পিস্তলটা হাতে নিল বর্ন। "কি দিয়ে বানানো? এত হালকা যে?"

"সিরামিক আর প্লাস্টিক। এটার ওপর আমি কাজ করছিলাম দু'মাস ধরে।" গর্ব করল না ডেরন। "দূরের লক্ষ্যে অত ভাল নয় কিন্তু কাছাকাছি দূরত্বে বড় কাজের।"

"আর এয়ারপোর্টেও এটা ধরা পড়বে না?" বলল বর্ন।

মাথা ঝাঁকাল ডেরন। "এই যে, অ্যামুনিশন, " বর্নকে একটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স দিলো সে। "প্লাস্টিক টিপ্‌ড সিরামিক, কম ক্যালিবারের জন্য তৈরি। আরেকটা জিনিস এখানে দেখ, ব্যারেলের ভোল্টগুলো–এগুলো গুলির আওয়াজকে শুষে নেয়। ফায়ার করলে প্রায় কোনো শব্দই হয় না।"

ভুরু কোঁচকাল বর্ন। "এটা কি ক্ষমতা কমিয়ে দেয় না?"

হাসল ডেরন। "পুরনো মডেলের ব্যালিস্টিকস, ভাই। কাউকে এটা দিয়ে শুইয়ে দিলে সে শুয়েই থাকবে।"

"ডেরন, তুমি বেশি রকমের প্রতিভাধর।"

"হেই, এটা আমাকে হতেই হবে।" লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জালিয়াত। "পুরনো মাস্টারদেরকে কপি করার মাঝে ব্যাপার আছে। তাদের টেকনিক থেকে আমি কত যে শিখেছি বিশ্বাস করতে পারবে না, অন্যদিকে যে দুনিয়ার দরজা তুমি আমার সামনে খুলে দিয়েছ, সেই দুনিয়ার কথা তুমি আর আমি ছাড়া গোটা মর্লে আর কেউ জানে না, সেটাকেই এখন আমি বলি উত্তেজনা।" এক ঝলক ভেজা বাতাসের ঝাপটা এল, যেনো পরিবর্তনের অগ্রদূত, আর সেটা ঠেকাতে নিজের কোটের কলার তুলল সে। "স্বীকার করছি, এককালে আমার ইচ্ছে ছিল আমার অদ্ভুত পণ্যগুলোর কিছু কিছু তোমার মত লোকদের কাছে বিক্রি করি।" মাথা নাড়ল সে। "কিন্তু আর না। এখন আমি যাই করি না কেন, নিজের আনন্দের জন্য করি।"

ট্রেঞ্চ কোট পরা এক লোককে একটা দোকানের সামনে সিগারেট ধরানোর জন্য থামতে দেখল বর্ন। ওখানে দাঁড়িয়েই রইল সে, দেখে মনে হচ্ছে ডিসপ্লের জুতোগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। সমস্যাটা হল, জুতোগুলো মহিলাদের। বর্ন হাত দিয়ে নির্দশ দেওয়ায় বামে ঘুরল ও আর ডেরন, জুতোর দোকান থেকে দূরে সরে

BanglaBook.org

গেল। চকচকে মেঝেতে তাকিয়ে পিছনটা দেখে নিল বর্ন। ট্রেঞ্চ কোট পরা লোকটাকে ধারেকাছে দেখা গেল না।

বাতাসের মত হালকা পিস্তলটা ভেতরে চালান করলে বর্ন। "কত?"

কাঁধ ঝাঁকাল ডেরন। "এটা একটা স্যম্পল কপি। তোমার কাছে এটার ব্যবহার যা হবে তার ওপর নির্ভর করেই দামটা ঠিক করে নিও। আমি জানি তুমি ইনসাফই করবে।"

যখন ইথান হার্ন প্রথম বুদাপেস্টে এসেছিল তখন এটা বুঝতে তার বেশ সময় লেগেছিল হাঙ্গেরিয়ানরা যেমন বিবেচক তেমনি আক্ষরিক। আন্ডারগ্রাউন্ড বারটা পেস্ট-এর থার্টি টেরেজ কোরুটটাতে একটা সিনেমা হলের নিচে একটা সেলারে অবস্থিত। মুভি থিয়েটারের নিচে থাকাটাও হাঙ্গেরিয় মতাদর্শের সাথে মিলে যায়, কারণ এটা হাঙ্গেরিয়ান এমি'র *কুস্টিকুরার* সুপরিচিত সিনেমা আন্ডারগ্রাউন্ডের সাথে মিলে যায়, যত দূর হার্ন জানে, বারটা খারাপরকমের অতি আধুনিক। সিলিং জুড়ে কতগুলো স্টিলের বিম দেখা যায়, ওগুলো থেকে ঝুলতে থাকা বিশাল ফ্যাক্টরি ফ্যানগুলো নিচের ড্রিঙ্কিং আর ড্যান্সিং এরিয়া থেকে ধোঁয়ায় ভারি বাতাস সরায়। কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ডের একমাত্র যে জিনিসটা হার্ন পছন্দ করে তা হল এর মিউজিক। আক্রমণাত্মক গ্যারেজ রক আর সোয়েটি ফাংক-এর উঁচু লয়ের সংমিশ্রণ।

অবশ্য লাসজলো মোলনার মনে কিছু করলো ব'লে মনে হল না। আসলে দেখে মনে হল সে যেনো শরীর দোলাতে থাকা লোকজনের মধ্যেই থাকতে চাইছে, যেনো বাড়ি ফিরে এসেছে। ওর এই আচরণের মধ্যে ঠুনকো একটা ভাব আছে, ভাবল হার্ন। মোলনারের দ্রুত কর্কশ হাসি, রুম জুড়ে তার চোখ ঘোরানোর ভঙ্গি, কোনোকিছুর ওপর বেশিক্ষণ দৃষ্টি না রাখার প্রবণতা, যেনো ওর চামড়ার ঠিক নিচেই লুকিয়ে আছে কোনো কালো, ঝাঁঝালো সিক্রেট। হার্ন তার কাজের জন্য বহু টাকার লেনদেনের পেছনে দৌড়াদৌড়ি করে। ভাবল সে, আগে অনেকবার যেভাবে ভেবেছে এত টাকা আসলে মানুষের মানসিকতার ওপর কোনো ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে কিনা। সম্ভবত এ কারণেই ও কখনো ধনসম্পদের আশা করে না।

দু'জনের জন্যই কজওয়ে স্প্রে নামের প্রচণ্ড মিষ্টি একটা ককটেলের অর্ডার দিতে বলল মোলনার যাতে মেশানো আছে হুইস্কি, জিনজার অ্যালে, ট্রিপল সেক আর লেবু। কোনার দিকের একটা টেবিল খুঁজে নিল ওরা, যেখানে বসে হার্ন কোনোমতে দেখতে পাচ্ছিল ছোট্ট মেনুটা, অপেরা নিয়ে ওদের আলোচনা চালিয়ে গেল ওরা, এই পরিবেশে যেটা মনে হল অবান্তর।

দ্বিতীয় ড্রিঙ্কটা খাবার পরই ক্লাবের পেছন দিকে ধোঁয়াশার মধ্যে স্পালকোকে দেখতে পেল হার্ন। ওর চোখের দিকে তাকাল ওর বস্, আর ক্ষমা চেয়ে সরে এল হার্ন। দু'জন লোক স্পালকোর কাছে হাটাচলা করছে। তাদের দেখে মনে হল না

BanglaBook.org

তারা আন্ডারগ্রাউন্ডের লোক, অবশ্য নিজেকে বলল হার্ন, ও নিজে আর লাসজলো মোলনারও এখানকার লোক নয়। স্বল্পালোকিত একটা করিডোরে ওকে নিয়ে চলল স্পালকো, ছোট ছোট তারার মত পিনলাইট জ্বলছে এখানে। ম্যানেজারের অফিসের সরু দরজাটা খুলল সে। ভেতরে কেউ নেই।

"গুড ইভনিং, ইথান," পেছনের দরজাটা বন্ধ করে হার্নের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। "মনে হচ্ছে তুমি তোমার ফর্মের তুঙ্গে আছো। ওয়েল ডান!"

"ধন্যবাদ, স্যার।"

"আর এখন," চরম মার্জিত ভঙ্গিতে বলল স্পালকো, "দায়িত্ব নিয়ে নেওয়ার সময়।"

দেয়াল ভেদ করে আসা ব্যাসের হাড় কাঁপানো ধাক্কা অনুভব করতে পারছে হার্ন। "আপনার কি মনে হয় না আপনার সাথে ওনার সাথে পরিচিয় করিয়ে দেয়া উচিত আমার?"

"প্রয়োজন নেই। আমি নিশ্চিত। আজ তো অতিরিক্ত সময় কাজ করেছ, কালকে না হয় কাজে না এলেও চলবে।"

মাথা টান করল হার্ন। "স্যার, আমি এটা করতে পারি না–"

হাসলো স্পালকো। "ইথান, তোমাকে এটা করতেই হবে।"

"কিন্তু আপনি বলেছিলেন কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপার না হলে–"

"ইথান, নিয়ম বানানোর ক্ষমতা আমার আছে আবার সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করার ক্ষমতাও আছে। যখন তোমার স্লিপার সোফা আসবে তখন তুমি যা খুশি করতে পার কিন্তু এখন আমি বলছি, কালকে তোমার কাজ করার দরকাব নেই।"

"জি, স্যার," মাথা নিচু করল তরুণ, বোকার মত দেঁতো হাসি দিলো। তিন বছর ধরে কোনো কামাই করে নি সে কাজে। সকালে বিছানায় বসে শুধু পেপার পড়া আর টোস্টের ওপর অরেঞ্জ মারম্যালেড লাগানো ওর কাছে স্বর্গের মত। "ধন্যাবাদ। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

"চালিয়ে যাও তাহলে। যতক্ষণে তুমি অফিসে ফিরবে ততক্ষণে আমি তোমার পিচ লেটার পড়ে পরামর্শ দেবো।" উত্তপ্ত অফিসটার বাইরে হার্নকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সে। যখন হার্ন ফ্রন্টডোর দিয়ে বেরিয়ে গেল তখন আশপাশে ঘুরতে থাকা লোক দুটোর দিকে মাথা ঝাঁকাল স্পালকো, আর ওরা বারের গুঞ্জনের মাঝে ঢুকে পড়ল।

লাসজলো মোলনার ধোঁয়া আর কুয়াশার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে নিজের নতুন বন্ধুকে খুঁজতে শুরু করেছিলো যখন হার্ন উঠে পড়েছিল তখন সে একটা শর্টস্কার্ট পরা মেয়ের উত্তেজক পিছন দিকটা দেখতে শুরু করেছিল কিন্তু এখন সে খেয়াল করেছে আশাতীত রকমের বেশি সময় নিচ্ছে হার্ন। বাস্তবে ফিরে এল মোলনার যখন হার্নের বদলে দু'জন লোক এসে ওর দু'পাশে বসল।

"কি হচ্ছে এসব?" বলল সে, ভয়ে ভেঙে গেছে ওর স্বর। "কি চাও তোমারা?"

BanglaBook.org

কিছুই বলল না লোক দু'জন। ডান দিকের লোকটা ওকে এত জোরে আঁকড়ে ধরল যে ব্যাথায় কুঁকড়ে গেল সে। শক পেয়ে চেঁচাতেও ভুলে গেছে, তাছাড়া চেঁচানোর মত শক্তি সঞ্চয় করলেও ক্লাবের অন্যান্য শব্দের মাঝে হারিয়ে যেত ওটা। থ হয়ে বসে রইল সে, আর তার মাঝেই বামের লোকটা ওর উরুতে সজোরে বসিয়ে দিলো একটা সিরিঞ্জ। ব্যাপারটা এত দ্রুত আর এত গোপনে টেবিলের তল দিয়ে সারা হল যে তা কারো পক্ষে খেয়াল করা সম্ভবই ছিল না।

মোলনারকে যে ড্রাগটা ইনজেক্ট করা হল তা কাজ করতে মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড লাগল। কোটরের মধ্যে ঘুরে গেল তার চোখ, শরীর নিথর হয়ে গেল। লোক দু'জন এর জন্য প্রস্তুত ছিল, ওকে ধরে উঠে দাঁড় করালো তারা। এমনভাবে ধরে রাখল যেনো মোলনার দাঁড়িয়ে আছে।

"তাল সামলাতে পারে নি," কাছের একজন খদ্দেরের উদ্দেশ্যে বলল দু'জন লোকের একজন। হাসল সে। "এমন লোকের সাথে কি করা যায়?" খদ্দেরটা কাঁধ ঝাঁকাল, দাঁত কেলিয়ে হেসে নাচে ফিরে গেল। ওরা যখন লাসজলো মোলনারকে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বের করে নিয়ে গেল তখন কেউ দ্বিতীয়বার তাকাল না ওদের দিকে।

একটা লম্বা, সরু বিএমডব্লিউ'তে অপেক্ষা করছিল স্পালকো। লোক দু'জন অজ্ঞান মোলনারের দেহটা ট্রাঙ্কে তুলল। তারপর একজন বসল ড্রাইভারের সিটে, আর একজন তার পাশেরটায়।

রাতটা পরিস্কার, উজ্জ্বল, আকাশের নিচের দিকে ভাসছে থালার মত চাঁদটা। স্পালকোর মনে হল যেনো হাতটা বের করে আঙুল দিয়ে একটা টোকা দিলেই কালো ভেলভেটের টেবিলের মত আকাশের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলতে থাকবে চাঁদটা। "কিভাবে হয়েছে সব?" জিজ্ঞেস করল সে।

"মধুর মতই মিষ্টিভাবে," জবাব দিয়ে গাড়ির ইগনিশনটা চালু করল ড্রাইভার।

যত দ্রুত সম্ভব টাইসন কর্নার থেকে বেরিয়ে এল বর্ন। যদিও ডেরনের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটাকে সুরক্ষিত প্ল্যান ভেবেছিল ও কিন্তু এখন সুরক্ষা ব্যাপারটা ওর কাছে এখন স্রেফ একটা শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিউইয়র্ক এভিনিউর ওয়ালমার্টের দিকে ড্রাইভ করে চলল ও। শহরের পেটের মাঝে এই জায়গার অবস্থান, আর এটা এতই জনবহুল যে বর্নের কাছে মনে হল এখানে ওকে আলাদা করে চেনা যাবে না।

এভিনিউ বরাবর ১২ আর ১৩ম স্ট্রিটের মাঝামাঝি লটটাতে ঢুকে গাড়ি পার্ক করল ও। আকাশটা মেঘে ছেয়ে যেতে শুরু করেছে; দখিন আকাশ কালচে হয়ে গেছে। গাড়ির ভেতরে বসে কাপড়গুলো বেছে নিল বর্ন। টয়লেট সামগ্রী, সেলফোনের ব্যাটারি চার্জার আর অন্যান্য কিছু জিনিসও বের করল। তারপর একটা

BanglaBook.org

ব্যাকপ্যাক খুঁজে নিল যার ভেতর সহজেই সবকিছু রাখা যায়। চেকআউট লাইনে অপেক্ষা করার সময় অন্যদের সাথে থাকতে থাকতে নিজের ভেতর বাড়তে থাকা উদ্বেগ টের পেল ও। কারো দিকে তাকাচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে কেউ ওর দিকে আড়ালে আবডালে নজর রাখছে কিনা সে বিষয়ে চোখ রাখছে।

অনেকগুলো চিন্তা ওর মনে ভিড় করল। এজেন্সির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে ও, ওর মাথার দামও হাঁকা হয়েছে নিশ্চয়ই। প্রচন্ডরকমের প্রতিভাবান এক তরুণ হামলা করছে ওর ওপর, যে কিনা খুব সম্ভবত বিশ্বের ভয়ংকরতম অ্যাসাসিনদের অন্যতম। নিজের সেরা দুই বন্ধুকেও হারিয়েছে বর্ন, যাদের মাঝে একজন আবার জড়িত ছিল ভয়ংকর কোনো বৈজ্ঞানিক কাজের সাথে।

এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে পিছন দিয়ে হেটে যাওয়া চিফ সিকিউরিটি গার্ডকে খেয়াল করল না বর্ন। সকালে একজন সরকারী এজেন্ট গার্ডকে ফেরারী আসামীর ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছে, কাল রাতে টিভিতে যে ফটোটা দেখানো হয়েছিল সেটাও দিয়েছে। আসামরি ব্যাপারে সতর্ক নজর রাখার নির্দেশও জানিয়েছে। ওই এজেন্ট তাকে জানিয়েছে তার আসাটা তল্লাশীরই অংশ। সিআইএ'র এজেন্টরা সব বড় দোকানে, মুভি থিয়েটারে আর অন্যান্য জায়গায় যাচ্ছে, সিকিউরিটির লোকদের জানিয়ে দিচ্ছে জেসন বর্নকে ধরাটাই এখন তাদরে একমাত্র লক্ষ্য। এই গার্ডটা ভয় আর গর্বের একটা মিশ্র অনুভূতি টের পেল, অফিসের কিউবিকলে ঢুকে সেই নাম্বারটা ডায়াল করল যেটা ওই এজেন্ট তাকে দিয়েছিল।

গার্ডটা যখন ফোন তুলছিল তার খানিকবাদেই টয়লেটে দেখা গেল বর্নকে। যে ইলেকট্রিক ক্লিপারটা কিনেছিল সেটা ব্যবহার করে মাথার প্রায় সব চুল ছেঁটে ফেলল ও। তার পর কাপড় বদলাল, জিন্স পরল, লাল সাদা চেকের কাউবয় শার্ট পরল যার বোতামগুলো পার্ল টোন, পায়ে গলাল নাইকি রানিং সু। সিংকের লাইনের সামনের আয়নার দিকে মুখ করে মেকআপ কাউন্টার থেকে কেনা ছোট পটগুলো বের করল সে। ওগুলো ভেতরের জিনিসগুলো উদারভাবে লাগালো নিজের মুখের চামড়ায়, ত্বকের রং গাঢ় করে তুলল্ আরেকটা প্রোডাক্ট লাগানো ফলে ওর ভুরু দুটো মোটা হয়ে গেল, আরো প্রকট দেখাতে লাগল। ডেরনের দেয়া কন্ট্যাক্ট লেন্স পরার ফলে ওর ধূসর চোখ হয়ে পড়ল অনেকটা বাদামি রঙের। মাঝে মাঝে দু'চার জন ঢোকার ফলে ওর মেকাআপে ছেদ পড়ছিল কিন্তু বেশির ভাগ সময় পুরুষদের টয়লেটটা জনশূন্যই রইল।

কাজ শেষ হবার পর আয়নায় নিজের দিকে তাকাল বর্ন। ততটা সন্তুষ্ট না হয়ে গালে একটা উঁচু তিল লাগিয়ে নিল ও। এবার ওর রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়েছে। ব্যাকপ্যাকটা কাঁধে চড়িয়ে বের হয়ে গেল, দোকানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেল কাঁচের তৈরি প্রধান প্রবেশপথের দিকে।

BanglaBook.org

মার্টিন লিন্ড্রস তখন আলেকজান্দ্রিয়াতে, বর্নের ওপর ব্যর্থ হামলার পরে লিংকন পাইন টেইলার্সে ব্যাপারটার তদারকী করছিল সে, আর তখনই ওয়ালমার্টের চিফ সিকিউরিটি অফিসারের কলটা পেল। এই সকালে সে ঠিক করেছিল নিজে আর ডিটেক্টিভ হ্যারি হ্যারিস ভাগ হয়ে যাবে। নিজেদের স্কোয়াড দিয়ে জায়গাটা দেখবে। লিন্ড্রস জানত হ্যারিস তার চেয়েও দুই মাইল বেশি কাছে ছিলেন কারণ স্টেট পুলিশের লোকেরা ঢোকার পর দশ মিনিটের বেশি কাটে নি। চরম দ্বিধার মাঝে আছে এ সময়। তার জানা আছে ফাইন টেইলার্সের এই কেলেঙ্কারীর কারণে ডিসিআই তাকে ছয় দোযখ দেখিয়ে ছাড়বেন। যদি ডিসিআই জানতে পারেন জেসন বর্নকে শেষ যেখানে দেখা গেছে সেখানে একজন স্টেট পুলিশ ডিটেক্টিভকে আগে যেতে দিয়েছিল লিন্ড্রস, তাহলে আর দেখতে হবে না। অবস্থা খারাপ, ভাবল সে। কিন্তু আসল প্রাধান্য হচ্ছে বর্নকে পাকড়াও করা। হঠাৎই নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল লিন্ড্রস। *ইন্টার-ডিপার্টমেন্টাল সিক্রেট আর হিংসার নিকুচি করি,* ভাবল সে। ফোন বের করে হ্যারিসকে কল দিয়ে ওয়ালমার্টের ঠিকানাটা দিয়ে দিলো।

"হ্যারি, ভালভাবে শোনো, চুপচাপ যেও। তোমার কাজ হচ্ছে জায়গাটা নিরাপদ করা, যেনো ওয়েব পালাতে না পারে তা নিশ্চিত করা, অন্য কিছু নয়। কোনো অবস্থাতেই যেনো তোমাকে দেখে না ফেলে। ওকে গ্রেফতারও করবে না তুমি, কেমন? আমি এক্ষুণি আসছি।"

যতটা দেখায় ততটা গাধা আমি নই, নিজের আন্ডারে থাকা তিনটা পেট্রল কারের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে ভাবল হ্যারি হ্যারিস। আর অবশ্যই আমি ততটা বোকা নই যতটা লিন্ড্রস আমাকেভাবে। ফোডারেলদের ব্যাপারে যথেষ্টর চেয়েও বেশি অভিজ্ঞতা আছে তার, আর তাদেরকে পছন্দও করে না সে। ফেডারেলদের মাঝে একটা শ্রেষ্ঠত্বের ভাব বিরাজ করে যেনো অন্য পুলিশফোর্সের কান্ডজ্ঞানহীন আদেরকে শিশুর মত পথ দেখিয়ে চলতে হয়। এই ভাবটা দেখলে হ্যারিসের এমন লাগে যেনো ওর গলায় একটা হাড় আটকে আছে। যখন ও নিজের থিওরি বলতে গিয়েছিল তখন লিন্ড্রস বাধা দিয়েছিল তাকে আর তাই এখন কোন দুঃখে নিজের মতামত বলতে যাবে সে? লিন্ড্রস ওকে দেখেছে কলুর বলদ হিসেবেই এত কৃতজ্ঞ যে মুখ বুজে সব আদেশ মানবে। এখন হ্যারিস বুঝতে পারছে একদম নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল লিন্ড্রস। আলেকজান্দ্রিয়ায় বর্নকে দেখা যাবার ঘটনাটা তাকে জানাতে ব্যর্থ হয়েছিল সে। হ্যারিস সেটা জানতে পেরেছিল দুর্ঘটনাক্রমে। ওয়ালমার্টের পার্কিংলটে ঢুকতে ঢুকতে সে সিদ্ধান্ত নিল যতক্ষণ সুযোগ আছে তক্ষণ ব্যাপারটার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে নিজে। মনস্থির করে নিজের টু-ওয়ে রেডিওটা আঁকড়ে ধরল সে। নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে আদেশ ঝাড়তে শুরু করল।

BanglaBook.org

বর্ন ওয়ালমার্টের প্রবেশ পথের কাছে আসতেই তিনটি ভার্জিনিয়া স্ট্রিট পুলিশকার ছুটে এল নিউইয়র্ক এভিনিউ ধরে। সাইরেন বাজাচ্ছে ওগুলো। ছায়ার মধ্যে ঢুকে গেল ও। সন্দেহ নেই, গাড়িগুলো সোজা ওয়ালমার্টের দিকে আসছে। আবার সে ফাঁদে পড়ে গেছে কিন্তু কিভাবে? ওটা নিয়ে চিন্তিত হবার সময় নেই। পালানোর পথ বানাতে হবে এখন।

গাড়িগুলো ঘ্যাচ করে থামল, অন্যান্য গাড়ি ব্লক হওয়ায় চেঁচিয়ে উঠল গাড়িওয়ালারা। ওরা ওদের আয়ত্বের এলাকা পেরিয়ে এদিকে কেন এসেছে তার একটাই কারণ মনে এল বর্নের। সিআইএ পাঠিয়েছে ওদের, ডিসি মেট্রো পুলিশ নিশ্চয়ই এতে খেপে বোম হয়ে যাবে।

অ্যালেক্সের ফোনটা বের করে পুলিশ ইমার্জেন্সির লাইনে ডায়াল করল। "ভার্জিনিয়া স্টেট পুলিশের ডিটেক্টিভ মোরান বলছি," বলল ও। "যে কোন একজন ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডোর-এর সাথে কথা বলতে চাই এক্ষুণি।"

"থার্ড ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডার বার্টন ফিলিপ্স বলছি," ইস্পাত-শক্ত একটা কাণ্ঠ শোনা গেল।

"শোনো, ফিরিপস, তোমাদের ছেলেদের বলা হয়েছিল যেনো অনির্দিষ্ট কোনো কারণে আমাদের কাজে নাক না গলায়।এখন তোমাদের বহরকে দেখা যাচ্ছে নিউইয়র্ক এভিনিউর ওয়ালমার্টে আর আমি–"

"তুমি ডিস্ট্রিক্টের মাঝখানে আছ, মোরান। আমার এলাকায় তুমি করছটা কি?"

"সেটা আমার ব্যাপার।" নিজের সাধ্যের সবচেয়ে কুৎসিত গলায় বলল বর্ন। "এখন জাস্ট ওদের অর্ডার দাও আর ভাগতে বল এখান থেকে।"

"মোরান, আমি জানি না তুমি তোমার এই বালের মেজাজ কোত্থেকে পেলে কিন্তু আমার সাথে এটা দেখাবে না। কসম খোদার, তিন মিনিটের মধ্যে এসে তোমার বিচি গারিয়ে দেবো আমি।"

ততক্ষণে রাস্তা জুড়ে কিলবিল করতে শুরু করেছে পুলিশের দল। দোকানে ফিরে যাবার বদলে বাম কনুইটা উঁচিয়ে রেখে আরও প্রায় এক ডজন লোকের সাথে খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে বাইরে চলে এল। বসে যাওয়া চোখ মুখওয়ালা নিচু কাঁধের এক লম্বা ডিটেকটিভের নেতৃত্বে এগিয়ে এল পুলিশের দলের প্রায় অর্ধেক সদস্য। বর্নসমেত অন্য জনা বারো লোকের চেহারা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে দোকানের ভেতর ছুটে ঢুকল। বাকি পুলিশেরা পার্কিংলট জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ বারো আর তেরো এভিনিউয়ের মাঝে নিউইয়র্ক এভিনিউ পাহারা দিতে লাগল। বাকিরা নিশ্চিত করল নুতুন আসা পুলিশের দল যাতে গাড়ির ভেতর থাকে। এরপরও যারা বাকি থাকল তারা ওয়াকিটকিতে কথা বলে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল।

গাড়ির দিকে যাওয়ার কথা বলে ডানে ঘুরল বর্ন, কর্নারটা ঘুরে বিল্ডিংয়ের পেছনের লোডিং ডকটাতে এসে পড়ল সে। এখানে ডেলিভারিগুলো আসে। তিন

BanglaBook.org

চারটা মালবাহী ট্রাক দেখা গেল, আনলোড করা হচ্ছে ওগুলো। রাস্তা থেকে কোণাকুণি দূরত্বে দেখা যাচ্ছে ফ্রাঙ্কলিন পার্ক। ওদিকেই যেতে লাগল।

কেউ একজন চেঁচিয়ে ডাকলো ওকে। বর্ন এমনভাবে হাটতে থাকল যেনো কিছুই শোনে নি। হাত ঘড়ি দেখতে দেখতেই সাইরেনের চেঁচানি শুনতে পেল। কমান্ডার বার্টন ফিলিপ্স ঠিক সময়েই এসেছে। বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে অর্ধেকটা যেতেই আবার চেঁচানি শোনা গেল, এবার অরো আদেশ করার সুরে, তারপর অনেকগুলো কর্কশ গলার কোলাহল শোনা গেল, চড়া গলায় উত্তপ্ত তর্ক চলছে।

ঘুরল ও, সার্ভিস রিভলভার হাতে নিচু কাঁধওয়ালা ডিটেক্টিভকে দেখতে পেল। ডিটেক্টিভের পেছনেই ছুটে আসছে লম্বা অগ্রাসী শরীরের কমান্ডার ফিলিপ্স। তার রূপালী চুল ঝিলিক দিচ্ছে, চোয়ার ভারি মুখটা ক্রোধ আর পরিশ্রমে লাল। দুনিয়ার আর যে কোনো পান্ডার মতই দুই বিশালদেহীকে দুই দিকে নিয়ে আসছে সে। তীব্র ভ্রুকুটি তাদের কপালে। ডান হাত বাম বগলের নিচে শোল্ডার হোলস্টারে রাখা, যেসব বানচোত তাদের কমান্ডারের নির্দেশ মানতে রাজি নয় তাদেরকে গুলি করে উড়িয়ে দিতে প্রস্তুত।

"এই সব ভার্জিনিয়া ট্রুপারের চার্জে তুমি আছ?" হাঁক দিলো ফিলিপ্স।

"স্টেট পুলিশ," নিচু কাঁধের ডিটেক্টিভ বলল, "আর, হ্যা, আমিই চার্জে আছি।" ডি.সি মেট্রোর ইউনিফর্ম দেখে ভুরু কোঁচকাল সে। "তুমি কি করছ এখানে? তুমি আমার অপারেশনে ভজঘট পাকিয়ে দেবে।"

"তোমার অপারেশন!" কমান্ডার ফিলিপের মুখে যেনো রক্ত জমাট বেঁধেছে, "আমার এলাকা থেকে বেরিয়ে যা হারামজাদা।"

ডিটেক্টিভের সরু মুখটা সাদা হয়ে গেল। "কাকে হারামজাদা বলছো?"

বর্ন ওদেরকে ওই অবস্থায় রেখে এল। পার্কটা এখন দেখা যাচ্ছে; ডিটেকটিভের এরিয়ায় এসে পড়েছে ও, তাই আরো তাড়াতাড়ি পালানোর রাস্তা বের করতে হবে। বিল্ডিংটার শেষের দিকে বিশাল ট্রাকগুলোর সারির দিকে গিয়ে একটা ট্রাককে বেছে নিল যেখানে মালপত্র নামানো হয়েছে। ট্রাকটার ক্যাবে উঠে পড়ল ও। চাবিটা ইগনিশনেই ছিল, ওটা ঘুরিয়ে দিলো বর্ন। নিচু লয়ের একটা গুরুগম্ভীর গর্জনের মধ্য দিয়ে স্টার্ট নিল ট্রাকটা।

"ওই, কই যাইতেছ, দোস্ত?"

ঝটকা দিয়ে দরজাটা খুলল ড্রাইভার। বিশাল বপু লোক সে, ঘাড়টা গাছের গুঁড়ির মত, হাতগুলোও তাই। দ্রুত উপরে উপরে উঠে এসে মাথার ওপরের লুকানো বার্থ থেকে একটা কাটা শটগান বের করল সে। বর্ন সরাসরি ওর মুঠো পাকান হাত বসিয়ে দিলো ড্রাইভারের চোখ ফোকাস হারিয়ে ফেলেছে, হাত থেকে ঢিলে হয়ে গেছে শটগান।

"সরি, দোস্ত," বলে এমন একটা মার মারল বর্ন যাতে ড্রাইভারের মত ষন্ডামার্কা

BanglaBook.org

লোকও বেহুঁশ হয়ে পড়ে। তার বেল্ট ধরে টেনে প্যাসেঞ্জারের সিটে ফেরত এনে দরজাটা সজোরে বন্ধ করল বর্ন, গিয়ার দিলো ট্রাকে।

এমন সময় আশপাশে নতুন কারো উপস্থিতি অনুভব করল ও। যুবক চেহারার একজন লোক দুই প্রতিদ্বন্দ্বি আইন প্রয়োগকারীর মাঝে উপস্থিত হয়েছে, ধাক্কা দিয়ে লোকটা সরিয়ে দিচ্ছে দু'জনকে দু'দিকে। তাকে চিনতে পারল বর্ন মার্টিন লিনড্রস, সিআইএ'র ডিডিসিআই। তাহলে বুড়ো ডিসিআই এবার লিনড্রসকে তল্লাশীর ডমেস্টিক চার্জে দিয়েছে। এটা একটা দুঃসংবাদ। অ্যালেক্সের মাধ্যমে বর্ন জানে লিনড্রস দারুন মেধাবী, তাকে চালাকিতে হারানো অত সহজ হবে না। ওল্ড টাউনের সুচিন্তিত নিরাপত্তার জালই তার প্রমাণ।

চিন্তাটা অমীমাংসিতই রয়ে গেল কারণ লিনড্রস ওর ট্রাকটাকে পার্কিংলট থেকে বের হবার চেষ্টা করতে দেখে ফেলেছে, এখন হাত নেড়ে থামাতে চাইছে।

"কেউ জায়গা ছেড়ে নড়বে না," চেঁচিয়ে উঠল লিনড্রস।

ওকে উপেক্ষা করে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলো বর্ন। ও জানে এখন লিনড্রসের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে; অভিজ্ঞতা বলে ওকে দেখলেই ছদ্মবেশটা বুঝে ফেলবে সে।

নিজের পিস্তল বের করল লিনড্রস। গ্যালভানাইজড স্টিলের গেটের মধ্য দিয়ে বর্নকে যেতে হবে। তাই তাকে গেটের দিকে ছুটতে দেখল বর্ন। হাত নাড়ছে আর চিৎকার করছে সে।

চেঁচিয়ে দেয়া অর্ডার শুনে সামনের দুই ভার্জিনিয়া স্টেট পুলিশ গেটটা বন্ধ করে দিলো। সেই সাথে এজেন্সি'র একটা গাড়ি নিউইয়র্ক এভিনিউ'র ব্লকের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটল যাতে ট্রাকটাকে মাঝপথেই পাকড়াও করতে পারে তার সম্ভাব্য গতিপথে।

গ্যাস প্যাডেলের ওপর সর্বশক্তিতে পা'টা দাবিয়ে ধরল বর্ন, আর একটা আহত দানবের মত লাফিয়ে সামনে এগোল ট্রাকটা। শেষ মুহূর্তে পুলিশ দুটো ঝাঁপ দিয়ে সামনে থেকে সরে গেল, আর সরাসরি গেটের মধ্য দিয়ে পথ বানিয়ে নিল ও। প্রচণ্ড ধাক্কায় কব্জা ভেঙে শূন্যে উঠে গেল গেট দুটো, আছড়ে পড়ল ওর ট্রাকের দুই পাশে। রাস্তায় নেমে এল বর্ন, কড়া মোড় ঘুরল ডান দিকে বাড়তে থাকা গতিতে চলতে থাকল রাস্তা ধারে।

ড্রাইভারের বিশাল সাইড মিররটা দিয়ে পেছনে এজেন্সি'র গাড়িটাকে গতি কমাতে দেখল সে। প্যাসেঞ্জারের দরজাটা খুলে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল লিনড্রস, আছাড় দিয়ে আবার বন্ধ করল দরজাটা। এবার রকেটের মত ছুটতে লাগল গাড়ি, ট্রাকের সাথে তাল মেলাতে অসুবিধা হচ্ছে না। বর্ন জানে এই বিশাল যন্ত্রদানবে চড়ে এজেন্সির গাড়িকে পেছনে ফেলা কঠিন হবে। কিন্তু এর বিশাল আকার যেটা কিনা এর গতিকে কমিয়ে দেয়, সেটা অন্যভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

BanglaBook.org

গাড়িটাকে ওর ট্রাকের ঠিক পেছনে এসে পড়তে দিলো বর্ন। বিনা নোটিশে গতি বাড়িয়ে দিলো গাড়িটা, এসে পড়ল ক্যাবের পাশে। মার্টিন লিনড্রসকে দেখতে পেল ও, তার ঠোঁট দুটো চেপে বসেছে একাগ্রতায়। ওর এক হাতে পিস্তল অন্য হাতটা পিস্তল ধরা হাতকে স্থিরতা দিচ্ছে। অ্যাকশন ফিল্মের অ্যাকটরদের মত নয় সে, ওর ভালই জানা আছে কি করে চলন্ত গাড়ি থেকে গুলি করতে হয়।

লিনড্রস ট্রগার টানার ঠিক আগের মুহূর্তে ট্রাকটা বামে ঘুরিয়ে দিলো বর্ন। এজেন্সির গাড়িটার পাশে ধাক্কা লাগল; পিস্তল সরিয়ে নিল লিনড্রস। গাড়িটার ড্রাইভার প্রাণপণে চেষ্টা করছে রাস্তার পাশে পার্ক করা গাড়িগুলোর সাথে ধাক্কা লাগানো থেকে বাঁচতে।

গাড়িটা আবার রাস্তায় ঠিকমত উঠে আসার সাথে সাথে গুলি শুরু করল লিনড্রস, ঝাঁকুনি খাচ্ছে বলে তার নিশানা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু এই গুলিবর্ষণ বর্নকে চুরমার করে দিয়েছে আর অন্য দুটো ব্যাকসিট ভেদ করেছে, যেদিকে অজ্ঞান ট্রাকড্রাইভার পড়ে আছে সেদিকে চলে গেছে।

"গড ড্যাম ইট, লিনড্রস," বলল বর্ন। বর্তমান পরিস্থিতির মতই অস্থির হয়ে গেছে, সে চায় না এই নিরীহ লোকের রক্তে হাত রাঙাতে। ইতিমধ্যে পশ্চিম দিকেই চলছে সে, জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালটা তেইশতম স্ট্রিটে, বেশি দূরে নয়। প্রথমে ডানে, তারপর বামে ঘুরল ও, কে স্ট্রিটে ট্রাফিক লাইটের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে প্রচণ্ড জোরে বাজাল এয়ারহর্ন। এইটিনথ স্ট্রিটে আধা ঘুমন্ত এক গাড়িওয়ালা ওর হর্ন খেয়াল করল না, ট্রাকের ডান দিকে পেছনটায় প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা খেল ওর গাড়ির সামনের দিকটা। প্রাণপণে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ট্রাকটাকে রাস্তার মাঝে ফেরত আনল চলতে থাকল আবার। লিনড্রসের গাড়ি এখনো ওর পেছনেই রয়ে গেছে, সহজে আসতে পারছে না। গাছে ঘেরা কে স্ট্রিট এত সরু যে বর্নের ট্রাকের ঠিক পাশ দিয়ে আসা সম্ভব নয়।

২০তম স্ট্রিটটা পার হতে হতে আন্ডার পাসটা দেখতে পেল ও, এটা ওকে নিয়ে যেতে পারে ওয়াশিংটন সার্কেলের নিচে। হাসপাতালটা সেখান থেকে এক ব্লক দূরে। পেছনে তাকিয়ে দেখল এজেন্সির গাড়িটা আর পেছনে পড়ে নেই। ও ভাবছিল ২২তম স্ট্রিট ধরে হাসপাতালের দিকে যাবার কথা। কিন্তু বামে ঘোরার ঠিক আগে দেখতে পেল ২২তম স্ট্রিট ধরে এজেন্সির গাড়িটা ওর দিকেই আসছে। জানালা দিয়ে মাথা বের করল লিনড্রস, গুলি ছুঁড়তে লাগল।

গ্যাস প্যাডেলে চাপ দিলো বর্ন, ট্রাকটা লাফিয়ে সামনে গতি বাড়াল। এখন ও চায় আন্ডারপাস দিয়ে ঢুকতে, অন্যপ্রান্তে হাসপাতালের কাছে পৌছতে। কিন্তু আন্ডারপাসের কাছে পৌছতে পৌছতে ও বুঝতে পেল কোনো গন্ডগোল আছে। ওয়াশিংটন সার্কেলের নিচের টানেলটা একদম অন্ধকার, অন্তপ্রান্তে দিনের আলোর

BanglaBook.org

কোনো চিহ্নই নেই। এর অর্থ একটাই : একটা রোডব্লক বসানো হয়েছে। গাড়ি দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে কে স্ট্রিটের দুই লেনই।

তুমুল গতিতে আন্ডারপাসে ঢুকল সে, অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে পা দাবাল এয়ার ব্রেকে। একই সাথে এয়ার হর্নের ওপর তালু দিয়ে চাপ দিয়ে রাখল। প্রচণ্ড শব্দটা পাথর আর কংক্রিটে ধ্বনিত হয়ে ফিরে এল, কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। বর্ন স্টিয়ারিং হুইলটা জোরে বামে ঘুরিয়ে দিলো, ট্রাকের ক্যাবটাকে ডিভাইডারের ওপর দিয়ে তুলে দিলো যাতে ট্রাকটা রাস্তার ওপর কোণাকুণিভাবে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে ক্যাব থেকে বেরিয়ে এসে, শেষ যে গাড়িটা অন্য দিক থেকে ছুটে এসেছে তার আড়াল নিয়ে ছুটল উত্তরের দেয়ালের দিকে। অ্যাকসিডেন্টটা কোনোমতে এড়ানোর জন্য মুহূর্তের জন্য থামল গাড়িটা, তারপর আরো পুলিশ আসার পর আবার চলতে লাগল। ট্রাকটা এখন বর্ন আর ওর ধাওয়াকারীদের মাঝে, দু'পাশের দুই লেন জুড়েই দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত দাঁড়ানো। হাতড়ে টানেলের দেয়ালে বসানো স্টিলের মইটা খুঁজে বের করল ও, লাফিয়ে উঠে বেয়ে উঠতে লাগল ফ্লাডলাইটগুলো জ্বলে ওঠার ঠিক আগে। মাথা ঘুরিয়ে চোখ বন্ধ করল ও, উঠতে থাকা চালিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পরে দেখল লাইটগুলো ট্রাকটাকে আর নিচের রাস্তাকে আলোকিত করে তুলেছে। আন্ডারপাসের প্রায় বাঁকানো ছাদের কাছে পৌছে যাওয়া বর্ন মার্টিন লিনড্রসকে ঠাহর করতে পারল। একটা ওয়াকিটকিতে কথা বলছে সে, আর ফ্লাডলাইট আসছে উল্টো দিক থেকে। ট্রাকটাকে বাগে পেয়েছে এবার তারা। কে স্ট্রিটের উভয় দিক থেকে ছুটে আসছে এজেন্টরা, তাদের হাতে উদ্যত বন্দুক।

"স্যার, ট্রাকের ক্যাবে কেউ একজন আছে," কাছে এগিয়ে যাওয়া এক এজেন্ট বলল, "গুলি খেয়েছে সে, রক্তক্ষরণ হচ্ছে অনেক।"

লিনড্রস এখন দৌড়াচ্ছে, ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত মুখটায় উদ্বেগের ছাপ, "ওটা কি বর্ন?"

ওদের উপরে, মেইনটেনেন্স হ্যাচটা পেয়ে গেছে বর্ন। বোল্টটা পেছনে ঠেলে ওটা খুলল, নিজেকে আবিষ্কার করল বৃক্ষশোভিত ওয়াশিংটন সার্কেলের মাঝে। ওর চারপাশে গাড়িঘোড়া ছুটছে, এখানকার অন্তহীন গতিময়তা চালিয়ে যাচ্ছে। ওর নিচের টানেলে আহত ট্রাকওয়ালাকে এখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নিজেকে বাঁচানোর সময় এসে গেছে বর্নের।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

ওল্ড টাউনের লোকজনের মাঝে ডেভিড ওয়েবের মিলে যাওয়ার দক্ষতাকে যথেষ্ট সম্মানই দেখাচ্ছে খান, ওকে খোঁজার চেষ্টা করে সময় নষ্ট করল না আর। তার বদলে মার্টিন লিনড্রসের কাছে লিংকন ফাইন টেইলার্সে ফিরে যাওয়া সিআই'র লোকদের দিকে নজর দিলো সে। ওখানে ওরা মার্টিন লিনড্রসের কাছে নিজেদের ব্যর্থ অভিযানের রিপোর্ট দিলো। খান দেখল ওরা সবাই দর্জি ফাইনের সাথে কথা বলছে। নিজেদের পদ্ধতি কাজে লাগাল সিআইএ'র লোকেরা, ফাইনকে তার দোকান থেকে নিয়ে গিয়ে তাদের গাড়ির পেছনের সিটে বসাল, তার দু'পাশ ঘেষে বসল দুই পাথর মুখো এজেন্ট। খান দূর থেকে লিনড্রস আর তার এজেন্টদের কথা শুনে যা বুঝলো তার সারমর্ম হচ্ছে, আসল কিছুই জানা যায় নি দর্জির কাছ থেকে। সে দাবি করছে এজেন্টরা এত দ্রুত এসে পড়েছিল যে বর্ন তাকে বলবারই সময় পায় নি সে কেন এসেছিল। তার ফলে, এজেন্টরা পরমর্শ দিলো দর্জিকে ছেড়ে দেয়া হোক। রাজি হল লিনড্রস। কিন্তু দর্জিকে তার দোকানে ফেরত পাঠানোর পর দু'জন এজেন্টকে একটা সাধারণ গাড়িতে করে রাখা হল দোকানটার বাইরে। যদি বর্ন আবার আসে দেখা করতে তাহলে এদের হাতে পড়বে সে।

এখন, লিনড্রস চলে যাবার বিশ মিনিট পরে বোর হয়ে গেছে এজেন্ট দু'জন। নিজেদের ডোনাট আর কোক খেয়ে দেয়ে এখানে পড়ে থাকতে হচ্ছে বলে গজগজ করতে লাগল ওরা। অন্যদিকে ওদের জাতভাইরা ছুটছে দুর্ধর্ষ এজেন্ট ডেভিড ওয়েবের পেছনে।

"ডেভিড ওয়েব না," দু'জনের মধ্যে বেশি ভাল এজেন্টটা বলল। "ডিসিআই আদেশ জারী করেছেন যেনো আমরা ওকে ওর অফিশিয়াল নাম জেসন বর্ন ধরে ডাকি।"

কাছাকাছি থেকে প্রতিটা শব্দ শুনতে থাকা খান আড়ষ্ট হয়ে গেল। জেসন বর্নের কথা শুনেছে ও ভালভাবেই। পৃথিবীর সেরা আন্তর্জাতিক ভাড়াটে খুনি হিসাবে নামডাক ছিল বর্নের। খান নিজের ক্ষেত্র ভালভাবেই জানতো, আর তাই বর্নের নামের সাথে জড়ানো গল্পগুলোর অর্ধেককে ভুয়া বলে উড়িয়ে দিয়েছে সে। আর বাকি অর্ধেককে নিয়েছে অতিরঞ্জন হিসেবে। কারণ খুব সহজ একজন মাত্র মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বর্নের মত সাহস, দক্ষতা, শেয়ালের মত ধূর্ততা থাকা। সত্যি বলতে গেলে, ওর একটা অংশ আসল জেসন বর্নের অস্তিত্ব সম্পর্কেই অবিশ্বাস করত।

আর এখন সিআইএ'র এই দুই এজেন্ট ডেভিড ওয়েবকে জেসন বর্ন বলে ডাকছে। খানের মনে হল যেনো ওর মগজটা বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। নিজের অস্তি

BanglaBook.org

ত্বের গোড়ায় জোর ঝাঁকুনি খেয়েছে ও। স্পালকোর ডোশিয়ারে যেমনটা দাবি করা হয়েছে, তেমন স্রেফ কোনো কলেজ প্রফেসর নয় ডেভিড ওয়েব, একই সাথে সে দুনিয়ার সেরা গুপ্তঘাতকদের একজন। এ হচ্ছে সেই লোক যার সাথে খান ইঁদুর বিড়াল দৌড় খেলছে কালকে থেকে। অনেক বিষয় ভিড় করল ওর মাথার মধ্যে, পার্কে কিভাবে বর্ন ওকে ধরে ফেলেছিল তা নিয়েও ভাবল। আগে শুধু চুল, চেহারা বা হাটার ভঙ্গি পরিবর্তন করেই মানুষকে বোকা বানাত সে। কিন্তু এখন বর্নের সাথে কারবার চলছে ওর, যার দক্ষতা অন্য অনেক জিনিসের মতই ছদ্মবেশও কিংবদন্তীর মত, এবং তা সম্ভবত খানের দক্ষতার সমপর্যায়ের। সাধারণ ঘুঁটি চেলে মাত করা যাবে না বর্নকে, যদিও সাধারণ পদ্ধতিগুলোও অনেক চাতুর্যপূর্ণ। খান পরিস্কার টের পেল, যদি এই খেলায় ও জিততে চায় তাহলে নিজের মাত্রা আরো উপরে তুলতে হবে।

দ্রুত ভাবল, ভুল তথ্যে ভরা ফাইলটা যখন স্পালকো ওর হাতে তুলে দিয়েছিল তখন ওয়েবের আসল পরিচয়টা জানত নাকি সে। আরো ভেবে খান বদ্ধমূল হল যে, নিশ্চয়ই জানতো স্পালকো। সে কেন ককলিন আর পানোভের খুনের দায় বর্নের ঘারে চাপাতে চাচ্ছে তার একমাত্র ব্যাখ্যা এটাই। তথ্য গোপন করার সেই চিরন্তন কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এজেন্সি মনে করে বর্নই দোষী, ততক্ষণ আসল খুনিকে খোঁজার কোনো চেষ্টাই করবে না ওরা আর নিশ্চিতভাবেই ওদের জানার কোনো সুযোগ থাকবে না লোক দু'জনকে কেন মারা হয়েছিল। স্পালকো নিশ্চয়ই খানকে বড়ে হিসেবে ব্যবহার করে চাল দিচ্ছে আরো বড় কোনো খেলার জন্য, বর্নকে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা দেখে বোঝা যায়। খানকে জানতেই হবে কি করতে চাচ্ছে স্পালকো। অন্যের হাতের বড়ে হয়ে থাকতে রাজি নয় সে।

মার্ডার দু'টোর পেছনের রহস্য উদঘাটন করতে হলে ওই দর্জির কাছে যেতে হবে, জানে খান। এজেন্সিকে ফাইন দর্জি কি বলেছে তা শোনার দরকার নেই। ওয়েবকে ফলো করা সত্ত্বেও তাকে জেসন বর্ন বলে মানতে কষ্ট হচ্ছিল খানের। ওজানে, ফাইনকে যথেষ্ট সময় ধরে জেরা করা হয়েছিল যাতে সে আসল খবর বলে। যখন তার জেরা চলছিল তখন একবার মাথা ঘুরিয়ে ছিল ফাইন, বাইরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল, আর এক মুহূর্তের জন্য তার চোখের দিকে তাকানোর সুযোগ পেয়েছিল খান। তখন তার চোখের গভীরে গর্বিত একজন মানুষের ঝিলিক দেখতে পেয়েছে ও। খানের বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা তাকে বলে এই একটা অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ও দেখেছে ফাইনের গর্ব আসলে তার কাজে লাগছে। কারণ এজেন্সি যত তাকে চাপ দিয়েছে। এই নিজের মাঝে ঢুকে গেছে সে, আসল কথা গোপন করেছে। এজেন্সি তার কাছ থেকে কোনো খবরই বের করতে পারবে না। কিন্তু খানের জানা আছে এই খোলস কিভাবে ভাঙতে হয়।

গায়ের স্যুড জ্যাকেটটা খুলে নিয়ে সেটার লাইনিং-এর খানিকটা ছিঁড়ে ফেলল ও,

BanglaBook.org

যাতে নজর রাখতে থাকা দুই এজেন্ট তাকে লিংকন ফাইন টেইলর্সের আরেকজন কাস্টমার ছাড়া অন্য কিছু না ভাবে।

রাস্তা পেরিয়ে দোকানটার ভেতরে ঢুকল সে, মিউজিক্যাল বেলটা বেজে উঠল ওর পেছনে। এক ল্যাটিন মহিলা পেপারের কমিকের পেজটা পড়ছিল, সেখান থেকে মুখ তুলল সে। তার সামনেই একটা কন্টেইনারে পড়ে আছে আধ খাওয়া লাঞ্চ।। উঠে এগিয়ে এল সে, কিভাবে সাহায্য করতে পারবে জানতে চাইল। তার গড়নটা সুগঠিত। চওড়া ভ্রু, বড় বড় চকোলেট কালারের চোখ, খান বলল এই জ্যাকেটটা ওর খুব প্রিয়, তাই নিজেই মিঃ ফাইনের সাথে দেখা করতে এসেছে। মাথা নাড়ল মহিলা। দোকানের পিছনদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে, ফিরে আসার পর খানকে কিছু না বলেই বসে পড়ল নিজের জায়গায়।

কয়েক মিনিট পরে বেরিয়ে এল লিওনার্দ ফাইন। ফ্যাঁকড়ায় ভরা সকালটা কাটানোর পর চেহারা-সুরত বাজে দেখাচ্ছে তার। সত্যি বলতে কি, এজেন্সির সাথে এতক্ষণ ধরে থাকার ফলে যেনো তার প্রাণশক্তিরই ঘাটতি দেখা গেছে।

"কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, স্যার? মারিয়া আমাকে বলল যে আপনার জ্যাকেটের মেরামত প্রয়োজন।

খান তার স্যুড জ্যাকেটটা উল্টিয়ে কাউন্টারের ওপর ছড়িয়ে দিলো।

ডাক্তার যেভাবে তার অসুস্থ রোগীকে ছোঁয় সেরকম সাবধানে জ্যাকেটটা ধরল ফাইন। "ওহ, শুধু লাইনিংটা। আপনি ভাগ্যবান। স্যুড জ্যাকেট এমনিতে মেরামত করা প্রায় অসম্ভব।"

"ওটার কথা ভুলে যান," নিচু স্বরে ফিসফিস করল খান। "আমি জেসন বর্নের অর্ডারে এখানে এসেছি। তার প্রতিনিধি আমি।"

ফাইন যেভাবে তার মুখটা স্বাভাবিক রাখল সেটা প্রশংসার যোগ্য। "আমার কোনো ধারনা নেই আপনি কি বলছেন।"

"এজেন্সির কাছ থেকে আপনি ওকে পালাতে সাহায্য করেছেন বলে সে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়েছে," খান এমনভাবে বলল যেনো ফাইনের কথা শুনতেই পায় নি। "আর সে আপনাকে বলতে চায় এমনকি এখনো দু'জন এজেন্ট আপনার উপর চোখ রাখছে।"

সামান্য মুখ বাঁকাল ফাইন। "আমি তেমনটাই ভেবেছিলাম। কোথায় ওরা?" তার গাঁটবহুল আঙুলগুলো অস্থিরভাবে নাড়ছে জ্যাকেটটা।

"রাস্তার ওপাশেই," বলল খান। "সাদা ফোড টরাস'টাতে।"

ওদিকে তাকাবার মত বোকা ফাইন নয়। "মারিয়া," সে গলাটা শুধু ততটুকুই তুলল যাতে ল্যাটিনা শুনতে পায়, "রাস্তার ওদিকে কি কোনো সাদা ফোড টরাস পার্ক করা আছে?"

মাথা ঘোরাল মারিয়া, "হ্যা, মিঃ ফাইন।"

BanglaBook.org

"ভেতরে কি কাউকে দেখতে পাচ্ছ?"

"দু'জন," মারিয়া বলল। "লম্বা, মাথায় ক্রু-কাট দেয়া। ডিক ট্রেসি মার্কা চেহারা, আজ সকালে যারা এসেছিল তাদের মত।"

শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বিড়বিড় করল ফাইন। "বলুন, মিঃ বর্নকে বলুন, লিওনার্দ পাইন তাকে বলেছেন, 'ঈশ্বর যেনো আপনার সাথে থাকে।' "

খানকে অস্থির দেখাল, কথায় কথায় ঈশ্বরকে কারো সহায় হতে বলার এই আমেরিকান অভ্যাসটা তার কাছে অসহ্য। "আমার তথ্য দরকার।"

"অবশ্যই," কৃতজ্ঞভাবে মাথা নাড়ল ফাইন "যা আপনি চান।"

মার্টিন লিন্ড্রস আজ প্রথম বুঝলো 'রেগে আগুন হওয়া' বাগ ধারাটার অর্থ কি। জেসন বর্ন যে তাকে একবার নয়, দুই দুইবার কাঁচকলা দেখিয়ে পালিয়ে গেল, তারপরে সে ডিসিআইকে মুখ দেখাবে কি করে?

"আমার ডায়রেক্ট অর্ডার অমান্য করে তুমি বলছিলেটা কি?" ফুসফুসের সমস্ত জোর দিয়ে চেঁচাল লিন্ড্রস। ওয়াশিংটন সার্কেলের নিচের টানেল আন্ডারপাসে নানারকম শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, কর্মচারীরা বর্নের ফেলে যাওয়া ট্রাকটাকে সোজা করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

"আরে, শোনো, আমিই ওকে দেখেছিলাম ওয়ালমার্ট থেকে বের হতে।"

"আর তারপর ওকে ভাগতে দিলে।"

"সেটা তো তুমিই দিয়েছ, লিন্ড্রস। এক খ্যাপা ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডার আমার গুষ্ঠি উদ্ধার করছিল।"

"আর সেটাও একটা ব্যাপার," চেঁচাল লিন্ড্রস। "ওই ব্যাটা এখানে কি করছিল?"

"তুমিই বলো না, জনাব বুদ্ধিমান, তুমিই তো আলেকজান্দ্রিয়াতে সবকিছু গোল বাঁধিয়ে দিয়েছিলে। তুমি যদি দয়া করে আমাকে জানাতে তাহলে আমি ওল্ড টাউনে তল্লাশীতে সাহায্য করতে পারতাম। ওই জায়গাটা আমি নিজের চেহারার মতই চিনি। কিন্তু না, তুমিই তো ফেডারেল, তুমি সবজান্তা, তুমি খেল দেখানেওয়ালা।"

"ঠিক, আমি, তাই! আমি ইতিমধ্যেই আমার কর্মচারীদের বলেছি বাসস্টেশন, ট্রেনস্টেশন, এয়ারপোর্টের লোকদেরকে ফোন করে যেনো বলে বর্নের খোঁজে থাকতে।"

"পাগলামি কোরো না, যদিও আমার হাত বাঁধা নেই কিন্তু অমন কল করার অথরিটি আমার নেই। তবু আমার লোকেরা এরিয়াটা দেখছে, আর আমার শেষ বর্ণনার ওপর ভিত্তি করেই তো তুমি সব পরিবহন ব্যবস্থার কাছে সতকর্তা পৌছে দিয়েছ।"

BanglaBook.org

যদিও হ্যারিসের কথাই ঠিক, তবু গজগজ করতে লাগল লিনড্রস। "আমি জানতে চাই কেন তুমি ডি.সি মেট্রো পুলিশকে এর মাঝে টানলে? যদি আরো ব্যাকআপ লাগত তাহলে আমার কাছে আসতে পারতে।"

"কোন বালের জন্য আমি তোমার কাছে আসব, লিনড্রস? কোনো কারণ দেখাতে পার? তুমি কি আমার দোস্ত লাগ নাকি? কোনো রকম সহযোগিতা করছি নাকি আমরা একে অন্যকে, এই এতটুকু বাদে? একদম না।" হ্যারিসের বিষণ্ন মুখে একটা বিতৃষ্ণার ভাব দেখা গেল। "আর শুনে রাখ, আমি ডি.সিদের ডাকি নি। আমি তো বলেছি, আসার পর থেকেই আমার পাছায় লেগে আছে সে, আমি তার এরিয়ায় ঢুকেছি তা নিয়ে মুখে ফেনা তুলছে।"

লিনড্রস তার কথা শুনল কি শুনল না। লাইট ঝলকাতে আর সাইরেন বাজাতে থাকা অ্যাম্বুলেন্সটা চলতে শুরু করছে। যে ড্রাইভারকে লিনড্রস ভুলে গুলি করেছে তাকে জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। এই জায়গাটা ঘেরাও করে এটাকে ক্রাইমসিন হিসেবে চিহ্নিত করে ড্রাইভারকে ক্যাব থেকে বের করতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছে তাদের। লোকটা কি বাঁচবে না মরবে? এখন তা নিয়ে ভাবতে চায় না লিনড্রস। লোকটার আহত হওয়াকে বর্নের দোষ হিসেবে চালিয়ে দেয়া যাবে, ও জানে ডিসিআই ব্যাপারটাকে সেভাবে নেবে। কিন্তু ডিসিআই'র একটা খোলস আছে যেটা দুই ভাগ প্রয়োগবাদীতা আর এক ভাগ তিক্ততা দিয়ে তৈরি, যারা কখনো মেলে না আর সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ট্রাক ড্রাইভারের এখন যাই হোক না কেন, লিনড্রস জানে সে জন্য সে দায়ি। আর এটাই লিনড্রসের বিরোধীতার আগুনে ঘি ঢালল। সে হয়তো ডিসিআই'র খোলস ভেদ করতে অক্ষম কিন্তু নাগালের বাইরে চলে যাওয়া সব বিষয় নিয়ে মাঠে মারা যেতে নারাজ সে। তার বদলে নিজের ভেতরের বিষ বাইরে ছড়িয়ে দিলো সে। "পঁয়তাল্লিশ মিনিট।" থামিয়ে রাখা ট্রাফিকের মধ্য দিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্সকে পথ করে নিতে দেখে ঘোঁত ঘোঁত করল হ্যারিস। "হায় ঈশ্বর, ওই অভাগা এতক্ষণ দশবার মারা যেতে পারত। সিভিল সার্ভেন্ট।"

"তুমিও একটা সিভিল সার্ভেন্ট, হ্যারিস, যদি মনে করতে পার," তিক্ত গলায় বলল লিনড্রস।

"তুমিও কি নও?"

লিনড্রসের বিষ জেগে উঠল আবার। "শোনো বোকাচোদা, আমি তোমাদের সবার থেকে অন্য ধাতুতে গড়া। আমার ট্রেনিং–"

"তোমার ট্রেনিং বর্নকে ধরতে সাহায্য করতে পারে নি, লিনড্রস। তোমার কাছে দুটো উপায় ছিল আর তুমি দুটোই উড়িয়ে দিয়েছ।"

"আর তুমি কি বালের সাহায্য করেছ?"

লিনড্রস আর হ্যারিসকে চালিয়ে যেতে দেখল খান। তার ডিউটি ওভারঅলটা

BanglaBook.org

গায়ে থাকার কারণে এখানকার অন্য সবার মতই লাগছে তাকে। তার আসা যাওয়া নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে নি। ট্রাকটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে, ট্রাকের পিছন দিকে যে গাড়িটা ধাক্কা দিয়েছিল তার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তা দেখার ভান করছিল। আর তখনই টানেলের পাশ দিয়ে উপরের দিকে উঠে যাওয়া মইটার ছায়া খেয়াল করল সে। ঘাড় বাঁকিয়ে উপরে তাকাল। ভাবল এটা দিয়ে কোথায় ওঠা যায়। বর্নের মাথায়ও কি এই চিন্তা এসেছিল, না সে ইতিমধ্যেই সেটা জেনেও গেছে। এখন, চারদিকে তাকিয়ে খান নিশ্চিত হল কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না। দ্রুত মইটাতে উঠতে শুরু করল সে, পুলিশ স্পটলাইটের সীমানা পেরিয়ে গেল। এখানে কেউ দেখতে পাচ্ছে না তাকে। হ্যাচটা খুঁজে পেল সে, আর স্লাইড বোল্টটা যে সাম্প্রতিককালেই একবার খোলা হয়েছিল তা দেখে মোটেও অবাক হল না। হ্যাচটা ঠেলে খুলল ও, উপরে উঠে গেল।

ওয়াশিংটন সার্কেলকে ভালভাবে দেখবার উপযোগী এই জায়গাটা থেকে ধীরে ধীরে মাথাটা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরাল খান, দূরের বা কাছের সব জিনিস ভাল করে দেখছে। এক ঝলক বাতাস ঝাপটা দিলো তার মুখে। আকাশটা আরো কালো হয়ে গেছে। বিদ্যুতের ঝলকানিতে এবড়োথেবড়ো দেখাচ্ছে। বাতাস বয়ে যাচ্ছে, বারবার শহরের ক্যানিয়ন আর ইউরোপিয়ান স্টাইলের এভিনিউগুলোর মধ্য দিকে। পশ্চিম দিকে রক ক্রিক পার্কওয়ে, হোয়াইটহার্স্ট ফ্রিওয়ে আর জর্জটাউন। উত্তরে দেখা যাচ্ছে হোটেলের সারির আধুনিক টাওয়ারগুলো দ্য এএনএ গ্র্যান্ড, পার্ক হায়াত আর ম্যারিয়ট। পশ্চিমে কে স্ট্রিট, ছুটে চলেছে ম্যাকফারসন স্কয়ার আর ফ্রাঙ্কলিন পার্ককে পেছনে রেখে। দক্ষিণে ফগি বটম, ছড়ানো জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি আর স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিশাল মনোলিথ। দূরে যেখানে পটোম্যাক নদী পশ্চিমে বেঁকে গিয়ে চওড়া হয়ে শান্ত পানির টাইডাল বেসিন সৃষ্টি করেছে তার উপরে আকাশে একটা রূপালী চমক দেখা গেল। এক প্লেন যেনো প্রায় শূন্যে ঝুলছে, আয়নার মত চকচক করছে, জমতে থাকা মেঘের ওপরে সূর্যালোকের শেষ একটা ঝলকে দেখা যাচ্ছে। তার পরই ওটা অবতরণ শুরু করলো ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে।

খান এমনভাবে নাক ফোলাল যেনো নিজের শিকারের গন্ধ পাচ্ছে। এয়ারপোর্টের দিকেই তাহলে বর্ন যাচ্ছিল। ও এ বিষয়ে নিশ্চিত, কারণ বর্নের জায়গায় ও এখন থাকলে নিজেও তাই করত। ডেভিড ওয়েব আর জেসন বর্নের অদ্ভুতুড়ে সংমিশ্রণটা এখন দেখা যাচ্ছে একজন মাত্র ব্যক্তি, আর যখন থেকে খান সিআইএ'র এজেন্টদের ওই বিষয়ে কথা বলতে শুনেছে তখন থেকে ওর মাথা জুড়ে আছে ব্যাপারটা। বর্ন আর সে যে একই পেশায় আছে সেটা তার কাছে মনে হল যেনো নিষ্ঠুরতা, এত কষ্ট করে নিজের নামে সে যা কিছু অর্জন করেছে সে সব কিছুর পরিপন্থী। সে নিজে এবং শুধুমাত্র সে নিজেই নিজেকে জঙ্গল থেকে বের করেছে। সে যে জীবনের শুরুর দিকের ওই জঘন্য দিনগুলো পার করে টিকে আছে তা একটা অলৌকিক ব্যাপার বটে। কিন্তু

BanglaBook.org

ওই ভয়ঙ্কর শুরুর দিনগুলো অন্তত তার, শুধুই তার। সে নিজে নিজের জন্য যে স্থানটায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে সে জায়গাটা আজ অন্যের সাথে শেয়ার করতে গিয়ে সে টের পেল, ডেভিড ওয়েব একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টা তো বটেই সেই সাথে একটা ক্ষমাহীন অবিচারও। এটা একটা ভুল যা শোধরাতে হবে। যত দ্রুত শোধরানো যায় ততই ভাল। বর্নের মুখোমুখি হয়ে তাকে আসল লুকানো সত্যটা বলার জন্য তর সইছে না খানের, রক্তপাতের ফলে যখন সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে তখন তার চোখের দিকে তাকিয়ে খান দেখতে চায় সত্যের উদঘাটনটা কি করে তাকে ধ্বংস করে ফেলে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

ইন্টারন্যাশনাল ডিপার্চার বিল্ডিংয়ের কাঁচ আর ক্রোমের ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে আছে বর্ন। এই ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্ট একটা পাগলাগারদ, ভর্তি হয়ে আছে ল্যাপটপ আর ক্যারিঅনওয়ালা ব্যবসায়ী, অনেকগুলো সুটকেসওয়ালা পরিবার, মিকি মাউস, পাওয়ার রেঞ্জার আর টেডিবিয়ার ব্যাকপ্যাকওয়ালা বাচ্চা, হুইলচেয়ারে বসা বুড়োবুড়ি, তৃতীয় বিশ্বগামী ধর্মান্তরিতের দল, হাতে হাত রাখা প্রেমিকগুলোর কেমন একটা শূন্যতা আছে। তার ফলে ফাঁকা দৃষ্টি ছাড়া চারপাশে আর কিছু দেখল না বর্ন। এই দৃষ্টি হচ্ছে ভীতিকর একঘেয়েমিভাবের বিরুদ্ধে মানুষের সহজাত প্রতিরক্ষা।

এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করতে গেলে সেটা মনে হয় অনন্তকাল, সময় যেনো নড়েই না। ভাগ্যের পরিহাসে বর্নের জন্য সত্যি হল না। এখন প্রত্যেক মিনিটের দাম আছে। একেকটা মিনিট তাকে নিয়ে যাচ্ছে সমাপ্তির দিকে, যে সমাপ্তি আসবে এমন লোকদের হাতে যাদের সাথে একসময় কাজ করত সে।

যে পনেরো মিনিট ও এখানে কাটিয়েছে তার মাঝেই ফিটফাট জামা পরা জনা বারো সন্দেহজনক লোককে দেখা গেছে। কেউ কেউ ডিপারচার লাইউঞ্জে ঘুরছিল, বিড়ি টানছিল, বড় পেপার কাপ থেকে খাচ্ছিল যেনো সাধারণ লোকদের সাথে নিজেদেরকে মিশিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বেশিরভাগই ছিল এয়ারলাইন চেক-ইন কাউন্টারের কাছে, ব্যাগ চেক করিয়ে নিয়ে নিজেদের বোর্ডিং পাস নিতে আসা লোকজনের সারির ওপর চোখ ঘুরিয়ে নজর রাখছিল। বর্ন প্রায় সাথে সাথেই দেখল যে, কোনো কর্মাশিয়াল ফ্লাইটে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়, আর কোন কোন পথ খোলা আছে তার কাছে? যত দ্রুত সম্ভব বুদাপেস্টে যেতে হয়ে তাকে।

তামাটে ট্রাউজার, কালো টার্টলনেক পুলওভারের ওপর মস্ত রেইন শেল আর এক জোড়া স্পেরি টপ সাইডার জুতো পরে আছে বর্ন। পায়ের স্নিকার আর অন্যান্য আগের জামাকাপড়ের বান্ডিলটা ওয়ালমার্ট থেকে বের হবার পরই একটা ট্রাশ বিনে ফেলে দিয়েছে সে। যেহেতু ওখানে তাকে দেখে ফেলা হয়েছিল, তাই আবার যত দ্রুত সম্ভব নিজের চেহারা পরিবর্তন করাটা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই টার্মিনালের পরিবেশে ঢুকে পড়ার পর নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে আদৌ খুশি হতে পারছে না।

ঘুরতে থাকা এজেন্টদের এড়িয়ে বাইরের ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়া রাতে বেরিয়ে এল বর্ন। একটা শাটল বাসে চড়ে কার্গো এয়ার টার্মিনালের দিকে চলল। ড্রাইভারের ঠিক পেছনে বসে তার সাথে আলাপ জুড়ে দিলো। ড্রাইভারের নাম জানা গেল রালফ। বর্ন নিজের নাম বলল জো। শার্টলটা একটা পেডেস্ট্রিয়ান ক্রসওয়াকে থামার আগে সংক্ষিপ্ত হ্যান্ডশেক সারল ওরা।

BanglaBook.org

"হেই, অনটাইম কার্গোতে আমার কাজিনের সাথে দেখা করবার কথা আমার," বর্ন বলল। "কিন্তু আমি কি বোকা, ও আমাকে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছিল তা ভুলে গেছি।"

"ও কি করে?" ফার্স্ট লেন ধরে আবার চলতে চলতে বলল রালফ।

"ও একজন পাইলট।" আরো কাছে সরে এল বর্ন। "আমেরিকান বা ডেল্টা-এর হয়ে উড়তে খুব ইচ্ছা ছিল ওর। কিন্তু তুমি তো জান ওসব ব্যাপার কেমন।"

সহানুভূতির সাথে মাথা নাড়ল রালফ। "ধনীরা আরো ধনী হয় আর গরীবেরা গরীব হয়ে যায়।" তার নাকটা চাপা, মাথায় অগোছালো চুল আর চোখের নিচে কালির পোঁচ। "আমার কথাই ধর না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমাকে কি পথ দেখাতে পার?"

"তারচেয়েও ভাল কিছু করতে পারি," লম্বা আয়নায় বর্নকে দেখতে দেখতে বলল রালফ। "আমি যখন কার্গো টার্মিনালে যাই তখন আমার শিফট শেষ হয়। আমি নিজে তোমাকে ওখানে নিয়ে যাব।"

বৃষ্টির মধ্যে এয়ারপোর্টের কৃস্টাল আলোর মাঝে দাঁড়িয়ে আছে খান, চিন্তায় আচ্ছন্ন। বর্ন নিশ্চয়ই ওদেরকে মানে এজেন্সির লোকজনকে দেখার আগেই ওদের অস্তিত্ব টের পেয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশজনকে গুনেছে খান, যার অর্থ হচ্ছে অন্তত এর তিনগুন পরিমাণ লোক ছোঁক ছোঁক করছে এয়ারপোর্টের অন্যান্য অংশে। বর্ন নিশ্চয়ই বুঝেছিল যতই ছদ্মবেশ নিক না কেন, বাইরের দেশে কোনো ফ্লাইটে করে যাওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। ওরা তাকে ওয়ালমার্টে দেখে ফেলেছিল, ওরা জানে এখন বর্নকে কেমন দেখাচ্ছে, আন্ডারপাসে শুনেছে খান।

বর্নকে কাছাকাছি কোথাও অনুভব করতে পারছে। পার্ক বেঞ্চে বসে বর্নের পাশাপাশি ছিল সে, বর্নের ওজন অনুমান করেছে, তার হাড়ের গঠন দেখেছে, পেশীর বিস্তার দেখেছে, তার মুখের বিভিন্ন অংশের ওপর আলোর খেলা দেখেছে। ও জানে বর্ন এখানেই আছে। যতক্ষণ একসাথে ছিল ততক্ষণ গোপনে বর্নের মুখটাই খুঁটিয়ে দেখেছে খান। প্রতিটা ভাঁজকে মনে রাখার ব্যাপারে সাবধানে ছিল সে, মুখের ভাব পরিবর্তনের সময় ভাঁজগুলো কি করে পাল্টে যায় সেটা খেয়াল করেছিল। যখন বর্নকে তার নিজের ব্যাপারে বলছিল খান, তখন বর্নের মুখে কি খুঁজছিল সে? নিশ্চিত হবার ভাব? প্রমাণিত হবার ভাব? এমনকি খান নিজেও জানে না। সে শুধু জানে বর্নের চেহারার ছবিটা তার সচেতনতারই একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালর জন্যই হোক বা খারাপের জন্যই হোক বর্নকে আঁকড়ে ধরেছে সে। নিজেদের ভাগ্যের চাকায় ওরা নিজেরাই একসাথে বাঁধা পড়ে গেছে মৃত্যু পর্যন্ত।

খান আরো একবার তাকাল নিজের চারপাশে। এই শহর ছেড়ে তো বটেই, সম্ভব

BanglaBook.org

হলে এই দেশ ছেড়েই ভাগতে হবে বর্নের। কিন্তু সিআইএ তো লোক সংখ্যা বাড়াবে, অনুসন্ধানটা ছড়িয়ে দিয়ে আবার নিজেদের ফাঁস গুটিয়ে আনবে। তার জায়গায় খান হলে সে যত দ্রুত সম্ভব এই দেশ ছেড়ে পালাত, তাই ইন্টারন্যাশনাল অ্যারাইভালস বিল্ডিংয়ের দিকে চলল সে। ভেতরে গিয়ে এয়ারপোর্টের বিশাল একটা কালার কোডেড ম্যাপের সামনে দাঁড়াল, কোন রুট ধরে কার্গো টার্মিনালের দিকে যাওয়া সবচেয়ে সহজ তা খুঁজে বের করল। কমার্শিয়াল ফ্লাইটগুলো সব কড়া নিরাপত্তায় থাকার ফলে, বর্ন যদি এই এয়ারপোর্ট থেকেই রওনা দিতে চায় তাহলে তার সেরা সুযোগ হবে একটা কার্গো প্লেনে ওঠা। বর্নের জন্য এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল সময়। বর্ন যে কোনো সাধারণ ফ্লাইটে চড়ছে না, এটা বুঝে কার্গো শিপারসগুলোর ওপর নজর রাখা শুরু করতে বেশি সময় লাগবে না এজেন্সির।

আবার বৃষ্টির মাঝে বেরিয়ে পড়ল খান। আগামী প্রায় এক ঘণ্টায় কোন কোন ফ্লাইট ছাড়বে তা একবার দেখে নেবার পর এখন শুধু ওর কাছে বাকি আছে বর্নের খোঁজে একটা চোখ খোলা রাখা, আর অনুমিতভাবেই, তার সাথে কারবার শেষ করা। নিজের কাজের দুরুহতা নিয়ে আর কোনো বিভ্রান্তি ওর মাঝে নেই। ওকে বেশ ভালোভাবে চমকে দিয়েই নিজেকে চতুর, যোগ্য সচল প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রমাণ করেছে বর্ন। খানকে আহত করেছে সে, ফাঁদের ফেলেছে, একাধিকবার ওর হাতের মুঠো থেকে ছুটে গেছে। খান জানে এবার সফল হতে হলে বর্নকে চমকে দেবার একটা উপায় বের করতে হবে তাকে, বর্ন যে তার খোঁজে থাকবে সেটা জেনেই। ওর মনের ভেতর জঙ্গলটা যেনো ডাকল, তাকে ধ্বংস আর মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দিলো। ওর লম্বা অভিযানের শেষ দেখতে পাচ্ছে ও, জেসন বর্নকে বুদ্ধিতে হারিয়ে দেবে সে এবার।

গন্তব্যে পৌছানোর সময় বর্নই ছিল শেষ প্যাসেঞ্জার। বৃষ্টি পড়ছে বেশ জোরে, বিকেলেই দ্রুত এসে যাচ্ছে সন্ধ্যা। আকাশটা যেনো বৈশিষ্ট্যহীন একটা ফাঁকা স্লেটে পরিণত হয়েছে, যার ওপর কোনো ভবিষ্যত লেখা সম্ভব নয়।

"কার্গো ফাইভে আছে অনটাইম, ফেডএক্স লুৎফানসা আর কাস্টমসের সাথে।" বাস থামিয়ে ইগনিশন বন্ধ করে দিলো রালফ। বাইরে বের হল ওরা, দৌড়ে গেল টারমার্কের ওপর দিয়ে সমান ছাদওয়ালা একসারি কংক্রিট বিল্ডিংয়ের একটার দিকে। "ঠিক এখানে।"

ভেতরে ঢুকল ওরা ঝাড়া দিয়ে গা থেকে বৃষ্টির পানি ঝেড়ে ফেলল রালফ। পলকা গড়নের হাত-পাওয়ালা শরীর তার। বাম দিকে দেখাল সে। "তুমি কি দেখেছ ইউএস কাস্টমসটা কোথায়? এই বিল্ডিংয়ের ভেতরের দিকে দুটো স্টেশন পরে তুমি তোমার কাজিনকে পাবে।"

BanglaBook.org

"অনেক ধন্যবাদ," বর্ন বলল।

দেঁতো হাসি হেসে কাঁধ ঝাঁকালো রালফ। "বলার দরকার নেই, জো," হাত বাড়িয়ে দিলো সে। "উপকার করতে পেরে আনন্দিত।"

হ্যান্ডশেকের পরে হাত পকেটে পুরে ধীরে ধীরে চলে গেল ড্রাইভার, বর্ন এগিয়ে গেল অন টাইমের অফিসের দিকে। অবশ্য ঠিক এই মুহূর্তে সেখানে যাবার ইচ্ছা আদৌ নেই ওর। ঘুরল সে, রালফকে অনুসরণ করল একটা দরজা পর্যন্ত যার ওপরে একটা সাইনে লেখা 'প্রবেশ নিষেধ, শুধুমাত্র অনুমতিপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য'। রালফ তার ল্যামিনেটেড আইডি কার্ডটা একটা মেটাল স্লটে ঢোকাচ্ছে দেখে নিজের ক্রেডিট কার্ড বের করল ও। দরজাটা খুলে গেলে রালফ ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সামনে এগিয়ে গেল বর্ন, ক্রেডিট কার্ডটা ভেতরে ঢোকাল। স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা কিন্তু বর্ন কার্ডটা দিয়ে রাখার ফলে তালাটা লেগে যেতে পারল না। রালফ যে দরজার কাছ থেকে সরে গেছে তা নিশ্চিত হবার জন্য নিরবে ত্রিশ পর্যন্ত গুণল ও। তারপর দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে ক্রেডিট কার্ডটা পকেটস্থ করল।

নিজেকে মেইনটেনেন্স লকার রুমে আবিষ্কার করল। দেয়ালটা সাদা টাইলে তৈরি; কংক্রিটের মেঝের ওপর পাতলা রাবারের আস্তরণ বিছানো যাতে শাওয়ার থেকে আসা যাওয়ার সময় কর্মচারীদের খালি পা শুকনো থাকে। বর্নের সামনেই আটটা সাধারণ মেটাল লকার যেগুলোর বেশিরভাগের তালাই সাধারণ কম্বিনেশন লক। ওর ডানদিকেই শাওয়ার আর সিংকগুলোর দিকে যাবার পথের শুরু। তার অল্প পেছনেই ইউরিনাল আর টয়লেটগুলো।

সাবধানে কর্নারটা দিয়ে উঁকি দিলো বর্ন, একটা শাওয়ারের দিকে যেতে দেখল রালফকে। কাছেই গায়ে ফেনা মাখাচ্ছিল আরেকজন মেইনটেনেন্সের লোক, বর্ন আর রালফ দু'জনের দিকেই পিঠ দিয়ে আছে সে। এদিক ওদিক তাকাল বর্ন, প্রায় সাথে সাথেই দেখতে পেল রালফের লকার। ওটার দরজাটা সামান্য ভেজিয়ে দেয়া, খোলা কম্বিনেশন লকটা দুলছে দরজার হ্যান্ডেল থেকে। খোলা থাকারই কথা বটে। এমন একটা নিরাপদ জায়গায় শাওয়ার নেবার অল্প সময়টাতে লকার খোলা রাখলে ভয়ের কি আছে? দরজাটা আরো খুলল বর্ন, মেটাল শেলফে একটা আন্ডার শার্টের ওপর দেখতে পেল রালফের আইডি ট্যাগটা। ওটা নিল ও। অন্য মেইনটেনেন্স কর্মচারীর লকারটা কাছেই, ওটাও একইভাবে খোলা। তালা দুটো বদলে নিয়ে রালফের লকারটা বন্ধ করল। বর্নের যতটা সময় প্রয়োজন তার ক্ষণ পর্যন্ত রালফ আর খেয়াল করবে না যে তার আইডিটা গায়েব।

লন্ড্রি করার জন্য একটা খোলা কার্টে ফেলে রাখা এক জোড়া ওভারঅল তুলে নিল, সাইজটা প্রায় ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে পরে ফেলল সে। তারপর রালফের আইডিটা গলায় ঝুলিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। দ্রুত ইউ.এস কাস্টমসের দিকে গিয়ে এখনকার ফ্লাইট শিডিউলটা দেখতে লাগল। বুদাপেস্টের দিকে যাচ্ছে না একটাও

BanglaBook.org

কিন্তু রাশ সার্ভিস ফ্লাইট ১১৩ কার্গো ফোর থেকে প্যারিসের দিকে রওনা দেবে আঠারো মিনিটের মধ্যে, এছাড়া আগামী নব্বই মিনিটে আর কিছু যাচ্ছে না। অবশ্য প্যারিসে গেলেই চলবে। আন্তঃইউরোপীয় ফ্লাইটের একটা বড় কেন্দ্র ওটা। একবার ওখানে যেতে পারলে বুদাপেস্ট যেতে আর কোনো সমস্যাই হবে না ওর।

পিচ্ছিল টারমার্কের মধ্যে আবার বেরিয়ে এল বর্ন। বৃষ্টিটা ভারি হয়েছে কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে না, আর আগে যেসব বাজ পড়ার শব্দ শুনেছিল সেগুলোরও কোনো অস্তিত্ব নেই। ওর জন্য এটা ভাল, ফ্লাইট ১১৩-কে দেরি করতে দেখার কোনো ইচ্ছা ওর নেই। নিজের গতি বাড়াল ও, দ্রুত চলল পরবর্তী ভবনটা অর্থাৎ কার্গো থ্রি আর ফোরের বিল্ডিংয়ের দিকে।

টার্মিনালটার ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে ভিজে একাকার হয়ে গেল বর্ন। ডানে বামে দেখতে দেখতে রাশ সার্ভিস এরিয়ার দিকে জোরে পায়ে চলল ও। কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে। যেটা ভাল নয় মোটেই। অল্প কজনের মধ্যে থাকার চাইতে ভিড়ে মিশে যাওয়া বেশি ভাল। কর্মচারীদের জন্য চিহ্নিত করা দরজাটা খুঁজে বের করল। আইডি কার্ডটা ঢোকাল, তালাটা খোলার স্বস্তিদায়ক শব্দটা শুনল ও, দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল। ধূলি ধুসরিত করিডোর ধরে ঢুকতে ঢুকতে উঁচু করে রাখা প্যাকিং বাক্সের গাদা রেজিন মাখানো কাঠ, কাঠেরগুলো আর কার্ডবোর্ডের বাড়তে থাকা গন্ধ পেল ও। এখানকার বাতাসটাই যেনো কর্মব্যস্ত সদা গতিময়তার কথা বলছে। এখানে জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় শিডিউলে আর আবহাওয়া যন্ত্রে মানুষের ভুল করার উদ্বেগে। বসার জায়গা নেই। বিশ্রাম নেবার উপায় নেই।

চোখ সোজা সামনে রাখল ও, এমন একটা দায়িত্বশীলতার ভাব নিল যেটা কেউ সন্দেহ করবে না। আরেকটা দরজার সামনে এল, এটা লোহা দিয়ে বাধানো। ছোট জানালাটা দিয়ে টারমার্কের ওপর সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনগুলো দেখতে পেল। মাল ওঠানো আর নামানো হচ্ছে এসব থেকে। রাশ সার্ভিস জেটটা শীঘ্রই খুঁজে পেল, ওটার কার্গো বেটা খোলা। প্লেন থেকে ট্যাঙ্কার ট্রাক পর্যন্ত একটা ফুয়েল লাইন দেখা যাচ্ছে। রেইন স্লিকার পরে হুডটা মাথার উপরে তুলে দেওয়া এক লোক মনিটর করছিল গ্যাসোলিনের প্রবাহ। পাইলট আর কো পাইলট এখন ককপিটে ফ্লাইট শুরুর আগে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখছে।

রালফের আইডি কার্ডটা স্লট দিয়ে ঢোকানোর আগেই ওর সেলফোনটা বেজে উঠল। রবিনে ফোন করেছে।

"জ্যাক, মনে হচ্ছে আমি এখনই তোমার দিকেই রওনা দিচ্ছি। তুমি কি ঘণ্টা সাতেকের মধ্যে এয়ারপোর্টে আমার সাথে দেখা করতে পারবে?"

"*মাই অউয়ি মনামি।* ল্যান্ড করার পর আমাকে ফোন কোরো।" বর্নকে নিজের ব্যক্তিগত সেলফোনের নাম্বার দিলো সে। "এত দ্রুত তোমার সাথে দেখা হবে ভেবেই আনন্দ লাগছে।"

BanglaBook.org

বর্ন জানে রবিনে আসলে কি বলতে চাইছে। এজেন্সি'র ফাঁস গলে বর্ন বেরিয়ে আসতে পারায় আসলে তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে সে। এখন না, বর্ন ভাবল। এখনই না। কিন্তু ওর পালানো এখন সময়ের ব্যাপার। এর মাঝে...

"জ্যাক, কিছু খুঁজে পেলে? এনএক্স২০-টা কি জিনিস তা বুঝতে পেরেছে?"

"আসলে, না। তেমন কোনো প্রজেক্টের রেকর্ড নেই।"

বর্নের মন দমে গেল। "ডক্টর শিফারের ব্যাপারে কিছু?"

"হ্যা, ওখানে ভাগ্য খানিকটা সদয় হয়েছে আমার প্রতি।" রবিনে বলল, "একজন ড. ফেলিক্স শিফার ডিএপিআরএ'র জন্য কাজ করে অথবা কাজ করত।"

ঠাণ্ড হাতে বর্নের নাড়ি ভুঁড়ি চেপে ধরেছে কে যেনো। "কি বলতে চাচ্ছ?"

কাগজপত্র নাড়াচাড়া করার শব্দ শুনতে পেল বর্ন, অনুমান করলো ওর বন্ধু ওয়াশিংটন থেকে সোর্সের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য পড়ে দেখছে। "ডিএপিআরএ'র অ্যাকটিভ কর্মচারীদের মধ্যে এখন আর নেই ড. শিফার। তের মাস আগে সেটা ছেড়ে গেছে সে।"

"কি হয়েছিল তার?"

"আমার কোনো ধারণা নেই।"

"একেবারে চোখের আড়ালে চলে গেছে?" আত্মবিশ্বাসের সুরে বলল বর্ন।

"এই সময়ে আর এই বয়সে সেটা অস্বাভাবিক লাগছে তার ক্ষেত্রে কিন্তু মনে তো হচ্ছে তাই হয়েছিল।"

এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করল বর্ন। "না, না, কোথাও আছে সে থাকতেই হবে তাকে।"

"তাহলে–"

"গায়েব করা হয়েছে তাকে, কাজটা করেছে পেশাদার লোকজন।"

ফেলিক্স শিফার গায়েব হবার ফলে এখন ওর কাছে বুদাপেস্ট যাওয়াটা আর সবকিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দানিউবিয়াস গ্র্যান্ড হোটেলের চাবিটাই এখন বর্নের একমাত্র ভরসা। হাত ঘড়ির দিকে তাকাল ও। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। এখন যেতে হবে ওকে, এক্ষুণি। "জ্যাক, সময় নষ্ট করেছ বলে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"বেশি সাহায্য করতে পারি নি বলে দুঃখিত।" দ্বিধা করল রবিনে, "জেসন..."

"হ্যা?"

"বন চান্স।"

সেলফোনটা পকেটে ঢোকাল বর্ন। লোহা বাঁধানো দরজাটা খুলে বাইরের খারাপ আবহাওয়ায় বের হয়ে এল। অন্ধকার আকাশটা যেনো নিচে নেমে একটা কাঁপা কাঁপা রূপালী পর্দা তৈরি করেছে এয়ারপোর্টের উজ্জ্বল আলোগুলোর সামনে, টারমার্কের নিচু জায়গাগুলোর ওপর দিয়ে ঝিকমিকে স্রোত তুলছে। বাতাসের বিরুদ্ধে সামনে বেঁকে হাটছে, বরাবরের মতই হাটার মাঝে প্রকাশ পাচ্ছে দৃঢ় প্রত্যয়ী এক মানুষের ছাপ।

BanglaBook.org

নিজের কাজ জানে ও, দ্রুত নিখুঁতভাবে শেষ করতে চায়, তার জেটটার নাকের সামনে দিয়ে ঘুরে গেল ও কার্গো বে ডোরটা দেখতে পেল সামনে। জেটে ফুয়েল ভরতে থাকা লোকটার কাজ শেষ হয়েছে, ফুয়েল ভরার নজেলটা সরানো হয়েছে।

চোখের কোণা দিয়ে নিজের বামদিকে নড়াচড়া দেখতে পেল বর্ন। কার্গো ফোরের একটা দরজা ঝটকা দিয়ে খুলে গেছে, উদ্যত অস্ত্র হাতে কয়েকজন এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি গার্ড বেরিয়ে এসেছে, নিশ্চয়ই নিজের লকার খুলে দেখেছে রালফ, সময় ফুরিয়ে এসেছে বর্নের। একই দ্রুত গতিতে চলতে থাকা চালিয়ে গেল সে। যখন প্রায় কার্গোর বে-ডোরের কাছে চলে এসেছে তখন ফুয়েলের লোকটা বলল, "অ্যাই ভাই, দেখ তো কয়টা বাজে? আমার ঘড়িটা থেমে গেছে।"

ঘুরল বর্ন। লোকটার হুডে ঢাকা মুখটার এশিয়ান ধাঁচ চিনতে না চিনতেই খান এভিয়েশন ফুয়েলের একটা স্রোত ছুঁড়ে দিলো ওর মুখের ওপর। হাত দুটো উপরে উঠে এল বর্নের, দম আটকে এসেছে ওর। চোখে দেখছে না কিছু।

খান ছুটে এল ওর দিকে। ফিউজিলাজের পিচ্ছিল ধাতব দেহে চেপে ধরল ওকে। দুটো মারাত্মক মার বসাল ও, একটা বর্নের সোলার প্লেক্সাসে, আর অন্যটা মাথার পাশে, হাঁটু ভাঁজ হয়ে এল বর্নের, ওকে টেনে হেঁচড়ে কার্গো হোল্ডের ভেতর নিয়ে এল খান।

খান ঘুরে দেখল একজন কার্গো হ্যান্ডলার আসছে ওর দিকে। একটা হাত তুলল ও। ঠিক আছে, আমিই তালাটা লাগিয়ে দিচ্ছি। বলল ও। ভাগ্য সাহায্য করছে ওকে, ভারি বৃষ্টির কারণে ওর চেহারা বা ইউনিফর্ম ঠাহর করা সম্ভব নয় কারো পক্ষে। বৃষ্টি আর বাতাসের মধ্য থেকে সরতে পেরে খুশি হল কার্গো হ্যান্ডলার, একটা স্যালুট ঠুকল সে। আছাড় দিয়ে কার্গো ডোরটা লাগাল খান, তালা আটকে দিলো। তারপর ফুয়েল ট্রাকটার দিকে ছুটল, ওটাকে ড্রাইভ করে প্লেন থেকে এত দূরে রেখে এল যাতে কারো কাছে সন্দেহজনক না লাগে।

যেনো সিকিউরিটি পুলিশদেরকে বর্ন আগে দেখেছিল তারা জেটের ধারগুলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে। পাইলটের প্রতি সিগন্যাল দিলো ওরা। খান এমনভাবে রইল যেনো তার আর আগুয়ান পুলিশদের মাঝে জেটটা থাকে, উপরে উঠল সে, কার্গো বে-ডোরটার তালা খুলল, দোল খেয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। নিজের হাত হাঁটুর ওপর ভর করে বসে আছে বর্ন, মাথাটা ঝুলছে নিচের দিকে। ওর সামলে ওঠার ক্ষমতা দেখে হতবাক হওয়া খান ওর পাঁজরে লাথি বসাল সজোরে। ঘোঁত করে শব্দ করে একপাশে পড়ে গেল বর্ন, হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে কোমর।

লম্বা একটা দড়ি নিল খান। কার্গোর বে-ডেকের সাথে বর্নের মুখ পাশে চেপে ধরল ও, হাত দুটো নিয়ে এল পিঠের পেছনে, কব্জি দুটো একটার ওপর অন্যটা রেখে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলল। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে শুনতে পাচ্ছে, পাইলট আর কো-পাইলটের কাছে চেঁচিয়ে আইডি দেখতে চাচ্ছে সিকিউরিটি পুলিশ। বর্নকে অচল করে

BanglaBook.org

ফেলে রেখে হেটে গেল খান, নিঃশব্দে টেনে বন্ধ করল বে-ডোরটা।

কার্গো বে'র অন্ধকারে কিছুক্ষণ পা মুড়ে বসে রইল খান। ফিউজিলাজের গায়ে বৃষ্টির পানির অবিরাম আঘাত কেমন একটা ছন্দময় শব্দ তুলেছে, জঙ্গলের ড্রামের শব্দ মনে পড়ছে ওর। যখন ওই ড্রামের শব্দ শুনেছিল তখন বেশ অসুস্থ ছিল ও। জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় ওর কাছে ওই শব্দ মনে হয়েছিল প্লেনের এঞ্জিনের গর্জনের মত। খাড়া ডাইভ দেবার আগে প্লেনের আউটফ্লো ভেন্টে বাতাসের শব্দের মত। শব্দটা ওকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল কারণ পুরনো কিছু স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিল ওটা, যে সব স্মৃতিকে মনের একদম গভীরে লুকিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল ও। জ্বরের কারণে ওই চড়া সুরের প্রতি যন্ত্রণাদায়কভাবে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল ওর মন। ওর মনে হচ্ছিল পুরো জঙ্গলটা জেগে উঠেছে, অশুভ একটা কীলকাকার আকার নিয়ে সতর্কভাবে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ওর একটা সচেতন কাজ তখন ছিল, ও যে পাথরের ছোট বুদ্ধটা গলায় পরে সেটাকে যেখানে শুয়ে ছিল তার নিচে একটা দ্রুত খোঁড়া ছোট মাটির গর্তে পাতার তলায় চাপা দেয়া নানান কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে ও, আর খানিক পরে টের পেল আকারগুলো ওকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে দিয়েছে। জ্বরের ঘাম মুছে স্বচ্ছ জ্যোৎস্নাতে ওদেরকে দেখার চেষ্টা করল কিন্তু ওদের একজন ওর চোখ বেঁধে দিলো। অবশ্য তার আর দরকার ছিল না। ওর পাতা আর কুটো দিয়ে তৈরি হাতে বানানো বিছানা থেকে ওরা যখন ওকে উপরে তুলল, ও জ্ঞান হারাল। দু'দিন বাদে জেগে উঠে একটা খেমার রুজ ক্যাম্পে নিজেকে আবিষ্কার করল। একটা মড়ার মত ফ্যাকাশে মুখওয়ালা, বসা গাল এবং ছলছলে চোখ বিশিষ্ট এক লোকের দেখা পেল ও, আর জেরাও শুরু হল সেই সাথে।

ওরা ওকে এমন কিছু প্রাণীতে ভরা একটা গর্তে ছুঁড়ে দিয়েছিল যাদেরকে ও আজতক চিনতে পারে নি। এমন গাঢ়, এমন নিবিড়, এমন নিকষ এক অন্ধকার ওকে গ্রাস করেছিল, যেটার কথা আগে সে শোনেও নি। আর ওই অন্ধকার যেনো বাড়ছিল, পরিপূর্ণ হচ্ছিল, ওর মাথার ওপর বিরাট এক বোঝার মত চাপ দিচ্ছিল, প্রতি ঘণ্টায় ওকে ক্রমবর্ধমান আতঙ্কে সিঁটিয়ে রেখেছিল।

সেই অন্ধকার যেনো এই রাশ সার্ভিস ফ্লাইট ১১৩-এর পেটের ভেতরের অন্ধকারের মতই।

...আর জোনাহ তার প্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন মাছের পেটের ভিতর থেকে। আর বললেন, আমি কেঁদেছি প্রভুর প্রতি, আমার দুর্ভোগের কারণে, এবং তিনি শুনেছেন আমাকে সেই নরকের পেট থেকে কেঁদেছি আমি, আমার স্বর শুনেছেন তিনি। কারণ তিনি টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে গভীরে, সাগরের মাঝে আর সব বন্যা বয়ে গেছে আমার ওপর দিয়ে, সব বাতাস আর ঢেউগুলো বয়ে গেয়ে আমার ওপর...

মিশনারিটা ওই ছেঁড়া আর দাগপড়া বাইবেলের কপি থেকে যেসব অংশ ওকে

BanglaBook.org

মুখস্ত করতে বাধ্য করেছিল তা এখনো মনে করতে পারে ও। জঘন্য! জঘন্য! কারণ খান যখন বর্বর খুনে খেমার রুজদের মাঝে ছিল, তখন অনেকটা আক্ষরিক অর্থেই দোযখের পেটে সেঁধিয়ে গিয়েছিল। আর তখন প্রার্থনা করেছিল, অথবা মনে মনে প্রার্থনার কথা ব্যাকুলভাবে ভেবেছিল পরিত্রাণ পাবার জন্য। ওর ওপর বাইবেল চাপিয়ে দেবার আগের ঘটনা এটা, বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করার আগে সময়, কারণ অল্প বয়সেই বিশৃঙ্খলার মাঝে পড়ে যাওয়ায় তখনো এসব শেখা হয়ে ওঠে নি ওর। তিমির পেট থেকে জোনাহ'র কান্না মহাপ্রভু শুনেছিলেন কিন্তু খানের কান্না কেউ শোনে নি। অন্ধকার একদম একা পড়েছিল ও। তারপর ওদের যখন মনে হল ওকে নরম করা গেছে তখন ওরা ওকে তুলে আনল ওখান থেকে। ওরা ওর মাঝে ঢুকিয়ে দিলো শীতল একটা ভাব, ধীরে ধীরে, দক্ষভাবে। যে ভাবটা ভালভাবে আয়ত্ত করতে ওর লাগবে আরো কয়েক বছর। কিন্তু তখন ওই ভাবটা যেনো ওর হৃদয়ে রক্তক্ষণর ঘটাত।

যে ফ্ল্যাশলাইটটা সাথে ছিল সেটা জ্বালাল খান, অনড়ভাবে বসে তাকিয়ে রইল বর্নের দিকে। পায়ের ভাঁজ খুলে জুতো দিয়ে বর্নের কাঁধে প্রচণ্ড লাথি হাঁকাল সে, যাতে বর্ন পাশ ঘুরে পড়ে খানের দিকে মুখ করে থাকে। গোঙাল বর্ন, ওর চোখ বিস্ফোরিত হয়ে খুলে গেছে। খাবি খেল ও, হাঁসফাঁস করে আরেকটা দম টানল, এভিয়েশন ফুয়েলের ভাপ ঢুকে গেছে ওর ভেতর। প্রবলভাবে কেঁপে উঠল, বমি করল ওর আর খানের মাঝের জায়গাটায়। ব্যাথায় আচ্ছন্ন বর্নের কাছে শান্তভাবে বসে অছে খান স্বয়ং বুদ্ধের ভঙ্গিতে।

"আমি পাহাড়ের তলাতে ছিলাম; পৃথিবী তার ওজন নিয়ে আমার ওপরে ছিল সর্বদা। তবু এখন আমি আমার জীবনকে অন্ধকার থেকে এনেছি তুলে," বলল খান যেনো জোনাহ'র উক্তি বের হচ্ছে ওর মুখ থেকে। বর্নের আঘাতে আঘাতে ফোলা লাল মুখের ওপর দৃষ্টি এখনো আটকে রেখেছে। "তোমাকে দেখাচ্ছে গুয়ের মত।"

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল বর্ন। খান শান্তভাবে লাথি মেরে সরিয়ে দিলো কনুইটা ওর নিচ থেকে। আবার বর্ন বসার চেষ্টা করলে আবার খান মেরে শুইয়ে দিলো ওকে। তৃতীয় বারের বার অবশ্য খান নড়ল না, আর বর্ন ওর দিকে মুখ করে বসল।

হালকা, পাগলাটে হাসিটা খেলে গেল খানে ঠোঁটের ওপর। অবশ্য ওর চোখ দুটোতে খেলা করছে আগুনের শিখা।

"হ্যালো, বাবা," বলল ও। "অনেক অনেক দিন আগে আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম, এই সময়টা কখনো আসবে না।"

বর্ন ওর মাথাটা সামান্য নাড়ল। "তুমি এসব কী বলছো?"

"আমি তোমার ছেলে।"

"আমার ছেলের বয়স দশ বছর।"

BanglaBook.org

খানের চোখ দুটো জ্বলছে। "ওই ছেলের কথা বলা হচ্ছে না। আমার কথা বলছি, আমাকে তুমি নমপেনে ছেড়ে ভেগেছিলে।"

একদম হঠাৎ করেই ক্ষেপে উঠল বর্ন। তীব্র একটা ক্রোধ জেগে উঠল ওর মধ্যে। "কোন সাহসে বলছো এসব? আমি তোমাকে চিনি না কিন্তু আমার ছেলে জোশুয়া মরে গেছে।" এই কথা বলার চেষ্টাটা হিতে বিপরীত হল ওর জন্য, আরো কিছু তেলের ভাপ ভেতরে ঢোকায় আবার বেঁকে গেল ও কিন্তু বমি করার মত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই ওর পেটে।

"আমি মরি নি," সামনে ঝুকে পড়ে বর্নকে ধরে সোজা করে নিজের মুখোমুখি করার সময় প্রায় নরম রইল খানের গলাটা। ওই কাজ করার সময় ওর লোমবিহীন বুক থেকে পিছলে নেমে ঝুলতে লাগল ছোট খোদাই করা পাথরের বুদ্ধটা, বর্নকে সোজা রাখতে গিয়ে ও নড়াচড়া করায় সামনে আর পেছনে ঝুলছে, "যেমনটা দেখতে পাচ্ছ।"

"না, জোশুয়া মরে গেছে। আমি ওর কফিন মাটির নিচে নামিয়ে রেখেছিলাম, ডাও আর অ্যালিসার কফিনের সাথে।

"মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।" খোদাই করা পাথরের বৌদ্ধমূর্তিটা হাতের তালুতে নিল খান, বাড়িয়ে ধলর বর্নের দিকে। "এটা দেখ, দেখে মনে কর, বর্ন।"

বাস্তাতা যেনো পিছলে সরে গেল বর্নের কাছ থেকে। কানের ভেতরে নিজের পাল্‌সের শব্দ বজ্রপাতের মত শোনাল ওর কাছে, একটা জোয়ার যেনো এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার হুমকি দিচ্ছে ওকে। "এটা হতে পারে না। হতে পারে না। কোথায় কোথায় পেয়েছ তুমি এটা?"

"এটা কি জিনিস তা তুমি জান, তাই না?" বুদ্ধটা হারিয়ে গেল খানের মুঠোর ভেতরে। তোমার বহুদিন আগে হারানো ছেলে জোশুয়াকে চিনলে শেষ পর্যন্ত?"

"তুমি জোশুয়া নও।" এবার রেগে গেছে বর্ন, কালো হয়ে গেছে ওর মুখ, ওর দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁট সরে গিয়ে জানোয়ারের মত হিংস্র দেখাচ্ছে ওকে। "কোন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ডিপ্লোম্যাটকে মেরে বাগিয়েছ এটা?" তেতো হাসি হাসল ও। "হ্যা, তুমি যতটা ভাব তারচেয়েও বেশি জানি আমি তোমার বিষয়ে।"

"তাহলে দুঃখজনক একটা ভুল করেছ তুমি। এটা আমার, বর্ন, বুঝলে?" হাতের মুঠো খুলল ও। বের করল মূর্তিটা। ওটার পাথর কালচে দেখাচ্ছে ওর ঘামের ছোপ লেগে, "এই বুদ্ধটা আমার।"

"মিথ্যুক।" বর্ন সামনে ঝাঁপাল খানের দিকে, ওর হাত দুটো বের হয়ে আসছে ওর পিঠের পিছন থেকে। খান যেভাবে ওর হাতদুটো বেঁধেছিল সেই বাঁধন আলগা করে ফেলেছিল ও হাতের মাংসপেশী মুচড়ে। তারপর হাত শিথিল করে বঁধান থেকে বের করে এনেছিল আর সেই সময় খান ব্যস্ত ছিল ওর দিকে সরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে।

BanglaBook.org

বোকা বনে গেল খান, বর্ন মাথা এগিয়ে দিয়ে আক্রমণ করায় হতচকিত হয়ে গেছে ও। পিছন দিকে পড়ে গেল, বর্ন পড়ল ওর ওপরে। ডেকের ওপর আছড়ে পড়ল ফ্ল্যাশলাইটটা, সামনে পেছনে গড়াচ্ছে। ওটার বিমটা একবার পড়ছে ওদের ওপর আবার সরে যাচ্ছে; একবার ওর শরীর দেখা যাচ্ছে, একবার এর মুখ দেখা যাচ্ছে। এ রকম ছাড়া-ছাড়া আলো ছায়ার খেলাটা ঠিক যেনো ওরা দু'জনেই যে জঙ্গল ছেড়ে এসেছিল তারই মত। এরই মাঝে পশুর মত লড়ে চলল ওরা। নিঃশ্বাস ছাড়ছে একে অন্যের ওপর, আপ্রাণ চেষ্টা করছে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য।

দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে বর্ন, খানকে বারবার মারছে পাগলের মত। বর্নের উরুটা আঁকড়ে ধরতে পেরেছে খান, ওখানকার নার্ভগুচ্ছে চাপ দিলো ও। একপাশে গড়িয়ে পড়ল বর্ন, ওর সাময়িক অবশ হওয়া পা'টা শরীরের নিচে কুঁচকে গেছে। ঠিক ওর থুতনিতে প্রচণ্ড মার মারল খান। আরো গড়িয়ে গেল বর্ন, মাথা ঝাঁকাচ্ছে। ও ওর ছুরিটার হাতল ধরতে না ধরতেই আরেকটা ভয়ঙ্কর মার মারল খান। ছুরিটা ফেলে দিলো বর্ন। ওটা তুলে নিল খান, ভাঁজ করা ব্লেডটা খুলল।

এখন বর্নের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ও, বর্নের শার্টের সামনের দিকটা ধরে টেনে তুলল ওকে। একটা ছোট কাঁপুনী বয়ে গেল খানের মধ্য দিয়ে, ঠিক যেনো সুইচ টিপে কারেন্ট চালু করা হল কোনো তারের মধ্য দিয়ে। "আমি তোমার ছেলে। খান নামটা আমি নিয়েছি, ঠিক যেমন ডেভিড ওয়েব নিয়েছে জেসন বর্ন নামটা।"

"না।" এঞ্জিনের বাড়তে থাকা শব্দ আর কাঁপুনী ছাপিয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠল বর্ন। "আমার পরিবারের সাথে নমপেনে মারা গেছে আমার ছেলে।"

"আমি হচ্ছি জোশুয়া ওয়েব," খান বলল, "তুমি ভেগেছিলে আমাকে ফেলে রেখে। জঙ্গলে রেখে এসেছিলেন আমাকে মৃত্যুর মুখে।"

ছুরির তীক্ষ্ণ কোণাটা বর্নের গলার ওপর দুলল। "খুবার যে প্রায় মরে গিয়েছিলাম, মরেই তো যেতাম, আমি নিশ্চিত যদি তোমার স্মৃতি মনে আকড়ে ধরে না রাখতাম।"

"কোন সাহসে তুমি ওর নাম ব্যবহার কর। জোশুয়া মরে গেছে!" ক্রোধে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে বর্নের মুখ, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে পাশবিক রাগে। ওর চোখের দৃষ্টিতে খুনের নেশা এখন।

"হয়তো সে মরেই গেছে।" ছুরিটা এখন বর্নের চামড়ায় চেপে ধরা, আর একটু চাপ দিলেই রক্তে বেরিয়ে আসবে। "আমি এখন খান। যে জোশুয়াকে তুমি চিনতে সে মরে গেছে। প্রতিশোধ নিতে ফিরে এসেছি আমি, আমাকে ছেড়ে আসার শাস্তি তোমাকে পেতে হবে। গত কয়েকদিনে অনেকবার তোমাকে মারতে পারতাম আমি কিন্তু ঠেকিয়ে রেখেছিলাম নিজেকে। কারণ আমি চাইতাম মরার আগে তুমি জান, তুমি কি করেছ আমার সাথে।" খানের মুখে থুথুর বুদবুদ জমেছে। "কেন ফেলে এসেছিলে আমাকে? কিভাবে তুমি পালিয়ে আসতে পারলে?"

BanglaBook.org

রানওয়ে ধরে ছোটা শুরু করার সময় জোর একটা ঝাঁকুনি দিলো প্লেনটা। বর্নের চামড়ায় বসে গিয়ে রক্তের ফোয়ারা তুলল ছুরিটা, তারপরই খান ভারসাম্য হরানোতে ওটা সরে গেল জায়গা থেকে। সুযোগটা নিল বর্ন, হাতের মুঠি বসিয়ে দিলো খানের মাথার পাশে। নিজের পা ঘুরিয়ে আনল খান, বর্নের গোড়ালীর পেছনে আটকে টান দিলো। পড়ে গেল বর্ন। প্লেনটা গতি কমে এল, রানওয়ের মাথার দিকে ঘুরছে।

"আমি ছেড়ে পালাই নি!" চেঁচাল বর্ন। "জোশুয়াকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল আমার কাছ থেকে।"

খান এগিয়ে এল ওর দিকে, ছুরিটা দিয়ে কোপ বসিয়ে দিয়েছে নিচের দিকে। বর্ন বেঁকে গেলে ব্লেডটা ওর ডান কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ডান হিপে লুকানো সিরামিক পিস্তলটার অস্তিত্ব সম্পর্কে সে সচেতন কিন্তু যতই চেষ্টা করুক না কেন খানের মারাত্মক আক্রমণের প্রতি নিজেকে অরক্ষিত না করে ও পিস্তলটা বের করতে পারবে না। লড়ে চলল ওরা, পেশী ফুলে উঠেছে ওদের, রাগে মুখ লাল। ওদের আধ খোলা মুখ থেকে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে, মার দিতে দিতে আর ঠেকাতে ঠেকাতে অন্যকে কাবু করার সুযোগ খুঁজছে ওরা। অবশ্য বিফল হচ্ছে দু' জনের আঘাতই। ভালই জুটি মিলেছে ওদের, বয়সের দিক থেকে না হলেও গতি, শক্তি দক্ষতা আর ধূর্ততায় মিলেছে। ঠিক যেনো একে অন্যের মন পড়তে পারে ওরা, অন্যের নড়াচড়া বুঝতে পারে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ পরিমাণ আগেই, আর সে অনুযায়ী দমিয়ে দিতে পারে অন্যের প্রচেষ্টা। ভাবলেশহীনভাবে লড়ে নি ওরা, তাই ওদের মারামারিটা যান্ত্রিক নয়। ওদের সব আবেগ বেরিয়ে পড়ছে গভীর থেকে, সচেতন মনে ছড়িয়ে পড়ছে ব্যাপকভাবে, ঠিক যেনো তেলে ভাসা পানি।

প্লেনটা ঝাঁকুনি দিলো আবার, রানওয়ে ধরে প্লেনটার আসল দৌড় শুরু হবার সময় কেঁপে উঠল ফিউজলেজটা। বর্ন পিছলে গেল আর খান ওর খালি হাতটা মুগুরের মত ব্যবহার করে বর্নের মনোযোগ ছুরি থেকে সরানোর চেষ্টা করল। পাল্টা সাড়া দিলো বর্ন, খানের বাম হাতের ভিতর দিকে আঘাত করল। কিন্তু এখন ছুরির ফলার দিকটা ঝিকিয়ে উঠেছে ওর শরীরের কাছে। পেছনে আর পাশের দিকে সরল ও অসাবধানতাবশত ভুলে খুলে দিলো বে ডোরের হুড়কোটা। প্লেনটার গতির কারণে তালা খোলা দরজাটা ঝটকা দিয়ে খুলে গেল।

রানওয়েটাকে নিচে তীব্র গতিতে ছুটতে দেখে একটা স্টারফিশের মত নিজেকে ছড়িয়ে দিলো বর্ন, প্লেনের ভেতরে থাকতে চাইছে। দু'হাতে দরজার ফ্রেম আঁকড়ে ধরেছে ও দু'পাশে। খানের মুখে উন্মাদের হাসি দেখা গেল, বর্নের দিকে ঝুঁকে লাফ দিয়ে ছুরিটা এমন অর্ধবৃত্তাকারে ঘোরাল যাতে বর্নের বুক আর পেটের মাঝখানটা আড়াআড়িভাবে কেটে যায়।

খান লাফানোর সময় প্লেনটা রানওয়ে ছেড়ে উপরে উঠেই গিয়েছিল প্রায়।

BanglaBook.org

একেবারে শেষ মুহূর্তে ডান হাতটা সরিয়ে নিয়ে খানকে পড়তে দিলো বর্ন। ওর শরীর মাধ্যককর্ষণের টানে বাইরের দিকে এমনভাবে ঝাঁকুনি খেল যাতে ওর কাঁধটা স্থানচ্যুত হয়েই গিয়েছিল প্রায়। একটু আগেই যেখানে ওর শরীরটা ছিল সেখান দিয়েই এখন বাইরে ছিটকে পড়েছে খান, শেষবারের মত ওর দিকে এক নজর তাকিয়ে নিল বর্ন, রানওয়ের কালো রঙের ওপর ধূসর একটা বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না ওকে।

তখনই প্লেনটা মাটি ছেড়ে বাতাসে উঠল আর বর্ন শরীরটা দুলিয়ে ভেতরের দিকে সরল, খোলা দরজাটা থেকে দূরে। চেষ্টা চালিয়ে গেল সম্পূর্ণভাবে ভেতরে ঢোকার; বৃষ্টি ঝাপটা দিচ্ছে ওর মুখে। বাতাসটা যেনো ওর দম বের করে নেয়ার হুমকি দিচ্ছে কিন্তু তাতে জেট ফুয়েলের শেষ বিন্দুটাও সরে গেল ওর মুখ থেকে। বৃষ্টির ঝাপটা ওর জ্বলতে থাকা লাল চোখে যেনো সুখের পরশ বোলাল, ওর ত্বক আর টিস্যু থেকে বিষাক্ত জিনিসটা দূর করল। প্লেনটা ডানদিকে বেঁকে যাওয়ায় খানের ফ্লাশলাইটটা কার্গো বে-ডেক জুড়ে গড়াল, ওর পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল নিচে। বর্ন জানে ও যদি আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ভেতরে ঢুকতে না পারে তাহলে বাইরে হারিয়ে যাবে চিরতরে। ওর হাতটা এত ব্যথা করছে যে তার চাইতে বেশিক্ষণ ধরে রাখা একেবারেই ওর সাধ্যের বাইরে।

পা-টা চারদিকে ঘুরিয়ে ওর বাম পায়ের গোড়ালীর পিছন দিকটা ডোর ওয়েতে আটকে ফেলতে পারল ও। তারপর গায়ের জোরে নিজেকে সামনের দিকে ঠেলল, পায়ের হাঁটুর পিছন দিকটা দিয়ে উঁচু ফ্রেমের ওপর চাপ দিয়ে সামনের দিকে গতি আর ভরবেগ পেল। এখন ঘুরে ফিউজিলাজের দিকে মুখ করতে পারছে ও। সিলটার ওপর হাত দিয়ে ধরতে পারল, আর তার ফলে প্লেনের ভেতরের দিকে সরার সুযোগ পেল। এখন বর্নের শেষ কাজটা ছিল দরজাটা আছড়ে বন্ধ করা।

আহত, রক্তাক্ত, ব্যাথায় কাতর বর্ন হুড়মুড়িয়ে দলা পাকিয়ে পড়ল। প্লেনের ভেতরের কাঁপা কাঁপা আবছায়ার মধ্যে খোদাই করা পাথরের ছোট বৌদ্ধ মূর্তিটা আবার দেখতে পেল, জোশুয়াকে তার চতুর্থ জন্মদিনে ওটা দিয়েছিল ও আর ওর প্রথম স্ত্রী। ডাও চেয়েছিল বুদ্ধের মনোভাব একদম কম বয়স থেকেই তার ছেলের সাথে থাকবে। জোশুয়া, ডাও আর জোশুয়ার ছোট বোন যখন নদীতে খেলছিল তখন শত্রুপক্ষের প্লেন বোমাবর্ষণ করে, অন্য দু'জনের সাথে মারা যায় জোশুয়াও।

মরে গেছে জোশুয়া। ডাও, অ্যালিসা, জোশুয়া ওরা সবাই মারা গেছে, ডাইভ দিয়ে বোমা আর গুলিবর্ষণ করতে থাকা প্লেনের গুলিতে ছিঁড়ে খুঁড়ে ঝাঁঝড়া হয়ে গেছে ওদের দেহ। ওর ছেলে বেঁচে থাকতে পারে না, পারে না। অন্য কিছুর চিন্তা করাটা হবে পাগলামির নামান্তর। তাহলে খান আসলে কে, এই নৃশংস কুটিল খেলা কেনই বা খেলছে সে?

BanglaBook.org

কোনো জবাব পেল না বর্ন। নাক উঁচু করে উঠতে থাকল প্লেনটা, উচ্চতা পাবার সাথে সাথে এঞ্জিনের সুর বদলে যাচ্ছে। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা নামলো, ওর নাক মুখ থেকে বের হওয়া নিঃশ্বাস ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। দু'হাত দিয়ে নিজেকে জাপটে ধরল বর্ন, সামনে পেছনে দুলছে। *এটা সম্ভব না। সম্ভব না।*

পাশবিক একটা চিৎকার দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল বর্ন, হঠাৎ যেনো ব্যাথা আর হতাশা গ্রাস করেছে ওকে। মাথা নামাল বর্ন, ডুবে গেল ক্রোধ অবিশ্বাস আর কষ্টের অশ্রুতে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

ফ্লাইট ১১৩-এর পেটের ভেতরে জেসন বর্ন এখন ঘুমে অচেতন কিন্তু ওর অবচেতন মনে ফুটে উঠেছে ওর অতীত জীবন, বহু বছর আগে ফেলে আসা বিস্মৃত জীবন। ওর স্বপ্নে দেখা দিচ্ছে নানান ছবি, অনুভূতি, দৃশ্য আর স্বপ্ন, যেগুলোকে এতদিন ধরে ও চেপে রেখেছে মনের গভীরে।

নমপেনের ওই তপ্ত গ্রীষ্মের দিনে কি হয়েছিল কেউ জানে না। অথবা বলা যায়, জানার মত কেউ বেঁচে নেই। ব্যাপারটা ছিল অনেকটা এমন যখন বর্ন ওর আমেরিকান ফরেন সার্ভিস কমপ্লেক্সের এয়ার কন্ডিশন অফিসে বসে একঘেয়ে কাজে ব্যস্ত, তখন ওর বউ তার ছেলে মেয়েদেরকে ওদের বাড়ির ঠিক বাইরের চওড়া, ঘোলাটে নদীটাতে সাঁতার কাটতে নিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ যেনো শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়েছিল শত্রুপক্ষের একটা প্লেন, ডাইভ দিয়েছিল নিচের দিকে। ডেভিড ওয়েবের পরিবার নদীর যেখানটাতে জল ছিটিয়ে খেলা করে সাঁতার কাটছিল ঠিক সেখানেই গুলি আর বোমা বর্ষণ করে প্লেনটা।

ভয়ংকর দৃশ্যটা খুবার মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে ওর? ডাও কি প্লেনটা প্রথমে দেখেছিল? কিন্তু খুব দ্রুত প্লেনটা ওদের ওপরে এসেছিল। ছোঁ মারার মত ডাইভ দিয়েছিল নিচের দিকে। তা যদি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ছেলেমেয়েদের একত্র করেছিল ডাও, পানির নিচে চেপে ধরেছিল তাদের, নিজের শরীর দিয়ে তাদেরকে ঢাকবার চেষ্টা করে ছিল বৃথাই, তাদের মরণ আর্তনাদ ওর কানে ধাক্কা লাগা সত্ত্বেও, তাদের রক্ত ওর মুখে ছিটকে পড়া সত্ত্বেও, নিজের অমোঘ মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করা সত্ত্বেও। এটাই ধারণা করে নিয়েছে বর্ন, এটার দুঃস্বপ্ন দেখেছে, এটাই ওকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল পাগলামির দ্বারপ্রান্তে। চরম সমাপ্তির আগে ডাও যে আর্তনাদ শুনেছিল বলে ও অনুমান করেছিল তা-ই রাতের পর রাত শুনেছে, চমকে জেগে উঠেছে, ওর হৃৎপিন্ড ধ্বক ধ্বক করে উঠেছে, পাগলা ঘোড়ার মত ছুটেছে ওর রক্তস্রোত, এইসব স্বপ্নের ঠেলায় বাধ্য হয়ে বাড়ি ছেড়েছিল বর্ন, প্রিয় সব জিনিস ত্যাগ করেছিল, কারণ প্রতিবার নিজের পরিবারের একটা জিনিস দেখার সাথে যেনো ছুরির খোঁচা লাগত ওর মনে। নমপেন ছেড়ে সায়গনে পালিয়ে গিয়েছিল ও, আর সেখানেই ওর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিল আলেকজান্ডার ককলিন।

যদি নিজের দুঃস্বপ্নগুলোকেও নমপেনে ছেড়ে আসতে পারত। ভিয়েতনামের গভীর জঙ্গলে ওগুলো ফিরে ফিরে এসেছে ওর কাছে যেনো কাঁচা ক্ষত ওগুলো। ওসব ক্ষত যেনো বয়ে বেড়াতে বাধ্য সে। কারণ সবকিছুর উপরে এই সত্যটা ভুলতে পারে না ওখানে থাকতে পারে নি বলে, নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে পারে নি বলে

BanglaBook.org

নিজেকে ক্ষমাও করতে পারে নি।

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আটলান্টিকের ত্রিশ হাজার ফুট উপরে দুঃস্বপ্নে জর্জরিত বর্ন চেঁচিয়ে উঠল। স্বামী হবার, পিতা হবার কি মূল্য–হাজারতম বারের মত নিজেকে জিজ্ঞাসা করল বর্ন–যদি পরিবারকে সে রক্ষাই করতে না পারে?

দারুণ ঘুমটা থেকে সকাল পাঁচটায় জেগে উঠলেন ডিসিআই এক গুরুত্বপূর্ণ কল পেয়ে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর তাকে নিজের অফিসে তলব করেছে আর এক ঘণ্টার মধ্যে। ওই কুত্তী শোয় কখন? ভেবে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। বিছানার কোণায় বসে আছেন তিনি ম্যাডেলিন থেকে দূরে ঘুরিয়ে রেখেছেন মুখ। কিছুই ওর ঘুমকে বিরক্ত করতে পারে না, তিক্তভাবে চিন্তা করলেন তিনি। বহুদিন আগে ও তাকে শিখিয়েছিলেন কি করে রাতে আর সকালে ফোনের রিংয়ের মধ্যে ঘুমোতে হয়।

"ওঠো," বললেন তিনি, ঝাঁকিয়ে জাগালেন ম্যাডেলিনকে। "একটা ডাক এসেছে আর এখন আমার কফি চাই।"

কোনো রকম উচ্চবাচ্য না করে উঠলেন তিনি, রোব আর স্লিপার গায়ে দিয়ে হল ধরে হেটে কিচেনের দিকে চললেন।

চোখেমুখে হাত ঘষে বাথরুমের দিকে চললেন ডিসিআই, দরজাটা লাগিয়ে দিলেন। টয়লেটে বসে ডিডিসিআইকে কল দিলেন তিনি। যখন বস জেগে আছে তখন লিন্ড্রস ঘুমাবে কেন? অবশ্য তাকে অবাক করে দিয়ে দেখা গেল, মার্টিন লিন্ড্রস বিলক্ষণ জেগে আছে।

"ফোর-জিরো আর্কাইভসে পুরো রাতটা কাটিয়ে দিচ্ছিলাম আমি।" সিআইএ'র কর্মচারীদের সর্বোচ্চ গোপনীয়তার ফাইল ঘাটছিল লিন্ড্রস। "আমার ধারণা, অ্যালেক্স ককলিন আর জেসন বর্ন সম্বন্ধে যা জানা সম্ভব সব জেনে গেছি আমি।"

"দারুণ। তাহলে বর্নকে খুঁজে দাও আমাকে।"

"স্যার, ওদের সম্পর্কে যা জানার জেনে এখন জানছি কত ঘনিষ্ঠভাবে তারা একসাথে কাজ করেছে, কত অসংখ্য বার একে অন্যের সাহায্যে হাত বাড়িয়েছে, অন্যের জীবন বাঁচিয়েছে, এসব দেখে এখন মন হচ্ছে অ্যালেক্স ককলিনকে মারা বর্নের পক্ষে একদম অসম্ভব।"

"আলোনজো আর্তিজ আমার সাথে দেখা করতে চায়," রুক্ষ গলায় বললেন ডিসিআই। "ওয়াশিংটন সার্কেলে ওই নাটক করার পর এখন যা বললে সেটা কি তুমি চাও আমি তাকে বলি?"

"না, কিন্তু–"

"তুমি একদম সঠিক, বাবা। খবর চাই আমার, যে খবর আমি ওকে দিতে চাই।

BanglaBook.org

যে খবর যোগ হবে সুখবরের সাথে।"

গলা খাকারি দিলো লিন্ড্রস। "এই মুহূর্তে, আমার কাছে কোনো খবর নেই। বর্ন লাপাত্তা।"

"লাপাত্তা? হায় ঈশ্ব! মার্টিন, কোন ধরনের ইন্টেলিজেন্স অপারেশন চালাচ্ছ তুমি?"

"ওই লোকটা একটা জাদুকর।"

"সে রক্তমাংসের মানুষ, আমাদের মতই," বজ্রকঠিন গলায় বললেন ডিসিআই। "আবার তোমার আঙুলের ফাঁক গলে ও ভাগল কি করে? আমার ধারনা ছিল সব বেইজ কভার করেছ তুমি।"

"আমরা করেছিলাম, ও স্রেফ–"

"ফাঁক গলিয়ে গেছে, আমি জানি। তুমি আমাকে এই দিলে! আলোনজো আর্তিজ আমার মাথাটা প্লেটে নিয়ে খেতে বসবে, অবশ্য তোমার মাথাটা তার আগে থাকবে আমার প্লেটে।"

লাইন কেটে দিলেন ডিসিআই, দরজা খুলে ফোনটাকে ছুঁড়ে দিলেন বিছানার ওপর। যতক্ষণে তিনি শাওয়ার সেরে জামা পরে ম্যাডেলিনের ভদ্রভাবে এগিয়ে দেয়া কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন, ততক্ষণে তার গাড়িও তৈরি।

গাড়ির বুলেটপ্রুফ কাঁচের ভিতর দিয়ে নিজের বাড়ির সামনের দিকটাতে চেয়ে রইলেন। গাঢ় লাল ইঁটে তৈরি, আর কোণাগুলোতে ফ্যাকাশে পাথরের খণ্ড। সচল শাটারওয়ালা জানালা। এই বাড়িটা এক সময় এক রাশিয়ানের ছিল, ম্যাক্সিম না কী যেনো একটা নাম লোকটার। কিন্তু বাড়িটা পছন্দ ডিসিআই'র কারণ এই বাড়িটায় একটা গাণিতিক রকম মার্জিত ভাব আছে, অভিজাত একটা ছাপ আছে যেটা এর চেয়ে কম বয়সী বাড়িতে আর পাওয়া সম্ভব নয়। এটার ওল্ড ওয়ার্ল্ড প্রাইভেসির ভাবটাই সবার চেয়ে ভাল, কারণ এটার অবস্থান শহরতলী অঞ্চলে, পত্র শোভিত পপলার আর হাতে তৈরি লোহার বেড়ায় ঘেরা।

নিজের লিংকন টাউন গাড়ির সিটে হেলান দিলেন তিনি, গাড়ির দু'পাশ দিয়ে ওয়াশিংটন শহরকে সরে যেতে দেখলেন গোমড়া মুখে।

হায় জিশু, এই সময়ে চুতমারানি রবিন? পাখিগুলো খেপে উঠেছে। ভাবলেন তিনি। বয়োজেষ্ঠ্য হবার সম্মান অন্ততঃ ভোর পাঁচটার পরে পর্যন্ত কি ঘুমাতে পারি না আমি?

আর্লিংটন মেমোরিয়াল বৃজের ওপর দিয়ে তুমুল গতিতে এগিয়ে গেলেন তারা, পটোম্যাক গান-মেটাল গ্রে'টা এয়ারপোর্ট রানওয়ের মত শক্ত আর সমান লাগছে দেখতে। নদীর অন্য দিকে লিংকন মেমোরিয়ালের গম্বুজের ওপর দিয়ে ম্লানভাবে উঁকি দিচ্ছে ওয়াশিংটন মনুমেন্ট। অশুভ আর নিষিদ্ধ দেখাচ্ছে ওটাকে, স্পার্টান যোদ্ধারা তাদের শত্রুদের হার্ট ফুটো করতে যে বর্শা ব্যবহার করত তারই মত।

BanglaBook.org

প্রতিবার ওর মাথাটা পানির নিচে চলে যাবার সময় একটা ছন্দময় শব্দ শোনে ও, যেনো বৃক্ষশোভিত পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ধ্বনিত হচ্ছে মঙ্কদের বাজানো ঘণ্টার শব্দ; সেই মঙ্কদের যাদের ও মেরেছে খেমার রুজদের সাথে থাকার সময়। আর একটা গন্ধ, কিসের গন্ধ? দারুচিনির। অশুভ স্রোতে ঘুরছে পানিটা, বিচিত্র সব শব্দে আর গন্ধে পূর্ন হয়ে উঠেছে, ও জানে না ওসবের উৎস কোথায়। ওটা টেনে নামানোর চেষ্টা করছে ওকে, আর আবার ডুবে যাচ্ছে। যতই চেষ্টা করুক, যতই হাত পা ছুঁড়ে পানির ওপরে ওঠার চেষ্টা করুক ও টের পায় ও ঘুরতে ঘুরতে নিচে নেমে যাচ্ছে, যেনো সিসার সাথে বাধা। হাত দুটো দিয়ে বাম গোড়ালীতে বাঁধা মোটা দড়িটার বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে কিন্তু ওটা এতই পিচ্ছিল যে ওর হাত থেকে পিছলে যাচ্ছে। দড়িটার শেষে কি আছে? যে ছায়াঘন গভীরতায় ও তলিয়ে যাচ্ছে তার মধ্য দিয়ে তাকানোর চেষ্টা করল। কোন জিনিসটা ওকে ওর মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা জানাটা জরুরি মনে হল ওর, যেনো ওই তথ্যটা ওকে অজানা কোনো আতঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করবে। পড়ছে, পড়ছে, তলিয়ে যাচ্ছে আঁধারে, নিজের অদ্ভুত দুর্দশার প্রকৃতি বুঝতে অক্ষম। ওর নিচে, টানটান হওয়া দড়িটার শেষ প্রান্তে একটা আকৃতি দেখতে পেল ও যে জিনিসটা ওকে টেনে নিচ্ছে মৃত্যুর দিকে। আবেগ এমনভাবে ওর গলায় দলা বাঁধল যেনো এক গাল বিছুটির পাতা মুখে নিয়েছে। আর যেনো না আকৃতিটা ভালভাবে ঠাহর করতে গেছে, তখনই ছন্দময় শব্দটা আবার এল ওর কাছে, এবার আর কোনো ঘণ্টার শব্দ নয়, অন্যকিছু শোনা যাচ্ছে, এমনকিছু যা এখন মনে পড়ছে অল্পই কিন্তু এক সময় ছিল অতি চেনা। শেষে যে জিনিসটা ওকে ডুবিয়ে দিচ্ছে তা দেখতে পেল। একটা লাশ। হঠাৎই কাঁদতে শুরু করল ও ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে।

ঝাঁকুনি দিয়ে জেগে উঠল খান, ওর গলায় যেনো আটকে আছে কান্নার দলা। জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরল, প্লেনের আধা অন্ধকার কেবিনের চারধারে তাকাল। বাইরে আলকাতরার মত কালো দেখাচ্ছে সব। ঘুমিয়ে পড়বে না বলে নিজের সাথে প্রতিজ্ঞা করার পরেও ঘুমিয়ে পড়েছিল। ও জানত ঘুমিয়ে পড়লেই পড়তে হবে দুঃস্বপ্নের খপ্পরে। উঠে ছোট বাথরুমটাতে গেল, পেপার টাওয়েল দিয়ে নিজের মুখ আর হাতের ঘাম মুছে ফেলল। ফ্লাইটটা যখন শুরু হয়েছিল তখনকার চাইতেও বেশি ক্লান্ত লাগছে এখন। যখন আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে ছিল তখন পাইলট ঘোষণা করল ওরলি এয়ারপোর্টে নামতে কতক্ষণ বাকি আছে চার ঘণ্টা, পঞ্চাশ মিনিট। খানের জন্য সেটা অনন্তকাল।

ও যখন বের হল তখন বাইরে মানুষজনের একটা লাইন অপেক্ষা করছিল। নিজের সিটের দিকে চলল ও। জেসন বর্নের মনে একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য ছিল; দর্জি ফাইনের দেয়া তথ্য থেকে জেনেছে খান। বর্নের দখলে এখন এমন একটা প্যাকেট আছে যেটা পাবার কথা ছিল অ্যালেক্স ককলিনের। এটা কি সম্ভব বর্ন এখন ককলিনের পরিচয় নেবে? ভাবল ও। বর্নের জায়গায় থাকলে অবশ্য খানও তেমন

BanglaBook.org

কিছুই করার কথা ভাবত।

জানালা দিয়ে বাইরের কালো আকাশের দিকে তাকাল খান। সামনে যে মহা নগরটা আছে তার জনসমুদ্রেরই কোথাও আছে বর্ন, একটুকুই জানা আছে কিন্তু খানের মনে কোনো সন্দেহ নেই, প্যারিস একটা স্টেশন মাত্র। বর্নের শেষ গন্তব্যস্থল এখনো জানা বাকি আছে।

সতর্কভাবে নিজের গলা পরিস্কার করল ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজারের অ্যাসিসট্যান্ট আর ডিসিআই নিজের হাতঘড়ি দেখলেন। রবার্তা আলোনজো আর্তিজ তাকে চল্লিশ মিনিট ধরে অপেক্ষায় রেখেছে। স্বাভাবিকভাবে, উচ্চপদস্থদের এসব ব্যাপারে ক্ষমতার খেলা খেলাটাই স্বাভাবিক কর্মপন্থার অংশ কিন্তু জেসাস ক্রাইস্ট, সে তো একজন মহিলা। আর ওরা দুজনই তো ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে আছে, তাই না? কিন্তু রবার্তা হচ্ছে প্রেসিডেন্টের খাস লোক; তার কথার মত আর কারো কথা শোনেন না প্রেসিডেন্ট। যখন প্রয়োজন হয়েছিল তখন ব্রেন্ট স্নোক্রফট লোকটা ছিল কোথায়? মুখে একটা হাসি লাগিয়ে ডিসিআই সেই জানালাটা থেকে মুখ ঘোরালেন যেটা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তিনি এত সবকিছু ভাবছিলেন।

"তিনি এখন আপনার সাথে দেখা করতে প্রস্তুত," মিষ্টি সুরে বলল অ্যাসিসট্যান্ট মেয়েটা। "প্রেসিডেন্টের সাথে তার কলটা এইমাত্র শেষ হল।"

কুত্তী-মহিলা একটা সুযোগও ছাড়ে না, ভাবলেন ডিসিআই। *তার ক্ষমতার দুর্গন্ধ আমার নাকে ঘষে দিতে ভালবাসে সে।*

ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর তার বিশাল ডেস্কের পেছনে শক্তভাবে বসে আছে। এই বিশাল অ্যান্টিক ডেস্কটা নিজের খরচে এখানে আনিয়ে নিয়েছে সে। ডিসিআই'র কাছে এটা অনর্থক, বিশেষ করে ডেস্কটায় প্রেসিডেন্টের দেয়া একটা পিতলের পেন সেট ছাড়া আর কিছু নেই। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ডেস্কওয়ালাদের ওপর বিশ্বাস নেই ডিসিআই'র। রবার্তার পেছনে সোনালী স্ট্যান্ডের ওপর আমেরিকার জাতীয় পতাকা আর আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সিলওয়ালা পতাকা। ও দু'টোর মাঝখানে লেফেয়েটি পার্কের দৃশ্য দুটো পিঠ উঁচু চেয়ার তার দিকে মুখ করে বসানো। ওই দু'টোর দিকে কেমন যেনো আকাঙ্খাভরা দৃষ্টিতে তাকালেন ডিসিআই, যেনো বসতে পারলে বর্তে যেতেন।

ঘন নীল সুট আর সাদা সিল্কের ব্লাউজে উজ্জ্বল আর ফিটফাট দেখাচ্ছে রবার্তা আলোনজো আর্তিজকে। তার কানে দেখা যাচ্ছে আমেরিকান পতাকার এনামেলে'র কানের দুল, পিছনটা সোনায় মোড়ানো।

"এইমাত্র প্রেসিডেন্টের সাথে ফোনে কথা হল আমার," কোনো ভুমিকা ছাড়াই শুরু করল সে। এমনকি 'গুডমর্নিং' বা 'বসুন' বলারও প্রয়োজন বোধ করল না।

BanglaBook.org

"তেমনটাই আপনার অ্যাসিসটেন্ট বলেছে আমাকে।"

আলোনজো আর্তিজ চোখ পাকাল, মুহূর্তের জন্য মনে করিয়ে দিলো কথার মাঝখানে বাধা পেতে ঘৃণা করে সে। "আলাপটা হয়েছে আপনার বিষয়েই।"

নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও ডিসিআই টের পেলেন তার রক্ত ছলকে উঠেছে বুকের ভেতরে। "তা হলে হয়তো সেখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল আমার।"

"সেটা অনুচিত হত না।" ডিসিআই তার গালে কথার চড়টা অনুভব করতে না করতেই চালিয়ে যেতে লাগল আলোনজো আর্তিজ। "আর পাঁচ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে টেরোরিজম সামিট। সবকিছু প্রস্তুত আছে, আর সেজন্যই আমরা যে এখন ডিমের খোসার ওপর হাঁটছি সেটা বারবার বলতে বিরক্ত লাগছে। কিছুই ব্যাহত করতে পারবে না এই টেররিজম সামিটকে, বিশেষত উন্মাদ হওয়া এক সিআইএ এজেন্ট তো নয়ই। প্রেসিডেন্ট আশা করছেন এই সম্মেলন হবে এক অভূতপূর্ব সাফল্য। পুনর্নির্বাচিত হবার জন্য এই সম্মেলনকে একটা ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করতে চান তিনি। বলা যায়, এটা তার কাছে হবে একটা লিগ্যাসির মত।" সে তার হাত দুটো ছড়িয়ে রাখল পালিশ করা মসৃণ ডেস্কের ওপর। "পরিস্কার করে বলতে চাই, এই সামিট আমার কাছে এক নম্বর অগ্রাধিকার পাচ্ছে। এর সাফল্য এই প্রেসিডেন্সির প্রশংসা নিশ্চিত করবে এমনকি আগামী প্রজন্মের কাছ থেকেও।"

পুরো আলাপটার সময় দাঁড়িয়ে রইলেন ডিসিআই, এমনকি একবার বসতেও বলা হয় নি তাকে। কথার ধাঁচটাই সবচেয়ে বেশি পীড়াদায়ক, অপমানের ভাবটা প্রকাশ করছে। তিনি অবশ্য হুমকিকে পরোয়া করেন না, বিশেষ বাঁকাভাবে বলা হুমকিকে তো নয়ই। তার মনে হল তিনি যেনো এলিমেন্টারি স্কুলে শাস্তি পাচ্ছেন।

"ওয়াশিংটন সার্কেলের ব্যর্থ অভিযানের বিষয়ে তাকে বলতে হয়েছে আমার," সে এমনভাবে বলল যেনো ওভাল অফিসে এক বেলচা পায়খানা নিয়ে যেতে তাকে বাধ্য করেছেন ডিসিআই। "ভুলের মাশুল দিতে হয়; সবসময় দিতে হয়। ওটার কবর দেবার ব্যবস্থা করুন যত দ্রুত সম্ভব। বুঝতে পেরেছেন?"

"অবশ্যই।"

"কারণ, ও নিজে থেকে দূরে যাবে না," ন্যাশনাল সিকিউরিটি অফিসার আলোনজো-আর্তিজ বলল।

ডিসিআই'র কপালে একটা শিরা লাফাতে শুরু করেছে। কিছু একটা ছুঁড়ে মারার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন তিনি ওই মহিলার প্রতি। "আমি বলেছি, আমি পরিস্কারভাবে বুঝেছি।"

রবার্তা আলোনজো-আর্তিজ এক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করল তাকে, যেনো বুঝে উঠতে পারছে না তার কথা বিশ্বাস করার যোগ্য কিনা। শেষ পর্যন্ত বলল, "জেসন বর্ন এখন কোথায়?'

"দেশ ছেড়ে ভেগেছে ও।" ডিসিআই'র মুঠো করা হাত দুটো সাদা হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

বর্ন যে স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে, তা বলার রুচি তার ছিল না। সে জন্যই কোনোমতে কথা ক'টা বলেছেন তিনি। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকাতেই নিজের ভুলটা বুঝতে পারলেন।

"দেশ ছেড়ে ভেগেছে?" সোজা হল আলোনজো আর্তিজ। "কোথায় গেছে দেশ ছেড়ে?"

চুপ রইলেন ডিসিআই।

"বেশ বেশ। বর্ন যদি রিকিয়াভিকের কাছাকাছি কোথাও যায়..."

"সেটা করবেই বা কেন?"

"জানি না। সে একটা পাগল, ভুলে গেছেন? লাগাম ছাড়া হয়ে পড়েছে সে। ও নিশ্চয়ই জানে সামিটের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারলে চূড়ান্ত রকমের লজ্জা পাব আমরা।" রবার্তার রাগটা যেনো ধরা-ছোঁয়া যাচ্ছে, আর এই প্রথমবারের মত তাকে দেখে ভয় পেলেন ডিসিআই। "আমি বর্নকে মৃত দেখতে চাই," ইস্পাতের মত কঠিন স্বরে বলল সে।

"আমিও ঠিক ততটাই চাই," ফুঁসছেন ডিসিআই। "ইতিমধ্যে দু'জনকে খুন করেছে সে, তারমধ্যে একজন আবার আমার পুরনো বন্ধু।"

ডেস্কের পিছন থেকে বের হয়ে এল ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর। "এখন প্রেসিডেন্ট বর্নকে মৃত দেখতে চান। উন্মাদ হওয়া এক এজেন্ট। এখানে সত্যি কথাটা বলি, বর্ন হল একটা জঘন্য দুর্ঘটনা। একটা ওয়াইল্ড কার্ড, যেটা আমরা হাতে রাখতে পারি না। বুঝতে পেরেছেন?"

মাথা নাড়লেন ডিসিআই, "বিশ্বাস করুন, বর্নের অবস্থা এখন মরার মতই, এমনভাবে গায়েব হয়ে গেছে যেনো কোনোদিন ওর অস্তিত্বই ছিল না।"

"ঈশ্বর যেনো আপনার কথা শোনেন। প্রেসিডেন্টের চোখ এখন আপনার ওপর," বলল রবার্তা আলোনজো-আর্তিজ, যেমন দ্রুততা আর অশোভনীয়তায় আলোচনাটা শুরু করেছিল ঠিক সেভাবেই শেষ করল।

আর্দ্র, মেঘে ঢাকা সকালে প্যারিসে পৌছাল জেসন বর্ন। আলোর শহর নামে পরিচিত প্যারিসকে বৃষ্টির সময় ততটা ভাল দেখায় না। ঢালু ছাদওয়ালা দালানগুলো ধূসর আর পান্ডুর দেখাচ্ছে, যেসব ক্যাফেগুলো উচ্ছলতায় সজীবতায় মাতিয়ে রাখে শহরের বুলেভার্দগুলো অনেকটাই ফাঁকা। জীবন চলছে তার নিঃশব্দ গতিতে কিন্তু সূর্যালোকে উজ্জ্বল সেই শহর এটা নয় যার কোণায় কোণায় শোনা যায় খোশগল্প আর হাসির আওয়াজ।

শারীরিক আর মানসিকভাবে প্রচণ্ড দুর্বল বর্ন প্রায় পুরো ফ্লাইটের সময়টায় কুন্ডলী পাকিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। ওর নিদ্রা বারবার জঘন্য সব দুঃস্বপ্ন

BanglaBook.org

জর্জরিত হলেও ফ্লাইটের প্রথম এক ঘণ্টায় যে ব্যাথা বয়ে বেড়াচ্ছিল ও তা থেকে অনেকটাই মুক্তি দিয়েছে। ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট অবস্থায় জাগল ও, খানের গলায় ঝোলা ছোট পাথরের বৌদ্ধমূর্তিটার কথা ভাবছে। ওই দৃশ্যটা যেনো তামাশা করছে ওকে, দাঁত বের করে হাসছে। এমন এক রহস্য যার সমাধান করা বাকি আছে। ও জানে অমন মূর্তি নিশ্চয়ই আরো অনেক আছে। যে দোকানটা থেকে ও আর ডাও মিলে জোশুয়ার জন্য কিনেছিল সেটাতে তো ডজনখানেক ছিল। ও এটাও জানে যে অনেক এশিয়ান বৌদ্ধ অমন মূর্তি পরে সুরক্ষা আর সৌভাগ্যের জন্য।

মনের চোখে খানের তখনকার অভিব্যক্তি দেখতে পেল, যখন চরম ঘৃণা আর আকাঙ্খায় উদ্বেলিত গলায় প্রশ্ন করেছিল, "এটা কি জিনিস তা তুমি জান, তাই না?" আর তারপর যখন তীব্র আবেগে বলে উঠেছিল, "এটা আমার, বর্ন। বুঝলে? এই বুদ্ধটা আমার।" *খান জোশুয়া ওয়েব নয়*, নিজেকে বলল বর্ন। খান চতুর কিন্তু নৃশংস এমন এক গুপ্তঘাতক যে অনেককে মেরেছে। বর্নের ছেলে হতে পারে না সে।

আমেরিকাতে যেমন জোরালো আড়াআড়ি বাতাস দেখে এসেছে তেমনই হাওয়া বইছে এখানেও, কিন্তু রাশ সার্ভিস ফ্লাইট ১১৩ প্রায় ঠিক সময়েই ল্যান্ড করল শার্ল দ্য গল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে। যখন প্লেনটা রানওয়েতেই আছে তখনই প্লেনের কার্গো হোল্ড থেকে বের হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল বর্ন। কিন্তু নিজেকে সংযত করল।

আরেকটা প্লেন নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখন যদি বের হয়, তাহলে একদম খোলা জায়গায় পড়ে যাবে, এমন একখানে যেখানে এমনকি এয়ারপোর্টের লোকদেরও থাকার কথা নয়। তাই প্লেনটা যখন রানওয়ে দিয়ে সামনে যেতে থাকল তখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল ও।

গতি কমে আসলে বুঝল এটাই কিছু করার সময়। প্লেনটা যতক্ষণ পর্যন্ত চলবে এঞ্জিন চালু থাকবে ততক্ষণ, গ্রাউন্ড ক্রু'রা প্লেনের কাছে ঘেঁষবে না। দরজাটা খুলল ও, টারমাকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠিক যখন পাশ দিয়ে একটা ফুয়েল ট্যাঙ্কার যাচ্ছিল তখনই। চট করে ওটার পিছনটা ধরে উঠে পড়ল ও। ওখানে ঝুলতে ঝুলতেই তীব্র বমি বমি ভাব টের পেয়ে ভাব টের পেল বর্ন, ধোঁয়াটে ওকে মনে করিয়ে দিয়েছে খানের হঠাৎ আক্রমণের কথা। যতক্ষণ না থাকলেই নয় ততক্ষণ থাকার পর লাফিয়ে নামল ও ট্রাকটা ছেড়ে, টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের দিকে চলল।

ভেতরে একটা ব্যাগেজ হ্যান্ডলার কর্মচারীর সাথে ধাক্কা খেয়ে বসল ও, বিড়বিড় করে ফ্রেঞ্চে ক্ষমা প্রার্থনা করল, মাথায় হাত দিয়ে মাইগ্রেনের ব্যাথার কথা বলল। করিডোরের কোণায় গিয়ে হ্যান্ডলারটার কাছ থেকে মেরে দেয়া আইডি ট্যাগটা দিয়ে দুই সারি দরজার পেরিয়ে গেল বর্ন। টার্মিনালের বাইরের অংশে বেরিয়ে এল, যেটা ওর কাছে সামান্য সংস্কার করা একটা হ্যাঙ্গারের চাইতে বেশি কিছু মনে হয় নি। বেশ কয়েক জন লোককে দেখা যাচ্ছে কিন্তু অন্ততঃ কাস্টমস আর ইমিগ্রেশনের মধ্য দিয়ে

BanglaBook.org

ঠিকমত বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

প্রথম সুযোগেই সবচেয়ে কাছের ময়লার বিনে আইডি ট্যাগটা ফেলে দিলো বর্ন। হ্যান্ডলারটা ওই আইডি-টা হারানোর কথা রিপোর্ট করার পর ওটা পরে থাকা অবস্থায় ধরা পড়তে চায় না, একটা বড় ঘড়ির নিচে দাঁড়িয়ে নিজের হাত ঘড়ির সময় মিলিয়ে নিল। কেবল ভোর ছয়টা পেরিয়েছে প্যারিসের সময়ে। রবিনেকে কল করল ও, কোথায় আছে তার বর্ণনা দিলো।

খানিকটা যেনো বিভ্রান্ত মনে হল মন্ত্রীকে। "তুমি কি কোনো চার্টার ফ্লাইটে এসেছো, জেসন?"

"না, কার্গো প্লেনে।"

"তুমি এখন কেন ওল্ড টার্মিনাল থ্রি'তে আছ তার ব্যাখ্যা এটা। তুমি নিশ্চয়ই ওরলি থেকে এসেছ এখানে," বলল রবিনে। "যেখানে আছ ঠিক সেখানেই থাক, *মনামি*। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাকে তুলে নেব আমি।" জিভ দিয়ে শব্দ করল ও। "সেই ফাঁকে বলে নেই, প্যারিসে স্বাগতম। তোমার ধাওয়াকারীদের ভাগ্যে থাকুক বিভ্রান্তি আর মন্দ ভাগ্য।"

হাত-মুখ ধুতে গেল বর্ন। পুরুষদের টয়লেটের আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে শুকনো মুখ, বসে যাওয়া চোখ আর রক্ত জমা গলার এক লোকের চেহারা দেখল ও। নিজেকে চিনতেই এখন কষ্ট হচ্ছে। আঁজলা ভরে পানি নিয়ে মুখের ওপর ঝাপটা দিলো, ঘাম, ময়লা আর আগেকার মেকাপের অবশিষ্টাংশ ধুয়ে ফেলল চেহারা থেকে। একটা ভেজা পেপার টাওয়েল দিয়ে গলার ওপরের কালচে আড়াআড়ি ক্ষতটা পরিস্কার করল। যত দ্রুত সম্ভব এটার ওপর অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম লাগাতে হবে, জানে বর্ন।

পাকস্থলীটা যেনো গিট পাকিয়ে অসাড় হয়ে আছে, খিদে না পাওয়া সত্ত্বেও ও জানে খেতে হবে ওকে। থেকে থেকে হঠাৎ করে জেট ফুয়েলের বিচ্ছিরি স্বাদটা ফিরে আসছে। প্রতিবার ওয়াক-ওয়াক করছে ও, চোখে পানি এসে যাচ্ছে বিস্বাদে। অসুস্থ ভাবটা কাটানোর জন্য পাঁচ মিনিট ধরে স্ট্রেচিং করল ও, আরো পাঁচ মিনিট ধরে করল অন্য ব্যায়াম। আড়ষ্ট হয়ে থাকা ব্রথায় জর্জরিত মাংসপেশীগুলোকে শিথিল করতে চাইল। ব্যায়াম করার সময় লাগা ব্যাথাকে উপেক্ষা করল, তার বদলে মন দিলো লম্বা আর গভীর শ্বাস নেয়ায়।

যখন টার্মিনালে ফিরে এল, তখন জ্যাক রবিনে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। লম্বা, অসাধারণ রকম ফিট লোক সে, গাঢ় পিনস্ট্রাইপ সুট, চকচকে জুতো আর মানানসই ট্রাইড টপকোট পরেছে। একটু বেশিই বয়স্ক আর একটু বেশিই পাকা চুলওয়ালা মনে হচ্ছে তাকে, তাছাড়া বর্নের টুকরো টুকরো স্মৃতির সাথে একদম মিলে যাচ্ছে।

বর্নকে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখে ফেলল সে। একটা চওড়া হাসি ফুটে উঠল তার মুখে কিন্তু পুরনো বন্ধুর দিকে এক পা-ও এগোল না। তার বদলে হাত নেড়ে বর্নকে

BanglaBook.org

ওর ডানদিকে হেটে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। সেটা যে কেন তা সাথে সাথেই দেখল বর্ন। *পুলিশ নেশিওনাল*-এর কয়েকজন সদস্য হ্যাঙ্গারে ঢুকে পড়েছে, এয়ারপোর্টের কর্মচারীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ব্যাগেজ হ্যান্ডলারের আইডি চোরের হদিস পাওয়ার চেষ্টা করছে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক গতিতে হাঁটল বর্ন। দরজার কাছাকাছি গিয়ে পুলিশ নেশিওয়ানালের আরো দুই সদস্য দেখল ও। বুকের ওপর মেশিন পিস্তল ঝোলানো ওদের, কে কে টার্মিনালে আসছে যাচ্ছে তা দেখছে।

রবিনেও ওদেরকে দেখেছে। চেহারায় একটা ভ্রুকুটি এনে বর্নকে পেরিয়ে তাড়িতাড়ি এগিয়ে গেল ও। দরজা টেনে ঢুকতে ঢুকতে পুলিশগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সে নিজের পরিচয় দেবার পর পুলিশগুলো বলল, একজন সন্দেহভাজনকে খুঁজছে তারা এক সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদী যে কিনা এক ব্যাগেজ হ্যান্ডলারের আইডি কার্ড চুরি করেছে।

না, মন্ত্রী এই লোকটিকে দেখেন নি। একটা ভীতু ভাব এল রবিনের চেহারায়। এটা কি সম্ভব?–সন্ত্রাসবাদীটা হয়তো তার পেছনেই লেগেছে, বলল রবিনে। তারা কি দয়া করে তাকে গাড়ি পর্যন্ত পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে?

ওরা তিনজন সরে যাওয়ার সাথে সাথে বর্ন দ্রুত দরজাটা পেরিয়ে বাইরের ধূসর কুয়াশাতে এসে পড়ল। ও দেখল পুলিশ দুটো রবিনেকে তার গাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা দেখে উল্টো দিকে হাটতে লাগল ও। গাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বর্নের দিকে একটা চোরা দৃষ্টি দিলো মন্ত্রী রবিনে। পুলিশ দুটোকে ধন্যবাদ দিলো সে, ওরাও হেটে ফিরল নিজেদের আগের জায়গায়।

রবিনে গাড়ি চালিয়ে একটা ইউ-টার্ন নিল, এয়ারপোর্টের বাইরে যাবার জন্য এদিকটায় ফিরে আসছে। পুলিশদের দৃষ্টির বাইরে গাড়ির গতি কমিয়ে ডান দিকের জানালার কাঁচটা নামাল।

"খুব জোর বেঁচেছ, *মনামি*।"

বর্ন গাড়িতে ঢুকতে গেলে মাথা নাড়ল রবিনে। "এয়ারপোর্ট এখন হাই অ্যালার্ট আছে, নিশ্চয়ই আরো পুলিশ আছে কাছে পিঠে।" বেরিয়ে এসে গাড়ির পিছনদিকে গিয়ে ট্রাঙ্কটা খুলল। "খুব আরামদায়ক জায়গা নয় বটে।" ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকাল সে। "কিন্তু এখন, সবচেয়ে নিরাপদ।"

বিনা বাক্য ব্যয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ট্রাঙ্কটায় ঢুকে পড়ল বর্ন, ডালা লাগিয়ে দিলো। গাড়ি চালাতে শুরু করল রবিনে। ভাগ্য ভাল ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবেছিল মন্ত্রী, এয়ারপোর্ট থেকে বের হবার আগে দুটো রোডব্লকের মধ্যে পড়তে হল ওদের। প্রথমটা চালাচ্ছে পুলিশ নেশিওনালের লোকেরা, আর দ্বিতীয়টা কুয়ে দরসে, ফরাসি গুপ্তচর সংস্থা। রবিনের ক্ষমতার জোরে কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই ও দুটো পেরোতে পারল ও, অবশ্য বারবার বর্নের ছবি দেখানো হল রবিনেকে, জিজ্ঞেস করা হল সে বর্নকে দেখেছে কিনা।

BanglaBook.org

দশ মিনিট পরে এএল-এ উঠল গাড়িটা। একটা যাত্রাবিরতি স্থানে গাড়ি থামাল রবিনে, ট্রাঙ্কটা খুলল। বেরিয়ে এল বর্ন, সুড়সুড় করে ঢুকল প্যাসেঞ্জার সিটে। গতি বাড়িয়ে রাস্তা ধরে চলতে লাগল রবিনে, উত্তর দিকে যাচ্ছে।

"এই ব্যাটাই!" জেসন বর্নের অস্পষ্ট ছবির দিকে আঙুল তাক্ করল ব্যাগেজ হ্যান্ডলার। "এই লোকই আমার আইডি মেরে দিয়েছে।"

"আপনি কি নিশ্চিত, মঁসিয়ে? দয়া করে আবার দেখুন, আরো ভালভাবে।" ইন্সপেক্টর অ্যালেইন স্যাভয় একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর দিকে এগিয়ে দিলো ছবিটা। শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টের একটা কংক্রিটের রুমে এখন রয়েছে তারা। এখানেই অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্যাভয়। জায়গাটা জঘন্য, ছত্রাক আর ছত্রাকনাশকের তীব্র গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। *সবসময় এমন জায়গাতেই থাকতে হয় আমাকে,* মনে হল স্যাভয়ের। তার জীবনে স্থায়ী কিছু নেই।

"হ্যা, হ্যা," ব্যাগেজ হ্যান্ডলার বলল। "আমার সাথে ধাক্কা লাগিয়েছিল সে, বলেছিল তার মাইগ্রেন আছে। দশ মিনিট পরে যখন আমি একটা সুরক্ষিত দরজা পেরোতে চাইলাম তখন দেখা গেল ট্যাগেটা নেই। ও ওটা নিয়ে নিয়েছে।"

"আমি জানি ও নিয়েছে," ইন্সপেক্টর স্যাভয় বলল। "আইডি ট্যাগ হারানোর পরে দুই জায়গায় তোমার উপস্থিতির ইলেকট্রনিক্যাল রিপোর্ট পাওয়া গেছে। এখানে এই যে," ট্যাগটা ফেরত দিলো সে। তার হাইট কম, আর তা নিয়ে বেশ সচেতন সে। তার লম্বা কালো চুলের মতই কোঁচকানো তার মুখটা। ঠোঁট দুটো স্থায়ীভাবে বাঁকানো, আর তাই দেখে মনে হয় এমনকি ঘুমের সময়ও দোষী আর নির্দোষ বিচার করছে সে। "একটা ময়লার বিনে এটা পেয়েছি আমরা।"

"ধন্যবাদ, ইন্সপেক্টর।"

"তোমার ফাইন হবে, জানো তো। এক দিনের বেতন কাটা যাবে।"

"এটা অন্যায়," বলল ব্যাগেজ হ্যান্ডলার। "আমি ইউনিয়নে রিপোর্ট করব, তখন দেখা যাবে। বিক্ষোভ প্রদর্শন হবে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইন্সপেক্টর স্যাভয়। এমন হুমকি শুনতে অভ্যস্ত সে। ইউনিয়নের শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নেই। "ঘটনাটার ব্যাপারে আর কিছু বলতে পারবে?" লোকটা মাথা নাড়ানোয় ওকে যেতে দিলো সে। ফ্যাক্স করা কাগজটার দিকে চোখ নামাল সে। জেসন বর্নের ছবির পাশে একটা আমেরিকান কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেখা যাচ্ছে। একটা ট্রাই ব্যান্ড সেলফোন বের করে নাম্বারটা টিপল সে।

"মার্টিন লিনড্রস, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডেপুটি ডিরেক্টর।"

BanglaBook.org

"মঁসিয়ে লিন্ড্রস, আমি কোয়েই ডি ওরসে'র ইন্সপেক্টর অ্যালেইন স্যাভয় বলছি। আমরা আপনাদের ফেরারী আসামীকে খুঁজে পেয়েছি।"

"কি?"

স্যাভয়ের দাড়ি না-কামানোর মুখের ওপর ধীরে ধীরে খেলে গেল একটা হাসি। এতদিন সিআইএ'র বোঁটা চুষেই থাকতে হয়েছে কুয়ে দরসেকে। জাতীয় গর্ব তো আছেই, তুমুল আনন্দও আছে পুরো ব্যাপারটা উল্টে দেয়ার মধ্যে। "ঠিক তাই।' "প্যারিস সময় সকার ছয়টার কাছাকাছি সময়ে শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টে পৌছেছে জেসন বর্ন।" অন্যপ্রান্তে দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনে আনন্দে ভরে গেল স্যাভয়ের হৃদয়।

"তাকে কি ধরতে পেরেছেন?" জিজ্ঞেস করল লিন্ড্রস। "বর্ন কি এখন কাস্টডিতে আছে?"

"দুঃখজনকভাবে, না।"

"কি বলতে চাইছেন? কোথায় সে?"

"সেটা একটা রহস্য" অন্য প্রান্তের নীরবতাটা এত দীর্ঘ হল যে কথা চালিয়ে যেতে বাধ্য হল স্যাভয়। "মঁসিয়ে লিন্ড্রস, লাইনে আছেন কি?"

"হ্যা, ইন্সপেক্টর। আমি আমার নোটগুলো দেখছিলাম আর কি।" আরেকবার নীরবতা, এবারেরটা ছোট। "আপনাদের সরকারের উচ্চপদস্থ একজনের সাথে অ্যালেক্স ককলিনের গোপন যোগাযোগ ছিল। তার নাম জ্যাক রবিনে তাকে কি চেনেন?

"*সাতেইনেমেঁত*, মঁসিয়ে রবিনে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী। নিশ্চয়ই আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলবেন না যে ওই মাপের একজন মানুষ এমন একজন পাগলের সাথে যোগাযোগ করছিলেন?"

"অবশ্যই না," লিন্ড্রস বলল, "কিন্তু বর্ন ইতোমধ্যেই মঁসিয়ে ককলিনকে মেরেছে সে যদি এখন প্যারিসে থেকে থাকে, তাহলে এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে সে মঁসিয়ে রবিনের পেছনে লাগবে।"

"এক মিনিট, লাইনটা একটু হোল্ড করুন, দয়া করে," ইন্সপেক্টর স্যাভয় নিশ্চিত, আজকে কোথাও না কোথাও মঁসিয়ে রবিনের নাম পড়েছে বা শুনেছে। একজন সাবোর্ডিনেটের দিকে ইঙ্গিত করল সে, তার কাছ থেকে একগাদা ফাইল নিল। আজকে যত পুলিশ আর সিক্রেট সার্ভিসের লোক যত মানুষের সঙ্গে কেস বিষয়ে কথা বলেছে তার ইন্টারভিউয়ের কাগজগুলো দ্রুত উল্টিয়ে দেখতে লাগল সে। ওর অনুমানই দেখা যাচ্ছে ঠিক। রবিনের নাম আছে। দ্রুত লাইনে ফিরে এল ও। মঁসিয়ে লিন্ড্রস, দেখা যাচ্ছে মঁসিয়ে রবিনে আজ এখানে ছিলেন।"

"এয়ারপোর্টে?"

"হ্যা, আর শুধু তাই না, বর্ন যে টার্মিনালে ছিল সেখানেই তার ইন্টারভিউ নেয়া

BanglaBook.org

হয়েছিল। আসলে, যখন ফেরারির নাম বলা হয়েছিল তখন তিনি সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন মনে হয়। নিজের গাড়ির কাছে ফিরে যাবার জন্য তিনি পুলিশ নেশিওনালের সাহায্য নিয়েছিলেন।

"এটা আমার ধারণাকেই প্রমাণ করে।" সতর্কতা আর উত্তেজনার সংমিশ্রণে লিনড্রসের স্বরে সামান্য দম আটকানো ভাব শোনা যাচ্ছে। "ইন্সপেক্টর, দ্রুত রবিনেকে খুঁজে বের করতে হবে আপনার,"

"কোনো সমস্যা নেই," ইন্সপেক্টর স্যাভয় বলল, "আমি মিনিস্টারের অফিসে কল দেব স্রেফ।"

"এটা আপনি করবেন না," লিনড্রস বললেন। "এই অপারেশনটা একদম গোপন রাখতে চাই।"

"কিন্তু বর্ন নিশ্চয়ই পারবে না।"

"ইন্সপেক্টর, আমি আমার সংক্ষিপ্ত তদন্তে যা শিখেছি তা হল 'বর্ন পারে না' কথাটা না বলতে, কারণ আমি জানি সে পারে। ধূর্ত আর বিপজ্জনক এক অ্যাসাসিন সে। যে তার কাছে যাবে সে-ই জীবনের ঝুঁকিতে থাকবে, বুঝেছেন?"

"ক্ষমা করবেন, মঁসিয়ে?"

নিজের কথার গতি কমানোর চেষ্টা করল লিনড্রস। "যেভাবেই আপনি রবিনেকে খোঁজার চেষ্টা করুন না কেন, গোপনে করবেন। যদি মিনিস্টারকে চমকে দিতে পারেন, তাহলে হয়তো আপনি বর্নকেও চমকে দিতে পারবেন।"

"দাকোর্দ," উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ট্রেঞ্চ কোটের হদিস করতে লাগল স্যাভয়।

"ভাল করে শুনুন, ইন্সপেক্টর। আমার চরম আশঙ্কা মঁসিয়ে রবিনের জীবন এখন ঘোর বিপদে আছে," লিনড্রস বলল। "সবকিছু এখন নির্ভর করছে আপনার ওপর।"

কংক্রিটের হাইরাইজ বিল্ডিং অফিস বিল্ডিং ফ্যাক্টরি পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকান কায়দায় চৌকো ধাঁচের করে বানানো হয়েছে ওগুলো আর কুৎসিত লাগছে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায়। এগুলোর মাঝ দিয়ে কিছুক্ষণ গিয়ে মোড় ঘুরল রবিনে, সিডি৪৭ ধরে এগোতে লাগল আসন্ন ভারি বৃষ্টিপাতের এলাকার দিকে।

"কোথায় যাচ্ছ, রবিনে?" জিজ্ঞেস করল বর্ন। "যত দ্রুত সম্ভব বুদাপেস্টে যেতে হবে আমাকে।"

"দাকোর্দ," রবিনে বলল। খানিকক্ষণ পরপর রিয়ার ভিউ মিররে তাকাচ্ছে সে, পুলিশ ন্যাশিওনালের গাড়ি আসছে কিনা দেখছে। কুয়ে দরসে'র ব্যাপার অবশ্য আলাদা; তাদের অপারেটিভরা সাধারণ গাড়ি ব্যবহার করে, নানান ডিভিশনের গাড়ির মডেলগুলো চেঞ্জ করে কয়েক মাসের মধ্যে একবার করে। পাঁচ মিনিট আগে ছেড়ে যাওয়া এক বিদেশগামী ফ্লাইটে তোমার নাম বুক করে দিয়েছি আমি। কিন্তু তুমি যখন

BanglaBook.org

প্লেনে করে আসছিলে তখন খেলার চেহারাই পাল্টে গেছে। এজেন্সি মানে সিআইএ তোমার রক্তের গন্ধ শুঁকছে–আর এই শোঁকাশুঁকির ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে, যেখানেই তাদের প্রভাব আছে সেখানেই। এর মাঝে আমার দেশও আছে।"

"কিন্তু নিশ্চয়ই কোনো রাস্তা আছে–"

"অবশ্যই রাস্তা আছে, *মনামি*," হাসল রবিনে। "রাস্তা সবসময় আছে, জেসন বর্ন নামের কেউ একজন শিখিয়েছিল আমাকে।" আবার উত্তরে ঘুরল সে, এন সেভেনটিন রোডে, "যখন তুমি আমার গাড়ির বুটে ঢুকে ছিলে তখন বসে ছিলাম না আমি। একটা মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট ওরলি থেকে ছাড়বে ষোলোশো ঘণ্টায়।"

"তার মানে বিকেল চারটার আগে নয়," বর্ন বলল। "ড্রাইভ করে বুদাপেস্টে যাওয়া যায় না?"

"সেই পরিকল্পনা হবে অনিরাপদ অনেক *পুলিশ নেশিওনাল* ছড়িয়ে আছে। আর তোমার পাগলা আমেরিকান বন্ধুরা কুয়ে দওরসেকেও লেলিয়ে দিয়েছে তোমার পেছনে।" কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রেঞ্চম্যান। "সব সাজানো হয়ে গেছে। তোমার সব কাগজপত্র আমার কাছে আছে। মিলিটারি কভার নিয়ে গেলে তল্লাশী থেকে বাঁচবে তুমি, আর, যাইহোক না কেন টার্মিনাল থ্রি'র ঘটনাটা এখন ভুলেই যাওয়া উচিত, নন?" কয়েকটা ধীরগতির গাড়িকে কাটিয়ে গেল ও। "ততক্ষণ পর্যন্ত, একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই চাই তোমার।"

বর্ন মাথা ঘোরাল, নিরানন্দ শিল্প এলাকার দিকে তাকিয়ে রইল। খানের সাথে শেষ দেখা হবার সময় যা যা হয়েছে সব ওকে যেনো চলন্ত ট্রেনের মত ধাক্কা দিয়েছে। নিজের অন্তরের তীব্র যন্ত্রনাটা ঘাটার চেষ্টা কখনো করে না ও, সেটা অনেকটা একটা ব্যথা পাওয়া দাঁত দাবিয়ে ধরে ব্যথার সর্বোচ্চ সীমার আন্দাজ পাওয়ার মত ব্যাপার হবে। ওর মনের চরম যুক্তিবাদী অংশটা ইতিমধ্যেই ভেবে দেখেছে খান আসলে এখনো এমন কিছু বলে নি যা ডেভিড বা জোশুয়া ওয়েবের হাঁড়ির খবর ফাঁস করে। হ্যা, কিছু কিছু ইঙ্গিত দিয়েছে বটে সে কিন্তু সে ঘাটের মূল্য কি?

রবিনে যে ওকে দেখছে সে বিষয়ে সতর্ক বর্ন জানালার দিকে আরো খানিকটা ঘুরলো।

বর্নের লম্বা নীরবতার ভুল অর্থ করল রবিনে। বলল, "মনামি, বিকেল চারটায় তুমি বুদাপেস্টে থাকবে, ভয় পেয়ো না।"

"*মাখসি*, জ্যাক," সাময়িকভাবে নিজের বিষণ্ন চিন্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল বর্ন। "তোমার সব সাহায্য আর দয়ার জন্য ধন্যবাদ। এখন কি করবে?"

"*আলোয়া*, আমরা এখন গওসেনভিল যাচ্ছি। ফ্রান্সের সবচেয়ে সুন্দর শহর নয় বটে কিন্তু সেখানে একজন আছে যে তোমাকে আগ্রহী করে তুলবে বলে আমার মনে হয়।"

BanglaBook.org

এ বিষয়ে আর কিছু বলল না রবিনে। গওসেনভিলের ব্যাপারে ঠিকই বলেছিল সে। যেসব ফরাসি গ্রাম এয়ারপোর্টের কাছে থাকার ফলে আধুনিক শিল্প নগরে পরিণত হয়েছে, এটা তাদেরই একটা। বিরাট সব হাইরাইজ বিল্ডিং, কাঁচে ঘেরা অফিসি আর ওয়াল-মার্টের মত বড় বড় রিটেইলারে ছেয়ে যাওয়া শহরের চেহারার সামান্য উন্নতি করেছে গোল চত্ত্বর আর রাস্তার মোড়ের পাশে পোঁতা সারি সারি রঙ্গিন ফুলের গাছ।

ড্যাশবোর্ডের নিচে লাগানো রেডিও ইউনিটটা খেয়াল করল বর্ন, যেটা সাধারণত ব্যবহার করে জ্যাকুয়েসের ড্রাইভার। রবিনে একটা গ্যাস স্টেশনে ঢুকে থামার পর, পুলিশ ন্যাশিওনাল আর কুয়ে দরসে কোন ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করে তা শুনে নিল বর্ন। রবিনে যখন গাড়িতে গ্যাস নিচ্ছিল তখন দুটো ফ্রিকুয়েন্সিই চেক করল সে কিন্তু এয়ারপোর্টের বিষয়ে বা ওর নিজের বিষয়ে কিছু শুনতে পেল না। গ্যাস স্টেশনটায় যেসব গাড়ি আসছে যাচ্ছে সেগুলোর ওপর নজর রাখল বর্ন। এক মহিলা নিজের গাড়ি থেকে বের হয়ে এল, তার গাড়ির সামনের ডান দিকের চাকার বিষয়ে রবিনের মতামত জানতে চাইল। ওটার বাতাসের অবস্থা নিয়ে চিন্তিত সে। দু'জন তরুণ একটা গাড়িতে করে এল। দু'জনেই বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। ড্রাইভারটা স্টেশনের ভেতরে ঢুকল, অন্যজন লাফিয়ে উঠে পড়ল গাড়ির ফেন্ডারের ওপর। একবার রবিনের পিউগিও গাড়ির দিকে তাকাল সে, তারপর প্রশংসার দৃষ্টিতে চাইল নিজের গাড়িতে ঢুকতে থাকা মহিলার দিকে।

"কিছু শোনা গেল?" বর্নের পাশে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল রবিনে।

"কিচ্ছু না।"

"এটাই অন্তত একটা সুখবর," ড্রাইভ করে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল রবিনে।

আরো কুৎসিত কিছু রাস্তার মধ্য দিয়ে চলল ওরা, আর বর্ন আয়নায় তাকিয়ে চেক করতে লাগল ওই দুই তরুণের গড়িটা ওদেরকে অনসরণ করছে কিনা।

"গওসেনভিলের সূচনাটা ছিলো রাজকীয় এবং প্রাচীন," রবিনে বলল। "এক সময়, ষষ্ঠ শতকে এটা ছিল ফ্রান্সের তৎকালীণ রাজা ক্লোভিসের প্রী ক্লোটেইরের। যখন আমাদেরকে, মানে ফ্রাঙ্কদেরকে বর্বর ভাবা হত, তখন ক্লোভিস ক্যাথোলিসিজম গ্রহণ করে, রোমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে আমাদেরকে। সম্রাট তাকে রাজকীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। আমরা আর বর্বর রইলাম না, হয়ে গেলাম 'বিশ্বাসের বিজয়ী'।"

"বোঝাই যায় না একসময় এই জায়গাটা একটা মধ্যযুগীয় শহর ছিল।"

এক সারি কংক্রিটের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের দিকে চলল মন্ত্রী। "ফ্রান্সে," বলল সে, "অনেক সময়ই চরম অপ্রত্যাশিত জায়গাগুলোতে লুকিয়ে থাকে ইতিহাস।"

চারপাশে দেখল বর্ন। "এখানেই তো তোমার বর্তমান স্ত্রী তাকে, তাই না?"

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করল সে। "কারণ শেষ যেবার তোমার স্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে ড্রিঙ্ক খেতে খেতে, তখন তেমনটাই মনে হচ্ছিল দেখে।"

"ওই বিকেলটায় বেশ ভাল সময় কাটাচ্ছিলে তুমি, মনে আছে," মাথা ডানে-বামে নাড়ল রবিনে। "কিন্তু না, আমি ওর সম্বন্ধে যতটা জানি তা থেকে এটা নিশ্চিত এখানে থাকার বদলে বরং নিজের কব্জিই কেটে ফেলবে ডেলফাইন।"

"তাহলে এখানে করছিটা কি আমরা?"

চুপচাপ বাইরের বৃষ্টির দিকে অনেক্ষণ তাকিয়ে রইল মন্ত্রী। "পচা আবহাওয়া," শেষ পর্যন্ত বলল সে।

"জ্যাক...?"

চার ধারে দেখল রবিনে। "ওহ্, হ্যা, ক্ষমা করবে। *মনামি*, আমার মন ঘুরে বেড়ায়। *আলোয়া*, আমি মাইলিন ডুট্রোংকের সাথে দেখা করাতে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।" মাথা উপর দিকে তুলল সে। "ওর নাম শোনো নি?" বর্ন মাথা নাড়ানোয় কথা চালিয়ে গেল রবিনে। "আমি তাই ভেবেছিলাম। আচ্ছা, যেহেতু সে এখন মরে গেছে তাই মনে হয় বলা যায় ব্যাপারটা। মলি ডুট্রোংক ককলিনের প্রেমিকা ছিল।"

বর্ন বলে উঠল, "অনুমাণ করতে দাও। হাহলকা চোখ, লম্বা ঢেউ খেলানো চুল আর কেমন একটা পরিহাস মেশানো হাসি।"

"ও তোমাকে ওর কথা বলেছিল?"

"না, ছবি দেখেছিলাম। তার বেডরুমে যেমন সবকিছু থাকে অনেকটা তেমনভাবে ছিল ছবিটা।" এক মুহূর্ত থামল। "সে কি জানে?"

"ব্যাপারটা শোনার পরপরই ফোন করেছিলাম ওকে।"

রবিনে কেন তাকে সরাসরি মৃত্যু সংবাদটা বলে নি তা ভাবল বর্ন। সরাসরি দেখা করে বললেই তো শোভন হত।

"অনেক কথা হয়েছে," পেছনের সিটের পা রাখার জায়গা থেকে একটা ওভারনাইট ব্যাগ তুলল রবিনে। "এখন মাইলিনের সাথে দেখা করব আমরা।"

গাড়ি থেকে বেরিয়ে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে চলল ওরা, পুষ্পশোভিত একটা জায়গা পার হল, কংক্রিটের সংক্ষিপ্ত সিঁড়ির ওপরে উঠল। ফোর এ'র বোতামটা চাপল রবিনে আর খানিক বাদে বাজারটা শব্দ করে উঠল। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটার ভেতরের দিকটাও বাইরের দিকের মতই সাদামাটা আর অসুন্দর। পাঁচ সারি সিঁড়ি পেরিয়ে চতুর্থ তলায় উঠে একটা হলওয়ে ধরে চলতে লাগল ওরা, দু'পাশের একই রকম দেখে দরজারগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। ওদের এগোনোর শব্দ শুনে একটা দরজা খুলে গেল। ঠিক ভেতরেই দাঁড়িয়ে আছে মাইলিন ডুট্রোংক।

ছবির চেহারাটার চাইতে কমপক্ষে এক দশক বেশি বয়স তার আসলে, এখন তার বয়স নিশ্চয়ই ষাটের কাছাকাছি, অবশ্য দেখে তার চেয়ে বছর দশেক কমই মনে হয়। কিন্তু বয়স সত্ত্বেও তার হালকা চোখে একই দ্যুতি, হাসিতে একই উন্মাদনা।

BanglaBook.org

জিন্স আর পুরুষ মানুষের শার্ট পরে আছে সে। জামাটায় তার পুরো ফিগার ফুটে উঠেছে বলে অনেক বেশি মহিলাসুলভ লাগছে তাকে। নিচু হিল পরে আছে মাইলিন, তার আসল ছাইরঙা সোনালী চুলগুলো টেনে বাঁধা।

"বঁজুখ, জ্যাক," মুখ তুলল সে যাতে দুই গালেই চুমু খেতে পারে রবিনে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বর্নের দিকে তাকাচ্ছে।

বর্ন তার চেহারার অনেক খুঁটিনাটি দেখতে পেল যা ছবিটায় ফুটে ওঠে নি। তার চোখের রং নাসারন্ধ্রের গঠন, সমান দাঁতের সাদা রং। তার চেহারায় একই সাথে আছে দৃঢ়তা আর আবেগ।

"আর তুমি নিশ্চয়ই জেসন বর্ন," তার ধূসর চোখগুলো শীতলভাবে মেপে দেখল বর্নকে।

"অ্যালেক্সের জন্যে আমি দুঃখিত," বর্ন বলল।

"তোমার মনে দয়া আছে। আমরা যারা ওকে চিনতাম তাদের সবার জন্য একটা ধাক্কা এটা।" পিছিয়ে গেল সে, "ভেতরে আস।"

মাইলিন যখন দরজাটা লাগাচ্ছিল তখন রুমটার চারদিকে তাকাল বর্ন। মাইলিন ডুট্রোংক নিরস শহরে এলাকায় থাকে বটে কিন্তু তার অ্যাপার্টমেন্টটা একদমই আলাদা। তার বয়সের বহু লোকের মত নিজের চার ধারে পুরনো ফার্নিচার অতীতের জিনিসের গাদা বানিয়ে রাখে নি সে। তারা বলে তার ফার্নিচারগুলো আধুনিক স্টাইলিশ এবং আরামদায়ক। ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা চেয়ার, ইঁটের ফায়ারপ্লেসের দু' পাশে পরস্পর মুখোমুখি করে রাখা সোফার জোড়া, নকশা করা পর্দা। কেউ এই জায়গা ছেড়ে সহজে যেতে চাইবে না, বর্ন ভাবল।

"তুমি যে একটা লম্বা ফ্লাইট পার করেছে সেটা বুঝতে পারছি," বর্নকে বলল সে। "নিশ্চয়ই খুব ক্ষুধার্ত তুমি।" বর্নের আলুথালু চেহারা নিয়ে কিছু বলল না সে, আর সেজন্য কৃতজ্ঞ বোধ করল ও। ডাইনিং রুমে ওকে বসাল, চিরন্তন ইউরোপিয় টাইপের একটা ছোটো, অন্ধকার কিচেন থেকে খাবার আর পানীয় এনে দিল। কাজ শেষ করে বর্নের বিপরীত দিকে বসল সে, একত্র করা হাত দুটো টেবিলের ওপর রাখল।

বর্ন এখন দেখতে পেল কাঁদছে।

"ও কি সাথে সাথে মরে গেছে?" মাইলিন ডুট্রোংক বলল! "মানে, আমি ভাবছিলাম কত কষ্ট পেয়েছিল ও।"

"না," সত্যি কথাই বলল বর্ন। "আমার সন্দেহ আছে ও কোনো কষ্ট পেয়েছিল কিনা।"

"কিছু তো জানা গেল, শেষতক।" তার মুখে একটা স্থায়ী স্বস্তির ভাব দেখা গেল। হেলান দিয়ে বসল মলি ডুট্রোংক, আর এখন বর্ন বুঝল সে আসলে এতক্ষণ শরীর টানটান করে রেখেছিল। "ধন্যবাদ, জেসন," চোখ তুলল সে, বর্নের দিকে

BanglaBook.org

তাকাল, তার ভাষাময় ধূসর চোখে সব আবেগ যেনো দেখতে পেল বর্ন। "আমি কি তোমাকে জেসন বলে ডাকব?"

"অবশ্যই," বলল বর্ন।"

"তুমি অ্যালেক্সকে ভালভাবে জান, তাই না?"

"যত ভালভাবে কেউ অ্যালেক্স ককলিনকে জানতে পারত তারচেয়ে অনেক ভালভাবেই জানতাম।"

শুধু অল্পক্ষণের জন্যই রবিনের দিকে দৃষ্টি ঘোরাল মাইলিন কিন্তু ইঙ্গিতটা বুঝল রবিনে।

"কয়েকটা কল করতে হবে আমাকে।" ইতিমধ্যেই নিজের সেলফোন বের করে ফেলেছে মন্ত্রী।

"তোমাদেরকে কিছুক্ষণের জন্য একা ছাড়াছি, কিছু মনে কোরো না।"

লিভিংরুমের দিকে যাওয়া রবিনের দিকে বিষণ্নভাবে তাকাল মাইলিন, তারপর বর্নের দিকে ঘুরল। "জেসন, তুমি আমাকে এইমাত্র যা বললে তা একজন সত্যিকারের বন্ধুর মতই বলেছো। যদি অ্যালেক্স তোমার ব্যাপারে আমাকে কখনো না-ও বলতো তবু আমি ওটাই বলতাম।"

"অ্যালেক্স আমার ব্যাপারে তোমাকে বলেছিল?" মাথা নাড়ল বর্ন। "অ্যালেক্স কখনো সিভিলিয়ান বা বেসামরিক লোককে ওর কাজের ব্যাপারে বলত না।"

আবার হাসল মাইলিন; এবার তাতে বাঁকা ভাবটা থাকল আরো বেশি। "যেমনটা তুমি বললে, আমি কিন্তু তেমন সিভিলিয়ান নই।" ওর হাতে এক প্যাকেট সিগারেট দেখা গেল। "আমি স্মোক করলে কিছু মনে করবে না তো?"

"একদম না।"

"অনেক আমেরিকানই করে। সেটা একটা বদ্ধমূল ধারণার মত, তাই না?"

কোনো উত্তরের আশা করল না সে, আর বর্নও কোনো উত্তর দিলো না। ওর সিগারেট ধরানো দেখল বর্ন। ফুসফুসের গভীরে ধোঁয়া টেনে নিল মাইলিন, ধীরে ধীরে, আয়েশের সাথে ছাড়ল। "না, আমি মোটেও কোনো সিভিলিয়ান নই।" ওর চারপাশে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে ধোঁয়া। "আমি হলাম কুয়ে দরসে।"

স্থির বসে রইল বর্ন। টেবিলের নিচে হাত দিয়ে সিরামিক পিস্তলের বাঁটটা আঁকড়ে ধরল ও।

যেনো বর্নের মনের ভাব পড়ছে এমনভাবে মাথা এদিক-ওদিক দোলালো মলি ডুট্রোংক। "শান্ত হও, জেসন। জ্যাক তোমাকে কোনো ফাঁদে এনে ফেলে নি। বন্ধুদের মাঝেই আছ তুমি।"

"আমি বুঝতে পারছি না," মোটা গলায় বলল বর্ন। "তুমি যদি কুয়ে দরসে হয়ে থাক তাহলে তো অ্যালেক্স অতি অবশ্যই তোমাকে ওর কোনো কাজের সাথে জড়াতো না, আর তেমনি তোমার আনুগত্যও করত না।"

BanglaBook.org

"সত্যি বলেছো, ঠিক এভাবেই চলেছে বহু বছর।" আরো ধোঁয়া টানলো মলি ডুট্রোংক, ছড়ানো নাসারন্ধ্র দিয়ে দ্রুত বের করে দিলো। শ্বাস ছাড়ার সময় মাথাটা সামান্য উপরে তোলার প্রবণতা আছে তার। এজন্য মার্লিন ডিয়েট্রিচের মত দেখায় তাকে। "তারপর, খুব সাম্প্রতিক সময়ে একটা কিছু হল। কি হয়েছিল তা আমি জানতাম না, ও বলে নি আমাকে, যদিও আমি অনুরোধ করেছিলাম খুব করে।"

ধোঁয়ার মেঘের মধ্য দিয়ে বর্নকে নিরীক্ষণ করল সে। ইন্টেলিজেন্স সংস্থার সব সদস্যকেই একটা মানসিক পাথুরে দূর্গ বানিয়ে নিতে হয় নিজের চারপাশে, যাতে ভেতরের ভাবনা বা অনুভূতি প্রকাশ না পায়। কিন্তু মাইলিনের চোখ দিয়ে তার মনের ভাব দেখতে পেল বর্ন, ও জানে ওর মনের দূর্গ ভেঙে পড়েছে মাইলিনের কাছে।

"অ্যালেক্সের দীর্ঘদিনের বন্ধু হিসেবে কখনো কি ভয় পেতে দেখেছিলে ওকে?"

"না," বর্ন বলল। "ভয়ের ছিঁটো ফোঁটা ছিল না অ্যালেক্সের মাঝে।"

"ভাল, ওই দিন ও ভয় পেয়েছিল। সেজন্যই আমি ওকে অনুরোধ করেছিলাম ব্যাপারটা বলার জন্য, যাতে আমি সাহায্য করতে পারি, বা অন্ততপক্ষে বিপদ থেকে সরে আসার ব্যাপারে বোঝাতে পারি ওকে।"

সামনে ঝুঁকল বর্ন, মাইলিন ডুট্রোংকের শরীরটা আগে যেমনটা ছিল ঠিক তেমনটাই টান টান হয়ে আছে এখন। "কখন সেটা?"

"দুই সপ্তাহ আগে।"

"তোমাকে কি কিছু বলেছিল সে বিষয়ে?"

একটা নাম উল্লেখ করেছিল ও, ফেলিক্স শিফার।"

বর্নের পাল্‌স বেড়ে গেল প্রচণ্ডভাবে। "ড. শিফার ডিএপিআরএ-র হয়ে কাজ করত।"

ভুরু কোঁচকাল মাইলিন। "অ্যালেক্স আমাকে বলেছি ওই লোকটা কাজ করে। 'ট্যাকটিক্যাল নন-লিথাল ওয়েপনস ডায়রেক্টরেট'-এ।"

"ওটা তো সিআইএ'র অধীনস্থ," বর্ন বলল, অনেকটা স্বগতোক্তির মত করে। এখন টুকরোগুলো এক সাথে জুড়তে শুরু করেছে। অ্যালেক্স কি ডায়রেক্টরেটে যোগ দেবার জন্য ডিএপিআরএ ছাড়তে প্ররোচিত করেছিল ফেলিক্স শিফারকে? শিফারকে লোকচক্ষু থেকে 'গায়েব' করতে ককলিনের কষ্ট হত না নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটা চাইবে কেন ও? যদি ও ডিওডি-এর এলাকায় স্রেফ অনধিকার খবরদারি করতে চাইত তাহলে অবশ্যম্ভাবী সমালোচনার মুখে পড়তে হত তাকে। অ্যালেক্স কেন ফেলিক্স শিফারকে লুকিয়ে রেখেছিল তার অন্য কোনো কারণ থাকতেই হবে।

মাইলিনের দিকে তাকাল ও। "ডক্টর শিফারই কি অ্যালেক্সের ভয়ের কারণ ছিল?"

"ও বলেছি, জেসন। কিন্তু অন্য কিছু হবেই বা কি করে? ওই দিন, অল্প সময়ের মধ্যে অ্যালেক্স অনেক কল করেছিল আবার অনেক কল রিসিভও করেছিল। ও খুব

BanglaBook.org

চাপা উত্তেজনার মধ্যে ছিল আর আমি বুঝেছিলাম ও কোনো ফিল্ড অপারেশনের সংকটময় মুহূর্তে আছে। অনেকবার ড. শিফারের নাম উল্লেখ করতে শুনেছি আমি। ধারণা করেছিলাম, সে-ই অপারেশনের বিষয়।"

নিজের সিতরো'তে বসে আছে ইন্সপেক্টর স্যাভয়, উইন্ডশিল্ড ওয়াইপারের ক্যাঁচকোচ শব্দ শুনছে। বৃষ্টিকে ঘৃণা করে সে। যেদিন ওর বউ ওকে ছেড়ে গিয়েছিল সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল, ওর মেয়েও এক বৃষ্টির দিনেই আমেরিকার স্কুলে চলে গিয়েছিল আর ফেরে নি। ওর বউ এখন বোস্টনে আছে। লম্বা মুখের এক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কারকে বিয়ে করেছে সে। তার এখন তিনটা বাচ্চা, বাড়ি, সম্পত্তি, সব আছে, যা কিছু চাইতে পারে তার সবই আছে, আর স্যাভয় এখন বসে আছে এই গুয়ের শহরে–কি যেনো এটার নাম? ওহ্, হ্যা। গওসেনভিল আর দ্রুত নিজের হাতের নখ কামড়ে শেষ করে ফেলছে। তার ওপরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার।

কিন্তু আজকের দিনটা আলাদা কারণ আজ সিআইএ'র মোস্ট ওয়ান্টেড টার্গেটের কাছাকাছি চলে আসছে সে। একবার জেসন বর্নকে ধরতে পারলে, রকেটরে মত ছুটবে ওর ক্যারিয়ার। হয়তো স্বয়ং প্রেসিডেন্টের নজরে পড়বে সে। রাস্তার ওপাশের গাড়িটার দিকে আবার তাকাল ও–মন্ত্রী জ্যাক রবিনের গাড়িটা। কুয়ে দরসে'র ফাইল থেকে মন্ত্রীর গাড়ির মডেল আর লাইসেন্স প্লেটের খবর জোগাড় করেছে সে। ওর সহকর্মী অফিসাররা ওকে জানিয়েছে এয়ারপোর্ট থেকে বের হবার পর মন্ত্রীর গাড়ি এ-ওয়ান ধরে উত্তর দিকে গেছে। উত্তর দিকের টহলদার পুলিশের হেডকোয়ার্টার থেকে অনুমতি নিয়ে পদ্ধতিগতভাবে পুলিশের সব গাড়িকে কল দিয়েছিল। লিন্ড্রসের সাবধানবাণী মনে রেখেছিল ও, রোডিও ট্র্যান্সমিশনের অনিরাপদ ফ্রিকুয়েন্সিগুলো থেকে দূরে ছিল। ও যাদের সাথে যোগাযোগ করেছিল তাদের কেউ মন্ত্রীর গাড়ি দেখে নি। হতাশায় ডুবেই যাচ্ছিল ও। কিন্তু শেষতক এক মহিলা অফিসারের কাছ থেকেই জানা গেল সে মন্ত্রী আর তার গাড়িকে দেখেছে। একটা গ্যাস স্টেশনে দেখেছে তাকে, একটু আধটু কথাও বলেছে, মহিলার মনে আছে ব্যাপারটা কারণ মন্ত্রীকে চাপা উত্তেজিত, নার্ভাস আর একটু যেনো রূঢ় মনে হচ্ছিল। "তার ব্যবহার কি আপনার খারাপ লেগেছিল?

"হ্যা, লেগেছিল," বলেছিল জাস্টিন বিরার্ড নামের ওই মহিলা, "অবশ্য এখন আমার ধারণা পাল্টেছে।"

"মন্ত্রী কি একাই ছিলেন?" জিজ্ঞেস করল ইন্সপেক্টর স্যাভয়।

"আমি নিশ্চিত নই। খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছিল আর জানালার কাঁচও তোলা ছিল," বিরার্ড বলেছিল "সত্যি বলতে কি, মঁসিয়ে রবিনের দিকেই আমার সব মনোযোগ ছিল," বলল মহিলা অফিসার।

BanglaBook.org

"হ্যা, হ্যান্ডসাম এক চিজ," শুকনো গলায় বলল স্যাভয়, যতটা চেয়েছিল তার চেয়ে বেশি শুকনো শোনালো কথাটা। খুব সাহায্য করেছে বিরার্ড। মন্ত্রীর গাড়ি কোনদিকে গেছে তা দেখেছে সে। আর গোওসেনভিলে পৌছানোর পর পরই, কংক্রিটের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের একটা ব্লকের বাইরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে স্যাভয়।

মলি ডুট্রোংকের দৃষ্টি বর্নের গলার ওপর নেমে এল, হাতের সিগারেটটা পিষে ফেলল সে। "তোমার ক্ষত থেকে আবার রক্ত ঝরা শুরু হয়েছে। ওটার যত্ন নেয়া জরুরি হয়ে গেছে।"

নিজের বাথরুমের নিয়ে গেল ও বর্নকে, সি-গ্রিন আর ক্রিম রঙা টাইল্স লাগানো ওটাতে। রাস্তার দিকে মুখ করা ছোট্ট একটা জানালা দিয়ে দিনের আলো আসছে। বর্নকে বসিয়ে সাবান আর পানি দিয়ে ক্ষতটা ধুতে লাগল মাইলিন।

"রক্ত পড়া কমে গেছে," গলার চারপাশের লাল মাংসে অ্যান্টিবায়েটিক লাগাতে লাগাতে বলল সে। "ক্ষতটা দুর্ঘটনা থেকে হয় নি। কোনো মারামারির মধ্যে ছিলে তুমি।"

"দেশ ছেড়ে বেরোনোটা কঠিন ছিল।"

"তোমার মুখ অ্যালেক্সের মতই তালা মারা।"

একটু পিছিয়ে দাঁড়াল মাইলিন, যেনো ভালভাবে দেখছে বর্নকে। "তুমি দুঃখি, জেসন। অনেক বেশি দুঃখি।"

"মলি ডুট্রোংক–"

"মাইলিন বলেই ডাকবে আমাকে। আমি নিজেই তোমাকে বলতে বলছি।" দক্ষভাবে জীবাণুমুক্ত গজ আর সার্জিক্যাল টেপ দিয়ে একটা ব্যান্ডেজ বানাল সে, লাগিয়ে দিলো বর্নের ক্ষতে। "আর এই ড্রেসিংটা অন্তত তিন দিন পর পর একবার করে চেঞ্জ করতেই হবে, বুঝলে?"

"হ্যা," তার হাসিটা ফিরিয়ে দিলো বর্ন। "*মাখসি*, মাইলিন।"

বর্নের গালে আস্তে করে একটা হাত রাখল সে। "অনেক দুঃখি। আমি জানি তুমি আর অ্যালেক্স কতটা ঘনিষ্ঠ ছিলে। তোমাকে নিজের ছেলের মত দেখত ও।"

"ও কি বলেছিল সেটা?"

"ওর বলার প্রয়োজন পড়ে নি। ও যখন তোমার কথা বলত তখন ওর চেহারায় অন্যরকম একটা ভাব আসত।" শেষবারের মত ড্রেসিংটা দেখে নিল সে। "আর তাই আমি জানি শুধু আমি একাই কষ্ট পাচ্ছি না।"

মাইলিনকে সব খুলে বলার তাগাদা অনুভব করল বর্ন, বলতে ইচ্ছা হল শুধু অ্যালেক্স আর মো'র মৃত্যুই ওকে কষ্ট দিচ্ছে না, এর সাথে খানের অ্যাটাকের

BanglaBook.org

ব্যাপারও আছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চুপই রইল। মাইলিন তো নিজের দুঃখেই ভারাক্রান্ত। তার বদলে ও বলল, "তোমার আর জ্যাকের মাঝে ব্যাপারটা কি? দেখে তো মনে হয় তোমরা একে অন্যকে ঘৃণা কর।"

মাইলিন খানিকক্ষণের জন্য ছোট জানালাটার বৃষ্টিভেজা রঙ্গিন কাঁচের দিকে চেয়ে রইল। "তোমাকে এখানে নিয়ে এসে সাহসের কাজ করেছে সে। আমার সাহায্য চাইতে নিশ্চয়ই আঁতে ঘা লাগত তার।" আবার ফিরল সে, তার ধূসর চোখ দুটো ছলছল করছে। অ্যালেক্সের মৃত্যু তার অনেক আবেগ প্রকাশ করে দিয়েছে, আর বর্ন অনুমান করল বর্তমানের একের পর এক ঘটনার তোড়ে মাইলিনের অতীত জেগে উঠছে, "এই পৃথিবীতে অনেক দুঃখ, জেসন।" এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে নামল তার চোখ থেকে, গালের ওপর কাঁপল খানিকক্ষণ, তারপর আবার গড়িয়ে পড়ে গেল। "বুঝলে, অ্যালেক্সের আগে আমার জীবনে ছিল জ্যাক।"

"তুমি ওর স্ত্রী ছিলে?"

মাথা এদিক-ওদিক নাড়াল সে। "জ্যাক তখনো বিয়ে করে নি। আমাদের দু'জনের বয়সই ছিল খুব কম। পাগলের মত ভালবাসাবাসি করতাম আমরা, কমবয়সী আর বোকা ছিলাম বলে আমি প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েছিলাম।"

"তোমাদের একটা বাচ্চা ছিল?"

চোখ মুছল মাইলিন। "না, আমি ওটা নেই নি। আমি জ্যাককে ভালবাসতাম না, ব্যাপারটা ঘটার পর বুঝতে পেরেছিলাম। জ্যাক আমাকে ভালবাসতো, আর সে আসলে বড্ড বেশি ক্যাথলিক।"

দুঃখভরা হাসি হাসল মাইলিন, বর্নের মনে পড়ল গওসেনভিলের ব্যাপারে জ্যাকের বলা ইতিহাস, কিভাবে বর্বর ফ্রাঙ্কদের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করল চার্চ তার কাহিনী। ক্যাথলিকে পরিণত হবার ব্যাপারটা রাজা ক্লোভিয়াসের বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত ছিল কিন্তু তা যতটা না ছিল বিশ্বাস তার চেয়ে বেশি ছিল টিকে থাকবার জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

"জ্যাক আমাকে কখনো ক্ষমা করে নি," নিজের প্রতিই রূঢ়ভাবে বলছে মাইলিন, ওর স্বীকারোক্তি আরো আবেগ ঘন হয়ে উঠেছে তাতে।

সামনে ঝুঁকল বর্ন, আলতোভাবে চুমু খেল ওর দুই গালে, ছোট একটা ফোঁপানি দিয়ে বর্নকে খানিকক্ষণের জন্য আলিঙ্গন করল সে।

শাওয়ার করার জন্য বর্নকে রেখে চলে গেল মাইলিন। শাওয়ার শেষ করার পর টয়লেট সিটের ওপর সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা একটা ফ্রেঞ্চ আর্মির ইউনিফর্ম দেখতে পেল বর্ন। ওগুলো পরে নিয়ে জানালাটা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। লিন্ডেন গাছের একটা শাখা সামনে পেছনে দুলছে। তার নিচে, বছর চল্লিশ বয়সের এক সুশ্রী মহিলা নিজের গাড়ি থেকে বের হল, রাস্তা ধরে হেটে এগোল পার্ক করা একটা সিতরো গাড়ির দিকে। গাড়িটার ভেতরে একটা লোক বসে আছে যার বয়স অনুমান করা গেল

BanglaBook.org

না, অস্থিরভাবে নিজের নখ কামড়াচ্ছে সে। প্যাসেঞ্জার সাইড দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল মহিলা।

দৃশ্যটার মাঝে বিশেষ কিছু নেই কিন্তু ব্যাপার হল বর্ন এই মহিলাটাকেই গ্যাস স্টেশনে দেখেছিল। নিজের গাড়ির টায়ারের প্রেশারের বিষয়ে জ্যাকের সাথে কথা বলেছিল সে।

কুয়ে দরসে! ওই মহিলা কুয়ে দরসে।

দ্রুত লিভিংরুমে ফেরত এল বর্ন, তখনো ফোনে কথা বলছে জ্যাক। ওর চেহারার ভাব দেখার সাথে সাথে ফোনের লাইন বিচ্ছিন্ন করল সে।

"কি হয়েছে, *মনামি?*"

"ফাঁদের পড়েছি আমরা," বর্ন বলল।

"কি? কিভাবে সম্ভব এটা?"

"আমি জানি না কিন্তু রাস্তার ওপাশে কালো সিতরো গাড়িতে দু'জন কুয়ে দরসে এজেন্ট আছে।"

কিচেন থেকে বেরিয়ে এল মাইলিন। "আরো দু'জন পেছনের রাস্তাটা দেখছে। কিন্তু চিন্তা করো না, তুমি কোন বিল্ডিংয়ে আছ সেটা জানা সম্ভব না ওদের পক্ষে।"

তখনই বেজে উঠল ডোরবেলটা। বর্ন পিস্তল বের করল বটে কিন্তু মাইলিনের চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল সাবধান বাণী। মাথা নাড়ল সে, বর্ন আর রবিনে চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে। দরজা খুলল সে, সামনে দেখতে পেল ভাঁজ পড়া চেহারার এক ইন্সপেক্টরকে।

"*অ্যালেই, বঁজো,*" বলল মাইলিন।

"আপনার বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য আমি দুঃখিত," বলল ইন্সপেক্টর স্যাভয়, বোকার মত একটা দেঁতো হাসি লেগে আছে তার মুখে। "কিন্তু বাইরে বসে ছিলাম আমি আর হঠাৎ মনে পড়ল আপনি এখানে থাকেন।"

"ভেতরে আসবেন কি? এক কাপ কফি খাবেন?"

"ধন্যবাদ, সময় নষ্ট করা যাবে না এখন।"

চরম স্বস্তি পেয়ে মাইলিন বলল, "আমার বাড়ির বাইরে বসে কি করছিলেন আপনি?"

"জ্যাক রবিনেকে খুঁজছিলাম আমরা।"

মাইলিনের চোখ প্রসারিত হল। "সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী? কিন্তু এত জায়গা থাকতে গওসেনভিলে আসবেন কেন তিনি?"

"আপনার অনুমান আমার অনুমানের মতই ভাল। কিন্তু বাইরের রাস্তায় তার গাড়ি পার্ক করা আছে।"

"ইন্সপেক্টর যথেষ্টই চালাক, মাইলিন," চট করে লিভিংরুমে চলে এল রবিনে, নিজের সাদা শার্টের বোতাম লাগাচ্ছে।

BanglaBook.org

স্যাভয়ের দিক থেকে ঘুরে রবিনের দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো মাইলিন। রবিনেও ফিরিয়ে দিলো সেটা, সহজভাবে হাসছে।

আস্তে করে মাইলিনের পাশে এসে হাল্কাভাবে মাইলিনের ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল সে।

ততক্ষণে ইন্সপেক্টর স্যাভয়ের গাল গরম হয়ে উঠেছে। "মিনিস্টার রবিনে, আমার কোনো ধারণা ছিল না...আসলে বিরক্ত করার কোনো ইচ্ছা ছিল না আমার..."

একটা হাত তুলল রবিনে, "তোমাকে ক্ষমা করা হল কিন্তু আমাকে খুঁজছিলে কেন তুমি?"

চোখেমুখে পরম স্বস্তি ফুটিয়ে তুলে জেসন বর্নের অস্পষ্ট ছবিটা এগিয়ে দিলো স্যাভয়। "এই লোকটাকে আমরা খুঁজছি, মিনিস্টার। সিআইএ'র গুপ্তঘাতক হিসেবে পরিচিত এই লোকটা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে যে আপনাকে হত্যা করতে চায় তা ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে আমাদের।"

"সেটা তো সাংঘাতিক ব্যাপার, *অ্যালেই!*"

ওদের ছায়ার নড়াচড়া দেখে বর্নের মনে হল মাইলিনও শক পেয়েছে।

"আমি এই লোককে চিনি না," বলল রবিনে, "সে আমার জীবন নিতে চাইবে কেন তাও জানি না। কিন্তু গুপ্তঘাতকদের মনের কথা কে জানে, অ্যাঁ?" কাঁধ ঝাঁকাল সে, ঘুরে মাইলিনের কাছ থেকে জ্যাকেট আর রেইনকোট নিল। "কিন্তু যাইহোক, যতদ্রুত সম্ভব প্যারিসে ফিরব আমি।"

"আমাদের প্রহরাতে," দৃঢ়ভাবে বলল স্যাভয়, "আমার গাড়িতে আমার সাথে যাবেন আপনি আর আমার সঙ্গী আপনার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে।" হাত বাড়াল সে। "যদি আপনি দয়া করে তা করতে দেন।"

"তোমার যা ইচ্ছা," নিজের গাড়ির চাবিটা দিলো রবিনে। "আমি এখন তোমার হাতে, ইন্সপেক্টর।"

তারপর ঘুরল সে। বাহুলগ্ন করল মাইলিনকে। আস্তে করে সরে গেল স্যাভয়, বলল হলওয়েতে রবিনের জন্য অপেক্ষা করবে সে।

"কারপার্কের দিকে নিয়ে চল জেসনকে," মাইলিনের কানে ফিসফিস করল রবিনে, "আমার অ্যাটাচিকেসটা নিয়ে চলো আর ওকে বিদায় দেয়ার আগে জিনিসগুলো নিও।" অ্যাটাচিকেসের কম্বিনেশন বলে দিলো সে, মাথা ওপর নিচ করল মাইলিন, শক্ত করে ওর মুখে চুমু খেয়ে বলল, "ঈশ্বর সহায় হোক, জ্যাক।"

এক মুহূর্তের জন্য সাড়া দিয়ে প্রসারিত হল রবিনের চোখ। তারপরই চলে গেল সে, আর মাইলিন লিভিংরুম ধরে এগোল দ্রুত। বর্নকে আস্তে করে ডাকল ও, বেরিয়ে এল বর্ন। "জ্যাক যে সুযোগটা দিয়েছে তার ফায়দা নিতে হবে আমাদেরকে," বলল মাইলিন।

BanglaBook.org

মাথা ওপর নিচে ঝাঁকাল বর্ন। *"দাকোর্দ।"*

রবিনেটেরে অ্যাটাচিকেসটা নিল মাইলিন। "আসো। তাড়াতাড়ি করতে হবে।"

সামনের দরজাটা খুলল সে, বাইরে উঁকি দিয়ে দেখল পথটা নিরাপদ আছে কি না, তারপর বর্নকে নিয়ে গেল আন্ডারগ্রাউন্ড কারপার্কে। লোহা-বাধাঁনো দরজাটা পেরিয়ে থামল ও। ওয়্যার রিইনফোর্সড কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে বর্নকে রিপোর্ট দিলো সে। "কারপার্কটা তো নিরাপদই মনে হচ্ছে কিন্তু সাবধান থাক, কিছু তো বলা যায় না।"

অ্যাটাচি কেসটা খুলল সে। একটা প্যাকেট বের করল। "যে টাকাটার জন্য অনুরোধ করেছিলে...সাথে তোমার আইডেন্টিটিকার্ড আর অর্ডারও আছে। তুমি হলে পিয়েরে মন্টফোর্ড। টপ সিক্রেট ডকুমেন্টের বাহক তুমি, বুদাপেস্টে গিয়ে রাষ্ট্রদূতের অধীনস্থ মিলিটারির হাতে তুলে দেবে ওগুলো।" স্থানীয় সময় আঠারোশো ঘণ্টার আগেই একগোছা চাবি বর্নের হাতে দিলো সে। "একটা মিলিটারি মোটরসাইকেল পার্ক করা আছে থার্ড র‍্যাঙ্কে, শেষেরটার আগে ডানদিকের জায়গাটাতে।"

দাঁড়িয়ে থেকে এক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল বর্ন আর মাইলিন। বর্ন আগে মুখ খুলল কিন্তু আগে কথা বলল মাইলিনই, "মনে রেখ, জেসন, অনুতাপ করার জন্য বড্ড ছোট এই জীবনটা।"

চলে এল বর্ন, পিঠ টানটান করে দরজা পেরিয়ে কংক্রিট ব্লক আর তেলের দাগ লাগা ম্যাকাডামের তৈরি ময়লা স্বল্পালোকিত জায়গাটায় ঢুকে পড়ল। কার র‍্যাঙ্কগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ডানে বা বামে কোনোদিকেই তাকাল না সে। তিন নম্বরটাতে গিয়ে ডানে ঘুরল। এক মুহূর্ত পরে মটরসাইকেলটা খুঁজে পেল ও। একটা রূপালি ভোক্সান ভিবি-১। বিশাল একটা ৯৯৬-কিউবিক ভি২ এঞ্জিন আছে এটার। ওটার পেছনে অ্যাটাচিকেসটা বেঁধে নিল বর্ন। যাতে কুয়ে দরসে'র লোকেরা স্পষ্টভাবে দেখতে পায় ওটা। ক্যারিপ্যাকে একটা হেলমেট পেল, টুপিটা গুঁজে রাখল প্যাকটার ভিতর। মটরসাইকেলটা নিয়ে হেটে হেটে পার্কিংস্পট থেকে বেরিয়ে এসে এঞ্জিন স্টার্ট দিলো। ওটায় চড়ে কারপার্ক থেকে বাইরের বৃষ্টিতে বেরিয়ে এলো।

BanglaBook.org

ইন্সপেক্টর স্যাভয়ের কাছ থেকে কলটা পাবার সময় নিজের ছেলে ইয়েভ্সের কথা ভাবছিল জাস্টিন বিরার্ড। ইদানীং মনে হচ্ছে ভিডিও গেমের মাধ্যমে ছাড়া অন্যভাবে ইয়েভসের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার উপায় নেই। যখন বিরার্ড প্রথমবারের মত গ্র্যান্ড থেফট অটোতে নিজের গাড়ি দিয়ে ইয়েভসের গাড়িকে হারিয়ে দিয়েছিল, এখন ইয়েভসও প্রথমবারের মত বিরার্ডকে দেখেছিল জীবন্ত এক মানুষ হিসেবে, যাকে এতদিন সে দেখতে বিরক্তিকর এক জিনিস হিসেবে, যে কিনা ওর খাবার রেঁধে দেয় আর কাপড়

ধুয়ে দেয়। তারপর থেকে বিরার্ডের অফিশিয়াল গাড়িতে চড়ে ঘোরার জন্য বায়না ধরেছে সে। এতদিন ধরে অবশ্য ওকে মানা করেছে বিরার্ড। কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই ভেতরে ভেতরে রাজি হচ্ছে সে। কারণ নিজের ভয়ডরহীন ড্রাইভিং নিয়ে গর্বিত বিরার্ড, আর সে প্রাণপণে চায় ইয়েভস ওকে নিয়ে গর্বিত হোক।

ইন্সপেক্টর স্যাভয়ের কাছ থেকে মন্ত্রীকে পাওয়ার খবর শুনে আর তাকে পাহারা দিয়ে প্যারিসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা শুনে সাথে সাথে কাজ শুরু করে দিয়েছে বিরার্ড। নিজের লোকদেরকে নজর রাখার ডিউটি থেকে সরিয়ে ভিআইপিট প্রটেকশন ফর্মেশনে সাজিয়েছে সে। এখন, পুলিশ ন্যাশিওনালের সদস্যদের দিকে তাকাল সে, এদিকে ইন্সপেক্টর স্যাভয় অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনের দরজা থেকে নিয়ে আসছে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রীকে। একই সাথে রাস্তাটাও চেক করল সে, পাগলা গুপ্তঘাতক জেসন বর্নের কোনো চিহ্ন দেখা যায় কিনা দেখল।

দারুণ আনন্দিত বিরার্ড। ইন্সপেক্টর স্যাভয় কি করে এই গোলকধাঁধার মধ্যে মন্ত্রীকে খুঁজে পেল সেটা ব্যাপার না, শেষতক ক্রেডিট পাবে বিরার্ডই। কারণ স্যাভয়কে এখানে নিয়ে এসেছে তো সে-ই। যখন তারা রবিনেকে নিরাপদে প্যারিসে ফেরত নিয়ে যাবে তখন সবকিছুর মূলে থাকবে সে।

পুলিশ সদস্যদের সতর্ক দৃষ্টিতে থাকা স্যাভয় আর রবিনে রাস্তা পার হল। পুলিশদের হাতে মেশিনপিস্তল রেডি। স্যাভয়ের গাড়ির দরজা খুলে রেখেছে বিরার্ড, তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে মন্ত্রীর গাড়ির চাবি দিলো স্যাভয়।

স্যাভয়ের গাড়ির ব্যাকসিটে ঢুকে বসার জন্য মাথা নিচু করল রবিনে, আর তখনই শক্তিশালী মোটর সাইকেল এঞ্জিনের গুরুগম্ভীর শব্দ শুনল বিরার্ড। শব্দটার প্রতিধ্বনি শুনে বোঝা যাচ্ছে, যে বিল্ডিংটার ভেতরে রবিনেকে পেয়েছে স্যাভয়, তার নিচের কারপার্ক থেকে আসছে। মাথা তুলল সে, ভোক্সার্ন ভিবি-১এর গর্জন শুনতে পাচ্ছে। একটা মিলিটারি যান ওটা।

এক মুহূর্ত পরে কারপার্ক থেকে কুরিয়ারটাকে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে আসতে দেখল সে। নিজের সেলফোনটা আঁকড়ে ধরল বিরার্ড। একটা মিলিটারি কুরিয়ার গওসেনভিলে করছেটা কি? নিজের অজান্তেই মন্ত্রীর গাড়িটার দিকে চলল সে। ফোনে নিজের কুয়ে দরসে অথরাইজেশন কোডটা চেঁচিয়ে বলল মিলিটারি লিয়াজোঁকে লাইন দিতে। গাড়িটার কাছে পৌঁছাল সে, দরজা খুলে হুইলের পেছনে বসল। 'কোড রেড' অ্যালার্ট জারি থাকায় প্রয়োজনীয় তথ্যটা পেতে দেরি হল না তার। বর্তমানে গওসেনভিলের কাছে কোনো জ্ঞাত মিলিটারি কুরিয়ার নেই।

গাড়ি চালু করল বিরার্ড, ঝটকা দিয়ে গিয়ার দিলো। ইন্সপেক্টর স্যাভয়ের চেঁচিয়ে করা প্রশ্ন হারিয়ে গেল পিউগিওর চাকার ঘষা খাবার শব্দে। গ্যাস প্যাডেলের ওপর একদম দাঁড়িয়ে পড়েছে সে, ভোক্সানটার খোঁজে তীব্র গতিতে ছুটল রাস্তা ধরে। ও

শুধু এটাই ধারনা করতে পারছে বর্ন ওদেরকে লক্ষ্য করছিল, তার জানা ছিল দ্রুত ভাগতে না পারলে ফাঁদে পড়ে যাবে।

যে জরুরি সিআইএ সার্কুলারটা বিরার্ড পড়েছিল তাতে উল্লেখ করা ছিল বর্ন অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে নিজের চেহারা আচার-আচরণ পরিবর্তন করে ছদ্মবেশ নিতে পারে। সে যদি ওই কুরিয়ার হয়ে থাকে–আর, ভেবে দেখল বিরার্ড, অন্য কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে? তাহলে তাকে ধরতে বা মারতে পারলে সেটা ওর ক্যারিয়ারে আনকোরা নতুন গতি এনে দেবে। ও কল্পনা করল মিনিস্টার নিজেই তার জীবন বাঁচানোর জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে ওর পক্ষে সুপারিশ করবেন, ওকে তার সিকিউরিটির হেড বানিয়ে দেবেন।

এর মাঝে অবশ্য ওই ভুয়া কুরিয়ারকে পাকড়াও করতে হবে বিরার্ডের। ভাগ্য ভাল ওর মন্ত্রীর গাড়িটা কোনো সাধারণ পিউগিও সেডান নয়। ইতিমধ্যেই ওর দেয়া নির্দেশের প্রতি শক্তিশালী এঞ্জিনটার সাড়া অনুভব করতে পারছে ও। কড়াভাবে একটা মোড় ঘুরল বিরার্ড, একটা ট্রাফিক লাইটের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে বেরিয়ে গেল, কর্কশভাবে ছুটে আসতে থাকা একটা ট্রাককে রং সাইড দিয়ে কাটিয়ে গেল। ওটার এয়ারহর্নের প্রচণ্ড শব্দকে উপেক্ষা করল ও। ভোক্সানটাকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে রাখার ওপরই ওর সব মনোযোগ এখন কেন্দ্রিভূত।

প্রথমে বর্নের বিশ্বাসই হচ্ছিল না এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে গেছে ও কিন্তু যখন পিউগিওটা ভয়ানকভাবে কাছিয়ে আসতে লাগল তখন ওকে বিশ্বাস করতে হল মস্ত গন্ডেগোল হয়ে গেছে কোথাও। ও দেখেছে কুয়ে দরসে রবিনেকে নিয়ে যাচ্ছে, ও জানে কুয়ে দরসেরই একজন গাড়িটা চালাচ্ছে, ওর ছদ্মবেশ এখন আর রক্ষা করতে পারবে না ওকে। এই লেজুড়টাকে স্থায়ীভাবে খসিয়ে ফেলা দরকার এখন। সামনে ঝুঁকল ও, গাড়িঘোড়ার জটলার ভিতর আর বাহির দিয়ে বাঁক খেয়ে কেটে চলে যাচ্ছে, গতি বাড়িয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে ধীর যানবাহনগুলোকে। খুব সাবধানে তীব্র গতিতে মোড়গুলো নিল ও, ওর জানা আছে একটু ভুল হলেই কাত হয়ে ছেঁচড়ে ছিটকে যাবে ভোক্সানটা। সাইড মিররে একবার তাকিয়ে নিশ্চিত হল পিউগিওটাকে হারিয়ে দিতে পারে নি ও। বরং আরো খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, ধীরে ধীরে ওটা যেনো আরো কাছে চলে আসছে।

BanglaBook.org

ভোক্সানটা যানবাহনের মধ্য দিয়ে কাটকাটি করা সত্ত্বেও, গাড়িটা নিয়ে সাবলীলভাবে নড়াচড়া করা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও দু'জনের মাঝের দূরত্ব কমিয়ে আনতে লাগল

বিরার্ড। মন্ত্রীদের গাড়িতে থাকা স্পেশাল লিভারটা চেপে দিয়েছে সে, যার ফলে সামনের আর পেছনের লাইটগুলো ফ্ল্যাশ করতে শুরু করেছে। সতর্ক গাড়ি চালকরা এই সিগন্যাল দেখে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। বিরার্ডের মাথায় ঘুরছে গ্যান্ড থেফট অটো'র জটিল আর রোমহর্ষক দৃশ্যগুলো। যে রাস্তাগুলো দিয়ে সে যাচ্ছে, যেভাবে গাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে তার সাথে অবিশ্বাস্য মিল রয়েছে গেমটার। ভোক্সানটাকে দৃষ্টির মধ্যে রাখতে একবার মুহূর্তের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হল ওকে : সাইডওয়াকে তুলে দিতে হল গাড়িটাকে। ছিটকে সরে গিয়ে রাস্তা করে দিলো পথচারীরা।

হঠাৎই এ-ওয়ান রোডটার এনট্রেন্স দেখতে পেল ও, বুঝে গেল বর্ন আসলে কোন্ দিকে যেতে চাচ্ছে। মোটরওয়েতে চলে যাবার আগেই ওকে ধরার সেরা সুযোগ বিরার্ডের। প্রবল মনযোগে ঠোঁট কামড়ে ধরল, পিউগিওর এঞ্জিন শেষ যতটুকু শক্তি দিতে পারে তা যেনো নিংড়ে বের করে নিয়ে দূরত্ব কমিয়ে ফেলতে চাইছে। আর মাত্র দুটো গাড়ি পরেই ভোক্সানটা। ডান দিকে বের হয়ে একটা গাড়িকে ওভারটেক করল সে, অন্যটাকে কাটিয়ে বের হয়ে গেল। ওটার ড্রাইভার ওর আগ্রাসী ড্রাইভিং দেখে অবাক হবার পাশাপাশি লাইটের চমকানিতেও ভরকে গেছে।

সুযোগ ছেড়ে দেবার বান্দা বিরার্ড নয়। এনট্রেন্সের কাছাকাছি চলে আসছে ওরা; হয় এক্ষুনি কিছু করতে হবে নয়তো কখনো নয়। সহজেই পিউগিওটাকে সাইডওয়াকে তুলে আনল সে, ওর ইচ্ছা এমনভাবে বর্নের দিকে এগোবে যাতে দৃষ্টি রাখতে হলে বর্নকে রাস্তা থেকে চোখ সরাতে হয়। যে স্পিডে ওরা দু'জনই যাচ্ছে, তাতে বিরার্ড জানে যে রাস্তা থকে চোখ তোলা বর্নের পক্ষে সম্ভব নয়। জানালার কাঁচ নামাল ও, অ্যাকসিলারেটর দাবিয়ে দিলো মেঝে পর্যন্ত, আর বৃষ্টি-বাদলের মধ্য দিয়ে লাফিয়ে এগোতে লাগল গাড়িটা।

"গতি কমাও!" চেঁচাল সে। "আমি কুয়ে দরসে। গতি কমাও, নইলে খারাপ কিছু ঘটবে।"

কুরিয়ারটা পাত্তা দিলো না ওকে। পিস্তল তুলল সে, তাক করল কুয়িারের মাথাতে। হাত একদম সোজা ওর, কনুই স্থির, পিস্তলের সাইট দিয়ে অনুসরণ করে বর্নের শরীরের যতটুকু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার সামনের দিকটাতেই লক্ষ্য স্থির রাখতে চাইল, ট্রগারের ওপর চাপ দিলো ও।

কিন্তু সেটা করতে না করইে কড়াভাবে বাঁদিকে ঘুরল ভোক্সানটা, পরের লেনটা দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকা একটা গাড়ির সামনে দিয়ে পিছলে বেরিয়ে গেল। সরু কংক্রিটের ডিভাইডারটা লাফিয়ে পার হয়ে উল্টোদিক থেকে এগিয়ে আসতে থাকা গাড়িগুলোর মধ্য দিয়ে এগোল।

"মাই গড!" শ্বাস ফেলল বিরার্ড। "ও তো রং সাইড ধরে যাচ্ছে।"

BanglaBook.org

পিউগিওটা ধরে তুমুল বেগে এগিয়ে যেতে থাকা সত্ত্বেও ও দেখতে পেল পিউগিওটা এ ওয়ান থেকে বের হতে থাকা গাড়িঘোড়ার মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে যাচ্ছে। কর্কশ শব্দ তুলছে টায়ার, অভিশাপ দিচ্ছে ড্রাইভাররা, হর্ন বাজাচ্ছে, আতিঙ্কত হয়ে মুঠো নাড়ছে। বিরার্ডের মনের একটা মাত্র অংশই দেখল এসব। বাকি অংশটা পিউগিওটাকে চালিয়ে নিয়ে চলল গাড়িগুলোর মধ্য দিয়ে, পুরো রস্তাটা ক্রস করে রং সাইডে অফ র‍্যাম্পে উঠল সে নিজেই।

যতক্ষণ সম্ভব র‍্যাম্পটা ধরে এগিয়ে গেল সে, তারপরই মুখোমুখি হল এগিয়ে আসতে থাকা যানবাহনের দেয়ালের। আবার বাইরে সরে এল সে, উল্টোদিক থেকে আসা গাড়িগুলোর মধ্য দিয়ে ভোক্সানটাকে তীব্র বেগে ছুটতে দেখল। বর্নের ড্রাইভিং অবিশ্বাস্য বটে কিন্তু কথা হচ্ছে এই কসরত আর কতক্ষণ দেখাতে পারবে সে?

একটা রূপালী সিলিন্ডারওয়ালা ট্যাঙ্কার ট্রাকের আড়ালে হারিয়ে গেল ভোক্সানটা। দম আটকে কাছের লেন ধরে এগিয়ে আসতে থাকা আঠার চাকার ট্রাকটাকে দেখতে লাগল বিরার্ড। ওয়ার ব্রেকের কর্কশ শব্দ শুনলো সে, তারপরই ট্রাকটার রেডিয়েটর গ্রিলের সাথে মুখোমুখি ধাক্কা খেল ভোক্সানটা, সাথে সাথে পরিণত হল তেলের আগুনের এক বিশাল গোলায়।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

জেসন বর্ন এটাকে বিশাল সুযোগ হিসেবেই দেখতে পেল। এগিয়ে আসতে থাকা যানবাহনের দুই লেনের মাঝ দিয়ে এগোচ্ছিল সে। ওর ডানে এক ট্যাঙ্কার ট্রাক; আর ওর বামে একটু সামনের দিকে একটা বিশাল আঠার-চাকার ট্রাক। সিদ্ধান্তটা সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই নিল ও, দ্বিতীয় কিছু ভাবার সময়ই ছিল না। নিজের শরীর ও মনকে কেন্দ্রীভূত করল সুযোগটা নিতে।

পা দুটো তুলল বর্ন, আর কিছুক্ষণের জন্য ভোক্সানটার ওপর শুধু বাম হাত দিয়েই ব্যালান্স করে আটকে থাকল। বাম দিকে এগিয়ে আসতে থাকা আঠার-চাকার ট্রাকটার দিকে ভোক্সানটা তাক করল এবার, তারপর ছেড়ে দিলো হ্যান্ডল বারটা। ডান হাতটা বাইরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে রেখেছিল। ট্যাঙ্কার ট্রাকের বাঁকানো সাইডটা দিয়ে উঠে যাওয়া ধাতব মইটা ডান হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে পারল, সাথে সাথে ওর শরীরটা ছিটকে উঠে এল বাইক ছেড়ে। বৃষ্টি ভেজা মইটা ওপর থেকে পিছলে যাচ্ছিল ওর হাত, বাতাসে একটা খড়কুটোর মত ভেসে যাওয়াটা ওর জন্য ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল বর্নের। যে কাঁধটা ও আহত করেছিল সেই প্লেনের কার্গো হোল্ড থেকে ঝুলে থাকতে সেই কাঁধটার ওপরই আবার চাপ পড়ছে। মইয়ের ধাপে দুটো হাতই দিলো ও, আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারল। মইটা ভালভাবে ধরার পর নিজের শরীরটা যখন ট্যাঙ্কারের সাথে চেপে ধরল তখনই ভোক্সানটা আছড়ে পড়ল আঠার-চাকার ট্রাকের রেডিয়েটরের ওপর।

কেঁপে উঠল ট্যাঙ্কারটা, আগুনের গোলার মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে বিস্ফোরণের শকে নড়ে উঠল। তারপরই অতীত হয়ে গেল ব্যাপারটা। ওরলি এয়ারপোর্টের দিকে চলল ট্যাঙ্কারটা, যেখানে অপেক্ষা করছে বর্নের মুক্তি।

BanglaBook.org

এজেন্সি'র খাড়া ঢাল বেয়ে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সেই এত দ্রুত আর সহজভাবে ডিডিসিআই হবার পিছনে বহু কারণ আছে মার্টিন লিনড্রসের। সে স্মার্ট, পড়ে এসেছে সঠিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর বিপদের সময়ও মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবার ক্ষমতা আছে তার। এছাড়াও, তার প্রায় নির্ভুল স্মৃতির সাহায্যে সিআইএ'র প্রশাসনিক দিকটা ঠিকভাবে পরিচালনা করার মধ্যে আলাদা সুবিধা পায় সে। নিঃসন্দেহে সব গুরুত্বপূর্ণ গুণই আছে তার মধ্যে যা আসলে একজন ডিডিসিআই হবার জন্য বাধ্যতামূলক। যাইহোক, ডিসিআই আসলে লিনড্রসকে নির্বাচিত করছেন আরো গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণে : লিনড্রসের বাবা নেই।

ডিসিআই মার্টিন লিনড্রসের বাবাকে ভালভাবে চিনতেন। রাশিয়া আর পশ্চিম ইউরোপে তিন বছর একসাথে কাজ করেছেন তারা সিনিয়র লিনড্রস একটা গাড়িবোমা হামলায় মারা যাবার আগপর্যন্ত। তখন মার্টিন লিনড্রসের বয়স ছিল বিশ, আর ওর ওপর তীব্র প্রভাব পড়েছিল। সিনিয়র লিনড্রসের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে তরুণ মার্টিনের ফ্যাকাশে আর শুকনো মুখ দেখে ডিসিআই বুঝেছিলেন, সে জগতের জালে মার্টিন লিনড্রসকেও জড়াতে চান তিনি।

তার দিকে এগিয়ে যাওয়াটা সোজা ছিল; কারণ অসহায় অবস্থায় পড়েছিল লিনড্রস। সাবধানে কাজ করেছেন ডিসিআই কারণ তার অনুভূতি বলছিল এই তরুণ বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে মুখিয়ে আছে। ডিসিআই দেখলেন তরুণ লিনড্রস ইয়েল থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে জর্জটাউনে এল। এতে দুটো কাজ হয়েছিল তার : সে ডিসিআই'র পথে চলে এসেছিল, আর ডিসিআই'র নির্বাচিত পথে চলতে যেসব ট্রেনিং তার লাগত তা নেবার সুযোগ করে দিয়েছিল। ডিসিআই নিজে লিনড্রসকে এজেন্সিতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তার ট্রেনিংয়ের প্রতিটি ধাপ নিজে দেখেছিলেন। আর যেহেতু তিনি মার্টিনকে নিজের সাথেই সংযুক্ত করতে চাইতেন, তাই মার্টিন যে প্রতিশোধটা আকুলভাবে চাচ্ছিল সেটার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি গাড়ি বোমা হামলার জন্য দায়ী সন্ত্রাসীর নাম ঠিকানা বাতলে দিয়ে।

ডিসিআই'র নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল লিনড্রস, অত্যন্ত শান্ত হাতে বুলেট ঢুকিয়ে দিয়েছিল সন্ত্রাসিটার দুই চোখের মাঝে। সে-ই কি আসলে গাড়ি বোমা হামলাটা ঘটিয়েছিল–ডিসিআই নিজেও নিশ্চিত হতে পারেন নি। কিন্তু তাতে তফাৎটা কি? সে একটা সন্ত্রাসী ছিল আর একসময় গাড়িবোমা বানিয়েছিল বটে। এখন মরে গেছে সে, দুনিয়া থেকে সাফ হয়ে গেছে আরেকজন সন্ত্রাসী, মার্টিন লিনড্রস শান্তিতে ঘুমোতে পারছে, তার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে তা জেনে।

"বর্ন কি করে আমাদেরকে বাঁশ মেরেছে দেখ," বললো লিনড্রস, "তোমার বহর দেখার পরপরই ডিসি মেট্রোকে কল করেছিল ও। তার জানা ছিল এই জেলাতে তোমার কোনো অফিশিয়াল অধিকার নেই, যদি না তুমি সিআইএ'র সাথে কাজ কর।"

"দুঃখের বিষয়, তোমার এ কথাটা সত্যি," ভার্জিনিয়া স্টেট পুলিশের ডিটেক্টিভ হ্যারিস নিজের টকম্যাশ হুইস্কিটা গিলতে গিলতে বলল। "কিন্তু এখন ফরাসি ব্যাঙেরা ওকে দেখে ফেলেছে। হয়তো আমাদের চাইতে ভাগ্য ভাল হবে ওদের। বর্নকে বাগে আনতে পারবে ওরা।"

"ওরা হল গিয়ে ব্যাঙ, যাই হোক।"

"সেটা হলেও, কিছু না কিছু তো করে ফেলতেও পারে ওরা, তাই না?"

পেনসিলভানিয়া এভিনিউতে ফ্রাগ বটম লাউঞ্জে বসে আছে হ্যারিস আর লিনড্রস। এই সময়টাতে বারটা ভরে আছে জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির ছাত্র

BanglaBook.org

ছাত্রিতে। এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে নাক ফুঁড়িয়ে বসানো রিং আর শর্ট স্কার্টের ভেতর ঠেসে ভরা নিতম্ব দেখেছে লিনড্রস, সবার বয়সই ওর চাইতে প্রায় বিশ বছর কম। সব মানুষের জীবনে একটা সময় আসে, ভাবল ও, যখন আয়নায় নিজের মুখ দেখে মানুষ বোঝে সে আর তরুণ নেই। একটা মেয়েও ওর দিকে দ্বিতীয়বার তাকাল না, যেনো তারা ওর অস্তিত্ব সম্পর্কেই জানে না।

"এমনটা কেন," বলল ও, "একটা মানুষ সারা জীবন যুবক থাকতে পারে না?"

হ্যারিস হেসে আরো ড্রিংকের অর্ডার দিলো।

"তোমার কাছে এটা মজার ব্যাপার?"

এর আগে, একে অন্যের প্রতি চেঁচামেচি করে সময় কাটিয়েছে ওরা দুজন, শীতল নীরবতা বজায় রেখেছে, একে অন্যের কথার কাটা কাটা জবাব দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওরা দু'জনেই বলেছে, ওরা ত্যাক্ত হয়ে গেছে, আর তারপর ড্রিংক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

"হ্যা, আমার মনে হয় এটা দারুণ মজার," বলল হ্যারিস, নতুন ড্রিংকের জন্য জায়গা বানাচ্ছে। "এখানে বসে বসে মেয়েদের তলপেটের দিকে তাকিয়ে আছ তুমি, ভাবছো তোমার জীবনটা পেরিয়ে গেছে। এটা মেয়েদের কোনো ব্যাপার না, মার্টিন, যদিও সত্য বলতে কি শোয়াশুয়ির সুযোগ পেলে কখনো ছাড়ি নাই।"

"আচ্ছা, সব জান্তা সমশের, তাহলে ব্যাপারটা কি?"

"আমরা হেরে গেছি, এটাই সত্য। আমরা ওর সাথে খেলতে নেমেছিলাম আর ও আমাদের পিছন দিকে বাঁশ মেরে পালিয়ে গেছে। সেটা করার পেছনে ওর যে উপযুক্ত কারণ ছিল না তা নয়।"

আরেকটু সোজা হয়ে বসল লিনড্রস, আর এই নড়াচড়ার ফলে মাথাটা সামান্য ঘুরে উঠল ওর। মাথার পাশে একটা হাত রাখল ও। "তোমার কথার মানে কি? অ্যা?"

মুখে হুইস্কি নিয়ে কুলি করার অভ্যাস আছে হ্যারিসের, যেনো ওটা হুইস্কি নয়, মাউথওয়াশ। ঢোক গেলার সময় ওঠানামা করল ওর গলা। "আমার মনে হয় না জেসন বর্ন ককলিন আর পানোভকে মেরেছে।"

গুঙিয়ে উঠল লিনড্রস। "হায় ঈশ্বর, হ্যারি, আবার ঐ কথা তুলো না।"

"বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলব। আমি যা জানতে চাই তা হচ্ছে, তুমি ওই কথা শুনতে চাচ্ছ না কেন?"

মাথা তুলল লিনড্রস। "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন বল, কেন তোমার মনে হয় জেসন বর্ন নির্দোষ।"

"বলতে হবে কেন?"

"আমি জিজ্ঞেস করছি তোমাকে, তাই।"

হ্যারিসকে দেখে মনে হল ভাবছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের ওয়ালেট বের করল

BanglaBook.org

সে, একটা কাগজের স্লিপ বের করে ওটার ভাঁজ খুলে টেবিলে রাখল। "এই পার্কিং টিকেটের কারণে।"

স্লিপটা তুলল লিনড্রস, পড়ল। "একজন ড. ফেলিক্স শিফারের জন্য বানানো এই টিকেটটা।" বিভ্রান্ত হয়ে মাথা নাড়লো সে।

"ফেলিক্স শিফার আইন সম্পর্কে অজ্ঞ একটা হাঁদা," হ্যারিস বলল। "ওর সম্বন্ধে কিছু জানার কথা ছিল না আমার কিন্তু এই মাসে আমরা আইন অজ্ঞলোকদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করছিলাম আর আমার একজন লোক শিফারকে অনুসরণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়।" টিকেটটায় চাপড় মারল সে।

"কিছু ঘাম ঝরাতে হয়েছে কিন্তু শেষতক আমি বুঝতে পেরেছি কেন আমার লোক ওকে খুঁজে পাচ্ছিল না। দেখা গেল শিফারের সব চিঠিপত্র অ্যালেক্স ককলিনের কাছে যাচ্ছে।"

মাথা নাড়ল লিনড্রস। "তো?"

"তো, যখন আমি ডক্টর শিফারের ব্যাপারে ডাটাবেজ চেক করতে গেলাম, প্রতিবারই ব্যাপারটা হল অনেকটা দেয়ালের গায়ে দৌড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ার মত।"

লিনড্রস টের পেল ওর মাথা পরিস্কার হতে শুরু করেছে। "কি রকম দেয়াল?"

"যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বানানো দেয়াল।" এক ঢোকে নিজের হুইস্কি গিলল হ্যারিস। "এই ডক্টর শিফারকে যেনো মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হয়েছে। আমি জানি না ককলিন কি করতে চাইছিল কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি শিফারকে এমনভাবে লুকানো হয়েছিল যে ওর নিজের লোকজনেরও সাধ্য ছিল না ওকে খুঁজে বের করার।" মাথা নাড়ল সে। "কোনো পাগলা এজেন্ট ওকে মারে নি, মার্টিন। জীবন বাজি রেখে বলতে পারি এটা।"

হিউম্যানিস্টাস লিমিটেডের প্রাইভেট এলিভেটর দিয়ে ওঠার সময় স্টিফেন স্পালকোর মেজাজ যথাসম্ভব ভাল ছিল। খানের সাথে বাঁধা সামান্য গোলমাল ছাড়া সবকিছু লাইনমতই চলছিল। চেচেনরা ওর দলে; ওরা চালাক, নির্ভয়, নিজেদের স্বার্থে জান দিতে প্রস্তুত। যেমন আরসেনভের বেলায়, আর কিছু যদি নাও হয় সে একজন নিবেদিতপ্রাণ সুশৃঙ্খল নেতা। এজন্যেই খালিদ মুরাতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য ওকে বেছে নিয়েছিল স্পালকো। মুরাত স্পালকোকে অতটা বিশ্বাস করত না; ধোঁকা থেকে বাঁচতে সদা সতর্ক ছিল সে। কিন্তু এখন মুরাত শেষ। স্পালকোর কোনো সন্দেহ নেই, সে যেসবের কল্পনা করেছে সেসবই করবে চেচেনরা। অন্যদিকে আবার, ঘৃণ্য আলেকজান্ডার ককলিন মরে গেছে আর সিআইএ দোষ দিয়েছে জেসন বর্নকে। এক ঢিলে দুই পাখি। তবুও, অস্ত্রটা আর ফেলিক্স শিফারের ব্যাপারে মুখ্য বিষয়টা রয়েই যাচ্ছে। যা এখনো করা বাকি, তার প্রবল চাপ নিজের

BanglaBook.org

ওপর অনুভব করল সে। ও জানে সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত; এখনো অনেক কিছু শেষ করা বাকি। বিল্ডিংয়ের মাজামাঝি একটা তলায় নামল সে, এটাতে শুধু ঢোকা যায় ওর কাছে থাকা একটা ম্যাগনেটিক চাবি দিয়েই। নিজের সূর্যালোকিত কোয়ার্টারে ঢুকল সে। জানালার সারির কাছে চলে গেল যেগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছে দানিউব, ঘন সবুজ মার্গারেট আইল্যান্ড, আরো পেছনে শহরটা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাউজ অব পার্লামেন্টের দিকে তাকিয়ে রইল সে। যখন অকল্পনীয় ক্ষমতা তার হাতে আসবে সে সময়টার কথা ভাবল। সূর্যালোক পিছলে যাচ্ছে দালানটার সুদৃশ্য সম্মুখভাগ আর মোচাকৃতির গম্বুজের চূড়ার ওপর। ভেতরে ক্ষমতাধর মানুষেরা প্রতিদিন আসে, অনর্থক বক বক করে। বুক ভরে বাতাস টানল স্পালকো। সে জানে পৃথিবীর আসল ক্ষমতাটা আছে কোথায়। হাত বাড়াল সে, মুঠো পাকাল। শীঘ্রই ওরা সবাই জানতে পারবে হোয়াইট হাউজে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট, ক্রেমলিনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট, সুদৃশ্য অ্যারাবিক প্রাসাদে শেখেরা, সবাই। আতঙ্কের আসল রূপ যে কি, ওরা সবাই শীঘ্রই জানতে পারবে।

নগ্ন হয়ে হেটে হেটে বিশাল বাথরুমটায় ঢুকল সে। যেটার টাইল্সগুলো লাপিস লাজুলি'র রঙের। আটটা ফোয়ারার পানিতে একটা শাওয়ার নিল, ঘষতে ঘষতে লাল করে ফেলল চামড়া। বিশাল পুরু সাদা টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে নিজেকে শুকিয়ে ফেলল সে, জিন্স আর ডেনিম শার্ট গায়ে চড়াল।

চকচকে স্টেইনলেস স্টিলের ওয়েট বারটাতে গিয়ে এক কাপ তাজা কফি নিল সে অটোমেটিক মেকারটা থেকে। ক্রিম আর সুগার যোগ করল, নিচের হাফ-ফ্রিজটা থেকে একদলা হুইপ্ড ক্রিম তারপর কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফিতে চুমুক দিলো সে, নিজের মনের ফোকাস সরিয়ে নিল ইচ্ছাকৃতভাবেই, নিজের অপেক্ষাটাকে বাড়তে দিলো। আজকে করার মত কত দারুণ জিনিস আছে।

কফির কাপটা নামিয়ে রেখে একটা কসাইয়ের অ্যাপ্রন পরে নিল এবার। নিজের চকচকে জুতো রেখে এক জোড়া সবুজ রবারের গার্ডেন বুট পরে নিল।

সুস্বাদু কফিতে চুমুক দিয়ে কাঠের প্যানেল করা একটা দেয়ালের কাছে গেল সে। একটামাত্র ড্রয়ারওয়ালা ছোট টেবিল আছে ওখানে। ড্রয়ারটা খুলল। ভেতরে লেটেক্স গ্লাভসের একটা বাক্স আছে। গুণগুণ করতে করতে এক জোড়া গ্লাভস বের করে পরে নিল। তারপর একটা বোতাম চাপতেই কাঠের প্যানেল দুটো দুপাশে সরে গেল। ইচ্ছাকৃতভাবে অসুন্দর করা একটা রুমে পা দিলো সে। দেয়ালগুলো কালো কংক্রিটের, মেঝেটা সাদা টাইল্সের, মাঝখানটা নিচু আর সেখানেই বিরাট ড্রেনটা বসানো। একটা দেয়ালে লাগানো আছে রিল করা হোসপাইপ। ছাদটা ভালভাবে শব্দনিরোধক করে বানানো। দুটো মাত্র ফার্নিচার আছে ঘরটাতে, রক্তের কালচে দাগ আর কাটাকুটিওয়ালা একটা কাঠের টেবিল আর একটা ডেন্টিস্টের চেয়ার, যেটাতে স্পালকোর মর্জিমত সংস্কার করা হয়েছে। চেয়ারটার পাশে একটা তিন চাকার কার্ট।

BanglaBook.org

ওটার ওপর রাখা আছে ধারালো ধাতব কিছু যন্ত্রপাতি, তীক্ষ্ণ কোণা, বাঁকানো ছক আর পেঁচানো ফলাবিশিষ্ট।

চেয়ারটাতে পড়ে আছে লাসজলো মোলনার। তার কব্জি আর গোড়ালী ইস্পাতের কাফ দিয়ে বাঁধা। গায়ে কিচ্ছু নেই। জন্মদিনের পোশাক পরেছে যেনো। মোলনারের মুখ আর সারা শরীরে অজস্র কাটা, আঁচড় আর ফোলার চিহ্ন। বসে গেছে তার চোখ, চোখের কোণে নির্যাতন আর হতাশার কালো পোঁচ।

পেশাদার ডাক্তারের মত ভঙ্গিতে রুমটায় ঢুকল স্পালকো। "প্রিয় লাসজলো, বলতে বাধ্য হচ্ছি, অত্যন্ত খারাপ দেখাচ্ছে তোমাকে।" ও এত কাছে গিয়ে দাঁড়াল যাতে মোলনারের নাক কফির গন্ধ পেয়ে ফুলে ওঠে। "এটাই আশা করা হয়েছিল অবশ্য। তাই না? বেশ বাজে একটা রাত কেটেছে তোমার। অপেরায় আসার জন্য বের হবার সময় এসবের ধারণাই ছিল না তোমার, অ্যা? কিন্তু চিন্তা কোরো না, মজা শেষ হয় নি এখনও।" কফির কাপটা মোলনারের কনুইয়ের কাছে রাখল সে, তুলে নিল একটা ধাতব ইন্সট্রুমেন্ট। "এটা ঠিক আছে, আমার মনে হয়।"

"কি...কি করতে চাচ্ছ তুমি?" কাগজের মত চিকন, ভাঙা গলায় প্রশ্ন করল মোলনার।

"ডক্টর শিফার কই?" আলাপী গলায় প্রশ্ন করল স্পালকো।

এদিক ওদিক মাথা ঝাঁকালো মোলনার, খটাশ করে বন্ধ করল চোয়াল, যেনো নিশ্চয়তা দিলো একটা শব্দও তার মুখ থেকে বের হবে না।

ইন্সট্রুমেন্টটার তীক্ষ্ণ দিকটা আঙুল দিয়ে পরখ করল স্পালকো। "সত্যি বলছি। আমি জানি না তুমি দ্বিধা করছ কেন, লাসজলো। অস্ত্রটা আমার হাতেই আছে, যদিও ডক্টর শিফার গায়েব–"

"তোর চোখের সামনে থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে," ফিসফিস করল মোলনার।

স্পালকো হাসিমুখে ইন্সট্রুমেন্টটা বন্দীর ওপর প্রয়োগ করল, আর খানিকক্ষণের জন্য চেঁচিয়ে উঠতে বাধ্য হল মোলনার।

কিছুক্ষণের জন্য পিছিয়ে দাঁড়িয়ে কফি কাপটা ঠোঁটে তুলল সে, গিলল। "এতক্ষণে নিশ্চয় তুমি বুঝে গেছ, এই রুমটা সাউন্ডপ্রুফ। কেউ শুনবে না তোমার চেঁচানি–কেউ বাঁচাতে আসবে না তোমাকে, ভাডাস তো নয়ই, সে এমনকি জানেও না তুমি গায়েব।"

আরেকটা ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে সেটা মোলনারের মধ্যে সেঁধিয়ে দিলো সে। "সুতরাং দেখতেই পাচ্ছ কোনো আশা নেই," বলল সে। "যতক্ষণ না তুমি সেটা বলছ যা আমি জানতে চাইছি। যা দেখা যাচ্ছে, লাসজলো, এখন আমিই তোমার একমাত্র বন্ধু; আমিই একমাত্র তোমাকে বাঁচাতে পারি।" মোলনারের থুতনি ধরে তার রক্তাক্ত কপালে চুমু খেল সে। "আমিই একমাত্র তোমাকে ভালোবাসি।"

চোখ বন্ধ করে আবার মাথা নাড়ল মোলনার।

BanglaBook.org

সরাসরি মোলনারের চোখে তাকাল স্পালকো। "আমি তোমাকে ব্যথা দিতে চাই না, লাসজলো। তুমি তো জান, তাই না?" তার গলার স্বরটা মার্জিত, কাজকর্মগুলোর মত নয়। "কিন্তু তোমার দম্ভ আমার সমস্যা করছে।" মোলনারের ওপর কাজ চালিয়ে গেল সে। "আমি জানি না, যে পরিস্থিতিতে তুমি পড়েছ তার আসল রূপটা তুমি বুঝতে পারছ কিনা। তোমার এই ব্যথার কারণ ভাডাস। এই বিপদে তোমাকে টেনেও এনেছে ভাডাস। ককলিনও দায়ি বটে। আমার ভাবা উচিত নয় কিন্তু ককলিন তো মরে গেছে।"

মুখ হা করে প্রচণ্ডভাবে চেঁচিয়ে উঠল মোলনার। ওর মুখে যেসব জায়গা থেকে ধীরেসুস্থে দাঁতগুলো টেনে তোলা হয়েছে সেসব জায়গায় কালো ফাঁক দেখা যাচ্ছে।

"আমি তোমাকে নিশ্চিত কারতে চাই, আমি আমার কাজ অবিরতভাবে চালিয়ে যাব," গভীর মনোযোগের সাথে বলল স্পালকো। এই অবস্থায়, এটা বোঝা উচিত মোলনারের যদিও তাকে ব্যথা দেওয়াই হচ্ছে। "আমি স্রেফ তোমার একগুঁয়েমিরই সৃষ্টি হাতিয়ার। ভাডাসকে মূল্য দিতেই হবে, বুঝতে পারছো না?"

এক মুহূর্তের জন্য থামল স্পালকো। ওর গ্লাভস রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে, আর এমনভাবে শ্বাস নিচ্ছে যেনো এইমাত্র সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠেছে সে। জেরা করায় যত মজাই থাকুক এটা সহজ কাজ নয়। কোঁ কোঁ করতে শুরু করল মোলনার। প্রার্থনা করছে আসলে।

"কি লাভ, লাসজলো? যে ঈশ্বরের কাছে তুমি প্রার্থনা করছ তার অস্তিত্বই নেই, আর সেজন্য তোমাকে রক্ষা করতে বা সাহায্য করতে পারবে না। রাশিয়ানরা যেমনটা বলে, 'প্রে টু গড, রো টু শোর।' " কমরেডরা নিজেদের মাঝে যে আত্মবিশ্বাস ভাগাভাগি করে নেয় তারই প্রতিফলন দেখা গেল স্পালকোর মুচকি হাসিতে। "আর রাশিয়ানরা তো ব্যাপারটা জানবেই, তাই না? জানারই কথা। রক্তে লেখা তাদের ইতিহাস। প্রথমে ছিল জারেরা আর তারপর কম্যুনিস্টরা। যেনো ওদের পার্টি স্বৈরশাসকদের চেয়ে ভাল কিছু ছিল।

"আম বলছি, লাসজলো, রাশিয়ানরা হয়ত রাজনীতিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে ওদের সঠিক ধারণা আছে সব ধর্ম হচ্ছে ভুয়া, ভীতু, হাঁদা, দুর্বল মনের লোকদের বিভ্রম এটা, যারা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা রাখে না, স্রেফ গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় সেটাই যে তাদের কতল হবার কারণ হয়, তা ভেবেও দেখে না।" দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল স্পালকো। "না, না, ক্ষমতাই হল আসল বাস্তবতা, লাসজলো। টাকা আর ক্ষমতা। এ দুটোই হচ্ছে ব্যাপার, আর কিছু না।"

এই বক্তৃতার সময় খানিকটা বিশ্রাম নিয়েছে মোলনার। স্পালকোর প্যাঁচালের উদ্দেশ্য ছিল আসলে কথার সুর আর ভনিতা দিয়ে মোলনারের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করা। এখন অবশ্য স্পালকো আবার শুরু করায় নগ্ন আতঙ্কে বিস্ফোরিত হল

BanglaBook.org

মোলনারের চোখজোড়া। "শুধু তুমিই নিজেকে সাহায্য করতে পার, লাসজলো। আমি যা জানতে চাই তা বল। ভাডাস কোথায় লুকিয়েছে ফেলিক্স শিফারকে, তা জানাও।"

"থামো!" খাবি খেতে খেতে বলল মোলনার। "প্লিজ থামো।"

"আমি থামতে পারি না, লাসজলো। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তুমি বুঝে গেছ সেটা। এখন পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে তুমিই আছ।" যেনো ব্যাপারটায় গুরুত্ব আরোপ করতেই হাতের যন্ত্রটা আবার প্রয়োগ করল স্পালকো। "শুধু তুমিই আমাকে থামাতে পার।"

একটা দ্বিধার ভাব এল মোলনারের চেহারায়। এমনভাবে চারদিকে তাকাল যে কেবলমাত্র বুঝতে পেরেছে আসলে কি করা হচ্ছে তার ওপর। বুঝতে পারল স্পালকো। সফল জেরার ক্ষেত্রে শেষের দিকে বেশিরভাগ সময় এমনটাই হয়। এই দ্বিধাতে ধীরে ধীরে আসে না বন্দী বরং যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব সব সহ্য কর নিজেকে আটকে রাখে মানুষের মন শুধু অতটাই করার সামর্থ্য রাখে। অনেকটা, বলা যায়, টেনে ধরা রাবার ব্যান্ডের মত অবস্থা। শেষ সীমায় পৌছার পর ছিঁড়ে গিয়ে ছিটকে পেছনে সরে যায়। মানুষের ক্ষেত্রে একটা নতুন বাস্তবতায় পৌছায় তারা, বাস্তবতায় সুনিপুণভাবে তাকে নিয়ে গেছে জেরাকারী।

"আমি জানি না–"

"বল," মখমলের মত গলায় বলল স্পালকো, তার গ্লাভস পরা হাত আছড়ে পড়ল বন্দীর ভুরুতে। "বল, বললেই শেষ হয়ে যাবে এটা, দুঃস্বপ্ন থেকে জাগার মত।"

মোলনারের চোখ দুটো উপর দিকে ঘুরে গেল। "সত্যি বলছ?" ছোট শিশুর মত জিজ্ঞেস করল সে।

"আমার ওপর ভরসা রাখ, লাসজলো। আমি তোমার বন্ধু। তুমি যা চাও তা আমিও চাই। তোমার কষ্টের শেষ চাই আমি।"

মোলনার এখন কাঁদছে। বড় বড় পানির ফোঁটা গড়িয়ে নামছে তার চোখ থেকে। গাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে নামতে ময়লাটে আর গোলাপী হয়ে যাচ্ছে ওগুলো। আর তারপর ফোঁপাতে লাগল সে, যেটা শেষবার করেছিল ছোট শিশু থাকা অবস্থায়।

কিছু বলল না স্পালকো। সে জানে গুরুত্বপূর্ণ একটা পর্যায়ে আছে তারা। হয় সব হবে না হয় কিচ্ছু হবে না মোলনার হয় সেই ধাপে পা দেবে যে ধাপ পর্যন্ত সাবধানে স্পালকো তাকে নিয়ে এসেছে, না হয় জোর করে ডুবে যাবে ব্যথার মাঝে, কিচ্ছু বলবে না।

জেরার ফলে যে আবেগের ঝড় বয়ে গেছে মোলনারের ওপর দিয়ে তার প্রভাবে থর থর করে কেঁপে উঠল তার দেহ। এক সময় মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে দিলো সে। তার মুখটা ধূসর আর চরমভাবে বসে গেছে; অশ্রুতে চকচকে চোখ দু'টোও যেনো আরো অনেকটা ঢুকে গেছে কোটরের ভিতর। আন্ডারগ্রাউন্ডে স্পালকোর

BanglaBook.org

লোকেরা যেনো চকচকে গালওয়ালা, সামান্য মাতাল অপেরা ভক্ত লোকটাকে অজ্ঞান করেছিল তার চিহ্নই নেই। পাল্টে গেছে। নিঃশেষ হয়ে গেছে চরমভাবে।

"ঈশ্বর ক্ষমা করো," ভাঙা গলায় ফিসফিস করল সে। "ড. শিফার ক্রিটে আছে।" বিড়বিড় করে একটা ঠিকানা বলল এরপর।

"এইতো ভাল ছেলে," নরমভাবে বলল স্পালকো। এখন পাজলের শেষ টুকরোটাও জায়গামত বসেছে আজ রাতে। ও আর ওর লোকেরা ফেলিক্স শিফারকে নিয়ে আসার কাজ সম্পন্ন করবে। শিফারের পেট থেকে তথ্য বের করে ওস্কজুলিড হোটেলে হামলার প্রস্তুতি শেষ করবে।

ইন্সট্রুমেন্টটা হাত থেকে রেখে দিলো স্পালকো। সেই সাথে জান্তব একটা শব্দ করল মোলনার। ওর রক্তাক্ত চোখগুলো উল্টে গেল। আবার ফোঁপানি শুরু করতে যাচ্ছে সে।

ধীরে ধীরে মোলনারের ঠোঁট কফির কাপটা ধরল স্পালকো। মোলনার কাঁপতে কাঁপতে গরম মিষ্টি কফিটা গিলতে দেখল সে অনাগ্রহের সাথে। "অবশেষে পরিত্রাণ," কথাটা সে মোলনারের উদ্দেশ্যে বলল না নিজের উদ্দেশ্যে বলল সেটা একটা প্রশ্ন বটে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

রাতের বেলা বুদাপেস্টের পার্লামেন্ট ভবনকে দেখে মনে হয় ঠিক যেনো প্রাচীনকালের কোনো আক্রমণকারী যাযাবর দলের বিরুদ্ধে খাড়া করা বিশাল ম্যাগায়ার ঢালের মত। সাধারণ ট্যুরিস্টরা এর বিশালত্ব আর সৌন্দর্য অভিভূত হয়ে পড়ে, তাদের কাছে এটা মনে হয় কঠিন, কালোত্তীর্ণ, অক্ষয়। কিন্তু ওয়াশিংটন ডিসি আর প্যারিসে নানা হাঙ্গামা করে পালিয়ে এসে কেবলমাত্র এখানে পা দেয়া জেসন বর্নের কাছে পার্লামেন্ট ভবনটা বাচ্চাদের বই থেকে সরাসরি উঠে আসা রূপকথার শহর ছাড়া আর কিছুই মনে হল না। অপার্থিব সাদা পাথর আর ফ্যাকাশে তামার তৈরি ভবনটা যে কোনো মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে পারে বলে মনে হল ওর।

মসজকভা টির-এর কাছে ম্যামাট শপিংমলে ট্যাক্সিটা যখন ওকে নামিয়ে দিলো তখন বিষণ্ন মুডে ছিল ও। এখানে নিজের জন্য নতুন কাপড় কিনতে চায়। এই দেশে পিয়েরে মন্টফোর্ড নামে ঢুকেছে বর্ন, একজন ফ্রেঞ্চ কুরিয়ার হিসেবে, আর তাই হাঙ্গেরিয়ান ইমিগ্রেশন ওকে কেবল নামমাত্র পরীক্ষা করেছে। কিন্তু হোটেলে গিয়ে অ্যালেক্স ককলিন হিসেবে আবির্ভূত হবার আগে জ্যাকের দেয়া এই ইউনিফর্মের হাত থেকে মুক্ত হতে চায়।

এক জোড়া কর্ড, একটা সি-আইল্যান্ড সুতি শার্ট আর টার্টলনেক সোয়েটার, পাতলা সোলের কালো বুট এবং কালো চামড়ার বম্বার জ্যাকেট কিনল ও। দোকানপাট আর কেনাকাটা করতে আসা মানুষজনের মধ্যে দিয়ে হেটে বেড়াল। অন্যদের প্রাণচাঞ্চল্য যেনো ছুঁয়ে গেল ওকে, কয়েক দিনের মধ্যে এই প্রথমবার মুক্ত পৃথিবীর অংশ হবার অনুভূতি পেল বর্ন। বুঝল ওর মনের এমন হালকা হয়ে যাবার কারণ হচ্ছে, খানবিষয়ক বিভ্রান্তির সমাধান করতে পেরেছে ও। অশ্যই জোশুয়া নয় সে; আসলে সে একজন ধূর্ত অপরাধী। অজানা কেউ একজন হয় খান নিজে না হয় তাকে নিয়োগকারী ব্যক্তি বর্নকে পেয়ে বসতে চায়, তাকে এমনভাবে নাড়া দিতে চায় যাতে ওর মনোযোগ নড়ে যায়, অ্যালেক্স ককলিন আর মো. পানোভের খুনের কথা ভুলে যায়। ওরা বর্নকে মারতে না পারলেও, ওর মরে ভূত হয়া ছেলের পেছনে অন্ধের মত দৌড়াতে বাধ্য করতে পারে। জোশুয়া যে বর্নের জীবনে এক অমীমাংসিত প্রশ্ন, তা কি করে খান বা তার নিয়োগকারী জানল তা একটা ব্যাপার বটে। তবুও শকটাকে কমিয়ে এনে এখন সেটাকে একটা যৌক্তিক সমস্যায় সীমাবদ্ধ করেছে বর্ন। ওর অত্যন্ত যুক্তিবাদী মন ওই সমস্যাটাকে মগজের অন্য অংশে ঠেলে দিতে পেরেছে, যাতে এখন একটা আক্রমণের প্ল্যান মনে মনে গড়তে পারে।

BanglaBook.org

এমন কিছু তথ্য বর্নের দরকার যা কেবল খানই বলতে পারে। খানের পাশার দান উল্টে দিতে হবে ওকে, খানকে টেনে আনতে হবে ফাঁদে। এর প্রথম পদক্ষেপটা হবে ওর অবস্থানটা খান যেনো জানে তা নিশ্চিত করা। ওর কোনো সন্দেহ নেই যে, রাশ সার্ভিস ফ্লাইটের গন্তব্য জেনে নিয়ে খান এতক্ষণে প্যারিসে গিয়ে হাজির হয়েছে। কে জানে, এ-ওয়ান রোডে বর্নের মৃত্যু সম্পর্কেও হয়তো এতক্ষণে জেনে গেছে খান। তার সম্পর্কে যা জেনেছে বর্ন, তাতে আসলে ও বুঝেছে ওর মতই ঝানু বহুরূপী খান নিজেও। যদি তার জায়গায় বর্ন হত, তাহলে সবার আগে যেখানে ও তথ্যের সন্ধান করতো তা হল কুয়ে দরসে।

বিশ মিনিট পর মল কমপ্লেক্স থেকে হেটে বেরিয়ে এল বর্ন। কেবলমাত্র প্যাসেঞ্জার ছাড়ছে এমন একটা ট্যাক্সিতে চড়ল ও, আর খানিক বাদেই নিজেকে আবিষ্কার করল মার্গারেট আইল্যান্ডের সুদৃশ্য দানিউবিয়াস গ্র্যান্ড হোটেলের পাথরের পোর্টিকোর সামনে। ইউনিফর্ম পরা এক ডোরম্যান ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল ভেতরে।

বর্নের মনে হচ্ছে যেনো সপ্তাহখানেক থেকে ঘুমায় নি, চকচকে মার্বেলের প্রবেশপথটা পেরিয়ে এগিয়ে গেল। ফ্রন্ট ডেস্কের ক্লার্কের কাছে নিজেকে আলেকজান্ডার ককলিন বলে পরিচয় দিলো সে।

"ওহ, মিঃ ককলিন, আপনাকে আশা করা হচ্ছিল। দয়া করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন কি?"

অফিসের ভেতরের দিকে গায়েব হয়ে গেল লোকটা, আর খানিকবাদে সেখান থেকে বেরিয়ে এল হোটেলের ম্যানেজার।

"ওয়েলকাম, ওয়েলকাম! আমি মিঃ হ্যাজাস, আপনার সেবায় নিবেদিত।" এই ভদ্রলোক খাটো চৌকো, শ্যামলা রঙের। সরু গোঁফ আছে তার, মাথার চুল একপাশ দিয়ে আঁচড়ানো। শুকনো আর উষ্ণ একটা হাত বাড়াল সে। "মিঃ ককলিন, সাচ অ্যা প্লেজার," বিশেষ ভঙ্গিতে বলল সে। "আমার সঙ্গে আসবেন কি দয়া করে?"

নিজের অফিসে নিয়ে গেল সে বর্নকে। ওখানে একটা সেফ খুলে প্রায় একটা জুতার বাক্সের সমান প্যাকেজ বের করল। ওটাতে বর্নকে সাইন করিয়ে নিল সে। র‍্যাপিংটাতে ছাপানো আছে আলেকজান্ডার ককলিন। হোল্ড ফর পিকআপ। কোনো ডাকটিকেট লাগানো নেই।

"হাতে করে ডেলিভারি করা হয়েছিল প্যাকেজটা," বর্নের প্রশ্নের জাবাবে বলল সে।

"কে করেছিলো?" জিজ্ঞেস করল বর্ন।

হাত দুটো ছড়িয়ে দিলো মিঃ হ্যাজাস। "দুঃখের সঙ্গে বলছি, আমার জানা নেই।

আকস্মিকভাবে তীব্র ক্রোধ অনুভব করল বর্ন। "জানেন না মানে? কি বলতে

BanglaBook.org

চান? ডেলিভারি করা প্যাকেজের রেকর্ড নিশ্চয়ই রাখে হোটেল।"

"ওহ্, অবশ্যই, মিঃ ককলিন। অন্য সবকিছুর মত এ বিষয়েও যত্নবান আমরা, এই বিশেষ কেসে আমি জানি না কেন কোনো প্রকার রেকর্ডই দেখা যাচ্ছে না।" অশান্বিতভাবে হাসল সে, যদিও আবার কাঁধ ঝাঁকাল হতাশায়। তিন দিন ধরে বিরামহীনভাবে জীবনের জন্য লড়াই করে, একের পর এক ধাক্কা হজম করে বর্ন টের পেল আর কোনো ধৈর্য অবশিষ্ট নেই ওর মাঝে। লাথি মেরে দরজাটা বন্ধ করে হ্যাজাসের কড়া মাড় দেয়া শার্টের সামনের দিকটা ধরে শূন্যে তুলে ফেলল ও। এমন জোরে তাকে দেয়ালের গায়ে আছড়ে ফেলল যে হোটেল ম্যানেজারের চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে এল প্রায়।

"মিঃ ককলিন," তোতলাল সে। "আমি জানি না!"

"জবাব চাই আমি।" চেঁচিয়ে উঠল বর্ন। "এক্ষুণি জবাব চাই।"

আতঙ্কিত মিঃ হ্যাজাস ফোঁপাতে শুরু করেছে। "কিন্তু আমি তো জবাব জানি না।" ভোঁতা আঙুলগুলো দিয়ে কাঁপাভাবে নির্দেশ করল সে। "ওই...ওই যে লেজারটা আপনি নিজেই দেখুন।"

হোটেল ম্যানেজারকে ছেড়ে দিলো বর্ন, পা ফসকে গিয়ে হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল সে। তাকে উপেক্ষা করে ডেস্কের কাছে গিয়ে লেজারটা তুলে নিল। এন্ট্রিগুলো দুটো আলাদা হাতের লেখায় কষ্টেসৃষ্টে লেখা হয়েছে। একটা কোঁকড়ানো, আঁকাবাঁকা আর অন্যটা ব্যস্ত হাতে লেখা। সম্ভবত দিনের আর রাতের দুই ম্যানেজারের কাজ। হাঙ্গেরিয়ান ভাষা পড়তে পারছে দেখে সামান্যই বিস্মিত হল ও। লেজারটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে কলামগুলোর উপর নিচে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগল। কোথাও কোনো কাটাকুটি বা সংশোধনের চিহ্ন আছে দেখছে। কিছুই পাওয়া গেল না অবশ্য।

মিঃ হ্যাজাসের দিকে ঘুরল বর্ন, তালগোল পাকানো অবস্থা থেকে টেনে তুলল তাকে। "কোনো হদিশ না রেখে এই প্যাকেজটা নিলে কি করে তুমি?"

"মিঃ ককলিন, যখন ওটা ডেলিভারি করা হয়েছিল তখন আমি এখানে নিজে উপস্থিত ছিলাম।" হোটেল ম্যানেজারের চোখের প্রায় সবটাই সাদা দেখাচ্ছে। তার চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে গেছে; ঘামে ভিজে জবজবে। "মানে আর কি, আমি আমার ডিউটিতে ছিলাম। আমি কসম করে বলছি, কোনো এক সময় চেক-ইন কাউন্টারের ওপর দেখি আমি ওটাকে। স্রেফ যেনো নিজে থেকে হাজির হয়েছে ওটা। যে লোক ওটাকে এনেছে তাকে আমি বা আমার স্টাফেরা কেউই দেখি নি। তখন দুপুর বেলা, চেক-আউটের সময়, আমরা খুবই ব্যস্ত ছিলাম। ইচ্ছাকৃত শয়তানীর সাথে ওটাকে রেখে যাওয়া হয়েছে, শুধু এটুকুই বলা যায়।"

তার কথাই ঠিক, নিঃসন্দেহে। এক মুহূর্তে বর্নের তীব্র রাগ মিলিয়ে গেল, এই

BanglaBook.org

নিরীহ লোকটাকে এতটা ভয় কেন পাইয়ে দিয়েছে তাই ভাবতে লাগল ও। হোটেল ম্যানেজারকে যেতে দিলো সে।

"আমি দুঃখিত, মিঃ হ্যাজাস। কঠিন একটা দিন গেছে, আর বেশ কিছু অপ্রীতিকর মেলাকাতেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে।"

"জি, স্যার," নিজের টাই আর জ্যাকেট সোজা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছিল মিঃ হ্যাজাস। পুরোটা সময় অবশ্য বর্নের দিকে চেয়ে রইল সে, বর্ন আরেকটা আক্রমণ করবে কিনা তার আশঙ্কায়। "অবশ্যই, স্যার। ব্যবসার দুনিয়া আমাদের সকলের ওপর চাপ ফেলে।" কাশল সে, নিজের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনছে। "আমি একটা স্পা ট্রিটমেন্টের পরামর্শ দেব–মনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে স্টিম আর ম্যাসেজের বিকল্প নেই।"

"আপনি সুবিবেচক," বর্ন বলল। "হয়তো পরে নেব ট্রিটমেন্ট।"

"ন'টার সময় বন্ধ হয় স্পা," মিঃ হ্যাজাস বলল। পাগল লোকটা যে তার সাথে স্বভাবিক আচরণ করছে তাতে স্বস্তি পেল সে। "কিন্তু আমি একটা কল দিলেই আপনার জন্য খুলে যাবে ওটা।"

"অন্য কোনো সময়। অনেক ধন্যবাদ। প্লিজ, একটা টুথব্রাশ আর পেস্ট আমার স্যুটে পাঠিয়ে দিন। ওগুলো নিয়ে আসতে ভুলে গেছি আমি," বলল বর্ন, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

একা হওয়ামাত্রই নিজের ডেস্কের একটা ড্রয়ার টেনে খুলল হ্যাজাস, মারাত্মকভাবে কাঁপতে থাকা একটা হাত দিয়ে এক বোতল শ্যাম্পেইন বের করল সে। একটা শটগ্লাস ভরাতে গিয়ে খানিকটা মদ লেজারের ওপর ফেলে দিলো। পরোয়া করল না সেটার; মদটা গিলল হ্যাজাস, টের পেল যেনো আগুনের মত সবকিছু পুড়িয়ে দিয়ে পাকস্থলীর দিকে যাচ্ছে মদটা। যখন খানিকটা শান্ত হতে পারল, তখন ফোনটা তুলে একটা লোকাল নাম্বার চাপল।

"মিনিট দশেক হল এসেছে ও," অন্য প্রান্তের কণ্ঠস্বরটার উদ্দেশ্যে বলল সে। নিজের পরিচয় দেবার কোনো দরকার নেই। "আমার মতামত? ও একটা পাগল। আক্ষরিক অর্থেই বলছি। যখন আমি বলতে চাইলাম না কে প্যাকেজটা ডেলিভারি দিয়েছে তখন প্রায় গলা টিপে আমাকে মেরেই ফেলেছিল।"

ঘামে ভেজা হাতের তালুতে পিছলে গেল রিসিভারটা আর সেটা অন্য হাতে চালান করল সে। আরো দুই আঙুল পরিমাণ শ্যাম্পেইন গিলল।

"ওকে তো বলি নি অবশ্যই। আর ডেলিভারির রেকর্ডও রাখা হয় নি কোথাও।" এক মুহূর্ত শুনল সে। "নিজের স্যুটে চলে গেছে সে। হ্যা, আমি নিশ্চিত।"

ফোনটা নামিয়ে রাখল হ্যাজাস, তারপরই আবার দ্রুত আরেকটা নাম্বার টিপল। একই মেসেজ দিলো। এবার অন্য এক প্রভুর কাছে। যে কিনা আরো ভয়ঙ্কর।

BanglaBook.org

সবশেষে, ধপ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। *ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমার কাজটুকু শেষ*, ভাবল হ্যাজাস।

এলিভেটরে করে সবচেয়ে উপরের তলায় উঠল বর্ন। শক্ত পালিশ করা সেগুন কাঠের একটা ডাবল দরজা খোলা গেল চাবিটা দিয়ে। এক বেডরুমের বিশাল সুটটায় ঢুকল বর্ন, দামি ফেব্রিক দিয়ে সজ্জিত পুরো সুটটা। জানালার বাইরের শতবর্ষী পার্কল্যান্ডটা কালচে আর পত্রশোভিত দেখাচ্ছে। রাজা চতুর্থ বেলা'র মেয়ের নামে এই দ্বীপের নাম রাখা হয়েছে মার্গারেট, যে এখানে একটা ডমিনিকান মঠে থাকত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। সেটার ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায় পূর্ব তীরে। স্যুটের মধ্য দিয়ে হাটতে হাটতেই কাপড় ছাড়তে লাগল বর্ন, চকচকে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে একেকটা কাপড় খুলে ফেলছে।

সহ্য করার মত সর্বোচ্চ উষ্ণ পানির ফোয়ারার নিচে নগ্ন হয়ে দশটা আনন্দময় মিনিট কাটাল বর্ন। তারপর সাবান লাগাল। গায়ে আঠার মত লেগে থাকা ঘাম আর ময়লা ধুয়ে ফেলল। সতর্কতার সাথে নিজের পাঁজর আর বুকের মাংসপেশী পরীক্ষা করল ও। খান কতটা ক্ষতি করেছে তার একটা আন্দাজ পেতে চাইল। ওর ডান কাঁধটা খুব অসাড় হয়ে আছে, ধীরে ধীরে সেটার স্ট্রেচিং আর ব্যায়াম করায় আরো দশ মিনিট ব্যয় করল। যখন ট্যাঙ্কার ট্রাকের মইটা ধরেছিল তখন ডিসলোকেটেড হয়ে গিয়েছিল ওটা। আর এখন প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। বর্ন সন্দেহ করল কয়েকটা লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু কিছুই করার নেই জায়গাটার যেনো আরো ক্ষতি না হয় তা দেখা ছাড়া।

তিন মিনিট বরফ ঠাণ্ড পানির স্প্রে নেবার পর শাওয়ার ছেড়ে বেরিয়ে এসে তোয়ালে দিয়ে গা মুছল। দামি বাথরোব গায়ে জড়িয়ে বিছানায় বসল, প্যাকেটটার মোড়ক খুলে দেখল ভেতরে একটা পিস্তল আর কিছু বাড়তি অ্যামুনিশন। *অ্যালেক্স*, আরো অনেক বারের মত জিজ্ঞেস করল ও, *তুমি কিসের পেছনে লেগেছিলে?*

অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইল বর্ন। অশুভ কোনো ব্যাপার আছে যেনো ওটাতে, ব্যারেলটা থেকে যেনো চুঁইয়ে বের হচ্ছে অন্ধকার। আর তখন বর্ন বুঝল অন্ধকারটা আসলে টগবগিয়ে বের হচ্ছে ওর নিজের মনের অজ্ঞানতা থেকে। হঠাৎ ও বুঝল, ম্যামুট মলে যেমনটা কল্পনা করেছিল ওর বাস্তবতা আসলে তেমনটা নয়। এটা কোনো গাণিতিক সমীকরণের মত পরিচ্ছন্ন, নিয়মমাফিক, যৌক্তিক নয়। আসল পৃথিবীটা হচ্ছে উশৃঙ্খল; যুক্তিবাদিতা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা নানান বিশৃঙ্খল জিনিসের ওপর চাপিয়ে দিয়ে মানুষ সেগুলোকে নিয়মমাফিক সাজাতে চায়। ওর রাগটা হোটেল ম্যানেজারের ওপর ছিল না, বুঝল ও, রাগটার সাথে সম্পর্ক আছে খানে। খান আড়ালে থেকে নানা রকম শয়তানী চাল চেলেছে ওর

BanglaBook.org

বিরুদ্ধে, আর শেষে ওর ওপর কৌশল প্রয়োগ করেছে। কানের মুখটা মাটিতে পুঁতে ফেলতে চায় বর্ন, স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে চায়।

বৌদ্ধমূর্তিটা দেখার পর থেকে, চার বছর বয়সী জোশুয়া ওর মনের মাঝে জেগে উঠেছে। তখন সায়গনের আকাশটা ছিল জাফরান আর সবুজাভ সোনালী রং ধারণ করেছিল। ডেভিড ওয়েব যখন কাজ থেকে ফিরছিল তখন নদীর পাড়ের বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল জোশুয়া। ওকে জড়িয়ে ধরল ওয়েব, উপরে তুলে ঘোরাল, গালে চুমু খেল। অবশ্য লজ্জায় গুটিয়ে গেল জোশুয়া। বাবার চুমু খেতে কখনো আসলে ভাল লাগত না তার।

বর্ন তখন যেনো নিজের ছেলেকে দেখল টান টান হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে। রাতের ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর গেছো ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে, নদীতে ভেসে যাওয়া নৌকার আলো ঘরটার ওদিকের দেয়ালটা ছুঁয়ে যাচ্ছে। ওয়েব জোশুয়াকে একটা গল্প পড়ে শোনাচ্ছে। আরেক শনিবারের সকালে জোশুয়ার সাথে ক্যাচ খেলছিল ওয়েব। খেলার বেসবলটা সুদূর আমেরিকা থেকে নিয়ে এসেছিল ও। আলোটা যে পড়ল জোশুয়ার নিষ্পাপ মুখে, দীপ্তিময় করে তুলল তাকে।

এখন চোখ পিটপিট করল বর্ন, তবু যেনো বৌদ্ধমূর্তিটাকে খানের গলা থেকে ঝুলতে দেখল। তীব্র হতাশায় লাফিয়ে উঠল ও, মোটা গলায় গর্জন করে টেবিল থেকে ঝটকা মেরে ফেলে দিলো ল্যাম্প ব্লটার, লেখার প্যাড, কৃস্টাল অ্যাশট্রে। হাত মুঠো করে নিজের মাথায় নিজে অনবরত মারতে লাগল। আরেকবার হতাশায় গুঙিয়ে উঠে হাটু ভেঙে বসে পড়ল, সামনে পেছনে দুলছে। শুধুমাত্র ফোনটা বাজার পরই বাস্তবে ফিরল।

প্রবল চেষ্টায় নিজের মাথা পরিস্কার করল বর্ন। ফোনটা বাজতেই থাকল আর খানিকক্ষণের জন্য ওর মনে হল ফোনটা বেজেই চলুক না হয়। তার বদলে অবশ্য ওটা তুলল সে।

"জানোস ভাডাস বলছি," ফিসফিস করে উঠল ধুমপানে কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর। "ম্যাথিয়াস চার্চ। মধ্যরাতে তার এক মুহূর্তও পরে নয়।"

বর্ন কিছু বলতে পারার আগেই ক্লিক করে ডেড হয়ে গেল লাইনটা।

BanglaBook.org

যখন খান শুনল জেসন বর্ন মরে গেছে তখন ওর মনে হল যেনো ওর শরীরের সবকিছু বাইরে বেরিয়ে এসেছে, খানিকক্ষণের জন্য ওর নার্ভগুলো বাইরের ঝাঁঝালো বাতাসের সংস্পর্শে চলে এসেছে। নিজের মাথার পিছন থেকে কপাল পর্যন্ত হাত স্পর্শ করল ও, এটা নিশ্চিত, ওর ভিতরটা যে পুড়ে যাচ্ছে।

ওরলি এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে কুয়ে দরসের সাথে কথা বলছে সে। ওদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়াটা খুব সোজা। ফরাসি সংবাদপত্র *লে মঁদ*'র সাংবাদিক সেজেছে

খান। ছদ্মবেশের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিজের ফরাসি সূত্র থেকে পেয়ে গেছে সে কুৎসিত রকমের বেশি দামে। সেটা অবশ্য ওর কাছে ব্যাপার নয়; ওর কাছে এত টাকা আছে যে ও জানেই না ওসব দিয়ে কী করবে। কিন্তু অপেক্ষা করতে গিয়ে যে সময়টা গেছে তা একেবারে কোণায় ঠেলে দিয়েছে ওকে। যখন মিনিটগুলো ঘণ্টায় গড়াচ্ছিল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছিল তখন ও বুঝতে পারছিল ওর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। যে মুহূর্তে সে ডেভিড ওয়েবকে, জেসন বর্নকে দেখেছে তখন যেনো সময় উল্টে গেছে তার কাছে অতীত হয়ে গেছে বর্তমান। ওর হাত মুঠো পাকিয়ে গেল, কপালে জোরে জোরে লাফাতে লাগল একটা শিরা। বর্নকে দেখার পর থেকে ক'বার ওর মনে হয়েছে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে ও? সবচেয়ে খারাপ সময়টা ছিল ওল্ড টাউন আলেজান্দ্রিয়ার বেঞ্চে বসে কথা বলার ব্যাপারটা। খান এমনভাবে কথা বলছিল যেনো ওদের মাঝে কোনো শত্রুতা নেই, যেনো অতীতটা ম্লান আর নিরর্থক হয়ে গেছে, যেনো সেটা অন্য কারো জীবনের অংশ, এমন কারো যার কথা খান শুধু কল্পনাই করেছে। ব্যাপারটার অবাস্তবতা–একটা সময় যার আশা করেছে। প্রার্থনা করেছে ও বহু বছর ধরে যেনো ওর শরীরের ভেতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে বের করে নিয়েছে, ওর প্রতিটা স্নায়ুর প্রান্তে প্রান্তে টনটনে ভাব ছড়িয়ে দিয়েছে, যেসব আবেগকে এত বছর ধরে লাগাম পরিয়ে দমিয়ে রেখেছিল, সেগুলোর মাঝে বিদ্রোহ তৈরি করেছে। আবেগগুলো যেনো উঠে আসছে ওর উপরিতলে। ওকে অসুস্থ করে তুলছে। আর এমনতর অবস্থায় এল ওই খবর, স্বর্গ থেকে পড়া হাতুড়ির ঘায়ের মত করে। ও টের পেল ওর ভেতরের যে শূন্যতাটা ভরে যাবে বলে ও আশা করেছিল সেটা যেনো আরো চওড়া, আরো গভীর হয়েছে, ওকে শুদ্ধ গিলে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে। এখানে আর এক থাকতে পারছে না খান।

এক সময় ও হাতে নোটপ্যাড নিয়ে কুয়ে দরসের প্রেস লিয়াজোঁর সাথে কথা বলছিল, আর পরের মুহূর্তেই যেনো ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গিয়ে ভিয়েতনামের জঙ্গলে ফেরত গেল ও। লম্বা, পাতলা মিশনারি রিচার্ড উইকের কাঠ আর বাঁশের বাসায় নিজেকে আবিষ্কার করল। ভিয়েতনামী অস্ত্র পাচারকারীকে খুন করে তার কাছ থেকে পালিয়ে আসার পর বিষণ্ন আচার-আচরণের উইক তাকে নিয়ে এসেছিল ওখানে। যাইহোক, হাসার সময় দ্রুত হাসত সে, আর যখন খানের প্রতি পরম সহানুভূতিতে কথা বলত তখন একটা নরম ভাব ফুটে উঠত তার বাদামি চোখে। বিধর্মী খানকে খৃস্টের সন্তানে পরিণত করার কাজে উইক হয়ত বেশ কঠোর ছিল কিন্তু ডিনার আর তার পরের নীরব সময়টাতে বেশ দয়ালু আর ভদ্র ছিল সে। শেষ পর্যন্ত কানের বিশ্বাস অর্জন করে সে। এসবের পরে এক দিন সন্ধ্যায় খান ঠিক করে উইককে নিজের অতীতের ব্যাপারে বলবে, আত্মাকে ভারমুক্ত করে মনের ক্ষত সারাবে। সেরে উঠতে ব্যাকুল ছিল খান, যে ফোঁড়া তার অন্তরে বিষ ছড়িয়ে দিয়ে আরো বড় হয়ে উঠছিল তা থেকে মুক্তি খুঁজছিল। ওকে ছেড়ে সবাই চলে যাওয়ার ব্যাপারে নিজের

BanglaBook.org

ক্ষোভ প্রকাশ করতে চাইছিল খান, সেটার হাত থেকে মুক্তি চাইছিল। কারণ তখন ও কেবলমাত্র বুঝতে পেরেছিল নিজের আবেগের হাতেই বন্দী হয়ে আছে সে।

নিজের গোপন কথা উইককে খুলে বলার সুযোগ খুঁজছিল, পেটের ভেতর পাক খেতে থাকা আবেগের কুন্ডলীর কথা প্রকাশ করতে চাইছিল কিন্তু সুযোগটা এল না কখনো। উইক চরম ব্যস্ত ছিল ওইদিককার 'ঈশ্বরবিহীন হতভাগ্য পশ্চাৎপদ'দের ওপর 'ঈশ্বরের শব্দমালা' আরোপ করতে। সে জন্য বাইবেল পাঠের দল গড়ে তুলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করত সে, যার অংশ হবার আদেশ দেয়া হয়েছিল খানকে। আসলে, অবসর সময়ে উইকের পছন্দের কাজগুলোর একটা ছিল খানকে ডেকে ওই দলের সামনে দাঁড়া করিয়ে স্মৃতি থেকে বাইবেলের অংশ আওড়াতে বলা। ঠিক যেনো টাকার বিনিময়ে মেলার সাইড-শো'তে দেখানো কোনো পণ্ডিতম্মন্য উজবুকের মত।

ব্যাপারটাকে ঘৃণা করত খান, অপমানিত হবার অনুভূতি হত ওর। আর তাজ্জবের ব্যাপার, উইক ওকে নিয়ে যত গর্বিত হত ওর অপমান যেনো ততই বাড়ত। এরপর একদিন, আরেকটা ছেলেকে নিয়ে এল মিশনারি। কিন্তু ছেলেটা ছিল বেকেশিয়ান আর উইকের চেনা এক মিশনারি দম্পতির এতিম ছেলে, তাই সে উইকের এমন ভালবাসা পেল যার জন্য খান কাঙাল ছিল। আর এখন খান আবিষ্কার করল যে ওই ভালবাসা আর কখনো পাবে না ও। খানের জঘন্য আবৃত্তি চলতেই লাগল, আর ওই ছেলেটা বসে বসে দেখতেই থাকল দিনের পর দিন। কোনো অপমান স্পর্শ করছে না তাকে। এটা যেনো আরো দগ্ধ করল খানকে।

উইক যে তাকে ব্যবহার করছে সেটা কখনো ভুলতে পারে নি ও। ওর সঙ্গে উইকের বিশ্বাসঘাতকতার গভীরতাটা বুঝতে পারার দিনই পালিয়ে গিয়াছিল ওখান থেকে। তার আশ্রয়দাতা। তার রক্ষাকারী আর তার প্রতি আগ্রহী ছিল না খানের প্রতি আগ্রহী ছিল না বরং আরো একজন ধর্মের জ্ঞানবঞ্চিতকে ঈশ্বরের আলোতে আনতে ব্যস্ত ছিল।

তখনই ওর সেলফোনটা বেজে উঠলে আর বিশ্রী বাস্তবে ফিরে এল খান। কে কল দিয়েছে তা জানতে ফোনের স্ক্রিনে তাকাল। তারপর ক্ষমা চেয়ে কুয়ে দরসের অফিসারের কাছ থেকে সরে এসে মানুষজনের চলমান ভীড়ের মাঝে নেমে পড়ল।

"এটা তো দেখছি একটা সারপ্রাইজ," ফোনে বলল খান।

"কোথায় এখন তুমি?" স্পালকোর গলাটা কাঠখোট্টা শোনাল, অনেক বিষয় ঘুরছে যেনো ওর মাথার ভেতর।

"ওরলি এয়ারপোর্টে। এইমাত্র কুয়ে দরসের কাছে শুনলাম ডেভিড ওয়েব মরে গেছে।"

"সত্যিই কি তাই?"

"মনে তো হচ্ছে মোটর সাইকেলে চড়ে উল্টোদিক থেকে আসতে থাকা একটা ট্রাকের গ্রিলের সাথে বাড়ি খেয়েছিল ও।" এক মুহূর্ত থামল খান, প্রতিক্রিয়ার জন্য

BanglaBook.org

অপেক্ষা করলো সে।

"তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে না তুমি খুব আনন্দে আছ। কিন্তু তুমি তো এটাই চেয়েছিলে, তাই না?"

"ওয়েবের মৃত্যুতে এখনই আনন্দ করা ঠিক হচ্ছে না, খান," শুকনো গলায় বলল স্পালকো।

"দানিউবিয়াস গ্র্যান্ড হোটেলের ডেস্কে আমার যে সূত্র আছে সে জানিয়েছে এইমাত্র আলেকজান্ডার ককলিন ঢুকল ওখানে।"

খান এতটা ভড়কে গেল যে, টের পেল ওর হাঁটু ভাজ হয়ে আসছে। একটা দেয়ালের কাছে এগিয়ে গিয়ে হেলান দিলো সে। "ওয়েব?"

"অ্যালেক্স ককলিনের ভূত নিশ্চয়ই নয়।"

বিরক্তির সাথে খান টের পেল ঠাণ্ডা ঘাম ছুটেছে ওর। "কিন্তু কি করে নিশ্চিত হচ্ছে, ও-ই সে?"

"আমার সোর্স ওর চেহারার বর্ণনা দিয়েছে। ওর চেহারার যে ড্রয়িংটা সার্কুলেট করা হয়েছে সেটা দেখেছি আমি।"

দাঁতে দাঁত চাপল খান। ও জানে এই আলাপের শেষটা খারাপ হতে পারে কিন্তু তবু নিজেকে অপ্রতিরোধ্যভাবে সামনে এগিয়ে যেতে দেখল ও।

"তুমি জানতে ডেভিড ওয়েব হচ্ছে জেসন বর্ন। তবু আমাকে বল নি কেন?"

"সেটা বলার কি দরকার ছিল তা বুঝতে পারছি না," ভদ্রভাবে বলল স্পালকো। "তুমি ওয়েবের ব্যাপারে জানতে চাইছিলে আর আমি তথ্য দিয়েছিলাম। মানুষের মনের কথা পড়ার চেষ্টা করার অভ্যাস আমার নেই। কিন্তু তোমার কাজ বোঝার ক্ষমতায় আমি আনন্দিত।"

ঘৃণার একটা ঢেউ খানকে এমনভাবে গ্রাস করল যে নিজের মাঝে কাঁপুনী টের পেল সে। অবশ্য নিজের গলার সুর শান্ত রাখল ও।

"এখন বর্ন পুরো রাস্তা পেরিয়ে বুদাপেস্টে চলে গেছে। তোমার কি মনে হয়, উল্টো রাস্তায় হেটে তোমাকে খুঁজে বের করতে কত সময় লাগবে ওর?"

"তা যেনো না ঘটে সেটা নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ নিয়েছি আমি," বলল স্পালাকো। "কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে ওই কুত্তার বাচ্চাকে সুযোগ পাওয়া মাত্র তুমি খুন করতে তাহলে এই ঝামেলায় পড়তে হত না আমাকে।"

যে অবিশ্বস্ত লোক খানকে মিথ্যা বলেছে, এছাড়াও ওকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে তার প্রতি ক্রোধের আর একটা শক টের পেল ও। স্পালকো চেয়েছিল ও বর্নকে মারুক। কিন্তু কেন? নিজের প্রতিশোধ নেবার আগে এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজবে ও। যখন পরের কথাটা বলল খান, ততক্ষণে নিজের ওপরের শক্ত নিয়ন্ত্রণের অনেকটাই হারিয়েছে, তাই ধারালো শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। "ওহ্, বর্নকে খুন করব আমি," বলল সে। "কিন্তু সেটা আমি করব নিজের নিয়মে, নিজের টাইমটেবিলে, তোমারটায় নয়।"

BanglaBook.org

ফেরিহেগি এয়ারপোর্টে তিনটা হ্যাঙ্গার আছে হিউম্যানিস্টাস লিমিটেডের। আর একটার মধ্যে কন্টেইনার ট্রাক ছোট জেটের কাছে পিছন ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। জেটপ্লেনটার রূপালী ফিউজিলাজের গায়ে আঁকা হয়েছে হিউম্যানিস্টাস লোগো : এক হাতের তালুতে একটা সবুজ ক্রস ধরা। ইউনিফর্ম পরা কর্মচারীরা যখন শেষ অস্ত্রের ঝুড়িগুলো ওখানে তুলছিল তখন ম্যানিফেস্টটা চেক করে দেখল হাসান আরসেনভ।

যখন সে একজন কর্মীর সাথে কথা বলতে এগিয়ে গেল তখন জিনার দিকে ঘুরল স্টিফেন স্পালকো, আলাপী গলায় বলল, "আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি ক্রিটের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। আমি চাই তুমি আমার সাথে চল।"

জিনার চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল সারপ্রাইজ পেয়ে। "শেখ, হাসানের সাথে চেচনিয়া ফিরে গিয়ে আমাদের মিশনের জন্য শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি শেষ করার কথা আমার।"

স্পালকোর চোখ ওর ওপর থেকে নড়ল না। "শেষ প্রস্তুতিতে তোমার সাহায্যের দরকার নেই হাসানের। বলতে গেলে আমার তো মনে হয় তুমি আশপাশে না থাকলেই...তুমি কাছে থেকে ওর মনোযোগ ব্যাঘাত না ঘটালেই ভাল।"

জিনা স্পালকোর দৃষ্টিতে আটকে থেকে নিজের ঠোঁট খুলল।

"আমি একদম পরিস্কার করে বলতে চাই, জিনা," আরসেনভকে এদিকে ফিরে আসতে দেখল স্পালকো। "আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি না। সিদ্ধান্তটা পুরোপুরি তোমার ওপর।"

ওই মুহূর্তের তাড়া সত্ত্বেও ধীরে ধীরে আর স্বাতন্ত্রের সাথে প্রতিটা শব্দ বলল সে। আর সেগুলো যে জিনার ওপর প্রভাব ফেলল না তা না। তাকে একটা সুযোগ অফার করছে স্পালকো–কি জন্য যে করছে সে বিষয়ে কোনো ধারণা নেই ওর কিন্তু এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এটা ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া একটা মুহূর্ত। যে সিদ্ধান্তই সে নিক না কেন তা থেকে যে আর ফিরে আসা যাবে না সেটা কথা বলার ভঙ্গীতেই তাকে বেশ বুঝিয়ে দিয়েছে স্পালকো। সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারটা হয়তো তারই ওপর। কিন্তু এটা নিশ্চিত, সে যদি না বলে তাহলে যোকোনো দিক থেকেই শেষ হয়ে যাবে সব। ব্যাপারটা হল, জিনা আসলে না বলতে চায় না।

"ক্রিট দেখার ইচ্ছা সবসময়ই ছিল আমার," হাসান কাছে আসতে আসতে ফিসফিস করে বলল জিনা।

তার প্রতি মাথা উপর নিচে ঝাঁকাল স্পালকো। তারপর ঘুরল চেচেন সন্ত্রাসবাদী নেতার দিকে। "সবকিছু ঠিকঠাক আছে?"

ক্লিপবোর্ড থেকে চোখ তুলল আরসেনভ। "অন্যকিছু হওয়ার সুযোগ কই, শেখ?" নিজের হাতঘড়ি দেখল সে। "এক ঘণ্টার মধ্যে উড়াল দেব আমি আর জিনা।"

"আসলে, জিনা অস্ত্রগুলোর সাথে যাবে," সহজভাবে বলল স্পালকো। কারো

BanglaBook.org

আইল্যান্ডে আমার ফিশিং বোটের সাথে মিলিত হবার কথা শিপমেন্টটার, আমি চাই তোমাদের একজন লেনদেনটা তদারক করুক, আইসল্যান্ডে যাবার শেষ পদক্ষেপটাও দেখুক। তোমার ইউনিটের সাথে থাকার প্রয়োজন আছে তোমার।" হাসল সে। "আমি নিশ্চিত কয়েক দিনের জন্য জিনাকে ছাড়া থাকতে পারবে তুমি।"

ভুরু কুঁচকে জিনার দিকে তাকাল আরসেনভ। বুদ্ধিমানের মত স্বাভাবিক দৃষ্টিতে চাইল জিনা, তার পর মাথা উপর নিচ করল। "আপনি যেমন চান সব সময় তেমনটাই হবে শেখ, অবশ্যই।"

ওর সাথে প্ল্যানের জন্য হাসানের কাছে মিথ্যা বলার ব্যাপারটা ইন্টারোস্টিং লাগল জিনার কাছে। ও টের পেল স্পালকোর ক্ষুদ্র ষড়যন্ত্রের জালে বন্দী হয়ে পড়েছে, অধীর প্রত্যাশায় উত্তেজিত হবার সাথে নার্ভাসও হয়ে উঠেছে। হাসানের মুখের ভাব দেখে অকস্মাৎ অনুশোচনা হল ওর কিন্তু তারপরই অপেক্ষা করতে থাকা রহস্যের কথা ভাবল সে, আর ভাবল শেখের কণ্ঠের মধুরতার কথা : *ক্রিটের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি, আমি চাই তুমি আমার সাথে যাবে।*

জিনার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বড়িয়ে দিলো স্পালকো আর তার বাহুটা যোদ্ধাদের ভঙ্গিতে ধরল হাসান। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ," বলল স্পালকো।

"লাই ইলাহা ইল্লাল্লাহ," জবাব দিলো আরসেনভ, মাথা নোয়াল।

"তোমাকে প্যাসেঞ্জার টার্মিনালে নিয়ে যাবার জন্য বাইরে এই লিমুজিন অপেক্ষা করছে। রিকিয়াভিক পর্যন্ত বিদায়, বন্ধু আমার।" স্পালকো ঘুরল, পাইলটের সাথে কথা বলার জন্য তার দিকে হেটে গেল, জিনা যেনো তার বর্তমান প্রেমিককে বিদায় জানাতে পারে তার সুযোগ করে দিলো সে।

অচেনা সব আবেগ যেনো ওকে ধ্বংস করে দিয়েছে, মনে হল খানের। চল্লিশ মিনিট পরে, এখন বুদাপেস্টগামী ফ্লাইটটার রওনা দেবার অপেক্ষা করার সময়ও জেসন বর্নের বেঁচে থাকার সংবাদ শোনার শকটা থেকে ধাতস্থ হয়ে ওঠে নি ও। হাঁটুর ওপর কনুই আর হাতের তালুতে মুখ রেখে পৃথিবীর অর্থ খোঁজার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। খানের মত একজন মানুষ যার অতীতের জ্ঞানেই বর্তমানের প্রতিটামুহূর্ত প্রতিভাত হয়, তার কাছে এখন এমন কোনো ছাঁচ নেই যার আদলে এখনকার সময়টা বোধগম্য হয়ে ওঠে। ওর অতীত একটা রহস্য আর অতীত মানে হল এমন এক বেশ্যা যে কিনা ডেকে এনেছে ওর অবচেতন ভাব, বিকৃত চিন্তা আর আবছা আবছা কাজকর্মকে। আবার তাড়িয়েও দিয়েছে সবগুলোকে। সবই যেনো করেছে খানের ভেতরে বাড়তে থাকা বিষের সেবা করতে।

কিন্তু ওর ভেতরে ছুটতে থাকা আবেগগুলো আরো বেশি মারাত্মক। জেসন বর্ন যে এখনো বেঁচে আছে তা স্তেপান স্পালকোর কাছ থেকে শুনতে হয়েছে বলে নিজের

BanglaBook.org

ওপর রেগে গেছে। ওর নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, যা সাধারণত খুবই সংবেদনশীল, তা কেন ওকে বলে নি ব্যাপারটা আরেকটু খতিয়ে দেখতে। বর্নের মত একজন দক্ষ এজেন্ট কি কখনো ছুটে আসতে থাকা একটা ট্রাকের গায়ে ধাক্কা খেতে যাবে? আর লাশটাই বা কোথায়? লাশ থেকে থাকলে সেটাকে কি ভালভাবে শনাক্ত করা হয়েছে? ওকে বলা হয়েছে তারা এখনো ধ্বংসাবশেষ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। বিস্ফোরণটা আর তার ফলে লাগা আগুনটা এত ক্ষতি করেছে যে তাতে খোঁজাখুঁজি করতে কয়েক দিন না লাগলেও আরো কয়েক ঘণ্টা তো লাগবেই। আর এমনকি খোঁজাখুঁজি শেষেও হয়ত পরিচয় শনাক্ত করার মত কোনো তথ্য পাওয়া যাবে না। খানের সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। সে নিজে হলেও পালিয়ে আসার সময় অমন একটা কৌশলই কাজে লাগাত। আসলে, বছর তিনেক আগে সিঙ্গাপুরের ডক থেকে ভাগার দরকার পড়ায় এটার মতই একটা কৌশল কাজে লাগিয়েছিল ও।

কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন ওর মাথায় বারবার ঘুরছে, আর ওটাকে ঠেকিয়ে দেবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সফল হতে পারে নি। ঠিক যে মুহূর্তে ও জেনেছিল জেসন বর্ন এখনো বেঁচে আছে তখন কেমন লেগেছিল? হতাশা হয়েছিল? নাকি ওটা ছিল সবগুলোরই এক ভয়াবহ মিশ্রণ, একটা পাগলা ক্যালাইডোস্কোপের মত?

ফ্লাইটটার ঘোষণা শুনতে পেল খান। খানিকটা হতবুদ্ধি অবস্থাতেই প্লেনে ওঠার জন্য অন্যদের লাইনের সাথে শামিল হল সে।

৭৫ হ্যাটায়ু উটকা'র ইউরোসেন্টার বায়োক্লিনিকের প্রবেশপথ পেরিয়ে হাটতে থাকা স্পালকো গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল। মনে হচ্ছে খান একটা ভজঘট বাঁধিয়ে দেবে। খানের কার্যকারিতা আছে অনন্যভাবে; খান যে অন্য যে কারো চাইতে ভালভাবে টার্গেটদেরকে দুনিয়া থেকে সরাতে পারে সে বিষয়ে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু তার কাছে খান যে বিপদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে এমনকি ওই বিরল প্রতিভাও ম্লান হয়ে যায়। খান প্রথমবার জেসন বর্নকে মারতে ব্যর্থ হবার পর থেকেই ঠিক এই প্রশ্নটাই স্পালকোর মনের বেশিরভাগটা দখল করে রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে বেমানান কোনো জিনিস যেনো একটা কাঁটার মত আটকে গেছে তার গলায় আর তার পর থেকেই ওটাকে হয় গেলার চেষ্টা করছে নয় কাশি দিয়ে বের করে দেবার চেষ্টা করছে সে। আর এখনো সেটা ওখানেই আটকে আছে। অস্বীকৃতি জানাচ্ছে নড়তে। শেষ আলাপের পর নিশ্চিত হয়েছে স্পালকো, ওর সাথে ভাড়াটে গুপ্তঘাতকের শেষ দেখতে হবে শীঘ্রই। বর্ন না খান, এটা এখন আর কোনো বিষয় নাই, এই ক্ষেত্রে ওরা দু'জনই সমান বিপজ্জনক। রিকিয়াভিকে আসন্ন অপারেশনের সময় কাউকে বেশি কাছে আসতে দিতে পারে না সে।

বিল্ডিংটার কুৎসিত আধুনিক ধাঁচের গড়নের কোণার দিকে ক্যাফেটায় ঢুকল

BanglaBook.org

স্পালকো। তার সামনে যে লোকটা একটু উঠে দাঁড়াল তার বিনয়ী মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল সে।

"সরি, পিটার," ওদের টেবিলের একটা চেয়ারে বসতে বসতে সে বলল।

একটা হাত তুলে প্রত্যুত্তর দিলো ড. পিটার সিডো।" কোনো ব্যাপার না, স্তে পান। আমি জানি তুমি কতটা ব্যস্ত।"

"ড. শিফারকে খোঁজার কাজ বাদ দেবার মত ব্যস্ত নই।"

"আর সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।" নিজের কফিতে হুইপড-ক্রিম মেশাল সিডো। মাথা নাড়ল সে। "সত্যি বলতে কি স্তেপান, তোমার আর তোমার সূত্রগুলোর সাহায্য ছাড়া আমি কি করে কাজ করতাম ভেবে পাই না। যখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম ফেলিক্স গায়েব, তখন মাথা খারাপ হবার অবস্থা হয়েছিল আমার।"

"চিন্তা কোরো না, পিটার। প্রতিদিন আমরা ওকে খুঁজে পাবার কাছাকাছি চলে যাচ্ছি। আমার ওপর ভরসা রাখ।"

"ওহ্, তা তো রাখিই," সিডো শারিরীকভাবে সব দিক দিয়েই অনুল্লেখযোগ্য। তার ওজন আর উচ্চতা দুটোই মাঝারি, স্টিল রিমের চশমার আড়ালে কাদা রঙা চোখগুলো বড় বড় দেখায়। লম্বা বাদামি চুল যেনো মাথাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে, সেগুলোতে কোনো ডিজাইন করার বা মনোযোগ দেবার ইচ্ছা যে তার নেই সেটা বলাই বাহুল্য। একটা বাদামি হেরিং বোন টুইড সুট পরে আছে সে যেটার হাতাগুলো খানিকটা মলিন হয়ে গেছে। তার সাদা শার্ট আর বাদামি কালো টাই প্রায় বছর দশেক আগে ফ্যাশনের। তাকে দেখে একজন দোকানওয়ালা বা গোরখোদক বলে মনে হলেও তার সাধারন বহির্ভাগ আসলে আড়াল করে রেখেছে এক অসাধারণ অন্ত র্ভাগকে।

"প্রশ্নটা হচ্ছে," বলল স্পালকো, "আমার চাওয়া জিনিসটা তোমার কাছে কিনা।"

মনে হয় সিডো প্রশ্নটার জন্য অপেক্ষা করছিল কারণ সাথে মাথা ঝাঁকাল সে। "সব খুঁটিনাটি করা শেষ আর যে কোনো মুহূর্তে তোমাকে দেবার জন্য রেডি।"

"ওটা কি নিয়ে এসেছ?"

"শুধু স্যাম্পলটা এনেছি। আর বাকিটা নিরাপদে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে বায়ো-ক্লিকের কোল্ড রুমে। আর সাম্পলটা নিয়ে ভেব না; আমার নিজের বানানো একটা ট্রাভেল কেসের মধ্যে রয়েছে ওটা। জিনিসটা খুব স্পর্শকাতর, ব্যবহারের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত মাইনাস বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখতে হবে ওটাকে। যে কেসটা আমি বানিয়েছি সেটার নিজস্ব কুলিং ইউনিট আছে। আটচল্লিশ ঘণ্টা কাজ করবে ওটা।" টেবিলের নিচে ঝুঁকল সিডো। একটা ছোট ধাতব বাক্স বের করে আনল যেটার আকার গাদা করে রাখা দুটো পেপারব্যাক বইয়ের সমান হবে। "আটচল্লিশ ঘণ্টা হলে চলবে তো?"

BanglaBook.org

"যথেষ্ট সময়, ধন্যবাদ।" বাক্সটা নিয়ে নিল স্পালকো। দেখে যতটা মনে হয় তারচেয়ে ভারি ওটা, নিশ্চয়ই কুলিং ইউনিটের কারণে। "যে ভায়ালটার কথা বলেছিলাম তার ভেতরেই আছে তো?"

"অবশ্যই," দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সিডো। "আমি এখনো পুরোপুরি বুঝতে পারছি না এমন একটা মারাত্মক প্যাথোজেনের কি দরকার পড়ল তোমার।"

তাকে এক মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করল স্পালকো। একটা সিগারেট বের করে ধরাল সে। তার জানা আছে বেশি দ্রুত কোনো ব্যাখ্যা দিতে গেলে প্রভাবটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর ড. পিটার সিডোর ওপর প্রভাব থাকাটাই আসল ব্যাপার। বায়ুবাহিত প্যাথোজেন তৈরিতে সে জিনিয়াস হলেও এই ভালো ডাক্তারের পাবলিক নলেজে ঘাটতি রয়ে গেছে। বিকারে নাক আটকে রাখা অন্যান্য বিজ্ঞানীদের থেকে সে বেশি আলাদা নয় বটে কিন্তু এক্ষেত্রে সিডোর সরলতা স্পালকোর কাজ হাসিল করতে সাহায্য করেছে। সিডো নিজের বন্ধুকে ফেরত চায়, অন্য কোনো কিছুর পরোয়া সে করে না। আর এজন্যই স্পালকোর ব্যাখ্যা মন দিয়ে শুনতে যাবে না সে। নিজের বিবেককে শুধু প্রবোধ দিতে চায়। আর কিছু নয়।

শেষ পর্যন্ত কথা বলে উঠল স্পালকো। "যেমনটা বলেছিলাম, সমন্বিত আমেরিকান ব্রিটিশ অ্যান্টিটেরিজম টাস্ক ফোর্স আমার সাথে কনট্যাক্ট করেছিল।"

"আগামী সপ্তাহের সামিটে কি ওরা থাকবে?

"অবশ্যই," মিথ্যা বলল স্পালকো। তার চাপাবাজিতে ছাড়া অন্যকোথাও সমন্বিত আমেরিকান ব্রিটিশ অ্যান্টিটেররিজম টাস্কফোর্সের অস্তিত্ব নেই। "যে কোনো ক্ষেত্রে জীবাণু অস্ত্রের হামলার ঝুঁকিতে থাকে ওরা। ওই অস্ত্রের মধ্যে– তুমিই তো ভাল জান–প্যাথোজেন তো থাকেই সেই সাথে থাকে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ। ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করা দরকার ওদের, তাই ওরা আমার কাছে এসেছিল, আর সেজনই আমাদের মাঝের এই চুক্তিটা সম্পন্ন হয়েছে। আমি ড. শিফারকে খুঁজে বের করব আর টাস্কফোর্স যা চায় তা তুমি দেবে।"

"হ্যা, আমি ওসব জানি। তুমি খুলে বলেছিল..." সিডোর কণ্ঠস্বর থেমে গেল। নার্ভাসভাবে নিজের চামচটা নাড়াচাড়া করল সে, নিজের ন্যাপকিনের ওপর ঠুকতে লাগল যতক্ষণ না স্পালকো ওকে থামতে বলল।

"সরি," মিনমিন করে বলল সে। নিজের নাকের ওপর দিয়ে চশমাটা ঠেলে দিলো। "কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছি না এই ধরনের একটা জিনিস দিয়ে ওরা করবেটা কি। মানে, তুমি তো একটা পরীক্ষা জাতীয় কিছুর কথা বলছিলে।"

সামনে ঝুঁকল স্পালকো। এটা একটা সংকটময় মুহূর্ত। এখনই ভেড়া বানাতে হবে সিডোকে। নিজের ডানে-বামে তাকাল স্পালকো। কথা বলার সময় গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে ফেলল সে। "খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো, পিটার। আমার যতটা বলা উচিত ছিল তার চেয়ে বেশিই বোধহয় বলে ফেলেছি তোমাকে। এগুলোর সবই

BanglaBook.org

টপ সিক্রেট, বুঝতে পারছো?"

তার কথায় সাড়া দিতে কুঁজো হয়ে সামনে মাথা এগিয়ে দিলো সিডো, সম্মতি জানাল সে।

"আসলে, তোমাকে বেশি কিছু না বলার জন্য যে চুক্তিতে আমি স্বাক্ষর করেছিলাম, তা বোধহয় লঙ্ঘন করে ফেলেছি আমি," স্পালকো বলল।

"ওহ্, ডিয়ার," করুণ ভঙ্গিতে বলল সিডো। "তোমাকে তো বিপদে ফেলে দিয়েছি আমি।"

"দয়া করে তা নিয়ে ভেব না। পিটার। আমার সমস্যা হবে না।" বলল স্পালকো। "তুমি কাউকে এসব না বললে সব ঠিক আছে।"

"ওহ কিন্তু আমি কাউকে বলব না। কক্ষনো না।"

হাসল স্পালকো। "আমি জানি তুমি বলবে না, পিটার। তোমাকে বিশ্বাস করি আমি। দেখতেই পাচ্ছ।"

"আর আমি সেটার প্রশংসা করি, স্তেপান। তুমি তো জানই।"

হাসি ঠেকানোর জন্য ঠোঁট কামড়ে ধরতে হল স্পালকোকে। হাসার বদলে এই নাটকের মধ্যে আরো ঢুকে গেল সে। "পরীক্ষাটা যে কি সেটা আমি জানি না, পিটার, কারণ ওরা আমাকে বলে নি," সে এত আস্তে বলল যে সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়ল সিডো, দু'জনের নাক প্রায় লেগে যায় যায় অবস্থা। "আর আমি জিজ্ঞাসাও করতে যাই নি।"

"অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে যাবে না।"

"আমি মনে করি তুমিও নিশ্চয় বিশ্বাস করো এই মানুষগুলো তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে এই অনিরাপদ পৃথিবীতে আমাদেরকে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করছে।" যেটা আসল কথা। স্পালকো ভাবল, সেটা হচ্ছে এই ভরসা করার ব্যাপারটা। কিন্তু এক্ষেত্রে সিডোকে আয়ত্তে আনতে হলে বরং সিডোকে জানতে দিতে হবে যে তুমি তাকে বিশ্বাস করছো। তার পরে, সে যে সব জিনিসের মালিক সেসব তুমি আত্মসাৎ করতে পারবে, আর সে কখনো জানতেও পারবে না তুমিই ওটা করেছ। "আমি বলি কি, তারা যাই করতে চাক না কেন। যেভাবেই হোক তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে আমাদের। আমার সাথে প্রথম মোলাকাতের সময় এটাই বলেছিলাম আমি ওদেরকে।"

"আমি হলেও তাদেরকে তা-ই বলতাম বটে," নিজের অতি সাধারণ ঠোঁটটা মুছল সিডো। "বিশ্বাস কর, স্তেপান, আর কিছু গণনায় না ধরলেও আমার ওই কথাকে তুমি গণায় ধরতে পার।

ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ আর ৩৪শ স্ট্রিটে অবস্থিত ইউ.এস ন্যাভাল অবজার্ভেটরি

BanglaBook.org

হচ্ছে আমেরিকার সব স্ট্যান্ডার্ড সময়ের অফিশিয়াল উৎস। এটা আমেরিকার সেইসব স্বল্প সংখ্যক জায়গাগুলোর একটা যেখান থেকে চাঁদ, তারা আর গ্রহগুলোর ওপর অনবরত নজর রাখা হয়। এখানকার সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপটা একশ বছরেরও বেশি পুরনো আর এখনো কর্মক্ষম। ওটা দিয়ে দেখেই ১৮৭৭ সালে মঙ্গলগ্রহের দুটো চাঁদ আবিষ্কার করেছিলেন ড. আসাফ হল। তিনি কেন ওগুলোর নাম ডিমোস (উদ্বেগ) আর ফোবোস (ভয়) রেখেছিলেন তা কেউ জানে না কিন্তু ডিসিআই জানেন যখন তার বিষন্নতা রোগ তার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে তখন তিনি অবজার্ভেটরির দিকে আকর্ষিত হন। সেজন্যই বিল্ডিংটার গভীরে তার জন্য একটা অফিস সাজানো আছে, যেটা ড. হলের টেলিস্কোপ থেকে বেশি দূরে নয়। রিকজার্ভিকে ইউ.এস সিকিউরিটির হেড। জেমি হালের সাথে ক্লোজড-সার্কিট টেলিকনফারেন্সে রত অবস্থায় এখানেই তাকে খুঁজে পেল মার্টিন লিন্ড্রস।

"ফাদ আল-সৌদকে নিয়ে আমি চিন্তিত না," নিজের চিরাচরিত উন্নাসিক কণ্ঠে কথা বলছে হাল। "আধুনিক যুগের সিকিউরিটি সম্পর্কে আরবরা কিছু জানে না। তাই এ বিষয়ে আমাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েই খুশি হয়েছে তারা।" মাথা নাড়ল সে। "ওই রাশিয়ানটা বরিস ইলিচ কারপভই আমার পাছায় মহা ব্যাথা সৃষ্টি করেছে। সবকিছুতে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে সে। আমি সাদা বললে ওই ব্যাটা কালো বলছে। আমার মনে হয় ওই বানচোত তর্ক বাঁধিয়ে যৌন সুখ পায়।"

"তুমি কি বলতে চাইছ মাত্র একজন রাশিয়ান নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞের সাথেই কুলিয়ে উঠতে পারছ না, জেমি?"

"অ্যা, কি?" হালের নীল চোখ দুটো হকচকিয়ে গেছে বলে মনে হল, তার আদা রঙা গোঁফ ওপর নিচে লাফিয়ে উঠল। "না, স্যার। একদম না।"

"কারণ, একটা হার্টবিটের সমান সময়েই তোমাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতে পারি আমি," নিষ্ঠুরতার তীর ছুঁড়ল যেনো ডিসিআই'র গলা।

"না, স্যার।"

"আর বিশ্বাস কর, আমি সেটা করবও। আমার মন মেজাজটা এখন একদমই–"

"সেটার দরকার হবে না। আমি কারপভকে নিয়ন্ত্রণের মাঝে আনব।"

"তোমাকে সেটা করতেই দেখতে চাই," বৃদ্ধ সৈনিকের কণ্ঠে হঠাৎ চলে আসা ক্লান্তির ভাবটা শুনতে পেল লিন্ড্রস, আশা করল ইলেকট্রনিক সংযোগের মধ্যে দিয়ে জেমি সেটা বুঝতে পারবে না। "প্রেসিডেন্টের ভিজিটের সময়ে এবং তার আগে পরে শক্ত নিরাপত্তা চাই আমরা। বুঝতে পেরেছ?"

"জি স্যার।"

"ধারণা করছি জেসন বর্নের কোনো চিহ্ন দেখতে পাও নি।"

"একদমই দেখতে পাই নি, স্যার। আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমরা অতিরিক্ত নজর রেখেছি।"

BanglaBook.org

লিনড্রস জানে এই মুহূর্তে যা যা জানার প্রয়োজন ছিল তা জানা শেষ হয়েছে ডিসিআই'র। গলা খাঁকারি দিলো সে।

"জেমি, আমার পরবর্তী অ্যাপয়েন্টমেন্ট এইমাত্র দেখা দিলো।" না ঘুরেই বললেন ডিসিআই। "কালকে আবার খবর নেব আমি।" টেলিকনফারেন্সের সমাপ্তি ঘটালেন তিনি, হাত জড়ো করে বসে তাকিয়ে রইলেন মঙ্গলগ্রহ আর তা বসবাসের অযোগ্য চাঁদ দুটোর রঙিন ছবির দিকে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রেইনকোট খুলল লিনড্রস, এগিয়ে গিয়ে নিজের বসের পাশে বসল। যে রুমটা ডিসিআই পছন্দ করেছেন সেটা ছোট, অপ্রশস্ত, গভীর শীতের দিনেও অতিরিক্ত উত্তপ্ত। প্রেসিডেন্টের ছবি ঝোলানো আছে এক দেয়ালে।। তার উল্টো দিকে একটামাত্র জানালা, যেটা দিয়ে লম্বা পাইনের গাছ দেখা যাচ্ছে। সাদা কালো দেখাচ্ছে ওগুলোকে, অত্যুজ্জ্বল সিকিউরিটি ফ্লাডলাইটের আলোতে ওগুলোর অন্যান্য খুঁটিনাটি মুছে গেছে।" প্যারিস থেকে সুখবর এসেছে," বলল লিনড্রস "জেসন বর্ন মরে গেছে।"

মাথা তুললেন ডিসিআই, তার চোখমুখ খানিক আগে নির্জীব হয়ে থাকলেও এখন ঝকমক করছে। "ওকে ধরতে পেরেছে ওরা? কিভাবে? ওই হারামজাদা অনেক কষ্ট পেয়ে মরেছে আশা করি।"

"সেটার সম্ভাবনা আছে, স্যার। প্যারিসের ঠিক উত্তর-পশ্চিমে এ-ওয়ান হাইওয়েতে সংঘর্ষে মারা গেছে সে। যে মটরসাইকেলে চড়ে পালাচ্ছিল সেটা একটা আঠার চাকার ট্রাকের সাথে মুখোমুখি ধাক্কা খেয়েছিল। এক কুয়ে দরসে অফিসার চাক্ষুস দেখেছে।"

"মাই গড," শ্বাস ফেললেন ডিসিআই।

"তেলের দাগ ছাড়া আর কিছুই বাঁচে নি।" তার ভুরু দুটো কুঁচকে আটকে গেছে। "কোনো সন্দেহই কি নেই?"

"পরিচয় শনাক্ত করার আগপর্যন্ত সন্দেহ তো রয়েই যাচ্ছে, লিনড্রস বলল। "আমরা বর্নের দাঁতের রেকর্ড আর ডিওএও'র স্যাম্পল চেয়েছিলাম কিন্তু ফরাসি কর্তৃপক্ষ আমাকে বলেছে ওখানে একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটেছিল, আর তারপর এমন অগ্নিকান্ড ঘটেছিল যে তাদের আশঙ্কা বর্নের হাড়গুলোও হয়তো আর বাকি নেই। যাই করুক না কেন অ্যাকসিডেন্টের জায়গাটা পুরো খতিয়ে দেখতে দু'য়েক দিন লাগবে ওদের। ওরা আমাকে আশ্বাস দিয়েছে, নতুন কোনো তথ্য পেলেই আমাকে জানাবে।"

মাথা ওপর-নিচ করলেন ডিসিআই।

"আর জ্যাক রবিনেও ভাল আছেন," যোগ করল লিনড্রস।

"কে?"

"ফ্রান্সের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী, স্যার। তিনি ককলিনের বন্ধু এবং সাহায্যকারী

BanglaBook.org

ছিলেন। তিনিই যে বর্নের পরবর্তী টার্গেট হবেন সে আশঙ্কা আমরা করছিলাম।"

চুপচাপ স্থির হয়ে বসে রইলেন দু'জন। চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন ডিসিআই। হয়তো তিনি অ্যালেক্স ককলিনের কথা ভাবছেন, হয়তো তিনি বিশ্লেষণ করছেন আধুনিক জীবনে উদ্বেগ আর ভয় কি রকম প্রভাব ফেলে, হয়তো ভাবছেন ড. হল কিভাবে এতটা দূরদর্শী ছিলেন। গুপ্তচরবৃত্তির সাথে সম্পর্কিত কাজ বেছে নিয়েছিলেন কারণ তার আশা ছিল যে উদ্বেগ আর ভয়ের সাথে তিনি জন্মেছেন তা লাঘব করতে পারবেন। অথচ জীবনসায়াহ্ন পর্যন্ত কাজ করেও তার উল্টোটাই হচ্ছে। আর তবুও কখনো পেশাটা ছাড়ার কথা ভাবেন নি তিনি। এই কাজ ছাড়া জীবন কল্পনা ও এই জগতে তিনি যা যা করেছেন সেসব দিয়েই তার পুরো অস্তিত্ব সংজ্ঞায়িত।

"স্যার, যদি বলতে দেন তাহলে বলি। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডিসিআই। "এমন কিছু বল যা আমি জানি না, মার্টিন।"

"আমার মনে হয় বাসায় ম্যাডেলিনের কাছে ফিরে যাবার সময় হয়ে গেছে আপনার," নরম গলায় বলল লিনড্রস।

নিজের মুখের ওপর একটা হাত দিয়ে চাপ দিলেন ডিসিআই, হঠাৎ খুব ক্লান্ত মনে হল তাকে।

"ফিনিক্সে নিজের বোনের কাছে গেছে ম্যাডি। আজ রাতে পুরো বাড়ি অন্ধকার।"

"যাই হোক না কেন, বাড়ি যান।"

ডেপুটি উঠে দাঁড়ানোয় তার দিকে ঘুরলেন ডিসিআই। "মার্টিন, শোনো, তোমার মনে হতে পারে বর্নের অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তা নয়।"

নিজের রেইনকোট তুলে নিয়েছিল লিনড্রস, এখন থামল সে। "আমি বুঝতে পারছি না, স্যার।"

"বর্ন হয়তো মরেছে কিন্তু জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টায় আমাদেরকে বাঁদর বানিয়ে রেখে গেছে সে।"

"স্যার–"

"জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা ওটাকে সামলাতে পারি না। এই সময়ে আর যুগে একের পর এক নিরীক্ষণ লেগেই আছে। আর যেখানেই নিরীক্ষণ সেখানেই সামনে অপেক্ষা করছে কঠিন প্রশ্ন। তাৎক্ষণিকভাবে এসব প্রশ্নের সমাধান না করলে চরম ফলাফল আসছে।" ঝিলিক দিয়ে উঠল ডিসিআই'র চোখ। "এই অধ্যায়টা খতম করে দিয়ে ইতিহাসের ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলতে শুধু একটা জিনিসই দরকার আমাদের।"

"সেটা কি, স্যার?"

"একটা বলির পাঠা চাই আমাদের, মার্টিন। সে হবে এমন একজন যার গায়ে সব দোষ মাখিয়ে দিয়ে মে মাসের সদ্য ফোটা গোলাপের মত সুগন্ধ আসবে আমাদের গায়ে।" কঠোর দৃষ্টিতে ডিডিসিআই'র দিকে তাকালেন তিনি।

BanglaBook.org

"তেমন কেউ কি আছে, মার্টিন?"

লিনড্রসের পাকস্থলীর ভিতর একটা ঠাণ্ডা দলা পাকিয়ে উঠল উদ্বেগ।

"বলো, বলো, মার্টিন," কর্কশ গলায় বলে উঠলেন ডিসিআই। "কথা বল।"

বোবা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল লিনড্রস। দেখে মনে হচ্ছে চোয়াল দুটো নড়াতে পারছে না সে।

"তেমন কেউ নিশ্চয়ই আছে, মার্টিন," ফেটে পড়লেন ডিসিআই।

"এটা করে আনন্দ পাচ্ছেন আপনি, তাই না?"

এই দোষারোপ শুনে ভেতরে ভেতরে ব্যাথায় কুঁচকে উঠলেন ডিসিআই। যে কাজ করলে তার ছেলেদের ওপর হস্তক্ষেপ করতে হত তা থেকে তারা নিরাপদ দূরত্বে আছে দেখে আরও অনেক বারের মত কৃতজ্ঞ বোধ করলেন অবশ্য তিনি। কেউ তাকে যেনো ছাপিয়ে যেতে না পারে তা নিশ্চিত করবেন তিনি। "তুমি যদি তার নাম না বল, তাহলে আমিই বলছি। ডিটেক্টিভ হ্যারিস।"

"তার সঙ্গে ওরকম করতে পারি না আমরা," দৃঢ় গলায় বলল লিনড্রস। ও টের পেল কেবলমাত্র খোলা সোডার ক্যানের মত করছে রাগ ওর মাথার ভেতর বিজবিজ।

"আমরা? 'আমরা'র কথা কে বলল, মার্টিন? এটা তোমার অ্যাসাইনমেন্ট ছিল। একদম শুরু থেকেই সেটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন দোষ চাপানোর দায়িত্বটা সম্পূর্ণ তোমার ঘাড়ে।"

"কিন্তু হ্যারিস তো কোনো দোষ করে নি।"

একটা ভুরু তুললেন ডিসিআই। "সে বিষয়ে আমার চরম সন্দেহ আছে। কিন্তু তোমার এই কথা যদি সত্যি হয়েও থাকে, কে পরোয়া করে?"

"আমি করি, স্যার।"

"খুব ভাল, মার্টিন। তাহলে আমার মনে হয় ওল্ডটাউন আর ওয়াশিংটন সার্কেলের ব্যর্থতার দোষ তুমি নিজের ওপরই চাপাচ্ছ।"

চেপে বসল লিনড্রসের ঠোঁট দুটো। কোনটা করব, সেটা তাহলে আমি নিজেই ঠিক করব?"

"ঠিক করার মত আর কাউকে তো দেখছি না, তুমি দেখছ কি? ওই কুত্তী-মহিলা আলোনজো তার মাংস খুলে নেবে। যদি কাউকে বিসর্জন দিতেই হয় আমাকে, তাহলে নিজের ডিডিসিআইকে না দিয়ে ভার্জিনিয়া স্টেট পুলিশের কোন বয়স্ক ডিটেক্টিভকেই দেব। তুমি যদি নিজের তলোয়ারের ওপরই পড় তাহলে তার ঘা আমাকে লাগাবে কি করে, মার্টিন?"

"হায় ঈশ্বর," চাপা রাগের সাথে বলল লিনড্রস, "এই চাকরি নামক সাপের গর্তে এতদিন ধরে আপনি অক্ষত আছেন কি করে?"

উঠে দাঁড়ালেন ডিসিআই, নিজের ওভারকোটটা টেনে নিলেন। "কি করে ভাবলে আমি অক্ষত আছি?"

BanglaBook.org

এগারোটা চল্লিশে ম্যাথিয়াস চার্চের গথিক স্টোনের প্রাসাদে পৌছাল বর্ন। পরের বিশ মিনিট ধরে জায়গাটাতে হাটল সে। এখনকার বাতাস ঠাণ্ডা আর শুকনো, আকাশ পরিস্কার। কিন্তু দিগন্তের কাছে ঘন মেঘের জটলা দেখা যাচ্ছে, তাজা বাতাসে ভর করে বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ এসে লাগল ওর নাকে। এখন আবার ওর হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির খানিকটা ফিরে এল কোনো একটা শব্দ বা গন্ধ পেয়ে। ও নিশ্চিত এখানে আগেও এসেছিল। যদিও কখন এসেছিল বা কোন মিশনে এসেছিল তা মনে করতে পারছে না। আরো একবার রিক্ততা আর শূন্যতা ওকে স্পর্শ করায় অ্যালেক্স আর মো'র চিন্তা ওর মাথায় এমনভাবে গেড়ে বসল যে ও যেনো চাইলেই হাওয়া থেকে জাদুবলে টেনে আনতে পারে ওদেরকে।

মুখ বিকৃত করে নিজের কাজ চালিয়ে গেল বর্ন, জায়গাটা নিরাপদ কিনা দেখল, যতদূর পারা যায় নিশ্চিত হল জায়গাটায় শত্রুর নজরদারি নেই।

মাঝরাত নামার পর চার্চের দক্ষিণ দিকের বিশাল সম্মুখভাগের দিকে এগোল বর্ন, এখান থেকেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে গারগয়েল সজ্জিত আশি মিটার উঁচু গথিক পাথরের টাওয়ার। ওটার সবচেয়ে নিচের ধাপটা চোখে লাগার মত সুন্দরী। স্ট্রিট লাইটের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার লম্বা লাল চুল। তার পেছনে পোর্টালটার উপরে চতুর্দশ শতকের ভার্জিন মেরির একটা ভাস্কর্য। এক কমবয়সী মহিলা বর্নের নাম জিজ্ঞেস করল।

"অ্যালেক্স ককলিন," জবাব দিলো ও।

"পাসপোর্ট, প্লিজ," ইমিগ্রেশন অফিসারে মত কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে বলল মহিলা।

পাসপোর্টা দিলো বর্ন, মহিলা কিভাবে ওটাকে দেখেটেখে আঙুলের ডগা দিয়ে পরীক্ষা করল তা লক্ষ্য করল। মহিলার হাত দুটো বিচিত্র ধরনের সরু, আঙুলগুলো লম্বা, শক্ত, নখগুলো ভোঁতা। এটাকে বলে মিডিটিশয়ান্স হ্যান্ড। তার বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের বেশি নয়।

"আমি কিভাবে বুঝব যে তুমিই আলেকজান্ডার ককলিন?" বলল সে।

"কোনো মানুষ কোনো কিছুকে নিশ্চিতভাবে জানে কি করে?" বলল বর্ন।

"বিশ্বাসের মাধ্যমে," নাক দিয়ে শব্দ করল মহিলা। "তোমার নামের প্রথম অংশটা কি?"

"ওটা তো লেখা আছে পাসপো–"

ওর দিকে কঠিন একটা দৃষ্টি দিলো মহিলা। "তোমার আসল নামের প্রথম অংশের কথা বলছি আমি। যেটা নিয়ে তুমি জন্মেছ।"

"অ্যালেক্সেই," ককলিন যে আসলে রাশিয়া থেকে রাজনৈতিক কারণে পালিয়ে আসা রাশিয়ান তা মনে করে বলল বর্ন।

মাথা ওপর নিচ করল তরুণী মহিলা। তার সুন্দর গড়নের মুখটার অনেকটা দখল করে আছে তার সবুজ হাঙ্গেরিয়ান চোখ। বড় বড় চোখগুলো আঁখি পল্লবে

BanglaBook.org

শোভিত, ঠোঁট দুটো চওড়া, আবেদনময়। তার মাঝে একটা ধারালো ছিমছাম ভাব আছে কিন্তু সেই সাথে অস্তিত্বের গভীরে যেনো প্রথিত করা আছে তার ইন্দ্রিয়পরায়ন স্বভাব। "বুদাপেস্টে স্বাগতম, মিঃ ককলিন। আমি অ্যানাকা ভেডাস।" সুগঠিত একটা হাত তুলে ইঙ্গিত করল সে। "আমার সাথে এসো।" যে প্লাজাটা চার্চের ওদিকটার সাথে যুক্ত আছে চার্চের কোণা ঘুরে সেদিকে বর্নকে নিয়ে চলল সে। অন্ধকাররাচ্ছন্ন রাস্তা থেকে পুরনো লোহার ব্যান্ড লাগানো ছোট একটা দরজা কোনোমতে দেখা যাচ্ছে। একটা ছোট ফ্ল্যাশলাইট বের করে খুট করে জ্বালল অ্যানাকা। শক্তিশালী আলোর বিম বেরিয়ে এল ফ্লাশলাইটটা থেকে। নিজের পার্স থেকে পুরনো ধাঁচের একটা চাবি বের করে দরজাটার তালায় ঢোকাল সে, প্রথমে চাবিটা একদিকে ঘুরিয়ে তারপরই বিপরীত দিকে ঘোরাল। তার ঠেলায় খুলে গেল দরজাটা।

"ভেতরে আমার বাবা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে," বলল সে। চার্চের বিশাল অভ্যন্তর ভাগটায় ঢুকল ওরা। ফ্ল্যাশলাইটের কাঁপা আলোতে বর্ন দেখতে পেল চার্চের প্লাস্টার করা দেয়ালগুলো রং করা নকশার অলংকরণে সাজানো। ফ্রেসকোগুলো হাঙ্গেরিয়ান সেইন্টদের জীবনী বর্ণনা করছে।

"১৫৪১ সালে আক্রমণকারী তুর্কীদের হাতে বুদা'র পতন হলে তারপরের দেড়শো বছর ধরে এই চার্চকে শহরের প্রধান মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়," বলল অ্যানাকা। ফ্রেসকোগুলোর ওপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো নিয়ে খেলা করছে। "নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তুর্কীরা অলংকরণ খুলে ফেলে আর চমৎকার ফ্রেসকোগুলোর ওপর চুনকাম করে দেয়। যাইহোক, এখন আবার সবকিছু ঠিকঠাক করা হয়েছে ত্রয়োদশ শতকের মত করে।"

সামনে উপরের দিকে মৃদু আলো দেখতে পেল বর্ন। উত্তর দিকের অংশে ওকে নিয়ে গেল অ্যানাকা, এখানে একসারি চ্যাপেল আছে। বেদীর সবচেয়ে কাছে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে দশম শতাব্দীর হাঙ্গেরিয়ান রাজা বিলা আর তার স্ত্রী অ্যান-অব-চ্যার্টিলেনের শবাধার। যেটা আগে গীর্জার ভূগর্ভস্থ কক্ষ ছিল সেখানে মধ্যযুগীয় খোদাই কর্মের নিচে দাঁড়িয়ে আছে কেউ একজন।

নিজের হাত বাড়াল জানোস ভেডাস। বর্ন হাতটা ধরার জন্য আগে বাড়তেই ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তিনটে লোক, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। প্যাকেজ থেকে পাওয়া পিস্তলটা দ্রুতগতিতে তুলল বর্ন। তাতে স্রেফ একটা হাসিই ফুটল জানোস ভেডাসের মুখে।

"ফায়ারিং পিনটা দেখো, মিঃ বর্ন। কি করে তুমি ভাবলে কোনো সচল বন্দুক দেব আমি তোমাকে?"

বর্ন দেখল অ্যানাকা ওর দিকে একটা পিস্তল তাক করে রেখেছে।

"অ্যালেক্সেই ককলিন আমার অনেক দিনের বন্ধু ছিল, বর্ন। আর এক্ষেত্রে,

BanglaBook.org

তোমার চেহারা তো খবরে দেখা যাচ্ছেই।" শিকারীর মতো সতর্ক চেহারা তার, বিষন্ন ভুরু, চারকোণা চোয়াল আর চকচকে চোখ। তারুণ্যের সময় নিশ্চয়ই মাথা ভরা চুল ছিল। কিন্তু এখন এই মধ্য-ষাটে এসে তার চুল পাতলা হয়ে গেছে, কপালের উপরের চুলের রেখাটা হয়ে গেছে ত্রিকোণাকার উপকূলের মত। "সবার বিশ্বাস তুমিই অ্যালেক্সেই আর ড. পানোভকে মেরেছে। আমারও বিশ্বাস। শুধুমাত্র অ্যালেক্সেই'র হত্যাকান্ডের জন্যই আমি এখন এই মুহূর্তে তোমাকে মারার নির্দেশ দিতে পারি।"

"আমার পুরনো বন্ধু ছিল সে, তারচেয়েও বেশি সে আসলে আমার গুরু ছিল।"

ভেডাসকে দেখাল দুঃখি, সর্বংসহার মত। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। "আর ওর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তুমি। আমার তাই মনে হয়, কারণ আর সবার মত তুমিও জানতে চাও ফেলিক্স শিফারের মনে কি আছে।"

"তুমি কি বলছ সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই।"

"না, অবশ্যই তোমার ধারণা নেই," গভীর সংশয়ের সাথে বলল ভেডাস।

"তোমার কি মনে হয়, অ্যালেক্সের আসল নাম আমি কি করে জানলাম? অ্যালেক্সেই আর মো পানোভ দু'জনে আমার বন্ধু ছিল।"

"তাহলে তাদেরকে খুন করার ব্যাপারটা হবে একটা পাগলামি।"

"অবশ্যই।"

"হুঁ: হ্যাজাস," ভেবে চিন্তে মন্তব্য করেছে। "তার কথা মনে আছে তো, সেই হোটেল ম্যানেজার যাকে পিটিয়ে ভর্তা করে ফেলেছিলে আরেকটু হলে। আমার মনে আছে, তোমাকে পাগলা বলে ডেকেছিল সে।"

"আর তা থেকেই তুমি জানলে আমাকে কি বলে ডাকতে হবে," বলল বর্ন। "আমি হয়ত ওর হাত বেশি জোরেই মুচড়ে ধরেছিলাম কিন্তু আমি জানতাম সে মিথ্যা বলছিল।"

"আমার জন্যে মিথ্যা বলছিল সে," ভেডাসের কথায় সামান্য গর্বের ছোঁয়া লাগল।

অ্যানাকা আর অন্য তিন লোকের সতর্ক দৃষ্টির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেল বর্ন, ভেডাসের হাতে দিলো অকেজো পিস্তলটা। ভেডাস ওটা নিতে এগিয়ে আসার সাথে ওর শরীরটা ঘুরিয়ে দিলো বর্ন। সেই সাথে নিজের সিরামিকের পিস্তলটা বের করল সে, ভেডাসের কপালের পাশে ঠেকাল। "কি মনে করেছ তুমি, অচেনা একটা পিস্তল খুলে দেখেটেখে আবার জোড়া না লাগিয়েই সেটা ব্যবহার করতে যাব আমি?"

অ্যানাকার দিকে ঘুরে শান্ত গলায় অনেকটা যেনো হেলাফেলার সুরে বলল ও, "তোমার বাপের ব্রেনকে যদি পাঁচশো বছরের ইতিহাসের ওপর ছড়িয়ে পড়তে না দেখতে চাও, তাহলে পিস্তল নামিয়ে রাখ। ওর দিকে তাকিয়ে থেক না, যেমনটা বলছি কর।"

অ্যানাকা নিজের পিস্তল নামিয়ে রাখল।

BanglaBook.org

ওই তিন জন লোকের একজনও নড়ল না, এখন নড়বেও না তারা। বর্ন তাদের দিকেও একইভাবে চোখ রাখল। ভেডাসের কপাল থেকে পিস্তলের মাজলটা সরাল ও, তাকে যেতে দিলো।

"ইচ্ছে করলে তোমাকে গুলি করে মারতে পারতাম আমি।"

"আর তাহলে তোমাকে মেরে ফেলতাম আমি," হিংস্রভাবে বলে উঠল অ্যানাকা।

"সে চেষ্টা যে করতে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই," বলল বর্ন। সিরামিকের পিস্তলটা তুলে ধরল ও, অ্যানাকা আর ভেডাসের লোকদেরকে দেখাল যে ওটা ব্যবহার করার কোনো ইচ্ছা ওর নেই। "কিন্তু ওসব তো বিপজ্জনক কাজ। আমরা যদি একে অন্যের শত্রু হতাম তবেই তো অমনটা করতাম।" অ্যানাকার পিস্তলটা হাতে নিয়ে সেটার গ্রিপটা এগিয়ে ধরল ও।

কোনো কথা না বলে পিস্তলটা নিল অ্যানাকা, তাক করল বর্নের দিকে।

"কি বানিয়েছো তোমার মেয়েকে, মিঃ ভেডাস? হ্যা, সে হয়তো তোমার জন্য আমাকে মারতো কিন্তু এটাও মনে হচ্ছে কোনো কারণ তৈরি হবার আগেই দ্রুত আমাকে শেষ করে দিত ও।"

বর্ন আর অ্যানাকা'র মাঝখানে দাঁড়ান ভেডাস, হাত দিয়ে ঠেলে নামিয়ে দিলো অ্যানাকার পিস্তলটা। "এমনিতেই আমার অনেক শত্রু আছে অ্যানাকা," নরম গলায় বলল সে।

পিস্তলটা সরিয়ে ফেলল অ্যানাকা কিন্তু বর্ন খেয়াল করল ওর চোখে একটা রূঢ়তার ঝিলিক রয়েই গেছে।

বর্নের দিকে ঘুরল ভেডাস। "যেমনটা বললাম, তোমার পক্ষে অ্যালেক্সেইকে খুন করাটা হবে পাগলামিরই নামান্তর। আর এখন মনে হচ্ছে কোনো পাগলের থেকে তুমি অনেকটাই বিপরীত।"

"আমাকে ফাঁসানো হয়েছিল, বলির পাঁঠা বানিয়ে খুনের দোষ চাপানো হয়েছিল যাতে আসল খুনি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে।"

"ইন্টারেস্টিং। কিন্তু তা হবে কেন?"

"সেটা বুঝতেই এখানে এসেছি আমি।"

কঠিন দৃষ্টিতে বর্নের দিকে তাকাল ভেডাস। তারপর নিজের চারপাশে চাইল সে, হাত দুটো তুলল। "অ্যালেক্সে'র সাথে এখানে দেখা হত আমার, বুঝলে? সে বেঁচে থাকলে। দেখতে পাচ্ছ, অত্যন্ত তাৎপর্যময় একটা জায়গা এটা। এখানে চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে একসময় দাঁড়িয়ে ছিল বুদাপেস্ট প্রথম প্যারিশ চার্চ। উপরে বেলকনিতে যে বিশাল পাইপ অর্গানটা দেখতে পাচ্ছ সেটা রাজা ম্যাথিয়াসের দুটো বিয়েতেই বেজেছিল। হাঙ্গেরির শেষ দুই রাজা, ফ্রান্সিস জোসেফ আর চতুর্থ চার্লসের রাজগভিষেক এখানেই হয়েছিল। হ্যা, অনেক ইতিহাস আছে এখানে, আর অ্যালেক্সেই আর আমি, দু'জনে মিলে ইতিহাসই পাল্টে দিতে যাচ্ছিলাম।"

BanglaBook.org

"ড. ফেলিক্স শিফারের সাহায্যে, তাই না?" বর্ন বলল। জবাব দেবার সময় পেল না ভেডাস। ঠিক তখনই প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল একটা প্রচন্ড শব্দ, আর সাথে সাথে হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে পিছন দিকে ছিটকে পড়ল সে। কপালে বুলেটের গর্তটা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে তার। অ্যানাকাকে আঁকড়ে ধরল বর্ন, পাথরের কাজ করা পেভিংয়ের ওপর ডাইভ দিয়ে পড়ল। ভেডাসের লোকেরা ঘুরল, ছড়িয়ে পড়ে কভার নেবার চেষ্টা করতে করতে পাল্টা গুলি করতে লাগল। প্রায় সাথে সাথেই গুলি খেল একজন, মার্বেলের ওপর দিয়ে পেছনে ছিটকে গেল তার দেহটা, পড়ার আগেই মরে গেছে সে। দ্বিতীয়জন একটা বেঞ্চের কোণা ধরে তার আড়ালে চলে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল কিন্তু সেও মেরুদন্ডে একটা গুলি খেল। পিঠ বেঁকিয়ে ধনুকের মত হয়ে গেল সে, তার অস্ত্রে আছড়ে পড়েছে মাটিতে।

তৃতীয় লোকটার দিকে একবার তাকিয়ে ভেডাসের দিকে তাকাল বর্ন। হাত-পা ছড়িয়ে নিজের রক্তের পুকুরে শুয়ে আছে ভেডাস। নড়ছে না সে, শ্বাসপ্রশ্বাসের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না তার বুকে। আরো গুলির শব্দে বর্নের মনোযোগ আবার চলে এল ভেডাসের তৃতীয় লোকটার দিকে। কুঁজো অবস্থা থেকে সোজা হচ্ছিল সে, তখনই এক সারি বুলেট খেল। তার নিচের ছোঁড়া বুলেটগুলো চলে গেছে উপরে ক্যাথেড্রালের বিশাল অর্গ্যানটার দিকে। মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে হাত দুটো ছড়িয়ে দিলো সে, রক্তের ফুটকি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে তার বুক জুড়ে। নিজের মারাত্মক ক্ষত আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল সে। কিন্তু ততক্ষণে উপরের দিকে উল্টে গেছে তার চোখ।

অর্গ্যান বেলকনির আবছা আঁধারের দিকে চাইল বর্ন, গাঢ় একটা ছায়া নড়তে দেখে গুলি করলে পাথরের টুকরো ছিটকে গেল। তার পর অ্যানাকা'র ফ্ল্যাশলাইটটা নিল ও, বেলকনির ওপর দিয়ে আলোর বিমটা চালাতে চালাতে পেঁচানো সিঁড়িটার দিকে দৌড়িয়ে গিয়ে থামল ওটার কাছে। অ্যানাকা ছাড়া পেয়েছে বর্নের হাত থেকে এতক্ষণে, গোলমালটা বুঝে উঠে নিজের বাবাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল।

"ফিরে এসো!" চেঁচালো বর্ন। "বিপদে আছো তুমি।"

ওকে অগ্রাহ্য করে নিজের বাবার পাশে ছুটে গেল অ্যানাকা।

তাকে কভার দিলো বর্ন, বেলকনির আঁধারের দিকে আরো গুলি ছুড়ল কিন্তু ফিরতি কোনো গুলি না পেয়ে চরম অবাক হল ও। স্নাইপার নিজের কাজ সেরে নিয়েছে; এবং খুবই সম্ভব যে এখন দৌড়ের উপর আছে সে।

নষ্ট করার মত আর কোনো সময় নেই, বর্ন সিঁড়িটাতে লাফিয়ে চড়ে বেলকনিতে উঠল। বুলেট খরচ করা কেসিং দেখে চলতে থাকল ও। বেলকনিটা জনশূন্য মনে হচ্ছে। এটার মেঝে পাথর বসানো আর অর্গ্যানটা পেছনের দেয়ালটা অলংকরণ খোদাই করা কাঠের প্যানেলিং বসানো। অর্গ্যানটার পেছনে নিচু হল বর্ন কিন্তু এ জায়গাটাও খালি। অর্গ্যানের চারপাশের মেঝে আর তারপর কাঠের দেয়াল দেখল ও

BanglaBook.org

ভাল করে। প্যানেলগুলোর মধ্যে একটার অবস্থান অন্যগুলোর থেকে সামান্য আলাদা মনে হল, এক পাশটা কয়েক মিলিমিটার চওড়া যেনো...

আঙুলের ডগা দিয়ে জিনিসটা অনুভব করে দেখল বর্ন, প্যানেলটায় ঢুকল ও, একটা ঢালু ঘোরানো সিঁড়ির মুখোমুখি হল। হাতে পিস্তলটা তৈরি রেখে ধাপগুলো বেয়ে উঠে আরেকটা দরজার সামনে পৌছাল। ওটা ঠেলে খুলল বর্ন, দেখতে পেল চার্চের ছাদের যাওয়া যায় দরজাটা দিয়ে, মাথাটা বাইরে বের করতে না করতেই একটা গুলি ছোঁড়া হল ওর দিকে। পিছিয়ে এল ও কিন্তু তার আগেই দেখতে পেয়েছে একটা ছায়ামূর্তি ছাদের টালিগুলোর ওপর উঠেছে, যেগুলো ঢালু হয়ে আছে বিপজ্জনক কোণে। ব্যাপারটাকে আরো খারাপ করতেই আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে, আর টালিগুলো আরো অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। এর ভাল দিকটা হচ্ছে, অ্যাসাসিনটা নিজের ব্যালান্স রাখতেই এত ব্যস্ত থাকছে যে বর্নের দিকে আরেকটা গুলি ছোঁড়ার ফুসরত পাচ্ছে না।

বর্ন এর পরপরই বুঝল ওর নতুন বুটের সোল ওখানে পিছলে যাবে আর ওগুলো খুলে ফেলে প্যারাপেটের ওদিকে ফেলে দিলো। তারপরই কাঁকড়ার মত পাশে হেটে ছাদের ওপর দিয়ে এগোল। বর্নের তিরিশ মিটার নিচে, মারাত্মক একটা পতনের সমান দূরত্বে দেখা যাচ্ছে সেই স্কয়ারটা যেটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই চার্চ, স্ট্রিট লাইটের আলোয় চকচক করছে। হাতের আর পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে শরীরটা আটকে নিয়ে স্নাইপারের পেছনে ধাওয়া অব্যাহত রাখল ও। ওর মনের গভীরে সন্দেহ, ও যাকে ধাওয়া করছে সে আসলে খান কিন্তু বর্নের আগে খান বুদাপেস্টে এলোই বা কী করে, আর ওকে গুলি না করে ভেডাসকেই বা গুলি করল কেন?

মাথাটা তুলে দেখতে পেল ছায়ামূর্তিটা দক্ষিণ দিকের চূড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে সেদিকেই চলতে লাগল বর্ন, স্নাইপারকে পালাতে না দেবার ব্যাপারে ও দৃঢ়সংকল্প। টালিগুলো পুরনো আর ভঙ্গুর। একটা টালিকে ধরামাত্রই মাঝ বরাবর ফেটে গেল ওটা, ওর হাতে উঠে এল। আর কিছুক্ষণের জন্য হাতড়ে বেড়াল, খাড়া তলটার ওপর কোনোমতে নিজের ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করল সে। ব্যালেন্স ফিরে পাওয়ার পর হাতের টালিটা ছুঁড়ে মারল, ওর দশ ফুট নিচে ছোট চ্যাপেলটার বর্ধিত অংশের মসৃণ ছাদের ওপর আছড়ে পড়ে ভাঙলো ওটা।

বর্নের মন ছুটছে দ্রুতগতিতে। ওর জন্য চরম সংকটের মুহূর্ত হাজির হল যখন চূড়াটার নিরাপদ স্বর্গে পৌছে গেল স্নাইপার। বর্ন যদি এখনো ছাদের ওপর এমন অরক্ষিত অবস্থায় থাকে তাহলে ওর ওপর গুলি ছোঁড়ার পরিস্কার সুযোগ পেয়ে যাবে স্নাইপার। এখন আরো জোরে বৃষ্টি পড়ছে। কোনো কিছু দেখা বা স্পর্শ করার কাজটা আরো কঠিন করে তুলেছে। দক্ষিণের চূড়াটাকে এখন স্রেফ মনে হচ্ছে পঞ্চাশ ফুট দূরের একটা ঝাপসা ছায়ার মত।

চূড়াটার দিকে তিন চতুর্থাংশ পথ পার হবার পরে কিছু একটার শব্দ শুনল বর্ন।

BanglaBook.org

পাথরের গায়ে ধাতুর বাড়ি খাওয়ায় ক্লিং শব্দ আর তারপরই টালির গায়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিলো ও, উপুড় হয়ে পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে যেনো ওর ওপর দিয়ে, আর তারমধ্যেই টের পের বুলেটটা ওর কানের পাশ দিয়ে শিষ কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওর ডান হাঁটুর কাছের টালিটা বিস্ফোরিত হলে নিজের অবলম্বন হারিয়ে ফেলল। খাড়া ঢাল বেয়ে পিছলে পড়তে লাগল বর্ন, ঝাঁকি খেয়ে পড়ে গেল কিণারার ওপাশে।

সহজাত প্রবৃত্তি বশেই নিজের শরীরটা ঢিলে করে দিলো বর্ন, আর ওর কাঁধ নিচের চ্যাপেলটায় পড়ার সাথে সাথে শরীরটাকে গুটিয়ে বলের মত করে ফেলল, নিজের ভরবেগ কাজে লাগিয়ে চ্যাপেলের ছাদের ওপর দিয়ে গড়িয়ে দিলো শরীরটা যাতে পতনের আঘাতটা প্রশমিত হয়। একটা স্টেইনড গ্লাসের জানালার সাথে শরীরটা ঠেকল। এটাই ওকে সরিয়ে রাখল স্নাইপরের দৃষ্টিসীমা থেকে।

উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল ও চূড়াটা থেকে খুব বেশি দূরে নেই। একটা ক্ষুদ্রতর মিনার দেখা যাচ্ছে ওর ঠিক সমানেই, একটা সরু জানালা দেখা যাচ্ছে ওটার গায়ে। ওটা মধ্যযুগীয় ধাঁচের আর সেজন্যই কোনো কাঁচ বসানো নেই ওটাতে। চাপাচাপি করে ওটাতে ঢুকে পড়ল, পথ খুঁজে নিয়ে চূড়াটার উপরে উঠে পড়ল। এখান থেকে একটা সরু পাথরের প্যারাপেটে যাওয়া যায়, যেটা সোজা চলে গেছে দক্ষিণের চূড়াটার দিকে।

বর্নের জানার কোনো উপায় নেই, এই প্যারাপেটটা পেরিয়ে গেছে যে স্নাইপার সে ওকে দেখতে পারবে কিনা। লম্বা একটা শ্বাস টেনে দরজাটা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, দৌড়াতে লাগল পাথরের সরু প্যাসেজওয়েটা দিয়ে। সামনেই একটা ছায়ার নড়াচড়া দেখল, একটা গুলির শব্দ হবার সাথে সাথে ডাইভ দিয়ে গড়িয়ে দিলো শরীরটা। সেখান থেকেই এক ঝটকায় সোজা হল ও, ছোটা শুরু করল আবার। স্নাইপার আবার গুলি করার আগেই লাফ দিয়েছে। মাথা সামনে রেখে ডাইভ দিয়েছে চূড়াটার একটা খোলা জানালার মধ্য দিয়ে।

আরো কয়েকটা গুলির শব্দ ধ্বনিত হল, পাথরের কুচি ছিটকে উড়তে লাগল ওর চারপাশে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে চূড়াটার মাঝখানের প্যাঁচানো সিঁড়িটাতে উঠে পড়ল ও। মাথার ওপরে ধাতব ক্লিক শুনে বুঝল ওর শত্রুর গুলি শেষ হয়ে গেছে। আর এখন তিনটে করে সিঁড়ি একবারে লাফিয়ে পেরোতে লাগল বর্ন, ক্ষণিকের যে সুযোগটা মিলেছে সেটা কাজে লাগাতে চাইছে। আরেকটা ধাতব ক্লিক শুনল ও, আর একটা খালি কার্ট্রিজ আছাড় খেতে খেতে নেমে এল পাথরের সিঁড়িটা বেয়ে। শরীরটা নুইয়ে দিয়ে পিঠটা বাঁকিয়ে দিলো ও; নিচু রাখছে নিজেকে। আর কোনো গুলি ছুটল না। এতে স্নাইপারকে ধরে ফেলার সম্ভাবনা বাড়ল।

কিন্তু শুধু সম্ভাবনা দিয়ে চলবে না; একেবারে নিশ্চিত হতে হবে বর্নকে। চূড়াটার উপরের দিকে অ্যানাকার ফ্ল্যাশলাইটটা তাক করে সুইচটা অন করে আলোর বন্যা বইয়ে দিলো। সাথে সাথে একটা ছায়ার নড়াচড়া দেখল ওর মাথার ঠিক উপরের

BanglaBook.org

ধাপগুলোতে আলো পড়ার পর পরই সরে গেল সেটা। বর্ন গতি দ্বিগুণ করে দিলো। স্নাইপার ওর অবস্থান ভালভাবে জানবার আগেই ফ্ল্যাশলাইটটা অফ করে দিলো সে।

ওরা চূড়াটার একদম উপরের দিকে পৌঁছে গেছে প্রায়। মাটি থেকে আশি মিটারের মত উঁচুতে ওটা। স্নাইপারের আর যাওয়ার মত কোনো জায়গা নেই। এই ফাঁদ থেকে বের হতে হলে বর্নকে খুন করতে হবে তার। মরিয়া হয়ে ওঠার ফলে একই সঙ্গে বিপজ্জনক আর বেপরোয়া হয়ে উঠবে স্নাইপার। নিজের সুবিধা কাজে লাগানোর সুযোগ এখন নির্ভর করছে বর্নের ওপর।

উপরে, চূড়াটার শেষ অংশ দেখতে পেল, উঁচু খিলান দিয়ে ঘেরা একটা বৃত্তাকার জায়গা, যেখানে বৃষ্টি আর বাতাসের অবাধ চলাচল রয়েছে। ও জানে এখন উপরে উঠতে থাকা চালিয়ে গেলে এক ঝাঁক বুলেটের মুখে পড়ার ভাল সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তবুও এখানে থাকতে পারছে না। ফ্ল্যাশলাইটটা হাতে নিয়ে উপরের দিকে একটা ধাপে কোণ করে রাখল বর্ন, তারপর শুয়ে পড়ে মাথা নিচু করল। হাত বাড়াল ও, শরীরটা সোজা করল যতদূর সম্ভব, খুট করে জ্বালাল ফ্ল্যাশলাইট।

ফলাফল হল কান ফাটানো গুলিবর্ষণ। গুলির শব্দ যখন পুরো চূড়াটার মিনারের উপর-নিচে ওঠা-নামা করে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তখনই বাকি সিঁড়ির ধাপগুলো যেনো উড়ে পেরিয়ে গেল বর্ন। অনেকটা জুয়ার চাল চেলেছে ও। ধরে নিয়েছে একটু আগের গুলিবর্ষণে নিজের শেষ কার্ট্রিজের সব গুলিই খরচ করে ফেলেছে স্নাইপার।

পাথরের ধুলোর মেঘ ফুটো করে মাথা নোয়ানো ষাঁড়ের মত স্নাইপারের দিকে ছুটে গেল বর্ন, তাকে ধাক্কিয়ে নিয়ে গিয়ে তার পিঠটা আছড়ে ফেলল পাথরের একটা খিলানের ওপর। লোকটা নিজের মুঠো দুটো এক করে বর্নের পিঠে মারল। হাঁটুর ওপর বসিয়ে দিলো ওকে একেবারে। ওর মাথা নিচু হওয়াতে ঘাড়টা অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। মারবার জন্য একটা লোভনীয় টার্গেট। হাত দিয়ে বর্নের গায়ে মারতে গেল স্নাইপার, বর্ন ঘুরে গিয়ে নামতে থাকা হাতটা ধরে ফেলল। লোকটার নিজস্ব ভরবেগ কাজে লাগিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিলো। স্নাইপার পড়ে যাবার পর তার কিডনিতে ঘা বসাল বর্ন।

লোকটা নিজের গোড়ালী দুটো দিয়ে বর্নের গোড়ালী দুটো ঘিরে ফেলল। মোচড় দিতেই পিছন দিকে পড়ে গেল বর্ন। সাথে সাথে লোকটা ওর দিকে ঝাঁপাল। একে অন্যের হাত আঁকড়ে ধরল দু'জন। ফ্লাশলাইটটার আলো ধুলোর কুন্ডলীতে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এই আলোতেই স্নাইপারের লম্বা কোদালমুখো চেহারা, ব্লন্ড চুল আর হালকা রঙের চোখ দেখতে পেল বর্ন। খানিকটা যেনো অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ও। বুঝতে পারল, ও আসলে আশা করেছিল স্নাইপারটা খানই হবে।

বর্ন এই লোককে মারতে চায় না, একে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সে। এই লোকটা কে, কে তাকে পাঠিয়েছিল আর ভেডাসকে খুনের জন্য কেন চিহ্নিত করা হয়েছিল তা জানতে মরিয়া ও। কিন্তু লোকটা যেনো নরকের শয়তানের মত শক্তি

BanglaBook.org

আর নাছোড়বান্দার মত ধৈর্য নিয়ে লড়ে যাচ্ছে, আর যখন সে বর্নের ডান কাঁধে মেরে বসল তখন অসাড় হয়ে গেল ওর ডান হাতটা। সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচানোর আগেই ওর ওপর চড়াও হল লোকটা। পরপর তিনটা ঘুঁষি খেয়ে হড়বড় করতে করতে পিছিয়ে গেল বর্ন, যতক্ষণ না একটা খিলানের ওপাশের নিচু রেলিংটায় ঠেকল। লোকটা এল ওর পেছনে, খালি বন্দুকটা উল্টোভাবে হাতে নিয়েছে যাতে বাঁটটাকে মুগুর হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ডান কাঁধের ব্যথা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করল বর্ন। স্নাইপার প্রায় ওর গায়ের ওপর উঠে এসেছে। ডান হাতটা উপরে তোলা, ভারি বাটটা চকচক করছে স্কয়ারের আলোতে। হিংস্র খুনে একটা ভাব তার মুখে, ঠোঁট দুটো পিছনদিকে সরে এসেছে পশুর মত। অর্ধবৃত্তাকার হাত ঘোরাল সে, বাটটা নেমে এল পরিস্কার ইচ্ছা আছে বর্নের খুলি গুঁড়ো করার। একবারে শেষ মুহূর্ত সরে এল বর্ন, আর এটাই যথেষ্ট ছিল। নিজের গতির কারণেই হুড়মুড়িয়ে রেলিংয়ের ওপাশে পড়ে গেল স্নাইপার।

সাথে সাথে নড়ে উঠল বর্ন, নিচু হয়ে আঁকড়ে ধরল লোকটার হাত। কিন্তু বৃষ্টিভেজা মাংস যেনো তেলের মত পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। হাতটা পিছলে গেল ওর আঙুল থেকে। চেঁচিয়ে উঠে পড়ে যেতে লাগল লোকটা, বহু নিচের পেভমেন্টের দিকে তীব্র বেগে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

খান যখন বুদাপেস্টে পৌছাল তখন রাত নেমেছে। এয়ারপোর্ট থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে দানিউবিয়াস গ্র্যান্ড হোটেলে ঢুকল ও। এখন হেঙ্গ র‍্যাফারিং নামটা ব্যবহার করছে, প্যারিসেও *লে মঁদ*'র রিপোর্টার হিসেবে এই নামটাই ব্যবহার করেছিল। এভাবেই ইমিগ্রেশন পেরিযে এসেছে খান। কিন্তু অন্যান্য জিনিসের মত কেনা কিছু ডুকমেন্টও বয়ে বেড়াচ্ছে, যাতে ওকে ইন্টারপোলের একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর মনে হয়।

"মিঃ ককলিনের সাথে কথা বলার জন্য প্যারিস থেকে এসেছি আমি," উদ্বিগ্ন গলায় বলল খান। "আর সবকিছুতেই এত দেরি হল। আমি ভয়ংকর রকম লেট হয়ে গেছি। কি মনে হয়, আপনি কি মিঃ ককলিনকে জানাতে পারবেন শেষ পর্যন্ত আমি এসেছি? আমরা খুব টাইট শিডিউলে আছি, দুজনেই।"

খান যেভাবে ভেবে রেখেছিল সেভাবেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাথা ঘোরালো ডেস্ক ক্লার্ক, সোনালী পাতের ওপর রুম নম্বর লেখা খোপগুলো দেখল। "মিঃ ককলিন এই মুহূর্তে সুট নেই। আপনি কি দয়া একটা নোট রেখে যাবেন?"

"আমার মনে হয় আমার কাছে দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। সকালে আবার ফ্রেশভাবে সবকিছু শুরু করব আমরা।" মিঃ ককলিন' এর জন্য একটা নোট লেখবার ভান করল খান। সিল করে ক্লার্কটাকে দিলো। নিজের চাবি হাতে নিয়ে ঘুরল ও। কিন্তু চোখের কোণা দিয়ে দেখল ক্লার্কটা ওই খামটাকে 'পেন্টহাউজ থ্' লেখা খুপরিতে রাখল। সন্তুষ্ট হয়ে এলিভেটরে করে নিজের রুমে উঠল ও, যেটা কিনা পেন্টহাউজ লেভেলের নিচের তলায়। হাতমুখ ধোঁয়া শেষ করল খান, একটা ছোট ব্যাগ থেকে কিছু হাতিয়ার নিল আর তারপর বেরিয়ে গেল রুম ছেড়ে। সিঁড়ি ধরে পেন্টহাউজ লেভেলে অর্থাৎ উপর তলায় উঠে গেল ও। করিডোরে অনেকক্ষণ যাবৎ দাঁড়িয়ে রইল খান, একটা দালানে স্বাভাবিক যেসব শব্দ হয় সেসবের সাথে মানিয়ে নিচ্ছে। পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছে–একটা শব্দ, একটা কম্পন, একটা অনুভূতি যেটা ওকে বলে দেবে ও সামনে এগিয়ে যাবে না পিছিয়ে আসবে।

শেষ পর্যন্ত, কোনো কিছুই নিজেকে প্রকাশ করল না খানের কাছে। আর তাই সাবধানে সামনের দিকে এগিয়ে গেল ও। আবার জরিপ করল পুরো করিডোরটা, নিজেকে আশ্বস্ত করল শেষ পর্যন্ত নিরাপদ হয়েছে করিডোরটি। শেষতক পেন্ট হাউজ থ্রি'র পালিশ করা টিকের ডাবল ডোরের সামনে নিজেকে আবিষ্কার করল ও। একটা তালা খোলার যন্ত্র ঢুকিয়ে দিলো দরজার তালায়। খানিকবাদে খুলে গেল দরজাটা।

BanglaBook.org

আবার দরজার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল খান, সুটটার মধ্যে শ্বাস নিচ্ছে। ওর অনুভূতি ওকে বলল রুমটা খালি। তবু ফাঁদে পড়ার চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না ও। নিদ্রাহীনতা আর একের পর এক জাগতে থাকা আবেগের জোয়ারে খানিকটা কাঁপছে এখন ও, পুরো রুমটা ভালভাবে পরীক্ষা করল চোখ দিয়ে। প্রায় জুতোর বাক্সের সমান একটা প্যাকেজের অবশেষ ছাড়া, এই সুট যে কেউ ব্যবহার করেছিল তার বিশেষ কোনো লক্ষণ নেই। বিছানাটার অবস্থা বিচার করে বোঝা গেল কেউ এটাতে শোয় নি। বর্ন এখন কোথায়? ভাবল খান।

নিজের ঘুরতে থাকা মনকে শরীরের মাঝে টেনে আনল খান, বাথরুমের দিকে গিয়ে লাইটটা অন করল। দেখতে পেল হোটেলের দেয়া প্লাস্টিকের চিরুণী, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, মাউথ ওয়াশের পিচ্চি বোতল আর সেই সাথে সাবান, শ্যাম্পু আর হ্যান্ড ক্রিম। টুথপেস্টের মাথাটা খুলল। খানিকটা পেস্ট সিংকে বের করে ফেলে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলল। তারপর একটা পেপার ক্লিপ আর ছোট রূপার বাক্স বের করল সে। বাক্সটার ভেতরে দুটো ক্যাপসুল আছে যাদের খোলসগুলো দ্রুত-গলনশীল জিলেটিন দিয়ে তৈরি।

"একটা পিল তোমার হার্টবিট দেবে বাড়িয়ে অন্যটা দেবে কমিয়ে, আর যে পিলটা বাবা তোমাকে দেয় তা করে না কিছুই," সপ্তমে তুলে পরিস্কারভাবে হোয়াইট র‍্যাবিট'-এর সুরে গাইল খান। গাইতে গাইতেই সাদা ক্যাপসুলটা তুলে নিল বাক্সের খোপ থেকে।

টুথপেস্ট টিউবের খোলা মুখে ক্যাপসুলটা বসিয়ে পেপার ক্লিপের কোণাটা দিয়ে ওটা ভেতরে ঠেলে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছু একটা থামাল ওকে। দশ পর্যন্ত গুণল, তারপর বসিয়ে দিলো টিউবের ক্যাপটা, সাবধানে টিউবটা আবার ঠিক সেইভাবে রাখল যেভাবে প্রথমে ওগুলোকে দেখে ছিল। ক্যাপসুলটা বাইরেই রয়ে গেল।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে চেয়ে রইল ক্যাপসুল দুটোর দিকে যেগুলো ও বানিয়েছিল প্যারিস থেকে এখানে আসার ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করার সময়। তখন ও নিশ্চিত ছিল কি করবে না করবে সে বিষয়ে–কালো ক্যাপসুলটাতে এতটা ক্রেইট বিষয় আছে যাতে বর্নের শরীর অবশ হয়ে গেলেও মনটা সচেতন একবং সজ্ঞানে থাকে। স্পালকো কিসের প্ল্যান করছে সেটা খানের চাইতে বর্ন ভাল জানে; নিশ্চয়ই জানে, কারণ পথের গন্ধ শুঁকতে শুকঁতে স্পালকোর আড্ডাতেই এসে পড়েছে বর্ন। সে কি জানে সেটা তাকে মারার আগে জানতে চায় খান। অন্তত, নিজেকে ও এটাই বলেছিল আরকি।

কিন্তু এখন আর অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, প্রতিশোধের অসুস্থ তাড়নায় কাঁপতে থাকা তার মন বর্তমানে অন্য সব দৃশ্যকল্পের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে শুরু করেছে। ওগুলোকে সরানোর জন্য সে যতই জোর প্রয়োগ করুক না কেন ওগুলো রয়ে যাচ্ছে। ও এখন বুঝে আসলে যতই উন্মুক্তভাবে ওগুলোকে তাড়াতে চাইছে,

BanglaBook.org

ওগুলো ততই দম্ভের সাথে অস্বীকার করছে গায়েব হতে।

নিজের শত্রুর ঘরে দাঁড়িয়ে রইল খান, বোকা বোকা লাগছে নিজেকে। যে প্ল্যান এত সূচারুভাবে বানিয়েছে তা অনুসরণ করে কাজ করতে পারছে না। তার বদলে ওর মনের থিয়েটারে আবার যেনো মধ্যস্থ হচ্ছে বর্নের মুখের সেই ভাবটা যখন বর্ন খানের গলা থেকে পাথরের বুদ্ধটাকে ঝুলতে দেখেছিল। বুদ্ধটাকে আঁকড়ে ধরল ও, ওটার মোলায়েম আকার আর হালকা ওজনের ছোঁয়ায় বরাবরের মতই অনুভব করল নিরাপত্তা আর সান্ত্বনা। আচ্ছা, ওর সমস্যাটা কি?

রাগে খানিকটা গর্জে উঠে ঘুরল ও, ধীর আর দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে এল সুটটা থেকে। নিচে নিজের রুমের দিকে যেতে যেতে সেলফোন বের করল। একটা স্থানীয় নাম্বার টিপলে দুটো রিঙের পর একটা কণ্ঠস্বর জবাব দিলো।

"ইয়েস?" বলল ইথান হার্ন।

"কাজ কেমন চলছে?" খান বলল।

"আসলে, কাজটা আমার কাছে মজার মনে হচ্ছে।"

"যেমনটা আমি অনুমান করেছিলাম।"

"কোথায় তুমি?" হিউম্যানিস্টাস লিমিটেডের নবীনতম ডেভেলপমেন্ট অফিসার বলল।

"বুদাপেস্ট।"

"এটা একটা চমক," হার্ন বলল। "আমি ভেবেছিলাম পূর্ব আফ্রিকাতে একটা কাজের ভার দেয়া হয়েছিল তোমাকে।"

"ওটা বাদ দিয়ে দিয়েছি আমি," খান বলল। লবির কাছে পৌঁছে ওটাকে পেরিয়ে গেল, ফ্রন্ট ডোরের দিকে। "আসলে, এখনকার জন্য ব্যবসা থেকে নিজেকে তুলে নিয়েছি আমি।"

"নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছুর জন্যই এখানে এসেছ তুমি।"

"ব্যাপারটা হল, তোমার বস্। তার জন্যই এসেছি। কিছু কি খুঁজে বের করতে পারলে?"

"তেমন কিছু না কিন্তু বস্ কোনো কিছুর পেছনে লেগেছেন, আর আমি বলতে পারি, সে জিনিসটা খুব, খু-উব বড় কোনো কিছু।"

"কি কারণে এ কথা বলছ?" জিজ্ঞেস করল খান।

"প্রথমত, দু'টো চেচেনের জন্য আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি," হার্ন বলল। "এমনিতে এতে অবাক হবার কিছু নেই। চেচনিয়াতে একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ আছে তার, তবুও সেটা অদ্ভুতই। বড্ড উদ্ভটও বটে, কারণ ওদের পরনে পশ্চিমাদের মত জামাকাপড় থাকলেও পুরুষটার মুখে দাড়ি নেই। আর মহিলার মাথাতেও স্কার্ফ দেখি নি। আমি চিনতে পেরেছি ওদেরকে। অন্তত লোকটাকে চিনেছি–হাসান আরসেনভ, চেচেন বিদ্রোহীদের প্রধান।"

BanglaBook.org

"বলতে থাক," তাগাদা দিলো খান, ভাবছে এই দুমুখো সাপের কাছ থেকে প্রত্যাশার চাইতেও বেশি খবর পাচ্ছে।

"তারপর দুই রাত আগে তিনি আমাকে অপেরায় যেতে বললেন," হার্ন কথা চালিয়ে গেল। "বলেছিলেন, লাসজলো মোলনার নামের এক লোকের কাছ থেকে মোটা চাঁদা আশা করছেন।"

"তাতে অবাক হবার কি আছে?" খান বলল।

"দুটো জিনিস," উত্তর দিলো হার্ন। "প্রথমত, সন্ধ্যার পরে আমার জায়গা নিয়ে নেন স্পালকো। আমাকে রীতিমতো আদেশ করেছিলেন পরের দিনটায় কাজ না করার জন্য। দ্বিতীয়ত, মোলনার গায়েব হয়ে গেছে।"

"গায়েব?"

"হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, যেনো কখনো তার অস্তিত্বই ছিল না," হার্ন বলল। "স্পালকো ভেবেছে আমি এতটা গাধা যে জিনিসটা খতিয়ে দেখব না," আস্তে করে হাসল সে।

"বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ো না," সাবধান করল খান। "কারণ তখনই ভুল করে ফেলবে। আর আমি কি বলি শোনো, স্পালকোকে খাটো করে দেখবে না। যদি দেখো ধরে নেবে তুমি একটা লাশ হয়ে গেছো।"

"বুঝতে পেরেছি, খান। জিশুর কিরে, আমি গাধা নই।"

"তুমি হলে আমার জায়গায় কাজ করতে চাইতে না," মনে করিয়ে দিলো খান। "এই লাসজলো মোলনারের বাসার ঠিকানা তোমার কাছে আছে?"

ঠিকানাকাটা খানকে দিলো ইথান হার্ন।

"এখন," খান বলল, "তোমাকে যা করতে হবে তা হল কান খোলা রেখে মাথা নিচু রাখা। তুমি গোপনে তদন্ত করে ওর কাছ থেকে যতটুকু খবর বের করতে পারবে তার সবটুকুই চাই আমি।"

BanglaBook.org

অ্যানাকা ভেডাসকে মর্গ থেকে বের হতে দেখল জেসন বর্ন। ও ধারণা করল, পুলিশ নিশ্চয়ই অ্যানাকাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল তার বাবা আর অন্য তিন গুলিবিদ্ধ লোকের লাশ সনাক্ত করতে। আর স্নাইপারটা তো মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়েছিল, তাই দাঁতের রেকর্ড দেখে শনাক্ত করার উপায় নেই। পুলিশ নিশ্চয় এখন তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে ইইউ ডাটাবেজে তল্লাশি চালাচ্ছে। ম্যাথিয়াস চার্চে খণ্ড খণ্ড যে কথাবার্তা বর্ন শুনেছে তাতে বোঝা গেছে, একজন পেশাদার গুপ্তঘাতক কেন জানোস ভেডাসকে মারতে চেয়েছিল তা জানতে কৌতূহলী পুলিশ। কিন্তু অ্যানাকার কাছে কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে তাকে যেতে দিয়েছে পুলিশ। স্বভাবতই বর্নের বিষয়ে কিছুই জানে না পুলিশ। ওর জড়িত থাকার বিষয়টা তাদের কাছে অজ্ঞাত।

প্রয়োজন ছিল বলেই তদন্ত থেকে দূরে থেকেছে ও–হাজার হলেও ও তো একজন ইন্টারন্যাশনালি ওয়ান্টেড ব্যক্তি কিন্তু খানিকটা উত্তেজনা অনুভব করেছে। বর্ন জানে না অ্যানাকাকেও বিশ্বাস করতে পারে কিনা। অ্যানাকা যে ওর মগজের ভেতরে একটা বুলেট সেঁধিয়ে দিতে উদগ্রীব ছিল সেটা বেশি অগের কথা নয়। কিন্তু ওর আশা অ্যানাকার বাবার মৃত্যুর পর যা যা হয়েছে তাতে অ্যানাকা বুঝতে পারবে বর্নের উদ্দেশ্য সৎ।

আপাতদৃষ্টিতে তো মনে হচ্ছে সে বুঝতে পেরেছে, কারণ পুশিলকে বর্নের কথা বলে নি সে। বর্ন নিজের বুটগুলো খুঁজে পেয়েছে অ্যানাকা ওকে যে চ্যাপেলটা দেখিয়েছিল সেখানে, রাজা তৃতীয় বিলা আর চ্যাটিলমের অ্যান-এর শবাধারের মাঝে। একটা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ঘুষ দিয়ে প্রথমে পুলিশ স্টেশন আর তারপর স্বর্গ পর্যন্ত অ্যানাকাকে অনুসরণ করেছে। এখন ও দেখল পুলিশগুলো নিজেদের ক্যাপ ছুঁয়ে অ্যানাকাকে গুডনাইট জানাচ্ছে। তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দেবার অফার করল পুলিশেরা কিন্তু সে না করে দিলো। নিজের সেলফোন বের করল সে, বর্ন ধারণা করল খুব সম্ভবত ট্যাক্সি ডাকবে।

যখন নিশ্চিত হল অ্যানাকা এখন একা, তখন যে ছায়াতে লুকিয়ে ছিল তা ছেড়ে বের হয়ে এল। রাস্তা পেরিয়ে দ্রুত এগোল অ্যানাকার দিকে। বর্নকে দেখল সে, সেলফোনটা ঢুকিয়ে ফেলল। তার চেহারার সতর্ক ভাবটা দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে কাছে চলে গেল বর্ন।

"তুমি! কি করে খুঁজে পেলে আমাকে?" আশপাশে তাকাল সে, অনেকটা যেনো উন্মুক্তভাবে। "সারা সময়টা ধরে আমাকে অনুসরণ করছিলে নাকি?"

"আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম তুমি ঠিক আছ।"

"আমার চোখের সামনে আমার বাবাকে গুলি করে মারা হয়েছে," সংক্ষেপে বলল অ্যানাকা। "ঠিক থাকব কি করে?"

ওরা যে একটা স্ট্রিটলাইটের নিচে দাঁড়িয়ে আছে সে বিষয়ে বর্ন সচেতন। রাতের বেলা সব সময় নিরাপত্তার ব্যাপারেভাবে ও। কারো টার্গেট হবার আশঙ্কায় থাকে–এটা ওর স্বভাব, এর থেকে নিস্তার নেই। "এখানে পুলিশ এসে পড়লে সমস্যা হতে পারে।"

"তাই? আর সেটা জানলেই বা কি করে?" এই প্রশ্নের জবাব শুনতে যে অ্যানাকা আগ্রহী নয় সেটা দেখাই যাচ্ছে। কারণ পাথর বাঁধানো পথের ওপর দিয়ে হিলের খট-খট শব্দ তুলে বর্নের থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছে সে।

"অ্যানাকা, একে অন্যকে প্রয়োজন আমাদের।"

খুব খাড়া হয়ে আছে অ্যানাকার পিঠ, তার লম্বা ঘাড়ের ওপর উঁচু হয়ে আছে মাথাটা। "কি কারণে অমন উদ্ভট কথা বলতে গেলে?"

"কারণ এটাই সত্যি।" ঘুরে বর্নের মুখোমুখি হল অ্যানাকা। "না, এটা সত্যি

BanglaBook.org

নয়," ঝলসে উঠল তার চোখ। "তোমার কারণে আমার বাবা মারা গেছে।"

"এমন উদ্ভট কথা কে বলছে?" মাথা নাড়ল বর্ন। "তোমার বাবা আর অ্যালেক্স ককলিন মিলে যা করছিল তার জন্যই তোমার বাবা মরেছে। তার জন্যই অ্যালেক্স নিজের বাসায় খুন হয়েছে, আর আমি এখানে এসেছি।"

নাক দিয়ে উপহাসের শব্দ করল অ্যানাকা। তার ভঙ্গুরতার উৎস বুঝতে পারল বর্ন। পুরুষ শাসিত এক যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছে সে, খুব সম্ভবত তার বাবা তাকে বাধ্য করেছে এ কাজে। আর এখন অল্পবিস্তর যুদ্ধের মাঝে আছে সে। বাবা বেঁচে থাকতে অত্যন্ত সুরক্ষার মাঝে ছিল।

"কে তোমার বাবাকে মেরেছে সেটা জানতে চাও না তুমি?"

"সোজা কথায়, না।" মুঠো করা হাতটা নিজের একটা নিতম্বের ওপর রেখেছে সে। "আমি তাকে কবর দিতে চাই আর অ্যালেক্সেই ককলিন, ড. ফেলিক্স শিফারের বিষয়ে যখন যা কিছু শুনেছি সব ভুলে যেতে চাই।"

"এমন কিছু সত্যি সত্যি করতে পার না তুমি নিশ্চয়ই।"

"তুমি কি আমাকে চেন, মিঃ বর্ন? আমার বিষয়ে কিছু জান?" ঝকঝকে চোখগুলো দিয়ে বর্নকে পর্যবেক্ষণ করল সে, মাথা সামান্য পেছনে হেলানো। "আমার তো মনে হয় না। একদম অন্ধকারে আছ তুমি। এজন্যই এখানে এসেছ অ্যালেক্সেই সেজে। বোকার মত একটা কূটচাল যেটার ভেতর দিয়ে দেখা যায় সচ্ছ প্লাস্টিকের মত। আর যেহেতু এখন হাতড়ে হাতড়ে ঢুকে পড়েছ বিষয়টার মধ্যে যেহেতু এখন রক্তপাত ঘটেছে, তাই তোমার মনে চিন্তা চেপেছে আমার বাবা আর অ্যালেক্সেই কি করছিল সেটা খুঁজে বের করতে হবে।"

"তুমি কি আমার ব্যাপারে জান, অ্যানাকা?"

একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল অ্যানাকার মুখে, বর্নের দিকে এক পা এগিয়ে এল সে। "ওহ, হ্যা, মিঃ বর্ন, আমি তোমাকে ভাল করেই চিনি। আমি তোমার মত বহুজনকে আসতে যেতে দেখেছি। সবাই গুলি খেয়ে মরার ঠিক আগমুহূর্তে ভাবত, আমি আগের জনের চাইতে ভাল।"

"তাহলে আমি কে?"

"তুমি কি ভেবেছ আমি বলব না? মিঃ বর্ন, আমি ঠিক জানি তুমি কে। তুমি হলে সুতার বলওয়ালা একটা বেড়াল। ফলাফল যে কি হবে তা না ভেবেই তুমি বলটা থেকে সুতা ছাড়ানোর চেষ্টা কর। পুরোটাই তোমার জন্য একটা খেলা একটা রহস্য যার উদঘাটন করতে হবেই তোমাকে। অন্য কোনো কিছুর পরোয়া তুমি কর না। যে রহস্য তুমি উদঘাটনের চেষ্টা করছ সেটাতেই তুমি সীমাবদ্ধ। ওটা ছাড়া তোমার তো অস্তিত্বই নেই।"

"তোমার ধারণা ভুল।"

"উহ্, না, তা নয়," বিদ্রুপের হাসিটা আরো চওড়া হল। "আর সেজন্যই তো

BanglaBook.org

তুমি ভেবে কূল পাওনা কী করে আমি তোমার কাছ থেকে হেটে চলে যেতে পারি, কেন আমি তোমার সাথে কাজ করতে চাই না, আমার বাবাকে কে মেরেছে তা খুঁজে বের করতে তোমাকে সাহায্য করতে চাই না। কেনই বা চাইব? কে মেরেছে, সেটা জানলেই কি বাবা ফিরে আসবে? উনি মরে গেছেন, মিঃ বর্ন। আর ভাবতে বা দম নিতে পারছেন না তিনি। উনি এখন স্রেফ একটা অবশিষ্টাংশ, সময়ের স্রোতে মিলিয়ে যাবার অপেক্ষায় রত।" ঘুরে আবার হেটে চলে যেতে লাগল অ্যানাকা।

"অ্যানাকা–"

"চলে যাও, মিঃ বর্ন। তুমি যা-ই বলতে চাও না কেন, শোনার আগ্রহ নেই আমার।"

ওর নাগাল পাবার জন্য দৌড়ে কাছে গেল বর্ন। "কি করে বলতে পারলে এটা? ছয়-ছয়জন মানুষ তার জীবন হারিয়েছে কারণ–"

অনুতপ্ত দৃষ্টিতে তাকাল অ্যানাকা, বর্ন নিশ্চিত কোনোমতে চোখের পানি ঠেকিয়ে রেখেছে সে। "আমি বাবাকে অনুরোধ করেছিলাম এসবে না জড়াতে কিন্তু জানই তো, পুরনো বন্ধু, গুপ্ত জগতের হাতছানি। কে জানে সেটা কি জিনিস। আমি বাবাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম এসবের শেষটা খুব খারাপ হবে। কিন্তু বাবা শুধু হেসেছিল, হ্যা, হেসেছিল, আর বলেছিল আমি তার মেয়ে আর ব্যাপারটা আমার বোঝার কথা নয়। ভাল, সেটা তো আমাকে আমার জায়গাতেই বসিয়ে দিয়েছিল, তাই না?"

"অ্যানাকা, আমাকে জোড়া খুনের অপরাধে খোঁজা হচ্ছে যেগুলো কিনা আমি করিই নি। আমার দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে গুলি করে মারা হয়েছে আর আমাকে বানানো হয়েছে প্রধান সন্দেহভাজন। তুমি কি বুঝতে–"

"জেসাস, আমি এতক্ষণ কি বললাম তা কি তুমি শোনো নি? সব কথা এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে নাকি?"

"আমি একা একা এটা করতে পারব না, অ্যানাকা। তোমার সাহায্য দরকার। আমার যাবার মত কোনো জায়গা নেই, আমার জীবন এখন অনেকটা আক্ষরিক অর্থেই তোমার হাতে। প্লিজ, আমাকে ড. ফেলিক্স শিফারের ব্যাপারে বল। যা জান আমাকে বল আর আমি কসম করে বলছি তুমি আর কখনো আমাকে দেখতে পাবে না।"

BanglaBook.org

অ্যানাকা ভিজিভারোসের ১০৬-১০৮ ফো উটকাতে থাকে। এই জায়গাটা রাস্তা নয় বরং টিলা আর খাড়া ঢালে ঘেরা, ক্রাসল ডিস্ট্রিক্ট আর দানিউবের মাঝে যেনো গুঁজে দেয়া। ওর বাড়ির সামনের জানালা থেকে আপনি 'বেম টির'টা দেখতে পাবেন। ১৯৫৬ সালের জাগরণের কয়েক ঘণ্টার আগে ঠিক এখানে জমায়েত হয়েই হাজারে হাজারে জনগণ হাঙ্গেরির জাতীয় পতাকা থেকে একই সাথে আনন্দ ও কষ্টের সাথে

কাস্তে-হাতুড়ী প্রতীক কেটে ফেলেছিল, পার্লামেন্টের দিকে পা বাড়িয়েছিল।

অ্যাপার্টমেন্টটা ঠাসাঠাসি আর গাদাগাদিতে ভরা, যার অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে লিভিং রুমের অর্ধেকটা জুড়ে থাকা কনসার্ট গ্র্যান্ড পিয়ানো সঙ্গীতের তত্ত্ব আর ইতিহাসের ওপরে লেখা বই, সাময়িকী আর জার্নাল, সঙ্গীতকার ও সুরকারদের জীবনী ঠেসে ভরা হয়েছে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত লম্বা বুক কেসটাতে।

"তুমি বাজাও নাকি?" জিজ্ঞেস করল বর্ন।"

"হ্যা," অ্যানাকা সহজ গলায় বলল।

পিয়ানো বেঞ্চটাতে বসল বর্ন, র‍্যাকের ওপর ছড়িয়ে রাখা মিউজিক চার্টটার দিকে তাকাল। এটা একটা চোপিন নকটার্ন, ওপাস নাইন নম্বর ওয়ান, বি-ফ্ল্যাট মাইনর–সরে। এটা বাজাতে গেলে বেশ দক্ষ হতে হবে ওকে, বর্ন ভাবল।

লিভিংরুমের বে উইন্ডো থেকে বুলেভার্দের সাথে রাস্তার ওদিকের দালানগুলোও দেখা যাচ্ছে। অল্প কিছু বাড়ির আলো জ্বলে আছে; পঞ্চাশের দশকের জ্যাজ–থিলোনিয়াস মঙ্ক-এর সুর ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। একটা কুকুর স্থির দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করছে। যানবাহনের শব্দ কানে বাগড়া দিচ্ছে থেকে থেকে।

ল্যাম্পগুলো জ্বালিয়ে দেবার পর পরই রান্নাঘরে চলে গেল অ্যানাকা, চায়ের পানি চড়িয়ে দিলো। একটা মাখনরঙা কাবার্ড থেকে দুই সেট কাপ আর পিরিচ বের করল সে। যখন চা ফুটছে তখন শ্যানপ্সের একটা বোতল খুলল সে, প্রমাণ সাইজের দুটো দলা নিল প্রত্যেক কাপে। রেফ্রিজারেটর খুলল। "কিছু খাবে কি? পনির, আর কয়েকটা সসেজ?" এমনভাবে বলছে যেনো পুরনো বন্ধুর সাথে আলাপ করছে।

"ক্ষিদে লাগে নি আমার।"

"আমারও না।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজাটা লাগিয়ে দিলো অ্যানাকা। বর্নকে বাড়িতে আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে যেনো নিজের মনোভাবটা বদলানোরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানোস ভেডাসের কিংবা খুনির পেছনে বর্নের ফলশূন্য ছোটছুটির কথা তুলল না ওরা। এটা সন্তুষ্ট করল বর্নকে।

ওর হাতে চা'টা দিলো অ্যানাকা। লিভিং রুমে গিয়ে পুরনো একটা সোফায় বসল ওরা।

"আমার বাবা একজন পেশাদার সংবাদবাহক, লাসজলো মোলনারের সাথে কাজ করছিল," ভূমিকা ছাড়াই বলা শুরু করল অ্যানাকা। "ওই লোকটাই তোমার ড. শিফারকে লুকিয়ে রেখেছে।"

"লুকিয়ে রেখেছে?" মাথা নাড়াল বর্ন। "আমি বুঝতে পারছি না।"

"ড. শিফারকে অপহরণ করা হয়েছে।"

টেনশনের মাত্রা বেড়ে গেল বর্নের। "কারা করেছে?"

মাথা নাড়ল অ্যানাকা। "বাবা মনে করতো আমি জানতাম না।" ভুরু কোঁচকাল সে, মনে করার চেষ্টা করছে। "সেজন্যই অ্যালেক্সেই প্রথমে তার সাথে যোগাযোগ

BanglaBook.org

করে ছিল। ড. শিফারকে উদ্ধার করে তাকে একটা গোপন জায়গায় নিয়ে যেতে বাবার সাহায্য দরকার ছিল অ্যালেক্সেই'র।"

হঠাৎ বর্নের মাথায় যেনো বেজে উঠল মাইলিন ডুট্রোংকের কণ্ঠস্বর "ওই দিন, অল্প সময়ের মধ্যে অ্যালেক্স অনেক কল করেছিল আবার অনেক কল রিসিভও করেছিল। ও খুব চাপা উত্তেজনার মধ্যে ছিল আর আমি বুঝেছিলাম ও কোনো ফিল্ড অপারেশনের সঙ্কটময় মুহূর্ত আছে। অনেকবার ড. শিফারের নাম উল্লেখ করতে শুনেছি আমি। ধারণা করেছিলাম, সে-ই অপারেশনের বিষয়।" তাহলে এটাই সেই সংকটময় অপারেশন।

"তাহলে তোমার বাবা ড. শিফারকে খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছিল।"

মাথা উপর-নিচ করল অ্যানাকা। ল্যাম্পের আলোতে গাঢ় তামাটে দেখাচ্ছে ওর চুল। তার চোখ আর কপালের খানিকটা ছায়াতে ঢাকা। হাঁটু এক করে বসেছে ও, সামান্য ঝুঁকে আছে। হাত দিয়ে এমনভাবে চায়ের কাপটা ধরেছে যেনো ওটার উষ্ণতা শুষে নেয়া প্রয়োজন।

"ড. শিফারকে হাতে পেয়েই লাসজলো মোলনারের কাছে হস্তান্তর করেছিল বাবা। নিরাপত্তার প্রয়োজনে করা হয়েছিল এটা কড়াকড়িভাবে। যেনো শিফারকে অপহরণ করে থাকুক না কেন, তার হাত থেকে শিফারকে ছিনিয়ে আনার পর তার ভয়ে চরম আতঙ্কিত ছিল বাবা আর অ্যালেক্সেই।"

বর্নকে মাইলিন যা বলেছিল তার সাথে মিলে গেল এই কথাও।

সর্বশক্তিতে মাথা খাটাচ্ছে বর্ন। "অ্যানাকা, এই সবকিছুকে বোঝা শুরু করতে হলে তোমাকে বুঝতে হবে, তোমার বাবার খুনের ব্যাপারটা ছিল পরিকল্পিত বিষয়। আমরা চার্চে ঢোকার আগে থেকেই স্নাইপারটা ওখানে ছিল; সে জানত তোমার বাবা কিসের পেছনে লেগেছে।"

"কি বলতে চাইছ?"

"আমার যা জানা দরকার তা আমাকে বলার আগেই তোমার বাবাকে গুলি করা হয়েছিল। কেউ একজন চায় না আমি ড. ফেলিক্স শিফারকে খুঁজে বের করি, আর ধীরে ধীরে পরিস্কার হচ্ছে, এই কোনো একজনই শিফারকে অপহরণ করেছিল, আর এর ভয়েই আতিঙ্কত ছিল তোমার বাবা আর অ্যালেক্স।"

অ্যানাকার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। "এখন এটা খুবই সম্ভব যে মোলনার বিপদে আছে।

"অজ্ঞাত সেই লোক কি মোলনারের সাথে তোমার বাবার জড়িত থাকার বিষয়টা জানবে?"

"বাবা খুব যত্নবান আর নিরাপত্তার বিষয়ে খুব সচেতন ছিল। তাই সেটা জানা সম্ভব মনে হয় না।" বর্নের দিকে তাকাল সে, তার চোখ দুটোতে ভয়ের ছায়া। "কিন্তু এক্ষেত্রে তো তার প্রতিরক্ষার ঢাল ফুটো হয়ে গিয়েছে ম্যাথিয়াস চার্চে।"

BanglaBook.org

মাথা ওপর নিচ করে একমত হল বর্ন। "মোলনার কোথায় থাকে সেটা কি তুমি জান?"

রোজাভম্ব বা রোজ হিল-এর অ্যাম্ব্যাসি ডিস্ট্রিক্টে মোলনারের অ্যাপার্টমেন্টে বর্নকে ড্রাইভ করে নিয়ে গেল অ্যানাকা। বুদাপেস্টের রূপ দেখা যাচ্ছে ফ্যাকাশে পাথরের এলোমেলো দালানে–যেগুলো নানা ধরনের অলংকরণে সজ্জিত হয়ে দেখাচ্ছে জন্মদিনের কেকের মত, আকর্ষণীয়ভাবে বাঁধানো রাস্তাগুলোতে, ফুলের টবওয়ালা ঢালাই লোহার বেলকনিতে, ঝাড়বাতিতে আলোকিত কফি হাউজে-যার লেবু-রঙা আলোয় দেখা যাচ্ছে কাঠের প্যানেল লাগানো দেয়াল উজ্জ্বলভাবে চকচক করতে থাকা গ্লাস। প্যারিসের মতই এই শহরটা সর্বাগ্রে সংজ্ঞায়িত হয়েছে একে দু'ভাগ করা নদী দিয়ে আর এই নদীর এপার–ওপার জুড়ে দেয়া সেতুগুলো দিয়ে। এছাড়া এটা হচ্ছে কারুকার্যময় পাথর, গথিক চূড়া, জনগণের স্রোতে ভর্তি পাবলিক সিঁড়ি, ল্যাম্পের আলোয় আলোকিত কেল্লা, তামার আবরণ দেয়া গম্বুজ, আইভি লতায় ছাওয়া দেওয়াল, স্মৃতি ভাস্কর্য আর চকচকে মোজাইকের শহর। আর যখন বৃষ্টি পড়ে তখন হাজার হাজার ছাতা জাহাজের পালের মত ফুলে ওঠে নদীর দু'পাশে।

এসব এবং সেই সাথে আরও কিছু জিনিস গভীরভাবে প্রভাবিত করল বর্নকে। ওর কাছে এটা হল কোনো একটা জায়গায় গিয়ে স্বপ্ন থেকে দেখা জায়গাটার কথা মনে করা, যার সঙ্গে অবচেতন মনের সরাসরি সংযোগ থাকায় সেটা অপার্থিব রকম পরিস্কার, স্বচ্ছ। তবু এখনো ওর ভ্রষ্ট স্মৃতি থেকে যে আবেগের জোয়ার উঠে আসছে তা থেকে নির্দিষ্ট কোনো স্মৃতি আলাদা করতে পারছে না।

"কি হয়েছে?" বলল অ্যানাকা, বর্নের অস্বস্তি লক্ষ্য করেছে সে।

"আমি এখানে আগে এসেছিলাম," বলল বর্ন। "মনে আছে, আমি কিভাবে বলেছিলাম, এখানকার পুলিশ ঝামেলা করতে পারে?"

মাথা ওপর নিচ করল অ্যানাকা। "তোমার ওই কথা ঠিক। একদমই ঠিক। তুমি কি বলতে চাচ্ছ, ওটা তুমি কি করে জান তা জান না?"

সিটের পিছনটায় আবার মাথা হেলান দিলো বর্ন। "বছর কয়েক আগে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম আমি। আসলে, ওটা কোনো দুর্ঘটনাই ছিল না। একটা নৌকার ওপর গুলি খেয়ে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলাম। আঘাত আর রক্তক্ষরণের কারণে আমি প্রায় মরেই গিয়েছিলাম। পোর্ট নইয়ের একজন ডাক্তার বুলেটটা বের করেছিল, আমার সেবা করেছিল। শারীরিকভাবে সুস্থ হলাম আমি কিন্তু আমার স্মৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল। কিছু সময়ের জন্য আমার অ্যামনেশিয়া হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে কষ্টকরভাবে আমার অতীত জীবনের টুকরোগুলো ফেরত আসতে লাগল। সত্য

BanglaBook.org

কথাটা হচ্ছে, অসম্পূর্ণ স্মৃতি নিয়ে আমাকে বাঁচতে হবে, এর খানিকটা হয়তো কখনোই ফেরত আসবে না।"

অ্যানাকা চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগল কিন্তু তার মুখের ভাবটা দেখে বর্ন বুঝলো ওর কাহিনী তার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।

"তুমি যে কে সেটা জানতে না পারলে কেমন লাগে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না," বলল বর্ন। "যদি কখনো সেটা তোমার না হয়। তাহলে টের পাওয়া তো দূরের কথা, তোমাকে বুঝিয়ে বলাও সম্ভব নয়।"

"অনির্বচনীয়।"

ওর দিকে তাকাল বর্ন। "হ্যা।"

"তোমার চারপাশে সমুদ্র, কোনো কূল কিনারার দেখা নেই, কোনো সূর্য বা চাঁদ বা তারার চিহ্ন নেই যা দেখে তুমি পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারবে।"

"ওটা অনেকটা এটারই মত।"

বর্ন বিস্মিত হয়েছে। অ্যানাকা কিভাবে এমন কিছু জানল তা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল ও কিন্তু ততক্ষণে ওরা একটা বড়, অলঙ্কৃত পাথরের বিল্ডিংয়ের সামনে চলে এসেছে।

বের হয়ে এসে লবিতে ঢুকল ওরা। অ্যানাকা একটা বোতাম টেপায় কম ওয়াটের বাল্ব জ্বলে উঠল, এটার রুগ্ন আলোয় মোজাইক ফ্লোর আর বেল-পুশের দেয়ার দেখা গেল। রাসজলো মোলনারের বেলটা টেপায় কোনো জবাব এল না।

"এর কোনো অর্থ নেই," অ্যানাকা বলল। "খুব সম্ভবত ড. শিফারের সাথে আছে মোলনার।"

সামনের দরজাটার দিকে গেল বর্ন। চওড়া, পুরু দরজাটার কোমর সমান উচ্চতা থেকে উঠে গেছে দাগপড়া প্রস্টেড কাঁচের প্যানেল। "এক মিনিটের মধ্যেই সেটা বোঝা যাবে।"

তালাটার দিকে ঝুঁকল ও, খানিকক্ষণ কারসাজি করেই খুলে ফেলল দরজাটা। অ্যানাকা আরেকটা বোতাম টেপার ফলে তিরিশ সেকেন্ডের জন্য একটা লাইট জ্বললো, এর মাঝে বর্নকে নিয়ে চওড়া বাঁকানো সিঁড়িটা দিয়ে মোলনারের দ্বিতীয় তলার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে চললো সে।

এই তালাটা খুলতে একটু বেশি সমস্যা হচ্ছিল বর্নের, কিছু শেষতক হার মানল তালাটা। অ্যানাকা তাড়াহুড়া করে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওকে বাধা দিলো বর্ন। নিজের সিরামিকের পিস্তল বের করে আস্তে করে দরজা খুলে ফেললো সে। ল্যাম্পগুলো জ্বালান আছে কিন্তু জায়গাটা খুব নীরব। লিভিংরুম থেকে বেডরুম, তা থেকে বাথরুম, সেখান থেকে কিচেনে গিয়ে ওরা পুরো অ্যাপার্টমেন্টটাকে একদম ফিটফাট দেখল, কোনো ধ্বস্তধ্বস্তির চিহ্ন নেই, মোলনারেও দেখা নেই।

BanglaBook.org

"যেটা মনে খটকা লাগাচ্ছে," পিস্তলটা রাখতে রাখতে বর্ন বলল, "সেটা হল এই লাইটগুলোর জ্বলে থাকার ব্যাপারটা। সে নিশ্চয়ই ড. শিফারের কাছে যায় নি।"

"তাহলে যেকোনো সময় ফিরে আসতে পারে," অ্যানাকা বলল, "তার জন্য অপেক্ষা করা উচিত আমাদের।"

মাথা ওপর নিচ করল বর্ন। লিভিংরুমে থাকা একটি ছবি তুলে হাতে নিল ও। "এটাই কি মোলনার?" পেছনদিকে আঁচড়ে রাখা কালো চুলের গোছাওয়ালা মোটাসোটা একটা লোকের ছবির দিকে নির্দেশ করে অ্যানাকাকে জিজ্ঞেস করল সে।

"ওটাই সে," চারপাশে দেখল অ্যানাকা। "আমার দাদা-দাদী এখানেই এই দালানেই থাকত আর ছোট থাকতে হলগুলোতে থাকতাম আমি। যেসব বাচ্চা এখানে থাকত তারা সবরকম লুকানো জায়গা চিনত।"

চওড়া টার্নটেবিলওয়ালা দামি স্টেরিওটার পাশের তাকটাতে জমা করে রাখা পুরনো ফ্যাশনের গ্রামোফোন রেকর্ডগুলোর ধারগুলোতে আঙুল বোলাল বর্ন। "সে তো দেখছি অপেরা পাগল, সেই সাথে অডিও পাগল ও।"

উঁকি দিলো অ্যানাকা। "কোনো সিডি প্লেয়ার নেই।"

"মোলনারের মত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলে শুনতে পাবে রেকর্ড থেকে ডিজিটাল মিউজিকে ট্রান্সফার করলে সব উষ্ণতা আর সূক্ষ্মতা চলে যায়।"

ডেস্কটার দিকে গেল বর্ন, ওটার ওপর একটা নোটবুক কম্পিউটার পড়ে আছে। খেয়াল করল কম্পিউটারটা ইলেকট্রিক আউটলেট আর একটা মডেমের সাথে সংযোগ দেয়া আছে। স্ক্রিনটা কালো হয়ে আছে কিন্তু ও ছুঁয়ে দেখল চেসিসটা গরম। বর্ন 'Escape' কি'টা চাপা মাত্রই স্ক্রিনটায় যেনো জীবন ফিরে এল; কম্পিউটারটা 'স্লিপ' মোডে ছিল–অফ করা ছিল না।

বর্নের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকাল অ্যানাকা, ওখান থেকে পড়ল, "অ্যানথ্রাক্স, আর্জেন্টিনিয়ান হিমোরহ্যাজিক ফিভার, কৃস্টোকক্কোসিস, নিউমোনিক প্লেগ...ঈশ্বর জানেন, কেন মোলনার এই ওয়েবসাইটটাতে ঢুকেছে যেখানে এই সব মারাত্মক ইয়ের কি যেনো বলে ওটাকে?–প্যাথোজেনের পরিণতির কথা বলা হয়েছে?"

"আমি যা জানি তা হচ্ছে, ড. শিফারই এখনকার এসব ঘটনার শুরু আর শেষ," বর্ন বলল, "অ্যালেক্স ককলিন যখন প্রথম ড. শিফারের সাথে যোগাযোগ করে তখন সে ডিএপিআরএ'তে ছিল ওটা হচ্ছে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্সের চালানো আধুনিক মারণাস্ত্রের প্রোগ্রাম। বছরখানেকের মধ্যে সিআইএ'র নন-লিথাল ওয়েপনস ডায়রেক্টরেটে বদলী হয়ে যায় ড. শিফার। তার কিছুদিন পরেই বেমালুম গায়েব হয়ে যায় সে। আমার কোনো ধারণাই নেই, ড. শিফার এমন কি নিয়ে কাজ করছিল যাতে ককলিনন এতটা উৎসাহী হয়ে উঠে ডিওডি-কে বোকা বানিয়ে একজন বিশিষ্ট

BanglaBook.org

সরকারী বিজ্ঞানীকে এজেন্সির প্রোগ্রাম থেকে গায়েব করে দেবার ঝামেলা পোহাতে যাবে।"

"হয়তো ড. শিফার কোনো ব্যাকটেরিয়াবিদ বা মহামারী রোগের বিশেষজ্ঞ," শিউরে উঠে বলল অ্যানাকা। "এই ওয়েবসাইটের তথ্যগুলো ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে আমাকে।"

এক গ্লাস পানি খেতে কিচেনে গেল সে আর বর্ন ওয়েব পেজটাতে ঘুরে দেখতে লাগল, যেনো বোঝা যায় মোলনার কেন এই ওয়েবসাইটে ঢুকেছিল। কিছুই না দেখতে পেয়ে ব্রাউজারের উপরের দিকে গেল। অ্যাড্রেস বারের পাশে একটা ড্রপ-ডাউন মেনুতে ঢুকল যেখানে দেখা যাচ্ছে মোলনার সবচেয়ে বেশিবার কোন্ কোন্ সাইটে ঢুকেছি॥ মোলনার শেষ যেটাতে ঢুকেছিল সেটাতে ক্লিক করল। দেখা গেল ওটা একটা সায়েন্টিফিক ফোরাম। 'আর্কাইভ' অংশে ঢুকে ও দেখতে লাগল আগের সময়গুলোতে মোলনার যখন এখানে ঢুকেছিল তখন কি নিয়ে কথা বলেছিল। প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে লাসজলো ১৬৪৭ বার এখানে লগ-ইন করেছিল। বর্নের হার্টবিট বেড়ে গেল, ফোরোমের আরেক সদস্যের সাথে মোলনার যেসব কথা বলেছিল সেগুলো কয়েক মিনিট ধরে পড়ে দেখল।

"অ্যানাকা, দেখে যাও," ডাকল বর্ন। "দেখে তো মনে হচ্ছে ড. শিফার কোনো ব্যাকটেরিয়াবিদ কিংবা কোনো মহামারী রোগের বিশেষজ্ঞও নন। ব্যাকটেরিওলজিক্যাল পার্টিকুলেট বিহেভিয়রের বিশেষজ্ঞ তিনি।"

"মিঃ বর্ন, তোমার বরং এখানে আসা উচিত," উত্তর দিলো অ্যানাকা। "এখনই।" তার গলার টানটান ভাবটা শুনে বর্ন প্রায় দৌড়ে গেল কিচেন। অ্যানাকা এমনভাবে সিংকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে যেনো জাদুমন্ত্রে পাথর বনে গেছে। এক গ্লাস পানি ঠোঁটের কাছাকাছি তুলে ধরে রেখেছে। যখন বর্নকে দেখল নার্ভাসভাবে ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে নিল সে।

"কি হয়েছে?"

কাউন্টার আর রেফ্রিজারেটরের মাঝের জায়গাটাতে আঙুল দিয়ে দেখাল অ্যানাকা, বর্ন দেখল ওখানে সাত কিংবা আটটা সাদা রং করা তারের র‍্যাক সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

"কি জিনিস ওগুলো?" বর্ন বলল।

"ওগুলো হল রেফ্রিজারেটরের শেলফ," অ্যানাকা বলল। "কেউ ওগুলো বের করে রেখেছে," বর্নের দিকে ঘুরল সে। "কেন করতে যাবে অমনটা?"

"হয়তো মোলনার একটা নতুন রেফ্রিজারেটর কিনতে যাচ্ছিলেন।"

"এই রেফ্রিজারেটরটা নতুন।"

রেফ্রিজারেটরটার পেছনে দেখল বর্ন। এটার প্লাগ লাগানো আছে আর

BanglaBook.org

কম্প্রেসারটাও মনে হচ্ছে ঠিকভাবেই চলছে। "ভেতরে দেখেছ?"

"না।"

হ্যান্ডেলটা ধরে দরজাটা খুলল বর্ন।

আঁৎকে উঠল অ্যানাকা।

"হায় ঈশ্বর!" বলল বর্ন।

মৃত্যুর ছায়া মাখা দুটো চোখ দৃষ্টিশূন্যভাবে ওদের দিকে চেয়ে আছে। শেল্‌ফবিহীন রেফ্রিজারেটরটার ভেতরে পড়ে আছে লাসজলো মোলনারের কোঁকড়ানো, নীলচে সাদা মৃতদেহ।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

ঢেউয়ের মত ওঠানামা করতে থাকা সাইরেনের শব্দে ধাতস্থ হল ওরা। সামনের জানালার দিকে দৌড়ে গেল বর্ন, পাঁচ-ছয়টা অ্যাস্ট্রসা আর ক্রোডা ফেলিসিয়া গাড়িকে এদিকেই আসতে দেখল, ওগুলোর নীল আর সাদা লাইটগুলো ফ্লাশ্য করছে। গাড়িগুলো থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এল অফিসাররা, সোজা মোলনারের বিল্ডিংয়ের দিকে আসছে।

আবার ফাঁদে পড়েছে ও। ককলিনের বাসায় যা হয়েছিল তার সাথে এখনকার দৃশ্যটার এত বেশি মিল যে ও নিশ্চিত হল, নিশ্চয়ই একই লোক দুটো ঘটনার পেছনে আছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ দুটো জিনিস ও জানতে পারছে এটা থেকে প্রথমত, ওকে আর অ্যানাকাকে গোপনে নজরদারি করা হচ্ছিল। কে করছিল, খান? বর্নের তেমনটা মনে হয় না। খানের মেথড হচ্ছে সরাসরি মুখোমুখি হয়ে কাজ সারা। দ্বিতীয়ত, খান যখন বলছিল সে অ্যালেক্স আর মো'কে খুন করে নি, তখন সম্ভবত সত্যি কথাই বলছিল। এই কথাটা মিথ্যে হবে কেন, তার কারণ বর্ন খুঁজে পাচ্ছে না এখন। শুধু সেই লোকটাই তাহলে বাকি থাকছে যে ককলিনের ওখানে পুলিশে খবর দিয়েছিল। যার হয়ে ওই অজানা লোকটা কাজ করছে, তার ভিত্তি কি বুদাপেস্টে নাকি? এমনটা মনে করার পেছনে শক্ত যুক্তি আছে। খুন হবার আগে বুদাপেস্টে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ককলিন। ড. শিফার বুদাপেস্টে ছিল। সেই সাথে ছিল জানোস ভেডাস আর মোলনার।

এমনকি এসব কথা ভাবতে ভাবতেই অ্যানাকার উদ্দেশ্যে চেঁচাচ্ছিল, গ্লাসটা মুছে ফেলে সরিয়ে রাখতে বলছিল বর্ন। কিচেনের ট্যাপটাও মুছে ফেলতে বলল। মোলনারের ল্যাপটপটা নিয়ে তারপর স্টেরিও আর সামনের দরজার নবটা মুছল বর্ন। শেষে ছুটে বেরিয়ে এল অ্যাপার্টমেন্টটা থেকে।

ইতিমধ্যেই সিঁড়ি দিয়ে পুলিশের উঠে আসার জোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এলিভেটরটাও পুলিশ দিয়ে ভর্তি হয়ে থাকবে, তাই ওদিকে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

"আর কোনো উপায় বাকি রাখে নি ওরা," সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল বর্ন। "উপরের দিকে যেতে হবে আমাদেরকে।"

"কিন্তু ওরা এখন এল কেন?" প্রশ্ন করল অ্যানাকা। "আমরা যে এখানে আছি সেটা ওরা জানতে পারল কি করে?"

"ওরা জানতে পারত না," উপরের দিকে উঠতে থাকা চালিয়ে গেল বর্ন। "যদিনা আমাদের ওপর নজর রাখা হত।" পুলিশ ওদেরকে যে অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে

BanglaBook.org

সেটা পছন্দ হচ্ছে না ওর। ম্যাথিয়াস চার্চে স্নাইপারটার কি অবস্থা হয়েছিল সেটা ভালমতই মনে পড়ছে ওর। যখন আপনি উপরে ওঠেন তখন হঠাৎই আবার নিচে পড়ে যান, প্রচণ্ড জোরে।"

ওরা যখন ছাদ থেকে আর এক তলা নিচে তখন ওর হাত ধরে টানল অ্যানাকা, "এদিক দিয়ে।"

বর্নকে করিডোরে নিয়ে গেল সে। ওদের পেছনে সিঁড়িটা মুখর হয়ে উঠেছে এক দল মানুষের হট্টগোলে, যারা একটা নৃশংস হত্যাকান্ডের স্পটে যাচ্ছে তারা তো এমন শব্দই করবে। করিডোরটার তিন চতুর্থাংশ গিয়ে একটা দরজা দেখা গেল। এমার্জেন্সি এক্সিটের মত দেখতে। অ্যানাকা টেনে খুলল ওটা। ছোট একটা হলওয়ে ধরে এগিয়ে গেল ওরা, দশ ফুটের বেশি হবে না লম্বায়। ওটার শেষে আরেকটা দরজা। তোবড়ানো ধাতব পাত দিয়ে বানানো। অ্যানাকাকে ছাপিয়ে এগিয়ে গেল বর্ন।

ও দেখল দরজাটার উপরে আর নিচে বোল্ট লাগানো। ওগুলো খুলে দরজাটা টেনে খুলল। পেছনে একটা ইঁটের দেয়াল কবরের মত শীতল।

"দেখ দেখি কি অবস্থা।" তার চকচকে পালিশ করা বুটে যে নতুন রিক্রুটটা বমি করে ভাসিয়ে দিয়েছে তাকে উপেক্ষা করে বলল ডিটেক্টিভ সাইলা। নিজের রেফ্রিজারেটরে কুঁকড়ে শক্ত হয়ে পড়ে থাকা ভিক্টিমকে পর্যবেক্ষণ করছে সে।

"কেউ নেই এই অ্যাপার্টমেন্টে," তার একজন অফিসার বলল।

"তবু দেখতে থাক ভালভাবে," বলল ডিটেক্টিভ সাইলা। মোটাসোটা লোক সে, মাথার চুল সোনালী, নাক ভাঙা আর চোখ বুদ্ধীপ্ত। "খুনিটা যে হাতের ছাপ ছেড়ে যাবার মত বোকা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে কিন্তু নিশ্চিত হবার জো নেই," বলল সে। তারপর আঙুল তুলল। "ওই পোড়ার দাগগুলো দেখ, দেখেছ? আর ওই ক্ষতগুলো তো মনে হচ্ছে অনেক গভীর।"

"অত্যাচার করা হয়েছে," পাছা সরু তরুণ সার্জেন্ট বলল, "কোনো পেশাদারের কাজ।"

"এই খুনি পেশাদারেরও বাপ," ডিটেক্টিভ সাইলা বলল, সামনে ঝুঁকে এমনভাবে নাক দিয়ে গন্ধ নিল যেনো লাশটা একটা খাওয়ার মাংস, আর সে সন্দেহ করছে ওটা পচে যাচ্ছে। "নিজের কাজে আনন্দ পায় সে।"

"যে আমাদেরকে ফোনে খবর দিয়েছে সে বলেছে খুনি এই অ্যাপার্টমেন্টেই আছে।"

চোখ তুলল ডিটেক্টিভ সাইলা। "যদি অ্যাপার্টমেন্টে নাই থাকে, তাহলে বিল্ডিংয়ে আছে নিশ্চয়ই।" যন্ত্রপাতি আর ফ্ল্যাশ ক্যামেরা নিয়ে ফরেনসিকের লোকেরা চলে আসায় পিছিয়ে জায়গা দিলো সে।" আমাদের লোকদেরকে ছড়িয়ে পড়তে বল।"

BanglaBook.org

"বলা হয়েছে," ওর সার্জেন্ট এমনভাবে বলল যেনো নিজের বসকে বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছে সে সারাজীবন সার্জেন্ট থাকতে চায় না

"মড়ার সাথে বহু সময় কাটালাম," বলল ডিটেক্টিভ সাইলা, "চলো অন্যদের সাথে যোগ দেই।"

হলওয়ে ধরে এগিয়ে যাওয়ার সময় সার্জেন্ট বলল এলিভেটরটা নিরাপদ করা হয়েছে। নিচের তলাগুলোও। "এই খুনির এখন শুধু যাওয়ার মত একটা পথই আছে।"

"শার্প-শুটারদেরকে ছাদে পাঠাও," বলল ডিটেক্টিভ সাইলা।

"ওরা এরইমধ্যে চলে গেছে," উত্তর দিলো সার্জেন্ট। "যখন বিল্ডিংয়ে ঢুকছিলাম তখনই ওদেরকে এলিভেটরে চাপিয়ে দিয়েছিলাম আমি।"

মাথা ওপর নিচ করল সাইলা। "আমাদের ওপরে কয়টা তলা আছে? তিনটা?"

"জি স্যার।"

এক সাথে দুটো করে সিঁড়ি ভাঙ্গতে লাগল সাইলা। "ছাদ যখন নিরাপদ করা হয়েছে তখন সময় হাতে আছে আমাদের।"

ছোট করিডোরটার দরজা খুঁজে পেতে বেশিক্ষণ লাগল না ওদের।

"এটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?" সাইলার প্রশ্ন।

"জানি না, স্যার," বলল তার সার্জেন্ট, উত্তর দিতে না পারায় নিজের উপরই রেগে গেছে।

করিডোরটার শেষ মাথায় গিয়ে তোবড়ানো ধাতব দেখতে পেল ওরা দু'জন। "এটাই?" ভাল করে চেয়ে দেখলো সাইলা। "উপরে নিচে বোল্ট মারা।" ঝুঁকল সে। ধাতুর ঝলকানি দেখতে পেল। "সাম্প্রতিক সময়েই টেনে খোলা হয়েছিল এগুলো।" নিজের পিস্তল বের করল সে। দরজাটা টেনে খুলে ইঁটের দেয়ালটা দেখতে পেল।

"মনে হচ্ছে খুনি আমাদের মতই চরম হতাশ হয়েছিল।"

ইটের গাঁথুনীর দিকে চেয়ে আছে সাইলা। ওগুলোর কোনোটা নতুন কিনা সেটা বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে দিলো সে, একটার পর আরেকটা ইট পরীক্ষা করে দেখছে। ছয় নম্বর ইঁটটাকে ছোঁয়া মাত্রই সামান্য সরে গেল। সার্জেন্ট আঁতকে উঠতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরল সাইলা, চোখের দৃষ্টিতে সাবধান করল তাকে। তারপর তার কানে কানে ফিসফিস করে বলল, "তিন জন লোককে পাশের বিল্ডিংয়ে পাহারা দিতে পাঠাও।"

BanglaBook.org

গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত বর্ন প্রথমে হালকা শব্দটা শুনে ভাবল। মোলনারের বিল্ডিং আর তার পাশের বিল্ডিংয়ের দেয়ালের মাঝের এই স্যাঁতসেঁতে আর অস্বস্তিকর জায়গাটা ও যেসব ইঁদুরে সাথে ভাগাভাগি করছে তাদেরই কারো আওয়াজ মনে হয়।

তারপর আবার শোনা গেল ওটা। আর ও বুঝল শব্দটা কিসের : সিমেন্টে সাথে ঘষা খাচ্ছে ইট।

"আমাদের লুকোনোর জায়গা খুঁজে পেয়েছে ওরা," অ্যানাকাকে ধরে ফিসফিস করল ও। "সরতে হবে এখান থেকে আমাদেরকে।"

যে জায়গাটায় ওরা আশ্রয় নিয়েছে সেটা বড্ড সরু, ফুট দুয়েকের বেশি হবে না কিন্তু উপর দিকে যেনো অসীম পর্যন্ত উঠে গেছে। অনেকগুলো মেটাল পাইপ মিলে একটা মেঝের মত হয়েছে। তার উপরই দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সবচেয়ে নিরাপদ মেঝে নিশ্চয়ই নয়। ওদের নিচে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে তার কথা ভাবতেই চাইছে না বর্ন, যদিও একটা দু'টো পাইপ খসে গেলে সোজা পড়তে হবে ওখানেই।

"এখান থেকে বের হবার পথ জানো?" ফিসফিস করল বর্ন।

"মনে তো হয় জানি," বলল অ্যানাকা, ডানদিকে ঘুরল সে, হাতের তালু দিয়ে পাশের দেয়ালটা অনুভব করছে।

একবার হোঁচট খেল অ্যানাকা, নিজেকে সোজা করে নিল আবার। "এখানেই কোথাও আছে," বিড়বিড় করল সে।

সামনের দিকে এগোনো চালিয়ে গেল ওরা, এক পায়ের ঠিক সামনে ফেলছে আরেকটা। তখনই হঠাৎ একটা পাইপ বর্নের ওজনে ভেঙে পড়ল, আর ওর বাম পা'টা ঢুকে গেল নিচের দিকে। অন্ধের মত হাতড়ালো বর্ন, ওর কাঁধ ধাক্কা খেল দেয়ালের সাথে, মোলনারের ল্যাপটপটা ছুটে গেল হাত থেকে। যখন অ্যানাকা এসে ওকে ধরে টেনে তুলছিল, তখনো ল্যাপটপটা ধরার চেষ্টা করছিল ও। কিন্তু ওটা ততক্ষণে একটা পাইপের সাথে ধাক্কা খেয়ে জং ধরা পাইপের ভাঙা জায়গাটা দিয়ে নিচে চলে গেছে, হারিয়ে গেছে চিরতরে।

"ঠিক আছ তো?" বর্ন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর প্রশ্ন করল অ্যানাকা।

"ঠিক আছি," ভারি গলায় বলল ও। "কিন্তু মোলনারের ল্যাপটপটা গেছে।"

এক মুহূর্ত পরে জমে গেল ও। পেছনে একটা ধীরস্থির নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছে–কেউ একজন এই জায়গাটার ভেতরেই শ্বাস নিচ্ছে ওদের সাথেই। ফ্ল্যাশলাইটটা বের করে স্লাইড সুইচের ওপর বুড়ো আঙুলটা রাখল বর্ন। অ্যানাকার কানের ওপর ঠোঁট রাখল। "এখানে এসে পড়েছে সে আমাদের সাথে। আর কোনো কথা বলা চলবে না।" অ্যানাকার মাথা বাঁকানোটা অনুভব করল ও। এমন কি তার উন্মুক্ত ত্বক থেকে উঠে আসা সুগন্ধটাও পেল।

ওদের পেছনে খটাশ করে একটা শব্দ হল। দুই পাইপের জয়েন্টের বাড়তি অংশটার সাথে ঠোক্কর খেয়েছে পুলিশটার জুতো। পাথরের মত স্থির হয়ে গেল সবাই। বর্নের হার্টবিট বেড়ে গেল। অ্যানাকা ওর হাতটা ধরল। দেয়ালের যেখানটায় নিয়ে গেল সেখানটায় কিছু নেই, ফাঁকা।

কিন্তু আরেকটা সমস্যা দেখা দিলো। ওরা যদি দেয়ালের ওই অংশটা দিয়ে

BanglaBook.org

ঢোকার চেষ্টা করে তাহলে ওদিক থেকে আসা মৃদু আলোতে ওদেরকে দেখে ফেলবে পেছনের পুলিশটা। ওরা কোথায় যাচ্ছে সেটা জানা হয়ে যাবে তার। ঝুঁকি নেবে মনস্থ করল বর্ন, অ্যানাকার কানের ওপর ঠোঁট রেখে বলল, "ওখানটায় ঢুকে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে জানাবে আমাকে।"

ওর হাতটা ধরে মৃদু চাপ দিলো অ্যানাকা, ছাড়ল না। যখন তার চাপটা আবার অনুভব করল বর্ন, সাথে সাথে ফ্লাশলাইটটা পেছনের দিকে তাক করল ও, আলো জ্বালল। উজ্জ্বল আলোর বন্যা ওদের ধাওয়াকারীকে সাময়িকভাবে অন্ধ করে দিলো। আর এই ফাঁকে নবউদ্যমে অ্যানাকাকে সাহায্য করল দেয়ালের তিন ফুট বাই তিন ফুট জায়গাটা দিয়ে ঢুকে যেতে।

অ্যানাকা মাথা নুইয়ে ঢোকার সময় শত্রুর দিকে আলোটা তাক করে রাখল বর্ন কিন্তু ওর জুতোর সোলের নিচে পাইপের কাঁপুনী টের পেল, আর তারপরই প্রচণ্ড একট মার এসে পড়ল ওর ওপর।

চোখ ধাঁধানো ভাবটা কাটানোর চেষ্টা করল ডিটেক্টিভ সাইলা। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যাওয়ায় রেগে গেছে সে, কারণ সম্ভাব্য সব অবস্থায় প্রস্তুত থাকার গর্ব আছে তার। মাথা নাড়ল সে কিন্তু লাভ হল না আলোর ধারাটা সাময়িকভাবে অন্ধ করে দিয়েছে ওকে। যদি লাইটটা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত মাটি আঁকড়েই পড়ে থাকে সে, তাহলে কোনো সন্দেহ নেই ভেগে যাবে খুনিটা। সেজন্যই ও নিজেই খুনিকে চমকে দিলো। চোখে কিছু দেখতে না পাওয়া সত্ত্বেও আক্রমণ করে বসল। ঘোঁৎ করে উঠে পাইপের ওপর দিয়ে দৌড় দিলো সে, স্ট্রিট ফাইটারের মত মাথা ঝুঁকিয়ে আছড়ে পড়ল খুনির ওপর।

এমন গায়ে-গা লাগালাগি অবস্থায় চোখের দৃষ্টির আসলে তেমন কোনো মূল্য নেই। নিজের হাতের মুঠো আর হাতের ধার, সেই সাথে শক্ত জুতোর গোড়ালী ব্যবহার করতে লাগল সে দক্ষভাবে, যেভাবে অ্যাকাডেমিতে শেখানো হয়েছিল তার অনুকরণে। সাইলা শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী, আইনের কঠোর প্রয়োগ আর সুযোগের ক্ষমতার ওপর ভরসা করে সে। যে মুহূর্তে সে লাফিয়েছিল তখনই জানত খুনি কখনোই আশা করবে না ও আধা-অন্ধ অবস্থায় আক্রমণ করবে। আর সেজন্যই মারের বন্যা বইয়ে দিলো সাইলা। শত্রুর চমকে যাবার সুযোগটা যতটা সম্ভব নিচ্ছে।

কিন্তু 'খুনি'টা শক্তিশালী শরীরের গড়ন, মজবুত। আরো খারাপ ব্যাপার হচ্ছে সে লোকটা খালি হাতের মারপিটে ওস্তাদ, আর সাইলা খানিকবাদেই বুঝে গেল মারামারিটটা বেশিক্ষণ সময়ে গড়ালে নিশ্চিত পরাজয় অপেক্ষা করছে তার জন্য। আর সেজন্যই লড়াইটা যাতে দ্রুত শেষ হয় তা নিশ্চিত করতে গেল সে। আর এটা করতে গিয়েই নিজের ঘাড়ের পাশটা অরক্ষিত করার মত মারাত্মক ভুল করে ফেলল।

BanglaBook.org

বিস্ময়ের সাথে ধাক্কাটা অনুভব করল সাইলা কিন্তু কোনো ব্যাথা পেল না। পা দুটো ভাঁজ হয়ে পড়ে যাবার আগেই জ্ঞান হারিয়েছে সে।

দেয়ালের গর্তটা দিয়ে ঢুকে পড়ল বর্ন, গর্তটার মুখে আলগা ইটগুলো সাজিয়ে রাখার কাজে সাহায্য করল অ্যানাকাকে।

"কি হয়েছিল তোমার?" দম আটকে প্রশ্ন করল অ্যানাকা।

যতটা হবার কথা, তার চাইতে বেশি চালাক হিসেবে দেখা দিয়েছিল এক পুলিশ।"

ইঁটের তৈরি আরেকটা ছোট ইউটিলিটি করিডোরে আছে ওরা এখন। একটা দরজা পার হলেই মোলনারের বিল্ডিংয়ের পাশের বিল্ডিংয়ের হলওয়ে ওটার দেয়ালের বাতিদান থেকে উষ্ণ আলো বের হয়ে ফুল ছাপা ওয়ালপেপারে পড়ছে। এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে কাঠের বেঞ্চগুলো।

অ্যানাকা ইতিমধ্যেই এলিভেটরের বোতম চেপে দিয়েছে। কিন্তু যখন ওটা ওদের লেভেলে উঠল তখন কেজ-টার ভিতর দিয়ে দু'জন পুলিশকে দেখতে পেল বর্ন, হাতে উদ্যত পিস্তল।

"ওহ্, হেল," বলে উঠল ও, অ্যানাকার হাত চেপে ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। কিন্তু অনেকগুলো ভারি পদশব্দ শুনতে পেল। আর টের পেল ওদের পালানোর পথ বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। ওদের পেছনে, পুলিশগুলো এলিভেটর ক্যাবের দরজা খুলে হলওয়ে ধরে ছুটে আসছে ওদের দিকে। বর্ন অ্যানাকাকে নিয়ে এক তলা উপরে উঠল। হলওয়েতে প্রথম যে দরজাটা পেল সেটার তালাই দ্রুত খুলে ফেলল ও। পুলিশেরা সিঁড়ি ধরে উঠে ওদেরকে অনুসরণ করা আগেই ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলো।

ভেতরে, অ্যাপার্টমেন্টটা অন্ধকার, স্থবির। কেউ বাসায় আছে কিনা তা বলা অসম্ভব। পাশের জানালার দিকে গিয়ে সেটা খুলল বর্ন। জানালার নিচের পাথরের তাকটার ওপর দিয়ে একটা সরু গলি দেখা যাচ্ছে, দু'টো বড়সড় সবুজ রঙের ধাতব ময়লার বিন দেখা যাচ্ছে গলিটাতে। এনড্রদি স্ট্রিট থেকে আলো এসে জায়গাটা আলোকিত করেছে। তিনটে জানালা পরে একট ফায়ারএস্কেপ গলি পর্যন্ত নেমে গেছে। বর্ন যতদূর দেখল, গলিটা নির্জন।

"চলে এস," বাইরের, পাথরের তাকটার ওপর চড়তে চড়তে বলল বর্ন।

অ্যানাকার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। "তুমি কি পাগল?"

"ধরা পড়ার ইচ্ছে আছে নাকি?" সরাসরি ওর দিকে তাকাল বর্ন। "বের হওয়ার এটাই একমাত্র উপায়।"

অস্বস্তির সাথে ঢোক গিলল অ্যানাকা। "উঁচুতে উঠলে ভয় লাগে আমার।"

"আমরা বেশি উঁচুতে নেই।" একটা হাত বাড়াল ও। আঙুলগুলো নাড়ল। "এসে পড়, নষ্ট করার মত সময় হাতে নেই।"

BanglaBook.org

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল অ্যানাকা, বর্ন ওর পেছনে জানালাটা লাগিয়ে দিলো। অ্যানাকা ঘুরে নিচে তাকিয়ে পড়েই যেতে বর্ন ধরল ওকে। ঠেলে বিল্ডিংয়ের পাথুরে দেয়ালের সাথে লাগিয়ে দিলো। "হায় ঈশ্বর, তুমি বলেছিলে আমরা বেশি উঁচুতে নেই।"

"কথাটা আমার জন্য সত্যি।"

নিজের ঠোঁটে কামড় বসাল অ্যানাকা। "এর জন্য আমি মেরে ফেলব তোমাকে।"

"এরইমধ্যে সেটা করার চেষ্টাও করেছ তুমি।"

ওর হাতে চাপ দিলো বর্ন। "আমাকে ফলো করো, সব ঠিক হয়ে যাবে কথা দিচ্ছি।"

তাকটার শেষ প্রান্তের দিকে গেল ওরা। বর্ন অ্যানাকে ঠেলে দিতে চাচ্ছিল না, কিন্তু তাড়াহুড়া করার কাণ রয়েছে যথেষ্টই। বিল্ডিংটার সবখানেই যখন পুলিশ গিজগিজ করছে তখন বিল্ডিংটা ঘুরে এসে এই গলিতে ঢুকে পড়া তাদের জন্য সময়ের ব্যাপার মাত্র।

"এখন আমার হাতটা ছেড়ে দিতে হবে তোমাকে," বলল ও, আর তারপরই অ্যানাকা কি করতে যাচ্ছে তা দেখতে পেয়ে তীক্ষ্ণ গলায় যোগ করল, "নিচে দেখো না। যদি মাথা ঘোরে তাহলে বিল্ডিংয়ের পাশে তাকিও, ছোট কোনো কিছুতে মন দেবার চেষ্টা করো, মানে পাথরের ডিজাইনের মত কোনো কিছুতে। সেটা নিয়ে মনকে ব্যস্ত রেখো আর তাহলে তোমার ভয়টা কমে আসবে।"

মাথা ওপর নিচ করে বর্নের হাত ছাড়ল সে, আর বর্ন শূন্যে পা বের করে দিলো, পরের জানালাটার নিচের তাকে পা দিয়ে মাঝের ফাঁকা জায়গাটার ওপর ব্রিজের মত করে রাখল শরীরটা ডান হাত দিয়ে পরের জানালাটার উপরের তাকটা ধরল ও, তারপর বাম পা থেকে সরিয়ে ডান পায়ের ওপর রাখল শরীরের ওজন। যে তাকটায় অ্যানাকা এখনো দাঁড়িয়ে আছে সেটা থেকে বাম পা'টা তুলল, অনায়াসে চলে গেল পরের জানালার তাকটাতে। তারপর ঘুরে হাসল, অ্যানাকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো ও।

"এবার তুমি।"

"না।" ভয়ংকরভাবে ডানে-বামে মাথা নাড়লো অ্যানাকা। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার। "আমি পারব না।"

"হ্যা, তুমি পারবে।" আবার আঙুলগুলো নাড়ল বর্ন। "আসো, অ্যানাকা। প্রথম পা-টা খালি ফেল, তারপরের কাজ তো সোজা। খালি বাম পা থেকে ডান পায়ে ওজন সরিয়ে নেয়ার ব্যাপার।"

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল অ্যানাকা।

হাসিটা মুখে ঝুলিয়ে রাখল বর্ন। ওর মনের ভেতর যেসব উদ্বেগ মাথা চাড়া

BanglaBook.org

দিচ্ছে সেগুলো বাইরে প্রকাশ করল না। বিল্ডিংয়ের পাশটাতে এই অবস্থায় ওরা একদম বিপন্ন। পুলিশ যদি এ সময় গলিটাতে ঢুকে পড়ে, তাহলে ওরা শেষ। দ্রুত ফায়ারএস্কেপটার দিকে যেতে হবে ওদেরকে। "একটা পা, অ্যানাকা। তোমার ডান পা'টা বাড়িয়ে দাও।"

"হায় ঈশ্বর," আগের তাকটার যেখানে বর্ন কিছুক্ষণ আগে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে বলল অ্যানাকা। "যদি পড়ে যাই?"

"তুমি পড়বে না।"

"কিন্তু কি–"

"আমি তোমাকে ধরে ফেলব," হাসিটা চওড়া করল বর্ন। "এখন ভেগে যাওয়ার সময় এসেছে।"

ওর কথামত কাজ করল অ্যানাকা, ডান পা বাড়িয়ে দিলো শূন্যের ওপর দিয়ে পরের তাকটাতে রাখল। বর্ন দেখিয়ে দিলো কি করে ডান হাত দিয়ে উপরের তাকটা ধরতে হয়। কোনো দ্বিধা ছাড়াই এই কাজটা করল অ্যানাকা।

"এখন তোমার ওজনটা পার করে দাও। বাম পা থেকে ডান পায়ে।"

"আমি অসাড় হয়ে গেছি।"

নিচের দিকে দেখতে যাচ্ছিল অ্যানাকা, বর্ন সেটা জানত। "চোখ বন্ধ কর," বলল ও। "তোমার গায়ে আমার হাত টের পাচ্ছ?" মাথা ওপর নিচ করল অ্যানাকা, যেনো ভয় পাচ্ছে সে, কথা বললেই তার কাঁপুনীতেই নিচের ফাঁকটা দিয়ে পড়ে যাবে। "ওজনটা স্রেফ ডান পায়ে সরিয়ে নাও। এই তো। এখন তোমার বাম পা'টা সরিয়ে নিয়ে–"

"না।"

ওর কোমরটা হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল বর্ন। "ঠিক আছে এখন তাহলে, স্রেফ তোমার বাম পা'টা তোল।" যেইমাত্র সে কথামত কাজ করল, দ্রুত আর অনেকটা কঠোরভাবেই ওকে নিজের দিকে টানল বর্ন, নিয়ে এল পরের তাকটাতে, ওর ওপর পড়ল অ্যানাকা, ভয়ে আর দুশ্চিন্তার অবসানে কাঁপছে।

আর মাত্র দুটো তাক পার হতে হবে, ওরা তাকটার ওদিকটায় চলে গেল, আগের পদ্ধতির পুণরাবৃত্তি ঘটাল। যত দ্রুত এটা করতে পারবে, ততই ভাল ওদের জন্য। অনেকটা ভালভাবেই দ্বিতীয় আর তৃতীয় পারাপারটা করে ফেলল অ্যানাকা, সেটা হয় স্রেফ নিজের মনের জোরে, নয়তো নিজের মনের কাজ বন্ধ করে শুধুমাত্র বর্নের অর্ডার ফলো করে।

শেষতক ওরা ফায়ারএস্কেপটা পর্যন্ত পৌছাল নিচের গলিটাতে নামতে লাগল। এনদ্রাদি স্ট্রিট থেকে আসা ল্যাম্পের আলোতে গলিটা জুড়ে ওদের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে। বর্নের ইচ্ছে হচ্ছিল পিস্তল থেকে গুলি করে ল্যাম্পটা উড়িয়ে দিতে কিন্তু সাহস হল না। তার বদলে দ্রুত নিচের দিকে এগোল ওরা।

BanglaBook.org

যখন ওরা ফায়ারএস্কেপ মইয়ের যে আনুভূমিক অংশটা গলি থেকে মাত্র দু'ফুট ওপরে সেটা থেকে মাত্র এক ধাপ ওপরে ছিল, তখনই চোখের কোণা দিয়ে আলোটার ধরন পাল্টে যেতে দেখল বর্ন। গলিটার দু'মাথা থেকে দুটো ছায়া ধেয়ে আসছে, দু' জন পুলিশ গলিটাতে ঢুকে পড়েছে দু' দিক থেকে।

অপরাধীর অবস্থান চিহ্নিত হবার পরই বিল্ডিং থেকে একজন পুলিশকে বাইরে বের করে নিয়েছিল সাইলার সার্জেন্ট। ওর জানা ছিল এক বিল্ডিং থেকে অন্য বিল্ডিংয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে নেবার মত যথেষ্ট চালাক খুনিটা। লাসজলো মোলনারের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পালানোর পর পরের বিল্ডিংয়ের সিঁড়িতে নিজেকে বিপদে ফেলার মত বোকামি খুনিটা করবে না বলেই মনে হয় সার্জেন্টের। তারমানে, অন্য কোনো পথে পালাবে সে, আর সার্জেন্টের ইচ্ছে সব স্তরই কভার করা থাকুক। একজনকে ছাদে পাঠিয়েছে সে, একজন করে লোক রেখেছে সামনের প্রবেশপথ আর সার্ভিস প্রবেশপথের সামনে। এখন শুধু পাশের গলিটাই বাকি আছে। কোনোভাবে যে ওই গলিটাতে খুনি যেতে পারবে সেটা তার মনে হয় না কিন্তু কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না সে।

ভাগ্য ভাল তার, বিল্ডিংয়ের কোণাটা ঘুরে গলিতে ঢোকা মাত্রই ফায়ার এস্কেপের ওপর একটা ছায়ামূর্তি দেখা গেল। এনদ্রদি স্ট্রিট থেকে আসা ল্যাম্পের আলোয় দেখা গেল গলির অন্য মাথা দিয়ে ঢুকতে থাকা পুলিশ অফিসারকে। তাকে ইশারা করল সার্জেন্ট, ফায়ার এস্কেপের ওপরে ছায়ামূর্তিটাকে দেখাল। যখন পিস্তলটা হাতে নিয়ে সে ফায়ারএস্কেপের আনুভূমিক মইটার দিকে এগোচ্ছিল তখন নড়ে উঠল ছায়ামূর্তিটা, দু'দিকে দু'ভাগ হয়ে গেল যেনো। চমকে উঠল সার্জেন্ট। একজন নয়, দু'জন আছে ফায়ারএস্কেপটার উপরে।

পিস্তল তুলে গুলি করল সে। ধাতব মই থেকে ছিটকে বের হল ফুলকি। আর একটা ছায়ামূর্তি শূন্যে লাফ দিলো। মাটিতে পড়ল বলের মত গোল হয়ে বিশাল ময়লার বাক্স দুটোর মাঝখানের জায়গাটায় হারিয়ে গেল। পুলিশ অফিসার দৌড়ে আসতে শুরু করল কিন্তু সার্জেন্ট পিছু হটল। কাছের ময়লার বাক্সটার কোণাতে চলে আসতে দেখল সে অফিসারকে, মাথা নিচু করে ময়লার বাক্সটার মাঝের জায়গাটা দিকে এগিয়ে যেতে দেখল।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তিটাকে দেখার জন্য মাথা তুলল সার্জেন্ট। আবছা আলোতে খুঁটিনাটি কিছু বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল না সে। ফাঁকা দেখা যাচ্ছে ফায়ার এস্কেপটাকে। "দুই নম্বরটা গেল কোথায়?"

আবার অফিসারটার দিকে মনোযোগ ফেরাল সে। আবিষ্কার করল লোকটা গায়েব হয়েছে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে অফিসারের নাম ধরে ডাকল। কোনো সাড়া নেই। ওয়াকিটকিটা বের করল, আরো সাহায্যে জন্য যখন ডাকতে যাচ্ছিল তখনই কিছু একটা পড়ল ওর ওপর। হোঁচট খেয়ে জোরে আছড়ে পড়ল সার্জেন্ট। আবার

BanglaBook.org

উঠল এক হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে। আর সে মুহূর্তেই কেউ একজন বেরিয়ে এল ময়লার বাক্স দুটোর মাঝের ফাঁক থেকে। যতক্ষণে সে বুঝল ওটা তার অফিসার নয় ততক্ষণে যে মারটা তার ওপর পড়ল সেটা তাকে অজ্ঞান করে দিতে যথেষ্ট।

"একদম গাধামি," বলল বর্ন, গলির রাস্তাটা থেকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল অ্যানাকাকে।

"অনেক অনেক ধন্যবাদ," বলল অ্যানাকা, বর্নের হাত ঝাড়া দিয়ে সরিয়ে দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াল।

"আমি ভেবেছিলাম তোমার উচ্চতা ভীতি আছে।"

"তার চেয়ে বেশি আছে মরার ভয়," ঝাঁঝালো জবাব দিলো অ্যানাকা।

"আরো পুলিশ চলে আসার আগেই ভাগি চলো," বর্ন বলল। "আমার মনে হয় তোমারই উচিত পথ দেখানো।"

বর্ন আর অ্যানাকা গলি থেকে বের হবার সময় স্ট্রিট লাইটের আলোটা খানের চোখে পড়ছিল। যদিও তাদের চেহারা দেখতে পায় নি। কিন্তু বর্নকে চিনেছে আকার আর হাটার ধরণ দেখে। তার মহিলা সঙ্গীর দিকে বেশি মনোযোগ দেয় নি সে। বর্ন যখন মোলনারের অ্যাপার্টমেন্টে ছিল তখনই কেন পুলিশ এল সেটা জানতে বর্নের মত খানও আগ্রহী। এখানকার ঘটনার সাথে মানাসাসে ককলিনের বাড়ির ঘটনার সাদৃশ্যে চমকে গেছে সে। যেমনটা চমকে গেছে বর্ন। ককলিনের বাড়ির ব্যাপারটাতে স্পালকোর হাতের ছাপ যেনো ছড়িয়ে ছিল সবখানে। সমস্যা হচ্ছে, মানাসাসে যেমন স্পালকোর লোককে দেখতে পেয়েছিল, তেমন কেউ মোলনারের অ্যাপার্টমেন্টের চার ব্লকের মধ্যে আছে বলে দেখে নি ও। তাহলে কে পুলিশকে ডেকেছে? বর্ন আর অ্যানাকা যখন বিল্ডিংটাতে ঢুকেছিল তখন কাউকে তো আশপাশে থাকতেই হবে ব্যাপারটা দেখে পুলিশকে বলার জন্য।

নিজের ভাড়া করা গাড়িটা স্টার্ট দিলো খান, বর্ন একটা ট্যাক্সিতে ওঠার পর তাকে অনুসরণ করা শুরু করল। মহিলাটা হাটতেই থাকল, খান জানত যেনো বর্ন ব্যাকট্রাকিং করবে, নানা দিকে ঘুরপথে যাবে, ট্যাক্সি চেঞ্জ করবে অনেকবার আর তাই বর্ন যখন লেজুড়কে ঝেড়ে ফেলার জন্য নানান কৌশল প্রয়োগ করল, তখনও বর্নকে দৃষ্টির মধ্যে রাখতে পারল ও।

শেষপর্যন্ত বর্নের ট্যাক্সি ফো উটকা'তে পৌছাল। এই জায়গাটা কিরালি বাথ্‌স-এর চমৎকার গম্বুজগুলো থেকে মাত্র চার ব্লক দূরে। বর্ন ট্যাক্সি থেকে নেমে ১০৬-১০৮ নম্বর বিল্ডিংটার গেল।

খান গাড়ির গতি কমাল, ব্লকের অন্য দিকটাতে রাস্তার ওপাশে গাড়ি থামাল।

BanglaBook.org

বিল্ডিংটার প্রবেশপথের পাশ দিয়ে যেতে চায় নি ও। এঞ্জিন বন্ধ করে অন্ধকারে ডুবে গেল। অ্যালেক্স ককলিন, জেসন বর্ন, লাসজলো মোলনার, হাসান আরসেনভ। স্পালকোর কথা ভেবে অবাক হল। কি করে এইসব আলাদা নামগুলোকে জুড়ে দিয়েছে সে। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি আছে, অবশ্যই আছে, কেবল সেটাকে দেখতে হবে ওর।

এমন অবস্থায় পাঁচ-ছয় মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর একটা ট্যাক্সি এসে থামল ১০৬-১০৮ নম্বরের প্রবেশপথের সামনে। খান দেখল একটা কমবয়সী মহিলা বেরিয়ে এল। ভারি দরজা দুটো পেরিয়ে মহিলা ভেতরে ঢুকে যাবার আগেই তার চেহারা দেখার চেষ্টা করল ও। এক ঝলক কিন্তু শুধু এটুকুই বোঝা গেল, তার মাথায় লাল চুল আছে। অপেক্ষা করল ও, বিল্ডিংটার সামনের অংশের দিকে তাকিয়ে রইল। বর্ন লবিতে ঢোকার পর কোনো লাইট জ্বলে ওঠে নি। তার মানে নিশ্চয়ই মহিলার জন্য অপেক্ষা করছে সে। তাহলে এটা মহিলার অ্যাপার্টমেন্টই হবে। আসলেই তাই, তিন মিনিটের মধ্যে বিল্ডিংটার চতুর্থ তলার, যেটা আবার সবচেয়ে উপরের তলা, পাশের জানালায় আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল।

এখন তারা কোথায় আছে সেটা জানার পর *যাযেন*-এ ডুবে যাবার প্রস্তুতি নিল খান কিন্তু এক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করেও মনটা পরিস্কার করতে না পারায় হাল ছেড়ে দিলো। অন্ধকারের মাঝে। ছোট পাথরের বৌদ্ধমূর্তিটার ওপর ওর হাত চেপে বসল। প্রায় সাথে সাথেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল ও। আর সেখান থেকে পাথরের টুকরোর মত পড়ল ওর চিরন্তন দুঃস্বপ্নটার ভয়াবহ জগতে।

পানির রং নীলচে কালো, অবিশ্রান্তভাবে পাক খাচ্ছে, যেনো বেঁচে উঠেছে অমিত শক্তি পেয়ে। পানির ওপরে ধাক্কা দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল ও, এমনভাবে হাত পা ছুড়ল যে ব্যাথায় মট মট করে উঠল ওর হাড়গুলো। তবুও অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকল। পায়ের গোড়ালীতে বাঁধা দড়িটা টানছে ওকে নিচে। ওর ফুসফুস দুটো পুড়তে শুরু করেছে। শ্বাস নিতে চাইল কিন্তু ওর জানা আছে মুখ খোলামাত্রই তুমুল বেগে ভেতরে ঢুকবে পানি, ওর ফুসফুস ভরিয়ে দেবে।

নিচের দিকে ঝুঁকে দড়িটার গিঁট খোলার চেষ্টা করল কিন্তু পিচ্ছিল দড়িটাকে আঁকড়ে ধরতে ব্যর্থ হল ওর আঙুলগুলো। ও টের পেল নিচের অন্ধকারে যা লুকিয়ে আছে তার ভয়ে যেনো বৈদ্যুতিক প্রবাহের মত ঢেউ খেলে যাচ্ছে ওর শরীরের ওপর দিয়ে। ভয়টা যেনো আঁকশীর মত চেপে বসেছে ওর গলায়; কষ্ট করে আর্তনাদ করার ইচ্ছেটা ধামাচাপা দিলো। সেই সময় শুনতে পেল গভীর থেকে আসা শব্দটা ঘণ্টার শব্দ, খেমার রুজদের হাতে কতল হবার আগে মঙ্কদের করা প্রার্থনার শব্দ। ধীরে ধীরে শব্দগুলো পরিণত হল একটা কণ্ঠস্বরের গানে, পরিস্কার সুরে, টানা টানাভাবে প্রার্থনার মত।

আর যখন সে নিচের অন্ধকারের দিকে তাকাল, দড়ির অন্যপ্রান্তে বাঁধা শরীরটা

BanglaBook.org

ঠাহর করা শুরু করল। যা কিনা ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওর অনিবার্য ধ্বংসের দিকে। তখন ওর মনে হল গানটা নিশ্চয়ই ওখান থেকেই আসছে। কারণ ও জানে ওই শরীরটা ওর নিজের চেহারা, নিজের শরীরের মতই ওর কাছে পরিচিত। কিন্তু এখন একটা চমকের সাথে উপলব্ধি করল, গানটা আসলে ওটা থেকে আসছে না, কারণ ওটা মৃত। আর সেজন্যই সেটার ওজন ওকে টেনে নামাচ্ছে নিচের ধ্বংসের দিকে।

শব্দটা হাতের আরো কাছে চলে এসেছে যেনো। আর এখন ও টানা টানা পরিস্কার সুরটা চিনতে পারল। ওর নিজের কণ্ঠস্বর! উঠে আসছে ওর নিজের অস্তিত্বের গভীর থেকে। সহসাই সেটা ওর সর্বাঙ্গ স্পর্শ করল।

"লি-লি! লি–লি!" তলিয়ে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ডাকছে ও...

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

সূর্য ওঠার আগে ক্রিটে পৌছাল স্পালকো আর জিনা, আইরাকলিওনের ঠিক বাইরের কাজান্তজাকিস এয়ারপোর্ট স্পর্শ করল। ওদের সাথে আছে একজন সার্জন আর তিনজন লোক, যাদেরকে ভালভাবে পরীক্ষা করে নিয়েছে জিনা ফ্লাইটের সময়। তারা খুব বিশালদেহী নয় বটে কিন্তু তবু তাদেরকে নেওয়ার কারণ হচ্ছে যাতে অন্যদের থেকে আলাদা করে তাদেরকে দেখা না যায়। স্পালকো'র তীক্ষ্ণ নিরাপত্তা জ্ঞান ওকে বলে দেয়, যখন সে হিউম্যানিস্টাস লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট স্তেপান স্পালকো হিসেবে নেই, বরং যোদ্ধাদের সাথে শেখ হিসেবে আছে তখন যেনো সবচেয়ে হালকা ব্যক্তিত্বটা বেছে নেয়। এখনকার মতই। জিনা সাথের লোকগুলোর ক্ষমতা চিনেছে নিজের শরীরের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ দেখে, আর যখন লোকগুলো হাটাচলা করে তখন তাদের সাবলীল ভাবটা কোনো নর্তক বা যোগগুরুর মতই দেখায়। ওদের কালো চোখে একাগ্রতা দেখতে পেয়েছে জিনা, যেটা এসেছে বহু বছরের ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে। এমনকি যখন ওরা তার দিকে চেয়ে সহজভাবে হেসেছে তখন ওদের মাঝে ঘাপটি মেরে থাকা বিপজ্জনক ভাবটা দেখতে পেয়েছে জিনা। যা শান্তভাবে অপেক্ষা করছে মুক্ত হবার মুহূর্তের অপেক্ষায়।

ভূমধ্যসাগরের সবচেয়ে বড় দ্বীপ ক্রিট হচ্ছে ইউরোপ আর আফ্রিকার মাঝের সেতুবন্ধন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভূমধ্যসাগরীয় তপ্ত সূর্যের নিচে পড়ে থেকেছে এটা, এর দক্ষিণের চোখ যেনো স্থির হয়ে রয়েছে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া আর রিবিয়ার বেনগাজীর দিকে। এত সমৃদ্ধ অবস্থানের জায়গার ওপর শিকারীর চোখ পড়েছে বহুবার। সংস্কৃতির পালাবদলের সময়গুলোতে এর ইতিহাস স্বাভাবিকভাবেই রক্তাক্ত। সমুদ্রতটে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মত নানান দেশের হামলাকারীরা যেনো ধুয়ে দিয়েছে ক্রিটের খাঁড়ি আর সৈকতগুলো, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, স্থাপত্যশৈলী আর ধর্ম।

সারাসেনরা ৮২৪ খৃস্টাব্দে আইরাকলিওন স্থাপন করেছিল। এটাকে তারা কানডাক্স বলে ডাকত যেটা আরবি শব্দ *খন্দক*-এর অপভ্রংশ। বাইজ্যান্টাইনরা ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার আগপর্যন্ত একশো চল্লিশ বছর ধরে শাসন করেছিল সারসেনরা। কিন্তু জলদস্যুরা এতই সফল হয়েছিল যে, লুটের মাল বাইজ্যান্টিয়ামে নিয়ে যেতে তিনশো নৌকা লেগেছিল তাদের।

ভিনিসিয়ানদের শাসনামলে শহরটাকে বলা হত কান্ডিয়া। তাদের শাসনের সময় পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয় এটা। প্রথম তুর্কীয় আক্রমণের পর শেষ হয়ে যায় তা।

BanglaBook.org

ইতিহাসের এই পালাবদল দেখা যায় সবখানে আইরাকলিওনের বিশাল ভেনিসিয়ান দূর্গ যা এর সুদৃশ্য পোতাশ্রয়কে বাঁচিয়েছিল হামলার হাত থেকে। ভেনিসিয়ান লজিয়াতে অবস্থিত টাউন হল, 'দ্য কৌবস,' মানে সেভিয়রের সাবেক চার্চের কাছে অবস্থিত তুর্কী ঝর্না। ওই চার্চটাকে মসজিদে পরিণত করেছিল তুর্কিরা।

কিন্তু আধুনিক কোলাহলময় শহরে মিনোয়ান সংস্কৃতির আর কিছু অবশিষ্ট নেই, যেটা ছিল সর্বপ্রথম আর স্থাপত্যশৈলীর দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিটিয় সভ্যতা। শহরের বাইরে নসোস প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় কিন্তু ইতিহাসবিদেরা বলেন সারাসেনরা এই স্থানকে কানডাক্স স্থাপনের জন্য বেছে নিয়েছিল কারণ এখানে বহু হাজার বছর আগে মিনোয়ানদের প্রধান বন্দর ছিল।

ভেতরে ভেতরে ক্রিট থেকে গেছে নানান মিথের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এক দ্বীপ হিসেবে আর এর জন্মের ইতিহাস মনে না করে এখানে পা দেয়া অসম্ভব। সারাসেন, ভেনেসিয়ান বা তুর্কীদের জাতের জন্মেরও বহু শতাব্দী আগে নানান কিংদবন্তীর ধোঁয়াশা থেকে আকৃতি পেয়েছিল ক্রিট। ক্রিটের প্রথম রাজা মিনোস ছিল একজন উপদেবতা। তার বাবা জিউস একটা ষাঁড়ের রূপ ধরে তার মা ইউরোপাকে ধর্ষণ করেছিল, তাই প্রথম থেকেই এই দ্বীপের প্রতীক চিহ্ন হয়ে উঠেছিল ষাঁড়।

মিনোস আর তার দুই ভাই ক্রিটের দখল পাবার জন্য লড়েছিল কিন্তু মিনোস পসাইডনের কাছে প্রার্থনা করেছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিল, যদি সাগরের দেবতা তাকে সাহায্য করে তাহলে তার পুর্ণ আনুগত্য মেনে নেবে সে। পসাইডন তার প্রার্থনা শুনেছিলেন, তারপর উত্তাল সাগর থেকে উঠে এল একটা তুষার-শুভ্র ষাঁড়। পসাইডনের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ এই ষাঁড়টা বলি দেবার কথা ছিল মিনোসের। কিন্তু লোভী রাজা মিনোস ষাঁড়টাকে নিজের কাছে রেখে দিলো। ক্রুদ্ধ পসাইডন মিনোসের বউকে ষাঁড়টার প্রেমে ফেলে নি। গোপনে মিনোসের বউ মিনোসের পছন্দের কারিগর ডিডেলাসের সাথে যোগাযোগ করে একটা কাঠে তৈরি ফাঁকা গাইয়ের মূর্তি বানিয়ে নেয়, যাতে সেটার ভেতরে লুকিয়ে থেকে ষাঁড়টার সাথে মিলিত হতে পারে সে। এই ঘটনার পর জন্ম নেয় মিনোটর–ষাঁড়ের মাথা আর লেজবিশিষ্ট এক দানব। এর নৃশংসতা ক্রিটে এমন তাণ্ডব সৃষ্টি করে যে, ডিডেলাসকে দিয়ে একটা বিরাট গোলকধাঁধা বানিয়ে নেয় মিনোস। যা এতই বড় যে তার ভেতরে আটকে থাকা মিনোটর কখনোই বের হতে পারবে না।

নিজের দলকে নিয়ে শহরের ঢালু রাস্তা বেয়ে ওঠার সময় এই কাহিনীটাই স্পালকোর মেসেজের বেশিরভাগটা জুড়ে ছিল। গ্রিক মিথের প্রতি একটা আকর্ষণ আছে তার, কারণ সেগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ধর্ষণ, নিকটাত্মীয়দের মাঝে যৌনতা, রক্তপাত আর দম্ভ। এগুলোর অনেকের মাঝেই নিজের প্রতিচ্ছবি দেখেছে সে, তাই নিজেকে উপদেবতা ভাবাটা কঠিন নয় তার কাছে।

ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপের অন্য অনেক শহরের মত এটাও বানানো হয়েছে একটা

BanglaBook.org

পর্বতের পাশে, এর ট্যাক্সি আর বাসে ভরা ঢালু রাস্তার পাশে মাথা উঁচু করে আছে পাথরের বাড়িগুলো। আসলে দ্বীপের পুরো শৈলশিরাটা একটা চেইনের মত উঁচু হয়ে আছে, যাকে বলা হয় 'হোয়াইট মাউন্টেনস।'

লাসজলো মোলনারকে অত্যাচার করে যে ঠিকানাটা স্পালকো পেয়েছে সেটা শহরের ঢাল বেয়ে অর্ধেক উচ্চাতায় অবস্থিত। ইস্তস দাইদালিকা নামের এক স্থপতির বাড়ি ওটা। স্পালকোর টিম জানতে পেরেছে মোলনারের সাথে সম্পর্কিত একটা কোম্পানি বাড়িটা লিজ নিয়েছিল। যখন ওরা ঠিকানাটাতে পৌছাল ঠিক তার পরপর বাদামের খোসার মত খুলে গিয়ে রক্তের মত লাল ভূমধ্যসাগরীয় সূর্যটাকে বের করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল আকাশ।

শত্রুর অবস্থান বোঝার জন্য কিছুটা এগিয়ে যাবার পর ছোট হেডফোনগুলো কানে লাগিয়ে নিল ওরা, একটা অয়্যারলেস নেটওয়ার্কে যুক্ত করল নিজেদেরকে। নিজেদের অস্ত্র শক্তিশালী কম্পোজিট ক্রসবোগুলো পরীক্ষা করে নিল ওরা, যে নৈশঃব্দ ওরা বজায় রাখতে চায় তার জন্য অত্যন্ত উপযোগী এই ক্রসবোগুলো। স্পালকো তার দুই সঙ্গীর সাথে নিজের হাতঘড়ির সময় মিলিয়ে নিল। তারপর তাদেরকে পাঠাল বাড়িটার পেছনের প্রবেশপথের দিকে। আর এই ফাঁকে সে নিজে আর জিনা এগিয়ে সামনের প্রবেশপথের দিকে। দলের বাকি সদস্যদেরকে বলা হল নজর রাখতে, রাস্তায় কারো সন্দেহজনক গতিবিধি চোখে পড়লে বা পুলিশ এসে পড়লে সতর্ক করে দিতে।

এখানকার রাস্তাটা নির্জন আর নিশ্চুপ; কাউকে হেটে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে না। বাসাটায় কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না, স্পালকো কোনো আলো দেখার আশাও করে নি অবশ্য। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল স্পালকো, গুণতে লাগল মাইক্রোফোনে, সেকেন্ডের কাঁটাটা ধেয়ে চলেছে ষাটের ঘরের দিকে।

বাসার ভেতরের মার্সেনারিরা ঘুম থেকে উঠে কাজেকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রাত পেরিয়ে দিন হয়ে আসছে, আর কয়েক ঘণ্টা পরেই চলে যাবে তারা, যেমনটা গিয়েছিল তাদের আগে আসা অন্যরা। প্রতি তিন দিনে ড. শিফারকে নিয়ে ক্রিটের বিভিন্ন জায়গা গেছে তারা, দ্রুত এবং নিঃশব্দে সেরেছে কাজটা। প্রতিক্ষেত্রে গন্তব্যটা জানানো হয়েছে শেষ মিনিটে। এমন সতর্কতা বজায় রাখার জন্য প্রতিবারই পেছনে থেকে যায় দলের কয়েকজন, নিশ্চিত করে যে তাদের উপস্থিতির শেষ চিহ্নটাও হয় ধ্বংস করা হয়েছে নয়তো সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

এই মুহূর্তে বাড়ির নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে মার্সেনারিগুলো। একজন রান্নাঘরে ঢুকে ঘন টার্কিশ কফি বানাচ্ছে, আরেকজন গেছে বাথরুমে, আরেকজন অন করেছে স্যাটেলাইট টিভি। পর্দার দিকে কিছুক্ষণ অনাগ্রহের সাথে তাকিয়ে রইল সে,

BanglaBook.org

তারপর সামনের জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। সবকিছু স্বাভাবিকই মনে হল। শরীর মোড়ামুড়ি করল সে, একটা বেড়ালের মত বাঁকল এদিক ওদিক। তারপর শোল্ডার হোলস্টারটা পরে নিল। সকালবেলার মত বের হল চারদিকটা পরীক্ষা করতে।

সামনের দরজার তালা খুলে পাল্লাটা খুলল সে, আর সরাসরি হৃৎপিন্ড বরাবর স্পালকোর তীর খেল। ঝাঁকি খেয়ে পেছনে সরল সে। হাত দুটো ছাড়িয়ে দিয়েছে, কোটরের মধ্যে উল্টে যাচ্ছে চোখ দুটো। মেঝেতে আছড়ে পড়ার আগেই মরে গেল বেচারা।

স্পালকো আর জিনা যখন সামনের ঘরটাতে ঢুকল ঠিক সেই সময়ই পেছনের দরজা দিয়ে হুরমুর করে ঢুকল ওদের লোকেরা। রান্নাঘরের মার্সেনারিটা হাতের কফির কাপ ফেলে দিয়ে নিজের অস্ত্র বের করল, মরে যাওয়ার আগে জখম করে রেখে গেল স্পালকোর এক লোককে।

জিনার দিকে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে এক সাথে তিনটে করে সিঁড়ির ধাপ ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠতে লাগল স্পালকো।

বাথরুমের দরজা ফুঁড়ে কতগুলো গুলির বিহিত করতে পেছনের দরজা দিয়ে একজনকে বাইরে যাবার নির্দেশ দিলো জিনা। বাথরুমের দরজাটা ভাঙার নির্দেশ দিলো সে আরেকজনকে। দুটো আদেশই সুদক্ষভাবে দ্রুত পালন করা হয়ে গেল। দরজা ভেঙে বাথরুমে ঢোকার সময় কোনো বুলেট স্বাগত জানাল না ওদেরকে। তার বদলে বাইরের দিকের দরজাটা দেখা গেল, এটা দিয়েই পালিয়েছে মার্সেনারিটা। জিনা এই সম্ভাবনাটা মাথায় রেখেছিল তাই বাড়ির বাইরে একজনকে পাঠিয়েছিল সে।

খানিকবাদে একটা ধাম করে শব্দ হল তারপরই ভেসে এল ভারি কণ্ঠের কঁকিয়ে ওঠার শব্দ।

ওপরতলায় মাথা নামিয়ে এক রুম থেকে অন্য রুমে চষে বেড়াচ্ছে স্পালকো। প্রথম বেডরুমটা ফাঁকা। দ্বিতীয়টাতে চলে গেল। বিছানাটা পার হবার সময় বাম দিকের ড্রেসারের ওপরের আয়নাটা দিয়ে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল তার।

সাথে সাথে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ল সে, ক্রসবো থেকে বোল্ট ছুঁড়ল। ধুলোর মধ্য দিয়ে চলে গেল ওটা আর বিছানাটা লাফিয়ে উঠল পায়াগুলোর ওপরে। একটা শরীর আছড়ে পড়ে গোঙাতে লাগল।

হাঁটুর ওপরে থাকা অবস্থাতেই ক্রসবোতে আরেকটা বোল্ট লাগাল স্পালকো। সেটা তাক করতেই মার খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো শক্ত কিছু আঘাত করেছে তার মাথায়, একটা বুলেট ছিটকে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল কোথাও, নিজের ওপর ভারি কিছু একটা এসে পড়েছে টের পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রসবোটা ফেলে দিয়ে একটা শিকারের ছুরি বের করল স্পালকো, বসিয়ে দিলো তার ওপর এসে পড়া আক্রমণকারীর গায়ে। হাতল পর্যন্ত বসে যাওয়া ছুরিটা দাঁতে দাঁত চেপে ঘোরাল

BanglaBook.org

স্পালকো, পুরস্কার হিসেবে পেল রক্তের একটা ভারি স্রোত।

চাপা গলায় গর্জে উঠে মার্সেনারিটাকে গায়ের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলল সে, ছুরিটা বের করে নিয়ে ফলাটা মুছল চাদরে। দ্বিতীয় বোল্টটা বিছানার মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো সে। ম্যাট্রেসের টুকরো-টাকরা বাতাসে উড়তে শুরু করেছে, পড়ে থাকা মার্সেনারির তড়পানি থেকে গেল হঠাৎই।

দ্বিতীয় তলার বাকি রুমগুলো চেক করার পর সিঁড়ি দিয়ে আবার নিচের তলায় নেমে এল স্পালকো। লিভিং রুমটা করডাইটের গন্ধে ছেয়ে আছে। পেছনের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকছে তার এক লোক, সাথে করে নিয়ে আসছে বেঁচে থাকা শেষ মার্সেনারিটাকে। তাকে চরমভাবে আহত করেছে স্পালকোর লোকটা। পুরো হামলাটার স্থায়ীত্ব ছিল মাত্র তিন মিনিট, যেটা মিলে গেছে স্পালকোর পরিকল্পনার সাথে; এই বাসার ওপর মানুষের মনোযোগ যত কম পড়ে ততই ভাল।

ড. ফেলিক্স শিফারের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। আর এখন স্পালকো জানে, মোলনার ওকে মিথ্যা বলে নি। এই মার্সেনারিরা সেই দলটার অংশ যাদেরকে মোলনার ভাড়া করেছিল যখন সে আর ককলিন মিলে শিফারের পালানোর ব্যাপারটা পরিকল্পনা করেছিল।

"চূড়ান্ত পরিস্থিতিটা কেমন?" নিজের লোকদের জিজ্ঞেস করল স্পালকো।

"মার্কো আহত হয়েছে। বেশি কিছু হয় নি, বুলেটটা ওর বাম বাহুর মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে," বলল একজন, "দুই শত্রু মৃত, একজন গুরুতর আহত।"

মাথা ওপর-নিচ করল স্পালকো।

"আর ওপর তলায় মরেছে দুটো।" শেষ মার্সেনারিটার দিকে মেশিন পিস্তলের ডগা নেড়ে লোকটা যোগ করল, "ব্যবস্থা না নিলে এটাও আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না।"

স্পালকো জিনার দিকে চাইল। মাথা নেড়ে মার্সেনারিটার কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে তাকে চিৎ করল জিনা। গুঙিয়ে উঠল মার্সেনারি। রক্ত বেরিয়ে এল শরীর থেকে।

"নাম কি তোমার?" হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় জিজ্ঞেস করল জিনা।

তার দিকে তাকাল মার্সেনারি, ব্যাথা আর আসন্ন মৃত্যুর কালো ছায়া পড়েছে তার চোখে।

ম্যাচের একটা ছোট বাক্স বের করল জিনা। "তোমার নাম কি?" আবার বলল সে। এবার গ্রিক ভাষায়। যখন কোনো জবাব এল না, তখন স্পালকোর লোকদেরকে জিনা বলল, "শক্ত করে ধরে একে।"

দু'জন লোক আদেশ পালন করতে ঝুঁকল। ছোটো করে কাঁধ ঝাঁকাল মার্সেনারিটা, তারপর স্থির হল। শান্তভাবে তাকাল জিনার দিকে। হাজার হলেও সে তো একজন পেশাদার সৈনিক।

ম্যাচটা ঠুকল জিনা। আগুনের উজ্জ্বল শিখার সঙ্গী হল সালফারের তীক্ষ্ণ গন্ধের

BanglaBook.org

ধোঁয়া। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে মার্সেনারিটার একটা চোখের পাতা ফাঁক করে রইল জিনা, জ্বলন্ত কাঠিটা নামিয়ে আনতে লাগল খোলা চোখটার মনির ওপর।

মার্সেনারির মুক্ত চোখটা পাগলের মত পিটপিট করতে লাগল। শ্বাসপ্রশ্বাস চলতে লাগল হাঁপরের মত। তার চকচকে অক্ষিগোলকে প্রতিফলিত হতে থাকা শিখাটা আরো কাছে চলে এল। তার ভয় পাওয়াটা দেখতে পাচ্ছে জিনা কিন্তু এই ভয়ের নিচে লুকিয়ে আছে অবিশ্বাসের অনুভূতি। জিনা যা করার ভয় দেখাচ্ছে তা যে সত্যি করবে সেটা স্রেফ অবিশ্বাস করছে সে।

চেঁচিয়ে উঠল মার্সেনারিটা, লোকগুলো তাকে চেপে ধরে রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ধনুকের মত বেঁকে উঠল তার শরীর। নিভে যাওয়া কাঠিটা ধোঁয়া ছাড়ত ছাড়তে তার বুকের ওপর পড়া সত্ত্বেও তার তড়পানি আর আর্তনাদ চলতে লাগল। তার অন্য অক্ষত চোখটা কোটরের মাঝে ঘুরছে, যেনো খুঁজে পেতে চাইছে নিরাপদ কোনো জায়গা।

শান্তভাবে আরেকটা কাঠি জ্বালাল জিনা, আর হঠাৎই বমি করে দিলো মার্সেনারিটা। জিনা থামল না। মার্সেনারিটাকে এখন এটা বোঝানো দরকার শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে সাড়া দিলেই জিনা থামবে। লোকটা বোকা নয়; সে জানে কোন বিষয়ে সাড়া দিতে হবে। তাছাড়া এই অত্যাচারের মূল যেকোনো পরিমাণ টাকার চেয়ে বেশি। তার ভাল চোখটা দিয়ে অনুপাত দেখে তার আত্মসমর্পনের ভাবটা বুঝতে পারছিল সে। এখনো তাকে ছাড়বে না জিনা, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বলছে না যে তারা শিফারকে কোথায় নিয়ে গেছে।

জিনার পেছনে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে স্পালকো মুগ্ধ হল। জেরা করার দায়িত্বটা যখন সে জিনাকে দিয়েছিল তখন তার কোনো পরিস্কার ধারণা ছিল না জিনা কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখাবে। এক দিক দিয়ে এটা ছিল একটা পরীক্ষা; কিন্তু আসলে এটা আরো বেশি কিছু, জিনাকে আরো ভালভাবে জানার একটা আনন্দদায়ক পদ্ধতি।

যেহেতু নিজের কথার মাধ্যমেই প্রতিদিন মানুষকে আর ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে স্পালকো তাই 'কথা' জিনিসটার ওপর একটা সহজাত অবিশ্বাস আছে তার। সোজাভাবে তার কারণটা হচ্ছে, মানুষ মিথ্যে বলে। মিথ্যেটা যে প্রভাব ফেলে তার জন্য মিথ্যে বলে। অন্যেরা মিথ্যা বলে কিছু না জেনেই অন্যের পর্যবেক্ষণ থেকে বাঁচার জন্য; আরো যারা বাকি থাকল তারা মিথ্যে বলে নিজেদের প্রতিই। এটা স্রেফ একটা ক্রিয়া মাত্র যেটা মানুষ করে বসে কঠিন পরিস্থিতিতে কিংবা চাপের মুখে, এতে তাদের আসল চরিত্রও প্রকাশ পেয়ে যায়।

এখন জিনার ব্যাপারে এমন সত্য স্পালকো জানে যা সে আগে জানতো না। তার সন্দেহ আছে হাসান আরসেনভ এটা জানে কিনা, কিংবা তাকে বললেও সে বিশ্বাস করবে কিনা। অন্তরের অন্তঃস্থলে জিনা একেবারে পাথরের মত শক্ত; সে

BanglaBook.org

এমনকি আরসেনভের চাইতেও কঠিন। অসহায় মার্সেনারিটার কাছ থেকে জিনার তথ্য বের করার পদ্ধতি দেখে স্পালকো বুঝল জিনা আরসেনভকে ছাড়া বাঁচতে পারবে। যদিও আরসেনভ জিনাকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না।

পিয়ানো বাজানোর প্র্যাকটিসের শব্দ আর কফির সুগন্ধে ঘুম ভাঙলো বর্নের। এক মুহূর্তের জন্য ঘুম আর জাগরণের মাঝে আটকে রইল সে। ও যে অ্যানাকা ভেডাসের সোফাতে শুয়ে আছে সে বিষয়ে সচেতন, গায়ের ওপর আপদমস্ত একটা চাদর, মাথার নিচে রাজহাঁসের পালকের তৈরি বালিশের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছে। হঠাৎই পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল বর্ন অ্যানাকার রৌদ্রোজ্জ্বল অ্যাপার্টমেন্টে। ঘুরল ও, চকচকে গ্র্যান্ড পিয়ানোটার কাছে বসে থাকতে দেখল অ্যানাকাকে, তার পাশে বিরাট এক কাপ কফি।

"কয়টা বাজে?"

মাথা না তুলেই পিয়ানোর কর্ড বাজাতে লাগল অ্যানাকা। "দুপুর।"

"হায় ঈশ্বর।"

"হ্যা, এটা আমার প্র্যাকটিসের সময়, আর তোমার ঘুম থেকে ওঠার।" সে এমন একটা সুর বাজাতে লাগল যেটা বর্ন চিনতে পারল না। "ঘুম থেকে ওঠার পর আমি আসলে ভেবেছিলাম তুমি হোটেলে ফেরত গেছ কিন্তু এখানে এসে দেখি ছোট শিশুর মত ঘুমাচ্ছ। তাই গিয়ে কফি বানিয়ে নিয়ে এলাম। খাবে নাকি?"

"অবশ্যই।"

"কোথায় রাখা আছে সেটা তো জানই।"

মাথা তুলল অ্যানাকা, দেখতে লাগল বর্নের চাদর সরিয়ে উঠে পড়া, শার্ট পরে নেওয়া। বাথরুমে গিয়ে ঢুকল বর্ন, কাজ সেরে বেরিয়ে এসে কিচেনে গেল। যখন কফি ঢেলে নিচ্ছিল, অ্যানাকা বলল, "তোমার বডিটা চমৎকার, অনেক কাটাকুটির দাগ আছে যদিও।"

কফিতে দেওয়ার ক্রিম খুঁজল বর্ন, মনে হচ্ছে অ্যানাকা কালো কফি পছন্দ করে। "এই দাগগুলোই আমাকে আমার চরিত্র দিয়েছে।"

"ঘাড়ের চারপাশের দাগটাও দিয়েছে?"

রেফ্রিজারেটরের ভেতরটা খোঁজার সময় উত্তর দিলো না বর্ন কিন্তু আপনা থেকেই একটা হাত চলে গেল ক্ষতটাতে। মাইলিন ডুট্রোংকের সহানুভূতি আবার মনে পড়ে গেল ওর।

"এটা তো দেখছি নতুন," অ্যানাকা বলল। "কি হয়েছিল?"

ক্রিমটা খুঁজে পেয়েছে বর্ন। কাপে একদলা ক্রিম ঢালল ও। দু' চামচ চিনি নিল, তারপর প্রথম চুমুকটা দিলো কফিতে। "বিশাল বড়, প্রচণ্ড রাগী এক দানবের সাথে

BanglaBook.org

সংঘর্ষ বেঁধেছিল আমার।"

চঞ্চল হয়ে উঠল অ্যানাকা, হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করছে। "কে সে যে তোমার সাথে লাগতে এসেছিল?"

লিভিংরুমে ফিরে এসে বর্ন বলল, "ক্রোধ মানুষেই এই অবস্থা করতে পারে, জান না তুমি?"

"কি করে জানব?" তোমার নৃশংস জগতের অংশ নই আমি।"

সরাসরি তার দিকে তাকাল বর্ন। "আমাকে গুলি করার চেষ্টা করছিলে তুমি, ভুলে গেছ?"

"আমি কিছুই ভুলি না," সংক্ষেপে বলল অ্যানাকা।

বর্নের কোনো কথা তার মেজজা বিগড়ে দিয়েছে কিন্তু বর্ন জানে না সেটা কি। তার খানিকটা যেনো খিঁচড়ে গেছে। কে জানে এটা হয়তো তার বাবার আকস্মিক নৃশংস মৃতুর জের।

যত যাই হোক, আরেকটা ফোঁড়ন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল বর্ন। "তোমার ফ্রিজে বলার মত তেমন কিছু নেই।"

"আমি সাধারণত খাবার জন্য বাইরে যাই। পাঁচ ব্লক দূরে একটা ভাল ক্যাফে আছে।"

"এখনই কি ওখানে যাওয়া যায় না?

বর্ন বলল। "খিদেয় জান বেরিয়ে যাচ্ছে।"

"কাজটা শেষ হওয়া মাত্র উঠছি।"

রাতে দেরিতে ফেরায় আমার দিনও দেরিতে শুরু হয়েছে।"

আরো ভালভাবে বসল সে। মেঝেতে আঁচড়ের শব্দ তুলল পিয়ানো বেঞ্চটা। বি-ফ্ল্যাট মাইনরে চোপিনের *নকটার্ন*-এর প্রথম অংশের সুর ভেসে বেড়াতে লাগল ঘরময়। যেনো শরতের সোনালী বিকেলে পাক খেতে খেতে পড়ছে ঝরা পাতা। মিউজিকটা শুনে বর্ন এত আনন্দ পেল যে অবাক হয়ে গেল।

খানিক বাদে বর্ন উঠে পড়ল, বাইরের দিকের ছোট ঘরটাতে গিয়ে অ্যানাকার কম্পিউটার খুলল।

"প্লিজ, অমনটা কোরো না," মিউজিক শিট থেকে চোখ না তুলেই বলল অ্যানাকা। "মনযোগ সরে যায়।"

বর্ন বসে বসে রিল্যাক্স করার চেষ্টা করতে লাগল আর সেই ফাঁকে চমৎকার মিউজিকটা ছড়াতে লাগল সারা অ্যাপার্টমেন্টে।

নকটার্ন-এর শেষ অংশ ঘরের মাঝে প্রতিধ্বনিত হতে থাকা অবস্থাতেই অ্যানাকা উঠে পড়ল, কিচেনে গেল। সিংকে পানি পড়ার শব্দ শুনল বর্ন। বেশ কিছুক্ষণ শোনা গেল শব্দটা। এক হাতে এক গ্লাস পানি নিয়ে ফিরল অ্যানাকা, লম্বা একটা চুমুকে পান করল। বাইরের ঘরটাতে বসে থেকেই বর্ন দেখল ওর ফর্সা ঘাড়ের

BanglaBook.org

বাঁক, অগোছালো কিছু চুলের গোছার আগুনের মত তামাটে রং।

"কাল রাতে তুমি দারুণ দেখিয়েছ," বলল বর্ন।

"জানালার তাকটা থেকে আমাকে নামানোর জন্য ধন্যবাদ।" চোখ সরিয়ে নিল অ্যানাকা, যেনো ওর প্রশংসা একাংশও শুনতে চায় না। "জীবনে কক্ষনো অত ভয় পাই নি।"

ক্যাফেটাতে আছে এখন ওরা, জায়গাটা কাঁচের ঝাড়বাতি, মখমলের কুশন আর দেয়ালে লাগানো শক্ত বাতিদানে ভরা। জানালার কাছের একটা টেবিলে একে অন্যের বিপরীতে বসেছে ওরা, বাইরের জনশূন্য জায়গাটা দেখছে। বসে রোদ পোহানোর মত গরম এখনও হয় নি সকালের সূর্যটা।

"আমার এখনকার চিন্তা হচ্ছে, মোলনারের অ্যাপার্টমেন্টটার ওপর নজর রাখা হচ্ছিল," বর্ন বলল। "এছাড়া ঠিক ওই সময়েই পুলিশ চলে আসার আর কোনো ব্যাখ্যা নেই।"

"কিন্তু ওই অ্যাপার্টমেন্টের ওপর নজর রাখা হবে কেন কেউ?"

"আমরা চলে আসি কিনা তা দেখার জন্য বুদাপেস্টে আসার পর থেকে আমার তদন্তগুলো বানচাল করে দেয়া হয়েছে।"

জানালা দিয়ে নার্ভাসভাবে বাইরের তাকাল অ্যানাকা। "এখনও কি দেখছে? কেউ আমার অ্যাপার্টমেন্টের ওপর নজর রাখছে–আমাদেরকে দেখেছে, ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়।"

"তোমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এখানে পর্যন্ত কেউ আমাদেরকে অনুসরণ করে নি।" খাবার সার্ভ করার সময় কথা থামিয়ে রাখল বর্ন। ওয়েটার চলে যাবার পর আবার শুরু করল। "মনে আছে কাল রাতে পুলিশের কাছ থেকে পালানোর পর কি কি সতর্কতা নিয়ে বাসায় ফিরেছিলাম আমরা? আলাদা ট্যাক্সি নিয়েছিলাম, দু'বার ট্যাক্সি চেঞ্জও করেছিলাম, সম্পূর্ণ উল্টো দিকেও গিয়েছিলাম।"

মাথা ওপর নিচ করল অ্যানাকা। "তখন এতই ক্লান্ত ছিলাম যে তোমার বিদঘুটে নির্দেশনগুলো মানতে আপত্তি করি নি।"

"কেউ এখন জানে না আমরা কোথায় গিয়েছিলাম, এমনকি এটাও জানে না আমরা দুজন একসাথে আছি কিনা।"

"হুম, এটা একটা স্বস্তির ব্যাপার বটে," অনেকক্ষণ ধরে চেপে ধরে রাখা একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল অ্যানাকা।

BanglaBook.org

খান যখন বর্নকে আর ওই মহিলাকে বিল্ডিংটা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখছিল তখন ওর মাথায় কেবল একটা কথাই ঘুরছিল : স্পালকো যদিও ভাঁওতা দিচ্ছে সে বর্নের তল্লাসী থেকে নিরাপদ আছে কিন্তু আসলে বর্ন ক্রমশই কাছে ভিড়ছে তার।

কোনোভাবে লাসজলো মোলনারের খোঁজ পেয়েছে বর্ন। যার ব্যাপারে স্পালকো আগ্রহী ছিল। এছাড়াও, মোলনারের বাসার ঠিকানা জেনে গিয়েছিল ও। আর নিশ্চিতভাবেই ধরে নেয়া যায় যখন পুলিশ চলে এসেছিল বাসাটার ভেতরই ছিল বর্ন। মোলনার কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ওর কাছে? সেটাই জানতে হবে খানকে।

বর্ন আর মহিলাকে হেটে চলে যেতে দেখল খান। তারপর নিজের ভাড়ার গাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। ১০৬-১০৮ ফো উটকার প্রবেশপথের কাছে গেল। লবির দরজার তালাটা কারিকুরি করে খুলে ফেলল খুব সহজেই। ভেতরের হলওয়েতে ঢুকল। এলিভেটরে করে সবচেয়ে ওপরের তলাটায় ওঠার পর ছাদে ওঠার সিঁড়িটা খুঁজে নিল খান। প্রত্যাশিতভাবে, ছাদে ওঠার দরজাটায় অ্যালার্ম লাগানো আছে। কিন্তু ওটার সার্কিট এড়িয়ে গোটা অ্যালার্ম সিস্টেমটা নষ্ট করে দেয়াটা ওর কাছে বড়ই সহজ ব্যাপার। দরজা পেরিয়ে ছাদে গেল ও, দ্রুত বিল্ডিংটার সামনের দিকে চলে গেল।

পাথরের নিচু পাঁচিলটার ওপর হাত রেখে ঝুঁকল, ঠিক নিচেই দেখতে পেল চতুর্থ তলার বে-উইন্ডোটা। পাঁচিলটা ডিঙ্গিয়ে গিয়ে ধীরেসুস্থে জানালাটার নিচের তাকটার ওপর নামল। যে প্রথম জানালাটা খোলার চেষ্টা করল সেটা তালা দেয়া কিন্তু দ্বিতীয়টায় তালা নেই। জানালা খুলল খান, ওটার ভেতর দিয়ে ঢুকল অ্যাপার্টমেন্টটার ভেতরে।

চারদিকে আয়েশ করে তাকানোর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওর কিন্তু বর্ন কতক্ষণ পর ফিরবে তা জানা না থাকায় ঝুঁকি নিতে পারল না। এটা কাজের সময়, নিজেকে আশকারা দেবার নয়। পছন্দসই একটা জায়গা খুঁজতে খুঁজতে ওপরে তাকিয়ে ছাদের মাঝখান থেকে ঝুলতে থাকা ফ্রস্টেড গ্লাসের লাইট ফিক্সচারটার দিকে চাইল খান। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, এটাই সবগুলোর থেকে বেশি উপযুক্ত।

পিয়ানো বেঞ্চটাকে টেনে এনে ফিক্সচারটার নিচ বরাবর রাখল, তারপর ওটার ওপর উঠল। ছোট ইলেকট্রনিক বাগ'টা বের করল খান, ফ্রস্টেড গ্লাসের গ্যামলাটার রিম টপকে ভেতরে ফেলে দিলো। তারপর বেঞ্চটা থেকে নেমে একটা ইলেকট্রনিক ইয়ার-বাড কানে দিয়ে বাগ'টা চালু করল।

পিয়ানো বেঞ্চটা জায়গামত রাখার সময় মৃদু শব্দগুলো শুনতে পেল, সোফার দিকে হেটে যাবার সময় পালিশ করা কাঠের মেঝের ওপর নিজের পায়ের শব্দ শুনতে পেল ইয়ার-বাডটার মধ্য দিয়ে। সোফাটায় একটা বালিশ আর চাদর পড়ে আছে। বালিশটা তুলে নিয়ে ওটার মাঝখানটা শুঁকল। বর্নের গন্ধ পেল খান কিন্তু গন্ধটা একটা পুরনো লুকানো স্মৃতিকেও জাগিয়ে তুলল। সেটা ওর মনের মাঝে জেগে উঠতে থাকায় এমনভাবে বালিশটা হাত থেকে ফেলে দিলো যেনো দপ করে আগুন জ্বলে উঠেছে ওটা তে। এখন দ্রুত ও অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল ঠিক যেভাবে ঢুকেছিল, প্রতিটি পদক্ষেপ আবার একইভাবে ফেলে লবিতে নেমে এল। কিন্তু

BanglaBook.org

এইবার বিল্ডিংটার মধ্য থেকে বের হল সার্ভিস এন্ট্রেন্স দিয়ে। কারও পক্ষেই সম্ভব নয় খুব বেশি সতর্ক হওয়া।

অ্যানাকা নিজের ব্রেকফাস্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো আসছে, উদ্ভাসিত করে তুলেছে তার অসাধারণ আঙুলগুলোকে। সে এমনভাবে খাচ্ছে যেনো বাজাচ্ছে কোনো কিছু। ছুরি কাঁটা এমনভাবে নাড়ছে যেনো ওগুলো বাদ্যযন্ত্র।

"ওভাবে পিয়ানো বাজাতে শিখেছ কার কাছ থেকে?" বর্ন জিজ্ঞেস করল।

"তোমার কি ভাল লেগেছে?"

"হ্যা, খুবই।"

"কেন?"

মাথা উচাঁল বর্ন। "কেন মানে?"

মাথা ঝাঁকাল অ্যানাকা। "হ্যা, কেন ভাল লেগেছিল তোমার? কি শুনেছিলে তুমি ওটার মাঝে?"

এক মুহূর্ত ভাবল বর্ন। "একটা কেমন বিষাদের ভাব, আমার মনে হয়।"

ছুরি কাঁটা নামিয়ে রেখে হাত খালি করল অ্যানাকা, নকটার্ন-এর একটা অংশ গাইতে শুরু করল। "এই অংশটা হল আনরিজলভ্ড ডোমিন্যান্ট সেভেন্থ, বুঝলে। এগুলোর সাহায্যে চোপিন সুরের অনৈক্য আর *কি* ব্যবহারের স্বীকৃত সীমাটাকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।" আবার গাওয়া শুরু করল সে, সুরের নোটগুলো বেরিয়ে আসতে লাগল টুংটাং করে। "সেটার ফলাফলটা বিস্তৃত। আর একই সাথে বিষাদময়, ওই আনরিজলভ্ড ডোমিন্যান্ট সেভেন্থগুলোর কারণে।"

থামল সে, তার সুন্দর ফর্সা হাত দুটো টেবিলের ওপর শূন্যে ভাসছে, লম্বা আঙুলগুলো সামান্য বেঁকে আছে যেনো সুরকারের প্রাণশক্তিতে এখনো টইটম্বুর হয়ে আছে সেগুলো।

"আর কিছু?"

আরো খানিকক্ষণ ভাবলো বর্ন, তারপর এপাশে ওপাশে মাথা নাড়লো।

নিজের ছুরি-কাঁটা তুলে নিল অ্যানাকা, খাওয়া শুরু করল আবার। "আমার মা আমাকে বাজাতে শিখিয়েছিল। পিয়ানো বাজাতে শেখানো তার পেশা ছিল, আর যেইমাত্র তিনি বুঝলেন আমি যথেষ্ট ভাল পারি তখনই আমাকে চোপিন বাজাতে শেখালেন। চোপিন ছিলেন মা'র পছন্দের। কিন্তু চোপিনের মিউজিক বাজানো চরম কঠিন–শুধু টেকনিক্যালভাবেই নয়, ইমোশনটাও ঠিকভাবে বোঝার দরকার আছে।"

"তোমার মা কি এখনো বাজান?"

মাথা নাড়ল অ্যানাকা। "চোপিনের মতই তারও স্বাস্থ্য ছিল খারাপ। যক্ষ্মা। আমার বয়স যখন আঠারো, তখন মারা গেছিলেন তিনি।"

BanglaBook.org

"একজন অভিভাবককে হারানোর জন্য খারাপ সময়।"

"ঘটনাটা আমার জীবন পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল। বেদনাহত হয়ে পড়েছিলাম অবশ্যই কিন্তু আমি নিজেই খুব বিস্মিত আর লজ্জিত হয়েছিলাম এ কারণে যে, ভেতরে ভেতরে তার প্রতি রেগে ছিলাম আমি।"

"রেগে ছিলে?"

মাথা ওপর নিচ করল অ্যানাকা। "পরিত্যাক্ত নিঃসঙ্গ মনে হত আমার নিজেকে, যেনো সমুদ্রের মাঝে ছেড়ে আসা হয়েছে আমাকে, বাসায় ফেরার পথ জানা নেই।"

তখনই বর্ন বুঝল ওর নিজের স্মৃতি হারানোর ব্যাপারটাকে অ্যানাকা অনুভব করতে পেরেছিল কি করে।

ভুরু কোঁচকাল অ্যানাকা। "কিন্তু আসলে তার প্রতি আমি কেমন ব্যবহার করেছিলাম সেটা ভেবেই সবচেয়ে অনুতাপ হয়। যখন তিনি আমাকে পিয়ানো শিখতে বলেছিলেন প্রথমবার, আমি চরম আপত্তি করেছিলাম।"

"নিশ্চয়ই করেছিলে," শান্তভাবে বলল বর্ন। "এটা তার পরামর্শ ছিল। আরো বড় কথা হচ্ছে, সেটা ছিল তার পেশা।" নিজের পাকস্থলীর গভীরে একটা ছোট্ট শিহরণ টের পেল ও, যেনো এইমাত্র চোপিনের একটা বিখ্যাত সুর বাজিয়েছে অ্যানাকা। "যখন আমি আমার ছেলেকে বেসবল খেলতে বলেছিলাম ও নাক উঁচিয়েছিল। ফুটবল খেলার ইচ্ছে ছিল ওর।" জোশুয়ার স্মৃতি মনে চলে আসতেই চোখ নামিয়ে নিল। "ওর সব বন্ধু ফুটবল খেলত। কিন্তু এটা ছাড়াও অন্য ব্যাপার ছিল। ওর মা ছিল থাই; মায়ের ইচ্ছাতেও খুব কম বয়সে বৌদ্ধধর্মের পাঠ নিয়েছিল। আমেরিকানগিরিতে আগ্রহ ছিল না ওর।"

খাওয়া শেষ করে নিজের প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে রাখল অ্যানাকা।

"আমার কিন্তু আবার মনে হয় ওর মনের অনেকটাই দখল ছিল এই আমেরিকানগিরি," বলল সে। "অন্য কিছু হবে কি করে? তোমার কি মনে হয় না স্কুলে ওটা তাকে প্রতিদিন মনে করিয়ে দেয়া হত?"

অপ্রত্যাশিতভাবে বর্নের মনে চলে এল জোশুয়ার একটা ছবি, ব্যান্ডেজে মোড়ানো। একটা চোখ কালো হয়ে আছে। যখন ও ডাও'কে জিজ্ঞেস করেছিল কি হয়েছে, তখন ডাও বলেছিল বাসার ভেতরে পড়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু পরের দিন জোশুয়াকে নিজে স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল ডাও, কয়েক ঘণ্টা থেকেও ছিল সেখানে। বর্ন কখনো এ নিয়ে প্রশ্ন করে নি ডাওকে। ওই সময়ে ও কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার সময়ও পায় নি।

"আমার নিজের ক্ষেত্রে কখনো তেমনটা ঘটে নি," বলল এবার।

অ্যানাকা কাঁধ ঝাঁকালো, দুঃখের সুরে বলল, "ঘটবেই বা কেন? তুমি হলে গে' আমেরিকান। পুরো দুনিয়া তোমার পায়ের তলায়।"

তখন অ্যানাকার হঠাৎ জেগে ওঠা বিদ্বেষের কি এটাই? ভেবে অবাক হল বর্ন।

BanglaBook.org

এটা কি স্রেফ স্বভাবজাত, যে কুৎসিত আমেরিকানটাকে কিছু আগেও দেখা গেছে অ্যানাকার বাবার খুনি, তার থেকে উদ্ভূত?

ওয়েটারকে আরো কফি দিয়ে বলল অ্যানাকা। "তাও তো তুমি তোমার ছেলের সাথে কুলিয়ে উঠতে পেরেছিলে," বলল সে। "আমার মায়ের সাথে..." কাঁধ ঝাঁকাল সে।

"আমার ছেলে মরে গেছে," বর্ন বলল, "তার বোন আর মায়ের সাথে। বহু বছর আগে নমপেনে খুন হয়েছিল ওরা।"

"ওহ্," বর্নের মনে হল ও যেনো প্রথমবারের মত অ্যানাকার বাইরের ইস্পাত-শীতল খোলসটা ফুটো করতে পেরেছে।

"আমি দুঃখিত," অ্যানাকা বলল।

মাথা ঘুরিয়ে নিল বর্ন। জোশুয়াকে নিয়ে কোনো কথা বললে যেনো ওর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়ে। "নিশ্চয়ই তোমার মায়ের সাথে সমঝোতায় আসতে পেরেছিলে তুমি তার মৃত্যুর আগে?"

"তেমনভাবে হয় নি," নিজের কফির দিকে চোখ নামিয়ে তাকাল অ্যানাকা। গভীর মনোযোগের একটা ভাব তার মুখে। "চোপিনের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার আগে হয় নি কারণ তারপরই আমি বুঝতে পেরেছিলাম কি উপহার তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। *নকটার্ন* বাজাতে কত্ত ভালবাসতাম আমি, এমনকি ভালভাবে বাজাতে শেখারও অনেক আগে।"

"তুমি তাকে সে কথা বল নি?

"আমি তখন একটা কিশোরী, আমরা একে অন্যের সাথে তেমনভাবে কথা বলতাম না।" ব্যথায় কালো হয়ে এল অ্যানাকার চোখ। "এখন তিনি চলে গেছেন, আর আমার মনে হয় যদি তার সাথে কথা বলতে পারতাম!"

"তোমার বাবা তো ছিলেনই?"

"হ্যা, অবশ্যই," বলল অ্যানাকা। "বাবা ছিলেন।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

ট্যাকটিক্যাল নন-লিথাল উইপন্‌স ডায়রেক্টরেটের অবস্থান এক সারি আইভি লতায় ছাওয়া লাল ইটের দালানের মধ্যে। এককালে মেয়েদের বোর্ডিংস্কুল ছিল এটা। নতুন কোনা বিল্ডিং বানানোর চাইতে পুরনো একটাকেই বেছে নেওয়া বেশি নিরাপদ ভেবে নিয়েছে সিআইএ। এই পদ্ধতিতে ওরা কাঠামোটার ভিতর থেকে কাজ শুরু করতে পারে, ডায়রেক্টরেটের জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাব, কনফারেন্স রুম, টেস্টিং সাইটগুলো গড়ে তুলতে পারে নিজেদের উচ্চমাত্রায় দক্ষ কর্মচারীদের মাধ্যমে, বাইরের কন্ট্রাক্টরদের সাহায্য ছাড়াই।

লিন্ড্রস নিজের আইডি দেখানো সত্ত্বেও তাকে একটা আগাগোড়া সাদা রঙা জানালাবিহীন ঘরে নিয়ে গিয়ে তার ছবি তোলা হল, ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেয়া হল, চোখের রেটিনা স্ক্যান করা হল। একাকী অপেক্ষা করতে লাগল সে।

শেষতক, প্রায় পলের মিনিট পরে এক সিআইএ'র লোক ঢুকল, লিন্ড্রসকে ডাকল, "ডেপুটি ডিরেক্টর লিন্ড্রস, ডিরেক্টর ড্রাইভার এখন আপনার সাথে দেখা করবেন।"

কোনো কথা না বলে লোকটাকে অনুসরণ করে রুম থেকে বের হল লিন্ড্রস। হালকা আলোয় ছাওয়া বৈশিষ্ট্যহীন করিডোর ধরে উপরে নিচে হাটাহাঁটি করতে আরো পাঁচ মিনিট ব্যয় করল ওরা। লিন্ড্রসের মনে হল, কেবলই চক্রাকার ঘোরানো হচ্ছে ওকে।

অবশেষে একটা দরজার সামনে থামল লোকটা যেটাকে লিন্ড্রসের কাছে এতক্ষণ ধরে পেরিয়ে আসা অন্যান্য দরজাগুলোর মতই লাগল যেনো। অন্যগুলোর মতই এই দরজাতেও কোনো মার্কিং নেই, ওপরে বা আশপাশে কোনো চিহ্ন দেয়া নেই, কেবল দুটো ছোট বাল্ব ছাড়া। তাদের মাঝে একটা গাঢ় লাল আলো ছড়াচ্ছে। নিজের আঙুলের গাঁট দিয়ে দরজার ওপরে তিনবার শব্দ করল লোকটা। এক মুহূর্ত পরে লাল বাল্বটা নিভে গিয়ে অন্য বাল্বটা সবুজ আলোতে জ্বলে উঠলো। লোকটা দরজা খুলে ধরে পিছিয়ে দাঁড়ালো যেনো লিন্ড্রস ঢুকতে পারে।

ভেতরে পাওয়া গেল ডিরেক্টর র‍্যান্ডি ড্রাইভারকে, বালু-রঙা চুলের লোক সে। মাথায় মেরিনদের মত কাট দেয়া। ছুরির ফলার মত খাড়া নাক আর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকানো সরু নীল চোখ। চওড়া কাঁধ, পেশীবহুল ধড় আছে তার, যেটা দেখিয়ে বেড়াতে একটু বেশিই পছন্দ করে সে। স্মোকড গ্লাস আর স্টেইনলেস স্টিলের ডেস্কের পেছনে একটা হাই-টেক সুইভেল চেয়ারে বসে আছে। সাদা ধাতব দেয়ালের প্রতিটার মাঝখানে ঝোলানো রয়েছে মার্ক রথকো'র পেইন্টিংয়ের একটা করে নকল,

BanglaBook.org

সবগুলোকেই দেখাচ্ছে কাঁচা ক্ষতের ওপর লাগানো রঙিন ব্যান্ডেজের তাপ্পির মত।

"ডেপুটি ডিরেক্টর, আনন্দময় অপ্রত্যাশিত ব্যাপার," শক্ত মুখে হাসল ড্রাইভার। যে হাসি মিথ্যে প্রতিপন্ন করল তার মুখের কথাগুলোকে। "আমি স্বীকার করছি আকস্মিক তদন্তের সাথে অভ্যস্থ নই আমি। দয়া করে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করলে সেটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হত।"

"দুঃখিত," লিনড্রস বলল, "কিন্তু একটা আকস্মিক তদন্ত নয়, আমি একটা খুনের তদন্ত করছি।"

"অ্যালেক্স ককলিনের খুন, আমার অনুমান।"

"আসলে, আপনাদের একজন লোকের সাথে কথা বলা দরকার আমার। জনৈক ড. ফেলিক্স শিফার।"

যেনো নড়াচড়া-বন্ধ করে দেয়ার বোমা ফেলল লিনড্রস। নিজের ডেস্কের পেছনে স্থির হয়ে বসে রইল ড্রাইভার, শক্ত হাসিটা তার মুখে যেনো জমে গিয়ে আটকে আছে। শেষক নিজের ওপর যেনো নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল ড্রাইভার। "কি এমন কারণে?"

"এই মাত্রই তো বললাম," লিনড্রস বলল, "এটা আমাদের চলমান তদন্তের একটা অংশ।"

হাত দুটো ছড়িয়ে দিলো ড্রাইভার। "কি করে সেটা হয়, বুঝতে পারছি না।"

"সেটা বোঝার প্রয়োজনীয়তা নেই আপনার," সংক্ষিপ্তভাবে বলল লিনড্রস। ড্রাইভার ওকে বাধ্য করেছে একটা আটকে রাখা বাচ্চার মত অপেক্ষা করতে, এখন আবার কথার মারপ্যাঁচও শুরু করেছে। তার ব্যাপারে দ্রুতই ধৈর্য হারাচ্ছিল লিনড্রস। "যা আপনার করা প্রয়োজন তা হচ্ছে, ড. শিফার কোথায় আছে তা বলা।"

ড্রাইভারের চেহারাটা একদম কালো হয়ে গেল। "যে মুহূর্তে আপনি আমার দরজার চৌকাঠে ঠ্যাং দিয়েছেন সে মুহূর্তে আমার এলাকাতেও ঢুকে পড়েছেন।" উঠে দাঁড়াল সে। "যখন আপনি আমাদরে পরিচয় শনাক্তকরণ কার্যক্রমের সাথে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে ডিসিআই'কে ফোন করার অধিকারটুকু প্রয়োগ করেছিলাম আমি। তার অফিসের কোনো ধারণাই নেই, আপনি এখানে কেন আসবেন।"

"অবশ্যই না," রুক্ষ গলায় বলে উঠল লিড্রস, ও জানে ইতিমধ্যেই লড়াইটা হেরে গেছে। "ডিসিআই প্রতিদিনের শেষে নিজে আমার কাছ থেকে তথ্য নেন।"

"আপনার অভিযান যাই হোক না কেন তা নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই, ডেপুটি ডিরেক্টর। মোদ্দা কথা হচ্ছে, ডিসিআই'র লিখিত নির্দেশ ছাড়া কেউ আমার কর্মচারীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না।"

"যে তদন্তটা করা জরুরি বলে আমি মনে করি, সেটা করবার ক্ষমতা ডিসিআই আমাকে দিয়েছেন।"

"এটা তো শুধু আপনার মুখের কথা।" কাঁধ ঝাঁকালো ড্রাইভার। "আপনি যদি

BanglaBook.org

আমার ব্যাপারটা দেখেন–"

"আসলে কী, আমি দেখতে পাচ্ছি না," লিনড্রস বলল। সে জানে বৃথা এই বাদানুবাদ চালিয়ে কিচ্ছু পাবে না সে। আরো খারাপ জিনিস হচ্ছে, এটা রাজনৈতিক কিছু নয় কিন্তু র‍্যান্ডি ড্রাইভার ওকে হাঁদা বানিয়ে ছেড়েছে আর ও এটা না হয়ে পারে নি। "আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনি একগুঁয়ে আর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী আচরণ করছেন।"

ড্রাইভার সামনে ঝুঁকল, ডেস্কের ওপর চেপে ধরার ফলে মটমট করে ফুটল তার আঙুলের গাঁটগুলো। "আপনার উদ্দেশ্য অপরিস্কার। অফিশিয়ালভাবে সাইন করা ডকুমেন্ট ছাড়া আপনাকে বলার মত আর কিছু নেই আমার। এই আলোচনা এখানেই সমাপ্ত।"

বাইরের লোকটা নিশ্চয়ই ওদের কথাবার্তা শুনছিল, কারণ ঠিক তখনই দরজাটা খুলে গেল, আর তাকে সেখানে দেখা গেল লিনড্রসকে সাথে নিয়ে বাইরে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে।

ডিটেক্টিভ হ্যারিসের মগজে যখন ঝড়টা উঠল তখন সে একটা অপরাধীকে ধাওয়া করে ড্রাইভ করছিল। পুরনো কালো মডেলের পন্টিয়াক জিটিওতে করে যেতে থাকা এক শেতাঙ্গ লোকের ব্যাপারে রেডিও কল পেয়েছে সে। লোকটা ফলস চার্চের বাইরে রেডলাইটের সিগন্যাল অমান্য করেছে, রুট ৬৪৯ ধরে দক্ষিণ দিকে গেছে। হ্যারিস, যাকে কিনা অব্যাখ্যাতভাবে ককলিন-পানোভের মার্ডার কেস থেকে সরিয়ে দিয়েছে মার্টিন লিনড্রস, স্লিপি হলোতে একটা দোকান ডাকাতি-খুনের কেসটা দেখতে যাচ্ছিল তখনই কলটা পায়। ঠিক ৬৪৯-এর ওপরে থাকতেই।

আঁকাবাঁকা একটা ইউ-টার্ন নিয়ে ক্রুজারটা ঘোরাল সে। লাইট জ্বেলে সাইরেন বাজাতে বাজাতে ৬৪৯ ধরে উত্তরে চলল। প্রায় সাথে সাথেই কালো জিটিওটা আর তার পেছনে তিনটে ভার্জিনিয়া স্টেট ট্রুপারে গাড়ি দেখতে পেল সে।

এক নাগারে হর্ন বাজাতে বাজাতে রাস্তাটার ওপর নিয়ে আড়াআড়িভাবে চলতে লাগল হ্যারিস সোজা জিটিওটার দিকে এগোতে লাগল আর উল্টো দিক থেকে আসতে থাকা গাড়িগুলোর টায়ার থেকে ভেসে এল তীব্র কিইইইচ শব্দ। জিটিওটার ড্রাইভার ওকে দেখতে পেয়ে লেন বদল করেছে আর সেইমাত্র হ্যারিস ওকে অনুসরণ করতে লাগল হঠাৎ থেমে পড়া গাড়িগুলোর মাঝে গোলকধাঁধা দিয়ে ড্রাইভার নিজেই রাস্তাটা আড়াআড়িভাবে পার হল, ব্রেকডাউন লেন চিরে এগিয়ে যেতে লাগল।

হ্যারিস হিসেব করে ভেবে চিন্তে এমন পথে এগোল যাতে জিটিওটাকে মাঝ পথেই আটকে ফেলা যায়। তার বদলে একটা কম্পিউটার সার্ভারসমেত এক রাশিয়ানকে পেল সে। রাশিয়ানটাকে গ্রেপ্তার করে সার্ভারটা জব্দ করল হ্যারিস।

BanglaBook.org

এরপর সে পুলিশ স্টেশনে ফিরে গত ছয় মাসের গান পারমিট ডাটাবেজে ঢুকল। ভুয়া বন্দুকের দোকানটার নাম দেবার পর একটা ধাক্কার মত খেল। কারণ তিনশোরও বেশি জিনিস বিক্রি হয়েছে দোকানটা থেকে। আইনসঙ্গত অনুমতি নেয়া হয়েছে। কিন্তু জব্দ করা সার্ভারটার ফাইলগুলোতে ঢোকার পর আরো বড় একটা চমক অপেক্ষা করল তার জন্য। এন্ট্রিটা দেখার পর ফোন তুলে লিনড্রসকে কল দিলো সে।

"হেই, আমি হ্যারি।"

"ওহ্, হ্যালো," বলল লিনড্রস, যেনো তার মনোযোগ অন্য কোনোখানে।

"কি হয়েছে?" হ্যারিস প্রশ্ন করল। "ভয়াবহ শোনাচ্ছে তোমার গলা।"

"উপায়হীন হয়ে পড়েছি। না-না আরো খারাপ, এইমাত্র আমি ধাতানি খেয়েছি চরমভাবে, ভেবে অবাক হচ্ছি ডিসিআই'র কাছে নিয়ে যাবার মত কোনো কিছু আমার কাছে বাকি আছে কিনা।"

"শোনো, মার্টিন, আমি জানি অফিশিয়ালি সরিয়ে দেয়া হয়েছে আমাকে কেসটা থেকে–"

"হায় ঈশ্বর। হ্যারি, এটার কথাই বলতে চাচ্ছিলাম আমি।"

"কোনো ব্যাপার না," বাধা দিলো ডিটেক্টিভ হ্যারিস। বর্ণনা করতে শুরু করল সে সবকিছু জিটিও'র ড্রাইভার, তার পিস্তল, ভুয়াভাবে পিস্তল রেজিস্টার করার ব্যবসা। "এভাবেই চলে এটা," বলতে লাগল সে, "যে কারো জন্য বন্দুক জোগার করতে পারে এসব লোক।"

"হ্যা, তাহলে?" খুব বেশি আগ্রহ না দেখিয়ে বলল লিনড্রস।

"তাহলে, যে কারো নাম রেজিস্ট্রেশনে বসাতে পারে ওরা, যেমন ডেভিড ওয়েবের নাম।"

"এটা একটা সুন্দর থিওরি কিন্তু–"

"মার্টিন, এটা থিওরি নয়।" রিসিভারে অনেকটা চেঁচিয়ে বলল হ্যারিস; আশপাশের সবাই কাজ থেকে চোখ তুলে তাকাল, তার চড়তে থাকা গলার স্বরে অবাক হয়েছে তারা। "এটাই আসল ব্যাপার।"

"কি?"

"ঠিক তাই। এই একই চক্র জনৈক ডেভিড ওয়েবের কাছে একটা বন্দুক 'বিক্রি' করেছিল, তবে আসল ব্যাপার হল ওয়েব বন্দুকটা কেনেই নি, কারণ পারমিটে লেখা দোকানটার অস্তিত্ব নেই।"

"ঠিক আছে, কিন্তু আমরা কি করে জানব ওয়েব এই চক্রের কথা জানত না, আর এই চক্রকে ব্যবহার করে অবৈধভাবে একটা বন্দুক নেয় নি?"

"এটাই হচ্ছে চমকদার অংশ," বলল হ্যারিস। "চক্রটার ইলেকট্রনিক লেজার পেয়েছি আমি। সব বিক্রির খবর বিস্তারিতভাবে রেকর্ড করে রাখা হয়েছে। যে

BanglaBook.org

বন্দুকটা ওয়েব কিনেছিল বলে বলা হয়েছে, তার ফান্ড দেয়া হয়েছে বুদাপেস্ট থেকে।"

একটা পর্বতের শৈলশিলার ওপর মঠটার অবস্থান। অনেক নিচের ঢালু জায়গাগুলোতে কমলা আর জলপাইয়ের চাষ হয়। কিন্তু অনেক উঁচুতে পাথরের মাঝে যেনো গেঁড়ে বসেছে এই মঠের দালানটা, আর এখানকার মাটিতে কাঁদাওয়ালা ফুলগাছ আর বুনো আফিমের গাছ ছাড়া কিছু গজায় না। এই উচ্চতায় ক্রিটান পাহাড়ি ছাগল কৃ-কৃ ছাড়া আর কোনো প্রাণী বাঁচতে পারে না।

এই প্রাচীন পাথুরে স্থাপনাটা বিস্মৃত হয়েছে বহু আগেই। এই দ্বীপের বিরাট ইতিহাসের কোন জাতি এটাকে স্থাপন করেছিল সেটা বলা কারো পক্ষে কঠিন। ক্রিটের মতই এই দ্বীপও বহুবার হাতবদল হয়েছে, নীরবে প্রত্যক্ষ করেছে প্রার্থনা আর বিসর্জন। আর রক্তের হোলি খেলা। স্রেফ এক নজর দেখলেই বোঝা যায়, আসলে এটা খুবই পুরনো।

ইতিহাসের শুরু থেকেই, যোদ্ধা আর সন্ন্যাসী দু'দলের কাছেই নিরাপত্তা জিনিসটা প্রাধান্য পেয়েছে, আর তাই মঠটার অবস্থান এই পাহাড়ের ওপরে। এক দিকের ঢালে ছড়িয়ে আছে সারবাঁধা কুঞ্জবন; আর একপাশে খাড়াভাবে নেমে যাওয়া গিরিখাদ। এটাকে দেখে মনে হয় যেনো সারাসেনদের তলোয়ারের কোপ, পাথর কেটে ঢুকে গেছে গভীরে, উন্মুক্ত করে দিয়েছে পাহাড়ের মাংস।

আইরাকলিওনের বাড়িটাতে পেশাদার যোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে পড়ার পরে, এখানকার হামলাটার প্ল্যান খুব যত্নের সাথে বানিয়েছে স্পালকো। জায়গাটাতে দিনের আলোয় ওঠার চেষ্টা করার প্রশ্নই ওঠে না। যেদিক দিয়েই ওরা ওঠার চেষ্টা করুক না কেন মঠটার পুরু, ছিদ্রবিশিষ্ট দেয়ালের কাছে যাবার বহু আগেই শুইয়ে দেয়া হবে ওদেরকে। তাই যখন ওর লোকেরা আহত সঙ্গিকে সার্জনের কাছে নেবার জন্য আর প্রয়োজনীয় সাপ্লাইগুলো নেবার জন্য জেটে ফিরে গেল, তখন স্পালকো আর জিনা মোটর সাইকেল ভাড়া করল যাতে মঠটার আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখতে পারে।

খাদটার কিনারায় গিয়ে গাড়ি ফেলে রেখে হেটে এগোতে লাগল ওরা। আকাশটার রং তীব্র নীল, আর এতই উজ্জ্বল যে অন্য সব রঙকে নিজের আভা দিয়ে যেনো ম্লান করে দিয়েছে ওটা। উষ্ণবায়ুর স্রোতে পা ভাসিয়ে দিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে পাখিরা, আর যখন মৃদু বাতাস বইছে তখন কমলার ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসছে। স্পালকোর পার্সোনাল জেটে উঠে যাত্রা শুরু করার পর থেকে জিনা শান্তভাবে মনে মনে অপেক্ষা করছে স্পালকো ওকে কেন সাথে আসতে বলছিল তা জানার জন্য।

"মঠটাতে ঢোকার একটা আন্ডারগ্রাউন্ড পথ আছে," স্পালকো বলল, খাদটার যে দিকটা স্থাপনাটার সবচেয়ে কাছে সেদিকের পাথুরে নুড়িগুলোর ওপর দিয়ে নামছে

BanglaBook.org

তারা। খাদটার কিনারার চেস্টনাটগুলো পথ করে দিয়েছে সাইপ্রেসের দিকে। যার আঁকাবাঁকা শাখা-প্রশাখাগুলো বেরিয়ে এসেছে বোল্ডারগুলোর মাঝ দিয়ে গজানো কাণ্ড থেকে। খাদটার খাড়া ঢাল বেয়ে নামার সময় নমনীয় ডালগুলোকে ওরা ব্যবহার করল কাজ-চালানো হাত রাখার অবলম্বন হিসেবে।

শেখ যে কোথায় থেকে তথ্য পেয়েছে, জিনা তা কেবল অনুমানই করতে পারে। যে কোনো অবস্থাতেই এটা পরিস্কার, এমন কিছু লোকের নেটওয়ার্ক বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে শেখের যাদের কাছ থেকে সম্ভাব্য সবরকম তথ্য পেতে পারে সে।

বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা একটা পাথুরে অংশের গায়ে হেলান দিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিল ওরা। বিকেল হয়ে আসছিল। ওরা জলপাই, চ্যাপ্টা রুটি খেল। আর সেই সাথে খেল জলপাইয়ের তেল। ভিনেগার আর রসুনে চোবানো খানিকটা অক্টোপাস।

"বল, জিনা," এখন বলল স্পালকো, "তুমি কি খালিদ মুরাতের কথা ভাবো, তাকে মিস্ করো?"

"খুব মিস্ করি তাকে," হাতের পিছন দিকটা দিয়ে ঠোঁট মুছল জিনা, রুটির লেগে থাকা অংশ সরাল। "কিন্তু এখন আমাদের নেতা হাসান আর সবকিছুকে ঠিকমত চালাতেও হবে। মুরাতের প্রতি যা হয়েছে তা দুঃখজনক বটে কিন্তু অপ্রত্যাশি নয়। আমরা সবাই অসভ্য রাশিয়ানদের সৈনদলের টার্গেট, এটা জেনেই বাঁচতে হবে আমাদেরকে।"

"আমি যদি বলতাম খালিদ মুরাতের খুনের ব্যাপারে রাশিয়ানরা কিচ্ছু করে নি, তাহলে কেমন হত?" বলল স্পালকো।

খাওয়া থামাল জিনা। "বুঝতে পারলাম না। কি ঘটেছে তা তো আমি জানি। সব্বাই জানে।"

"না," নরম স্বরে বলল স্পালকো। "তোমরা স্রেফ তাই জানো যা হাসান আর সেনভ তোমাদেরকে বলেছে।"

তার দিকে তাকাল জিনা, পুরো ব্যাপারটা উপলব্ধি করা মাত্রই হাঁটু দুটো দুর্বল লাগল।

"কিভাবে–" এতটা আবেগে ভরে গেছে যে ওর গলা ভেঙে গেল, খাঁকারী দিয়ে গলা পরিস্কার করতে বাধ্য হল ও। আবার প্রশ্ন করতে ভীত হল, যদিও জিনা এ বিষয়ে সচেতন যে উত্তরটা জানতে চায় না ও।

"আমি জানি," সোজাসাপ্টাভাবে বলল স্পালকো, "কারণ খালিদ মুরাতকে শেষ করার জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল আরসনেভ।"

"কিন্তু কেন?"

স্পালকোর চোখ স্থির হল জিনার চোখে। "আরে, তুমিই তো জানো, জিনা–তুমি, অন্য কেউ না, তুমিই ওর প্রেমিকা। যে কিনা ওকে চেনে অন্য যে কারো

BanglaBook.org

চেয়ে ভালভাবে–তুমি খুব ভালভাবে জান।"

দুঃখের বিষয় হল, জিনা জানে; বহুবার তাকে বলেছে হাসান। খালিদ মুরাত ছিল পুরনো ব্যবস্থার একটা অংশ। চেচনিয়ার বর্ডার ছাপিয়ে অন্য কিছু ভাবতে পারত না সে। রাশিয়ান অত্যাচারীদের হাত থেকে ওদেরকে বাঁচাতে না পারায় পুরো দুনিয়ার সাথে বোঝাপড়া করতে ভয় পেত সে।

"তুমি কি সন্দেহ কর নি?"

আর সবচেয়ে মনঃপীড়ার ব্যাপার হল, ভাবল জিনা, ও সন্দেহ করে নি। একবারও না। প্রথম থেকে শেষ শব্দটা পর্যন্ত হাসানের গপ্পো বিশ্বাস করেছে ও। মিথ্যে বলতে চাইল জিনা, নিজেকে আরো চালাক বানাতে চাইল শেখের কাছে। কিন্তু ও জানে তার দৃষ্টির সামনে পড়া অবস্থাতে একদম ওর ভেতর পর্যন্ত দেখে নেবে শেখ, জেনে যাবে ও মিথ্যা বলছে। আর ওর আশঙ্কা, তা হলেই শেখ ভাববে যে ওকে বিশ্বাস করা যাবে না। ওর সাথে সব পাট চুকিয়ে ফেলবে।

আর তাই অপদস্থ জিনা মাথা নাড়ল। "সে বোকা বানিয়েছে আমাকে।"

"তোমাকে এবং বাকি সবাইকে," বলল স্পালকো। "মন খারাপ কোরো না।" হঠাৎ হাসল সে। "কিন্তু এখন তুমি সত্যটা জান। অন্যরা যা জানে না তা জানার ক্ষমতা তুমি দেখতে পাচ্ছ।"

সূর্যের তাপে উত্তপ্ত পাথরটাতে নিতম্ব ঠেকিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল জিনা, হাতের তালু ঘষছে উরুতে। "যা আমি বুঝতে পারছি না," বলল জিনা, "তা হচ্ছে, আপনি, মানে তুমি কেন আমাকেই বললে একথা, অন্য কাউকে না বলে।"

তার কণ্ঠে ভয় আর উত্তেজিত মনোভাব দুটোই শুনতে পেল স্পালকো, আর বুঝল যে সেটা শোনা যাওয়ারই কথা। জিনা যে 'খাদের কিনারায়' দাঁড়িয়ে আছে। স্পালকো যদি চরিত্রের ভালোমন্দের বিচারক হত তাহলে তার সাথে ক্রিটে আসার প্রস্তাব দেবার মুহূর্তেই যে সন্দেহ করা শুরু করত জিনাকে, বিশেষত সেই মুহূর্ত থেকে যে মুহূর্তে জিনা স্পালকোর দলে ভেড়ার জন্য আরসেনভকে মিথ্যে বলেছিল।

"হ্যা," বলল স্পালকো, "তোমাকে নির্বাচন করা হয়েছে।"

"কিন্তু কি জন্য?" জিনা বুঝল ও কাঁপছে।

এগিয়ে এসে তার কাছে দাঁড়াল স্পালকো। সূর্যের আলো আড়াল করে উত্তাপটা নিজের করে নিল সে। তার শরীরের গন্ধ পেল জিনা, ঠিক যেমনটা পেয়েছিল প্লেন হ্যাঙ্গারে, আর তার পুরুষালী গন্ধে ভিজে উঠল ও।

"তোমাকে নির্বাচন করা হয়েছে একটি মহৎ কারণে," আরো কাছে এগিয়ে আসার পর স্পালকোর গলার চড়া ভাব আরেক ধাপ কমলো, যদিও টানটান ভাবটা বাড়ছেই।

"জিনা," ফিসফিস করে বলল সে, "হাসান আরসেনভ দুর্বল। যখন সে গুপ্তহত্যার প্ল্যানটা নিয়ে আমার কাছে এসেছিল তখন থেকেই এটা বুঝেছিলাম আমি।

BanglaBook.org

আমাকে কেন দরকার হবে তার? নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম আমি। যে শক্তিশালী যোদ্ধা মনে করে যে তার নেতা আর নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত নয় তখন সে নিজেই নেতাকে মারবে। সে অন্যদেরকে ভাড়া করে কাজ সারার চেষ্টা করবে না, চালাক আর ধৈর্যবান হলে একদিন তার দুর্বলতাকেই তার বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে।"

জিনা কাঁপছিল। স্পালকোর কথার জন্য তো বটেই তার শারীরিক উপস্থিতির জন্যও। এজন্যই ওর মনে হচ্ছিল ওর ত্বক কুটমুট করছে, চুল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ওর মুখ শুকনো, কণ্ঠ কামনায়পূর্ণ।

"হাসান আরসেনভ যদি দুর্বল হয়ে থাকে, জিনা, তাহলে আমার কোন কাজে লাগবে সে?" জিনার বুকে হাত রাখলো স্পালকো, আর জিনার নাক ফুলে উঠলো। "আমি বলছি।" জিনা ওর চোখ বন্ধ করে ফেলল। "যে মিশনটা আমরা শীঘ্রই শুরু করতে যাচ্ছি তা পদে পদে বিপদে ভরা।" হাল্কাভাবে চাপ দিলো সে, ধীরে ধীরে উপরে টানল অত্যন্ত ধীরতার সাথে। "যদি কোনো কিছু গড়বড় হয়ে যায়, তাহলে এমন একজন নেতার দরকার যে কিনা শত্রুদের মোনাযোগ নিজের দিকে টানতে পারবে চুম্বকের মত, নিজের দিকে তাদেরকে টেনে আনবে এমনকি তখনো যখন আসল কাজ হয়ে চলছে নির্বিঘ্নে।" জিনার শরীরের সাথে নিজের শরীর চেপে ধরল সে। বুঝল জিনা এমনভাবে সাড়া দিয়ে উঠছে যাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা জিনার নেই। "যা বলছি তা বুঝতে পারছো?"

"হ্যা," ফিসফিস করল জিনা।

"তুমিই শক্তিশালী, জিনা। তুমি যদি খালিদ মুরাদকে গদিচ্যুত করতে চাইতে তাহলে কখনোই আমার কাছে প্রথমে আসতে না। তুমি নিজেই তার জীবন নিয়ে নিতে আর সেটাকে তোমার আর তোমার জনগণের উপর একটা আশীর্বাদ হিসেবে ধরে নিতে।" তার অন্য হাতটা জিনার উরুর ভেতরের দিকে ঢুকতে থাকল। "তাই কি না?"

"হ্যা," শ্বাস নিল জিনা। "কিন্তু আমার জনগণ কখনো একজন মহিলা নেতাকে মেনে নেবে না। এটা অকল্পনীয়।"

একটা পা টেনে নিল স্পালকো। "ভাবো জিনা। কি করে সম্ভব করবে ব্যাপারটাকে?"

তপ্ত হরমোন সারা শরীরে ছুটে বেড়ানো অবস্থাতে পরিস্কারভাবে চিন্তা করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে জিনার। ওর একটা অংশ বুঝেছে, এটাই হল ব্যাপার। স্পালকো যে জিনাকে এই খাদের খাড়াইয়ের মাঝেই ন্যাড়া পাথরের গায়ে খালি আকাশের নিচে ভোগ করতে চায়, ব্যাপারটা কেবল তা নয়। ওই বাড়িটার ঘটনার মতই তাকে আরেকটা পরীক্ষায় ঠেলে দিয়েছে স্পালকো। এখন যদি সে নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, নিজের মনকে ঠিক পথে চালাতে না পারে, যদি তাকে

BanglaBook.org

স্পালকো এমনভাবে কামনায় ডুবিয়ে দিতে পারে সে আর কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না, তাহলে তার সাথে দাঁড়ি টেনে দেবে স্পালকো। নিজের কার্য সিদ্ধি করতে আরেক প্রতিযোগীকে খুঁজে নেবে সে।

ব্লাউজ খুলে নিয়ে ওর শিহরিত ত্বক স্পর্শ করা সত্ত্বেও জিনা জোর করে মনে করতে চেষ্টা করল খালিদ মুরাতের সাথে এটা কি রকম হত, সপ্তাহে দু'বার বসা কাউন্সিলে উপদেষ্টারা চলে যাওয়ার পরও খালিদ মুরাত বসে বসে জিনার কথা শুনত, অনেক সময় তার পরামর্শমত কাজও করত। এই ভূমিকার কথা কখনো হাসানকে বলার সাহস পায় নি জিনা, কারণ ওর ভয় ছিল যে ঈর্ষার তীব্রতায় ওকে হয়তো ত্যাগ করবে হাসান।

কিন্তু এখন, পাথরের ওপরে শেখের আলিঙ্গনে থাকা অবস্থায়, সবকিছু বুঝে ফেলতে শুরু করল সে। শেখের মাথার পিছনটা ধরে নিজের ঘাড়ের ওপর নামিয়ে এনে তার কানে ফিসফিস করল জিনা, "আমি এমন একজনকে খুঁজে নেব যে কিনা শারীরিকভাবে সক্ষম, আমার প্রতি যার প্রেম তাকে আমার প্রতি অনুগত করবে, আর আমি আদেশ দেব তারই মাধ্যমে। তার চেহারাই চেচেনরা দেখবে, তার কথাই তারা শুনবে কিন্তু সে আসলে যা যা করবে তা ঠিক আমার আদেশেই করবে।"

এক মুহূর্তের জন্য শরীরের উপরিভাগটা সরিয়ে নিল স্পালকো, তার চোখের দিকে তাকাল জিনা। তার চোখে যতটা স্বীকৃতি দেখল ততটাই দেখল লালসার ঝলকানি। শিহরণে আরেকটা কাঁপুনী দিলো জিনা, সে জেনে গেছে দ্বিতীয় পরীক্ষাটাও উতরে গেছে সে। আর তখনই ওর অনেকক্ষণের বাঁধ ভেঙে গেল, দু'জনের মিলিত আনন্দের বহিঃপ্রকাশের একটা লম্বা গোঙানি ছাড়ল সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

কফির গন্ধটা এখনো ভেসে বেড়াচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টে। খাওয়া শেষ করে ফিরেছে ওরা, তবে প্রথাগত কফি আর ডেজার্ট খেয়ে সময় নষ্ট করে নি। অনেক কিছু মনের মাঝে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে বর্ন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত বিরতি পেয়ে ও চাঙা হয়ে উঠেছে। যেসব তথ্য নিয়ে ভাবা দরকার তা ভাবার ফুসরত ওর অবচেতন মন পেয়েছে।

প্রায় গায়ে-গা লাগিয়ে একসাথে অ্যাপার্টমেন্টটাতে ঢুকল ওরা। অ্যানাকার শরীর থেকে মেয়েলী সুবাস উঠে আসছে নদী থেকে জাগা কুয়াশার মত, আর সেটা ফুসফুসের গভীরে টেনে না নিয়ে পারল না বর্ন। ব্যাপারটা বন্ধ করার জন্য হাতের কাজের দিকে মনটাকে ঘুরিয়ে নিল ও।

"মোলনারের গায়ের কাটা-ছেঁড়ার দাগ থেঁতলে যাওয়ার দাগ আর পোড়ার চিহ্নগুলো খেয়াল করেছিলে?"

গা রি রি করে উঠল অ্যানাকার। "মনে করিয়ে দিও না আর।"

"অনেক সময় ধরে নিশ্চয় টর্চার করা হয়েছিল তাকে, হয়তো দু'দিন ধরে।"

সোজা, সিরিয়াস ভ্রুগুলোর নিচ থেকে তাকাল অ্যানাকা।

"তার মানে," বর্ন বলল, "সে হয়তো ড. শিফারের অবস্থান বলে দিয়েছে।"

"কিংবা হয়তো দেয় নি," বলল অ্যানাকা।

"হয়তো সেটাও তাকে খুন করার একটা কারণ।"

"আমার মনে হয় না ওই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত হবে আমাদের।"

"আমরা বলতে কি বোঝাচ্ছ?"

"হ্যা, আমি জানি, এখন তো আমি একাই আছি আমার পথে।"

"তুমি আমার মনে অপরাধবোধ জাগাতে চাইছ নাকি? ভুলে যাচ্ছ ড. শিফারকে খুঁজে বার করার কোনো আগ্রহ আমার নেই।"

যদি সে ভুল হাতে পড়ে তাহলে কি গোটা দুনিয়ার জন্য চরম বিপদ উপস্থিত হবে না?

"কি বোঝাতে চাইছ?"

নিচে, নিজের ভাড়া করা গাড়িতে বসে কানের ওপর ইয়ার-বাডটা চেপে ধরল। পরিস্কার শোনা যাচ্ছে ওদের কথাবার্তা।

"অ্যালেক্স ককলিন ছিল প্ল্যান করায় ওস্তাদ–এটাই তার বিশেষত্ব। আমি যতদূর দেখেছি, আমার চেনা আর যে কারও চাইতে সে ভাল ছিল জটিল মিশনগুলোর প্ল্যান বানানোতে। যেমনটা তোমাকে আগেই বলেছিলাম, সে ড. শিফারকে এতটা চেয়েছিল যে ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্সের একটা টপ সিক্রেট প্রোগ্রাম থেকে তাকে গোপনে

BanglaBook.org

সরিয়ে এনেছিল, সিআইএ'র কাছে নিয়ে এসেছিল আর ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে 'গায়েব' করে দিয়েছিল। এর মানে, শিফার যে জিনিস নিয়েই কাজ করুক না কেন সেটা এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তাকে বিপদের মুখ সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অ্যালেক্স। আর যা দেখা গেছে, তার ধারণাই সঠিক, কারণ কেউ বা কারা ড. শিফারকে অপহরণ করেছিল। অ্যালেক্সের হয়ে তোমার বাবা যে অপারেশনটা চালিয়েছিল তাতে শিফারকে উদ্ধার করা যায়। এমন এক জায়গায় তাকে লুকানো হয় যার ঠিকানা কেবল মোলনারই জানত। এখন তোমার বাবা তো মরে গেছেই মোলনারও মরে গেছে। পার্থক্যটা হচ্ছে, খুনের আগে নির্যাতন করা হয়েছিল মোলনারকে।"

পিঠ সোজা করে বসে রইল খান, ওর হৃৎপিন্ড ধড়াস ধড়াস করছে দ্রুত। তোমার বাবা? যে মহিলাটা বর্নের সাথে ছিল, যার প্রতি ও একদমই মনোযোগ দেয়নি সে কি সত্যিই অ্যানাকা?

বে উইন্ডো দিয়ে আসা সূর্যালোকের একটা ধারায় দাঁড়িয়ে আছে অ্যানাকা। "তোমার কি মনে হয়, ড. শিফার এমন কি নিয়ে কাজ করছিল যে এতগুলো লোক আগ্রহী হয়েছিল?"

"আমি তো ভেবেছিলাম ড. শিফারের বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই তোমার।"

"বিদ্রুপ কোরো না। প্রশ্নের জবাব দাও।"

"ব্যাকটেরিওলজিক্যাল পার্টিকুলেট বিহেভিয়রে বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রণী বিশেষজ্ঞ হচ্ছে ড. শিফার। মোলনার যে ফোরাম সাইটটা ভিজিট করেছিল তা থেকে এটাই জেনেছি। আমি তোমাকে বলছিলাম কিন্তু তুমি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে বেচারা মোলনারের লাশ খুঁজে বের করতে।"

"এটা অর্থহীন শোনাচ্ছে আমার কাছে।"

"মোলনার যে ওয়েব সাইটটাতে ঢুকেছেল তার কথা মনে নেই?"

"অ্যানথ্রাক্স, আজেন্টাইট হোমোর‍্যাজিক ফিভার..."

"কৃপ্টোক ক্কোসিস, নিউমোনিক প্লেগ। আমার মনে হয় ভদ্র ডক্টরটা এই সব মারাত্মক বায়োলাজিক্যাল জিনিস কিংবা এরচেয়ে খারাপ কিছুকে নিয়ে কাজ করছিল।"

তার দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইল অ্যানাকা, মাথা নাড়ল।

"আমার মনে হয় অ্যালেক্সকে যা এতটা উত্তেজিত করে তুলেছিল–আর ভয় পাইয়ে দিয়েছিল তা হচ্ছে, ড. শিফার এমন কিছু আবিষ্কার করেছিল যাকে বায়োলজিক্যাল উইপেন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যদি তাই হয়, তাহলে সন্ত্রাসীদের হোলি গ্রেইল আছে তার কাছে।"

BanglaBook.org

"ওহ্, খোদা! কিন্তু এটা স্রেফ একটা অনুমান। তুমি কি করে নিশ্চিত হচ্ছো তোমার ধারণাই ঠিক?"

"সেটাই তো খতিয়ে দেখতে হবে আমাকে," বর্ন বলল। "ড. শিফারের আদ্যোপান্ত জানা এখনো বাকি আছে না?"

"কিন্তু আমি বুঝি না কিভাবে তাকে খুঁজে পাব আমরা।" ঘুরে পিয়ানোর কাছে গেল অ্যানাকা যেনো ওটা এমন কোনো পরশপাথর বা তালিসমান যা ওকে বিপদ থেকে দূরে রাখবে।

"আমরা," বর্ন বলল। "তুমি আমরা বলেছো।"

"মুখ ফস্‌কে বের হয়ে গেছে।"

"মনে তো হয় "ফ্রয়েডীয় ফসকানি।"

"থামো," কাটা কাটা গলায় বলল অ্যানাকা, এক্ষুণি।"

ও যা বলছিল তা যে সত্যিই মিন করছিল সেটা বোঝার সক্ষমতা বর্নের আছে। সরে গিয়ে বাইরের দিকের ছোট ঘরটার পিছন দকে বসে পড়ল বর্ন। যে ল্যান লাইনটা অ্যানাকার ল্যাপটপকে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত করেছে সেটাকে দেখল।

"একটা বুদ্ধি পেয়েছি, বর্ন বলল। সূর্যের আলো পিয়ানোটার ভালভাবে পালিশ করা তলটাতে এমনভাবে পড়ছিল যে কয়েকটা আঁচড়ের দাগ দেখতে পাচ্ছিল ও, নতুন পড়েছে আঁচাড়গুলো ওরা যখন বাইরে ছিল তখন অ্যাপার্টমেন্টটাতে ঢুকেছিল নিশ্চয়ই কেউ। কি কারণে? কোনো কিছু নাড়াচাড়া করা হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য চারপাশে তাকাল।

"কি হয়েছে?" প্রশ্ন করল অ্যানাকা। "কি ব্যাপার।"

কিছু না।" বলল ও। কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে বালিশটাকে ও যেভাবে রেখে গিয়েছিল তেমনটা নেই, একটু যেনো থেতলে গেছে ডান দিকে।

ঠোঁটের ওপর হাত রাখল অ্যানাকা। "কিছু বুঝতে পারলে?"

"আগে কিছু খবর চাই আমার," দ্রুত বানিয়ে বলল বর্ন। অ্যানাকাকে তটস্থ করতে চায় না সে। কিন্তু জায়গাটা ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখার একটা উপায় বের করতে হবে ওকে। "হোটেল থেকে। এটা খুবই সম্ভব অনুপ্রবেশকারী এখনো এই অ্যাপার্টমেন্টের আশপাশেই আছে, মোলনারের অ্যাপার্টমেন্টে তো ওদের ওপর নজর রাখা হচ্ছিল। কিন্তু সেই লোক ওদেরকে এই জায়গা পর্যন্ত অনুসরণ করল কি করে?" নিজেকে জিজ্ঞেস করল ও। যত রকম প্রয়োগ করেছিল ওরা একটা উত্তর তো তৈরি আছে অবশ্যই : খান ওকে খুঁজে পেয়েছে।

বর্ন নিজের চামড়ার জ্যাকেট তুলে নিয়ে দরজার দিকে চলল। "বেশি দেরি করব না, কথা দিচ্ছি। এই সময়ে যদি সাহায্য করতে চাও তাহলে মোলনার যে ওয়েবসাইটটা ভিজিট করছিল সেটাতে ফিরে যেতে পারো। দেখো কি বের করতে পারো।"

BanglaBook.org

রিকিয়াভিকের টেরোরিজম সামিটে আমেরিকান সিকিউরিটির প্রধান জেমি হালের একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে আরবদের প্রতি। তাদেরকে পছন্দ করে না সে, তাদেরকে বিশ্বাসও করে না। ব্যাটারা এমনকি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না–অন্তত, আসল ঈশ্বরকে না, পরিত্রাণকারী জিশুকে বিশ্বাস করার কথা তো বাদই দিলোম," বিশাল ওস্কজুলিড হোটেলের হলওয়ে ধরে পায়চারি করতে করতে ভাবল সে।

আরবদেরকে পছন্দ না করার আরেকটা কারণ বিশ্বের সব তেলের তিন চতুর্থাংশ তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু যদি তা না হত তাহলে কেউ তাদেরকে কণামাত্র মনোযোগ দিত না। আর তাহলে সব সমান হয়ে যেত, নিজেদের গোত্রগুলোর মাঝে যুদ্ধের অকারণ জাল বুনে নিজেদেরকেই দুনিয়া থেকে মুছে দিতে তারা। যেমনটা সব সময় ছিল। আরবদের সিকিউরিটির চারটা আলাদা টিম আছে এখানে। উপস্থিত চার দেশের প্রত্যেকটা থেকে একটা করে টিম। কিন্তু তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করে ফেইদ আল-সৌদি।

আরবরা যেমনটা হয় তেমনটা খারাপ ফেইদ আল-সৌদ নয়। সে একজন সৌদি–নাকি শব্দটা আসলে 'সুন্নিহ,' মাথা নাড়ল হাল। জানে না সে। তাদেরকে পছন্দ না করার একটা কারণ তার; আপনি কক্ষণো বলতে পারবেন না তারা আসলে কে, আর তারা সুযোগ পেলে কার হাত কাটবে। ফেইদ আল-সৌদের এমনকি পশ্চিমা শিক্ষাও আছে। লন্ডনের কোথাও পড়েছে। অক্সফোর্ড নাকি সেটা কেমব্রিজ? নিজেকে জিজ্ঞেস করল হাল। কোনো পার্থক্য আছে কি ওটার মাঝে। কথাটা হচ্ছে, আপনি লোকটার সাথে স্বাভাবিক ইংলিশে কথা বলতে পারবেন। আর কথা বলার সময় সে আপনার দিকে তাকাবে না, ঠিক যেনো আপনার এইমাত্র একটা দ্বিতীয় মাথা গজিয়েছে।

হালের এটাও মনে হয়, ফেইদ দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন লোক, যার অর্থ নিজের পদ সম্পর্কে সচেতন সে। যখন প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা আর প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ এসেছে তখন প্রায় সবক্ষেত্রেই হালের কথা মেনে নিয়েছে সে। যেটা ওই সমাজতান্ত্রিক কুত্তারবাচ্চা বোরিস ইলিচ কারপভের চাইতে অনেক ভাল। কেন যে সে তার কথা ডিসিআই'কে নালিশ করতে গিয়েছিল আর তার ফলে ধমকানি খেয়েছিল, তিক্তভাবে সে কথা স্মরণ করল হাল। কিন্তু আসলেই, যেসব ধের্যচ্যুতি ঘটানো হারামজাদার সাথে কাজ করার দুর্ভাগ্য হালের হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এই বোরিসই।

অনেকগুলো ধাপবিশিষ্ট কনফারেন্স থিয়েটারটাতে ঢুকল সে, এখানেই অনুষ্ঠিত হবে সম্মেলন, জায়গাটা নিখুঁত ডিম্বাকার, ছাদটা শব্দনিরোধক নীল রঙা পাত দিয়ে অনেকটা ঢেউ খেলানোর মত করে বানানো। এই সব পাতের পেছনে লুকানো আছে বড় এয়ার ডাক্টগুলো, ফোরামের উন্নত এইচভিসি সিস্টেম দ্বারা ফিল্টার করা বাতাস আসে এগুলো দিয়ে। এটা হোটেলের বিরাট নেটওয়ার্ক থেকে একেবারেই আলাদা করা।

BanglaBook.org

এখানে আসার পর থেকে প্রতিদিন এই কনফারেন্স থিয়েটারে এসে সে আর তার দুই সহকর্মী বিস্তারিত নিরাপত্তা আয়োজন নিয়ে আলোচনা আর তর্ক করে যাচ্ছে। বিকেল বেলা তারা তিনজন নিজেদের স্টাফদেরকে খুঁটিনাটিগুলো আবার খতিয়ে দেখতে বলে। আর সর্বশেষ পদক্ষেপের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদেরকে অবগত করতে বরে। তারা আসার পর থেকে সাধারণ জনগণের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে হোটেলটা, যাতে সিকিউরিটি টিমগুলো পুরো হোটেলে ইলেকট্রনিকভাবে খুঁটিয়ে দেখে একদম নিরাপদ করে তুলতে পারে।

যখন উজ্জ্বলভাবে আলোকিত ফোরামটাতে ঢুকল হাল, নিজের দুই সতীর্থকে দেখতে পেল সে ফেইদ আল-সৌদ, হালকা-পাতলা, পাখির ঠোঁটের মত নাকের ওপরে কালো চোখ, যে বৈশিষ্ট্য প্রায় রাজকীয়। আর বোরিস ইলিচ কারপভ, এফএসবি'র আলফা ইউনিটের প্রধান। ব্রনওয়ালা ষাঁড়ের মত দেখতে সে। কাঁধ চওড়া আর পাছা সরু। ঘন কালো চুল আর মোটা ভুরুর নিচে নিষ্ঠুর দেখায় তার চেহারাটা। হাল কখনো হাসতে দেখে নি বোরিসকে। আর ফেইদ আল-সৌদের ক্ষেত্রে সে যে কিভাবে হাসে তা জানেই না হাল।

"গুড মর্নিং, পথের সঙ্গীরা," বোরিস ইলিচ কারপভ ভাবুক গলায় বলল, যেটা হালকে মনে করিয়ে দিলো ১৯৫০'র দশকের সংবাদপাঠকদের কথা। "সম্মেলন শুরু হবার আগে আর মাত্র তিন দিন আমাদের হাতে আছে আর এখনো অনেক কাজ সম্পন্ন করা বাকি। আমরা কি শুরু করতে পারি?"

"যে কোনো অবস্থাতেই," ফেইদ আল-সৌদ বলল, মঞ্চের একটা সিটে বসে পড়ল সে। আর মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা বাদে প্রধান আরব দেশগুলোর পাঁচ প্রধান বসে পড়বেন যুক্তরাষ্ট্র আর রাশিয়ার প্রধানদের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসকে দমন করা জন্য প্রথমবারের মত আরব-পশ্চিমা যৌথ কর্মসূচী শুরু করবেন। অন্য যেসব ইসলামী দেশগুলো অংশ নিচ্ছে তাদের যে কর্মচারীরা আমার সমপর্যায়ের তারা আমাকে নানারকম নির্দেশনা শুনিয়েছে। আর এখন সেগুলো তোমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারলে আনন্দিত হব আমি।"

"নির্দেশনা তো আর না, দাবির কথা বলতে চাচ্ছেন," যেনো কারপভের পেট থেকে বেরিয়ে এল কথাগুলো। নিজেদের মাঝে আলোচনার সময় ওরা ইংলিশে কথা বলার ব্যাপারটা কখনই মানতে পারে নি সে; হেরে গেছে দুই বনাম-এক ভোটে।

"বোরিস, সবকিছুতেই কি একটা নেতিবাচক প্যাঁচ লাগিয়ে দিতে হবে তোমার?" হাল জানে আমেরিকানদের অনানুষ্ঠানিক ভাবটা অপছন্দ করে সে।

"দাবির একটা নির্দিষ্ট দুর্গন্ধ আছে, মিঃ হাল।" নিজের লালচে নাকের ডগায় টোকা দিলো সে। "আমি তার গন্ধ পাই।"

"তুমি যে এখনো সবকিছুর গন্ধ পাও তাতে আমি হতভম্ব, বোরিস, এত বছর ধরে ভোদকা খাবার পরেও।"

BanglaBook.org

"ভোদকা খেলে আমাদের শক্তি বাড়ে, সত্যিকারের পুরুষ হয়ে উঠি আমরা।" অবজ্ঞায় নিজের লাল ঠোঁট দুটো বাঁকাল কারপভ। "যা তোমাদের আমেরিকানদের মত নয়।"

"তোমার কথা শুনবো আমি, বোরিস? একজন রাশিয়ানের? তোমার দেশ একটা শোচনীয় ব্যর্থতা। সমাজতন্ত্র এতটাই দুর্নীতিগ্রস্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে যে নিজের ওজনেই ভেঙে পড়েছে রাশিয়া। আর তোমাদের জনগণের জন্য বলা যায় তাদের তো আত্মাটাই দেউলিয়া হয়ে গেছে।"

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কারপভ, তার গাল দুটো লাল হয়ে গেছে নাক আর ঠোঁটের মতই। "তোমার অপমান বহুত শুনেছি।"

"খুব খারাপ," লাথি দিয়ে চেয়ার সরিয়ে দাঁড়াল হাল। একদম ভুলে গেছে ডিসিআই'র সতর্কবাণী। "আমি তো স্রেফ গা গরম করে নিচ্ছিলাম হে।"

"জেন্টেলমেন, জেন্টেলমেন," দুই লড়াকুর মাঝখানে নিজেকে সেঁধিয়ে দিলো ফেইদ আল-সৌদ। "যে কাজ করার জন্য এখানে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, এইসব ছেলেমানুষী তর্ক করলে কিভাবে সেসব শেষ করা যাবে বলো দেখি।" তার গলার স্বর শান্ত, দু'জনের দিকে তাকিয়ে একই সুরে বলল সে, "আমাদের সবার দেশের প্রধানকেই আমরা সেবা প্রদান করি অবিচলভাবে। ঠিক কি না? যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাদেরকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায়।" দু'জনই এ কথায় একমত হবার আগপর্যন্ত থামল না ফেইদ।

কারপভ আবার বসে পড়ল, যদিও তার হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা। হাল নিজের চেয়ারটা ঠিক করল, টেবিলের কাছে আবার টেনে এনে বসে পড়ল ধপ করে। চেহারায় একটা তিক্ত ভাব তার।

দু'জনকে লক্ষ্য করে ফেইদ আল-সৌদ বলল, "আমরা হয়তো একে অন্যকে পছন্দ করি না কিন্তু একসাথে কাজ করতে হবে আমাদেরকে।"

হাল অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিল কারপভের আক্রমণাত্মক হাবভাব ছাড়াও অন্য কোনো একটা বিষয় আছে যাতে সে নিজে জ্বলে উঠেছিল।

খানিক বাদে সেই জিনিসটার উৎস ধরতে পারল সে। কারপভের একটা আচরণ তার আত্মতুষ্টির ভাবটা মনে করিয়ে দিয়েছিল হালকে। বর্নই ছিল অ্যালেক্স ককলিনের পেয়ারের ছাত্র, যদিও একান্ত বাধ্য হয়ে কাউন্টার টেরোরিস্ট সেন্টারে চলে আসার আগপর্যন্ত হাল নিজে কম কাজকর্ম করে নি। সে তার নতুন পোস্টে সফল হতে পেরেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্ন তাকে যেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য করেছে তা কক্ষণো ভোলে নি। এজেন্সিতে ককলিন ছিল একটা কিংবদন্তী স্বরূপ। বিশ বছর আগে যখন হাল এজেন্সিতে যোগ দিয়েছিল তখন কেবল ককলিনের সাথে কাজ করার স্বপ্নই দেখে ছিল সে। শৈশবে মানুষের যেসব স্বপ্ন থাকে, সেগুলো ত্যাগ করা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু, পরিণত বয়সে যে সব স্বপ্ন থাকে সেগুলো ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারটা

BanglaBook.org

একদমই ভিন্ন। এর তিক্ততা কখনোই মুছে যায় না, হালের অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে।

যখন ডিসিআই হালকে জানিয়েছিলেন বর্ন সম্ভবত রিকিয়াভিকের রাস্তায় আছে, তখন আসলে আনন্দে উদ্বেলই হয়ে উঠেছিল সে। বর্ন যে তার গুরুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে মেরে ফেলেছে, এটা ভাবলেই রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে হালের। সে ভেবে দেখেছে, ককলিন যদি তাকে নির্বাচন করত তাহলে বেঁচে থাকত আজতক। এজেন্সির আদেশ মোতাবেক সে যে বর্নকে শেষ করে দেবে, এই চিন্তাটা হালের কাছে স্বপ্ন সত্যি হবার মত। কিন্তু যখন সে শুনল বর্ন মরে গেছে, তখন তার আনন্দ পাল্টে গেল হতাশায়। সবার সাথেই ক্রমাগতভাবে তিরিক্ষি মেজাজ দেখাতে শুরু করেছে সে, এমনকি সিক্রেট সার্ভিসের কর্মচারীদের সাথেও, যাদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন তার এখন কারপভের দিকে এটা খুনে দৃষ্টি ছুড়ে দিলো সে। জবাবে ঠিক একই রকম চাহনি ফেরত পেল।

অ্যানাকার অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়ার সময় এলিভেটর নেয় নি বর্ন। তার বদলে ইউটিলিটির সিঁড়িটা ধরে ছাদের দিকে উঠতে লাগল। সেখানে একটা অ্যালার্ম সিস্টেমের মুখোমুখি হল সে। দ্রুতই সেটাকে পরাস্ত করল দক্ষতার সাথে।

বিকেলের সূর্যটা ঢেকে গেছে স্লেটের মত ধূসর মেঘ আর দমকা হাওয়ায়। দক্ষিণে তাকিয়ে কিরালি টার্কিশ বাথের বড় গম্বুজ চারটা দেখতে পেল বর্ন। কার্নিশের নিচু পাঁচিলটার কাছে গেল, অনেকটা ঠিক সে জায়গাতেই হেলান দিলো যেখানে খান অবস্থান নিয়েছিল ঘণ্টাখানেক আগে।

এই অবস্থান থেকে রাস্তাটা জরিপ করল সে। প্রথমে দেখল কোনো দরজার ছাউনির ছায়ার নিচে কেউ আছে কিনা, তারপর দেখল কোনো পথচারী থেমে আছে কিনা কিংবা কেউ ধীরে হাটছে কিনা। হাতে হাত ধরে হাটতে থাকা কর্মরতা দুই তরুণীকে দেখতে পেল সে। খুঁটিয়ে দেখল এক বুড়োকেও। খানের ছদ্মবেশ নেবার দক্ষতার কথা মনে করল বর্ন।

সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে পার্ক করা গাড়িগুলোর দিকে মনোযোগ ঘোরালো, অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায় কিনা দেখলো। হাঙ্গেরির সব ভাড়ার গাড়িকেই একটা স্টিকার লাগাতে হয় নিজের সত্যতা প্রমাণের জন্য। এই আবাসিক পাড়ায় কোনো ভাড়ার গাড়ি থাকাটা এমন একটা জিনিস যা তন্ত করে দেখতে হবে ওকে।

ব্লকটার ওই দিকটাতে, রাস্তার ওধারে একটা ভাড়া করা কালো স্কোডা গাড়ি দেখতে পেল ও। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওটার অবস্থান দেখল। কেউ যদি হুইলের পেছনে বসে থাকে তাহলে ১০৬-১০৮ ফো উটকার সামনের দিকটা আচ্ছামত দেখতে পাবে। এই মুহূর্তে কেউ অবশ্য হুইলের পেছনে বা গাড়িটার অন্য কোনোখানে নেই।

BanglaBook.org

ঘুরে হেটে ফিরে চলল ও ছাদের ওপর দিয়ে।

টানটান অবস্থায় সিঁড়ির ভেতরে ঘাপটি মেরে আছে খান, নিজের দিকে আসতে দেখল বর্নকে। এটাই ওর সুযোগ, ও জানে। বর্নের মন নিশ্চয়ই ভরে আছে একটু আগে দেখা জিনিসগুলো দিয়ে। এখন অন্য কোনো কিছু সন্দেহই করছে না সে। এ যেনো এক স্বপ্ন–এমন এক স্বপ্ন যা ওর মনে রয়েছে কয়েক দশক ধরে বর্নকে নিজের দিকে আসতে দেখছে, বর্নের চোখে ভাবনার ছায়া। রাগে আগুন হয়ে আছে খান। ওই লোক খানের পাশে বসেও তাকে চেনে নি, এমনকি খান নিজের পরিচয় দেবার পরও প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে। বর্ন যে তাকে চায় না, খানের এই বিশ্বাস বদ্ধমূলই কেবল হয়েছে এতে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে ওকে ছেড়ে ভাগার জন্য প্রস্তুতই ছিল বর্ন।

তাই খান যখন উঠল তখন ওর হিংস্রতাটা ন্যয্যই ছিল। বর্ন দরজার সামনের ছায়াতে পা দিতে না দিতেই ওর নাকের ওপর নিজের কপাল দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মেরে বসল খান। রক্তের ফোয়ারা ছুটল। ঝাঁকুনি দিয়ে পিছু হটলো বর্ন। এই সুযোগে খান সামনে বাড়ল কিন্তু লাথি মেরে বসল বর্ন।

"চি–শা!" দম ছাড়ল বর্ন।

খান অনেকটাই ঠেকিয়ে দিলো লাথিটাকে, তার পরে নিজের বাম হাতটা চেপে ধরল নিজের শরীরের সাথে, মাঝখানে আটকে ফেলল বর্নের গোড়ালী। বর্ন এরপর যা করল তাতে চমকে গেল ও। ভারসাম্য হারানোর বদলে বরং ওপরের দিকে উঠল সে। নিজের পিঠ আর নিতম্ব স্টিলের দরজাটার সাথে ঠেকিয়ে মুক্ত ডান পা দিয়ে ভয়ংকর একটা লাথি মেরে বসল খানের ডান কাঁধে। বর্নের বাম গোড়ালী ছেড়ে দিতে বাধ্য হল খান।

"মিইই–শা!" হালকা চেঁচানি দিলো বর্ন।

খানের দিকে এল ও, ব্যথায় কাতরাতে থাকা অবস্থাতেও আঙুল সোজা রেখে বর্নের স্টার্নামের হাড়ে মেরে বসল খান। সেই সাথে বর্নের মাথাটা দুপাশ থেকে ধরে ছাদের দরজাটার সাথে ঠুকে দিলো। বর্নের চোখ ফোকাস হারিয়ে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে।

"স্পালকো কিসের পেছনে লেগেছে?" কর্কশ গলায় বলল খান। "তুমি তো জানো, জানো না?"

ব্যাথায় আর আকস্মিকতায় ঘুরছিল বর্নের মাথা। একই সাথে নিজের চোখ ফোকাস করতে আর মাথা পরিস্কার করতে চেষ্টা করল ও।

"কে...কে স্পালকো?" ওর কণ্ঠ তরল শোনাল, যেনো বহু দূর থেকে আসছে।

"তুমি নিশ্চয়ই জান।"

বর্ন মাথা নাড়ল, তাতে মনে হল যেনো অজস্র ছুরি ওর মাথাটা ফুঁড়ছে একসাথে। চেপে বন্ধ করল চোখ দুটো।

"আমি ভেবেছিলাম...আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে খুন করতে চাও।"

BanglaBook.org

"যা বলছি শোনো।"

"কে তুমি?" খসখসে গলায় ফিসফিস করল বর্ন। "আমার ছেলের কথা জানলে কি করে? জোশুয়ার কথা জানলে কিভাবে?"

"যা বলছি শোনো।" বর্নের মাথার কাছে নিজের মাথা নিয়ে গেল খান। "স্তেপান স্পালকো হচ্ছে সেই লোক যে অ্যালেক্স ককলিনের খুনের আদেশ দিয়েছিল, তোমাকে ফাঁদে ফেলেছিল–আমাদের দু'জনকেই ফাঁদে ফেলেছিল। কেন সেটা করল, বর্ন? তুমি জানো, আর আমাকেও সেটা জানতে হবে।"

বর্নের মনে হল যেনো ভাসমান বরফের আস্তরণে আটকা পড়ে গেছে ও, সবকিছু নড়ছে অসম্ভবরকম ধীরগতিতে। চিন্তা করতে পারছে না, দুটো ধারণা একসাথে জুড়তে পারছে না। তারপরই কিছু একটা খেয়াল করল। ব্যাপারটা অস্বাভাবিকত্ব কেটে ঢুকে গেল ও যে অদ্ভুত ঘোরের মাঝে পড়েছে সেটাতে। খানের ডান কানে কিছু একটা আছে! কি ওটা? তীব্র যন্ত্রণার মাঝেই নিজের মাথাটা সামান্য ঘোরালো ও, দেখল জিনিসটা আসলে একটা ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক রিসিভার।

"কে তুমি?" বলল ও। "উফ! কে তুমি?"

মনে হচ্ছে যেনো দুটো আলাদা কথোপকথন চলছে একই সাথে, যেনো দু'জন মানুষ আছে দুই দুনিয়াতে। যাপন করছে দুটো ভিন্ন জীবন। জ্বলন্ত কয়লা থেকে উঠে আসছে ওদের আবেগ, ওদের গলা চড়ছে, যতই চেঁচাচ্ছে ততই যেনো ওরা দূরে চলে যাচ্ছে পরস্পর থেকে।

"আমি তো বলেছি।" খানের হাত দুটো একেবারে বর্নের রক্তে মাখামাখি, যে রক্ত এখন জমাট বাঁধতে শুরু করেছে বর্নের নাকের ভেতরে। "আমি তোমার ছেলে।"

আর এই শব্দগুলোতে যেনো ভেঙে গেল প্রতিবন্ধকতাটা, তাদের দুনিয়া দু'টো আবার ধাক্কা খেল একে অন্যের সাথে। হোটেল ম্যানেজারটা ওকে অতিষ্ঠ করে ফেলার পর যে ক্রোধের গ্রাসে বর্ন পড়েছিল, সে ক্রোধটা আবার বজ্রের মত পড়তে লাগল ওর কানে। চেঁচিয়ে উঠল ও, ধাঁক্কা দিয়ে খানকে ঠেলে দিলো দরজা পেরিয়ে ছাঁদে।

মাথার ব্যাথাটা অগ্রাহ্য করে নিজের গোড়ালী খানের গোড়ালীর পেছনে আটকে নিয়ে জোরে হ্যাচকা টান দিলো বর্ন। কিন্তু পড়তে পড়তেও বর্নকে ধরে ফেলল খান, পিঠ দিয়ে ছাদে আছড়ে পড়ার সময় নিজের পা দু'টো ওপরে তুলল। বর্নের পা মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেছে আর শক্তিশালী একটা লাথি খেয়ে খানের মাথার ওপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে উড়ে গেল ও।

বর্ন মাথা নুইয়ে নিল, কাঁধের উপর আছড়ে পড়েই শরীরটা গোল করে নিল। পতনের ধাক্কাটা কাটিয়ে নিল অনেকটা। দু'জনই একসাথে উঠে দাঁড়াল, হাত ছড়িয়ে দিয়েছে ওরা। আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছে কোনো কিছু। হঠাৎ নিজের হাত

BanglaBook.org

নামিয়ে আনল বর্ন, জোরে আঘাত হানল খানের কব্জির ওপর, একপাশে ঘুরিয়ে দিলো ওকে। বর্ন মাথা দিয়ে মেরে বসল, খানের কানের ঠিক নিচের নার্ভ বান্ডলে আঘাত হানল। বাম দিকটা অসাড় হয়ে গেছে খানের, আর বর্ন এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মুঠো পাকিয়ে ঘুঁষি মেরে বসল তার মুখে।

ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেল খান, সামান্য কাঁপছে ওর হাঁটু দুটো। কিন্তু ঘুঁষি খেয়ে টালমাটাল হওয়া কোনো হেভিওয়েট বক্সারের মতই নিচে পড়তে অস্বীকৃতি জানাল ও। বর্ন খেপা ষাঁড়ের মত একের পর এক মেরে চলল ওকে, প্রতিটা মারে পেছনে সরিয়ে দিচ্ছে ওকে, কার্নিশের নিচু পাঁচিলটার দিকে। কিন্তু প্রচণ্ড ক্রোধে বর্ন একটা ভুল করে বসেছে। নিজের আত্মরক্ষার সীমার মাঝে ঢুকতে দিয়েছে খানকে। খান যখন মারের মুখে পিছিয়ে যাবার বদলে আক্রমণ করে বসল তখন চমকে গেল বর্ন। পেছনে থাকা পা'টা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে লাফিয়ে বাড়ল খান। মাঝপথে সমানে বাড়িয়ে দিলো অন্য পাটা, শরীরের সব ওজন এনে জমা করল সেখানে। যে মারটা পড়ল তাতে বর্নের দাঁত খটখটিয়ে তো উঠলই, সেই সাথে শূন্যেও উঠে গেল ও।

নিজের হাঁটুর ওপর পড়ল বর্ন, আর খান মারাত্মক একটা লাথি বসাল ওর পাঁজরের ওপরে। টলে পড়ে যেতে থাকল ও কিন্তু খান ধরল ওকে, গলায় চাপ দিতে শুরু করল।

"এখন বলা উচিত তোমার," মোটা গলায় বলল খান। "যা যা জান সব এখন বলা উচিত।"

তীব্র ব্যথায় কঁকাতে থাকা বর্ন বলল, "জাহান্নামে যাও।"

হাতের পাশ দিয়ে ওর চোয়ালে মারল খান। "কথা শুনছো না কেন?" আরো জোরে মারার চেষ্টা করল।

বর্ন বলল, "মাথা একদম খারাপ তোমার। এটাই তোমার প্ল্যান, তাই না?" মাথা ঝাঁকাল বর্ন। "তুমিই যে জোশুয়া সে বিষয়ের কুচ্ছিত গল্পটা।"

"আমি তোমার ছেলে।"

"কান পেতে শোনো–তুমি এমনকি ওর নামটাও বলতে পারবে না। যে ভেকটা ধরেছ সেটা ছুঁড়ে ফেলে দাও; জোশুয়া সেজে কিছুই মিলবে না তোমার। তুমি হলে এক আন্তর্জাতিক গুপ্তঘাতক যার নাম খান। সেই স্পালকো বা কে যেনো, যাকে তুমি ধরার বুদ্ধি করছ, তার কাছে পৌছতে পারবে না এসব করে। কারো হাতের পুতুল হতে পারবো না আমি আর।"

"তুমি কি বলছো তা আমার জানা নেই–" ভেঙে পড়ল খান, মাথা নাড়ল প্রচণ্ডভাবে। প্রসঙ্গ বদলালো। খোদাই করা পাথরের ছোট বৌদ্ধমূর্তিটা হাতে নিল ও। "দেখো এটাকে, বর্ন।" থুতু ফেলল সে, যেনো বিষ মেশানো আছে শব্দগুলোতে। "দেখো, এটাকে।"

"একটা তালিসমান যেটা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার যে কারো কাছে দেখা যায়।"

BanglaBook.org

"এটা দেখা যাবে না। তুমি দিয়েছ এটা আমাকে। হ্যা, তুমি দিয়েছ।" ঝিকিয়ে উঠল খানের চোখ দুটো, ওর কণ্ঠে একটা আবেগের কাঁপুনী রয়েছে, লজ্জাজনক হলেও যেটাকে দূর করতে পারল না। "আর তারপর তুমি ফেলে রেখে এসেছিলে আমাকে জঙ্গলে যাতে আমি মরি–"

খানের ডান পায়ের পাশে ছাদের একটা টাইল্‌সে লেগে ছিটকে গেল একটা বন্দুকের গুলি। লাফিয়ে পেছনে সরে গেল খান। এলিভেটর ভেন্টের ইঁটের দেয়ালটার আড়ালে লুকোনোর সময় দ্বিতীয় গুলিটা আরেকটু হলে ওর কাঁধেই লাগত।

বর্ন মাথা ঘোরালো, সিঁড়ির ওপরের অংশে নিচু হয়ে থাকতে দেখল অ্যানাকাকে। পিস্তলটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে সে। সাবধানে সামনে এগিয়ে এল অ্যানাকা। বর্নের দিকে তাকানোর ঝুঁকিটা নিল সে একবার। "ঠিক আছতো?"

মাথা ওপর-নিচ করল বর্ন আর সেই মুহূর্তেই সময় বুঝে লাফিয়ে বেরিয়ে এল খান নিজের লুকোনোর জায়গা ছেড়ে। ছাদের কিনারার দিকে দৌড়ালো ও, পরের বিল্ডিংটায় চলে গেল লাফিয়ে। বর্ন খেয়াল করল অন্ধের মত গুলি করার বদলে নিজের পিস্তল সরিয়ে রেখে ওর দিকে ঘুরল অ্যানাকা।

"ঠিক থাকবে কি করে?" জিজ্ঞেস করল সে। "তোমার সারা গায়ে রক্ত।"

"স্রেফ আমার নাক থেকেই বেরিয়েছে।" উঠে বসার সময় মাথাটা ফাঁকা লাগল ওর। অ্যানাকার সন্দিগ্ধ হাবভাব দেখে যোগ করতে বাধ্য হল। "সত্যি, দেখে মনে হয় অনেক রক্ত, আসলে কিচ্ছু না।"

আবার রক্ত পড়া শুরু হওয়ায় ওর নাকে একগাদা টিস্যু চেপে ধরল অ্যানাকা।

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

নিজের কথা দিয়ে বর্নের কথাগুলো সরিয়ে দিলো অ্যানাকা। "তুমি তো বলেছিলে হোটেলে গিয়ে কিছু একটা নিতে হবে তোমার। তাহলে এখানে উঠে এলে কেন আবার?"

ধীরে ধীরে উঠে অ্যানাকার সাহায্যে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল বর্ন। "একটু দাঁড়াও।" খানের দিকে তাকিয়ে নিল অ্যানাকা, তারপর আবার বর্নের দিকে তাকাল। রহস্য উন্মোচনের ছাপ তার চেহারায়। "এই লোকই তাহলে আমাদের ওপর নজর রাখছিল। তাই না? আমরা যখন মোলনারের অ্যাপার্টমেন্টে ছিলাম তখন পুলিশ ডেকেছিল সে।"

"জানি না।"

মাথা নাড়ল অ্যানাকা। "তোমার কথায় বিশ্বাস নেই আমার। তুমি কেন আমার কাছে মিথ্যে বলেছিলে, তার একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এটা তুমি আমাকে আঁতকে দিতে চাও নি কারণ তুমি আমাকে বলেছিলে আমরা এখানে নিরাপদে আছি।"

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বর্ন, তারপর টের পেল অ্যানাকাকে সত্য কথাটা বলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। "যখন আমরা ক্যাফে থেকে ফিরেছিলাম তখন পিয়ানো

BanglaBook.org

বেঞ্চটার ওপর নতুন কিছু আঁচড়ের দাগ দেখতে পেয়েছিলাম আমি।"

"কি?" চোখ বড় বড় করল অ্যানাকা, মাথা নাড়ল। "বুঝতে পারছি না আমি।"

খানের ডান কানের ইলেকট্রনিক রিসিভারটার কথা ভাবল বর্ন। "অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে চল, তোমাকে দেখাচ্ছি।"

ও খোলা ডোরওয়েটার দিকে হেটে চলল কিন্তু অ্যানাকা দ্বিধা করছে। "আমি জানি না।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্লান্তভাবে প্রশ্ন করল ও, "কি জান না তুমি?"

অ্যানাকার চেহারায় একটা কঠিন ভাব এল, সেই সাথে রয়েছে কেমন একটা অনুতপ্ত ভাব। "তুমি আমাকে মিথ্যে বলেছো।"

"তোমাকে রক্ষা করার জন্য বলেছিলাম, অ্যানাকা।"

অ্যানাকার বড় বড় চোখ দুটো চকচক করছে। "তোমাকে এখন কি করে বিশ্বাস করব আমি?"

"অ্যানাকা–"

"প্লিজ, বলো, কারণ আমি সত্যিই জানতে চাই," নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল অ্যানাকা, আর বর্ন জানে যে এখন সিঁড়ির দিকে এক পা-ও যাবে না সে। "আমার একটা উত্তর চাই যেটাকে আমি আঁকড়ে ধরে রাখতে পারি আর বিশ্বাস করতে পারি।"

"তুমি কি বলাতে চাও আমাকে দিয়ে?"

হাত তুলল অ্যানাকা তারপর দু'পাশে হাত দু'টোকে পড়তে দিয়ে ক্লান্তিতে নিঃশেষ হবার ভঙ্গি করল। "কি করছো সেটা দেখতে পাচ্ছ না, আমি যা যা বলছি সব উল্টিয়ে দিচ্ছ?" মাথা নাড়ল সে। "এভাবে মানুষকে ত্যাক্ত করতে শিখলে কোথায় থেকে তুমি?"

"বিপদের ঝুঁকি থেকে দূরে রাখতে চেয়েছি আমি তোমাকে," বর্ন বলল। ওর মনে গভীর আঘাত দিয়েছে অ্যানাকা, আর সতর্কভাবে ভাবলেশহীন আচরণ করা সত্ত্বেও ওর মনে হল যে অ্যানাকা সেটা বুঝে গেছে। "আমি ভেবেছিলাম আমি ঠিক কাজটাই করছিলাম, এখনো তাই মনে করি, যদি সেটা করার জন্য অল্প সময়ের জন্য তোমার কাছ থেকে সত্য আড়াল করতে হয়, তবুও।"

অনেকক্ষণ ধরে ওর দিকে চেয়ে রইল অ্যানাকা। ঝড়ো হাওয়াটা তার তামাটে চুলকে ভাসিয়ে নিচ্ছে, পাখির ডানার মত উড়িয়ে দিচ্ছে। ফো উটকা থেকে কয়েকটা কণ্ঠস্বরের কোলাহল শোনা গেল, মানুষ জানতে চাচ্ছে ওটা কিসের শব্দ ছিল, কোনো গাড়ি কি ব্যাকফায়ার করছিল নাকি অন্য কিছু? কোনো জবাব নেই, আর এখন, একটা কুকুরের নিয়মিত ঘেউঘেউ বাদে, এলাকাটা আবার নীরব হয়ে পড়েছে।

"তুমি ভেবেছিলে পরিস্থিতিটা সামলাতে পারবে," অ্যানাকা বলল। "তুমি ভেবেছিলে তুমি ওর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে।"

BanglaBook.org

সামনের দিকের কার্নিশের পাঁচিলটার দিকে আড়ষ্ট পায়ে হেটে গেল বর্ন, নিচের দিকে ঝুঁকল। সব ঝামেলার বিরুদ্ধে বহাল তবিয়তে এখনো ভাড়া করা গাড়িটা ওখানেই আছে। ফাঁকা অবস্থায়। হয়তো এটা খানের নয়, অথবা খান, এখনো দৃশ্যপট ছেড়ে ভাগে নি। খানিকটা কষ্টের সাথে সোজা হয়ে দাঁড়াল বর্ন। ঢেউয়ের মত আসছে ব্যাথাগুলো। আঘাতের শকের সময় শরীরের যেসব এন্ড্রোফিন উৎপন্ন হয়েছিল সেগুলো মিলিয়ে যেতে শুরু করায় ওর সচেতন তার ওপর আরো জোরে এসে ভাঙছে ঢেউগুলো। ওর শরীরের সব হাড়ই যেনো ব্যথা করছে। কিন্তু চোয়াল আর পাঁজরের ব্যথার কাছে সেগুলো কিছুই নয়।

শেষপর্যন্ত অ্যানাকার প্রশ্নের সত্যিকার জবাব দেবার রস খুঁজে পেল ও নিজের মাঝে। "আমার তাই মনে হয়। হ্যা, আমি তাই ভেবেছিলাম।"

একটা হাত তুলল অ্যানাকা, গাল থেকে চুল সরালো। "সে কে, জেসন?"

এই প্রথমবার ওকে ওর ডাক নাম ধরে ডেকেছে অ্যানাকা কিন্তু সেটা কমই খেয়াল করল বর্ন। এই মুহূর্তে চেষ্টা করছে অ্যানাকাকে এমন একটা উত্তর দিতে যেটার ফলে ও নিজে সন্তুষ্ট হবে।

যে বিল্ডিংটার ছাদে খান লাফিয়ে পড়েছিল, সেটার সিঁড়ির ওপর শুয়ে সামনের বৈশিষ্ট্যহীন ছাদটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। অপেক্ষা করছে কখন বর্ন এসে ওকে ধরবে। অথবা, ধাক্কার ফলে বিক্ষিপ্ত ওর মনটাতে বিভ্রান্ত চিন্তা এল, নাকি ও অপেক্ষা করছে কখন অ্যানাকা ডেভাস ওর দিকে পিস্তলটা তাক করে ট্রগার টানবে তার জন্য? এখন এই মুহূর্তে গাড়িটাতে চড়ে পালানোর কথা ছিল ওর। অথচ এই জায়গায় পড়ে আছে, মাকড়শার জালে আটকা পড়া মাছির মত নিশ্চল হয়ে।

ওর এলোমেলো মন ভেসে গেল অনেকগুলো 'উচিত ছিল' দিয়ে। প্রথম দেখাতেই বর্নকে মেরে ফেলা উচিত ছিল কিন্তু ওর তো তখন একটা প্ল্যান ছিল, এমন এক প্ল্যান যার একটা অর্থ আছে, যেটাকে ও নিজে অনেক যত্নে গড়ে তুলেছিল, যেটা ওকে এনে দেবে–অন্তত তখন ওর বিশ্বাস ছিল বর্নের ওপর নিতে থাকা চরম প্রতিশোধের বাকিটুকু সম্পূর্ণ করতে। প্যারিসের দিকে যেতে থাকা প্লেনের কার্গো হোল্ডেই বর্নকে খুন করা উচিত ছিল। অবশ্যই ও চেষ্টা করেছিল, যেমনটা চেষ্টা করেছিল খানিক আগে।

নিজেকে ও সহজেই বোঝাতে পারে অ্যানাকা ভেডাস বাধা দিয়েছিল। কিন্তু তীব্র, অপ্রতিরোধ্য সত্যটা হচ্ছে অ্যানাকা জায়গাটাতে আসার আগেই ও সুযোগ পেয়েছিল আর সুযোগ পেয়েও সেটাকে কাজে লাগাতে মনস্থ করতে পারে নি।

কেন? জবাবটা দিতে গিয়ে ও একদমই হতবুদ্ধি। ওর মনে এমনিতে হ্রদের মত

BanglaBook.org

শান্ত থাকলেও বর্তমানকে অসহনীয় লাগছে ওর, এক স্মৃতি থেকে অন্য স্মৃতিতে ভেসে বেড়াতে লাগল, যে বছরগুলোতে ভিয়েতনামিজ অস্ত্র পাচারকারীর সাথে ছিল তখন ওকে যে রুমটাতে আটকে রাখা হত সেটার কথা মনে করল, মিশনারি রিচার্ড উইক ওকে উদ্ধার করার আগে নিজের স্বাধীনতার স্বল্প সময়টুকুর কথা ভাবল। উইকের বাড়ির কথা স্মরণ করল ও, মুক্ত স্থান আর স্বাধীনতার ভাবটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবার কথা ভাবল, খেমার রুজদের সাথে থাকার আতঙ্কজনক সময়ের কথা ভাবল।

সবচেয়ে খারাপ অংশটা যেটাকে ও ভোলার চেষ্টা করেছে বহুবার, শুরুর দিকে ও খেমার রুজ দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ব্যাপারটা অনেকটাই ভাগ্যের পরিহাস, কারণ প্যারিসে প্রশিক্ষণ পাওয়া একদল তরুণ কম্বোডিয়ান প্রগতিবাদী সৃষ্টি করেছিল ওই দর্শন, আর এর মূল কাঠামোর ভিত্তি ছিল ফরাসি নাস্তিক্যবাদ। "অতীত হচ্ছে মৃত্যু। একটা নতুন ভবিষ্যত গড়ার জন্য সব ধ্বংস কর।" খেমার রুজদের মন্ত্র এটাই, ওদের অন্য দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা চিন্তাধারা ধুয়ে মুছে যাবার আগপর্যন্ত ওরা এটার পুণরাবৃত্তি করেছে বহুবার।

বিশ্বের প্রতি ওদের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে খানকে প্রাথমিকভাবে আকৃষ্ট করবে সেটা কমই বিস্ময়ের ব্যাপার–সে নিজে একজন দুর্দশাগ্রস্ত উদ্বাস্তু, পরিত্যাক্ত, চরমভাবে অবহেলিত, যে কিনা অনেকটাই পরিস্থিতির শিকার। খানের কাছে অতীত ছিল মৃত্যু ওর চুর্ণ স্বপ্নের সাক্ষী। কিন্তু সে যদি এসব থেকে ধ্বংস করা শিখে থাকে, তাহলে তার কারণ হচ্ছে এগুলোই ওকে আগে ধ্বংস করেছিল।

ওর পরিত্যাক্ত হওয়ার গল্পে সন্তুষ্ট হয় নি খেমার রুজরা, ওরা ধীরে ধীরে অবদমন করতে লাগল খানের জীবনকে, যেনো প্রতিদিন ওর শক্তি বের করে নিতে লাগল রক্তক্ষণের মাধ্যমে। ওর সাথে যে লোকটা কথা বলতো সে যেমন বলেছিল, ওরা চায় ওর মন থেকে সবকিছু মুছে ফেলতে; ওরা চায় একটা ফাঁকা স্লেট, যেটাতে ওরা লিখতে চায় ওদের সবার আরাধ্য ভবিষ্যতের কথা। হাসতে হাসতে ওই বক্তা বলেছিল, খানের ভালর জন্যই ওর রক্তক্ষরণ করে ওরা। প্রতিদিন ওই বক্তা ওকে পড়ে শোনাতো ওদের ম্যানিফেস্টোর অংশ বিশেষ, আর পড়ে শোনাতো তাদের নাম যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে খেমার রুজদের বিরোধীতা করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই বেশিরভাগ নামই খানের কাছে ছিল অপরিচিত কিন্তু কয়েকটা মংক আর ওর সমবয়সী কিছু ছেলের নাম ওর কাছে পরিচিত ছিল। কিছু কাল বাদে একটা নতুন বিষয় যোগ হয়েছিল ব্যাপারটাতে। বক্তা লোকটা ম্যানিফেস্টোর কিছু অংশ পড়ে শোনানোর পর খান ওই অংশটা আবার শুনতে চাইল। এরপর থেকে এমনটা করতেই থাকল ক্রমবর্ধমান জোরের সাথে।

একদিন পড়ে শোনানো আর খানের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা শেষ হবার পর,

BanglaBook.org

বিদ্রোহে বাধা দেবার কারণে যেসব লোককে সদ্য খুন করা হয়েছিল তাদের নাম পড়ে শোনাতে লাগল বক্তা। তালিকার শেষে ছিল রিচার্ড উইকের নাম। সেই মিশনারি যে খানকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল তাকে সভ্য করে নিয়ে যেতে পারবে ঈশ্বরের পথে। এই খবর শুনে খানের ভেতরে যে কিরকম আবেগের ঝড় বয়ে গেল তা বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু সেইসাথে ওর ভেতরে বাড়ছিল একাকী হওয়ার ভাবটাও। মুক্ত পৃথিবীর সাথে ওর শেষ সংযোগটাও নষ্ট হয়ে গেল। একেবারে সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ল সে। ল্যাট্রিনের একান্ত নির্জনতায় বসে কেঁদেছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, যদিও তার কারণ জানা নেই, যদি কখনো একজন মানুষকে খান ঘৃণা না করে থাকে সেটা হল এই রিচার্ড উইক, যে ওকে ব্যবহার করে ছিল, মানসিক নির্যাতন করেছিল। আর এখন তার মৃত্যুতে কাঁদছে ও।

পরে ওই দিনই বক্তা লোকটা ওকে বের করে এনেছিল কংক্রিটের বাঙ্কার থেকে, যেখানে ওকে আটকে রাখা হয়েছিল ধরার পর থেকে। বৃষ্টি পড়ছিল জোরে, আর আকাশও ছিল মেঘে ঢাকা কিন্তু দিনের আলোয় চোখ পিট পিট করছিল ও। বহু সময় পেরিয়ে গেছে; এসে গেছে বর্ষাকাল।

সিঁড়ির ওপর শুয়ে থাকা খানের মনে হল বেড়ে ওঠার সময়টাতে নিজের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না ওর। সবচেয়ে বিস্ময়ের আর কষ্টের ব্যাপার হল এখনো নিয়ন্ত্রণ নেই ওর। ও একটা ধারণার মধ্যে ছিল ও একজন ফৃ এজেন্ট। ওর বিশ্বাস ছিল বহু যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে ও সেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে যেখানে ফৃ এজেন্টদের জয়জয়কার। ও এখন বুঝতে পারছে যখন থেকে স্পালকোর প্রথম অর্ডারটা নিয়েছিল তখন থেকেই স্পালকো সুতোয় বেঁধে নাচাচ্ছিল ওকে। এখনও সেটাই করছে, অন্য কিছু না।

যে শেকলে খান আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা সেটা যদি ও কখনো ভাঙ্গতে চায় তাহলে তার ব্যাপারে কোনো ফয়সালা করতেই হবে। ও জানে স্পালকোর সাথে শেষ যখন ফোনে আলাপ করছিল তখন তার সাথে অভদ্র আচরণ করে ফেলেছে। এখন সেটা ভেবে অনুতাপ হচ্ছে। হঠাৎ চাড়া দিয়ে ওঠা ওই রাগটা ওর চরিত্রের সাথে মোটেই খাপ খায় না, আর স্পালকোর সামনে নিজের চালটা খসে পড়া ছাড়া আর কোনো লাভই হয় নি ওতে। কিন্তু তারপর খান বুঝতে পারল, ওল্ড টাউন আলেকজান্দ্রিয়ার পার্ক বেঞ্চটাতে বর্ন ওর পাশে বসার পর থেকে ওর স্বভাবগত শীতল খোলসটা নেই হয়ে গেছে। আর এখন ওর মনে এমন সব আবেগ হুটহাট করে ভেসে উঠতে শুরু করেছে যেগুলোর নামও জানে না সে। ওর সচেতনতাকে দলা পাকিয়ে দিচ্ছে। ওর একাগ্রতায় ভজঘট বাঁধিয়ে দিচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটা ঝাঁকুনি খেল খান। জেসন বর্নের বিষয়টা উপস্থিত হবার পর থেকে ও জানে না ও কি চায়।

উঠে বসল খান, চারপাশে তাকাল। নিশ্চিত, ওর একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে।

BanglaBook.org

উঠে একটা হাত রাখল ও রেলিংয়ে, লাফ দেবার জন্য টানটান করে রেখেছে পেশী। আর তারপর আবার শোনা গেল ওটা। মাথাটা ঘুরে উঠল খানের। ওই শব্দটা কিসের? এর আগে কোথায় শুনেছে ওটাকে?

ওর হার্ট দ্রুত ধুকপুক করছে, যেনো উঠে এসেছে গলায়। শব্দটা যেনো সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে, ওর মনের ভেতর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আর সে কারণেই ও আবার ডাকতে শুরু করল : "লি-লি! লি-লি!"

কিন্তু লি-লি জবাব দিতে পারল না। লি-লি এখন মৃত।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

খাদটার সবচেয়ে উত্তর দিকের দেয়ালে সবচেয়ে বড় ফাটলটার ভেতরে লুকিয়ে আছে মঠটার আন্ডারগ্রাউন্ড প্রবেশপথ। ঢলে পড়া সূর্যের আলোতে বোঝা যাচ্ছে ফাটলটা একটা গিরিসঙ্কটের মতই বড় আর নিশ্চয়ই বহু শতাব্দী আগে সন্ন্যাসীরা এটা দেখেই নিজেদের নিরাপদ আবাস স্থাপন করেছিল এখানে। হয়তো তারা ছিল সন্ন্যাসীযোদ্ধা, অন্তত নৃশংস যুদ্ধ আর রক্তপাতের প্রচলিত কাহিনী শুনে আর নিজেদের আবাস নিরাপদ রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবলে তাই মনে হয়।

নিঃশব্দে গিরিসঙ্কটটার দিকে এগিয়ে চলল দলটি, সূর্যকে অনুসরণ করছে তারা। এখন স্পালকো আর জিনার মাঝে তেমন কোনো কথা হচ্ছে না, ওদের মাঝে কি হয়ে গেছে তার কোনো চিহ্ন নেই। যদিও যা হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণই ছিল। একভাবে বলতে গেলে, এটা গীর্জার প্রার্থনা সঙ্গীতের মত; যে কোনো ক্ষেত্রেই এটা একটা শক্তি, আর আনুগত্য ছড়িয়ে দেয় যার গোপনীয়তা আর নৈঃশব্দ শুধুমাত্র এটার প্রভাবের দিকগুলোকেই বৃদ্ধি করে। স্পালকো যেনো আরো একবার একটা ঢিল ছুঁড়ে মেরেছে একটা শান্ত পুকুরে, স্রেফ বসে বসে এটা দেখবার জন্য তৈরি হওয়া ঢেউগুলো কি করে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে, পুকুরের স্বাভাবিক ধর্ম আর তার বাসিন্দাদের জীবনে কি রকম প্রভাব ফেলে।

ছায়াতে চলে আসার পর ওদের পিছনের সূর্যালোকিত পাথরগুলো দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেল। নিজেদের লাইট জ্বালল ওরা। এখন স্পালকো আর জিনার পাশাপাশি আরো দু'জন লোক আছে, তৃতীয় জনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কাজাস্তজাকিস এয়ারপোর্টে, যেখানে অপেক্ষা করছে সার্জন। হালকা নাইলনের ব্যাগ পরে আছে ওরা। ব্যাগের ভেতরে পোরা আছে সব রকম দরকারী হাতিয়ার, টিয়ার গ্যাসের ক্যানিস্টার থেকে শুরু করে সুতোর বল পর্যন্ত। স্পালকো জানে না কাদের মুখোমুখি পড়তে হবে, তাই কোনো রকম ঝুঁকি নিচ্ছে না সে।

লোক দুটো আগে ঢুকল, ওদের কাঁধ থেকে চওড়া স্ট্র্যাপের মাধ্যমে ঝুলতে থাকা সেমি-অটোমেটিক বন্দুকগুলো ব্যবহারের জন্য তৈরি। গিরিসঙ্কটটা সরু হয়ে এল, একটা লাইনের মত সারিতে হাটতে বাধ্য করল ওদেরকে। দ্রুতই অবশ্য একটা পাথরের দেয়ালের আড়ালে হারিয়ে গেল আকাশটা, আর ওরা নিজেদেরকে আবিষ্কার করল একটা গুহার ভেতরে। জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে আর ছাতাপড়া, বিশ্রী দুর্গন্ধ আর দেহাবশেষে ভরা।

"খোলা কবরের মত গন্ধ বেরোচ্ছে," এক লোক বলল।

"দেখ!" চেঁচাল অন্যজন। "হাড়গোড়।"

BanglaBook.org

থামল ওরা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীর হাড়ের ওপর একত্রিত হল ওদের আলোগুলো। অবশ্য আরো শ'খানেক মিটার যাবার পরে ওরা আরো বড় কোনো প্রাণীর উরুর হাড়ের দেখা পেল।

হাড়টা হাতে নেবার জন্য নিচু হল জিনা।

"নিও না," প্রথম লোকটা বলল। "মানুষের হাড় নাড়াচাড়া করলে সেটা দুর্ভাগ্য বয়ে আনে।"

"কি আবোল তাবোল বকছো? প্রত্নতাত্ত্বিকরা তো সব সময় নাড়াচাড়া করে।" হাসল জিনা। "তাছাড়া, এটা হয়তো মানুষের হাড়ই নয়।" যাইহোক ধুলোময় মেঝেতে হাড়টা আবার ফেলে দিলো সে।

পাঁচ মিনিট পর একটা মানুষের খুলির চার ধারে জড়ো হয়ে থাকতে দেখা গেল ওদের। লাইটের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে ভুরুর হাড়ের উঁচু জায়গাটায়, চোখের শূন্য কোটরে ফেলছে গাঢ় ছায়া।

"কি মনে হয়, কি কারণে মরেছে?" জিনা জিজ্ঞেস করল।

"খুব সম্ভবত, অরক্ষিত অবস্থায় পড়ার ফলে," বলল স্পালকো। "কিংবা তেষ্টায়।"

"বেচারা।"

চলতে থাকল ওরা, যে পাথরের ভিত্তি বা বেডরকের ওপর মঠটা স্থাপিত তার আরো গভীরে ঢুকে যাচ্ছে। যতই ওরা যেতে থাকল হাড়গোড়ের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। এখনকারগুলো সবই মানুষের হাড়, আর বেশিরভাগই ভাঙা কিংবা ফাটা।

"আমার মনে হয় না এসব লোক অরক্ষিত অবস্থার কারণে কিংবা তেষ্টার কারণে মরে ছিল," বলল জিনা।

"তাহলে কি কারণে?" লোক দু'জনের একজন জিজ্ঞেস করল কিন্তু উত্তর দিলো না কেউ।

কাঠখোট্টা গলায় ওদেরকে চলতে থাকার নির্দেশ দিলো স্পালকো। তার হিসেবে মতে মঠটার বাইরের দেয়ালগুলো ঠিক নিচের জায়গাটায় ওরা প্রায় পৌছে গেছে। সামনে এগোনোর পর ওদের আলো পড়ল একটা অস্বাভাবিক কাঠামোর ওপর।

"গুহাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে।" লোক দু'জনের একজন বলল। প্রথমে বামের প্যাসেজটা তে আলো ফেলল ও, তারপর ডানেরটাতে।

"গুহা কখনো শাখায় বিভক্ত হয় না," বলল স্পালকো। লোক দু'জনকে ঠেলে এগিয়ে গেল সে। বামের পথটা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিলো। "এটার শেষ মাথা বন্ধ।" অন্য গুহাপথটার কিনারাগুলোতে হাত বুলিয়ে দেখল সে। "এটা মানুষের হাতে বানানো।" বলল সে। "বহু বছর আগের কাজ, সম্ভবত যখন মঠটা প্রথম বানানো হয়েছিল তখনকার।" ডানের গুহাপথটার শুরুতে পা ফেলল সে, তার কণ্ঠস্বর

BanglaBook.org

প্রতিধ্বনিত হল অদ্ভুতভাবে। "হ্যা, এটা এগিয়ে গেছে বটে কিন্তু অনেক বাঁক আর মোড় আছে।"

যখন সে ফিরে এল চেহারায় একটা গম্ভীর ভাব দেখা গেল তার। "আমার মনে হয় না এটা আদৌ কোনো প্যাসেজ," বলল সে। "ড. শিফারকে লুকোতে মোলনার যে এই জায়গাটাই বেছে নিয়েছিল তাতে অবাক হবার কিছু নেই। আমার তো মনে হয় একটা গোলকধাঁধার দিকে যাচ্ছি আমরা।"

লোক দু'জন একে অন্যের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

"যদি তাই হয়," জিনা বলল, "তাহলে ফেরার পথ খুঁজে পাব কি করে?"

"ভেতরে কি পাওয়া যাবে সেটা জানার কোনো উপায় নেই।" স্পালকো একটা আয়তাকার জিনিস বের করল, আকারে এক তাড়া তাসের চাইতে বড় হবে না। ওটা কিভাবে কাজ করে তা জিনাকে দেখাতে গিয়ে দাঁত বের করে হাসল সে। "একটা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম। আমাদের যাত্রা শুরুর জায়গাটা এইমাত্র ইলেকট্রনিকভাবে মার্কিং করে দিয়েছি।" মাথা ঝাঁকাল সে। "চল যাই।"

অবশ্য নিজেদের পথের ত্রুটি আবিষ্কার করতে মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগল না ওদের, আর খানিক বাদেই গোলকধাঁধার বাইরে আবার এক হল ওরা।"

"কি হয়েছে?" জিনার প্রশ্ন।

স্পালকোর ভুরু কুঁচকে আছে, "জিপিএস'টা এখানে কাজ করে নি।"

মাথা নাড়ল জিনা। "তোমার কি মনে হয়, কি সমস্যা হয়েছে?"

"মনে হয় পাথরের কোনো খনিজের কারণে স্যাটেলাইটের সিগ্যন্যাল আসতে পারছে না," স্পালকো বলল। গোলোকধাঁধাটার ভেতরে জিপিএস কেন কাজ করছে না, সে বিষয়ে যে তার কোনো ধারণা নেই সেটা হেতা আর অন্যদেরকে বলা যায়ং না। তার বদলে নিজের ব্যাকপ্যাক খুলে একটা সুতোর বল বের করল সে। "থিসিউসের কাছ থেকে শেখা বুদ্ধি ব্যবহার করবো আমরা। সুতোর বল থেকে সুতো ছাড়তে ছাড়তে যাবো আমরা।"

অনিশ্চিতভাবে বলটার দিকে তাকালো জিনা। "মাঝপথে যদি সুতো শেষ হয়ে যায়?"

"থিসিউসের সুতো শেষ হয় নি," বলল স্পালকো। "আর আমরা তো এরইমধ্যে মঠের দেয়ালের ভিতরে এসে গেছি। আশা করি আমাদের সুতোও শেষ হবে না।"

BanglaBook.org

একঘেয়ে লাগছে ড. ফেলিক্স শিফারের। তার রক্ষাকারীদের ক্যাডাররা তাকে রাতের অন্ধকারে ক্রিটে নিয়ে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত তাদের সব কথাই তিনি মেনে চলেছেন। তারা ক্রিটে আসার পর থেকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে। কোনোখাকে তাকে নিয়ে এক জায়গায় তিন দিনের বেশি থাকে নি। আইরাকলিওনের

বাসাটা পছন্দ হয়েছিল শিফারের কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটাও একঘেয়ে উঠতে শুরু করে। করার মত কিছুই ছিল না। খবরের কাগজ চাইলেও তারা তা দেয় নি। রেডিও চেয়েও পান নি। টেলিভিশন তো ওখানেও ছিলই না। তিনি ধারণা করেছিলেন, টিভি থাকলেও ওরা সেটা তার কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছিল। বিষন্ন মুখে ভাবলেন তিনি, তবুও বাসাটার বাইরের দৃশ্য বেশ ভাল ছিল, অন্তত এখানকার এবরোথেবরো পাথরের জঞ্জালের চেয়ে। শোবার জন্য একটা খাট আর উষ্ণতার জন্য আগুন ছাগা এখানে কিছু নেই। তবে লোকগুলোর জন্য ভারি খাট, ওয়ার্ডরোব আর ফোল্ডিং চেয়ার আনা হয়েছে। কোনো টয়লেট খোড়া হয় নি। প্রাঙ্গণে একটি শৌচালয় বসানো হয়েছে যার দুর্গন্ধ এই মঠের ভেতরেও চলে এসেছে। এই জায়গাটা দিনের বেলাতেও স্যাঁতসেতে আর বিষন্ন। আর রাতের বেলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যায়। কোনো কিছু পড়ার মত আলো নেই, আর আসলে পড়ার মত কিছু নেইও এখানে।

এখন মুক্তির জন্য আঁকুপাকু করছেন তিনি। যদি তিনি ঈশ্বরকে ভয় করতেন, তাহলে এখান থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রার্থনা করতেন। লাসজলো মোলনারকে দেখার কিংবা অ্যালেক্স ককলিনের সাথে কথা বলার পর বহু দিন পেরিয়ে গেছে। এ বিষযে যখন তিনি তার রক্ষাকারীদেরকে প্রশ্ন করেছেন তখন ওরা কেবল একটা জবাবই দিয়েছে নিরাপত্তা। কারো সাথে যোগাযোগ করাটা নিরাপদ নয়। ওরা শিফারকে বহুবার বলেছে শীঘ্রই তার বন্ধু আর সাহায্যকারীর সাথে দেখা করতে পারবেন। কিন্তু তিনি যখন জিজ্ঞেস করেছেন, দেখাটা কখন হবে তখন তারা কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরে গেছে তাদের অন্তহীন তাস খেলায়। শিফার টের পেয়েছেন তারাও একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হয়ে গেছে, অন্তত যারা গার্ড ডিউটিতে নেই তারা তো বটেই।

মোট সাতজন লোক। আসলে আরো বেশিই ছিল কিন্তু বাকিরা রয়ে গেছে আইরাকলিওনে। কিন্তু লোকগুলোর টুকরো টাকরা কথা শুনে তিনি যা বুঝেছেন তা হল, এতক্ষণে এসে পড়ার কথা ছিল বাকিদের, তারপর থেকে আজ কোনো তাসের খেলা যাচ্ছে না। সব সদস্যই পেট্রলে আছে। বাতাসে ভেসে বেড়ানো উদ্বেগটা শিফারকে অস্থির করে তুলেছে।

ড. শিফার বেশ লম্বা। তীক্ষ্ণ নীল চোখ তার। এক মাথা সল্ট-এন্ড পিপার রঙের চুলের নিচে শক্ত গড়নের নাক। ডিএপিআরএ-তে যোগ দেবার আগে আরো বেশি দৃশ্যমান ছিলেন তিনি, যখন তাকে বুট বেকারাক-এ নেয়া হয়েছিল। মিশুক ছিলেন না তিনি, তাই জানতেন না মানুষের সাথে কিরকম আচরণ করতে হয়। বোকার মত বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে অন্যদিকে ঘুরতেন তিনি। কিন্তু তার অবধারিত লজ্জাবোধ টার জন্য শুধু মানুষ তাকে আরো বেশি করে ভুলই বুঝত।

উঠলেন তিনি, ঘরটার মধ্যে অলসভাবে হাটতে হাটতে জানালার কাছে গেলেন। কিন্তু একজন ক্যাডারের বাধা পেয়ে ঘুরলেন।

BanglaBook.org

"সিকিউরিটি," বলল মার্সেনারি, টেনশনের ভাবটা তার চোখে দেখা না গেলেও শ্বাস প্রশ্বাসে অনুভব করা যাচ্ছে।

"সিকিউরিটি। সিকিউরিটি। এই শব্দটা শুনতে শুনতে শেষ হয়ে যাচ্ছি," শিফার চটে উঠলেন।

যাইহোক, যে চেয়ারটায় তার বসে থাকার কথা সেটার কাছে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে। বাতাসের আর্দ্রভাবের কারণে কেঁপে উঠলেন তিনি।

তার অস্থিরতা দেখে দ্রুত হেটে এল ক্যাডারদের লিডার শন কিগান। "দয়া করে বসে পড়ুন, ডক্টর।"

"কিন্তু আমি–"

"এটা আপনার নিজের ভালর জন্যই," কিগান বলল। কালো চুল আর চোখওয়ালা সেইসব আইরিশদের মত সে, যাদের রক্ষ এবড়োখেবড়ো চেহারা দৃঢ়সংকল্পে গম্ভীর হয়ে থাকে, যাদের শরীর হয় রাস্তার গুন্ডাদের মত পাকানো পেশীযুক্ত। "আপনাকে নিরাপদ রাখার জন্য ভাড়া করা হয়েছে আমাদেরকে, আর আমরা এই দায়িত্বটা সিরিয়াসভাবে নিয়েছি।"

বাধ্য ছেলের মত বসলেন শিফার। "কেউ কি আমাকে দয়া করে বলবে, কি হচ্ছে?"

কিগান তার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কি বলবে সেটা মনস্থ করে চেয়ারটার কাছে গেল সে। নীচু স্বরে বলল, "আপনাকে বলতে নিষেধ করা হয়েছে আমাকে কিন্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটা আপনি জানলেই ভাল হবে।"

"কি?" শিফারের মুখটা দেখাচ্ছে পাংশু, ছোপ ছোপ দাগপড়া, "কি হয়েছে?"

"অ্যালেক্স ককলিন মারা গেছেন।"

"ওহ্, ঈশ্বর, না।" নিজের হঠাৎ ঘেমে ওঠা মুখটা হাত দিয়ে মুছলেন শিফার।

"আর লাসজলো মোলনারের কোনো সাড়াশব্দ আমরা পাই নি দু'দিন ধরে।"

"ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।"

"শান্ত হোন, ডক্টর। এটা খুবই সম্ভব মোলনার নিরাপত্তাগত কারণে যোগাযোগ বন্ধ রেখেছেন।" কিগান তার চোখে চোখে রাখল। "অন্যদিকে আবার যে লোকদেরকে আমরা আইরাকলিওনে ছেড়ে এসেছিলাম তারা উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়েছে।

"আমিও সেটা বুঝতে পেরেছিলাম," শিফার বললেন। "তোমার কি মনে হয়...অযাচিত কিছু হয়েছে তাদের?"

"সেটা অস্বীকার করতে পারি না আমি।"

শিফারের চেহারা চকচক করছে। ভয়ের কারণে ঘেমে যাওয়াটা ঠেকাতে পারছেন না তিনি। "সম্ভব স্পালকো জেনে গেছে আমি কোথায় আছি। সম্ভবত সে এখানে, ক্রিটে এসে গেছে।"

BanglaBook.org

কিগানের মুখটা পাথরের মত স্থির। "তর্কের খাতিরে সেটা ধরে নিয়েই কাজ করছি আমরা।"

শিফারের আতঙ্ক তাকে খেপিয়ে তুলল। "তাহলে," যেনো জানার জন্য দাবি করলেন তিনি, "তোমরা এ ব্যাপারে কি করছো?"

"চার ধারের উঁচু বাঁধগুলোকে মেশিন পিস্তলওয়ালা লোকের পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় না চারপাশের এই গাছপালাবিহীন এলাকার ওপর দিয়ে অরক্ষিতভাবে আক্রমণ করার মত গাধামি স্পালকো করবে।" মাথা নাড়ল কিগান। "না, সে যদি এখানে এসে থাকে, আপনার পেছনে ছোটে, তাহলে সেটা করা ছাড়া কোনো উপায় তার থাকবে না।" উঠে দাঁড়াল সে, নিজের মেশিন পিস্তল কাঁধে ঝোলালো। "তার মানে গোলাকধাঁধাটার ভিতর দিয়ে আসবে সে।"

দলবল নিয়ে গোলোকধাঁধার ভেতরে থাকা স্পালকো যে বাঁকগুলো নিচ্ছিল আর মোড়গুলো ঘুরছিল, প্রতিবার পরপরই আরো বেশি করে অস্থির হয়ে উঠছিল সে। মঠটার দিকে গোলোকধাঁধা দিয়ে যাওয়া তো স্রেফ যুক্তির মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া যার অর্থ, ওরা খুব সম্ভবত একটা ফাঁদের দিকে এগিয়ে চলছে।

পেছনে তাকাল সে, দেখল সুতোর বলটার দুই তৃতীয়াংশ খরচ হয়ে গেছে। তারা নিশ্চয়ই এখন মঠটার কেন্দ্রের ঠিক নিচে বা তার কাছাকাছি আছে। আর সুতোর ট্রেইল দেখে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে ওরা গোলোকধাঁধাটায় গোল হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে না। গুহাপথের প্রত্যেকটা শাখা পেরোনোর সময় স্পালকোর বিশ্বাস সে ঠিক শাখাটাতেই ঢুকছে।

জিনার দিকে ঘুরে নিঃশ্বাসের সাথে বলল সে, "অ্যামুশের গন্ধ পাচ্ছি আমি। আমার মনে হয় রিজার্ভ হিসেবে এখানে থাকা উচিত তোমার," ওর ব্যাকপ্যাকটাতে চাপড় দিলো সে। "যদি সমস্যায় পড়ি আমরা তখন তো তোমার জানাই আছে কি করতে হবে।"

মাথা ওপর নিচ করল জিনা, তারপর বাকি তিনজন খানিকটা মাথা নুইয়ে চলতে শুরু করল। ওরা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার পরই জিনা মেশিন পিস্তলের গুলির শব্দ শুনতে পেল, দমকে দমকে ভেসে আসছে। দ্রুত ব্যাকপ্যাক খুলল সে, একটা টিয়ারগ্যাসের ক্যানিস্টার বের করল, সুতোর ধারাটা অনুসরণ করে ছুটল স্পালকোসহ দু'জন যেদিকে গেছে সেদিকে।

দ্বিতীয় কোণাটা দিয়ে উঁকি দিলো জিনা, নিজের রক্তের সাগরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখল ওদের দলেরই এক লোককে। স্পালকো আর অন্য লোকটা গান ফায়ারের কারণে উঠতে পারছে না, মাটিতে সেঁটে থাকছে বাঁধ্য হয়ে। এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখে জিনা বলতে পারে, দুটো আলাদা দিক থেকে আসছে বুলেটগুলো।

BanglaBook.org

ক্যানিস্টারটার পিন টেনে ওটাকে স্পালকোর মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিলো জিনা। মাটিতে পড়ে গড়িয়ে বাম দিকে চলে গেল ওটা, মৃদু হিসস শব্দে বিস্ফোরিত হল।

কাশি আর ওয়াক-ওয়াকের শব্দ শুনতে পেল ওরা। এতক্ষণে গ্যাস মাস্ক পরে নিয়েছে স্পালকোরা, দ্বিতীয় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আরেকটা ক্যানিস্টারকে ডানদিকে গড়িয়ে দিলো স্পালকো। ওদের আসতে থাকা গুলির ধারা থামলো বটে কিন্তু ততক্ষণে বুকে আর ঘাড়ে তিনটে বুলেট খেয়ে বসেছে তার অপর লোকটা। পড়ে গেল বেচারা, অসাড় ঠোঁটের মাঝ দিয়ে উঠছে রক্তের বুদবুদ।

স্পালকো আর জিনা দু'জন দু'দিকে সরে গেল, একজন ডানে একজন বামে। যে দু'জন মার্সেনারি গুলি ছুঁড়ছিল তারা টিয়ার গ্যাসে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, তাই উভয়েই মরল স্পালকো আর জিনার মেশিন পিস্তলের গুলিবর্ষণে। উপরে যাবার সিঁড়িটা একসাথেই দেখতে পেল ওরা দু'জন, ওটার দিকে এগিয়েও গেল একসাথে।

মন্দিরের কেন্দ্রের দিকে আতঙ্কিত ফেলিক্স শিফারকে টেনে নিতে নিতেই উঁচু বাঁধের ওপর টহল দিতে থাকা নিজের লোকদেরকে পজিশন আগে করে এখানে চলে আসতে বলছিল শন কিগান।

নিচের গোলোকধাঁধা থেকে উপরে উঠে আসা টিয়ার গ্যাসের প্রথম ঝলকটা নাকে লাগতেই কাজ শুরু করে দেয় সে। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার গোলাগুলি শুরু হতে শুনেছে, তারপর শুনেছে ভয়াবহ এক নৈঃশব্দ। নিজের দুই লোককে ছুটে আসতে দেখে যে সিঁড়িটা দিয়ে গোলোকধাঁধায় নামা যায় সেটার দিকে নির্দেশ করল সে। এটা দিয়েই সে নিজের অন্য দুই লোককে পাঠিয়েছিল স্পালকোকে অ্যামুশ করতে।

ভাড়াটে মার্সেনারি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার আগে অনেক বছর ধরে আই আরএ-র হয়ে কাজ করেছে কিগান। আর তাই এরকম চাপে পড়ে যাওয়ার পরিস্থিতির সাথে ভাল পরিচয় আছে তার। আসলে, তেমন পরিস্থিতিকে উপভোগ করে সে, চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে।

কিন্তু এখন মঠটার ভিতরটাও ছেয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ায়, বিশাল কুয়াশার ঝলকের মত পাক খাচ্ছে। আর এখন সে ধোঁয়ার ভেতর থেকে মেশিন গানের গুলির ঝাঁকও বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। কিগানের লোকেরা কোনো সুযোগই পেল না। নিজেদের খুনির চেহারা দেখার আগেই শুইয়ে দেয়া হল ওদেরকে।

কিগানও তাদের চেহারা দেখার জন্য অপেক্ষা করল না ড. মিশফারের দিকে হামলে পড়ে তাকে নিয়ে সারি সারি ছোট, অন্ধকার, দম আটকানো ঘরের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল সে বেরোনোর পথ খুঁজতে।

যে সিঁড়িটা দিয়ে ওরা উঠেছিল সেটার দরজা দিয়ে বাইরে স্মোক বম্ব ছোঁড়ার পর

BanglaBook.org

প্ল্যান মোতাবেক দু'জন দু দিকে সরে গিয়ে ঘন ধোঁয়ার মেঘ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল স্পালকো আর জিনা। মেথড অনুসারে রুমগুলোর মধ্য দিয়ে এগোল স্পালকো, আর জিনা দেখতে লাগল বাইরর বের হবার উপযোগী কোনো দরজা।

স্পালকোই প্রথম দেখল শিফার আর কিগানকে। তাদের দিকে হাঁক ছাড়ল সে। প্রত্যুত্তরে পেল এক ঝাঁক গুলি। একটা ভারি দেরালের আড়ালে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হল সে।

"এখানে থেকে বেঁচে ফেরার কোনো আশা নেই তোমার।" মার্সেনারিকে হেঁকে বলল স্পালকো, "আমি তোমাকে চাই না, চাই শিফারকে।"

"ব্যাপার হচ্ছে একটাই," কিগান চেঁচিয়ে জবাব দিলো। একটা কাজ দেয়া হয়েছে আমাকে আর আমি সেটা শেষ করতে চাই।"

"কিসের উদ্দেশ্যে?" স্পালকো বলল। "তোমার নিয়োগকর্তা মোলনার মরেছে। জানোস ভেডাসও শেষ।"

"তোমার কথা বিশ্বাস করি না," সাড়া দিলো কিগান। ফোঁপাতে থাকা শিফারকে চুপ করার ইঙ্গিত দিলো সে ঠোঁটে আঙুল রেখে।

"কিভাবে তোমাদেরকে খুঁজে পেয়েছি বলে মনে হয়?" স্পালকো কথা কথা চালিয়ে গেল। "মোলনারকে টিপে টিপে বের করে নিয়েছি আমি। আহা! তুমি তো জানই, শুধু সে-ই জানত তথ্যটা।"

নীরবতা।

"ওরা সবাই শেষ," স্পালকো বলল। ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছে। "তোমার কমিশনের বাকি অংশটা শোধ করবে কে? শিফারকে আমার হাতে দাও আর তোমার যতটা পাওয়ার কথা ছিল ততটাই দেব আমি। সেই সাথে একটা বোনাস। কেমন শোনাচ্ছে?"

কিগান জবাব দিতে যাচ্ছিল কিন্তু বিপরীত দিক থেকে তার দিকে এগিয়ে আসা জিনা তার মাথার পেছনে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিলো।

যে রক্ত আর ঘিলুর বিস্ফোরণ হল সেটা দেখে মার খাওয়া কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে উঠলেন ড. শিফার। নিজের শেষ রক্ষাকারীকে মরতে দেখার পর স্তেপান স্পালকোকে এদিকেই আসতে দেখলেন তিনি। ঘুরে দৌড়াতে গিয়ে সোজা জিনার হাতে পড়লেন।

"পালানোর পথ নেই, ফেলিক্স," স্পালকো বলল। "এখন তো দেখতেই পাচ্ছ, পাচ্ছ না?"

চোখ বড়বড় করে জিনার দিকে চাইলেন শিফার। হড়বড় করতে লাগলেন তিনি। তার মাথায় একটা হাত রাখল জিনা, তার ভেজা কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিলো ভীরু শিশুর মত।

"তুমি একসময় আমার ছিলে," কিগানের লাশ মাড়িয়ে এগিয়ে আসার সময়

BanglaBook.org

বলল স্পালকো। "এখন তুমি আবার আমার হয়েছ।" নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে দুটো জিনিস বের করে আনল সে। সার্জিক্যাল স্টিল, কাঁচ আর টাইটেনিয়াম দিয়ে মোগানো ওগুলো।

"ওহ্, ঈশ্বর।" শিফারের গোঙানোটা যত অকৃত্রিম ততটাই অনিচ্ছাকৃতআর সহজাত।

জিনা হাসল শিফারের দিকে চেয়ে। তার দুই গালেই চুমু খেল যেনো ওরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বহুদিন পর দেখা হয়েছে। সাথে সাথে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

এনএক্স২০ ডিফিউজার দুটো এনএক্স২০'র উদ্ভাবককে কেমন ভয় পাইয়ে দিয়েছে তা উপভোগ করল স্পালকো। "এভাবেই তো অর্ধেক অংশ দুটো একসাথে ফিট করে, তাই না?" এক সাথে করলে এনএক্স২০-টা স্পালকোর পিঠে ঝোলানো অটোমেটিক অস্ত্রটার চাইতে বড় নয়। "এখন যেহেতু পুরো জিনিসটা হাতে পেয়ে গেছি আমি, তুমি এখন আমাকে শেখাবে ঠিক কি করে এটা ব্যবহার করতে হয়।"

"না," কাঁপা গলায় বললেন শিফার। "না, না, না।"

"কিচ্ছু ভেব না," ড. শিফারের ঘাড়টা ধরে তার শরীরে একটা ভয়ের লহর বইয়ে দেবার সময় ফিসফিস করল জিনা। "সেরা হাতেই পড়েছ তুমি এখন।"

সিঁড়িটা বেশি দীর্ঘ নয় কিন্তু সেগুলো বেয়ে নামতে গিয়ে যে ব্যাথাটা বর্নের লাগল। তার ওর কল্পনারও অতীত। প্রতিটা পা ফেলার পরেই পাঁজরে লাগা মারটার যন্ত্রণা ওর শরীরটাকে কাঁপিয়ে তুলছে আগাগোড়া। এখন ওর যা দরকার তা হচ্ছে একটা উষ্ণ গোসল আর খানিকক্ষণ ঘুম, এমন দু'টো জিনিস যা করার বিলাসিতা ও করতে পারে না এখন।

অ্যানাকার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে তাকে পিয়ানো বেঞ্চের উপরের আঁচড়ের দাগ দেখালো ও। বিড় বিড় করতে করতে শ্বাস ফেলল অ্যানাকা। দু'জনে মিলে বেঞ্চটাকে লাইট ফিক্সচারটার নিচে টেনে আনল ওরা। বর্ন উঠল ওটার ওপর।

"দেখতে পাচ্ছ?"

মাথা নাড়ল অ্যানাকা। "কি হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার।"

বাইরের দিকের ঘরটায় গেল বর্ন, একটা প্যাডে লিখল একটা মই পাওয়া যাবে?

অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাইল অ্যানাকা কিন্তু মাথা ওপর নিচ করল।

যাও নিয়ে এসো, বর্ন লিখন।

অ্যানাকা মইটাকে লিভিংরুমে নিয়ে আসার পর ওটাতে চড়ল বর্ন, এতটা উঁচুতে উঠল যাতে লাইট ফিক্সচারটার অগভীর ফ্রস্টেড গ্লাসের গামলাটার ভিতর দেখা যায়।

BanglaBook.org

আর অবধারিতভাবেই, ওই তো ওটা। সাবধানে হাত বাড়ালো ও, আঙুলের ডগা দিয়ে তুলে আনলো ছোট আইটেমটা। নিচে নেমে এল ও। জিনিসটা হাতের তালুতে রেখে অ্যানাকাকে দেখাল।

"কি–" বর্ন প্রবলভাবে মাথা নাড়ানোয় কথা আটকে ফেলল অ্যানাকা।

"প্লায়ার্স হবে তোমার কাছে?" বর্ন বলল। একটা সরু ক্লোজেটের দরজা খুলতে খুলতে আবার ওর দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকাল সে। প্লায়ার্স দিলো বর্নকে। ছোট বর্গাকার জিনিসটা প্লায়ার্সের খাঁজকাটা অংশ দুটোর মাঝে রাখল ও, চাপ দিতেই জিনিসটা ভেঙে গেল।

"ছোট ইলেকট্রনিক ট্রান্সমিটার," বর্ন বলল।

"কি!" কৌতুহল এখন হয়ে পড়েছে হতবুদ্ধি ভাব।

"এ কারণেই ছাদের লোকটা এখানে ঢুকেছিল, লাইট ফিক্সাচারে এটা বসানোর জন্য। আমাদের ওপর নজর তো রাখাছিলই, আমাদের কথাও শুনছিল।"

আরামদায়ক ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল অ্যানাকা। "ডিয়ার গড, এ ঘরটাতে কখনোই আর আগের মত লাগবে না আমার।" তারপর বর্নের দিকে ঘুরল সে। "সে কি চায়? আমাদের সব গতিবিধির রেকর্ড করতে চাইছে কেন?" অ্যানাকা নাক টানল। "ড. শিফারের ব্যাপার, তাই না?"

"হ'তে পারে," বলল বর্ন। "জানি না।" হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠল ওর, অনেকটা পড়ে যাবার মত করে বসে পড়ল সোফাটাতে।

ওকে জীবাণুরোধক আর ব্যান্ডেজগুলো এনে দেবার জন্য দ্রুত বাথরুমের দিকে চলল অ্যানাকা। কুশনগুলোর ওপর মাথাটা রাখল বর্ন, এতক্ষণ যা হয়েছে সেগুলো মুছে ফেলছে মন থেকে। নিজেকে কেন্দ্রিভূত করতে হবে ওর, মনোযোগ বজায় রাখতে হবে। এরপর নজর স্থির রাখতে হবে যা যা করা উচিত সেগুলোর ওপর।

বাথরুম থেকে একটা ট্রে নিয়ে ফিরল অ্যানাকা, ট্রে-টার ওপর একটা অগভীর চিনামাটির গামলায় গরম পানি, একটা স্পঞ্জ, তোয়ালে, একটা বরফের প্যাক, এক বোতল জীবাণুরোধক আর এক গ্লাস পানি।

"জেসন?"

চোখ খুলল ও।

ওকে পানির গ্লাসটা দিলো অ্যানাকা, বর্ন পানি শেষ করার পর দিলো বরফের প্যাকটা। "তোমার গাল ফুলে উঠতে শুরু করেছে।"

মুখের সাথে প্যাকটা ঠেসে ধরল বর্ন, অনুভব করল কিভাবে ব্যাথাটা অসাড়তায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দ্রুত একটা শ্বাস নিয়ে খালি গ্লাসটা একটা সাইড টেবিলে রাখতে গিয়ে ওর শরীরের পাশটা কুঁকড়ে গেল ব্যথায়। ধীরে ধীরে আড়ষ্টভাবে আবার সোজা হল ও। জোশুয়ার কথা ভাবছে, যে বাস্তবে না হলেও অন্তত তার মনে আবার জেগে উঠেছে। হয়তো এ কারণেই খানের প্রতি অন্ধ আক্রোশে ভরে আছে ও, কারণ

BanglaBook.org

খানই জাগিয়ে দিয়েছে ওর যন্ত্রনাময় অতীতকে আলোয় মেলে ধরেছে এক প্রেতকে, যে প্রেত ডেভিড ওয়েবের প্রিয়তম হলেও তাকে তাড়া করে ফিরেছে তার উভয় সত্ত্বাতেই।

অ্যানাকা কিভাবে ওর মুখ থেকে শুকনো রক্ত সরাল তা দেখল বর্ন। ক্যাফেতে যে প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অ্যানাকা থমথমে হয়ে গিয়েছিল, সেই প্রসঙ্গটা আবার টেনে আনতে চাইল ও, কারণ এখন ও জানে ওই প্রসঙ্গকেই তাড়া করে ফিরতে হবে। বর্ন এমন এক পিতা যে নৃশংসভাবে হারিয়েছে তার পরিবারকে, আর অ্যানাকা এমন এক কন্যা যে নৃশংসভাবে হারিয়ে তার পিতাকে।

"অ্যানাকা," শান্তভাবে বলতে শুরু করল ও, "আমি জানি এই প্রসঙ্গটা তোমার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর কিন্তু তোমার বাবার সম্পর্কে আরো বেশি কিছু জানতে পারলে খুশি হতাম।"

"কি জানতে চাও? কিভাবে তিনি আর অ্যালেক্সেই এক হয়েছিলেন, সেটা নিশ্চয়ই।"

যা করছিল সেটাই করতে লাগল অ্যানাকা কিন্তু বর্ন ভাবল, সে ইচ্ছা করেই ওর চোখে চোখে ফেলছে না কিনা।

"তোমাদের দু'জনের মাঝের সম্পর্ক কেমন ছিল সেটা নিয়ে ভাবছি আমি।"

একটা ছায়া ঘনাল অ্যানাকার চেহারায়। "এটা একটা বাজে আর ব্যক্তিগত প্রশ্ন।"

"কিন্তু দেখ, আমার অতীত স্মৃতিতে..." বর্নের কথা থেমে গেল। অ্যানাকাকে মিথ্যাও বলতে পারছে না ও পুরো সত্যটাও বলতে পারছে না।

"বাবাকে কেবলমাত্র ক্ষীণ আলোতেই দেখেছ তুমি," মাথা ঝাঁকাল অ্যানাকা, "বুঝতে পারছি।" যখন স্পঞ্জটা নিংড়ে নিল সে, গামলাটার পানির রং গোলাপী হয়ে গেল। "আহ্, আচ্ছা, জানোস ভেডাস ছিলেন আদর্শ বাবা। আমি যখন পিচ্চি ছিলাম তখন আমার জামা বদলে দিতেন, রাতে গল্প পড়ে শোনাতেন, আমার অসুখ হলে গান গেয়ে শোনাতেন। সব বার্থডে কিংবা বিশেষ অনুষ্ঠানেও সবার আগে থাকতেন বাবা। সত্যি বলতে কি, আমি জানি না তিনি এতসব ম্যানেজ করতেন কি করে।" স্পঞ্জটা দ্বিতীয়বারের মত নিংড়ে নিল সে, আবার রক্ত পড়তে শুরু করেছে বর্নের। "তার সবকিছু ছিলাম আমি। সব সময়। আর আমাকে যে তিনি কত ভালবাসতেন, তা বারবার বলতে কখনো ক্ষান্ত হতেন না।"

"কতটা ভাগ্যবান শিশু ছিলে তুমি।"

"আমার যেকোনো বন্ধুর চাইতে ভাগ্যবান ছিলাম, আমার পরিচিত যে কারো চাইতে ভাগ্যবান ছিলাম।" খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে অ্যানাকো রক্তপাতটা বন্ধ করতে চাইছে।

কেমন একটা তন্দ্রাময় অবস্থায় চলে গেছে বর্ন। জোশুয়ার কথা ভাবছে। ওর

BanglaBook.org

পরিবারের বাকিদের কথা ভাবছে, ও যেসব জিনিস ওদের সাথে কখনো করতে পারে নি তা মনে করছে। একটা বাচ্চাকে বড় হতে দেখার সময় যেসব ছোটখাট স্মৃতি মনে জমা হয় সেগুলো স্মরণ করছে।

শেষ পর্যন্ত রক্তের ধারাটা বন্ধ করেছে অ্যানাকো আর এখন একবার দেখে নিল সে আইস প্যাকটার নিচের দিকটা। যা দেখবে বলে ভেবেছিল তাই দেখল। হেলান দিয়ে বসল সে হাত রাখল কোলের ওপর।

"আমার মনে হয় জ্যাকেট আর শার্টটা খুলে ফেলা উচিত তোমার।

তার দিকে তাকাল বর্ন।

"যাতে আমি তোমার পাঁজরগুলো দেখতে পারি। গ্লাসটা নামিয়ে রাখার সময় মুখ কোঁচকোতে দেখছি আমি তোমাকে।"

হাত বাড়িয়ে দিলো সে। সেই হাতে আইস প্যাকটা দিলো বর্ন। ওটা সামান্য নাড়ল অ্যানকো। এটা আবার ভরাতে হবে।

যখন সে আবার ওটা ভরিয়ে নিয়ে ফিরল ততক্ষণে কোমর পর্যন্ত উদোম হয়ে পড়েছে বর্ন। ওর বুকের বাম দিকটা ইতিমধ্যেই লালরঙ্গা উচুঁ ঢিবির মত ফুলে উঠেছে। ওটাকে সাবধানে আঙুলের ডগা দিয়ে পরীক্ষা করল বর্ন।

"মাই গড, একটা আইসবার্থ চাই তোমার," বিস্ময়ের সাথে বলে উঠল অ্যানাকা।

"যাইহোক, কিছু ভাঙ্গে নি।"

আইস প্যাকটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিলো অ্যানাকা। ওটাকে লুফে নিয়ে ফোলাটায় লাগাল বর্ন। আবার ঝুকে পড়ল অ্যানাকা, তার দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে বর্নের ওপর। সে যে কি ভাবছে তা জানার ইচ্ছা হল বর্নের।

"আমার মনে হয় তোমার যে ছেলে এত কম বয়সে মরে গিয়েছিল তাকে স্মরণ না করে থাকতে পারো না তুমি।"

দাঁতে দাঁত চাপল বর্ন। "ব্যাপারটা হলো...ছাদের লোকটা–যে আমাদের ওপর নজর রাখছিল–আমাকে ফলো করছে ইউনাইটেড স্টেট্স থেকে। সে বলেছে সে আমাকে খুন করতে চায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস সে মিথ্যে বলছে। সে চায় সে আমাকে অনুসরণ করে কারো কাছে পৌছে যাবে আর সে জন্যই আমার ওপর নজর রাখছে সে।"

অ্যানাকার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। "কার কাছে যেতে চায় ও?"

"স্পালকো নামের কারো কাছে।"

বিস্মিত দেখাল অ্যানাকাকে। "স্তেপান স্পালকো?"

"ঠিক তাই। চেনো নাকি তাকে?"

"অবশ্যই চিনি," বলল অ্যানাকা। হাঙ্গেরির সবাই চেনে ওকে। বিশ্বব্যাপী ত্রান দানকারী সংস্থা হিউম্যানিস্টার লিমিটেডের প্রধান তিনি।" ভ্রুরু কোঁচকাল সে।

BanglaBook.org

"জেসন, এখন সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েছি আমি। ওই লোকটা বিপজ্জনক। সে যদি মিঃ স্পালকোকে ধরতে চায় তাহলে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা উচিত আমাদের।"

মাথা নাড়াল বর্ন। "তাদেরকে কি বলব? বলব নাকি একটা লোক যাকে আমরা স্রেফ খান হিসেবে চিনি। সে স্তেপান স্পালকোর সাথে যোগাযোগ করতে চায়? সে যে কেন সেটা করতে চায় তা ও জানি না। আর ওরা কি বলবে তোমার মনে হয়?

এই খান কেন টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সহজেই স্পালকোকে কল দিচ্ছে না?

"তাহলে অন্তত হিউম্যানিস্টাসের কাউকে ফোন দেয়া উচিত আমাদের।"

"অ্যানাকা, যতক্ষণ না আমি বুঝতে পারছি এসব কি হচ্ছে, ততক্ষণ কাউকে কিছু বলতে চাচ্ছি না। ঘোলা পানি এখন আরো ঘোলা হয়ে আছে এমন সব প্রশ্নে যেগুলোর উত্তর জানা নেই আমাদের।"

উঠল ও, বাইরের ঘরটায় গেল, অ্যানাকার ল্যাপটপটার সামনে বসল। "আমি তো তোমাকে বলেছি আমার একটা আইডিয়া আছে। তোমার ল্যাপটপটা ব্যবহার করলে সমস্যা আছে?"

"একদমই না," বলল অ্যানাকা, উঠে দাঁড়াল সেও।

বর্ন ল্যাপটপটার দিকে ঘুরল আর অ্যানাকা গামলা, স্পঞ্জসহ অন্য জিনিসগুলো তুলে নিয়ে কিচেনের দিকে গেল। পানি পড়ার শব্দ শুনতে শুনতে অন লাইনে ঢুকল বর্ন। ইউএস গভর্নমেন্টের নেটে ঢুকল ও। সাইট থেকে সাইটে ঘুরে বেড়াতে লাগল, আর যতক্ষণে অ্যানাকা ফিরে এল ততক্ষণে এমন একটা সাইট ও পেয়ে গেছে যেটা ওর দরকার ছিল।

সিআইএ'র অনেকগুলো পাবলিক সাইট আছে, ইন্টারনেট কানেকশন থাকলে যে কেউ ঢুকতে পারে সেখানে কিন্তু আরো ডজনখানেক গোপন সাইট আছে যেগুলো পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রটেক্ট করা। এগুলো সিআইএ'র বিখ্যাত ইন্ট্রানেটের অংশ।

বর্নের তীব্র একাগ্রতা লক্ষ্য করল অ্যানাকা। "কি এটা?" কাছে এসে ওর পাশে বসল সে। খানিক বাদেই চোখ কপালে উঠল তার। "কি করছ তুমি?"

"দেখে যা মনে হচ্ছে তাই," বর্ন বলল, "সিআইএ'র মেইন ডাটাবেজ হ্যাক করছি।"

'কিন্তু কিভাবে–"

"প্রশ্ন কোরো না," বলল বর্ন, ওর আঙুলগুলো উড়ছে কি-বোর্ডের ওপর। "বিশ্বাস করো, জানার দরকার নেই তোমার।"

অ্যালেক্স ককলিন সবসময় সরাসরি ঢুকতে পারত ডাটাবেজ। কিন্তু তার কারণ হচ্ছে প্রতি সোমবার সকাল ছয়টায় আপডেটেড সাইফার পাঠানো হত তাকে। জালিয়াতিতে ওস্তাদ ডেরন বর্নকে শিখিয়েছে ইউ.এস গভর্নমেন্টের ডাটাবেজে ঢোকার সুকৌশল। ডেরনের ব্যবসায় এই বিদ্যাটা জানা দরকারি।

BanglaBook.org

সমস্যাটা হচ্ছে সিআইএ ফায়ারওয়াল যে সফটঅয়্যার প্রোগ্রামটা তারা ব্যবহার করে ডাটাগুলোকে নিরাপদ রাখতে সেটা খুবই শক্ত জিনিস। ওর কি-ওয়ার্ড প্রতি সপ্তাহে বদলে তো যায়ই, সাথে একটা ফ্লোটিং অ্যালগরিদমও লাগানো থাকে। কিন্তু ডেরন বর্নকে শিখিয়েছে কি-ওয়ার্ডটা না থাকলেও কি করে দেখাতে হয় সেটা জানা আছে যাতে প্রোগ্রামটা নিজেই কি-ওয়ার্ড সাপ্লাই দেয়।

অ্যালগরিদমটার ভিতর দিয়ে আক্রমণ করতে হয় ফায়ারওয়ালটাকে। এটার উৎপত্তি হয়েছে সিআইএ'র সেন্ট্রাল ফাইলগুলোকে এনক্রপ্ট করার অ্যালগরিদমটা থেকে। এই পদ্ধতিটা বর্নের জানা আছে কারণ ডেরন ওকে ভালভাবে শিখিয়ে দিয়েছিল এটা।

সিআইএ সাইটে ঢুকল বর্ন। একটা উইন্ডো বেরিয়ে এল, সঠিক কি-ওয়ার্ডটা টাইপ করতে বলছে। এটাতে অ্যালগরিদমটা টাইপ করল ও, যেটাতে বক্সটার ধারণ ক্ষমতার বেশি সংখ্যা আর অক্ষর আছে। অন্যদিকে আবার কম্পোনেন্টগুলোর প্রথম তিন সেটের পরে প্রোগ্রামটা বুঝে গেল এটা আসলে কি। আর তারপর খানিকক্ষণের জন্য থমকে গেল। ডেরন বলেছিল, প্রোগ্রামটা সবকিছু বুঝে গিয়ে বন্ধ হয়ে ঢোকার পথ আটকে দেবার আগেই অ্যালগরিদমটা টাইপ করতে হবে। ফর্মূলা স্ট্রিংটা খুবই দীর্ঘ; ভুল করার বা মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করার সুযোগ নেই। বর্ন ঘামতে শুরু করল, ওর মনে হচ্ছে না সফটঅয়্যারটা অতক্ষণ ধরে এরকম থমকে থাকবে।

শেষতক অবশ্য প্রোগ্রামটা ঢোকাতে পারল ও। উইন্ডোটা মিলিয়ে যেতেই স্ক্রিনের দৃশ্য পাল্টে গেল।

"ঢুকে পড়েছি," বর্ন বলল।

"বিশুদ্ধ অ্যালকেমি," মুগ্ধ অ্যানাকা ফিসফিস করল।

ট্যাকটিক্যাল নন-লিথাল ওয়েপনস ডায়রেক্টরেটের সাইটের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বর্ন। শিফারের নাম ঢোকাল। কিন্তু তাতে স্বল্প যেটুকু তথ্য এল সেটা হতাশ করল ওকে। শিফার কি নিয়ে কাজ করছিল, শিফার কোথা থেকে এসেছিল সে বিষয়ে কিছু নেই। আসলে, যদি বর্ন ভালভাবে না জানত তাহলে ও ধরেই নিতো টিএনএল ডব্লিউডি'র একজন গুরুত্বহীন নগণ্য বিজ্ঞানী ড. ফেলিক্স শিফার।

আরেকটা জিনিসের সম্ভাবনা আছে। যে ব্যাক-চ্যানেল হ্যাকটা ডেরন ওকে শিখিয়েছিল সেটা ব্যবহার করল ও। ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্সের ভেতরে ভেতরে কি হচ্ছে সে বিষয়ে খোঁজখবর রাখতে এই পদ্ধতিই ব্যবহার করত অ্যালেক্স ককলিন।

ঢুকে পড়ার পরে আর্কাইভ দেখার জন্য ডিএপিআরএ'র সাইটে গেল ও। ওর ভাগ্য ভাল যে, পুরনো ফাইল মুছে ফেলার ব্যাপারে সরকারী কম্পিউটার অপারেটররা অসম্ভব অলস। শিফারের ফাইল আছে, আর তাতে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ডের খবরও পাওয়া গেল। এমআইটি থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সে। গ্র্যাজুয়েট স্কুল থেকে বের হবার পরই একটা অন্যতম বৃহৎ ফার্মাসিউটিক্যাল ফার্মে তাকে তার নিজস্ব ল্যাব বানিয়ে দেয়।

BanglaBook.org

বছরখানেকও সেখানে কাজ করে নি সে। কিন্তু যখন বেরিয়ে এসেছে সাথে করে এসেছে তাদের আরেক বিজ্ঞানী ড. পিটার সিডোকে। সিডো'র সাথে বছর পাঁচেক কাজ করার পর সরকারের নিয়োগ পেয়ে শিফার আর সিডো দু'জনেই ডিএপিআরএ'তে যোগ দেয়। প্রাইভেট পজিশন ছেড়ে তারা পাবলিক সেক্টরে কেন গেল তার কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি, অবশ্য অনেক বিজ্ঞানীই এমন। অনেক অপরাধী কয়েদির মত অবস্থা এদের যেসব কয়েদিকে রাস্তায় বের হতে দিলেই আরেকটা অপরাধ করে বসবে। তারপর আবার ফিরে যেতে হবে সেখানে যেখানে অন্যের তত্ত্বাবধানে সুস্থভাবে থাকতে পারবে তারা। অর্থাৎ এক কথায় এসব বিজ্ঞানীরা সমাজে বাস করতে অসুবিধা বোধ করে।

বর্ন পড়া চালিয়ে গেল, আবিষ্কার করল ডিফেন্স সায়েন্স অফিসের সাথে যোগাযোগ ছিল শিফারের। অবধারিতভাবেই এই অফিসের সাথে সম্পর্ক আছে জীবাণু অস্ত্রের সিস্টেমের। ডিএপিআরএ-তে থাকার সময়, কি করে অ্যানথ্রাক্সে দূষিত একটা রমকে 'পরিস্কার' করা যায় সে বিষয়ে কাজ করছিল শিফার।

বর্ন আরো কিছু পেজ দেখল। কিন্তু আর কোনো তথ্য পাওয়া গেল না। ককলিন কি নিয়ে এত আগ্রহী হয়েছিল তা জানতে না পারায় অস্থির লাগছে বর্নের।

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল অ্যানাকা "এমন কোনো সূত্র কি পেয়েছ যেটা ধরে আমরা জানতে পারি কোথায় লুকিয়ে আছে শিফার?"

"আমার মনে হয় না পেয়েছি।"

"ঠিক আছে," ওর কাঁধে চাপ দিলো অ্যানাকা। "আমাদের দু'জনেরই কিছু খাওয়া দরকার আর কাবাউটা ফাঁকা।"

"আমার মনে হয় এখানে থাকাই উচিত হবে, কিছু মনে কোরো না, খানিকটা রেস্ট নিতে হবে।"

"ঠিকই বলেছো। বাইরে ঘুরে বেড়ানোর অবস্থায় নেই তুমি।" কোট পরে নিতে নিতে হাসল সে। "স্রেফ যাব আর কিছু খাবার নিয়ে আসব। বিশেষ কিছু খেতে চাও?"

মাথা নাড়ল বর্ন, দরজার দিকে যেতে দেখল অ্যানাকাকে। "অ্যানাকা, সাবধানে থাকবে।"

ঘুরল সে, নিজের ব্যাগ থেকে খানিকটা বের করে দেখাল পিস্তলটা। "চিন্তা কোরো না। কিছু হবে না আমার।" দরজাটা খুলল সে। "কয়েক মিনিট বাদের আবার দেখা হবে।"

তার চলে যাবার শব্দ শুনল বর্ন। অবশ্য ততক্ষণে কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে মনোযোগ ফিরিয়েছে ও। নিজের হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে টের পেল বর্ন, নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো, লাভ হলো না যদিও। আগ্রহে ভরা অবস্থাতেও দ্বিধা করল। ওর জানা আছে ওকে চালিয়ে যেতে হবে কিন্তু এটাও বুঝতে পারছে ও আতঙ্কিত।

BanglaBook.org

বর্নের হাত দুটো যেনো আর ওর নিজের নেই, অন্য কারো হয়ে গেছে। আর এই অবস্থাতেই পরের পাঁচ মিনিট ধরে ইউ.এস আর্মির ফায়ারওয়াল ভেদ করে হ্যাকিংয়ে ব্যস্ত রইল। মিলিটারির আইটি টিম সম্প্রতি ফায়ারওয়ালটার উন্নতি করেছে, একটা নতুন স্তর যোগ করেছে যেটার কথা ডেরন বলে নি। হয়তো এখনো দেখেও নি সে।

অ্যানাকা যেভাবে পিয়ানো থেকে হাত তুলে নিল বর্ন, ওর আঙুলগুলো দ্বিধা করল খানিকক্ষণের জন্য। এখানো ফিরে যাওয়া যায়, নিজেকে বলল ও, ফিরে গেলে সেটা লজ্জাজনক কিছু হবে না। বহু বছর ধরেও বুঝেছে নিজের প্রথম পরিবারকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করে লাভ হবে না। এই সীমার মধ্যে ইউ.এস আর্মির ডাটাব্যাঙ্কে রাখা তাদের তথ্যগুলোও পড়ে। ওদের মৃত্যু এমনিতেই ওকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছে। একটা অপরাধবোধ ওকে তাড়া করে ফিরেছে ও যখন নিরাপদে একটা মিটিংয়ে ছিল, সেই সময়ই ভাইভ দিতে থাকা জেটটা গুলির ঝাঁক ছুঁড়ে দিয়েছিল ওর পরিবারের দিকে। নতুন করে নিজেকে নির্যাতন না করে পারল না বর্ন। ডাও যুদ্ধের মাঝে বড় হয়েছিল, সে নিশ্চয়ই গ্রীষ্মের আকাশ থেকে অলসভাবে ভেসে আসতে শুনেছিল জেট এঞ্জিনের আওয়াজ। সাদা সূর্যটার সামনে থাকায় প্রথমে নিশ্চই প্লেনটাকে দেখতে পায় নি সে। কিন্তু যখন গর্জনটা কাছে চলে এসেছিল। জেট প্লেনটার ধাতব শরীর সূর্যটাকে ঢেকে দিয়েছিল, তখন দেখতে পেয়েছিল ডাও। ভয় তাকে গ্রাস করা সত্ত্বেও সে নিশ্চয়ই বিফলভাবে চেষ্টা করেছিল দুই সন্তানকে কাছে টেনে নিতে, নদীর পানি ভেদ করে নদী গর্ভে সেঁধিয়ে যেতে শুরু করা বুলেটগুলোর হাত থেকে বাঁচাতো।

"জোশুয়া, অ্যালিসা। আমার কাছে এসো!" এই বলে নিশ্চয়ই চেঁচিয়েছিল সে, যেনো এদেরকে বাঁচাতে পারবে অমোঘ নিয়তির হাত থেকে।

অ্যানাকার কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা বর্ন সচেতন হল, সে কাঁদছে এখন। বহু বছর ধরে জমে থাকা অশ্রুগুলোকে মুক্তভাবে বইতে দিলো কিছুক্ষণ। তারপর শরীরটা ঝাঁকি দিলো, আস্তিন দিয়ে গাল দুটো মুছল। মনের ভাব বদলে যাবার আগেই হাতের কাজটা নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

ফায়ারওয়ালের চূড়ান্ত লেভেলটার ওপর কিছু করার মত সুযোগ পেল বর্ন, আর চরম যন্ত্রণাদায়ক কাজটা শুরু করার পাঁচ মিনিটের মধ্যে লগ-ইন হতে পারল। নিজের নার্ভ আবার ভেঙে পড়ার আগেই ডেথ রেকর্ড আর্কাইভসের দিকে গেল বর্ন, নির্ধারিত ডাটা ফিল্ডে টাইপ করল ডাও ওয়েব, জোশুয়া ওয়েব আর অ্যালিসা ওয়েবের নাম আর মৃত্যুর তারিখ। নামগুলোর দিকে তাকিয়ে ও ভাবল, এরাই ছিল আমার পরিবার, রক্ত মাংসে গড়া একেকটা মানুষ যারা হাসত, কাঁদত, যারা আমাকে আলিঙ্গন করত। 'ডার্লিং' আর 'ড্যাডি' বলে ডাকত। আর এখন ওরা কোথায়? একটা কম্পিউটার স্ক্রিনে স্রেফ কয়েকটা শব্দ। ডাটাব্যাংকের নাম। হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে ওর ওদের মৃত্যুর পর যে পাগলামিটা ওকে পেয়ে বসেছিল তার ছোঁয়া যেনো আবার অনুভব করল। অনুভূতিটাকে আবার আসতে দেয়া যাবে না, ভাবল ও, আমাকে ছিড়ে

BanglaBook.org

ফেলবে ওটা। অসহনীয় কষ্টে জর্জরিত বর্ন 'এন্টার' কি-টা চাপল। আর কোনো উপায় নেই, ফিরে যেতে পারে না ও। অ্যালেক্স ককলিন ওকে নিযুক্ত করার পর থেকে ওর মূলমন্ত্র ছিল 'নেভার গো ব্যাক।' অ্যালেক্স তো ডেভিড ওয়েবকে পাল্টে দিয়েছে, বর্ন বানিয়েছে, তাহলে এখনো ওদের কণ্ঠস্বর কেন শুনতে পায় ও? 'ডার্লিং, তোমাকে মিস করছিলাম।' 'ড্যাডি, বাসায় এসে গেছো।'

সময়ের অলঙ্ঘনীয় সীমানা পেরিয়ে এইসব স্মৃতি বর্নকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল নিজেদের জালে, আর সেজন্যই স্ক্রিনে যা এল তাতে প্রথমে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না ও। কয়েক মিনিট ধরে তাকিয়ে রইল বর্ন ভয়ানক অস্বাভাবিকত্বটা না দেখেই।

যা ও কখনো দেখতে চায় নি সেই সব ডিটেল দেখতে পেল, ওর প্রিয়তমা স্ত্রী ডাও-এর ছবি কাঁধ আর তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে গুলিতে, ভয়ানক আঘাতগুলোর প্রতিক্রিয়ায় চরমভাবে বিকৃত হয়ে গেছে মুখটা। দ্বিতীয় পেজে অ্যালিসার ছবি দেখতে পেল, বেচারীর শরীরটা ছোট বলে শরীর আর মাথাটা আরো বেশি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কষ্টে আর বিভীষিকায় পাথর হয়ে বসে রইল সে। যা দেখছে তা অবশ করে দিয়েছে ওকে। তবুও চালিয়ে যেতে হবে। আর একটা পেজ আর এক সেট ছবি বাকি আছে ট্র্যাজেডিটাকে পূর্ণ করতে।

তৃতীয় পেজটাতে গেল, জোশুয়ার ছবি দেখার জন্য শক্ত করছে নিজেকে। কিন্তু কোনো ছবিই নেই।

বোকার মত এক মুহূর্ত থ হয়ে রইল ও। প্রথমে ওর মনে হল কম্পিউটারে কোনো সমস্যা হয়েছে আপনা আপনি ও চলে গেছে আর্কাইভের অন্য কোনো পেজে। কিন্তু না, ওই তো নামটা। কিন্তু তার নিচে যে শব্দগুলো লেখা সেগুলো যেনো গরম সুঁইয়ের মত ঢুকে গেল ওর সচেতনতার মাঝে। পোশাকের তিনটি অংশ, নিচে তালিকা দেয়া হল, একটা জুতার ভগ্নাবশেষ (সোল আর হিল নেই) পাওয়া গেছে ডাও এবং অ্যালিসা ওয়েবের লাশ থেকে দশ মিটার দূরে। এক ঘণ্টা তল্লাশীর পর জোশুয়া ওয়েবকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। এনবিএফ।

এনবিএফ। সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত এই আদ্যক্ষর গঠিত শব্দটা যেনো চেঁচাতে লাগল বর্নের দিকে। নো বডি ফাউন্ড। কোনো লাশ পাওয়া যায় নি। রাজ্যের ঠাণ্ডা যেনো আঁকড়ে ধরল ওকে। ওরা জোশুয়াকে এক ঘণ্টা ধরে খুঁজেছে–মাত্র এক ঘণ্টা ধরে খুঁজেছে? ওরা বর্নকে বলেই নি বা কেন? তিনটা কফিনকে কবর দিয়েছে ও, ওর মন জুড়ে ছিল যন্ত্রণা, অনুশোচনা আর অপরাধবোধ। হেলান দিয়ে বসল ও। ওর চেহারা সাদা, হাত কাঁপছে। ওর ভেতরে সৃষ্টি হয়েছে অদম্য এক আক্রোশ, ওটাকে অনুভব করতে পারছে ও।

জোশুয়ার কথা ভাবল; খানের কথাও ভাবল।

ওর মনটা ধাঁধিয়ে গেছে, খানের গলায় ছোট পাথরের বৌদ্ধমূর্তিটাকে ঝুলতে

BanglaBook.org

দেখার পর থেকে যে আতঙ্ক ওর মনে আসন গেড়েছিল সেটা পুরোপুরি গ্রাস করল ওকে : খান যদি সত্যিই জোশুয়া হয়ে থাকে, তাহলে? যদি তাই হয়ে থাকে। তাহলে কিলিং মেশিনে পরিণত হয়েছে ও, দানবে পরিণত হয়েছে। বর্নের খুব ভাল করেই জানা আছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জঙ্গলে থাকলে পাগলামি আর খুনে পথটা খুঁজে নেয়া কতটা সহজ। কিন্তু অবশ্যই, আরেকটা সম্ভাবনা আছে, আর স্বাভাবিকভাবেই এই সম্ভাবনাটাকে কাছে টেনে নিয়ে আঁকড়ে ধরল ও বর্ন যতটা ভেবেছিল, জোশুয়াকে নিয়ে ফাঁদা এই গল্পটার শাখাপ্রশাখা অনেক বেশি জটিল আর অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো। যদি তাই হয়ে থাকে এই সব রেকর্ডে যদি কারসাজি করা হয়, তাহলে এই ষড়যন্ত্রের বিস্তৃতি আমেরিকান সরকারের একদম উচ্চতম স্তর পর্যন্ত। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের সন্দেহে মনটা ভরিয়ে ফেলায় ওর অস্থির ভাবটাই বাড়ল কেবল।

মনের চোখে বর্ন দেখল, পাথরের বৌদ্ধ মূর্তিটা বাড়িয়ে ধরে আছে খান, *বলছে তুমি দিয়েছিলে এটা আমাকে, হ্যা, তুমি দিয়েছিলে। আর তারপর আমাকে ছেড়ে এসেছিলে মৃত্যুর মুখে।*

হঠাৎই বমি এল বর্নের। পাকস্থলীটা উল্টে আসতে থাকায় সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, ব্যাথা ভুলে দৌড়ে গেল রুমটার মাঝ দিয়ে ছুটে ঢুকল বাথরুমে, বমি করে বের করে দিলো পেটের ভেতরে থাকা শেষ খাবারটুকু।

সিআইএ হেডকোয়ার্টারের গভীর ওপসিট রুমে বসে একটা কম্পিউটার স্ক্রিন দেখতে থাকা ডিউটি অফিসার ফোন তুলে নিয়ে একটা বিশেষ নাম্বার টিপল। একটা অটোমেটিক ভয়েস 'কথা বলুন' বলার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর চাইল ডিসিআইকে। তার কণ্ঠস্বর বিশ্লেষণ করা হল, ডিউটি অফিসারদের লিস্টের সাথে মিলিয়ে দেখার পর কলটার সংযোগ দেয়া হল। একটা পুরুষের কণ্ঠস্বর বলল, "হোল্ড প্লিজ।" এক মূহূর্ত পরে ডিসিআই'র পরিস্কার ভারি কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"আমার মনে হয় আপনার জানা উচিত, স্যার, একটা ইন্টার্নাল ওয়াল ভেদ করে ঢুকেছে কেউ একজন। আর এইসব ব্যক্তির ডেথ রেকর্ড দেখেছে ডাও ওয়েব, অ্যালিসা ওয়েব, জোশুয়া ওয়েব।" বলল ডিউটি অফিসার।

অপ্রীতিকর নীরবতার এক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। "ওয়েব! তুমি কি নিশ্চিত ওটা ওয়েব?"

ডিসিআই'র কণ্ঠস্বরে হঠাৎ আসা জরুরি ভাবটা তরুণ ডিউটি অফিসারকে ঘামিয়ে তুলল। "জি স্যার।"

"হ্যাকারের অবস্থান কোথায়?"

"বুদাপেস্টে, স্যার।"

"অ্যালার্মটা কি ঠিকঠিক কাজ করেছে? আইপি অ্যাড্রেসটা ধরতে পেরেছে?"

BanglaBook.org

"জি স্যার। ১০৬-১০৮ ফো উটকা।"

নিজের অফিসে বসে বিষণ্নভাবে হাসলেন ডিসিআই। একদম কাকতালীয় ব্যাপার। তিনি এই সময়টায় মার্টিন লিন্ড্রসের রিপোর্ট উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখছিলেন। দেখা যাচ্ছে, যে অ্যাকসিডেন্টটাতে জেসন বর্ন মরে গেছে বলে মনে করা হচ্ছিল তারা ভগ্নাবশেষ এতক্ষণে পুরোপুরি হেটে দেখেছে ব্যাঙেরা, 'কিন্তু কোনো দেহাবশেষ পায় নি। একটা দাঁতও না। তার মানে, ওই কুয়ে দরসে অফিসারের সাক্ষ্য বাদে, বর্নের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হবার আর কোন প্রমাণ নেই।

ডিসিআই'র হাত মুঠো পাকিয়ে গেল, রাগে ডেস্কের ওপর কিল মারলেন তিনি। বর্ন আবার ফাঁকি দিয়েছে ওদেরকে। কিন্তু নৈরাশ্য আর ক্রোধ সত্ত্বেও, একদিক থেকে মোটেই অবাক হন নি তিনি। হাজার হলেও এজেন্সি যে শ্রেষ্ঠ 'ভূত'-এর জন্ম দিয়েছিল, তার ট্রেনিং তো পেয়েছিল বর্ন। কত অজস্রবার যে অ্যালেক্স ককলিন নিজের ভুয়া মৃত্যু দেখিয়েছিল, যদিও সেগুলো এতটা চমকপ্রদ ছিল না।

অবশ্যই, ভাবলেন ডিসিআই। সম্ভাবনা আছে, জেসন বর্ন নয় এমন কেউ ইউ এস আর্মির ফায়ারওয়াল ভেদ করে হ্যাক করেছে যাতে এমন এক মহিলা আর তার দুই সন্তানের ডেথ রেকর্ড দেখতে পারে, যারা এমনকি সামরিক ব্যক্তিও নয়, আর বর্তমানে জীবিত হাতেগোনা কিছু মানুষই তাদের কথা জানে। কিন্তু খটকাটা কোথায়?

না, ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা নিয়ে ভাবলেন তিনি, প্যারিসের বাইরের বিস্ফোরণটায় বর্ন মিশে যায় নি; ভালভাবেই বেঁচে বর্তে আছে। বুদাপেস্টে কি করছে ওখানে আর একবারের জন্য একটা ভুল করে ফেলেছে যেটা দিতে তাকে বাগে পাওয়া যেতে পারে। ডিসিআই'র কোনো ধারণা নেই নিজের প্রথম পরিবারের সদস্যদের ডেথ রেকর্ডে বর্নের এত আগ্রহ কেন, বর্নের অসাবধানতা যে ওকে শেষ পর্যন্ত খতম করার পথটা খুলে দিয়েছে তার বাইরে কোনো কিছু ভাবছেন না তিনি।

ফোনের জন্য হাত বাড়ালেন ডিসিআই। এই কাজটা কোনো সাবঅর্ডিনেটকে দিতে পারতেন কিন্তু এই নির্দিষ্ট সমনটা জারি করার আনন্দ তিনি নিজে পেতে চান। একটা বিদেশী নাম্বার টিপলেন। ভাবলেন, *এবার পেয়েছি তোকে, কুত্তার বাচ্চা!*

BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে স্থাপিত নাইরোবি শহরটার জন্ম হয়েছিল মোম্বাসা থেকে উগান্ডা যাবার পথে একটা বৃটিশ রেলরোড ক্যাম্প হিসেবে। এখন শহরটার বিষন্ন আকাশ ঢাকা পড়েছে সরু সরু আধুনিক অট্টালিকাতে। এ শহরের অবস্থান একটা সমতল তৃণভূমির উপরে, পশ্চিমা সভ্যতা আসার আগে যেটা বহুদিন ধরে মাসাইদের বাসভূমি ছিল। এখন এটা পূর্ব আফ্রিকার সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল শহর, আর সে কারণেই হঠাৎ বেড়ে ওঠার ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো তো আছেই, পুরনো আর নতুনের বিসদৃশ সহাবস্থানও আছে। বিপুল বিত্তসম্পদ আর চরম দারিদ্র একে অন্যের সাথে অস্বস্তিকরভাবে শিল নড়ার মত ঘষা খাচ্ছে যতক্ষণ না স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসছে, তেলে বেগুনে জ্বলে উঠছে উভয়পক্ষ আর আবার নতুন করে শান্তি স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। বেকার সমস্যা উচ্চহারে থাকার কারণে দাঙ্গা আর গভীর রাতের ছিনতাই একটা সাধারণ জিনিস, বিশেষ করে উহুরু পার্কের আশপাশে আর সিটি সেন্টারের পশ্চিম দিকে এটা একেবারেই নিত্যদিনের কাজ।

উইলসন বিমানবন্দরের ওপরে অবতরণ করে দুটো আর্মার্ড লিমুজিনে করে আসা দলটার কাছে অবশ্য ওগুলো কোনো সমস্যাই নয়। তবে সহিংসতা থেকে সাবধান করা সাইনগুলো আর সিটি সেন্টার তার উত্তরদিকে পাহারা দিতে থাকা প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ডগুলো তাদের নজর এড়ালো না। ওদিকেই সরকারী মন্ত্রণালয় আর বিদেশী দূতাবাসগুলোর অবস্থান। সেইসাথে লেটমা আর রিভার রোডস ঘিরেও পাহারা বহাল। একটা বাজারের কিনারা ঘেঁষে গেল ওরা, যেখানে আক্ষরিক অর্থেই সব প্রকার যুদ্ধাস্ত্রের হদিস পাওয়া যায়। ফ্লেম থ্রোয়ার থেকে শুরু করে ট্যাঙ্ক, কাঁধে বসানো ভূমি থেকে শুরু করে উৎক্ষেপণযোগ্য মিসাইল লঞ্চার পর্যন্ত সবই সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিক্রির জন্য। পাশেই হয়তো পাবেন সস্তা ছিটের কাপড় আর বোনা কাপড়, রংচঙে আদিবাসী ঢঙে তৈরি।

সামনের লিমুজিনটাতে হাসান আরসেনভের সাথে রয়েছে পালকো। তাদের পেছনে দ্বিতীয় গাড়িটাতে জিনার সাথে রয়েছে মাগে মেত্তে আর আখমেত, এরা দু'জনই আরসেনভের সবচেয়ে সিনিয়র লেফটেন্যান্ট। টাজেদের ঘন কোঁকড়ানো দাড়িতে ক্ষুর চালানোর প্রয়োজনীয়তা কখনো বোধ করে নি এই দু'জন। ঐতিহ্যবাহী কাহলো জামা পরে আছে তারা, জিনার পরনে পশ্চিমা পোশাকের দিকে তাকাল হতভম্বের মত। তাদের দিকে চেয়ে হাসল জিনা, ওদের মুখভঙ্গীতে কোনো পরিবর্তন আসলো কিনা সেটা সতর্কভাবে দেখছে।

"সবকিছু তৈরি অবস্থায় আছে, শেখ," আরসেনভ বলল। "আমার লোকেরা

BanglaBook.org

ঠিকঠাক ট্রেনিং পেয়ে একদম প্রস্তুত। আইসল্যান্ডিক ভাষায় পারদর্শী এরা; হোটেলের অভ্যন্তরীণ কাঠামো আর আপনি যেসব পদক্ষেপের পরিকল্পনা ঠিক করে দিয়েছিলেন, দুটোই ভালভাবে মুখস্থ হয়েছে এদের। স্রেফ, কখন আমি ওদেরকে শুরু করতে বলব সে অপেক্ষায় আছে এরা।"

বাইরে তাকিয়ে সূর্যের আলোয় রাঙা নাইরোবি প্যারেড দেখছিল স্পালকো, অনেকটা যেনো আপন মনেই হাসল সে। "আমি তোমার স্বরে একটা সংশয়ের সুর শুনতে পাচ্ছি যেনো?"

"যদি শুনে থাকেন," দ্রুত বলল আরসেনভ, "তাহলে সেটা আসছে আমার টানটান প্রতীক্ষার ভাব থেকে। রাশিয়ান অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য সারা জীবন ধরে অপেক্ষা করছি আমি। আমার জনগণ বহু দিন ধরে অবরুদ্ধ হয়ে আছে; ইসলামী সমাজে সাদরে আমন্ত্রিত হবার জন্য বহু শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করছে তারা।"

স্পালকো আনমনে মাথা ওপর-নিচ করল। আরসেনভের মতামত ইতিমধ্যেই তার কাছে অকেজো হয়ে পড়েছে। যে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে আরসেনভকে নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে দেয়া হবে, তখন থেকে যেনো তার অস্তিত্বটাই হারিয়ে গেছে একেবারে।

সেইদিন সন্ধ্যায় কেনিয়াটা এভিনিউতে ৩৬০ হোটেলের টপফ্লোরে স্পালকোর বুকিং দেয়া একটা ডাইনিং রুমে এক হল ওরা পাঁচজন। ওদের নিজেদের রুমগুলোর মত এই রুমটা থেকেও শহর পেরিয়ে নাইরোবি ন্যাশনার পার্ক দেখা যায়। জিরাফ, উইল্ডিবিস্ট, থমসন'স গ্যাজেলস আর গন্ডার তো আছেই–সেই সাথে সিংহ, চিতাবাঘ আর পানির মহিষ দিয়ে ভর্তি এই ন্যাশনাল পার্কটা। ডিনারের সময় ওরা কাজ নিয়ে কোনো কথা বলল না, কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে তার কোনো আভাসই দিলো না।

প্লেটগুলো খালি হবার পর অবশ্য ভিন্ন ব্যাপার। স্পালকোদের আগেই নাইরোবিতে এসেছিল। একটা কম্পিউটারভিত্তিক অডিও-ভিডিও হুকআপ বসিয়ে দিয়ে গেছে এই রুমে। একটা স্ক্রিন ছড়িয়ে দেয়া হল। স্পালকো প্রেজেন্টেশন শুরু করলো, আইসল্যান্ডের উপকূল, রিকিয়াভিক শহর আর আশপাশের পরিবেশ দেখালো। এর পরে দেখানো হল ওস্কজুলিড হোটেলের বহির্ভাগ, উপরিভাগ আর ভেতরের ছবি। "এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ এইচভিএস সিস্টেমটা অর এই যে এখানে লাগানো আছে স্টেট অব দ্য-আর্ট মেশিন ডিটেক্টর আর হিট সেন্সরগুলো," বলল সে। "আর এ হল কন্ট্রোল প্যানেল। হোটেলের অন্য সব সিস্টেমের মত এটারও একটা সিকিউরিটি ওভাররাইড আছে। সেটা ইলেকট্রিক্যাল কিন্তু সাথে ব্যাটারি ব্যাকআপ আছে," কথা চালিয়ে গেল স্পালকো, বিস্তারিতভাবে প্ল্যানটা খুলে বলতে লাগল। সবাই আসার পর যেমন পুরো ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল তেমনি শেষও হল ওরা চলে যাবার আগ মুহূর্তে। সব প্ল্যান করা হয়ে গেছে; সব কিছুই প্রস্তুত।

BanglaBook.org

"আগামীকাল সকালে সূর্য ওঠার সময়," উঠে দাঁড়িয়ে বলল সে, বাকিরা উঠে দাঁড়াল তার সাথে। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ," জবাবে সুর মেলাল অন্যরা।

রাত গভীর হয়ে এলে সিগারেট খেতে খেতে বিছানায় শুলো স্পালকো। একটা ল্যাম্প জ্বালানো আছে। কিন্তু বাইরে শহরের ঝিকমিকে আলো দেখতে পাচ্ছে সে, তার পেছনে দেখা যাচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ পার্কের জঙ্গলে আঁধার। দেখে মনে হচ্ছে চিন্তায় হারিয়ে গেছে স্পালকো কিন্তু আসলে নিজের মনকে পরিস্কার করে নিয়েছে সে। প্রহর গুণছে অপেক্ষার।

বহু দূরে পশুদের গর্জন শুনে আখমেদ ঘুমাতে পারছে না। বিছানায় উঠে বসল সে, হাতের তালু দিয়ে চোখ ঘষল। ঘুম না হওয়ার সাথে পরিচিত নয়। কি করবে তা বুঝতে পারছে না। খানিকক্ষণের জন্য আবার শুলো। কিন্তু এখনো জেগে আছে। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানিটা বেশ টের পাচ্ছে সে, চোখ বন্ধ করতে পারছে না।

আগামী দিনটা আর সে দিনে যা কিছু হওয়ার কথা সে সব ভাবল আখমেদ। আল্লাহ চাইলে আমাদের জন্য নতুন ভোরের উদয় হবে, প্রার্থনা করল সে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে বসল সে। বিছানা থেকে পা নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিচ্ছিরি পশ্চিমা ট্রাউজার আর শার্ট পরে নিল সে, ভেবে অবাক হল এসব পোশাকে কখনো অভ্যস্ত হতে পারবে কিনা। আল্লাহ যেনো অভ্যস্ত না করেন।

রুমের দরজাটা খুলতে না খুলতেই জিনাকে পাশ দিয়ে যেতে দেখলো সে। খানিকটা যেনো অপ্রস্তুতভাবে হাটছে জিনা, নিঃশব্দে, লোভনীয়ভাবে দুলছে তার নিতম্ব। আগে, জিনা পাশ দিয়ে গেলে প্রায় ঠোঁট চাটত আখমেদ, যতদুর সম্ভব তার গন্ধ টেনে নেবার চেষ্টা করত নিঃশ্বাসের সাথে।

বাইরে উঁকি দিলো সে। নিজের রুম থেকে দূরে যাচ্ছে জিনা; আখমেদ ভেবে অবাক হল সে যাচ্ছেটা কোথায়। জিনা যখন শেখের দরজায় আস্তে টোকা দিলো আর শেখ দরজা খুলল, তখন চোখ বড়বড় হয়ে গেল আখমেদের। হয়তো স্পালকো জিনার শৃঙ্খলায় এমন কিছু ত্রুটি এনে দিয়েছে যার বিষয়ে আখমেদ জানত না।

"হাসান ঘুমিয়ে পড়েছে," জিনা এমন এক সুরে বলে উঠল ওটা আগে কখনো তাকে ব্যবহার করতে শোনে নি আখমেদ। আর সব বুঝে গেল সে।

দরজায় মৃদু নকটা শোনার পর ঘুরল স্পালকো, সিগারেটটা পিষে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বিরাট রুমটা দিয়ে হেটে গিয়ে দরজাটা খুলল।

হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে জিনা। "হাসান ঘুমিয়ে পড়েছে," এমনভাবে বলল সে যেনো নিজের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করছে।

কোনো কথা না বলে পিছিয়ে দাঁড়ালো স্পালকো, ভেতরে ঢুকে দরজাটা আস্তে লাগিয়ে দিলো জিনা। ওকে আঁকড়ে ধরে বিছানায় নিয়ে ফেলল স্পালকো। খানিক বাদেই জিনার গোঙানী শোনা গেল, একে অন্যের রসে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে ওরা।

BanglaBook.org

অদ্ভুত এক উন্মত্ততা দেখা যাচ্ছে তাদের মাঝে, যেনো শেষতক দুনিয়া ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে গেছে তারা। শেষ হবার পরও শেষ হল না ব্যাপারটা, কারণ স্পালকোর পাশে শুয়ে সম্ভাব্য সবরকম উপায়ে তাকে আবার উত্তেজিত করার চেষ্টা করতে লাগল জিনা, নিজের কামনার কথা জানাতে লাগল, যতক্ষণ না আবার চড়াও হল সে।

পরে দেখা গেল তার সাথে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে জিনা, ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠছে তার আধ খোলা ঠোঁট থেকে। ল্যাম্পটা নেভানো, কেবল বাইরের রাতের নাইরোবির আলোতেই স্পালকোর দিয়ে চেয়ে রইল সে। স্পালকো তাকে প্রথম স্পর্শ করার পর থেকেই তার ব্যাপারে জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে সে। তার ব্যাপারে কিছুই জানে না জিনা। তার জানামতে, কেউই জানে না। যদি সে জিনার সাথে কথা বলে, নিজের গোপনীয়তা সামান্যও ফাঁস করে তাহলে জিনা জানবে স্পালকো তার সাথে বাঁধা পড়ে গেছে। ঠিক যেভাবে সে বাঁধা পড়ে গেছে স্পালকোর সাথে।

তার কানের ওপর, ঝলসানো গালের অস্বাভাবিক মসৃণ ত্বকের ওপর আঙুলের ডগা বোলাল জিনা। "কি হয়েছিল জানতে চাই আমি," নরম সুরে বলল সে।

স্পালকোর চোখ ফোকাসে ফিরল। "বহু দিন আগের কথা।"

"তাতে আরো বেশি করে জানতে চাই আমি।"

মাথা ঘোরাল স্পালকো, জিনার চোখের দিকে তাকাল। "সত্যিই জানতে চাও?"

"হ্যা, খুব।"

একটা শ্বাস নিয়ে ছাড়ল সে। "সে সময় আমি আর আমার ছোট ভাই মস্কোতে থাকতাম। সব সময় নানান ঝামেলায় জড়িয়ে থাকত আমার ভাই, সে এসব এড়াতে পারত না; কারণ একটা নেশা ছিল তার।"

"ড্রাগস?"

"না। তার ক্ষেত্রে নেশাটা জুয়াখেলার। টাকা পয়সা ফুরিয়ে গেলেও বাজি ধরা থামাতে পারতো না। আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিত সে। আর আমিও দিতাম। কারণ সব সময় একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প ফাঁদত।"

জিনার আলিঙ্গনের মাঝেই ঘুরল স্পালকো, একটা সিগারেট নিয়ে জ্বালাল। "যাই হোক, এক সময় তার গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা শেষ হয়ে এল, কিংবা আমিই আর বিশ্বাস করব না বলে ঠিক করলাম। প্রতিবারই বলতে লাগলাম, আর না, ভাবতাম, জুয়া থামাবে সে।" ফুসফুসের গভীরে ধোঁয়া টেনে নিয়ে হিসহিস শব্দে ছাড়ল। "অবশ্য সে থামাল না। তো তারপর কি করল? শেষ যার কাছে যাওয়া সম্ভব তার কাছে গেল, কারণ তার জানা ছিল অন্য কেউ তাকে টাকা দেবে না।"

"গুন্ডার দল।"

মাথা উপর নিচ করল স্পালকো। "হেরে গেলে যে আর টাকা ফেরত দিতে পারবে না, সেটা জানা সত্ত্বেও গুন্ডাদের কাছে থেকে টাকা নিয়েছিল সে। তার জানা

BanglaBook.org

ছিল গুন্ডারা ওকে কি করবে। কিন্তু বললাম না, নিজেকে থামাতে পারত না। বাজি ধরল সে। আর বরাবরের মতই হেরে বসল।"

"তারপর?" গল্পে মজে গেছে জিনা, চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করল।

"কখন সে টাকা শোধ করবে সে অপেক্ষায় রইল গুন্ডারা। তারপর যখন সে টাকা দিলো না তখন ছুটল ওরা তার পেছনে।"

সিগারেটের জ্বলন্ত দিকটার দিকে চাইল স্পালকো। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে ট্রাফিকের মৃদু শব্দ, পামের পাতার বাড়ি খাওয়ার মৃদু শব্দ, আর থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে কোনো পশুর ঘনঘোর গর্জন কিংবা অপার্থিব গোঙানী।

"প্রথমে ওরা ওকে ধরে পেটাল," বলল সে, প্রায় ফিসফিসানির মত শোনাচ্ছে তার গলা। "বেশি না, কারণ ওরা তখনো ভেবেছিল ও টাকাটা দিতে পারবে। পরে যখন ওরা আবিষ্কার করল ওর কাছে কিছুই নেই আর পরেও জোগাড় করতে পারার সম্ভাবনা নেই, তখন ওরা ওকে সত্যিকারের ধাওয়া করল, গুলি করল রাস্তায় কুকুরের মত।"

তার সিগারেট শেষ কিন্তু দু' আঙুলের মাঝ পর্যন্ত ফিল্টারটা পুড়তে দিলো সে। যেনো আগাগোড়া ভুলে গেছে ওটার কথা। তার পাশে শোয়া জিনা কিচ্ছু বলল না, গল্পে এতটাই থ হয়ে গেছে।

"ছয় মাস পেরিয়ে গেল," বলল স্পালকো, সিগারেটের মাথাটা ছুঁড়ে দিলো ঘর পেরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে।" যা যা করা দরকার ছিল করে নিলাম আমি, যেসব লোককে টাকা খাওয়ানো দরকার ছিল খাওয়ালাম। সুযোগও মিলল শেষতক। দেখা গেল, যে বসটা আমার ভাইকে মারা নির্দেশ দিয়েছিল সে মেট্রোপোল হোটেলের সেলুনে যেত প্রতি সপ্তাহে।"

"আর বলতে হবে না," জিনা বলল। "তুমি নাপিত সেজে গেলে, যখন সে চেয়ারে বসল তখন ক্ষুর দিয়ে কেটে দিলে তার গলা।"

তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল স্পালকো, হাসিতে ফেঁটে পড়ল তারপর। "হ্যা, এটা খুবই সিনেমাটিক।" মাথা নাড়ল সে। "কিন্তু বাস্তব জীবনে সেটা অচল। ওই বস পনেরো বছর ধরে একই নাপিত ব্যবহার করত, বদলি কাউকে নিত না।" ঝুঁকল সে, জিনার মুখে চুমু খেল। "হতাশ হয়ো না, আমার গল্প থেকে শেখো।" তার চারদিকে হাত পেঁচিয়ে আরো কাছে টানল তাকে। পার্কের কোথাও একটা চিতাবাঘ আর্তনাদ করল।

"না, কতক্ষণে ওর শেভ করা আর চুল কাটা শেষ হয় তার অপেক্ষা করলাম আমি। মেট্রোপোলের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম তার জন্য। জায়গাটা লোকজনে এতই ঠাসা যে কেবল এক পাগলই ওটাকে বেছে নেবে। যখন সে বেরিয়ে এল তাকে আর তার বডিগার্ডকে গুলি করে মারলাম আমি।"

"তারপর পালালে?"

BanglaBook.org

"এক অর্থে," বলল সে, "ওই দিন আমি পালিয়েছিলাম কিন্তু ছয় মাস পরে আরেক দেশের আরেক শহরে একটা মলোটেভ ককটেল ছুঁড়ে মারা হয়েছিল আমার দিকে, পাশ দিয়ে যেতে থাকা একটা গাড়ি থেকে।"

তার প্লাস্টিকের মত ত্বকের ওপর আঙুল চালালো জিনা। "তোমাকে এভাবেই ভালো লাগে আমার," খুঁত যুক্ত। যে ব্যথা তুমি সহ্য করেছ...সেটা তোমাকে বীর করে তুলেছে।"

স্পালকো কিছু বলল না, তারপর জিনার নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আসতে শুনল সে, ঘুমিয়ে পড়েছে জিনা। অবশ্যই, স্পালকো যা যা বলেছে তার একটা শব্দও সত্যি নয়। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে গল্পটা ভাল, খুব সিনেমাটিক। সত্যটা হচ্ছে আসলে, সত্যটা কি? সে নিজেও অল্পই জানে; নিজের খোলসটা সাবধানে গড়তে সে এত সময় নিয়েছে যে নিজের কল্পনার মাঝেই হারিয়ে যেত অনেক সময়। কোনো অবস্থাতেই কারো কাছে সত্যটা উন্মোচিত করে না স্পালকো, কারণ ওটা সমস্যায় ঠেলে দেবে ওকে। যখন মানুষ আপনার বিষয়ে জানবে, তখন ভেবে বসবে তারা আপনার মালিক কারণ তাদের ধারণা, মুহূর্তের অসাবধানতায় আপনি ওদেরকে যে হাঁড়ির খবর বলবেন সেটা আপনাকে তাদের চাকর বানিয়ে দেবে।

এ ক্ষেত্রে জিনা অন্য সবার মতই, আর নিজের মুখে নিরাশার তেতো স্বাদ টের পেল স্পালকো। কিন্তু অন্যরা সবসময়ই নিরাশ করে তাকে। ওরা স্পালকোর জগতে নেই; স্পালকোর মত করে সবকিছুর সূক্ষ্ম অর্থ বোঝে না তারা।

বড্ড অল্প সময়ের জন্য আনন্দ দেয় এসব মানুষেরা। খুব অল্প সময়ের জন্য। এই ভাবনাটা সঙ্গে করেই অতল ঘুমের শান্ত গহ্বরে তলিয়ে গেল সে। যখন জাগল ততক্ষণে জিনা চলে গেছে কোনো কিছু সন্দেহ না করা হাসান আরসেনভের কাছে।

ভোর হওয়ার পর ওরা পাঁচজন চেপে বসল এক জোড়া রেঞ্জ রোভারে যেগুলো নিয়ে এসে চালাচ্ছে হিউম্যানিস্টাস টিমের লোকেরা। নাইরোবির পাশে একটা দগদগে ক্ষতের মত ছড়িয়ে থাকা নোংরা বস্তিটা দিকে, দক্ষিণে যাচ্ছে দলটা। কোনো কথা বলছে না কেউ, খাওয়া দাওয়াও করেছে কম কারণ শিরশিরে একটা দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছে সবাইকে, এমনকি স্পালকোকেও।

সকালটা বেশ পরিস্কার হলেও বিষাক্ত একটা কুয়াশা জুলছে আগোছালো বস্তিটার ওপর, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের অভাব আর কলেরার রাজত্বের প্রমাণ হিসেবে। নড়বড়ে অনেক কাঠামো দেখা যাচ্ছে, বাজে টিন, কার্ডবোর্ড আর কাঠের কুঁড়ে ঘর রয়েছে। তেমনি রয়েছে কংক্রিটের দালানও। বাইরে তারের ওপর ঝুলিয়ে রাখা, বাতাসে নড়তে থাকা জামা কাপড়গুলো না থাকলে দালানগুলোকে বাক্কারে ররাখা মাটি আর ময়লার ঢিবিও চোখে পড়ল পাশ দিয়ে যেতে থাকা দলটার। এসব পেরিয়ে আসার পর চোখে পড়ল আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া বাড়িঘর সোল পুড়ে যাওয়া জুতো, নীল একটা জামার দগ্ধাবশেষ। এখানে কি ছিল তার প্রমাণ হিসেবে এই সব

BanglaBook.org

জিনিস পড়ে আছে জায়গাটাতে, চরম দারিদ্রে কুৎসিত এই জায়গাটার বিশ্রী পরিবেশে বিশেষ একটা মাত্রা যোগ করেছে। যে জীবন এখানে হয়তো ছিল, সেটা ছিল ভাষাতীত, বর্ণনাতীত রকমের অস্থায়ী, বিশৃঙ্খল, কষ্টকর। এই নতুন ভোরের আলোতেও এই বস্তিতে বিরাজ করতে থাকা অন্তহীন রাতকে দেখে বাজারটার কথা মনে পড়ে গেল ওদের, এই শহরের কালোবাজারী স্বভাবের জন্যই এমনভাবে বেড়ে উঠেছে এই জনপদ। সাইডওয়াক ছাপিয়ে ময়লা রাস্তায় এসে পড়েছে জনসমুদ্র, দলটার চলার গতিকে ঢিমে করে দিয়েছে। ট্রাফিক লাইটের কোনো অস্তিত্ব নেই, যদি থাকত তাহলে বোটকা দুর্গন্ধ ছড়ানো ফকির আর ফালতু জিনিসের ফেরিওয়ালারা ছেঁকে ধরত তাদেরকে।

অবশেষে বস্তির প্রায় কেন্দ্রে পৌছে গেল তারা ধোয়া ছড়াতে থাকা কুশ্রী একটা দোতলা দালানে ঢুকল। সাদা নরম ছাই ছড়িয়ে আছে ভেতরে সবখানে। দুটো চৌকা স্টিমার ট্রাকে রসদ নিয়ে এল ড্রাইভাররা।

ওগুলোর ভেতরে রুপালী রঙা হ্যাজম্যাট সুট রয়েছে। স্পালকোর নির্দেশে ওগুলো পরে নিল তারা। সুটগুলোর নিজস্ব ব্রিফিং সিস্টেম রয়েছে। একটা ট্রাকের মধ্যে কেসের ভেতরে পুরে রাখা এনএক্স২০ বের করে আনল স্পালকো, চার চেচেন বিদ্রোহী ওকে ঘিরে থেকে দেখতে লাগল কিভাবে সে টুকরো দুটো জোড়া দেয়। খানিকক্ষনের জন্য জিনিসটা হাসান আরাসেনভের হাতে দিয়ে ড. পিটার সিডোর কাছ থেকে নেয়া ছোট ভারি বাক্সটা বের করল স্পালকো। খুব সাবধানে ওটা আনলক করল সে। গ্লাস ভায়ালটার দিকে তাকাল সবাই। বড্ড ছোট, বড্ড ভয়ংকার ওই জিনিস। শ্বাস প্রশ্বাস ধীর হয়ে গেল ওদের, যেনো এখনই ভয় হচ্ছে দম নিতে।

এনএক্স২০'টাকে হাত বাড়িয়ে সামনে ধরে থাকার জন্য হাসান আসেনভকে নির্দেশ দিলো স্পালকো। ওপরের একটা টাইটেনিয়ামের প্যানেল খুলল সে, লোডিং চেম্বারে ভরল ভায়ালটা। এনএক্স২০টা এখনো ফায়ার করার উপযুক্ত হয় নি, ব্যাখ্যা করল সে। দুর্ঘটনাবশত আগেভাগে যেনো ফায়ার করা না হয়ে যায় সেজন্য বেশ কয়েকটা সেফগার্ড বসিয়ে দিয়েছে ওটাতে ড. শিফার। এয়ারটাইট সিলটা দেখাল স্পালকো, যেটা চেম্বার ভরা থাকলে অ্যাকটিভেটেড হবে। উপরের প্যানেলটা লাগিয়ে দিলো সে। তারপর আরসেনভের হাত থেকে এনএক্স২০টা নিল। ভেতরের সিঁড়িটা দিয়ে ওদেরকে নিয়ে চলল উপরের দিকে। আগুনের ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র কংক্রিটের তৈরি বলেই এখনো টিকে আছে সিঁড়িটা।

দ্বিতীয় তলায় একটা জানালার পাশে ঘিয়ে দাঁড়াল ওরা। দালানটার অন্যান্য জানালার মত এটারও কাঁচ ভেঙে চুরমার। স্রেফ ফ্রেমটাই বাকি আছে। ওটা দিয়ে বাইরের পঙ্গু, দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত, অসুস্থ জনপদের দিকে তাকাল ওরা। মাছি উড়ছে। একটা তিন পেয়ে কুকুর উবু হয়ে বসে মলত্যাগ করছে একটা খোলা হাটের মাঝখানে, নানান পণ্য যেখানে ডুবে আছে ধূলোর মাঝে। কাঁদতে কাঁদতে রাস্তা দিয়ে

BanglaBook.org

ছুটে গেল একটা ন্যাংটা বাচ্চা। এক কুঁজো বুড়ি যাচ্ছে সেদিক দিয়েই, থুথু ফেলল সে।

এইসব দৃশ্যে কমই আগ্রহ আছে দলটার। স্পালকোর প্রতিটা নড়াচড়া লক্ষ্য করছে তারা, মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে তার প্রতিটা কথা। অস্ত্রটা হিসেবমত ব্যবহার যদি করা হত এই এলাকার বাতাসে গেড়ে বসা জীবাণুগুলো ধ্বংস হয়ে যেত সব, জাদুর মত।

এনএক্স২০-র ট্রিগার দুটো ওদেরকে দেখাল স্পালকো, বড়টার ঠিক সামনেই আছে বড়টা। ওদের কে বলল সে, লোডিং চেম্বার থেকে ফায়ারিং চেম্বারে পে-লোডটা ঠেলে দেয় ছোট ট্রিগারটা। সেটা করার পর অস্ত্রের বামের এই বোতামটা চাপলে ফায়ার করার জন্য প্রস্তুত হবে এনএক্স২০। ছোট ট্রিগারটা চাপল সে। তারপর পাশের বোতামটা টিপল। অস্ত্রটার মাজল ভোঁতা আর কুৎসিত কিন্তু ভোঁতা ভাবটার ব্যবহার যোগ্যতা আছে বটে। অন্যান্য অস্ত্রের মত নয় এনএক্স২০, কেবলমাত্র তাক করে টিপে দিলেই কাজ করে। জানালার বাইরে মাজলটা বের করে ধরল স্পালকো। দম আটকে ধরে রাখল সবাই, বড় ট্রিগারটার ওপর বাঁকা হয়ে আসছে স্পালকোর আঙুল।

বাইরের জীবন চলতে থাকল নিজের বিশৃঙ্খল ঢঙেই। এক যুবক নিজের চিবুকের নিচে ভুট্টার পরিজের গামলা ধরে রেখে হাতের দুই আঙুল দিয়ে পরিজ তুলে খাচ্ছে। আর সেদিকেই তাকিয়ে আছে একদল অর্ধভুক্ত লোক অস্বাভাবিক বড় বড় চোখ মেলে। একটা অসম্ভব রকম শুকনো মেয়ে সাইকেলে করে যাচ্ছে। দাঁতবিহীন দুটো বুড়ো রাস্তার পাশের মাটির দিকে এমনভাবে চেয়ে আছে যেনো নিজেদের জীবনের গন্ধ পড়ছে সেখানে।

স্রেফ হিসস করে একটা শব্দ হল, অন্তত হ্যাজম্যাট স্যুটের ভেতর নিরাপদ লোকগুলোর কাছে তেমনই শোনাল। এছাড়া অস্ত্র যে দাগা হয়েছে তার অন্য কোনো চিত্র নেই। ড. শিফার এমনটাই বলেছিল।

একেকটা সেকেন্ড অসম্ভব ধীরগতিতে বয়ে যাচ্ছে, অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে দলটার পাঁচ জন। সব ইন্দ্রিয় যেনো অতিরিক্ত সজাগ হয়ে গেছে ওদের। নিজেদের পাল্‌সের শব্দ ওরা হাতুড়ির ঘায়ের মত শুনতে পাচ্ছে নিজেদের কানেই, হৃৎপিন্ডটা লাফাচ্ছে প্রচণ্ডভাবে। সবাই আবিষ্কার করল, শ্বাস নিতে ভুলে গেছে তারা।

ড. শিফার বলেছিল, তিন মিনিটের মধ্যে বোঝা যাবে জীবাণু অস্ত্রটা কাজ করেছে কিনা। স্পালকো আর জিনা তার আধমরা দেহটা পোলোকিধাঁধার মধ্যে ছুঁড়ে দেবার আগে এটাই ছিল তার শেষ কথা।

স্পালকো এতক্ষণ দেখছিল ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটাটা কখন তিন মিনিটের ঘর পেরো এবার চোখ তুলে তাকাল সে। যা দেখল তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কেউ চেঁচানোর আগেই ঢলে পড়েছে ডজনখানেক মানুষ। তাদের অবস্থা দেখে তার স্বরে আর্তনাদ করে উঠেছিল কেউ কেউ কিন্তু তড়পাতে তড়পাতে মাটিতে পড়ে যেতে

BanglaBook.org

সময় লাগল না তাদেরও। বিশৃঙ্খলা আর নীরবতার মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ল মৃত্যু। এর হাত থেকে লুকোনোর জায়গা নেই, এড়ানোর পথ নেই। কেউ বাঁচলোও না অবশ্য, যে বস্তিবাসীরা দৌড়াতে চেষ্টা করেছিল তারও শেষ হল এক সময়।

স্পালকোর ইঙ্গিত পেয়ে সবাই কংক্রিটের সিঁড়ি ভেঙে আবার নিচে নামল। হ্যাজম্যাট সুট পরা ড্রাইভাররা অপেক্ষা ওদের জন্য। এনএক্স২০-এর ভাগ দুটো আবার আলাদা করল স্পালকো। সেগুলো আবার মুড়ে রাখার পর পরই বন্ধ করা হল ট্রাঙ্কগুলো, অপেক্ষা করতে থাকা রেঞ্জ রোভার দুটোর কাছে আবার নিয়ে যাওয়া হল সেগুলোকে।

রাস্তা পর্যন্ত হেটে গেল দলটা, আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখল। সব দিকেই চার ব্লক করে হাঁটল ওরা, এবং একই দৃশ্য দেখা গেল সবখানে। সবাই হয় মরেছে না হয় মরছে। গাড়িগুলোর কাছে ফিরে এল স্পালকোর দল মুখে বিজয়ের স্বাদ নিয়ে। ওরা চড়ে বসা মাত্রই স্টার্ড দেয়া হল রেঞ্জ রোভারগুলো। এনএক্স২০'র যে আধমাইলের রেঞ্জের কথা ড. শিফার বলেছিল তার বাইরে চলে এল। একটু যেনো কৃতজ্ঞতা বোধ করল স্পালকো, ব্যাটা ডক্টর তাহলে মিথ্যে বলে নি কিংবা বাড়িয়ে বলে নি।

আর এক ঘণ্টা পরে যখন পে-লোডটা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে ততক্ষণে মরবে কতজন? ভাবল স্পালকো। হাজার জনের কম তো নয়ই কিন্তু তার ধারণা সংখ্যাটা এর তিনগুনে গিয়ে ঠেকবে, কিংবা হয়তো পাঁচগুণে।

মৃতের শহরটা ছেড়ে আসার আগে যুতসই জ্বালানী ব্যবহার করে আগুনটা লাগিয়ে দেবার আদেশ দিলো স্পালকো। খানিকবাদেই আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠল আকাশের দিকে ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত।

আগুনটা কাজ করবে নিশ্চয়। এই সকালে এখানে যা যা হয়েছে তার সব চিহ্ন নষ্ট হয়ে যাবে। কেউ জানবে না আসল ঘটনা। অন্তত, রিকিয়াভিক সামিটে তাদের মিশ্রণটা সফল হবার আগপর্যন্ত নয়।

মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেই সেটা সফল হবে, ভাবল স্পালকো, জয়োল্লাসে উল্লসিত। কিছুই থামাতে পারবে না তাকে।

পৃথিবীটা এখন আমার মুঠোয়।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

"আমার মনে হয় ক্ষতার ভেতরে রক্তক্ষরণ হয়েছে," অ্যানাকা বলল, বর্নের পাঁজরের ফোলা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। "হাসপাতালে যাওয়া উচিত তোমার।"

"ঠাট্টা করছো নিশ্চয়ই," বলল বর্ন। অবশ্য সত্যিই প্রচণ্ড ব্যাথা লাগছে, প্রতিবার শ্বাস নেবার সময় মনে হচ্ছে দুটো পাঁজর যেনো ভঙ্গে ভেতরের দিকে ঢুকে আছে। কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার প্রশ্ন অবান্তর; হাজার হলেও একজন ফেরারি আসামী।

"ঠিক আছে," মেনে নিল অ্যানাকা। বলল, "তাহলে অন্তত একটা ডাক্তার দেখাও।" বর্ন আপত্তি করবে বুঝতে পেরে একটা হাত তুলল সে। "আমার বাবার বন্ধু ইস্তভান বিচক্ষণ লোক, কোনো ঝামেলা ছাড়াই অনেকবার তার সাহায্য নিয়েছিলেন তিনি।"

মাথা নেড়ে নাকচ করে দিলো বর্ন, বলল, "যদি যেতেই চাও তাহলে কোনো ফার্মেসিতে যাও, তার বেশি কিছু না।"

ও আবার মত বদলানোর সুযোগ পাওয়ার আগেই কোট আর পার্স নিয়ে উঠে পড়ল অ্যানাকা, কথা দিলো তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

খানিকক্ষণের জন্য সে চলে যাওয়ায় একদিক দিয়ে খুশিই হল বর্ন, ভালভাবে চিন্তা করার জন্য একা হওয়া দরকার ছিল ওর। সোফায় গুটিয়ে গিয়ে নিজের চারপাশে চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিল। ওর মনে যেনো আগুনে জ্বলছে। ড. শিফারই যে সবকিছুর চাবিকাঠি সে বিষয়ে বদ্ধমূল ও। তাকে খুঁজে বের করতে হবে, আর একবার খুঁজে বের করার পর সেই কালপ্রিটকে গিয়ে ধরবে যে অ্যালেক্স আর মো'র খুনের আদেশ দিয়েছে, ওকে ফাঁদে ফেলেছে। সমস্যাটা হচ্ছে, বর্ন অনেকটাই নিশ্চিত হাতে বেশি সময় নেই। বেশ অনেকদিন ধরে গায়েব শিফার, মোলনারের মৃত্যুরও দুই দিন হল। বর্নের আশঙ্কা, মোলনার যদি অত্যাচারের মুখে শিফারের অবস্থান বলে দিয়ে থাকে, তাহলে ধরেই নেয়া যায়, এতক্ষণে শত্রুর হাতে পড়েছে শিফার। যার অর্থ হচ্ছে, শিফার যা উদ্ভাবন করেছে সেটাও এরমধ্যেই শত্রু কব্জা করেছে। জিনিসটা নিশ্চয় এনএক্স২০ নামের কোনো জীবাণু অস্ত্র, যেটার নাম উল্লেখ করা মাত্রই ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল দর্জি লিওপোল্ড ফাইন।

কারা এই শত্রু? কেবল স্তেপান স্পালকোর নামই জানা আছে ওর, আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান মানবতাকর্মী বলে পরিচয় আছে যে লোকের। আর এখন, খানের কথা মতে, স্পালকোই অ্যালেক্স আর মোকে খুন করেছে, বর্নকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। খান হয়তো মিথ্যা বলছিল, আর মিথ্যা বলবেই না বা কেন? সে

BanglaBook.org

যদি ব্যক্তিগত কোনো কারণে স্পালকোকে ধরতে চায়, তাহলে সে যে বর্নকে আসল কারণ বলবে না, এটাই স্বাভাবিক।

খান।

খানের কথা ভাবামাত্রই অযাচিত সব আবেগ এসে ছেঁকে ধরল বর্নকে। কষ্ট করে আক্রোশটাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেটাকে নিজের সরকারের ওপরই এনে ফেলল ও। তারা ওকে মিথ্যা বলেছে, সত্য আড়াল করার জন্য মিথ্যার জাল বুনেছে কেন? কি লুকোতে চাইছিল ওরা? ওদের কি ধারণা ছিল জোশুয়া তখনও বেঁচে আছে? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে ওরা কেন চায় নি বর্ন জানুক? কি করছিল ব্যাটারা? হাত দুটো মাথায় চেপে ধরল ও। কোনো কিছুই কেন যেনো ঠিকভাবে দেখতে পারছে না ও। মাথাটাই বোধ হয় খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ভাবল। অস্পষ্ট একটা আর্তনাদ করে গা থেকে চাদরটা ছুঁড়ে ফেলল বর্ন, উঠে দাঁড়িয়ে হেটে গেল যেখানে জ্যাকেটটার নিচে নিজের সিরামিক পিস্তলটা লুকিয়ে রেখেছে। পিস্তলটা হাতে তুলে নিল। ইস্পাতের পিস্তলের কাঁচামাল দিয়ে তৈরি নয় বলে পালকের মত হালকা, এটা মুঠো করে ধরল ও, অনেকক্ষণ নাগাদ পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে রইল বর্ন, যেনো প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তির জোরে ওখানে অলৌকিকভাবে হাজির করতে পারবে মিলিটারির গভীরে ঢুকে বসে থাকা সেইসব কর্মকর্তাকে যারা ওকে বলে নি জোশুয়ার লাশ মেলে নি। বর্ন জানত না কি হয়েছে ওর ছেলের, তাই সরাসরি মৃত্যুর কথা বলারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওরা।

ব্যাথাটা ফিরে এল ধীরে ধীরে, প্রতিটা শ্বাস ফেলার সাথে সাথে রাজ্যের সব ব্যথা যেনো পেয়ে বসছে ওকে। সোফায় ফিরে এসে সারা গায়ে চাদরটা জড়িয়ে শুয়ে থাকতে বাধ্য হল। অ্যাপার্টমেন্টের নিস্তব্ধতায় অযাচিত চিন্তাটা আবার এল ওর মনে। খান যদি সত্যি বলে থাকে, সত্যিই যদি সে জোশুয়া হয়ে থাকে? আর তাহলে জবাবটা ভয়ংকর অপরিবর্তনীয়, সে একজন গুপ্তঘাতক, দয়ামায়া কিংবা অপরাধবোধহীন এক নৃশংস খুনি, সব রকম মানবিক আবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন।

ধপ করে মাথা নামাল বর্ন। অ্যালেক্স ককলিনের হাতে কয়েক দশক আগে গড়ে ওঠার পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মত কান্নায় ভেঙে পড়ার কাছাকাছি চলে গেল সে।

বর্নকে শেষ করার দায়িত্ব পাবার সময় কোভিন ম্যাকোলের অবস্থানটা ছিল ইলোনা নামের এক খোলামেলা খেলুড়ে তরুণীরা গায়ের ওপর নিজের পা দুটো দিয়ে দারুণ ছলাকলা দেখাতে পারে সে। আর কলটা আসার সময় আসলে ছলাকলাই দেখাচ্ছিল মেয়েটা।

বরাবরের মতই ইলোনাকে নিয়ে ফো উটকা'র কিরালি টার্কিশ বাথ-এ আছে ম্যাককোল এখন। আজ শনিবার, তাই ম্যাককোলকে কাছে টেনে নিয়েছে মেয়েরা, যেটাকে আনন্দের অংশ বলে স্বীকার করতেই হল ম্যাককোলের। তার সম-পর্যায়ের

BanglaBook.org

অন্য সবার মতই আইনের উর্ধ্বে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ম্যাককোল, কারণ সে এখন নিজেই আইন।

বিরক্তিতে গুঙিয়ে উঠে ইলোনার থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেলফোনটা তুলল সে। কোনো কথা বলার প্রশ্নই আসে না, শুধু শুনে যাওয়া, কারণ যখন এই ফোন বাজে তখন শুধু কারো মৃত্যু পরোয়ানাই আসে। অন্য প্রান্তে ডিসিআই কি বলেন সেটা বিনাবাক্যে শুনল সে। এখন যেতে হবে তাকে। স্যাঙ্কশনটা জরুরি। টার্গেট হাতের নাগালেই আছে।

আর সেজন্যই, অতৃপ্ত বাসনায় তাড়িত হয়ে মোজাইকের টাইল্‌সে প্রতিফলিত আলোয় ইলোনার ঘামে ভেজা ত্বক দেখতে দেখতে জামা পরতে লাগল সে। বিশালদেহী লোক ম্যাককোল, শরীরের গড়ন মধ্য-পশ্চিমের ফুটবল লাইনম্যানের মত, চেহারাটা চ্যাপ্টা আর অবিচল। ভারোত্তলনের নেশা আছে তার। আর দেখেই বোঝা যায় তা। প্রতিটা নড়াচড়ায় কিলবিল করে উঠছে তার পেশীগুলো।

"আমার কাজ এখনো শেষ হয় নি," বলল ইলোনা, বড় বড় কালো চোখগুলো দিয়ে যেনো গিলে খাচ্ছে ম্যাককোলকে।

"আমারও হয় নি," বলল ম্যাককোল। ইলোনাকে ফেলে রেখে চলে গেল।

নাইরোবি'র নেলসন এয়ারপোর্টের টারমাকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দুটো জেট। দুটোই স্তেপান স্পালকোর। ফিউজলেজ আর লেজে হিউম্যানিস্টাস লিমিটেডের লোগো আছে দুটোরই। প্রথমটাতে করে বুদাপেস্ট থেকে এখানে উড়ে এসেছে সে। দ্বিতীয়টা ব্যবহার করে তার হিউম্যানিস্টাস সাপোর্ট স্টাফেরা যারা এখন জেটের ভেতরে আছে। এটাতে করে বুদাপেস্টে ফিরে যাবে স্পালকো। অন্য জেটটাতে করে আইসল্যান্ডে যাবে, ক্যাডারদের সাথে মিলিত হবে সেখানে। চেচনিয়া থেকে হেলসিঙ্কি হয়ে আইসল্যান্ডে আসবে এই বাকি সন্ত্রাসবাদীরা।

আরসেনভের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে স্পালকো। জিনা আরসেনভের বাঁ কাঁধের একটু পেছনে রয়েছে। সে নিশ্চয় জিনার অবস্থানটা তার থেকে নিজেই ভাবে। কিন্তু আসল ব্যাপার তো জানে স্পালকো। শেখকে দৃষ্টি দিয়ে লেহন করার সময় ধিক ধিক করে জ্বলে উঠল জিনার চোখ দুটো।

"আপনি আপনার প্রতিজ্ঞাকেও ছাপিয়ে গেছেন শেখ," আরসেনভ বলল। "অস্ত্রটা যে রিকিয়াভিকে আমাদের বিজয় বয়ে আনবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

স্পালকো উপর নিচে মাথা নাড়লো। "যে সব জিনিসে তোমার অধিকার আছে সে সব শীঘ্রই তোমার হবে।"

"আমরা আমাদের কৃতিত্ব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারছি না।"

BanglaBook.org

"তুমি তো নিজের কৃতিত্ব স্বীকার করছ না, হাসান।" একটা লেদার বৃফকেস টেনে নিয়ে ওটার তালা খুলল স্পালকো। "পাসপোর্ট আইডি ট্যাগ, ম্যাপ, ডায়াগ্রাম সম্প্রতিক ফটো যা যা তোমার লাগবে, সব।" জিনিসগুলো হাত বদল করল সে। "বোটটার সাথে আগামীকাল তিনশো ঘণ্টায় দেখা হবে তোমাদের।" আরসেনভের দিকে তাকাল সে। "আল্লাহ তোমাকে শক্তি আর সাহস দান করুন। আল্লাহ তোমার সশস্ত্রবাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে চলুন।"

আরসেনভ ঘোরার পরে জিনা বলল, "আমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎ এক মহান ভবিষ্যতে বয়ে আনুক, শেখ।"

স্পালকো হাসল। "অতীত মরে যাবে," বলল সে, কথা বের হচ্ছে তার চোখ দিয়েও, "মহান ভবিষ্যৎকে জায়গা করে দিত।"

নীরব আনন্দে নিজের প্রতিই হাসল জিনা, ধাতব মই বেয়ে জেটে উঠতে থাকা হাসান আরসেনভেরকে অনুসরণ করল।

স্পালকো ওদের গেটের দরজা বন্ধ হতে দেখল তারপর নিজের জেটের দিকে যেতে যেতে নিজের সেলফোন বের করে একটা নাম্বার চাপল সে। অন্যপ্রান্তে পরিচিত স্বরটা শোনার পর বলা শুরু করল। "বর্ন যতটা এগিয়ে এসেছে সেটা এককথায় ভয়াবহ অগ্রগতি। খোলামেলাভাবে খানকে দিয়ে বর্নকে খুন করানো যাবে না আর। হ্যা, আমি জানি বর্নকে আসলে কখনোই মারা চেষ্টা করে নি সে। খান এক অদ্ভুত চিড়িয়া। এমন এক ধাঁধাঁ যেটার সমাধান করতে পারি নি আমি। কিন্তু এখন ওর কাজকর্ম অনুমান করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ধরে নিতেই হচ্ছে, নিজের কোনো কাজ সারতে চাইছে সে। এখন যদি বর্ন মরে, খান এমনভাবে গা ঢাকা দেবে আর পুরো ব্যাপারটার গভীরে সেঁধিয়ে যাবে যে, আমিও খুঁজে বের করতে পারব না তাকে। আর দুই দিনের মাঝে যা ঘটবে তার আগে যেনো বাগড়া না দিতে পারে কেউ। বোঝা গেছে ভাল? এখন শোনো। ওদের দু'জনকে থামানোর কেবল একটাই উপায় আছে।"

ম্যাককোল যে কেবল অ্যানাকা ভেডাসের নাম আর ঠিকানা পেল তাই না, তার ভাগ্য ভাল, ঠিকানাটা মাত্র চার ব্লক দূরে। অ্যানাকার একটা ছবিও পাঠানো হয়েছে তার সেলফোনে, জেপিজি ফরম্যাটে। সে কারণে অ্যাকাকার একটা ছবিও পাঠানো হয়েছে তার সেলফোনে, জেপিজি ফরম্যাটে। সে কারণে অ্যানাকা যখন ১০৬-১০৮ ফো উটকার প্রবেশপথ দিয়ে বেরিয়ে এল তখন তাকে চিনতে কোনো কষ্টই হল না ম্যাককোলের। তার সৌন্দর্য সাথে সাথেই নাড়া দিলো ম্যাককোলকে, তার কর্তৃত্বপরায়ণ হাটার ভঙ্গিটাও দারুণ। চেয়ে চেয়ে দেখল সে নিজের সেলফোন ঢুকিয়ে রাখল। অ্যানাকা একটা নীল স্কোডা'র তালা খুলে হুইলের পেছনে বসল।

BanglaBook.org

অ্যানাকা ইগনিশন স্লটে চাবিটা ঢোকানোর আগেই গাড়িটার পেছনের সিট থেকে খান বলল, "বর্নকে সবকিছু বলে দেয়া উচিত আমার।"

চমকে উঠলেও ঘুরল না অ্যানাকা; এতই ভাল তার ট্রেনিং। রিয়ার-ভিউ মিরর দিয়ে তাকিয়ে বলল সে, "কি বলবে ওকে? কিছুই তো জানো না তুমি।"

"যথেষ্ট জানি। আমি জানি, মোলনার অ্যাপার্টমেন্টে তুমিই পুলিশকে ডেকে এনেছিলে। কেন অমনটা করেছিলে তাও জানি, কারণ বর্ন সত্যটার বেশি কাছাকাছি চলে যাচ্ছিল, বুঝে ফেলতে যাচ্ছিল স্পালকোই ওকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। আমি ওকে ইতিমধ্যেই বলেছি এটা। কিন্তু মনে হয় না ও আমার কথা বিশ্বাস করেছে।"

"কেনই বা করবে? ওর কাছে তোমার কোনো বিশ্বাসযোগ্যতাই নেই। ও নিজেকে বুঝিয়েছে ওকে নিয়ে গড়ে ওঠা বিরাট ষড়যন্ত্রটার একটা অংশ তুমি।"

সিটটার ওপর দিয়ে নিজের লোহার মত শক্ত একটা হাত বাড়িয়ে দিলো খান। অ্যানাকার কাঁধ ধরল। কারণ কথা বলার সময় অল্প একটু নড়ে উঠেছিল ওটা। "চালাকির চেষ্টা কোরো না।" অ্যানাকার পার্সটার ভিতর থেকে পিস্তলটা সরিয়ে আনল সে। "একবার মারার চেষ্টা করেছিলে আমাকে। বিশ্বাস কর। দ্বিতীয় কোনো সুযোগ পাবে না তুমি।"

খানের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল অ্যানাকা। অনেকগুলো আবেগ দলা পাকিয়ে উঠছে তার ভেতরে। "তোমার ধারণা আমি জেসনের ব্যাপারে মিথ্যে বলছি তোমাকে। কিন্তু না, বলছি না।"

"যেটা আমার জানা দরকার," অ্যানাকার মন্তব্য উপেক্ষা করে সহজভাবে বলল খান, "তা হচ্ছে, কি করে তুমি ওকে বোঝালে তুমি তোমার বাবাকে ভালবাসতে, আসলে তাকে ঘৃণা করতে অন্তর থেকে।"

চুপচাপ বসে রইল অ্যানাকা, শ্বাস নিচ্ছে ধীরে, মাথা খাটানোর চেষ্টা করছে। তার জানা আছে। কিভাবে এখন নিজেকে মুক্ত করা যায় সেটাই দেখার বিষয়।

"সে গুলি খেয়ে মরার সময় কতটা আনন্দ পেয়েছিলে তুমি।" খান বলতে লাগল, "তবুও আমি যতটা জানি, তাকে তুমি নিজেই গুলি করতে পারলে বেশি আনন্দ পেতে।"

"যদি আমাকে খুন করতে চাও," ঝাঁঝালো গলায় বলল অ্যানাকা, "তো এখনই করে ফেল, এই ফালতু বকবকানি থেকে রেহাই দাও।"

গোখরো সাপের ছোবল দেবার মত সামনে ঝুঁকে অ্যানাকার গলা চেপে ধরল খান। এবার সচকিত ভাব দেখা গেল তার চোখে। আর শুরু থেকে খান এই ভাবটাই দেখতে চাচ্ছিল। "তোমাকে কোনো দয়া-মায়া দেখাতে আমি রাজি নই, অ্যানাকা। যখন সুযোগ পেয়েছিলে তখন কি তুমি আমাকে কোনো দয়া-মায়া দেখিয়েছিলে?"

"তোমাকে আদর-সোহাগ দেখানোর কথা নয় আমার।"

BanglaBook.org

"যখন একসাথে থাকতাম তখনো আমার কথা ভাবতেই না," বলল খান, "অন্য কারো কথা ভাবলেও অন্তত আমার কথা নয়।"

শীতল হাসি হাসল অ্যানাকা। "শোনো, সবসময় ভাবতাম আমি তোমার ব্যাপারে।"

"আর সেইসব ভাবনা পাচার করে দিতে স্তেপান স্পালকোর কাছে।" তার গলায় আরো চেপে বসল খানের হাত, মাথাটাকে ঝাঁকিয়ে দিলো এদিকে ওদিকে। "তাই না?"

"যখন জানই তখন প্রশ্ন করার দরকার কি?" দম আটকানো অবস্থায় বলল অ্যানাকা।

"ক'দিন ধরে আমাকে নিয়ে খেলছে সে?"

এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল অ্যানাকা। "শুরু থেকেই।"

রাগে দাঁতে দাঁত চাপল খান। "কি করতে চায় সে? কি চায় আমার কাছ থেকে?"

"সেটা জানি না," খানের বজ্রমুষ্ঠিতে শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে আসায় শোঁ শোঁ শব্দ করল অ্যানাকা। চাপটা মাপমত ঢিল করার পর চিকন গলায় বলল, "যত খুশি ব্যথা দাও আমাকে, একই উত্তর পাবে। কারণ এটাই সত্য।"

"সত্য!" অবজ্ঞার হাসি হাসল খান। "সত্য যখন কামড় বসায় তখন সেটা তো না জানারই কথা তোমার।" যাই হোক, তার কথা বিশ্বাস করল সে, আর তার কাছে থেকে কোনো খবর মিলবে না দেখে বিতৃষ্ণ হল। "বর্নকে কি করতে চাও তুমি?"

"স্তেপানের কাছ থেকে দূরে রাখতে চাই।"

মাথা ওপর নিচ করল খান, স্পালকোর সাথে অ্যানাকার ফোনালাপের কথা মনে করল। "সেটাই তো করতে চাইবে।"

মিথ্যেটা সহজেই বেরিয়ে এসেছে অ্যানাকার মুখ থেকে। শুধু যে আজীবন প্র্যাকটিসের কারণেই সে মিথ্যেটাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলতে পেরেছে তা নয়, স্পালকোর শেষ কলটার আগ পর্যন্ত ওই কথাটাই সত্যি ছিল। স্পালকোর প্ল্যান পাল্টে গেছে, আর যেহেতু এখন সেটা নিয়ে ভাবার মত সময় অ্যানাকার হাতে এসেছে, তাই খানকে ওই কথাটা বলায় সেটা তার নতুন উদ্দেশ্যের সাথে মিলে গেছে। বলা যায়, খান এমনভাবে এসে পড়ায় ভাগ্যগুণে এটা তাকে সাহায্যই করেছে। কিন্তু সেটা ভাবার আগে এখান থেকে বেঁচে ফিরতে হবে।"

"স্পালকো এখন কোথায়?" তাকে জিজ্ঞেস করল খান। "বুদাপেস্টেই আছে?"

"আসলে, নাইরোবি থেকে ফেরার পথে আছে সে।"

অবাক হয়েছে খান। "নাইরোবিতে কি করছিল ব্যাটা?"

হাসল অ্যানাকা কিন্তু খানের আঙুল গলায় চেপে বসে থাকায় শুকনো কাশির মত শোনালো হাসিটা, "কি করে তোমার ধারণা হল, তার মুখ সেলাই করা?"

BanglaBook.org

অ্যানাকার কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গেল খান। "আমি জানি কতটা গোপনীয় হবার কথা ছিল আমাদের, অ্যানাকা। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা একদমই গোপনীয় ছিল না, তাই না?"

আয়নার মধ্য দিয়ে ওর চোখে চোখ রাখল অ্যানাকা। "আমি স্পালকোকে কিছু বলি নি।" খানের দিকে সরাসরি না তাকানোর ব্যাপারটা কেমন যেনো অদ্ভুত। "কিছু কিছু বিষয় আমি নিজের কাছেই রেখেছি।"

ঘৃণায় বেঁকে গেল খানের ঠোঁট। "তোমার কথা বিশ্বাস করি না আমি। আর আমি বিশ্বাস করব বলে তুমিও নিশ্চয় আশা কর না।"

"যা খুশি বিশ্বাস কর," সোজাসুজি বলল অ্যানাকা। যেটা সব সময়ই করে এসেছে তাকে আবার ঝাঁকাল খান। "মানে?"

খাবি খেয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল অ্যানাকা। "তোমার সাথে সময় কাটানোর আগপর্যন্ত আমি বুঝতে পারি নি বাবাকে কত গভীরভাবে ঘৃণা করি। খান চাপটা কমানোর পর কেঁপে উঠে ঢোক গিলল সে। "কিন্তু নিজের বাবার প্রতি তোমার চরম জিঘাংসা থাকায় আমাকে আলো দেখালে তুমি? কিভাবে প্রতিশোধের আশায় থাকতে হবে শেখালে, আর হ্যা, তোমার কথাই সত্যি, বাবা যখন গুলি খেল তখন আমার মনে হল কেন যে গুলিটা আমি করতে পারলাম না!"

তার কথায় নাড়া খেল খান, অনুভূতিটা বাইরে প্রকাশ করার ইচ্ছে না থাকলেও এক মুহূর্ত আগেও ওর ধারণা ছিল না নিজের মনের ভাব এতটা প্রকাশ করে ফেলবে অ্যানাকার কাছে। কিছু বোঝার আগেই অ্যানাকা ওর এতটা ভেতরে ঢুকে গেছে সেটা ভেবে লজ্জিত আর অনুতপ্ত হল।

"এক বছর ধরে একসাথে ছিলাম আমরা," খান বলল। "আমাদের মত অনেকের কাছে এই সময়টা গোটা জীবনের মত।"

"তের মাস, একুশ দিন, ছয় ঘণ্টা," বলল অ্যানাকা। "যে সময়টাতে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে আসি সেটা ভালভাবে মনে আছে আমার, কারণ তখনই টের পেয়েছিলাম স্পালকো যেভাবে চায় সেভাবে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না আমি।"

"তেমনটা কেন হল?" স্বাভাবিক সুরে বলল খান। যদিও ওর আগ্রহের পারদ তুঙ্গে।

আবার ওর চোখে চোখ রেখেছে অ্যানাকা। "কারণ," বলল সে, "যখন তোমার সাথে ছিলাম তখন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতাম আমি।"

সে কি সত্য বলছে না আবার খেলছে খানকে নিয়ে? জানে না খান। জেসন বর্ন জীবনে আসার পর থেকে সবকিছু নিয়ে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ও। আরো একবার লজ্জিত ও অনুতপ্ত হল, এমনকি নিজের সহজাত প্রবৃত্তি ও পর্যবেক্ষণ ব্যর্থ হতে থাকায় একটু শংকিতও হয়ে উঠল। সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও আবেগ ঢুকে পড়েছে ওর

BanglaBook.org

মাঝে, মনের মাঝে বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। ওর বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়ে দিচ্ছে। বুঝতে পারছে, অন্য যেকোনো সময়ের চাইতে বেশি ব্যাকুলভাবে অ্যানাকাকে পাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। ব্যাপারটা এমন চূড়ায় পৌঁছেছে যে অ্যানাকার ঘাড়ের ত্বকে ঠোঁট না ছুঁইয়ে পারল না খান।

আর সেটা করতে গিয়েই স্কোডার ওপর হঠাৎ এসে পড়া ছায়াটা দেখতে পেল না। তবে অ্যানাকা দেখতে পেল। বিশালদেহী আমেরিকানটাকে দেখতে পেল সে। ঝটকা টানে পেছনের দরজাটা খুলে ফেলল লোকটা, নিজের পিস্তলের হাতলটা নামিয়ে আনল খানের খুলি বরাবর।

খানের বজ্রমুষ্ঠি খুলে গেল, খসে পড়ল হাতটা অ্যানাকার গলা থেকে। জ্ঞান হারিয়ে পিছনের সিটে লুটিয়ে পড়ল সে।

"হ্যালো, মিস্ ভেডাস," নিখুত হাঙ্গেরিয়ানে বলল বিশালদেহী আমেরিকান। অ্যানাকার পিস্তল সরিয়ে নিতে নিতে হাসল সে। "আমার নাম ম্যাককোল কিন্তু কেভিন বলে ডাকলে আনন্দিত হব আমি।"

জিনা স্বপ্ন দেখে কমলা রঙা আকাশের নিচে এনএক্স২০-ধারী একদল চেচেন আকাশযান থেকে নামছে রুক্ষশুষ্ক রাশিয়ার ওপর, তাদের জন্মের শত্রুর চৌদ্দোগুষ্ঠিকে ধ্বংস করবে বলে। কিন্তু স্পালকোর এক্সপেরিমেন্টের এতই ক্ষমতা যে জিনাকে সময়ের হিসাব ভুলিয়ে দিয়েছে। যেনো আবার বাচ্চা মেয়ে হয়ে ওর বাবা-মায়ের বোমার ঘায়ে বিধ্বস্ত বাড়িতে হতশ্রী চেহারা নিয়ে তার মা তাকিয়ে আছে তার দিকে, বলছে, "আমি উঠতে পারছি না..."

কিন্তু কাউকে না কাউকে তো চালিয়ে যেতেই হবে। তখন জিনার বয়স পনের, চার ভাইবোনের মধ্যে বড়। ওর মা'র শ্বশুর এসে কেবল তার ভাই কাস্তিকেই নিয়ে গিয়েছিল। যে কিনা বংশের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। রাশিয়ানরা অন্যসব উত্তরাধিকারীকে মেরে ফেলেছে। কিংবা নিয়ে গেছে পবেদিনস্কো আর ক্রাসনায়া টার্বিনা'র ভয়ংকর ক্যাম্পে।

ওর পরে মায়ের কাজ, অর্থাৎ ধাতু কুড়ানো আর পানি সংগ্রহের কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল জিনা। কিন্তু রাতের বেলা হাজারো ক্লান্তি সত্ত্বেও চোখে ঘুম আসত না তার। বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার দুঃখে কাঁদতে থাকা কাস্তির অশ্রুভেজা মুখটা চোখের সামনে ভাসত তার।

প্রতি সপ্তাহে তিনবার করে বাড়ি থেকে গোপনে বেরিয়ে আসত জিনা, অজস্র ল্যান্ডমাইনে ছাওয়া এলাকা পেরিয়ে দেখতে যেনো কাস্তিকে। একদিন গিয়ে দেখে তার দাদা মরে পড়ে আছে, কাস্তিরও কোনো হদিস নেই। রাশিয়ান স্পোশাল ফোর্স ঝাড়ুর মত ঝেঁটিয়ে রেখে গেছে এলাকাটাকে। তার দাদাকে মেরে ফেলে রেখে কাস্তি

BanglaBook.org

কে নিয়ে গেছে ক্রাসনায়া টার্বিনাতে।

পরের ছয় মাস ধরে কান্তির খবর পাওয়ার চেষ্টা করেছে জিনা কিন্তু এসব ব্যাপারে কাঁচা আর অনভিজ্ঞ ছিল সে। তাছাড়া হাতে টাকা না থাকায় মুখ খুলতেও রাজি ছিল না কেউ। তিন বছর পরে যখন ওর মা মরে গেছে, বোনেরা চলে গেছে পালিত সন্তান হিসেবে পরের বাসায়, তখন বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেয় সে। কোনো সহজ পথ বেছে নেয় নি জিনা পুরুষদের অত্যাচার সইতে হত তাকে, শরীরী সম্পদ ব্যবহার করতে হত, বারজনের বণিতা হত কিন্তু বরাবরই বড্ড চালাক ছিল সে, আর তাই নানান রণকৌশল শিখে নিতে সময় লাগে নি তার। এছাড়াও ক্ষমতার খেলা কি করে খেলতে হয় সেটাও অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে শিখে ফেলেছিল সে। একজন পুরুষ বিদ্রোহী যেখানে উঁচু র‍্যাঙ্কে ওঠে অন্যদের ওপর খবরদারি দেখিয়ে, সেখানে জিনা সেই কাজটাই সেরেছিল নিজের জন্মসূত্রে পাওয়া শরীরী সম্পদ ব্যবহার করে। এক বছর ধরে এক জনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে যাতায়াত করার অসম্ভব কষ্টকর পথ পেরোবার পর নিজের তৎকালীন নাগরকে পটিয়ে রাতের আঁধারে ক্রাসনায়া টার্বিনা'তে ঝটিকা আক্রমণ করতে রাজি করাল।

এই একটামাত্র কারণেই বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছিল জিনা, দোজখের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ক্রাসনায়াতে কি পাওয়া যাবে তা নিয়ে মনে মনে আতঙ্কিত ছিল সে। আর শেষে কিছুই পাওয়া গেল না, খোঁজ মিলল না ওর ভাইয়ের। কোনো কালেই যেনো অস্তিত্ব ছিল না কান্তির।

খাবি খেয়ে জেগে উঠল জিনা। উঠে বসে চারদিকে তাকাল সে, বুঝতে পারল আইসল্যান্ডে যাচ্ছে স্পালকোর জেটে চড়ে। মনের চোখটা যেনো এখনো স্বপ্নেই ডুবে আছে তার, কান্তির কান্নাভেজা চেহারা দেখতে পেল সে, ক্রাসনায়া টার্বিনার মৃত্যুকূপ থেকে উঠে আসা তীব্র দুর্গন্ধ নাকে লাগলো যেনো। মাথা নামাল সে। অনিশ্চয়তা কুরে কুরে খেয়েছে তাকে। যদি কান্তির মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যেত তাহলে অপরাধবোধটা থেকে রেহাই পেত জিনা। কিন্তু অলৌকিকভাবে যদি এখনো বেঁচে থাকে কান্তি, তবুও জানতে পারবে না জিনা, রাশিয়ানদের চাপানো আতঙ্ক থেকে বাঁচাতে পারবে না তাকে।

কেউ এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে মাথা তুলল জিনা। মাগোমেত, হাসানের সেই দুই লেফটেন্যান্টের একজন যাদেরকে নাইরোবিতে নিয়ে এসেছিল তাদের বিজয়ের সাক্ষী হিসেবে রাখতে। অন্য লেফটেন্যান্ট আখমেদ যখন থেকে জিনাকে পশ্চিমা ড্রেসে স্বচ্ছন্দ অবস্থায় দেখেছে, তখন থেকে তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে চলছে। মাগোমেতের সাইজ ভালুকের মত, চোখের রং টার্কিশ কফির মত। কোনো কারণে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লে আঙুল দিয়ে নিজের লম্বা কোঁকড়ানো দাড়ি আঁচড়ায় সে। একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

"সবকিছু ঠিক আছে তো, জিনা?" প্রশ্ন করল মাগোমেত।

BanglaBook.org

প্রথমে হাসানকে খুঁজল জিনার চোখ, ঘুমন্ত অবস্থায় পেল তাকে। তারপর একটা হাসির আভাসে বেঁকে গেল তার ঠোঁট। "আমাদের অসন্ন বিজয়ের স্বপ্ন দেখছিলাম আমি।"

"দারুণ হবে, তাই না? সত্যের জয় হবে অবশেষে। আমাদের জন্য যেনো আসবে সূর্যের দিন।"

জিনা জানে তার পাশে বসার জন্য মরে যাচ্ছে মাগোমেত, তাই কিছু বলল না সে। মাগোমেত এই নিয়েই খুশি থাকতে পারে যে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয় নি। আড়মোড়া ভাঙ্গলো জিনা, ধুনকের মত বাঁকালো বুকটা, মাগোমেতের চোখ সামান্য বড় হয়ে যাওয়ায় মজা পেল। জিভটা কুকুরের মত ঝুলিয়ে দিতেই বাকি রেখেছে শুধু, ভাবল জিনা।

"কফি খাবে?" মাগোমেত বলল।

"পেলে তো ভালই হত মনে হয়," সতর্কভাবে নিজের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখল সে। জানে সুযোগ খুঁজছে মাগোমেত। শেখ জিনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, যে বিশ্বাস তার ওপর অর্পণ করেছে, তাতে জিনার মর্যাদাবৃদ্ধির ব্যাপারটা পরিস্কারভাবে ছাপ ফেলেছে মাগোমেতের মনে। অন্য লেফটেন্যান্ট আখমেদের ক্ষেত্রে অবশ্য এমনটা হয় নি, বেশিরভাগ চেচেন পুরুষের মত সেও তাকে স্রেফ মেয়েমানুষ অর্থাৎ নিকৃষ্ট জাতি বলে ভেবেছে। এক মুহূর্তের জন্য জিনার নার্ভ যেনো ভেঙে পড়ল, যে বিরাট সাংস্কৃতিক বাধা সে ভাঙ্গতে যাচ্ছে তা ভেবে। অবশ্য তীব্র মনোযোগ খাটিয়ে এক মুহূর্তেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল আবার। যে প্ল্যানটা শেখের সাথে বানিয়েছে সেটা দারুণ; কাজ দেবে ওটাতে নিশ্চিতভাবেই জানে সে। এখন, মাগোমেত চলে যাবার জন্য ঘোরার সময় প্ল্যানটাকে আরেকটু এগিয়ে নিতেই কথা বলে উঠল সে। "যাচ্ছোই যখন," বলল জিনা, "আমার জন্যও এক কাপ নিয়ে এসো।" মাগোমেত ফিরে এলে কফিটা তার কাছ থেকে নিল জিনা, বসতে না বলেই চুমুক দিলো কফিতে। দাঁড়িয়ে রইল সে, কনুই ঠেকিয়ে রেখেছে একটা সিটের পেছনে, কাপটা ধরে আছে দুই হাতের মাঝে।

"বলো তো," মাগোমেত বলল, "তিনি কেমন লোক?"

"শেখ? হাসানকে জিজ্ঞেস কর নি?"

"হাসান আরসেনভ কিছুই বলে না।"

"হয়তো," বলল জিনা, কাপের ওপর দিয়ে চেয়ে আছে মাগোমেতের দিকে, "সাবধানে নিজের মর্যাদা আগলে রাখে সে।"

"তুমিও রাখো?"

আস্তে করে হাসল জিনা। "না, শেয়ার করতে ভালই লাগে আমার।" কফিতে আবার চুমুক দিলো। "শেখ হলেন দূরদর্শী। পৃথিবীটা এখন কেমন আছে সেটা দেখেন না তিনি, পাঁচ বছর পরে কেমন হবে সেটা দেখেন। তার কাছে থাকাটাই

BanglaBook.org

একটা বিরাট ব্যাপার, এমন এক ব্যক্তি যিনি কিনা নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে, গোটা দুনিয়া জোড়া বিস্তৃত যার ক্ষমতা।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মাগোমেত। "তাহলে আমরা হয়তো সত্যিই রক্ষা পাবো।"

"হ্যা, রক্ষা পাবো," জিনা বলল। কাপ সরিয়ে রাখল সে, টয়লেট থেকে আনা একটা ক্ষুর আর শোভিং ক্রিম বের করল। "এসো এখানে, আমার উল্টো দিকে বসো।"

স্রেফ এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল মাগোমেত। এত কাছাকাছি বসল যে ওদের হাঁটু দুটো ছুঁয়ে গেল।

"এই চেহারা নিয়ে আইসল্যান্ডে ঢুকতে পারবে না, জানোই তো।"

মাগোমেত আঙুল দিয়ে দাড়ি আঁচড়ানোর সময় তার দিকে চেয়ে রইলো জিনা। চোখ না সরিয়েই তার হাতটা ধরলো সে, সরিয়ে দিলো একদিকে। তারপর ক্ষুরের ভাঁজ খুলে মাগোমেতের ডান গালে ক্রিম মাখালো। ব্লেডটাকে বুলিয়ে গেল তার চামড়ার ওপর। খানিকটা কেঁপে উঠল মাগোমেত, তারপর চোখ বন্ধ করল কামানোর সময়।

এই সময়ে জিনা খেয়াল করল আখমেদ উঠে দাঁড়িয়েছে, চেয়ে আছে তার দিকে। ততক্ষণে পরিস্কার হয়ে গেছে মাগোমেতের মুখের অর্ধেকটা। নিজের কাজ করে যেতে লাগল সে, আর আখমেদ এগিয়ে এল তার দিকে। কিছু না বলে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আখমেদ, মাগোমেতের দাড়ি সরে গিয়ে তার চোহারাটা বেরিয়ে আসছে সেটা আজব লাগছে তার কাছে।

শেষ পর্যন্ত গলা খাঁকারি দিলো আখমেদ, নরম গলায় জিনাকে বলল, "এরপর আমারটা করে দিতে পারবে?"

এই লোক এমন ফালতু একটা পিস্তল বয়ে বেড়াবে বলে আশা করি নি আমি," অ্যানাকাকে স্কোডা থেকে বের করে আনতে আনতে বলল কেভিন ম্যাককোল। পিস্তলটা সরিয়ে নেবার সময় মুখ দিয়ে ঘৃণাসূচক একটা শব্দ করল সে।

কোনো প্রতিবাদ করল না অ্যানাকা, ওর নিজের পিস্তলটাকে ম্যাকোল খানের বলে ভুল করেছে বলে খুশি হয়েছে। বিকেলের আকাশের নিচে সাইডওয়াকটাতে দাঁড়িয়ে আছে সে। মাথা নিচু করে চোখ নামিয়ে হাসছে গোপনে। অনেক পুরুষের মতই ম্যাককোল ভাবতেই পারে নি, অ্যানাকা একটা বন্দুক নিয়ে বেড়াবে। এই জ্ঞানের মূল্য দিতে হবে তাকে। সেটা নিশ্চিত জানে অ্যানাকা।

"প্রথমত আমি নিশ্চিত করব, আপনার কিছু হবে না। শুধুমাত্র আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন আর আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মানবেন।" অ্যানাকার কঁনুইয়ের

BanglaBook.org

ভেতরের দিকে একটা ছোট নার্ভ বান্ডলে আঙুলের ডগা দিয়ে চাপ দিলো, সে যে চরম সিরিয়াস সেটা অ্যানাকাকে বোঝানোর জন্য এটাই যথেষ্ঠ। "আমরা কি একে অন্যের কথা বুঝতে পারছি?"

মাথা ওপর নিচ করল অ্যানাকা, নার্ভ বান্ডলে আরো চাপ পড়ায় অস্ফুটে চেঁচাল।

"যখন প্রশ্ন করব তখান আপনি জবাব দেবেন বলে আশা করব আমি।"

অ্যানাকা বলল, "বুঝেছি।"

"ভাল," ১০৬-১০৮ ফো উটকার প্রবেশপথের ছায়ায় নিয়ে গেল সে তাকে। "আমি জেসন বর্নকে খুঁজছি। কোথায় সে?"

"আমি জানি না।"

কনুইয়ের ভেতরে এবার এত চাপ পড়ল যে ব্যাথায় হাঁটু ভাঁজ হয়ে এল অ্যানাকার।

"আমরা কি আবার চেষ্টা করব?" বলল ম্যাককোল। "জেসন বর্ন কোথায়?"

"ওপরে," বলল অ্যানাকা, গাল বেয়ে পানি ঝরছে তার। "আমার অ্যাপার্টমেন্টে।"

উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমল ম্যাককোলের চাপ। "দেখলেন, কত সোজা? নো তাং, নো ফাং। এখন, চলুন ওপরে যাই।"

ভেতরে গেল ওরা। তালা খুলে আলো জ্বালাল অ্যানাকা, চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। চুতুর্থ তলায় পৌছার পর অ্যানাকাকে কাছে টেনে ধরল ম্যাককোল। "শুনুন," নরম গলায় বলল সে, "কিছুই হবে না আপনার, নিশ্চিত থাকতে পারেন। বুঝেছেন?"

কোনোমতে মাথা নাড়ল সে। সামলে নিয়ে বলল, "বুঝেছি।"

আবার তাকে জোরে কাছে টানল ম্যাককোল। "ওকে কোনো ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করলে স্রেফ গিলে খাব আমি আপনাকে।" তাকে সামনে ঠেলল সে। "ঠিক আছে, এবার চলুন।"

নিজের দরজার কাছে হেটে গেল অ্যানাকা, দরজার তালায় চাবি ঢুকিয়ে খুলল। ডানে তাকিয়ে দেখল সোফায় পড়ে আছে বর্ন, চোখ আধবোজা।

চোখ তুলল জেসন। "আমি ভেবেছিলাম তুমি–"

ঠিক সেই মুহূর্তে অ্যানাকাকে ধাক্কা মেরে সরালো ম্যাককোল, পিস্তল তুলে চেঁচিয়ে বলল, "ড্যাডি'জ হোম।" শুয়ে থাকা দেহটার দিকে পিস্তল তাক্ করে ট্রিগার চাপল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

ম্যাককোল কখন নড়ে ওঠে তার অপেক্ষাই করছিল অ্যানাকা। নিজের ভাঁজ করা কনুই দিয়ে তার হাতে মারল সে। সরিয়ে দিলো নিশানা থেকে। ছাদ আর দেয়াল যেখানে এক হয়েছে সেখানে গিয়ে লাগল গুলিটা, বর্নের মাথার ওপরে।

রাগে গর্জে উঠল ম্যাককোল। বাম হাত অ্যানাকার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতেই ডান হাতে পিস্তল তাক করতে লাগল সে। অ্যানাকার চুলে আঙুল ডুবিয়ে জোরে আঁকড়ে ধরল ম্যাককোল, ঝাঁকিয়ে তুলে ফেলল শূন্যে। ততক্ষণে চাদরের নিচ থেকে নিজের সিরামিকের পিস্তল বের করে এনেছে বর্ন। লোকটার বুকে গুলি করতে চাইছে ও কিন্তু সামনে পড়েছে অ্যানাকা। নিশানা সরিয়ে ম্যাককোলের পিস্তল ধরা হাতে গুলি করল ও। পিস্তলটা পড়ে গেল কার্পেটে, রক্ত ছিটকে বেরোল ক্ষত থেকে। চেঁচিয়ে উঠল অ্যানাকা, ওকে বুকের সাথে চেপে ধরে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে ম্যাককোল।

এক হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠেছে বর্ন, সুযোগের সন্ধানে ঘুরছে ওর পিস্তলের মাজল। কিন্তু ঢাল হিসেবে অ্যানাকাকে ব্যবহার করতে থাকা আক্রমণকারী পিছিয়ে গেল।

"ব্যাপারটা শেষ হয় নি, একদমই না," বলল ম্যাককোল, চেয়ে আছে বর্নের দিকে। "কোনো স্যাঙ্কশনেই হারি নি আমি আর এটাতেও হারবো না।" কোনো কিছু অনুমান করার সুযোগ না দিয়ে অ্যানাকাকে উপরে তুলে বর্নের দিকে ছুঁড়ে দিলো সে।

অ্যানাকা সোফার পাশে আছড়ে পড়ার আগেই লাফিয়ে উঠে তাকে ধরে ফেলল বর্ন। তারপর তাকে একপাশে সরিয়ে রেখে খোলা ডোরওয়েটা ধরে ছুটল ও, দেখতে পেল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এলিভেটরের দরজাটা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি ধরে নামতে লাগল। মনে হচ্ছে যেনো আগুন ধরে গেছে বুকের পাশটায়, পায়েও জোর পাচ্ছে না। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর, ফুসফুসে আরো বেশি অক্সিজেন নেবার জন্য থামার ইচ্ছে হল একবার কিন্তু থামল না। দুটো তিনটে করে ধাপ ভাঙছে এক সাথে। প্রথম তলার ল্যান্ডিংটাতে ঘুরতে গিয়ে একটা ধাপের কোণায় পা পিছলে গেল ওর, অনেকটা হড়কানোর মত আবার অনেকটা আছড়ে পড়ার মত করে সিঁড়ির বাকি অংশটা পেরিয়ে গেল। গুঙিয়ে উঠে দাঁড়াল, ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে লবিতে এসে পড়ল। মার্বেলের মেঝেতে খানিকটা রক্ত পড়ে আছে কিন্তু গুপ্তঘাতকের দেখা নেই। লবিতে একটা পা দিতে না দিতেই হাঁটু ভাঁজ হয়ে এল। বসে রইল ও, প্রায় অজ্ঞান, এক হাতে পিস্তল, অন্য হাতার তালু চিৎ হয়ে পড়ে আছে উরুর ওপর। ব্যথায় কুঁচকে আছে চোখ, মনে হচ্ছে যেনো শ্বাস টানতে ভুলে গেছে ও।

BanglaBook.org

হারামজাদাটার পেছনে যেতেই হবে, ভাবল ও। কিন্তু ওর মাথার ভেতর একটা প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। বর্ন আবিষ্কার করল ওটা ওরই ক্লান্ত হৃৎপিন্ডের শব্দ। অন্তত ওই মুহূর্তে নড়ারই ক্ষমতা ছিল না ওর। অ্যানাকা আসার আগেই বুঝল, ওর মৃত্যুর অভিনয় বেশি সময় ধরে বোকা বানাতে পারে নি সিআইএকে।

বর্নকে দেখামাত্র দুশ্চিন্তায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল অ্যানাকার চেহারা। "জেসন!" হাঁটু গেড়ে বসে ওকে জড়িয়ে ধরল সে।

"উঠতে সাহায্য কর," বলল বর্ন।

কাত হয়ে ওর ওজন নিল সে। "কোথায় লোকটা? কই গেছে?"

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা উচিত ছিল বর্নের। *হায় জিশু,* ভাবল ও। সত্যিই বোধহয় ডাক্তার দেখানো উচিত।

বোধহয় খানের অন্তরের বিষই ওর জ্ঞানটা এত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিলো। যাই হোক, আক্রমনের কয়েক মিনিটের মধ্যেই উঠে পড়ে স্কোডাটার বাইরে বেরিয়ে এল ও। ওর মাথায় ব্যাথা লেগেছে বটে, এটা নিশ্চিত। কিন্তু মূল আঘাতটা তো লেগেছে ওর গর্বে। পুরো দৃশ্যটা মনে মনে আবার দেখল ও, শুধু ওর বোকামি আর অ্যানাকার প্রতি বিপজ্জনক আকর্ষণের ফলেই ব্যাপারটা হয়েছে তা বুঝতে পেরে ওর পেটে একটা বিচ্ছিরি অনুভূতি হল।

আবেগের ব্যাপারগুলো যেকোনো মূল্যে দমন করা উচিত; এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? নিজের বাবা-মায়ের সাথে এমনটা হয়েছে খানের, রিচার্ড উইকের সাথে হয়েছে, আর এখন তো অ্যানাকার সাথে হল। এ সেই অ্যানাকা, যে কিনা স্তেপান স্পালকোর হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ওর সাথে।

আর স্পালকোর ক্ষেত্রে? "আমরা তো আর অপরিচিত নই। সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সিক্রেটগুলোও আমরা শেয়ার করি।" সেই রাতে গ্রজনিতে বলেছিল সে। "নিজেদেরকে স্রেফ ব্যবসাদার আর খদ্দেরের চাইতে বেশি কিছু ভাবি, আমি।"

রিচার্ড উইকের মতই খানকে নিজের দলে ভেড়াতে চেয়েছিল স্পালকো, দাবি করেছিল যে সে ওর বন্ধু হতে চায়, এক গোপন আর অন্তরঙ্গ দুনিয়ার অংশ বানাতে চায়। "আমি তোমাকে যে কমিশন দিয়েছি তার পরিমাণের মতই বড় তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ।" যেনো উইকের মত করে স্পালকোও ভেবে বসেছে ওর ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব তার। এইসব লোকের একটা বিশাল ভুল ধারণা আছে যে ওরাই উঁচু সারির মানুষ। অভিজাতদের মাঝে অন্যতম। উইকের মতই স্পালকো ও মিথ্যে কথা বলে খানকে দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করাতে চেয়েছিল।

স্পালকো কি চেয়েছিল ওর কাছ থেকে? এ বিষয়টা কেয়ারই করে না খান। ও স্রেফ চায় স্পালকোর গা থেকে মাংস খুলে নিতে, এমন ঘটনার উদাহরণ সৃষ্টি করতে

BanglaBook.org

যেটা অন্যায়ের জায়গায় প্রতিষ্ঠা করবে ন্যায়কে। স্পালকোর মৃত্যু ছাড়া আর কোনো কিছু খানকে শান্ত করতে পারবে না এখন। স্পালকোকে মারাটাই হবে খানের নিজেকে দেয়া নিজের প্রথম ও শেষ মিশন।

একটা ডোরওয়ের ছায়ার আড়ালে ঘাপটি মেরে মাথার পেছনে আঘাতের ফলে গজিয়ে ওঠা আলুটাতে হাত বোলাচ্ছিল ও। আর তখনই শুনতে পেল কণ্ঠস্বরটা। যে ছায়াটাতে খান বসে ছিল সেটার মধ্যে যেনো পড়ে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে দুলতে থাকা ঢেউয়ের মাঝে, আর ওর নিচে গভীর পানি থেকে উঠে আসছে কণ্ঠস্বরটা।

"লি-লি," ফিসফিস করল খান। "লি-লি!"

লি-লি'র কণ্ঠের ডাকই শুনতে পাচ্ছে ও।

ওর জানা আছে সে কি চায়; চায় খান গভীরে ডুবে গিয়ে যোগ দিক তার সাথে। মাথা নিচু করে হাতের ওপর রাখল, প্রচণ্ড একটা ফোঁপানি বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে, যেনো ফুসফুস থেকে বেরিয়ে গেল বাতাসের শেষ বুদবুদটাও। লি-লি। তার কথা কতদিন ধরে ভাবে নি খান, নাকি ভেবেছে? প্রায় প্রতি রাতেই তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে ও; আর এই ব্যাপারটা বুঝতেই এত সময় লেগেছে যে লাশটা আসলে লি-লি। কেন? কি কারণে এত দীর্ঘ সময় পর খানের কাছে এত জোরালোভাবে ফিরে এল সে?

এমন সময় সামনের দরজাটা খুলে যাবার শব্দ পেল ও, মাথা তুলে দেখতে পেল বিশালদেহী লোকটা ছুটে বেরিয়ে আসছে ১০৬-১০৮ পো উটকার প্রবেশ পথ থেকে এক হাত দিয়ে অন্য হাত আঁকড়ে ধরে আছে সে। তার পিছনে রক্তের ধারা দেখে খান বুঝল জেসন বর্নের সাথে টক্কর লেগেছিল তার। ছোট একটা হাসি খেলে গেল খানের মুখে। ও বুঝতে পেরেছে এই লোকটাই আক্রমণ করেছিল ওকে।

খানের প্রচণ্ড ইচ্ছে হল ব্যাটাকে মেরে ফেলার কিন্তু কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখল। মাথায় একটা ভাল বুদ্ধি এসেছে। ছায়া ছেড়ে বেরিয়ে এল ও, ফো উটকা থেকে পালাতে থাকা লোকটাকে অনুসরণ করা শুরু করল।

BanglaBook.org

ডোহানি সিনাগগ ইউরোপের সবচেয়ে বড় ইহুদি উপাসনালয়। এই বিশাল কাঠামোটার পশ্চিম দিকের গায়ে লাল, নীল আর হলুদ রঙের ইঁটের জটিল বাইজ্যান্টাইন নকশা আছে। এই তিনটে রঙই বুদাপেস্টের ঐতিহ্যবাহী রঙ। প্রবেশপথের ওপরটা জুড়ে মুকুটের মত রয়েছে একটা বিশাল স্টেইন্ডগ্লাস জানালা। এই চমৎকার দৃশ্যের ওপরে মাথা উঁচিয়ে আছে দুটো মুরিশ পলিগোনাল টাওয়ার, এগুলোর চূড়ায় আবার আছে তামার পাতের আবরণ দেয়া আর গিল্টি করা দুটো গম্বুজ।

"আমি ওখানে গিয়ে তাকে নিয়ে আসছি," স্কোডা থেকে ওরা দু'জন বের হবার

পর অ্যানাকা বলল। ইস্টডান কাজে আছেন, তাই কোনো কভারিং ডাক্তারের কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন তিনি অ্যানাকাকে কিন্তু সে চেয়েছে তার কাছেই দেখাতে, আর শেষতক এখানে এসে হাজির হয়েছে ওরা দুজন। যত কম লোক তোমাকে এ অবস্থায় দেখবে ততই ভাল।

একমত হল বর্ন। "শোনো অ্যানাকা, তুমি কয়বার আমার জীবন বাঁচিয়েছ তা গুণতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছি আমি।"

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল সে। "তাহলে গোণা বাদ দাও।"

"যে লোকটা আক্রমণ করেছিল তার নাম কি?"

"কেভিন ম্যাককোল।"

"এজেন্সির একজন স্পেশালিস্ট।" সে যে কোন বিষয়ে স্পেশালিস্ট তা অ্যানাকাকে বলতে গেল না বর্ন। আর অ্যানাকার একটা দিক পছন্দ হয়েছে ওর। "তুমি দারুণ খেল দেখিয়েছ তার সাথে।"

"সে আমাকে তার ঢাল বানানোর আগপর্যন্ত।" তেতো গলায় বলল সে। "আমার একদম উচিত ছিল না–"

"ব্যাপারটা পেরিয়ে এসেছি আমরা। এটাই বড় ব্যাপার।"

"কিন্তু এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। আর সে হুমকি দিয়ে গেল–"

"পরের বার তার জন্য অপেক্ষা করব আমি।"

মৃদু হাসিটা আবার ফিরে এল অ্যানাকার মুখে। বর্নকে সিনাগগের পেছনের প্রাঙ্গনটাতে নিয়ে এল সে, বলল বর্ন এখানে নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে পারে, কারো হামলার শিকার হওয়ার ভয় নেই।

জানোস ভেডাসের চেনা ডাক্তার ইস্টভান অ্যাম্বুস ভেতরে সার্ভিসে ছিলেন কিন্তু অ্যানাকা ভেতরে গিয়ে তাকে ইমার্জেন্সির কথা বলাতে যথেষ্ট বিবেচনা বোধ দেখালেন তিনি।

"অবশ্যই, তোমাকে যে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারলেই আমি খুশি অ্যানাকা।" সিট থেকে উঠে চমৎকার ঝাড়বাতি শোভিত অন্তর্মহলের মধ্য দিয়ে হাটতে লাগলেন তিনি অ্যানাকার সাথে। ওদের পেছনে রয়েছে পাঁচ হাজার টিউবওয়ালা বিরাট অর্গ্যানটা। একটা ইহুদি উপাসনালয়ে বেশ প্রথাবিরুদ্ধ ওই জিনিস। ওটার কি-বোর্ডে এককালে সুর তুলেছেন ফ্রানজ লিজৎ আর ক্যামিল সেইন্ট সেইনসের মত মহান সুরকাররা।

"তোমার বাবার মৃত্যু আমাদের সবাইকে ভীষণ আঘাত দিয়েছে।" অ্যানাকার হাতটা ধরে ডাক্তার মৃদু চাপ দিলেন। কোনো সার্জনের বা ইঁটের কারিগরের মতই ভোঁতা, শক্ত আঙুল তার। "তুমি কি করে নিজেকে সামলিয়েছ, মাইডিয়ার?"

"যেভাবে মানুষ সামলায় আরকি," নরম গলায় বলল সে, বাইরের দিকে নিয়ে চলেছে ডাক্তারকে।

BanglaBook.org

বর্ন যে প্রাঙ্গনটার ওপর বসে আছে তার মাটির নিচে শায়িত আছে ১৯৪৪-৪৫ এর নৃশংস শীতে খুন হওয়া পাঁচ হাজার ইহুদি। ওই সময় অ্যাডলফ আইখম্যান সিনাগগটাকে পাল্টে ফেলেছিলেন কনসেনট্রেশন পয়েন্টে, যত জন এখানে মরেছে তার দশগুণকে পাঠিয়েছিলেন নানান মৃত্যু-ক্যাম্পে। ইনার লগিয়া'র দুই খিলানের মাঝে অবস্থিত এই প্রাঙ্গন ধূসর স্মৃতিস্তম্ভে ভরা, গাঢ় সবুজ আইভি লতা লতিয়ে উঠেছে ওগুলোর ওপর। যে গাছগুলোর সাথে লতাগুলোকে গাড়া হয়েছিল সেগুলোর কান্ড দেখে মনে হচ্ছে যেনো ছাতাপড়া ক্ষত। বাতাসে খসখসিয়ে উঠল পাতাগুলো, এমন পরিবেশে শব্দটা শোনালো বহু দূরের কণ্ঠস্বরের মত।

এখানকার মৃতদের আর যে ভয়ংকর যন্ত্রনা পেয়ে তারা মরেছে তার কথা না ভেবে এখানে বসে থাকা খুব কঠিন। এদেরকেও ম্লান করে দেবার মত কোনো অন্ধকার যুগ সৃষ্টি হচ্ছে না তো? ভাবল বর্ন। চিন্তা ছেড়ে মুখ তুলে তাকিয়ে অ্যানাকা আর একজন গোলমুখো, পরিপাটি ছোটোখাট লোককে এগিয়ে আসতে দেখল ও। পেনসিলের মত সরু গোঁফ আছে লোকটার, গাল আপেলের মত লাল। বাদামি থ্রি-পিস সুট পরে আছেন তিনি। তার ছোটো ছোটো পায়ের জুতোগুলো খুব করে পালিশ করা।

"তাহলে আপনিই সেই বিদ্ধস্ত ব্যক্তি," অ্যানাকার পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি যে হাঙ্গেরিয়ানে কথা বললেই চলবে সেটা বুঝিয়ে দেবার পর বললেন ডাক্তার। "না, না, উঠবেন না।" বলতে বলতে বর্নের পাশে বসে পড়ে পরীক্ষা শুরু করলেন তিনি। "হুম, স্যার। আমার মনে হয় না অ্যানাকার বর্ণনা আপনার ক্ষতগুলোর প্রতি সুবিচার করেছে। দেখে মনে হচ্ছে আপনাকে কোনো যাঁতকলের ভেতরে ফেলা হয়েছে।"

"আমিও তেমনটাই টের পাচ্ছি, ডাক্তার," একটা ব্যাথাওয়ালা জায়গায় ডাক্তার অ্যাম্বুস আঙুল দিয়ে খোঁচা দেওয়ায় মুখ কুঁচকে বলল বর্ন।

"এখানে এসে ঢোকার সময় আপনাকে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকতে দেখলাম," আলাপী সুরে বললেন ডাক্তার অ্যামব্রুস। "এক দিক থেকে ভাবলে, এই প্রাঙ্গনটা একটা ভয়াবহ জায়গা, যাদের আমরা হারিয়েছি তাদের কথা মনে তো করিয়ে দেয়ই, যুদ্ধের সময় মানবতার কোন অংশটা খোয়া গিয়েছিল সেটার কথাও ভাবায়।" বর্নের বুকের পাশের ফোলা মাংসটার ওপর অত্যন্ত হালকা কিন্তু চটপটেভাবে আঙুল বোলালেন তিনি। "কিন্তু ওই সময়ের সব ইতিহাসই কিন্তু অত বিষাদময় নয়, জানেন। আইখম্যান তার দলবল নিয়ে ঢুকে পড়ার আগে সিনাগগের ভেতরের আর্ক-টা থেকে তোরাহ্'র সাতাশটা স্ক্রল সরানোর কাজে রাব্বিদেরকে সাহায্য করেছিলেন কয়েকজন পাদ্রি। এই পাদ্রিরা স্ক্রলগুলোকে পুঁতে রেখেছিলেন তাদের ক্রিশ্চিয়ান গোরস্থানের ভেতরে। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত নাজিদের হাত থেকে নিরাপদে ছিল স্ক্রলগুলো।" হালকা হাসি হাসলেন তিনি। "তো এ থেকে আমরা কি বুঝলাম? নিকষ আঁধারেই লুকিয়ে থাকে আলো রেখা। সবচেয়ে অনাকাঙ্খিত ব্যক্তিও আপনাকে

BanglaBook.org

দেখাতে পারে সাহনুভূতি। ভাল কথা, আপনার দুটো পাঁজরে চিড় ধরেছে।"

উঠলেন তিনি এবার। "আসুন। আপনার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমার বাসাতেই আছে। সপ্তাহখানেকের মাঝেই ব্যাথাটা কমে যাবে, অনেকটা সেরেও উঠবেন।" মোটা একটা আঙুল নাড়ালেন তিনি। "কিন্তু মাঝের সময়টায় বিশ্রাম নেবার ব্যাপারে আমাকে কথা দিতে হবে। কোনো ভারি ব্যায়াম দেব না আপনাকে। আসলে কোনো এক্সারসাইজ না করলেই ভাল হবে আপনার জন্য।"

"সে বিষয়ে তো কথা দিতে পারছি না, ডাক্তার।"

অ্যানাকার দিকে দ্রুত একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার অ্যামব্রুস। "এমনিই কি আর আপনার অবস্থা দেখে অবাক হয় নি?"

বর্ন উঠে দাঁড়াল। "আসলে কি, আপনি যা যা করতে মানা করলেন আমার আশঙ্কা সেগুলোর সবগুলোই করতে হবে আমাকে। আর সেটা খুব শিগগিরই। তাই বলছি, কি করলে আমার ফাটা পাঁজরগুলো রক্ষা পাবে, বলতে পারেন?"

"লোহার বর্ম পরে নিলে কেমন হয়?" নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন ডাক্তার অ্যামব্রুস কিন্তু বর্নের মুখের ভাব দেখে দ্রুতই মিলিয়ে গেল তার আনন্দ। "গুড গড, আপনি কিসের সাথে টক্কর দিতে যাচ্ছেন, বলেন তো?"

"যদি বলতে পারতাম তাহলে তো কথাই ছিল না," নিরানন্দ গলায় বলল বর্ন। "আমার মনে হয় এখন আমাদের যাওয়া উচিত।"

ডাক্তার অ্যামব্রুস কথামত কাজ করলেন, বুদা হিল্‌স-এ নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন ওদেরকে। অন্য লোকের বাসায় যেখানে স্টাডি থাকে সেখানে তার রয়েছে একটা ছোট এগজামিনিং রুম। জানালার বাইরে গোলাপের ঝাড় দেখা যাচ্ছে কিন্তু জেরানিয়ামের পটগুলো এখনো ফাঁকা, গরম আবহওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। বাসার ভেতরে দেয়াল ক্রিম রঙের, আর ক্যাবিনেটগুলোর ওপরে রয়েছে ডাক্তার অ্যামব্রুসের স্ত্রী আর দুই ছেলের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি।

বর্নকে টেবিলটার ওপর বসালেন তিনি, গুণগুণ করতে ক্যাবিনেটগুলো একের পর এক খুলে একটা দু'টো করে জিনিস বের করতে থাকলেন। বর্নের কাছে ফিরে এসে ওর কোমরের ওপরের সব জামাকাপড় খুলে ফেললেন। একটা লাইট জ্বালিয়ে বর্নের ক্ষতের ওপর স্থির করলেন। তিনটে স্তরে বর্নের পাঁজরগুলো বাঁধতে শুরু করলেন তিনি। তুলা আর একটা রাবারের মত জিনিস, যেটার নাম তিনি বললেন কন্টেইনড কেভলার।

"কেউই এতটা ভালভাবে করতে পারবে না," কাজ শেষে ঘোষণা করলেন তিনি।

"দম নিতে পারছি না," হাঁস ফাঁস করল বর্ন।

"ভাল, তার মানে ব্যাথাটাও যথাসম্ভব কম পাবেন।" একটা ছোট বাদামি প্লাস্টিকের বোতল ঝাঁকালেন তিনি। "কিছু পেইনকিলার দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু

BanglaBook.org

আপনার মত লোকের জন্য না দেয়াই উচিত। ওষুধটা আপনার সচেতনতাকে ব্যাহত করবে, ক্ষিপ্রতা হাওয়া হয়ে যাবে। আর পরেরবার হয়তো কফিনের ভেতরে দেখতে পাব আপনাকে।"

রসিকতাটায় হাসল বর্ন। "সে দৃশ্য যেনো আপনাকে দেখতে না হয় সেজন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।" একটা পকেটে হাত ঢোকালো সে। "কত দিতে হবে?"

দু'হাত ওপরে তুললেন ডাক্তার অ্যামব্রুস। "প্লিজ।"

"তাহলে কিভাবে আপনার ঋণ শোধ করব, ইস্টভান?" অ্যানাকা বলল।

"তোমাকে আবার দেখতে পেলেই সেটা বিরাট পারিশ্রমিক হবে, মাই ডিয়ার।" তার মুখটা দু'হাতে ধরলেন তিনি, প্রথমে চুমু খেলেন এক গালে, তারপর অন্যটায়। "কথা দাও, শিগগিরই এখানে ডিনার খেতে আসবে কোনো এক রাতে। বেলাও আমার মতই তোমাকে মিস করে। এসো মা, এসো। বেলা তোমাকে হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ বানিয়ে দেবে, ওটা খেতে খুব পছন্দ করতে তুমি ছোটোবেলায়।"

"কথা দিচ্ছি, ইস্টভান, শিগগিরই আসব।"

শেষতক এই পারিশ্রমিকের আশ্বাস পেয়ে ওদেরকে যেতে দিলেন ডাক্তার অ্যামব্রুস।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

"র‍্যান্ডি ড্রাইভারের ব্যাপারে কিছু একটা করা দরকার," লিনড্রস বলল।

একগাদা কাগজে সই করে সেগুলোকে নিজের আউটবক্সে ঠেলে রেখে চোখ তুললেন ডিসিআই। "আমি শুনলাম তোমাকে নাকি ভালভাবে চাবকেছে সে। কথা দিয়ে।"

"বুঝতে পারছি না। এটা কি আপনার কোনো আনন্দের উৎস, স্যার?"

"উপভোগ করতে দাও আমাকে, মার্টির্ন, আত্মতৃপ্তির হাসিটা লুকোনোর চেষ্টা করলেন না তিনি। "ইদানিং আনন্দ করবার মত খুব বেশি জিনিস নেই আমার কাছে।"

জানালার বাইরের তিন রেভ্যুলুশনারি ওয়্যারের যোদ্ধার ওপর সারা বিকেল ধরে যে রোদটা পড়ছিল সেটা এখন আর নেই। পড়ন্ত ছায়ায় এখন জীর্ণ দেখাচ্ছে ব্রোঞ্জের মূর্তি তিনটিকে। বসন্তের আরেকটা দিন খুব দ্রুত গড়াচ্ছে রাতের দিকে।

"আমি চাই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হোক। আমি চাই–"

ডিসিআই'র মুখ কালো হয়ে গেল। "আমি চাই," আমি চাই'–তিন বছরের বাচ্চা নাকি তুমি হে?"

"ককলিন আর মো পানোভের খুনের তদন্ত করার চার্জে দিয়েছিলেন আপনি আমাকে। আমি স্রেফ সেটাই করছি।"

"তদন্ত?" রাগে জ্বলে উঠল ডিসিআই'র চোখ। "কোনো তদন্তের দরকার নাই। আমি তোমাকে পইপই করে বলে দিয়েছি, মার্টিন আমি এর শেষ দেখতে চাই। কুত্তী মহিলা আলোনজো আর্তিজ আমাদেরকে জ্বালিয়ে মারছে। ব্যাপারটার ফয়সালা করতে পারলেই সবাই ভুলে যাবে এটার কথা। শুধুমাত্র এখন চাই তুমি গোটা সিস্টেমটা জুড়ে দাপিয়ে বেরিয়ে সবখানে তোমার পাওয়ার কাজে লাগাও।" তার ডেপুটি আপত্তি তুলতে গেলে হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলেন তিনি সেটাকে। "হ্যারিসকে ফাঁসাও, এত উঁচুতে ঝোলাও যাতে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর নিশ্চিত হয় যে আমরা বুঝেসুঝে কাজ করছি।"

"আপনি তা বলতেই পারেন, স্যার কিন্তু বিনীত ভঙ্গিতে আমি বলতে পারি, সেটা হবে আমাদের জন্য এক বিশাল ভুল। "ডিসিআই হাঁ করে তার দিকে তাকানোয় ডেস্কের ওপর দিয়ে হ্যারিসের পাঠানো কম্পিউটার প্রিন্ট আউটগুলো ঠেলে দিলো সে।

"কি এটা?" বললেন ডিসিআই। কোনো কিছু পড়ার আগে তার সার সংক্ষেপ শুনতে পছন্দ করেন তিনি।

"অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসায়ী একদল রাশিয়ানের ইলেকট্রনিক রেকর্ডের অংশ। যে

BanglaBook.org

বন্দুকটা ব্যবহার করে ককলিন আর পানোভকে খুন করা হয়েছিল সেটার কথাও এখানে আছে। ওয়েবের নামে ভুয়া। রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল ওটা। এতে প্রমাণিত হয় ওয়েবকে ফাঁদে ফেলা হয়েছিল। নিজের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে খুন করে নি সে।" ডিসিআই প্রিন্টআউটটা পড়তে শুরু করেছেন, "তাকে কি করে আপনি উপেক্ষা করছেন সেটা বুঝতে পারছি না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডিসিআই, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসতে বসতে ঠেলে সরিয়ে রাখলেন প্রিন্টআউটটা। "দেখ মার্টিন, আমি তোমাকে খুব ভালভাবে ট্রেনিং দিয়েছি। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে তোমার আরো অনেক কিছু শেখা বাকি রয়ে গেছে।" ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা কাগজটার দিকে আঙুল তুললেন তিনি। এটা আমাকে বলছে যে, জেসন বর্ন যে পিস্তলটা দিয়ে ককলিন আর মো পানোভকে মেরেছে সেটার দাম দেয়া হয়েছে। বুদাপেস্ট থেকে অয়্যার ট্রান্সফারের মাধ্যমে। বিদেশে বর্নের কয়টা যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে আমি জানি না, জুরিখ আর জেনেভাতেই বেশিরভাগ আছে মনে হয় আর বুদাপেস্টেও না থাকার কোনো কারণ নেই।" নাক দিয়ে শব্দ করলেন তিনি। "এটা ওর একটা চালাকি, অ্যালেক্সের কাছ থেকে যেগুলো শিখেছিল সেগুলোরই একটা।"

লিনড্রসের হৃৎপিন্ডটা যেনো তার জুতোর ভেতর নেমে গেছে। "তাহলে আপনার মনে হয় না যে–"

"তুমি কি চাও আমি এই তথাকথিত প্রমাণটা নিয়ে কুন্তী মহিলার কাছে যাব?" মাথা নাড়লেন ডিসিআই। "এটাকে আমার গলার ভেতর গুঁজে দেবে সে।"

অবশ্যই ডিসিআই'র মনে প্রথম যা এসেছে তা হচ্ছে, জেসন বর্ন বুদাপেস্টে বসে ইউ.এস গভমেন্টের ডাটাবেজে ঢুকেছে, আর সেজন্যই তিনি কেভিন ম্যাককোলকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। এই ব্যাপারটা মার্টিনকে বলার দরকার নেই, তার হাঁকডাক বাড়বে তাতে স্রেফ। না, ভাবলেন ডিসিআই একগুঁয়েভাবে, মার্ডারের অস্ত্রের দামটা বুদাপেস্ট থেকে এসেছে, আর বর্নও এখন পালিয়ে বুদাপেস্টে গিয়েই ঢুকেছে। এতে বর্নের দোষ আরো ভালভাবে প্রমাণিত হয়।

তার চিন্তার জাল ছিন্ন করল লিনড্রস। "তাহলে ড্রাইভারের কাছে ফিরে যাবার অনুমতি দিচ্ছেন না আপ–"

"মার্টিন, সাড়ে সাতটা বাজতে চলেছে, আর আমার পেটেও ছুঁচোর নাচন শুরু হয়েছে।" দাঁড়ালেন ডিসিআই। "তোমার প্রতি আমার যে কোনো রূঢ় মনোভাব নেই সেটা দেখানোর জন্যই বলছি চল একসাথে ডিনার করি।

অক্সিডেন্টাল গ্রিল রেস্টুরেন্টে নিজস্ব টেবিল আছে ডিসিআই'র। লাইনে তো দাঁড়াবে সাধারণ মানুষ আর নিচু পদের সরকারী কর্মচারীরা, তিনি না। এই জায়গায় তার ক্ষমতা উঠে আসে নিজের গোপন রাজত্ব থেকে, ওয়াশিংটনের সবাইকে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়। এই ক্ষমতা শাসনতন্ত্রের খুব কম লোকেরই আছে। কঠিন

BanglaBook.org

একটা দিন কাটানোর পর নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের মত সুখ আর কিছুতে নেই।

গ্রানাইটের লম্বা সিঁড়িটা পেরিয়ে রেস্টুরেন্টের দিকে চললেন তারা। একটা সরু প্যাসেজওয়েতে ঢুকলেন, এই রেস্টুরেন্টে যেসব প্রেসিডেন্ট আর অন্যান্য বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এসেছিলেন তাদের ছবি ঝোলানো রয়েছে দেয়ালে। যেমনটা সবসময় করেন, জে. এডগার হুভার আর তার সাথে ছায়ার মত লেগে থাকা ক্লাইভ টলসনের ছবির সামনে থামলেন ডিসিআই। এমনভাবে ছবিটার দিকে চেয়ে রইলেন যেনো স্রেফ নিজের চোখের আগুন নিয়েই অন্যান্য গ্রেটদের ছবির মাঝ থেকে ওটাকে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।

"আমার ভালভাবেই মনে আছে, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ও কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে অ্যান্টি-ভিয়েতনাম ওয়ার ডেমোসট্রেশন্সের সম্পর্ক খুঁজে বের করার জন্য শনির্বন্ধ অনুরোধের 'হুভার-মেমো'টা সিনিয়র অফিসারদের কাছে পাঠানোর আগেই কিভাবে আমরা আটকে দিয়েছিলাম।" মাথা নাড়লেন তিনি। "কি অদ্ভুত সব চিজের সাথে কাজ করেছি আমি।"

"ওসব এখন ইতিহাস, স্যার।"

"কলঙ্কিত ইতিহাস, মার্টিন।"

এই ঘোষণা দেবার পরে হাফ-গ্লাসের দরজাটা পেরিয়ে রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি। ঘরটার বুথগুলো কাঠের, পার্টিশনগুলো কাট-গ্লাসের, বারে আয়না-বসানো। বরাবরের মতই লাইনে দাঁড়িয়েছে অনেকে। ডিসিআই এমনভাবে সেই লাইনটাকে পেরোলেন যেনো মোটরবোটদের ঝাঁকের মাঝ দিয়ে সগেওরবে চলছে কুইন মেরি জাহাজ। পোডিয়ামটার সামনে থামলেন তিনি, ওখানটায় রয়েছে একজন রূপালীচুলো মার্জিত মেইটর ডি'।

ডিসিআই এগিয়ে যাওয়ায় অনেকগুলো লম্বা মেনু বুকে চেপে ধরা অবস্থায় ঘুরল লোকটা। "ডিরেক্টর।" বড় বড় হয়ে গেল তার চোখ দুটো। লোকটার ত্বক সাধারণত লালচে হলেও এখন দেখাচ্ছে অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে। "আমরা ধারণাই করতে পারি নি আপনি আমাদের সঙ্গে ডিনার করবেন আজরাতে।"

"কবে থেকে তোমার আবার আগে থেকে জানার প্রয়োজন হল, জ্যাক?" বললেন ডিসিআই।

"আমি কি বারে একটা ড্রঙ্কের প্রস্তাব দেব, ডিরেক্টর? আপনার পছন্দের সাওয়ার ম্যাশ আছে আমার কাছে।"

নিজের পেটে চাপড় দিলেন ডিসিআই। "আমি ক্ষুধার্ত, জ্যাক। বারের ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে সোজা টেবিলে বসতে চাই আমি।"

চরম অস্বস্তি দেখা গেল মেইটর ডি'র চেহারায়। "আমাকে এক মুহূর্ত সময় দিন, ডিরেক্টর," বলল সে, তাড়াতাড়ি চলে গেল একদিকে।

"ব্যাটার হয়েছেটা কি?" খানিকটা বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করলেন ডিসিআই।

BanglaBook.org

লিনড্রস ইতিমধ্যেই ডিসিআই'র কোণার টেবিলের দিকে তাকিয়ে নিয়েছে, ওটাকে ভরা অবস্থায় দেখে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার অভিব্যক্তি দেখে দ্রুত ঘুরলেন ডিসিআই, ওয়েটার আর প্যাট্রনদের দঙ্গলের মাঝ দিয়ে তাকালেন নিজের প্রিয় টেবিলটার দিকে। দেখতে পেলেন, তার জন্য রক্ষিত পাওয়ার সিটটা এখন দখল করে আছে রবার্তা আলোনজো-আর্তিজ, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর। ফরেন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস কমিটির দুই সিনেটরের সাথে আলোচনায় মগ্ন সে।

"আমি ওকে খুন করব, মার্টিন। সাহায্য করুন ঈশ্বর, কত্তি মহিলার হাত-পা একটা একটা করে ছিঁড়ব আমি।"

এমন সময় ফিরল মেইটর ডি, পরিস্কারভাবে ঘাম দেখা যাচ্ছে তার কলারের ভেতরে। "একটা চমৎকার টেবিল আপনাদের জন্য সাজিয়েছি, ডিরেক্টর চারজনের বসার উপযোগী টেবিল শুধুমাত্র আপনাদের মত ভদ্রলোকের জন্যই। আর ড্রিঙ্কগুলো তো থাকছে, ঠিক আছে?"

ডিসিআই'র আক্রোশ ফিরে এল। "অনেকটাই ঠিক আছে," বললেন তিনি, চেহারার লাল ভাবটা যে যাচ্ছে না সে বিষয়ে সচেতন। "নিয়ে চল, জ্যাক।"

মেইটর ডি' লোকটা ওনাদেরকে এমন এক পথে নিয়ে চলল যাতে পুরনো টেবিলটার পাশে দিয়ে যেতে না হয়, আর এজন্য কৃতজ্ঞ বোধ করলেন ডিসিআই জ্যাকের প্রতি।

"আমি ওনাকে বলেছি, ডিরেক্টর," শ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল মেইটর ডি'। "আমি বেশ পরিস্কারভাবেই ওনাকে বলেছি ওই কোণার টেবিলটা আপনার কিন্তু তিনি তবুও ওটাই নিতে চাইলেন। কোনো কথার উত্তর হিসেবে 'না' শুনতে চান না তিনি। সেক্ষেত্রে আমি আর কি করি? এখন, এক মিনিটের মধ্যেই ড্রিঙ্কগুলো নিয়ে আসছি।" তাদেরকে বসিয়ে খাবার আর ওয়াইনের মেনুগুলো দিতে দিতে এক নিঃশ্বাসে বলল জ্যাক। "আর কিছু করতে পারি কি, ডিরেক্টর।"

"না, ধন্যবাদ, জ্যাক," নিজের মেন্যু তুলে নিলেন ডিসিআই।

খানিক বাদে বিরাট জুলফিওয়ালা এক বিশালদেহী ওয়েটার দুই গ্লাস সাওয়ার ম্যাশ আর সেই সাথে বোতল এবং বড় পানির পাত্র এনে রাখল।

"মেইটর ডি'র তরফ থেকে উপহার," বলল সে। এতক্ষণে লিনড্রস যদি ভুলে ভেবেও বসে ডিসিআই শান্ত হয়েছেন, এবার যখন তিনি নিজের সাওয়ার ম্যাশে চুমুক দেবার জন্য গ্লাসটা তুললেন তখন ভুলটা ভাঙ্গল তার। তার হাত কাঁপছে, এবার তার চোখে ক্রোধের ঝিলিক দেখতে পেল লিনড্রস।

চোখের সামনে সুযোগ দেখে সেটাকে লুফে নিল সে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর চান, যথাসম্ভব নিঃশব্দে জোড়া খুনের ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়া হোক। কিন্তু সে প্রাথমিক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অর্থাৎ

BanglaBook.org

জেসন বর্নই যে খুনি, সে অনুমান যদি ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে সবই ধ্বসে পড়বে আলোনজো-আর্তিজের বাকসর্বস্ব পদসমেত।"

ডিসিআই চোখ তুললেন। সেয়ানা দৃষ্টিতে নিজের ডেপুটির দিকে চাইলেন তিনি। "আমি তোমাকে ভালভাবে চিনি, মার্টিন। আগে থেকেই মনের মাঝে কোনো প্ল্যান পুষে রেখেছ, তাই না?"

"জি, স্যার, রেখেছি, আর আমার কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে এনএসএ,কে আহাম্মক বানিয়ে ছাড়ব আমরা। কিন্তু সেটা করার জন্য র‍্যান্ডি ড্রাইভারের পূর্ণ সাহায্য সহযোগীতা চাই আমার।"

সালাদ নিয়ে হাজির হল ওয়েটার।

একা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ডিসিআই, আরো সাওয়ার ম্যাশ ঢেলে নিলেন দু'জনের জন্য শক্ত একটা হাসি হেসে তিনি বললেন, "এই র‍্যান্ডি ড্রাইভারের ব্যাপারটা তোমার কি মনে হয় এটা দরকারী?"

"দরকারীর চেয়েও বেশি, স্যার, এটা অপরিহার্য।"

"অপরিহার্য, হুঁ?" সালাদের মধ্যে কাঁটাচামচ বসালেন ডিসিআই কাঁটার মাথায় উঠে আসা টমেটোর টুকরোটার দিকে চাইলেন। "কালকে প্রথমেই আমি পেপারওয়ার্কগুলো সাইন করে দেব।"

"ধন্যবাদ, স্যার,।"

ভুরু কোঁচকালেন ডিসিআই, নিজের চোখের দৃষ্টি দিয়ে খুঁজলেন ডেপুটির চোখকে, তাকিয়েই রইলেন। "শুধুমাত্র একভাবেই আমাকে ধন্যবাদ দিতে পার, মার্টিন, আমার হাতে সেইসব মালমশলা এনে দাও যেগুলো দিয়ে কুত্তি মহিলাকে তার উপযুক্ত জায়গায় ঠেলে নামাতে পারি আমি।"

ম্যাককোল জানে, সব বন্দরে একটা করে চেনা মেয়ে থাকার সুবিধা হচ্ছে, যেকোনো সময় তাদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়া যায়। বুদাপেস্টে সিআইএ'র সেফ হাউজ আছে বটে তবে একটা নয়। অনেকগুলো কিন্তু গুলি খাওয়া হাত নিয়ে কোনো অফিশিয়াল জায়গায় হাজির হয়ে, ডিসিআই নিজে তাকে যে স্যাঙ্কশনটা দিয়েছেন সেটা করতে না পারার ব্যর্থতার কথা ওপরওয়ালাদেরকে জানিয়ে দেয়ার কোনো ইচ্ছে তার নেই। শুধুমাত্র স্যাঙ্কশনের রেজাল্টটা নিয়েই মাথা ঘামায় সিআইএ, তার আগে পরে যাই ঘটে থাকুক না কেন।

ম্যাককোল যখন আহত হাত নিয়ে ইলোনার বাসার দরজায় গিয়ে হোঁচট খেল তখন বাসাতেই ছিল মেয়েটা। বরাবরের মতই অ্যাকশনের অন্য প্রস্তুত সে কিন্তু এই একবারের জন্য হলেও প্রস্তুত নয় ম্যাককোল, কাজ পড়ে আছে সামনে। ইলোনাকে বলল সে প্রোটিন সমৃদ্ধ কোনো কিছু খেতে দিতে, কারণ শক্তি ফিরে পাওয়া চাই

BanglaBook.org

তার। এরপর বাথরুমে গেল সে, কোমরের ওপরের সব জামা খুলে ফেলে ডান হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলল। ক্ষতটাতে ঢালল হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। তীক্ষ্ণ ব্যাথাটা এমনভাবে তার হাত বেয়ে ওঠানামা করতে থাকল যে পা দু'টো কাঁপা শুরু হল তার, সামলে নেবার জন্য টয়লেটের ঢাকনার ওপর বসে পড়তে বাধ্য হল সে। খানিকবাদে ব্যাথাটা ভোঁতা যন্ত্রনায় পরিণত হল, ক্ষতটা ভালভাবে দেখার ফুসরত পেল ম্যাককোল। ভাল খবর হচ্ছে ক্ষতটা জটিল কিছু নয়; গুলি স্রেফ তার হাতের মাসলের মধ্য দিয়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। সামনে ঝুঁকে কনুইটা সিংকের কিনারার ওপর রেখে আরো খানিকটা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ঢালল সে, আস্তে আস্তে শিস দিচ্ছে দাঁতের ফাঁক দিয়ে। উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাবিনেটটা হাতড়ে দেখতে লাগল ম্যাককোল কিন্তু কোনো জীবনুমুক্ত তুলোর প্যাড খুঁজে পেল না। সিংকের নিচে অবশ্য মিলল এক রোল ডাক্ট টেপ। একটা কাঁচির সাহায্যে লম্বা একটা অংশ কেটে নিল টেপ থেকে, ক্ষতের চারদিকে কষে বাঁধল সেটা।

যতক্ষণে সে ফিরল ততক্ষণে খাবার প্রস্তুত করে বসে আছে ইলোনা। কোনো স্বাদ নেবার চেষ্টা না করেই খাবার গিলতে থাকল ম্যাককোল। খাবারটা গরম আর পুষ্টিকর, এতেই সন্তুষ্ট সে। খাওয়ার সময় তার পেছনে দাঁড়িয়ে রইল ইলোনা। কাঁধের পুরুষ্ট পেশীগুলো ম্যাসেজ করে দিতে লাগল সে।

"কত অস্থির লাগছে তোমাকে," বলল ইলোনা। ছোটোখাটো আর হালকা পাতলা সে। সঠিক জায়গায় সঠিক রকমের খাঁজ-ভাঁজ সমৃদ্ধ। ঝকঝকে চোখ, রেডিমেড হাসি। "আমাকে ওখানে ছেড়ে যাবার পর কি করছিলে তুমি? তখন অনেক সুস্থ দেখাচ্ছিল তোমাকে।"

"কাজ করছিলাম," সংক্ষিপ্তখভাবে বলল ম্যাককোল। আগের অভিজ্ঞতা থেকে তার জানা আছে ইলোনার প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, যদিও কথা বলতে একদম ইচ্ছে করছে না তার। নিজের চিন্তাগুলো গুছিয়ে নিতে চায় সে, জেসন বর্নের ওপর দ্বিতীয় এবং শেষ আক্রমণের প্ল্যান করতে চায়। "আমি তো তোমাকে বলেইছি আমার কাজটা খুব গ্যাঞ্জামের।"

দক্ষ আঙুলের ছোঁয়ায় তার ক্লান্তি দূর করার কাজ চালিয়ে গেল ইলোনা। "তাহলে কাজ ছেড়ে দাও।"

"আমার কাজকে ভালোবাসি আমি," বলল ম্যাককোল। শূন্য প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে রাখল। "কক্ষনো ছাড়বো না সেটাকে।"

"আর তবুও তুমি অনেক ক্লান্ত," সামনে চলে এল সে হাত বাড়িয়ে দিলো। "তাহলে বিছানায় এস এখন। সব ভুলিয়ে দিচ্ছি।"

"যাও এখন," বলল ম্যাককোল, "অপেক্ষা কর আমার জন্য ওখানে। কয়েকটা কল সারতে হবে। তারপর আমি শুধুই তোমার।"

BanglaBook.org

সস্তা হোটেলটার ছোটো রুমের ভেতরে বাইরের কোলাহলের সাথে ঢুকে পড়ল সকল, নিজের অস্তিত্ব জানান দিলো। কমব্যস্ত বুদাপেস্টের শব্দ পাতলা দেয়াল ফুঁড়ে ভেতরে এসে ছাড়া ছাড়া ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলো অ্যানাকাকে। সকালের ধূসর আলোয় ডাবল বেডটাতে খানিক্ষণ নিশ্চল শুয়ে রইল সে বর্নের পাশে, শেষ পর্যন্ত মাথা ঘোরাল সে। তাকাল বর্নের দিকে।

ম্যাথিয়াস চার্চের সিড়িতে ওর সাথে দেখা হবার পর অ্যানাকার জীবনটা কিভাবেই না পাল্টে গেছে। তার বাবা এখন মৃত, আর নিজের অ্যাপার্টমেন্টেও ফিরতে পারছে না সে, কারণ খান আর সিআইএ দু দলই জেনে গেছে সেটার অবস্থান। সত্যি বলতে কি শুধু পিয়ানোটা ছাড়া অ্যাপার্টমেন্টের অন্য কোনো কিছু খুব বেশি মিস করবে না সে। দু'জন জমজ একে অন্যের থেকে অনেক দূরে থাকলে তারা পরস্পরের প্রতি যেমন টান অনুভব করে অ্যানাকার ঠিক সেরকমই একটা অনুভূতি হচ্ছে পিয়ানোটার জন্য।

আর বর্নের ব্যাপারটা কেমন, বর্নের প্রতি কেমন ফিল করে সে? সেটা বলা কঠিন অ্যানাকার জন্য কারণ অল্প বয়স থেকেই তার ভেতরের আবেগের সুইচটা বন্ধ রয়েছে। এই ব্যাপারটা, নিজেকে আড়াল করে রাখতে চাওয়ার এই প্রবৃত্তিটা একটা রহস্য, এমন কি যারা এটা নিয়ে গবেষণা করেন তাদের কাছেও। ওটা তার মনের এত গভীরে প্রোথিত যে সে নিজেও ওটার নাগাল পায় না।

অ্যানাকা যখন খানকে বলেছিল ওর কাছে থাকলে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না, সেটা আসলে ছিল একটা মিথ্যে কথা, বাকি কথাগুলোর মতই। স্তেপানের আদেশে খানকে ছেড়ে এসেছিল সে। খানকে ফেলে চলে আসতে খারাপ লাগে নি তার, সত্যি বলতে কি, সম্পর্ক চুকেবুকে যাবার কথাটা বলার সময় খানের মুখের ভাবটা দেখতে দারুণ লাগছিল তার। ওকে ব্যথা দিতে পেরে মজা পাচ্ছিল অ্যানাকা। একই সময়ে সে খেয়াল করেছিল তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় খান, আর এ বিষয়টা বুঝতে না পেরে কৌতুহলীও হয়ে পড়েছিল সে। হ্যা, বহু বহুদিন আগে নিজের মায়ের ব্যাপারে মাথা ঘামাত অ্যানাকা কিন্তু সেই আবেগের কি কোনো মূল্য পাওয়া গেছে? তাকে রক্ষা করতে তো ব্যর্থ হয়েছেই, এমনকি মরেই গেছে তার মা।

সতর্কভাবে ধীরে ধীরে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে বর্নের কাছ থেকে সরতে লাগল অ্যানাকা, শেষ পর্যন্ত ঘুরে উঠে দাঁড়াল। যখন সে নিজের কোটের জন্য হাত বাড়াচ্ছিল তখন গভীর ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠল বর্ন, অ্যানাকার নাম ধরে ডেকে উঠল আস্তে করে।

চমকে উঠে ঘুরল অ্যানাকা। "আমি ভেবেছিলাম ঘুমিয়ে আছ তুমি। জাগিয়ে দিলোম নাকি তোমাকে?"

বর্ন ওর দিকে চেয়ে আছে নিস্পলকভাবে। "কোথায় যাচ্ছ?"

"আমি...আমার, মানে আমাদের নতুন জামা দরকার।"

BanglaBook.org

কষ্ট করে উঠে বসল বর্ন।

"কেমন লাগছে এখন?" অ্যানাকার প্রশ্ন।

"ভালই," বলল বর্ন। কারো সহানুভূতি পাওয়ার মুডে নেই ও। "জামা ছাড়াও ছদ্মবেশ দরকার আমাদের।"

"আমাদের?"

"ম্যাককোল এখন জানে তুমি কে, তার মানে ওর কাছে তোমার ছবি পাঠানো হয়েছিল।"

"কিন্তু কেন?" মাথা নাড়ল অ্যানাকা। "কি করে সিআইএ জানল তুমি আমি একসাথে আছি?"

"ওরা জানত না মানে, নিশ্চিত হওয়ার তো উপায় ছিল না। আমার মনে হয়, তোমার কম্পিউটারের আইপি অ্যাড্রেস ধরেই তোমাকে খুঁজে পেয়েছে ওরা। যখন সরকারের ইন্ট্রানেটে ঘুরছিলাম তখন নিশ্চয়ই কোনো ইন্টারনাল অ্যালার্মে পা দিয়ে ফেলেছিলাম।"

"হায় ঈশ্বর!" কোটটা গায়ে চড়াল অ্যানাকা। "তবুও, রাস্তায় ঘুরতে গেলে তোমার চেয়ে আমি বেশি নিরাপদে থাকব।"

"থিয়েট্রিক্যাল মেকআপ বিক্রি করে এমন কোনো দোকান চেনা আছে?"

"কাছেই একটা ডিস্ট্রিক্ট আছে। হ্যা, ওখানে পাওয়া যাবে শিওর।"

ডেস্কের ওপর থেকে একটা প্যাড আর পেন্সিল তুলে নিয়ে দ্রুত একটা লিস্ট বানাল। "এসবই দরকার হবে আমাদের দু'জনের জন্য," বলল ও। "আমার শার্টের সাইজ, ঘাড়ের আর কোমরের সাইজও লিখে দিয়েছি। যথেষ্ট টাকা-পয়সা আছে তো? আমার কাছে অনেক আছে বটে কিন্তু সব আমেরিকান ডলার,"

মাথা নাড়ল অ্যানাকা। "বিপজ্জনক। সেক্ষেত্রে কোনো ব্যাঙ্কে গিয়ে ডলার থেকে হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্ট বানাতে হবে। আর তাতে মানুষের চোখে পড়ে যেতে পারি। সারা শহরে অনেকগুলো এটিএম আছে।"

"সাবধানে থেকো," বর্ন সতর্ক করল।

"চিন্তা কোরো না," ওর বানানো লিস্টটাতে তাকালো অ্যানাকা। "ঘণ্টা দুয়েকের মাঝেই ফিরে আসব। ততক্ষণ এ রুম ছেড়ে যেও না।"

ছোটো, ক্যাঁচকেচে এলিভেটরটায় ঢুকে পড়ল সে। ডেস্কের পেছনে বসে থাকা ডে ক্লার্কটা বাদে বিস্ময়কররকমের ছোটো লবিটা নির্জন হয়ে আছে। খবরের কাগজ থেকে মাথা তুলল সে, একঘেয়ে চোখে অ্যানাকাকে দেখে আবার পড়ায় মন দিলো। বাইরের কোলাহলময় বুদাপেস্টে বেরিয়ে এল অ্যানাকা। কেভিন ম্যাককোল নামের জটিল ফ্যাক্টরটা মাথা চাড়া দেবার পর থেকে অস্বস্তি বোধ করছিল সে। কিন্তু, স্তেপানকে ফোন করে খবরটা বলার পর তাকে আবার নিশ্চিন্ত করল স্তেপান। নিজের

BanglaBook.org

অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে যতবার কিচেনে পানি ছেড়ে দিচ্ছিল ততবারই আসলে স্তেপানকে ফোন করে সব আপডেট দিচ্ছিল।

পথচারীদের স্রোতে ঢুকতে ঢুকতে হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে। কেবলমাত্র দশটা পেরিয়েছে। একটা কর্নার ক্যাফেতে বসে কফি আর সুইট রোল খেল সে। তারপর যে শপিং ডিস্ট্রিক্টটার দিকে যাচ্ছিল তার দুই তৃতীয়াংশ পার হবার পর একটা এটিএম-এর সামনে থামল। নিজের ডেবিট কার্ডটা থেকে অ্যানাকা তুলে নিল ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট। নোটের তাড়াটা পার্সে পুরে বর্নের লিস্টটা হাতে নিয়ে আবার দোকানের দিকে চলল সে।

শহরের অন্য দিকে, যে বুদাপেস্ট ব্যাঙ্কে অ্যানাকা ভেডাসের অ্যাকাউন্ট আছে তার একটা শাখায় ঢুকল কেভিন ম্যাককোল। নিজের পরিচয়পত্র দেখাল সে, আর তার কারণে ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজারের কাঁচে-ঘেরা অফিসে ঢোকার অনুমতি পেল। পুরনো স্টাইলে কাটা সুট পরে বসে আছে ফিটফাট ম্যানেজার, পরিচিত হবার সময় হ্যান্ডশেক করল দু'জনের সামনের চেয়ারটাতে তার মুখোমুখি হয়ে বসার জন্য ম্যাককোলকে ইঙ্গিত করল ম্যানেজার।

নিজের দু'হাতের আঙুলের মাথাগুলো এক করে ম্যানেজার বললেন, "কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, মিঃ ম্যাককোল?"

"আমরা একজন আন্তর্জাতিক ফেরারি আসামীকে খুঁজছি।" কথা শুরু করল ম্যাককোল।

"ও, তাহলে ইন্টারপোল সম্পৃক্ত হয় নি কেন?"

"সম্পৃক্ত হয়েছে," ম্যাককোল বলল। "সেই সাথে কুয়ে দওরসে-ও জড়িয়ে পড়েছে। কারণ বুদাপেস্টে চলে আসার আগে আসামীর সর্বশেষ অবস্থান ছিল প্যারিসে।"

"আর ফেরারির নামটা?"

সিআইএ'র ফ্লায়ারটা বের করল ম্যাককোল, ভাঁজ খুলে ম্যানেজারের সামনে ডেস্কের ওপর ছড়িয়ে দিলো।

"ওহ্, হ্যা, জেসন বর্ন। সিএনএন-এ দেখেছি।" চশমার সোনালী রিমের ওপর দিয়ে দেখলেন তিনি। "আপনি বলছেন, সে এখন বুদাপেস্টে আছে।"

"তাকে একবার দেখা গেছে, এ বিষয়ে নিশ্চিত আমরা।"

ফ্লায়ারটা একদিকে সরিয়ে রাখলেন ব্যাংক ম্যানেজার। "এবার বলুন, আমি কিভাবে সাহায্য করব আপনাকে?"

"লোকটা আপনার একজন ডিপোজিটর অ্যানাকার ভেডাসের সঙ্গে আছে।"

"সত্যি?" ভুরু কোঁচকালেন ম্যানেজার, "তার বাবা খুন হয়েছেন–গুলি করে মারা

BanglaBook.org

হয়েছিল তাঁকে। দু'দিন আগে। আপনাদের কি মনে হয় না এই আসামীই ওনাকে মেরেছে?"

"তেমনটাই হয়েছে সম্ভবত।" অধৈর্যটা চেপে ধরে রাখল ম্যাককোল। "গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মিস্ অ্যানাকা ভেডাস কোনো এটিএম ব্যবহার করেছেন কিনা সেটা আমাকে জানালে বাধিত হতাম।"

"বুঝতে পেরেছি," বিজ্ঞের মত বললেন ম্যানেজার। "আসামীর টাকা চাই। সে নিশ্চয়ই জোর করে ওনার কাছ থেকে সেটা আদায় করার চেষ্টা করবে।"

"অবশ্যই।" কি করলে যে এই লোকটা কথা ছেড়ে কাজ শুরু করবে, ভাবল ম্যাককোল। কি-বোর্ডে টাইপ করা শুরু করলেন। "চলুন দেখি তাহলে। হুম, এই তো তিনি। অ্যানাকা ভেডাস।" মাথা নাড়লেন তিনি। "কি এক ট্রাজেডির মধ্য দিয়েই না গেলেন। এখন আবার এসবের মধ্যে পড়তে হচ্ছে।"

তিনি কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে বিপ্ করে একটা শব্দ হল। মনে হচ্ছে আপনার কথাই ঠিক, মিঃ ম্যাককোল। আধ ঘণ্টারও কম সময় আগে একটা এটিএম-এ ব্যবহার করা হয়েছে অ্যানাকা ভেডাসের পিন নম্বর।"

"ঠিকানা," সামনে ঝুঁকে বলল ম্যাককোল। ঠিকানাটা একটা নোটপেপারের শিটে লিখে ম্যাককোলকে দিলেন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। উঠে চলে যাবার আগে কাঁধের ওপর দিয়ে তার দিকে একটা থ্যাংক ইউ ছুঁড়ে দিলো সে।

হোটেলটার লবিতে নেমে, সবচেয়ে কাছের কোন জায়গা থেকে ইন্টারনেটে ঢোকা যায় সেটা ক্লার্কের কাছে জানতে চাইল বর্ন। বারো ব্লক হেটে ৪০ ভাসি উটকা'য় এ এমআই ইন্টারনেট ক্যাফেতে গেল ও। ভেতরটা ধোঁয়ায় আর মানুষজনে ভরা, সবাই স্মোকিং করতে করতে ই-মেইল পড়ছে, রিসার্চ করছে কিংবা স্রেফ ঘুরে বেড়াচ্ছে ওয়েবে। একটা চুলে স্পাইক করা তরুণীকে ডাবল এসপ্রেসো কফি আর একটা বাটার রোল দেবার অর্ডার দিলো বর্ন। সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া একটা কাগজে স্লিপ দিলো ওকে মেয়েটা, যে কম্পিউটার স্টেশনে ও বসবে তার নম্বর লেখা রয়েছে ওতে। ইন্টারনেটে লগ-ইন করা আছে এমন একটা ফাঁকা কম্পিউটার দেখিয়ে দিলো সে বর্নকে।

বসে পড়ে কাজ শুরু করল বর্ন। সার্চ ফিল্ডে ড. শিফারের পুরনো পার্টনার পিটার সিডোর নাম লিখে সার্চ দিলো কিন্তু কিছুই পেল না। ব্যাপারটা বিদ্‌ঘুটে তো বটেই, সন্দেহজনকও। সিডো যদি কোনো বিজ্ঞানী হয়েই থাকে, বর্ন ভাবল, বিজ্ঞানী তো হতেই হবে, যেহেতু সে ড. শিফারের সাথে কাজ করেছিল, তাহলে ওয়েবের কোথাও না কোথাও তো তার নাম থাকতেই হবে। কিছুই না পাওয়া যাওয়ায় বর্ন ভাবতে বাধ্য হল সিডোর অনুপস্থিতিটা নিশ্চয়ই ইচ্ছা করে ঘটানো হয়েছে।

ওর ভাষাতাত্ত্বিক মনে সিডো নামটা যেনো একটা ঘণ্টা বাজিয়ে দিলো। এটা কি রাশিয়ান নাম? স্ল্যাভিক? ল্যাংগুয়েজ সাইটগুলো খুঁজে দেখে কিছু মিলল না। আন্দাজ

BanglaBook.org

করে একটা মেগায়ার লাঙ্গুয়েজ সাইটে ঢুকল ও আর নামটা পেয়েও গেল।

দেখা গেল, হাঙ্গেরীয়ান বাইনেম বলে–সেগুলোর বেশিরভাগ সময় কোনো না কোনো অর্থ থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, কারো নাম যদি কোনো বংশানুক্রমিক হয়ে থাকে তাহলে বোঝা যায় সে তার বাবার নামটা নিয়েছে, কিংবা নামটা আঞ্চলিক হতে পারে, যা থেকে বোঝা যায় ঐ ব্যক্তি কোথা থেকে এসেছে। পারিবারিক নাম থেকে তাদের পেশাও বোঝা যায়। বর্ন আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করল, ভেডাস মানে শিকারী। মানে ওরা এককালে শিকারি ছিল আর কি। 'সিডো' একটা হাঙ্গেরিয়ান শব্দ যার অর্থ ইহুদি।

অর্থাৎ সিডো একজন হাঙ্গেরিযান, ভেডাসের মতই। কাজ করার জন্য ভেডাসকে বেছে নিয়েছিল ককলিন। কাকতালীয়? কাকতালীয় ব্যাপারে বিশ্বাস করে না বর্ন। ব্যাপার দুটোর মাঝে একটা সংযোগ আছে; অনুভব করতে পারছে ও। ওর ভাবনার একটা নতুন দিক খুলে দিলো অনুভূতিটা : হাঙ্গেরির সব বিশ্বমানের হাসপাতাল আর গাবেষণা সংস্থাগুলোর অবস্থান বুদাপেস্টে। সিডো কি এখানেই কোথাও আছে?

কি বোর্ডের ওপর যেনো উড়তে লাগল বর্নের হাত। বুদাপেস্টের অনলাইন ফোন ডায়রেক্টরিতে ঢুকছে। সেখানে পিটার সিডোকে পাওয়া গেল। ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা টুকে নিল ও। লগ আউট করে অনলাইনে থাকার দাম শোধ করল। তারপর ক্যাফে সেকশনে গিয়ে ডাবল এসপ্রেসো আর রোলটা নিয়ে এক কোণার একটা টেবিলে বসল অন্য লোকজনের থেকে দূরে। রোলে বিরাট কামড় বসাতে বসাতে নিজের সেলফোনটা বের করে সিডোর নাম্বার ডায়াল করল। ডাবল এসপ্রেসোতে চুমুক দিলো। কয়েকবার রিং হবার পর একটা মহিলা কণ্ঠ জবাব দিলো।

"হ্যালো," উল্লসিত গলায় বলল বর্ন। "মিসেস সিডো?"

"হ্যা?"

সাড়া না দিয়ে কেটে দিলো লাইনটা, কল করে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে বসে ব্রেকফাস্টের বাকি অংশটা সাবাড় করে দিলো। সামনের দরজার দিকে একটা চোখ রেখে যেসব লোক ভেতরে আসছে তাদেরকে জরিপ করতে লাগল বর্ন, ম্যাককোল কিংবা অন্য কোনো এজেন্সি অপারেটিভ আসছে কিনা দেখছে। কেউ যে ওর ওপর নজর রাখছে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ট্যাক্সিটা ধরার জন্য রাস্তায় চলে এল ও। ড্রাইভারকে পিটার সিডোর ঠিকানা দেওয়ার মিনিট বিশেক পরই পাথরের তৈরি একটা বাড়ির সামনে এসে থামল ট্যাক্সিটা। ছোটো সাইজের বাড়িটার সামনের একটা ছেট বাগান বাড়ির প্রতিটি তলা থেকে বেরিয়ে আছে ছোটো ছোট বেলকনি।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে লক করল বর্ন। মধ্যবয়সী নাদুসনুদুস সদাহাস্যময়ী এক মহিলা দরজা খুলল। চোখের রং বাদামি, বাদামি চুলগুলো পিছন দিকে টেনে খোঁপা বাঁধা, জামা কাপড়ে রুচিশীলতার ছাপ।

BanglaBook.org

"মিসেস সিডো? ড. পিটার সিডোর ওয়াইফ?"

"ঠিক তাই।" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল সে। "কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"আমার নাম ডেভিড শিফার।"

"ইয়েস?"

বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসল বর্ন। "ফেলিক্স শিফারের কাজিন, মিসেস সিডো।"

"আমি দুঃখিত," পিটার সিডোর স্ত্রী বলল, "কিন্তু ফেলিক্স কখনো আপনার নাম উল্লেখ করে নি।"

এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল বর্ন। জিভ দিয়ে তালুতে শব্দ করল ও। "এতে অবাক হবার কিছু নেই। দেখুন, অনেকদিন ধরে দেখা সাক্ষাত ছিল না আমাদের। কেবলমাত্র অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরেছি আমি।"

"অস্ট্রেলিয়া, ওরে বাবা!" সরে দাঁড়াল সে। "আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন। আপনি বোধহয় ভেবেছেন আমি আপনার সাথে কড়া ব্যবহার করছি।"

"একদম না," বর্ন বলল। "স্রেফ একটু অবাক হয়েছি আর কি।"

ওকে বসার ঘরটাতে নিয়ে চলল মিসেস সিডো। ঘরটা ছোটোখাটো আর আঁধার হলে সুসজ্জিত, আরামদায়কই মনে হল বর্নের কাছে। বাতাসে ইস্ট আর চিনির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বর্ন যখন একটা পিঠ উঁচু চেয়ারে বসল তখন মিসেস সিডো বলল, "কফি খাবেন, না চা? কিছু স্টোলেনও আছে, আজ সকালে বেক করেছি।"

"আমার দারুণ ভাল্লাগে স্টোলেন," বর্ন বলল। "শুধু কফি আর স্টোলেন হলেই চলবে। ধন্যবাদ।" হেসে উঠে কিচেনের দিকে গেল মিসেস সিডো। "আপনার বংশে কি হাঙ্গেরিয়ান রক্ত নেই, মি: শিফার?"

"প্লিজ, ডেভিড বলেই ডাকুন আমাকে," উঠে দাঁড়িয়ে তার পিছন পিছন যেতে যেতে বলল বর্ন। ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড জানা নেই ওর, তাই শিফারদেরকে নিয়ে আলোচনা করাটা সুবিধাজনক নয় ওর জন্য। "আমি কি আপনাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"ধন্যবাদ, ডেভিড। আর আপনি কিন্তু আমাকে এজতি বলে ডাকবেন।" ঢেকে রাখা একটা কেকের বারকোশের দিকে ইঙ্গিত করল করল মেয়ে। "আমাদের দু'জনের জন্য দু' টুকরো কাটুন না কেন?

রেফ্রিজারেটরের দরজায় লাগানো অনেকগুলো ফ্যামিলি ফটোর মধ্যে একটা মেয়ের ছবি দেখতে পেল বর্ন, খুব মিষ্টি চেহারা। নিজের স্কটিশ ঘোড়াটার ওপর একটা হাত দিয়ে রেখেছে মেয়েটা, তার লম্বা কালো চুল উড়ছে বাতাসে। পেছনে দেখা যাচ্ছে টাওয়ার অব লন্ডন।

"আপনার মেয়ে?" বর্ন বলল।

এজতি সিডো চোখ তুলে দেখে হাসলো। "হ্যা, রোজা, আমার ছোটো মেয়ে।

BanglaBook.org

লন্ডনের কেমব্রিজে পড়াশোনা করে," তার গলায় পরিস্কার গর্বের ছাপ। "আমার অন্য মেয়েগুলো এই তো এই ছবিগুলোতে দেখা যাচ্ছে, নিজ নিজ পরিবারের সাথে ভাল বিয়ে দিয়েছি ওদের দুজনের, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। রোজা মেয়েটা আবার একটু উচ্চাকাঙ্খী।" লাজুকভাবে হাসলো সে। "একটা গোপন কথা বলব, ডেভিড? আমার সব বাচ্চাকেই ভালোবাসি আমি কিন্তু রোজাই আমার সবচেয়ে পছন্দের, পিটারেরও। আমার মনে হয় ওর মাঝে পিটার নিজের ছায়া দেখে। রোজা বিজ্ঞান বড্ড ভালোবাসে।"

আরো খানিকক্ষণ কিচেনে ব্যস্তসমস্তভাবে চলাফেরা করে ট্রেতে কফির পাত্র আর স্টোলেনের প্লেট তুলল এজতি সিডো, সেগুলোকে বসার ঘরে নিয়ে এল বর্ন।

"তাহলে আপনি ফেলিক্সের কাজিন," দুজনেই বসার পর বলল এজতি সিডো, সে বসেছে সোফায় আর বর্ন চেয়ারে। তাদের মাঝে যে নিচু টেবিলটা রয়েছে তার ওপর ট্রে-টা রেখেছে বর্ন।

"হ্যা, আর আমি ফেলিক্সের খবরাখবর জানতে আগ্রহী।" এজতি সিডো কফি ঢেলে দেবার পর বলল ও। "কিন্তু, দেখুন, ওকে তো খুঁজে পাচ্ছি না। আর আমি ভাবলাম...মানে, আমি আশা করছিলাম ওকে খুঁজে বের করার কাজে আপনার স্বামী আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।"

"আমার মনে হয় না ফেলিক্সের খোঁজ ও জানে।" বর্নকে স্টোলেনের প্লেটটা দিতে দিতে বলল এজতি সিডো। "আমি আপনাকে চিন্তিত করে তুলতে চাই না, ডেভিড কিন্তু ইদানীং বেশ অস্থির দেখাচ্ছে ওকে, ওরা দু'জন যদিও বেশ কিছুদিন ধরে অফিশিয়ালভাবে কাজ করে নি কিন্তু ওরা দূর থেকে একে অন্যকে কাজে সহযোগিতা করছিল। "নিজের কফিতে ক্রিম নিয়ে নাড়ল সে। "ওদের বন্ধুতে কখনো ছেদ পড়ে নি, বুঝলেন।"

"তো, ওনাদের এই সাম্প্রতিক সহযোগিতাটা ব্যক্তিগতভাবে হচ্ছিল?" বর্ন বলল।

"সেটা জানি না," এজতি ভুরু কোঁচকাল। "আমার যতদূর মনে হয় এটা ওদের কাজের সাথেই সম্পর্কিত ছিল।"

"সেটা তো আপনার জানার কথা নয়, তাই না, মিসেস সিডো? অনেক দূর থেকে আমার কাজিনকে খুঁজতে এসেছি আমি, আর সত্যি বলতে কি, এখন একটু চিন্তিতও হয়ে উঠতে শুরু করেছি। আপনি বা আপনার স্বামী যদি কিছু বলতে পারেন, যে কোনো কিছু, তো বড় উপকার হয়।"

"অবশ্যই, ডেভিড, বুঝতে পারছি।" তৃপ্তির সাথে নিজের স্টোলেনে কামড় দিলো সে। "আমার মনে হয় আপনাকে দেখলে অনেক খুশি হবে পিটার। এই সময়ে অবশ্য ও কাজে আছে।"

"ওনার ফোন নাম্বারটা পেতে পারি?"

BanglaBook.org

"ওহ্, তাতে কোনো কাজ হবে না। কাজে থাকার সময় কখনো নিজের ফোন ধরে না পিটার। ৭৫ হ্যাটিউ উটকাতে যেতে হবে আপনাকে, ইউরোসেন্টার বায়ো-ক্লিনিকে। ওখানে গিয়ে আপনাকে প্রথম একটা মেটাল ডিটেক্টরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, তারপর থামতে হবে ফ্রন্ট ডেস্কে। ওখানকার কাজের ধরণই এমন যে, ওরা খুব নিরাপত্তা সচেতন। ওর সেকশনে যেতে স্পেশাল আইডি ট্যাগের প্রয়োজন হবে, ভিজিটরদের জন্য সাদা, আবাসিক ডক্টরদের জন্য সবুজ, আর অ্যাসিসটেন্ট এবং সাপোর্ট স্টাফদের জন্য নীল কার্ড।"

"তথ্যটার জন্য ধন্যবাদ, এজতি। আমি কি জানতে পারি আপনার স্বামী কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ?"

"তার মানে ফেলিক্স তোমাকে কখনো বলে নি?"

বর্ন ওর সুস্বাদু কফিতে চুমুক দিয়ে গিলল। "আমি নিশ্চিত আপনি জানেন, ফেলিক্স বড্ড চাপা টাইপের মানুষ। নিজের কাজ সম্বন্ধে কখনো আমাকে কিছু বলে নি সে।"

"তাই হবে," হাসল এজতি সিডো। "পিটারও ওই রকমই, আর যে ভয়ংকর ফিল্ডে ও কাজ করে সেটাতে তো ও রকমটাই স্বাভাবিক। আমি নিশ্চিত, ও আসলে কি সব জিনিস নিয়ে কাজ করে সেটা যদি ঠিক জানতে পারতাম তাহলে দুঃস্বপ্ন দেখতাম রাতে। ও একজন এপিডেমিওলজিস্ট, বুঝলেন?"

বর্নের হৃৎপিন্ড একটা বিট মিস করল। "আপনি ঠিক বলেছেন, ওসব ভয়ংকর ব্যাপার। তিনি নিশ্চয়ই বিচ্ছিরি অনেক রোগজীবাণু নিয়ে কাজ করেন। অ্যানথ্রাক্স, নিউমোনিক প্লেগ, আর্জেন্টিনিয়ান হেমোর‍্যাজিক ফিভার..."

এজতি সিডোর মুখে মেঘ ঘনাল। "ওরে বাবা, ওরে বাবা, আর বলবেন না।" বেঁটে মোটা আঙুলওয়ালা একটা হাত নাড়ল সে। "আমি জানি এসব নিয়ে পিটার কাজ করে কিন্তু আর কিছু জানতে চাই না ওগুলোর ব্যাপারে।"

"আমি দুঃখিত," সামনে ঝুঁকল বর্ন, আরো কফি ঢেলে দিলো মহিলার কাপে। তার বদলে পেল ধন্যবাদ।

হেলান দিয়ে বসে আবার কফিতে চুমুক দিতে লাগল এজতি সিডো, চোখ নামিয়ে রেখেছে। "জানেন ডেভিড, ভেবে ভেবে একটা জিনিস মনে করতে পারলাম, কিছুদিন আগে এক সন্ধ্যায় খুব উত্তেজিত অবস্থায় বাড়ি ফিরেছিল পিটার। এতই বেশি এক্সাইটেড ছিল যে, নিজের স্বভাব ভুলে গিয়ে আমাকে বলে বসল একটা ব্যাপার। ও খুব দেরিতে বাসায় ফিরেছিল, আর আমি রান্না করছিলাম ডিনার, ছয়টা জিনিস এক সাথে সামলাতে হচ্ছিল আমাকে জানেনই তো, কোনো রোস্ট বেশি রান্না করা হয়ে গেলে খেতে ভাল লাগে না, তাই চুলো থেকে তুলে নিয়েছিলাম ওটাকে, তারপর আবার যখন পিটার ঘরে ঢুকল তখন বসিয়ে দিয়েছিলাম চুলোয়। ওই রাতে একদম নাখোশ ছিলাম আমি, বুঝলেন।" আবার চুমুক দিলো সে। আচ্ছা কি যেনো বলছিলাম?"

BanglaBook.org

"খুব উত্তেজিত অবস্থায় বাসায় ঢুকেছিলেন ড. সিডো," খেই ধরিয়ে দিলো বর্ন।

"ও, হ্যা, তাই তো।" আঙুলের ফাঁকে স্টোলেনের একটা ছোটো টুকরো তুলে নিল এজতি সিডো। "ও বলল, ও ফেলিক্সের সাথে যোগাযোগ করেছিল, ফেলিক্স নাকি কি একটা সমস্যা অতিক্রম করতে পেরেছিল–গত দু'বছর ধরে যে জিনিসটা নিয়ে কাজ করছিল সেটার ব্যাপারে।"

বর্নের মুখ শুকিয়ে গেছে। গোটা দুনিয়ার ভাগ্য এখন এক গৃহিনীর হাতে, যার সাথে কিনা বসে বসে অলসভাবে কফি আর বাড়িতে বানানো পোস্ট্রি খাচ্ছে ও। "জিনিসটা কি, আপনার স্বামী সেটা আপনাকে বলে নি?"

"একশোবার বলেছিল," আনন্দের সাথে বলল এজতি সিডো। "ওটার কারণেই তো পিটার অত উত্তেজিত ছিল। জিনিসটা নাকি একটা বায়োকেমিক্যাল ডিসপার্সার, কে জানে কি মানে এই কথার। পিটারের ভাষায়, জিনিসটার সবচেয়ে অসাধারণ। দিকটা নাকি হচ্ছে সেটা বহনযোগ্য। ও বলেছিল ওটাকে নাকি একটা অ্যাকুস্টিক গিটার কেসের ভেতরে ঢুকিয়ে বয়ে বেড়ানো সম্ভব। তার দয়ালু চোখ দুটো বর্নকে দেখল। "দৃশ্যটা কল্পনা করুন, একটা বৈজ্ঞানিক জিনিসের জন্য বড় আজব ব্যাপার, তাই না?"

"বড়ই আজব, আসলেই," বর্ন বলল, বিভিন্ন ঘটনার টুকরোগুলো জিগশ' পাজলের মত করে মনের মাঝে সাজাচ্ছে ও। এই ঘটনাগুলোই তো একাধিক বার ওকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল।

উঠল ও। "এজতি, এবার মনে হয় আমাকে যেতেই হবে। আপনার সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত, আর আতিথেয়তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। জিনিসগুলো দারুণ সুস্বাদু ছিল, বিশেষ করে স্টোলেনটা।"

গাল লাল হয়ে গেল তার। বর্নকে দরজার কাছে যেতে দেখল সে। "আবার আসবেন, ডেভিড। তখন হয়তো পরিস্থিতি অনেকটা ভাল থাকবে।"

"আসবো আবার," নিশ্চয়তা দিলো বর্ন।

রাস্তায় বেরিয়ে থামল ও। এজতি সিডোর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে কেবল ওর সন্দেহগুলোই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সবাই যে ড. শিফারকে কব্জা করতে চায় তার কারণ হচ্ছে, সে এমন কোনো বহনযোগ্য যন্ত্র তৈরি করেছে যেটার মাধ্যমে রাসায়নিক ও জীবাণু প্যাথোজেন ছোঁড়া যায়। নিউইয়র্ক কিংবা মস্কোর মত বড় শহরে এমন অস্ত্র ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে কয়েক হাজার মৃত্যু আর প্যাথোজেনটা যে পরিধির মাঝে ছড়াবে তার মাঝে কাউকেই বাঁচানোর কোনো উপায় থাকবে না। ব্যাপারটা সত্যিই ভয়ংকর, আর এই, কল্পনাটাই বাস্তবে রূপ নেবে যদি ও ড. শিফারকে খুঁজে না পায়, কেউ যদি ড. শিফারের অবস্থান জেনেই থাকে তাহলে সে হচ্ছে পিটার সিডো।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই পিটার সিডোর সাথে দেখা করতেই হবে বর্নকে। আর দেখাটা যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল।

BanglaBook.org

"তুমি স্রেফ ঝামেলাই টেনে আনছো, বুঝতে পারছো না?" ফেইদ আল-সৌদ বলল।

"আমি জানি," উত্তর দিলো জেমি হাল। "কিন্তু বোরিস চাপিয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা আমার ওপর। সে যে একটা কুত্তারবাচ্চা সেটা আমি যেমন জানি তেমনি তুমিও জানো।"

"প্রথমত," নিরপেক্ষ গলায় বলল ফেইদ আল-সৌদ, "তুমি যদি ওকে কোনো সম্মান না দেখিয়ে 'বোরিস' বলেই ডাকতে থাক তাহলে তো আলোচনা এগোতেই পারবে না। একে অন্যের সাথে যুদ্ধ করাটা যেনো তোমাদের রক্তে মিশে আছে।" হাত দুটো ছড়িয়ে দিলো সে। "হয়তো এটা আমারই ব্যার্থতা, হাল। তাই আমি চাই তুমি আমার কাছে ব্যাখ্যা করবে কেন তুমি এমন একটা জিনিসকে আরো ঘোরালো করে তুলতে চাচ্ছ যেটা ইতিমধ্যেই আমাদের নিরাপত্তা বিষয়ক জ্ঞানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে।"

তারা দুই এজেন্ট এ মুহূর্তে ওস্কজুলিড হোটেলের এইচভিএসি সিস্টেমটা খতিয়ে দেখছে। যেটাতে হিটসেনসিটিভ ইনফ্রারেডের পাশাপাশি মোশন ডিটেক্টর ও প্রজেকশনটা অন্যান্য দিনের থেকে বেশ আলাদা।

আর মাত্র ঘণ্টা আটেক বাদেই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর প্রথম বহরটা আসবে এখানে। তারও বারো ঘণ্টা পরে দেশগুলোর নেতারা একত্রিত হবেন, সামিটও শুরু হয়ে যাবে। কোন বিষয়ে ভুল করার কোনো সুযোগ নেই এদের তিনজনের, বোরিস ইলিচ কারপভসহ।

"তার মানে তুমি কি মনে করো না সে একটা কুত্তার বাচ্চা?" হাল বলল

হোটেলের যে ফ্লোরপ্ল্যানটা ফেইদ আল-সৌদ প্রায় সব সময় বয়ে বেড়ায়, সেটার একটা অংশ চেক করল। "সত্যি বলতে কি, আমি এখন অন্য জিনিস নিয়ে ভাবছি।" সিস্টেমটার এই জংশনটা যে ঠিকমত কাজ করছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সামনে এগোল সে।

"ঠিক আছে, তাহলে এখানেই ব্যাপারটার ইতি টানা যাক।"

তার দিকে ঘুরল ফেইদ আল-সৌদ। "বুঝলাম না?"

"আমি যা ভেবেছিলাম, তুমি আর আমি মিলে একটা ভাল টিম বানাতে পারব। আমাদের দু'জনের বনে ভাল। কিন্তু সে টিমের আশায় তো এখন দেখছি গুড়েবালি। এমনিতে তো নিরাপত্তা বিষয়ক কোনো ব্যাপারে তুমি আর আমি একমতই হই।"

"তুমি যা বলতে চাচ্ছ তা হচ্ছে, আমি তোমার অর্ডার মানি ভালভাবে।"

হালকে আহত দেখাল। "আমি কি তাই বলেছি নাকি?"

"বলতে হয় না, মিঃ হাল। অন্য বেশির ভাগ আমেরিকানদের মতই তোমার মনের ভাবও খুব সহজে বোঝা যায়। তুমি যদি কোনো বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পার তখন হয় রেগে যাও না হয় মুখ গোমড়া করে ফেল।"

BanglaBook.org

হাল টের পেল তার মধ্য দিয়ে যেনো অপমানবোধের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। "আমরা কি বাচ্চা নাকি," চেঁচাল সে।

"সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, তুমি মাঝে মাঝে আমার ছয় বছরের ছেলেটার কথা মনে করিয়ে দাও।"

হালের ইচ্ছে হল নিজের গ্লক ৩১.৩৫৭ এম.এম রিভলভারটা বের করে সেটার মাজলটা চেপে ধরে এই শালা আরবের মুখে। ইউ.এস সরকারের একজন প্রতিনিধির সাথে এভাবে কথা বলার আস্পর্ধা সে পেল কোত্থেকে? জিশুর কসম, এটা তো আমাদের পতাকায় থুতু দেবার সমান অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু এখন ব্যাটার ওপর কোনো ক্ষমতার প্রয়োগ করলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে? না, বিতৃষ্ণা অনুভব করলেও সে একমত হতে বাধ্য হল যে, ওসব না করাই ভাল হবে এখন।

"তাহলে, তোমার মতামত কি?" যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বলল হাল।

ফেইদ আল-সৌদ একদম না নড়েই বলল, "সত্যি বলতে কি, সব বিবাদ ভুলে গিয়ে আপনি আর বোরিস কারপভ একসাথে কাজ করবেন, এটাই দেখতে চাই আমি।"

মাথা নাড়ল হাল, "তা তো হবে না, বন্ধু। সেটা আমি যেমন জানি তেমনি তুমিও জানো।"

দুঃখের বিষয় ফেইদ আল-সৌদ সেটা সত্যি জানে। হাল আর কারপভ দু'জনই বুঁদ হয়ে আছে তাদের জাতিগত শত্রুতায়। এখন সবচেয়ে ভাল যা আশা করা যায় তা হচ্ছে, ওরা দু'জন একে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্র হিসেবে সম্মেলনটাকে নেবে, লড়াই বাঁধিয়ে দেবে না।

"আমার মনে হয়, আমি যদি নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকি তাহলে তোমাদের দু'জনকে সবচেয়ে ভালভাবে সাহায্য করতে পারব," বলল ফেইদ। "যদি তেমনটা না করি তাহলে তোমরা দু'জন যে হাতহাতি আর মারামরি শুরু করে দেবে তা থেকে কে ঠেকাবে তোমাদেরকে?"

বর্নের যা যা দরকার সেসব কেনার পর পুরুষদের জামার দোকান থেকে বেরিয়ে এল অ্যানাকা। অ্যাট্রিকাল ডিস্ট্রিক্টের দিকে যাওয়ার সময় একটা দোকানের জানালার প্রতিফলনে, পেছনে কোনো কিছু নড়াচড়া করতে দেখল সে। কোনোরকম ইতঃস্তত করল না অ্যানাকা, হাটাও থামাল না কিন্তু ধীরে ধীরে পায়চারির গতি অনেকটা কমিয়ে আনার পর নিশ্চিত হল তাকে ফলো করা হচ্ছে। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে রাস্তা পেরোলো সে, একটা দোকানের জানালার সামনে থামল। জানালার রিফ্লেকশনে কেভিন ম্যাককোলকে চিনতে পারল অ্যানাকা, তার পেছনে রাস্তা পার হয়ে না দেখার ভান করে ব্লকের কিনারার দিকের একটা ক্যাফের দিকে এগোচ্ছে লোকটা। অ্যানাকা

BanglaBook.org

জানে থিয়েট্রকাল মেকআপ শপের এলাকায় যাওয়ার আগেই লোকটাকে পিছন থেকে খসাতে হবে।

ম্যাককোল যে তাকিয়ে নেই সেটা নিশ্চিত হয়ে সেলফোন বের করল সে, জেসন বর্নের নাম্বার টিপল।

"জেসন," নরম গলায় বলল সে। "ম্যাককোল দেখে ফেলেছে আমাকে।"

"কোথায় তুমি এখন?" জিজ্ঞেস করল ও।

"ভাসি উটকার শুরুর দিকের এলাকায়।"

"আমি কাছেই আছি।"

"আমি ভেবেছিলাম তুমি হোটেলটা ছেড়ে নড়বে না। কি করছিলে তুমি?"

"একটা ব্যাপার আবিষ্কার করেছি," বলল বর্ন।

"তাই নাকি?" ধ্বক ধ্বক করছে অ্যানাকার হৃৎপিন্ড। *স্পালকোর ব্যাপারে জেনে গেছে নাকি বর্ন?* "কি আবিষ্কার করলে?"

"তার আগে ম্যাককোলের সাথে বোঝাপড়া করতে হবে। আমি চাই তুমি ৭৫ হ্যাটিউ উটকাতে যাবে। ফ্রন্ট ডেস্কের কাছে অপেক্ষা করবে আমার জন্য।" কথা চালিয়ে গেল বর্ন। কি কি করতে হবে তা বুঝিয়ে দিলো অ্যানাকাকে।

কান খাড়া করে শুনল সে। তারপর বলল, "জেসন, তুমি কি নিশ্চিত, অমনটাই করতে চাও?"

"আমি যা বললাম তাই কর এখন," কঠোর গলায় বলল বর্ন। "সব ঠিক হয়ে যাবে।"

লাইনটা কেটে দিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকল অ্যানাকা। ওটাতে ঢুকে পড়ার পর বর্ন যে ঠিকানাটা ওকে ভাল করে শিখিয়ে দিয়েছে সেটা দিলো ড্রাইভারকে, গাড়ি চলতে শুরু করার পর চারপাশে তাকিয়ে ম্যাককোলে নাম নিশানা দেখতে পেল না সে। অবশ্য লোকটা যে এখনো অনুসরণ করছে সেটা নিশ্চিত। খানিক বাদে একটা তোবড়ানো, গাঢ় সবুজ রঙের ওপাল গাড়ি অন্যান্য যানবাহনকে কাটিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। অ্যানাকার ট্যাক্সির পিছনটায় চলে আসছে। ড্রাইভারের বিপরীত দিকের আয়নাটার মাধ্যমে তাকাল অ্যানাকা, স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে জেঁকে বসা বিশাল লোকটাকে চিনতে পেরে গোপন একটা হাসিতে বেঁকে গেল তার ঠোঁট, টোপটা গিলেছে কেভিন ম্যাককোল, এখন খালি বর্নের প্ল্যানটা কাজ করলেই হয়।

BanglaBook.org

বুদাপেস্টে হিউম্যানিস্টাস লিমিটেডের হেড কোয়ার্টারে সদ্য ফেরা স্তেপান স্পালকো আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাইফার ট্রাফিকের ওপর নজর রাখছিল সামিটের খবর পাওয়ার আশায়। এমন সময় বেজে উঠল তার সেলফোন।

"কি হয়েছে? রুক্ষ গলায় বলল সে।

"বর্নের সাথে দেখা করতে ৭৫ হ্যাটিউ উটকাতে যাচ্ছি," বলল অ্যানাকা।

স্পালকো ঘুরে সরে এল সেখান থেকে যেখানে ডিসাইফারিং ওয়ার্কস্টেশনে বসে তার টেকনিশিয়ানরা কাজ করছে। "ও তোমাকে ইউরোসেন্টার বায়ো ক্লিনিকে পাঠাচ্ছে," বলল সে। "পিটার সিডোর ব্যাপারে জেনে গেছে তাহলে।"

"বর্ন বলছিল ও নাকি দারুণ একটা কিছু আবিষ্কার করেছে কিন্তু সেটা যে কি তা আমাকে বলে নি।"

"লোকটার কোনো ক্লান্তি নেই," স্পালকো বলল। "সিডোর ব্যাপারটা আমি দেখবো। কিন্তু তার অফিসের কাছাকাছি বর্নকে যেতে দেয়া চলবে না তোমার।"

"বুঝতে পেরেছি," অ্যানাকা বলল। "যাই ঘটুক না কেন, যে আমেরিকান সিআই এজেন্ট ওর পেছনে লেগেছে তার দিকেই বর্নের পূর্ণ মনোযোগ থাকবে।"

"আমি চাই না বর্ন মরুক, অ্যানাকা। ওর জীবিত থাকাটা খুবই দরকারি আমার কাছে, অন্তত এই মুহূর্তে।" স্পালকোর মন নান সম্ভাবনা যাচাই করছে, একের পর এক সম্ভাবনা বাতিল করতে করতে শেষে এসে থামল নির্দিষ্ট একটা উপসংহারে। "বাকি সবকিছু আমার ওপর ছেড়ে দাও।"

তুমুল গতিতে চলতে থাকা ট্যাক্সিতে বসা অ্যানাকা মাথা ওপর নিচে নাড়ল। "আমাকে ভরসা করতে পার, স্তেপান।"

"তা আমি করিও।"

জানালা দিয়ে বাইরের গতিময় বুদাপেস্টের দিকে তাকাল অ্যানাকা। "বাবাকে মারার জন্য একবারও ধন্যবাদ দেই নি আমি তোমাকে।"

"বহুদিন ধরেই হওয়ার কথা ছিল ব্যাপারটা।"

"খানের ধারনা, আমি নিজেই খুনটা করতে পারি নি বলে রেগে আছি।"

"ওর কথা কি ঠিক?"

অ্যানাকার চোখে পানি এসে গেছে, খানিকটা বিরক্তির সাথেই চোখ মুছল সে। "উনি ছিলেন আমার বাবা, স্তেপান। উনি যাই করে থাকুন না কেন সারাজীবন...তবুও তো তিনি আমার বাবা। আমাকে বড় করে তুলেছেন তিনি।"

দুঃখের বিষয় হল, অ্যানাকা, তোমার প্রতি কক্ষণো বাবার কর্তব্য পালন করতে পারে নি সে।"

বিবেকের কোনো তাড়না ছাড়াই বর্নকে কিভাবে একের পর এক মিথ্যে কথাগুলো বলেছিল, তা মনে পড়ল অ্যানাকার। যে শৈশবের কথা সে বর্নকে বলেছিল সেটা স্রেফ তার কাল্পনিক স্বপ্নের শৈশবই ছিল, বাস্তবের নয়। অ্যানাকার বাবা কখনো তাকে রাত্রিবেলা গল্প পড়ে শোনায় নি। জামা পাল্টে দেয় নি; তার একটা গ্র্যাজুয়েশনের সময়ও উপস্থিত থাকে নি। বাবা যেনো সব সময়ই বহু দূরে থাকত, বার্থডে'র দিনগুলো মনেই করতে পারত না সে। অ্যানাকার অলক্ষ্যে অশ্রুর আরেকটা

BanglaBook.org

ফোঁটা গড়িয়ে নামল গাল বেয়ে ঠোঁটের ওপর, সেটার নোনতা স্বাদ টের পেল সে। ঠিক যেনো তার স্মৃতির তিক্ততা।

মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিল সে। "নিজের বাবাকে কখনো অপরাধী ভাবতে পারে না কোনো সন্তান। কিন্তু আমি তা ভেবেছিলাম।"

"ওটা আলাদা ব্যাপার।"

অ্যানাকা বলল, "আর যাইহোক, আমার মায়ের প্রতি তোমার মনোভাব কেমন ছিল সেটা জানি আমি।"

"আমি ভালোবাসতাম তাকে, হুম।" স্পালকোর মনে ভেসে উঠল সাসা ভেডাসের ছবি : তার বড় বড় উজ্জ্বল চোখ, মাখনের মত ত্বক, যে হাসিটা দিয়ে সে যে কাউকে কাছে টেনে আনতে পারত তার বাঁকা ভাব। "অনন্য একজন মানুষ, এক অসাধারণ সৃষ্টি তার নামটা যা বোঝায় তেমনই এক রাজকন্যা।"

"ঠিক আমার মতই তুমিও যেনো ছিলে মা'র পরিবারেরই একজন," অ্যানাকা বলল। "তিনি যেনো তোমার ভিতরটা দেখতে পেতেন, স্তেপান। তোমাকে কিছুই বলতে হত না, তিনি এমনিতেই অনুভব করতেন কেমন সব ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে তুমি গিয়েছ।"

"তোমার বাবার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য বহুদিন অপেক্ষা করেছি, অ্যানাকা। কিন্তু তুমি নিজেই যে ব্যাপারটা সারতে চেয়েছিলে সেটা জানলে আমি কুনটা কক্ষনো করিয়ে নিতাম না।"

অ্যানাকা হাসল, নিজেকে ফিরে পেয়ে পুরোপুরিভাবে। অল্প সময়ের জন্য আবেগের জানে বাঁধা পড়ার কথাটা মনে পড়তেই বিতৃষ্ণা অনুভব করল সে। "তুমি কি সত্যিই আশা কর এই কথা আমি বিশ্বাস করব, স্তেপান?"

"দেখো, অ্যানাকা–"

"কাকে বুদ্ধ বানাতে চাচ্ছ সেটা ভেবে দেখো। আমি তোমার মতিগতি বুঝি, যখন তোমার নিজের দরকার হয়েছে তখন তাকে মেরেছ। আর তোমার ধারণা সত্যি, তিনি বর্নকে সবকিছু বলে দিতেন। আর বর্নও কোনো সময় না নষ্ট করে সর্বশক্তিতে ধাওয়া করা শুরু করত তোমাকে। আমিও যে আমার বাবার মৃত্যু চাইতাম, সেটা স্রেফ কাকতাল।"

"এখন কিন্তু তুমি আমার কাছে তোমার গুরুত্বকে খাটো করে দেখছ।"

"কথাটা সত্য কিংবা সত্য নয়, স্তেপান কিন্তু আমি সেটার পরোয়া করি না। কিভাবে তার সাথে আবেগের একটা বন্ধন গড়ে তোলা যায় সেটা জানতাম না আমি, অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও।"

ট্যাকটিক্যাল নন-লিথাল ওয়েপনস ডায়রেক্টরেটের ডিরেক্টর র‍্যান্ডি ড্রাইভারকে নিজ

BanglaBook.org

হাতে নিজের অফিশিয়াল পেপারগুলো দিলো মার্টিন লিনড্রস। তাকে ভয় দেখানোর আশায় এক দৃষ্টিতে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে ছিল ড্রাইভার, একটা শব্দও উচ্চারণ না করে পেপারগুলো নিল সে, ধাপাস করে রাখল ডেস্কের ওপর।

মেরিনসেনার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার। পিঠ সোজা, পেট টেনে ঢুকিয়ে নেওয়া, পেশী টানটান, যেনো যুদ্ধে যাবে খানিক বাদেই। তার কাছাকাছি বসানো নীল চোখ দুটো অনেকটা ট্যারাই হয়ে আছে এ মুহূর্তে, এমনই গভীর তার মনোযোগ। ধাতব সাদা অফিসটাতে অ্যান্টিসেপটিকের একটা হাল্কা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে, যেনো লিনড্রস আসার আগে এই জায়গাটা জীবাণুমুক্ত করে নেবার দরকার পড়েছে ড্রাইভারের।

"বোঝাই যাচ্ছে আমাদের শেষ সাক্ষাতের পর থেকে ব্যস্ত ইঁদুরের মত ছোটাছুটি করছেন আপনি," বলল সে, কারো দিকেই তাকাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সে বুঝে ফেলেছে স্রেফ চোখ পাকিয়ে লিনড্রসকে ভয় পাইয়ে দেয়া যাবে না। এবার গলাবাজি করে ভয় দেখানোর চেষ্টায় নেমেছে সে।

"সবসময় ব্যস্তই থাকি আমি," লিনড্রস বলল। "আপনি স্রেফ একটু বেশি কাজ করতে বাধ্য করেছেন আরকি আমাকে।"

"এতে আমি খুশি।" ড্রাইভার এমনই শক্ত একটা হাসি দিলো যে অনেকগুলো ভাঁজ পড়লো তার মুখে।

এক পা থেকে অন্য পায়ে শরীরের ভর চাপাল লিনড্রস। "আমাকে শত্রুর চোখে দেখছেন কেন আপনি?"

"কে জানে হয়তো আপনিই শত্রু।" অবশেষে নিজের স্মোকড গ্লাস আর স্টেইনলেস স্টিলের ডেস্কের পেছনে বসল ড্রাইভার। "কেউ যদি আপনারই বাড়ির পেছনে এসে সিঁদ কাটতে শুরু করে তবে তাকে শত্রু ছাড়া আর কিইবা বলবেন?"

"আমি স্রেফ তদন্ত–"

"আজাইরা প্যাঁচাল পাড়বেন না, লিনড্রস।" লাফিয়ে উঠল ড্রাইভার, মুখটা লাল হয়ে গেছে তার। "অন্যের কুবুদ্ধির বদগন্ধ পাবার জন্য একশোটা নাক আছে আমার। আপনি হলেন ওই বুড়োর ডালকুত্তা। ঘোল খাওয়াতে পারবেন না আমাকে। অ্যালেক্স ককলিনের খুনের ব্যাপারে এসব করছেন না আপনি।"

"আপনার এ কথা ভাবার কারণ?"

"কারণ এই তদন্তটা চলছে আমার ব্যাপারে!"

এবার সত্যিই কৌতূহলী হয়ে উঠল লিনড্রস। ড্রাইভার যে ভুল করে তাকেই তথ্য জানিয়ে ফেলেছে, সে বিষয়ে সচেতন হয়ে হাসল সে। "তাহলে আপনি বলুন কেন আমরা আপনার ব্যাপারে তদন্ত করতে চাইব, র‍্যান্ডি?" প্রত্যেকটা শব্দ বাছাই করে নিয়ে কথা বলছে লিনড্রস, "আমরা" শব্দটা ব্যবহার করে ড্রাইভারকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে তার পেছনেই আছেন ডিসিআই। আর লাস্ট নেম

BanglaBook.org

না বলে ফাস্ট নেম বলে ডাকছে ড্রাইভারের নার্ভের ওপর চাপ ফেলার জন্য।

"আপনি তো জানেনই, বাল," রেগে আগুন হয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার, লিনড্রসের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে বসতে যাচ্ছে। "এখানে প্রথমবার চোরের মত আসার সময়ই জানতেন। যখন ফেলিক্স শিফারের ধুয়ো তোলার চেষ্টা করছিলেন তখনই আপনার চেহারায় সেটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম আমি।"

"ডিসিআই'র কাছে যাওয়ার আগে আমি চেয়েছিলাম আপনি সব কথা স্পষ্টভাবে বলবেন।" ড্রাইভার তার জন্য রাস্তা বানিয়ে দিচ্ছে সেটা ধরে চলতে মজাই লাগছে লিনড্রসের, যদিও তার জানা নেই যে কোথায় গিয়ে শেষে ঠেকবে সে। আবার, সতর্কও থাকতে হবে তাকে। এখন যদি সে বেফাঁস কিছু করে বসে, উল্টোপাল্টা কথা বলে তাহলেই নিজের ভুলটা বুঝতে পারবে ড্রাইভার, আর তখন খুব সম্ভবত চুপ মেরে যাবে, নিজের লইয়ারের পরামর্শ শোনার জন্য অপেক্ষা করবে। "এখনো বলতে পারেন, বেশি দেরি হয়ে যায় নি।"

খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল ড্রাইভার, তারপর হাতের তালু চেপে ধরল নিজের ঘামে ভেজা কপালে। নিজের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ার আগে খানিকটা টলে উঠল সে।

"খৃস্ট সর্বশক্তিমান! কি অবস্থা," মিন মিন করে বলল সে। যেনো ভয়ংকরভাবে তাকে মেরেছে কেউ, সব বাতাস বেরিয়ে গেছে শরীরের ভেতর থেকে। দেয়ালের পৃষ্টগুলোর দিকে তাকাল সে। যেনো ওগুলোর মাঝে দরজা আছে আর সেই দরজা দিয়ে সে ভাগতে পারবে। অবশেষে যেনো ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করল সে, সামনে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকা লিনড্রসের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

মুখ কোঁচকাল সে। "বসুন," ডেপুটি ডিরেক্টর বলল, "ব্যাপারটার সূচনা অ্যালেক্স ককলিনের মাধ্যমে, সবকিছু তো অ্যালেক্সের মাধ্যমেই শুরু হত, তাই না?" দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, যেনো হঠাৎ নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। "প্রায় দুই বছর আগে একটা প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেছিল সে। এক বিজ্ঞানীর সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল অ্যালেক্স; অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই দেখা হয়েছিল তাদের মাঝে। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন, এত বেশি লোকের সাথে অ্যালেক্সের যোগাযোগ আর নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে ছিল যে, ওর জীবনের একটা জিনিসও বোধহয় কাকতালীয় নয়। আমার ধারণা আপনি ইতিমধ্যেই বের করে ফেলেছেন যে ওই বিজ্ঞানীটা হল ড. ফেলিক্স শিফার।" এক মুহূর্তের জন্য থামল সে। "একটা সিগারেটের জন্য আকুপাকু করছে মনটা। এখন যদি ধরাই কিছু মনে করবেন না তো?"

"কিচ্ছু মনে করব না আমরা," লিনড্রস বলল। গন্ধটার ব্যাখ্যা এবার পেল সে : এয়ার ফ্রেশনার। অন্যসব সরকারী কার্যালয়ের মতই এই দালানটাও স্মোক ফ্রি হবার কথা।

"খাবেন নাকি একটা?" ড্রাইভার বলল। "ওগুলো অ্যালেক্সের কাছ থেকে

BanglaBook.org

উপহার হিসেবে পেয়েছিলাম।"

লিনড্রস না বলে দেবার পরে একটা ড্রয়ার টেনে খুলল ড্রাইভার। একটা হিউমিডর থেকে বের করল একটা সিগার। তারপর সেটা জ্বালানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে লিনড্রস বুঝতে পারল নিজের স্নায়ুকে শান্ত করার চেষ্টা করছে লোকটা। নীল ধোঁয়ার প্রথম মেঘটা ছাড়ল মুখ থেকে। কিউবান সিগার।

"অ্যালেক্স দেখা করতে এসেছিল আমার সাথে," কথা চালিয়ে গেল ড্রাইভার। "না না, ঠিক তেমনটা নয়। আমাকে ডিনার করাতে নিয়ে গিয়েছিল সে। বলেছিল ডিএপিআরএ-তে কাজ করা ফেলিক্স শিফারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে আমাকে। লোকটা ডিএপিআরএ'র মিলিটারি টাইপের আইনকানুন পছন্দ করত না। তাই বেরিয়ে এসেছিল ওখান থেকে চিরকালের মত। অ্যালেক্স জিজ্ঞেস করেছিল ওর ফ্রেন্ডকে আমি সাহায্য করব কিনা।"

"আর আপনি সাহায্য করতে রাজি হলেন," বলল লিনড্রস। "তাই না?"

"অবশ্যই রাজি হয়েছিলাম। ডিএপিআরএ'র হেড, জেনারেল বেকার গত বছর আমাদের এক লোককে নিয়ে গিয়েছিল গতবছর অবৈধভাবে।" সিগারে টান দিলো ড্রাইভার। "প্রতিশোধ একটা দারুণ জিনিস। ওই মাগির ব্যাটা বেকারকে বাঁশ দেবার সুযোগ পাওয়ামাত্র লাফিয়ে উঠেছিলাম আমি।"

লিনড্রস আগ্রহী হয়ে উঠেছে। "ককলিন যখন আপনার কাছে এসেছিল তখন আপনাকে বলে নি শিফার কি নিয়ে ডিএপিআরএ-তে কাজ করছিল?"

"বলেছিল তো। বাতাসে ভাসমান জীবাণু দূর করা নিয়ে কাজ করছিল শিফার। কোন কৌশলে খোলা জায়গার বাতাসকে জীবাণুমুক্ত করা যায় সেটা বের করার চেষ্টা করছিল সে।"

উঠে বসল লিনড্রস। "অ্যানথ্রাক্সের মত জীবাণু?"

মাথা উপর-নিচ করল ড্রাইভার। "ঠিক।"

"কাজে কতটা অগ্রগতি হয়েছিল তার?"

"ডিএপিআরএ-তে?" কাঁধ ঝাঁকাল ড্রাইভার। "জানি না।"

"কিন্তু যখন সে আপনার হয়ে কাজ করতে এসেছিল তখন নিশ্চয়ই তার কাজের আপডেট পেয়েছিলেন।"

কড়া চোখে তার দিকে তাকাল ড্রাইভার, তারপর কয়েকটা কি টিপল নিজের কম্পিউটার টার্মিনালে। স্ক্রিনটা ঘুরিয়ে দিলো যাতে দু'জনেই দেখতে পায়।

সামনে ঝুঁকল লিনড্রস। "সব অর্থহীন উল্টোপাল্টা দেখাচ্ছে আমার কাছে। আমি তো আর কোনো বিজ্ঞানী নই।"

ড্রাইভার নিজের সিগারের শেষ প্রান্তের দিকে তাকাল যেনো এই চরম মুহূর্তে এসে লিনড্রসের দিকে আর তাকাতে পারছে না সে। "এটা আসলেই কম-বেশি অর্থহীন।"

BanglaBook.org

স্থির হয়ে গেছে লিনড্রস। "কি বলতে চাচ্ছেন?"

এখনো নিজের সিগারের শেষপ্রান্তের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে আছে ড্রাইভার। "যে জিনিসের কোনো অর্থই নেই, সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই কাজ করছিল না শিফার।"

মাথা নাড়ল লিনড্রস। "কিছুই বুঝতে পারলাম না।" দীর্ঘশ্বাস ফেলল ড্রাইভার।" এটা খুবই সম্ভব শিফার আসলে কোনো পার্টিকুলেট এক্সপার্টই নয়।"

লিনড্রস টের পেতে শুরু করেছে ওর পেটের ভেতর বরফ-ঠাণ্ডা কোনোকিছু দলা পাকিয়ে উঠতে শুরু করেছে। "আরো একটা সম্ভাবনা আছে, তাই না।"

"হুম, আপনি বুঝতে শুরু করেছেন," ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে নিল ড্রাইভার। "সম্ভাবনাটা হচ্ছে, সে আমাদেরকে বা ডিএপিআরএ জানাতে চায় নি।"

বিভ্রান্ত দেখাল লিনড্রসকে। "ড. শিফারকে এ বিষয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেন নি কেন?"

"জিজ্ঞেস করার বড় সাধ তো ছিল," ড্রাইভার বলল, "সমস্যাটা হচ্ছে, ফেলিক্স শিফার কোথায় আছে তা আমি জানিই না।"

"আপনি যদি না-ই জানেন," রেগে উঠল লিনড্রস, "তাহলে জানেটা কে?"

"একমাত্র অ্যালেক্সই জানত।"

"হায় ঈশ্বর, অ্যালেক্স ককলিন মরে ভুত হয়ে গেছে।" উঠে দাঁড়াল লিনড্রস, সামনে ঝুঁকে ঝটকা মেরে সিগারটা কেড়ে নিল ড্রাইভারের মুখ থেকে। "র‍্যান্ডি, কত দিন থেকে গায়েব হয়ে আছে ড. শিফার?"

চোখ বন্ধ করল ড্রাইভার। "ছয় সপ্তাহ।"

এবার বুঝল লিনড্রস। সে যখন প্রথম এসেছিল তখন এ কারণেই তার সাথে অত বাজে আচরণ করেছিল ড্রাইভার; সে ভেবেছিল তাকে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য দায়ি হিসেবে সন্দেহ করছিল এজেন্সি। এবার লিনড্রস বলল, "কিভাবে এমনটা হতে দিলেন আপনি?"

ড্রাইভারের নীল চোখের দৃষ্টি তার ওপর স্থির হল এক মুহূর্তের জন্য। "অ্যালেক্সের কারণে। ওকে বিশ্বাস করতাম আমি। কেনই বা করব না? বহুদিন ধরে চিনতাম ওকে, এজেন্সির কিংবদন্তী সে। খোদার কসম। আর তারপর কি করে বসল সে? শিফারকে লুকিয়ে ফেলল!"

ড্রাইভার এমন দৃষ্টিতে মেঝেতে পড়ে থাকা সিগারটার দিকে তাকাল যেনো হঠাৎ ওটাকে ক্ষতিকর বলে মনে করতে শুরু করেছে। "সে ব্যবহার করেছে আমাকে, লিনড্রস, বাঁশির মত বাজিয়েছে। শিফারকে আমার ডায়রেক্টরেটে চায় নি সে। চায় নি আমরা, সিআইএ তাকে পাই। সে শুধু চেয়েছিল যাতে শিফারকে ডিএপিআরএ থেকে সরিয়ে এনে গায়েব করতে পারে।"

"কেন?" লিনড্রস বলল। "কেন করেছিল সেটা?"

"আমি জানি না। ঈশ্বর জানেন।"

BanglaBook.org

ড্রাইভারের স্বরের কষ্টটা যেনো ধরা-ছোঁয়া যায়, আর দু'জনের পরিচয় হবার পর থেকে এই প্রথমবারের মত লোকটার জন্য দুঃখ অনুভব করল লিনড্রস। অ্যালেক্স ককলিনের সম্বন্ধে যত কথা শুনেছিল, সবই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল তার কাছে। অ্যালেক্স ছিল যেনো ওস্তাদ পুতুল নাচিয়ে, সব বিশ্রী সিক্রেটের রক্ষক। এমন এজেন্ট যে কাউকেই বিশ্বাস করত না–তার অনুগ্রহভাজন জেসন বর্ন বাদে কাউকে না লিনড্রস ভাবল, ঘটনার এই সব মোড়ের কথা শুনে ডিসিআই কি প্রতিক্রিয়া দেখাবেন। কয়েক দশক ধরে বন্ধু ছিলেন তিনি আর ককলিন; একসাথে বেড়ে উঠেছেন সিআইএ'র মাঝে, এজেন্সিই ছিল তাঁর জীবন তারা একে অপরের ওপর নির্ভর করেছে, তার জন্য এজেন্সির প্রায় প্রত্যেকটা প্রধান প্রোটোকল ভেঙেছিল ককলিন : শিফারকে গায়েব করেছিল। সে যে শুধু র‍্যান্ডি ড্রাইভারকে ধোঁকা দিয়েছে তাই না, পুরো এজেন্সির চোখেও ধুলো দিয়েছে। ডিসিআই'কে এই খবর না বলে পারবে কি করে? ভাবল লিনড্রস। কিন্তু এই কথা ভাবার সময়ও সে জানত, আরো প্রকট একটা সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে তাকে।

"কোনো সন্দেহ নেই, ককলিন জানতো শিফার আসলে কি নিয়ে কাজ করছিল এবং সেটাকেই সে পেতে চেয়েছিল," বলল লিনড্রস। "কিন্তু জিনিসটা ছিলোটা কি?"

অসহায় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ড্রাইভার।

কাপিজট্রান টির-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে স্তেপান স্পালকো। খানিক দূরে অপেক্ষা করছে তার লিমোটা। স্পালকোর ওপরে মাথা উঁচিয়ে আছে মেরি মাগদালিন টাওয়ার। ত্রয়োদশ শতকের এই ফ্রান্সিসকান চার্চের অনেকটাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল নাজিদের বোমার ঘায়ে। অপেক্ষা করার সময় নিজের কালোকোটের কিনারা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা টের পেল সে। তার ত্বক ছুঁয়ে যাচ্ছে মোলায়েমভাবে।

নিজের হাতঘড়ির দিকে চাইল স্পালকো। লেট করছে সিডো। বহুদিন আগ থেকেই কোনো কিছুতে উদ্বিগ্ন না হবার অভ্যাস রপ্ত করেছে সে। কিন্তু আজকের সাক্ষাতটার এমনই মাহাত্ত্ব যে খানিকটা উদ্বেগ অনুভব না করে পারল না। টাওয়ারের চূড়ার চব্বিশ পিস গ্লকেনস্পাইনেল ঘড়িটা আরো পনেরো মিনিট পার হবার সঙ্কেত দিলো। খুব লেট করছে সিডো।

জনসমুদ্রের স্রোত দেখতে থাকা স্পালকো নিয়ম ভেঙে সিডোকে তার দেয়া সেলফোনে কল দিতেই যাচ্ছিল, এমন সময় টাওয়ারের উল্টোদিক থেকে তাড়াহুড়ো করে এদিকে আসতে দেখা গেল বিজ্ঞানীকে। তার হাতে এমন একটা জিনিস যেটা দেখতে অনেকটা জুয়েলারের স্যাম্পল কেসের মত।

"দেরি করে ফেলেছ," বলে উঠল স্পালকো।

BanglaBook.org

"জানি কিন্তু এড়ানোর উপায় ছিল না।" নিজের ওভারকোটের আস্তিন দিয়ে কপাল মুছল ড. সিডো। "স্টোরেজ থেকে জিনিসটা বের করতে গিয়ে ঝামেলা বেঁধেছিল। কোল্ড রুমটার ভেতরে স্টাফ ছিল, তাই আমাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল কখন ঘরটা খালি হয় যাতে কেউ জানতে না–"

"এখানে এসব কথা নয়, ডক্টর।"

স্পালকোর ইচ্ছে হচ্ছিল এসব কথা পাবলিক প্রেসে বলার জন্য সিডোকে ধরে মারে, তার কনুইটা শক্ত করে প্রায় টেনে নিয়ে গেল স্টোন টাওয়ারের নির্জন ছায়ার মধ্যে।

"মানুষজনের সামনে জিভটা সামলে রাখতে ভুলে গেছে তুমি, পিটার," স্পালকো বলল। "তুমি আর আমি, আমরা দু'জন একটা এলিট গ্রুপের অংশ। আমি তো বলেছি তোমাকে।"

"আমি জানি," নার্ভাসভাবে বলল ড. সিডো। "কিন্তু যেটা আমার কঠিন মনে হয় সেটা হল–"

"আমার টাকাটা নিতে তো কঠিন মনে হয় না, হয় কি?"

চোখ সরিয়ে নিল সিডো। "এই যে প্রডাক্টটা," বলল সে। "তুমি যা যা বলেছিলে তার সব তো আছেই, তার চেয়েও বেশি কিছু এটা।" কেসটা বাড়িয়ে ধরল সে। "কিন্তু এই ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যাক। ল্যাবে ফিরে যেতে আমাকে। যখন তুমি কল দিয়েছিলে তখন একটা জটিল কেমিক্যাল ক্যালকুলেশনের মাঝামাঝি ছিলাম আমি।"

সিডোর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিলো স্পালকো। "ওটা রাখো, পিটার। অন্তত আরো কিছুক্ষণের জন্য।" সিডোর চশমা ঝিকিয়ে উঠল।

"কিন্তু তুমি না বলেছিলে এটা এখনই চাও অবিলম্বে। তোমাকে আগেও বলেছিলাম, কেসের মধ্যে পুরে ফেলার পর জিনিসটার আয়ু হয়ে যায় আটচল্লিশ ঘণ্টা।"

"সে কথা আমি ভুলি নি।"

"স্তেপান, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ওয়ার্কিং আওয়ারের সময় ক্লিনিকের ভিতর থেকে বের হয়ে খুবই ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি আমি। এখন আমাকে ফিরে যেতেই হবে নইলে–"

স্পালকো হাসল, এবং একই সঙ্গে আরো শক্ত করে ধরল সিডোর কনুইটা। "তুমি ফিরে যাচ্ছ না, পিটার।"

"কি?"

"তোমাকে আগে থেকে না জানানোর জন্য দুঃখিত কিন্তু যে পরিমাণ টাকা তোমাকে আমি দিচ্ছি, তাতে এই প্রডাক্টের চাইতেও বেশি কিছু চাই আমার। তোমাকে চাই।"

BanglaBook.org

মাথা নাড়ল ড. সিডো। "কিন্তু সেটা অসম্ভব। তুমি তো সেটা জানো।"

"কোনো কিছুই অসম্ভব নয়, পিটার, তোমার জানা আছে সেটা।"

"সব কিছু সম্ভব হলেও, এটা নয়," অনড়কণ্ঠে বলল ড. সিডো।

মধুর হাসি হেসে ওভারকোটটার ভেতর থেকে একটা স্ন্যাপশট বের করল স্পালকো। "একটা ছবির মূল্য কত হতে পারে?" বলল সে, ছবিটা সিডোর হাতে দিলো।

ওটার দিকে তাকিয়ে বড় করে ঢোক গিলল ড. সিডো। "আমার মেয়ের এই ছবিটা কোত্থেকে পেলে?"

একই রকম স্থির রইল স্পালকোর হাসি। "আমার এক লোক এটা তুলেছিল, পিটার, ডেটটা দেখো।"

"কালকের ডেটট, গতকালকের," হঠাৎ যেনো খিঁচুনি ফেলল সে। "আজকাল যে কেউ যে কোনো ছবি নিয়ে জালিয়াতি করতে পারে," কঠিন গলায় বলল।

"কথাটা সত্য বটে," স্পালকো বলল। "কিন্তু তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি এই ছবিটা কারসাজি করা নয়।"

"মিথ্যুক! আমি চলে যাচ্ছি," বলল ড. সিডো। "যেতে দাও আমাকে।"

ডক্টরের কথামতই কাজ করল স্পালকো কিন্তু সিডো হেটে চলে যাওয়া শুরু করতেই বলল, "রোজার সাথে কথা বলবে না, পিটার?" একটা সেলফোন বাড়িয়ে ধরল সে। "মানে, এখনই?"

পা ফেলতে গিয়ে শূন্যেই পা'টা থেমে রইল সিডার। তারপর ঘুরে স্পালকোর মুখোমুখি হল সে। রাগে কালো হয়ে গেছে মুখটা। কোনোমতে চেপে ধরে আছে ভয়। "তুমি বলেছিলে তুমি ফেলিক্সের বন্ধু, আমি ভেবেছিলাম তুমি আমার বন্ধু।"

স্পালকো ফোনটা ধরেই রইল। "তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে রোজা। তুমি এখন চলেই যাও। তাহলে..." কাঁধ ঝাঁকাল। নীরবতাটাই তার হুমকি।

ধীরে ধীরে যেনো অনেক কষ্টে ফিরে এল ড. সিডো। মুক্ত হাতটা দিয়ে সেলফোনটা নিয়ে কানে ঠেকাল সে। নিজের হৃদপিন্ডটা এত জোরে ধড়াস ধড়াস করছে বলে টের পাচ্ছে চিন্তা করাটাও কঠিন হয়ে পড়েছে তার কাছে। "রোজা?"

"ড্যাডি! ড্যাডি! আমি কোথায়? কী হচ্ছে এসব?"

নিজের মেয়ের কণ্ঠের আতঙ্কটা যেনো ভয়ের একটা ঢেউ খেলিয়ে দিলো সিডোর সর্বাঙ্গে। ওকে এতটা আতঙ্কিত হতে কখনো শোনে নি সে।

"কি হয়েছে সোনা?"

"আমার ঘরে কয়েকজন লোক এল, কোথায় যেনো নিয়ে আমাকে, আমার মাথার ওপর একটা হুড দিয়ে রেখেছিল। ওরা–"

"অনেক হয়েছে," বলল স্পালকো, ড. সিডোর অসাড় আঙুলগুলা থেকে নিয়ে নিল ফোনটা। কানেকশন কেটে দিলো সে। ফোনটা সরিয়ে ফেলল।

BanglaBook.org

"কি করেছিস তুই ওর?" মনের ভেতর আবেগের প্রবল ঝড় চলতে থাকায় কেঁপে গেল ড. সিডোর গলা।

"এখনো কিছুই করি নি, সহজ গলায় বলল স্পালকো। "আর কিছু করবোও না, পিটার, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কথা শুনছ।"

স্পালকো আবার তাকে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করায় ঢোক গিল ড. সিডো। "কোথায়...কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

"একটা ট্রপ নিতে যাচ্ছি," স্পালকো বলল, অপেক্ষারত লিমোটার দিকে নিয়ে যাচ্ছে ড. সিডোকে। "এটাকে একটা ছুটি হিসেবে, ন্যায্য একটা ছুটি হিসেবেই ধরে নাও পিটার।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

ইউরোসেন্টার বায়ো। ক্লিনিকের অবস্থান একটা সীসারঙা আধুনিক পাথরের বিল্ডিংয়ে। এমন একটা কর্তৃত্বের ভাব নিয়ে বর্ন ভেরে ঢুকে পড়ল যেনো কোথায় যাচ্ছে এবং কি জন্যে যাচ্ছে সেটা জানা আছে তার।

বিল্ডিংটার ভেতরের অংশ দেখলেই বোঝা যায় বহু টাকা ঢালা হয়েছে এটার পেছনে। লবিটা মার্বেল পাথরের। ক্লাসিক্যাল চেহারার থামগুলো শোভিত করা হয়েছে ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য দিয়ে। দেয়ালের খিলানাকৃতি কুলঙ্গিগুলোতে সাজানো রয়েছে জীববিজ্ঞান, রসায়ন অণুজীববিজ্ঞান আর মহামারী বিজ্ঞানের প্রবাদ পুরুষদের আবক্ষ মূর্তি। এই শান্ত পরিবেশে বিশ্রী দেখাচ্ছে কুৎসিত মেটাল ডিটেক্টরটা। এই কঙ্কালের মত কাঠামোটার পেছনে একটা বেদীর মত জায়গা আছে, তাতে বসে আছে বিধ্বস্ত চেহারা তিন অ্যাটেনডেন্ট।

কোনো সমস্যা ছাড়াই মেটাল ডিটেক্টরটা পেরিয়ে গেল বর্ন। ওর সিরামিক গান ধরা পড়ে নি। ফ্রন্ট ডেস্কেইতো ওর আসল কাজ।

"আলেকজান্ডার ককলিন, ড. পিটার সিডোর সাথে দেখা করতে এসেছি," ও এমন এক গলায় বলল যাতে কথাটাকে আদেশের মত শোনায়।

"আইডি, প্লিজ, মি: ককলিন," তিন মহিলা অ্যাটেনডেন্টের একজন বলল, বর্নের কথায় সাড়া দিয়ে উঠেছে যেনো নিজের অজান্তেই।

নিজের ভূয়া পাসপোর্টটা দিলো বর্ন, ওটা হাতে নিয়ে শুধু ততক্ষণই ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল অ্যাটেনডেন্টটা যতক্ষণ বর্নের চেহারার সাথে ছবিটার মিল পাওয়া যায়। বর্নকে আবার ফিরিয়ে দিলো পাসপোর্টটা। একটা সাদা প্লাস্টিকের ট্যাগও দিলো। "দয়া করে এটা সবসময় পরে থাকবেন, মি: ককলিন।" বর্নের ভাবভঙ্গি আর গলার স্বর এমনই ছিল যে, ড. সিডো তার জন্য অপেক্ষা করছে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গেল অ্যাটেনডেন্ট, ড. সিডোর সাথে মি: ককলিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্র্যান্ট করে দিয়েছে, নতুন দর্শনার্থীকে দিক নির্দেশনা দিয়ে দিলো সে, বর্নও রওনা দিলো।

"ওর সেকশনে যেতে স্পেশাল আইডি ট্যাগের দরকার হবে, ভিজিটরদের জন্য সাদা, আবাসিক ডক্টরদের জন্য সবুজ, অ্যাসিসটেন্ট আর সাপোর্ট স্টাফদের জন্য নীল।" এজতি সিডো বলেছিল ওকে, তাই এখনই কোনো একজন স্টাফকে খুঁজে পেতে হবে...

এপিডেমিওলজিক্যাল উইংয়ের দিকে যেতে যেতে চারজন লোককে পেরিয়ে গেল বর্ন, তাদের কেউই ওর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উপযুক্ত চেহারার নয়। এমন

BanglaBook.org

কাউকে ওর চাই যে প্রায় ওরই সাইজেরই সমান। যে সব দরজায় অফিস বা ল্যাবের চিহ্ন দেয়া নেই, যাবার পথে সেগুলোর সবগুলোই খোলার চেষ্টা করল ও, স্টোরেজ রুম খুঁজছে যেগুলোতে মেডিকেল স্টাফরা কদাচিৎ আসে। পরিচ্ছন্নতা কর্মীদেরকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না ও, যেহেতু সন্ধ্যা না নামা পর্যন্ত কোথাও ঢুকবে না ওরা।

শেষপর্যন্ত প্রায় নিজেরই সাইজ আর ওজনের এক সাদা ল্যাবকোট পরা লোককে আসতে দেখল বর্ন। তার সবুজ আইডি কার্ডটা জানাচ্ছে সে হচ্ছে ড. লেনজ মরিন্টজ।

"এক্সকিউজ মিঃ ড. মরিন্টজ," একটা অপ্রসন্ন হাসি হেসে বলল বর্ন, "আমি ভাবছিলাম আপনি আমাকে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল উইংয়ের পথটা দেখাতে পারবেন কিনা।"

"মনে হয় পথ হারিয়ে ফেলেছেন," বলল ড. মরিন্টজ, "আপনি তো সোজা এপিডেমিওলজিক্যাল উইংয়ের দিকে যাচ্ছিলেন।"

"আহ্," বর্ন বলল। "আসলেই সব উল্টোপাল্টা করে ফেলেছি আমি।"

"চিন্তার কিছু নেই," ড. মরিন্টজ বলল, "এই যে, এদিক দিয়ে গেলেই হবে।"

বর্নকে সঠিক পথটা দেখানোর জন্য ঘুরতেই নিজের হাতের ধারটা দিয়ে কোপ বসানোর মত করে মেরে বসল বর্ন, ভূপাতিত হল বেচারা ব্যাকটেরিওলজিস্ট। অবশ্য মেঝেতে আছড়ে পড়ার আগেই তাকে ধরে ফেলল বর্ন। লোকটাকে অনেকটা দাঁড়ানোর মত করে সোজা ধরে রেখে টেনে নিয়ে গেল সবচেয়ে কাছের স্টোরেজ রুমটাতে, ভুলে থাকার চেষ্টা করছে নিজের ফাটা পাঁজরের ব্যাথা।

বর্ন রুমটার ভেতরের লাইট জ্বালল, নিজের জ্যাকেটটা খুলল, একটা কর্নারে গুঁজে রাখল সেটাকে। তারপর খুলে নিল ড. মরিন্টজের ল্যাবকোট আর আইডি। খানিকটা স্পেয়ার সার্জিক্যাল টেপ ব্যবহার করে ডক্টরের হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধল ও তার গোড়ালী দুটোও শক্ত করে টেপ দিয়ে পেঁচানো হল, শেষ এক টুকরো টেপ লাগিয়ে দেয়া হল তার মুখে। তারপর শরীরটাকে এক কোণায় টেনে নিয়ে গেল। দুটো বিশাল কার্টনের পেছনে রেখে দিলো। দরজার কাছে ফিরল বর্ন, লাইটটা বন্ধ করে করিডোরে বেরিয়ে এল।

BanglaBook.org

মিটার চলতে থাকা সত্ত্বেও ইউরোসেন্টার বায়ো-ক্লিনিকে পৌছানোর পর খানিকক্ষণ ট্যাক্সিতেই বসে রইল অ্যানাকা। স্তেপান তাকে একদম পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছে মিশনের চূড়ান্ত ধাপে পা দিতে যাচ্ছে তারা এখন। তাদের প্রতিটা প্ল্যান, প্রতিটা পদক্ষেপই এখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো ভুলই এসময় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। বর্ন, না খান? অ্যানাকা জানে না কোন্ ওয়াইল্ড-কার্ডটা বেশি বড়, কোন্টার কাছ থেকে বেশি ক্ষতির আশঙ্কা আছে। দু'জনের মাঝে বর্ন বেশি ধীরস্থির কিন্তু খান

তো একদমই বিবেকহীন। খানের সঙ্গে তার নিজের সাদৃশ্যটা যে এক নির্মম পরিহাস সেটা উপেক্ষা করতে পারল না অ্যানাকা।

কিন্তু অতি সাম্প্রতিককালে তারে দু'জনের মাঝে এমন কিছু পার্থক্য দেখা গেছে যা সে আগে কল্পনাই করতে পারে নি। এখন পর্যন্ত জেসন বর্নকে মারতে মনস্থির করতে পারে নি খান, যদিও ওর কথামতে ও বর্নকে মারতেই চায়। আর তারপর অ্যানাকাকে চমকে দিয়েছিল স্কোডা গাড়ির ভেতরে বসে তার ঘাড়ে কানের চুমু খাওয়ার ব্যাপারটা, যেটা ছিল একটা মহা ভুল। যখন থেকে ওকে ছেড়ে চলে এসেছে অ্যানাকা তখন থেকেই সে ভাবত তার ব্যাপারে খানের ফিলিংটা নির্ভেজাল কিনা। এখন এই প্রশ্নের উত্তর জানে সে। খানেরও অনুভূতি আছে, যথেষ্ট সহযোগিতা পেলে সেও আবেগের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। সত্যি বলতে কি, খানের ব্যাকগ্রাউন্ড জানা থাকায় এই কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল অ্যানাকার।

"মিস্?" ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথায় তার ভাবনার জাল ছিন্ন হল। "আপনি কি এখানে কারো সাথে দেখা করবেন, না আপনাকে কোনো জায়গায় নিয়ে যাব?"

অ্যানাকা সামনে ঝুঁকল, কয়েকটা নোট গুঁজে দিলো লোকটার হাতে। "এখানেই নামবো।"

তবুও নড়ল না সে কিন্তু তাকাল চারদিকে, কোথায় কেভিন ম্যাককোল আছে সেটা ভাবছে। হিউম্যানিস্টাসের নিরাপদ অফিসে বসে বসে অ্যানাকাকে চিন্তা না করার জন্য বলা খুব সহজ স্তেপানের কাছে কিন্তু মনে রাখতে হবে এই যুদ্ধক্ষেত্রে সিআইএ এজেন্ট ছাড়াও জখম হওয়া এক লোক আছে, আর এই লোককে খুন করতে বদ্ধপরিকর এক ভয়ংকর গুপ্তঘাতকও আছে। গুলি ছুটতে শুরু করলে অ্যানাকাই বেঘোরে প্রাণ হারাবে।

শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এলো সে, উদ্বেগের কারণে বারবার ব্লকের এমাথা ওমাথা তাকিয়ে তোবড়ানো সবুজ ওপাল গাড়িটাকে খুঁজছে। অবশেষে নিজেকে বিরত করল সে, বিরক্তিতে গুঙিয়ে উঠে ক্লিনিকের সামনের দরজাটা দিয়ে ঢুকল।

ভেতরটা দেখতে ঠিক তেমনটাই যেমনটা বর্ন বর্ণনা করেছিল। এত কম সময়ে কি করে ও এত তথ্য জেনেছে সেটা ভেবে অবাক হল অ্যানাকা। স্বীকার করতে বাধ্য হল, তথ্য খুঁজে বের করার ব্যাপারে অসাধারণ দক্ষতা আছে বর্নের।

মেটাল ডিটেক্টর পার হবার পর অন্যপাশে থামানো হল তাকে, পার্স খুলতে বলা হল যাতে ভেতরের জিনিসগুলো পরীক্ষা করতে পারে অফিসার। বর্নের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে মার্বেলের বেদীটার কাছে পৌঁছাল সে, তিন অ্যাটেনডেন্টের দিকে তাকিয়ে হাসল যারা শুধুমাত্র ততক্ষণই চোখ তুলে তাকাল যতক্ষণে তার উপস্থিতিটা বোঝা যায়।

"আমার নাম অ্যানাকা ভেডাস," বলল সে, "একজন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি আমি।"

BanglaBook.org

এক অ্যাটেনডেন্ট মাথা নেড়ে নিজের কাজে মন দিলো আবার। অন্য দু'জন হয় ফোনে কথা বলছে না হয় কম্পিউটারে ডাটা ইনপুট করছে। আরেকটা ফোন বেজে উঠল, যে অ্যাটেন্ডেন্ট অ্যানাকার কথা শুনেছিল সে ফোনটা তুলল, খানিকক্ষণ কথা বলল, তারপর আশ্চর্যের ব্যাপার, হাত নেড়ে অ্যানাকাকে ডাকল।

অ্যানাকা যখন বেদীটার কাছে গেল তখন অ্যাটেনডেন্ট বলল, "মিস ভেডাস, ড. মরিন্টজ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।" অ্যানাকার ড্রাইভার'স লাইসেন্সের দিকে খানিক্ষণের জন্য তাকাল সে, তারপর সাদা প্লাস্টিকের ট্যাগটা দিলো। "দয়া করে এটা সবসময় পরে থাকবেন, মিস ভেডাস। নিজের ল্যাবরেটরিতে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন ডক্টর।"

পথ দেখিয়ে দিলো সে, আর বিভ্রান্ত অ্যানাকা একটা করিডোর ধরে এগিয়ে গেল। প্রথমে যে জংশনটা সামনে পড়ল সেটা ধরে বামে ঘুরতেই একজন সাদা ল্যাবকোট পরা লোকের সাথে ধাক্কা খেল সে।

"ওহ্, মাফ করবেন! কি...?" মুখ তুলে জেসন বর্নের চেহারা দেখতে দেখতে পেল সে। ওর ল্যাবকোটের ওপরে যে সবুজ আইডি-ট্যাগটা লাগানো রয়েছে তাতে ড. লেনজ মরিন্টজের নাম প্রিন্ট করা, তা দেখে হাসা শুরু করল অ্যানাকা। "ওহ্, আচ্ছা, আপনাকে দেখে খুশি হলাম ড. মরিন্টজ।" তীর্যক চোখে তাকাল সে। "অবশ্য ফটোটার মত দেখাচ্ছে না আপনাকে, এই যা।"

"তুমি তো জানোই ওইসব সস্তা ক্যামেরাগুলো কেমন হয়," বর্ন বলল, অ্যানাকার কনুই ধরে যে কোণটা সে আসছিল সেটার দিকেই আবার নিয়ে চলল তাকে। "কখনো ন্যায্য আচরণ করবে তোমার সাথে ওরা?" কোণটা দিয়ে উঁকি দিয়ে ও বলল, "ওই তো আসছে সিআইএ, এক্কেবারে সময়মত।"

অ্যানাকা দেখতে পেল একজন অ্যাটেনডেন্টকে নিজের কাগজপত্র দেখাচ্ছে কেভিন ম্যাককোল। "কিভাবে মেটাল ডিটেক্টরটা পেরিয়ে নিজের পিস্তলটা আনতে পারল সে?" জিজ্ঞেস করল অ্যানাকা।

"আনে নি তো," বর্ন বলল। "এমনিই কি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি?"

শ্রদ্ধার চোখে ওর দিকে তাকাল সে। "একটা ফাঁদ। কোনো পিস্তল ছাড়াই এখানে আসছে ম্যাককোল।" বর্ন লোক বটে। আর এই উপলব্ধিটাই চমকে দিলো অ্যানাকাকে। সে আশা করল বর্নের কাজকর্মের পদ্ধতি যেমন জানতে পারে স্তেপান।

"দেখ, আমি আবিস্কার করেছি শিফারের প্রাক্তন পাটনার পিটার সিডো এখানে কাজ করে। কেউ না জানলেও সিডো জানে কোথায় শিফার আছে। তার সাথে কথা বলা দরকার আমাদের। কিন্তু তার আগে ম্যাককোলের জন্য একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা দরকার। রেডি আছ তো?"

ম্যাককোলের দিকে দ্বিতীয়বারের মত তাকাল অ্যানাকা, কেঁপে উঠে মাথা ওপর নিচ করে বর্নের প্রশ্নের সাড়া দিলো।

BanglaBook.org

তোবড়ানো সবুজ ওপালটাকে অনুসরণ করার জন্য একটা ট্যাক্সি ব্যবহার করেছিল খান; ফাঁদে পড়ার আশঙ্কায় ভাড়া করা স্কোডাটা ব্যবহার করে নি। কোনো পার্কিং স্পেসে ম্যাককোল থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ট্যাক্সিটাকে খানিকটা এগিয়ে যেতে দিলো। তারপর যখন ওপালটা থেকে সিআইএ এজেন্ট বেরিয়ে এল তখন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে পায়ে হেটে অনুসরণ করতে লাগল তাকে।

গত সন্ধ্যায় অ্যানাকার বাড়ির ওখান থেকে ম্যাককোলকে অনুসরণ করেছিল খান, সবুজ ওপালটার লাইসেন্স প্লেটের নাম্বার ইথান হার্নকে বলেছিল ফোনের মাধ্যমে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যে রেন্টাল কারের দোকানটা থেকে ম্যাককোল গাড়িটা নিয়েছিল তার নাম আর ফোন নাম্বার ওকে দিতে পেরেছিল হার্ন। ইন্টারপোলের এজেন্ট সেজে ওখানে ফোন করেছিল ম্যাককোলের নাম আর তার আমেরিকান ঠিকানা। কোনো লোকাল অ্যাড্রেস দেয় নি ম্যাককোল। কিন্তু চিরায়ত আমেরিকান অবজ্ঞাবোধের কারণেই নিজের আসল নামটা ব্যবহার করেছে সে। খানের জন্য তারপরের কাজটা সোজা বার্লিনে নিজের এক লোককে ফোন করে তাকে দিয়ে ডাটা ব্যাঙ্ক ঘাঁটিয়ে নিয়েছিল সে, জানতে পেরেছিল ম্যাককোল সিআইএ'র লোক।

সামনে এগিয়ে হ্যাটিউ উটকাতে একটা কর্নার ঘুরল ম্যাককোল। ৭৫ নম্বরে একটা ধূসর পাথরের আধুনিক বিল্ডিংয়ে ঢুকতে লাগল সে, যেটাকে দেখে মধ্যযুগীয় দূর্গের চেয়েও বেশি কিছু বলে মনে হয়। ভাগ্য ভাল যে, আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার আগে নিজের স্বভাবতই এক সেকেন্ড অপেক্ষা করল খান, কারণ ঠিক তখনই আবার বেরিয়ে এল ম্যাককোল মাথা ঝুঁকিয়ে। কৌতুহলী খান তাকিয়ে দেখল, একটা ময়লা বিনের কাছে গেল সে। চারদিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হল কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না, তারপর নিজের পিস্তলটা বের করল সে, সতর্কভাবে দ্রুত ঢুকিয়ে রাখল পিস্তলটাকে ময়লার বিনের ভেতরে।

ম্যাককোল আবার বিল্ডিংটার ভেতরে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল খান, তারপর অনুসরণ শুরু করল আবার, কাঁচের আর স্টিলের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল লবিতে। দেখতে পেল নিজের সিআইএপরিচয়পত্র সবাইকে দেখাচ্ছে ম্যাককোল। মেটাল ডিটেক্টরটা দেখে খান বুঝল নিজের অস্ত্র সরিয়ে রেখে ম্যাককোল কেন ঝাড়া হাত-পা হয়ে গেছে। ব্যাপারটা কি কাকতালীয়? না। বর্ন কোনো ফাঁদ পেতেছে তার জন্য? খান নিজে হলেও এমন ফাঁদই পাততো।

ম্যাককোল নিজের আইডি-ট্যাগটা নিয়ে করিডোর ধরে এগিয়ে যাবার পরে মেটাল ডিটেক্টর ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল খান, প্যারিসে থাকার সময় মেরে দেয়া ইন্টারপোল আইডি'টা দেখাল। যথারীতি, এটা দেখে সতর্ক হয়ে গেল অ্যাটেনডেন্টটা। প্রথমে সিআইএ, তারপর ইন্টারপোলের লোক দেখে চমকে গেছে সে। ক্লিনিকের সিকিউরিটি গার্ডদের জানাবে কিনা কিংবা পুলিশকে ডাকবে কিনা তা

BanglaBook.org

খানকে জিজ্ঞেস করল। খান শান্তভাবে মেয়েটাকে বলল ওরা দুই এজেন্ট আসলে একই কেসে এখানে এসেছে, স্রেফ কয়েকটা ইন্টারভিউ সারতে চায়। তাকেও একথা বলেও সতর্ক করে দিলো, তাদের কাজে বাধা দিলে অনেক রকম অজানা সমস্যা উদ্ভুত হতে পারে। নার্ভাস অ্যাটেন্টডেন্ট মেয়েটা ওর কথা সায় দিয়ে মাথা নাড়ল, তারপর বিল্ডিংয়ের ভেতরে যেতে দিলো।

অ্যানাকা ভেডাসকে সামনেই দেখতে পেল কেভিন ম্যাককোল, বুঝতে পারল বর্ন কাছেই কোথাও আছে। সে নিশ্চিত অ্যানাকা তাকে ফাঁদে ফেলতে যাচ্ছে না কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের হাতঘড়ির রিস্টব্যান্ডের সাথে লাগানো প্লাস্টিকের ছোট স্কয়ারটা আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল। ওটার ভেতরে বেশ খানিকটা নাইলন লাইন একটা ক্ষুদ্র প্লাস্টিকের রিলের সাথে জড়ানো আছে। 'বর্ন স্যাঙ্কশন'টা পিস্তল দিয়েই সারার ইচ্ছে ছিল তার, কারণ তাতে কাজটা দ্রুত আর পরিস্কারভাবে হতো। কোনো মানুষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, হৃদপিন্ডে, ফুসফুসে বা মগজে বুলেট ঢুকলেই ঘায়েল হয়ে যায়। অন্য যে পদ্ধতিগুলো শত্রুকে চমকে দেবার বা তার ওপর প্রবল শক্তি খাটানোর মাধ্যমে সারা হয়, সেগুলোতে সময় বেশি তো লাগেই, কাজটা বড্ড অপরিস্কারও হয়ে পড়ে। তবে মেটাল ডিটেক্টরটার উপস্থিতির কারণে এসব পদ্ধতি ব্যবহার করতেই বাধ্য এখন সে। ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিটা অনুভব করতে পারছে সে, এটাও বুঝতে পারছে খুব সম্ভবত অ্যানাকা ভেডাসকেও খুন করার প্রয়োজন হবে। শুধুমাত্র এই চিন্তাটাই একটা অনুশোচনার খোঁচা দিলো তাকে। মেয়েটা বড্ড সুন্দরী আর সেক্সি; এমন একটা সৌন্দর্যকে খুন করার ব্যাপারটা যেনো কেমন বটে।

তাকে এখন এগিয়ে যেতে দেখছে ম্যাককোল, সে অনেকটাই নিশ্চিত জেসন বর্নের সাথে মোলাকাত করতেই যাচ্ছে অ্যানাকা; এছাড়া অন্য কোনো কারণে এ জায়গায় তার আসার প্রশ্নই আসে না। পেছনে লেগে রইল ম্যাককোল, সুযোগের অপেক্ষা করতে করতে হালকা চাপড় মারছে ঘড়ির ব্যান্ডটার ভেতরের দিকে থাকা প্লাস্টিক স্কয়ারটাতে।

BanglaBook.org

একটা সাপ্লাই রুমের ভেতর থেকে বর্ন দেখতে পেল অ্যানাকা ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। সে ঠিক জানে বর্ন কোথায় আছে কিন্তু ওর কাছ দিয়ে যাবার সময়ে মাথাটা একটুও না ঘুরিয়ে যেভাবে স্থির থাকল তাতে কৃতিত্বের দাবিদার হতেই পারে। ম্যাককোলকে দেখার আগেই তার হাটার শব্দের ছন্দ সবারই হাটার একটা নিজস্ব ধরণ আছে, যদি পাল্টে ফেলার চেষ্টা না করা হয় তাহলে নিজস্ব ছন্দও আছে। ম্যাককোলের পায়ের শব্দটা ভারি, কঠিন এবং অশুভ, নিঃসন্দেহে একজন পেশাদার হত্যাকারীর হাটার ভঙ্গি।

বর্ন জানে, এখন প্রাথমিক ইসুটা হচ্ছে টাইমিং। ও যদি খুব দ্রুত নড়ে ওঠে

তাহলে ওকে দেখে ফেলে পাল্টা পদক্ষেপ নেবে ম্যাককোকল, চমকে দেবার সুযোগটা হারিয়ে ফেলবে ও। আবার যদি অপেক্ষা করে বেশিক্ষণ, তাহলে ম্যাককোলের নাগাল পাবার জন্য দু'কদম ফেলতে হবে ওকে, আর তাতে পায়ের শব্দ শুনে ফেলতে পারে লোকটা কিন্তু ম্যাককোলের প্রতিটা পদক্ষেপের দূরত্ব হিসেবে করে নিয়েছে ও। আর সে জন্যই সিআইএ এজেন্ট ঠিক কোন সময়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আসবে সেটা নির্ভুলভাবে বের করে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। মন থেকে শরীরের ব্যথা বেদনার কথা, বিশেষ করে ভাঙ্গা পাঁজরের যন্ত্রণার কথা মুছে ফেলতে চাইল ও। পাঁজরগুলো ওকে কতটা অসহায় করে তুলতে পারে সে বিষয়ে কোনো ধারণাই নেই কিন্তু ওর মনে আশা ড. অ্যামব্রুসের দেয়া ট্রপল বাইন্ডিং অনেকটা রক্ষা করবে ওকে।

বিশালদেহী, বিপজ্জনক কেভিন ম্যাককোলকে দেখতে পেল ও। সাপ্লাই রুমের সামান্য খোলা দরজার পাশ দিয়ে যেনো মুহূর্তে গেল সে, বর্ন লাফিয়ে বেরিয়ে এসে দু'হাতে মেরে বসল ডান কিডনিতে। বর্নের দিকে বেঁকে গেল এজেন্টের শরীর। তাকে আঁকড়ে ধরে সাপ্লাই রুমের দিকে নিয়ে যেত লাগল বর্ন।

কিন্তু পাক খেয়ে ঘুরল ম্যাককোল, ব্যাথায় মুখ বিকৃত করে ভয়ংকর একটা ঘুষি মেরে বসল বর্নের বুকে। যন্ত্রণার তীব্রতায় ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেল বর্ন। নাইলনের লাইনটা টেনে বের করল ম্যাককোল, বর্নের গলায় সেটাকে পেঁচানোর জন্য লাফিয়ে উঠল। বর্ন ওর দু'হাতের ধার দিয়ে এমন দুটো মার বসাল যে দু'টো খেয়ে ব্যথায় অস্থির হয়ে যাবার কথা ম্যাককোলের। তা সত্ত্বেও গতি কমলো না তার, চোখ লাল আর চেহারায় দৃঢ় সংকল্পের ভাবটা স্থির। নাইলনের লাইনটা বর্নের গলায় পেঁচালো সে, এমন শক্ত করে এঁটে বসালো যে প্রথমবারের মত মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল বর্ন।

শ্বাস নেবার জন্য লড়তে লাগল, তাতে স্রেফ এটুকু লাভ হল যে লাইনটা আরো চেপে বসাতে পারল ম্যাককোল। এবার নিজের ভুলটা বুঝতে পারল বর্ন। শ্বাস নেবার চিন্তা বাদ দিলো ও। নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় রত হল। হাঁটু ওপরে তুলল, প্রচণ্ড মার বসাল ম্যাকাকোলের জননাঙ্গে। সব দম বেরিয়ে গেল তার ভেতর থেকে, আর যে অল্প সময়ের জন্য তার বাঁধনটা ঢিল হল তাতেই লাইনটা আর গলার মাংসের মাঝের ফাঁকটাতে দুটো আঙুল ঢুকিয়ে দিতে পারল বর্ন।

কিন্তু ম্যাককোল যেনো মানুষ নয়, ষাঁড় বর্নের কল্পনার চেয়েও দ্রুতগতিতে সেরে উঠল সে। আক্রোশে গর্জে উঠে নিজের সকল শক্তি হাত দু'টোর ওপর খাটালো সে। প্রচণ্ড জোরের সাথে টেনে ধরল লাইনটা। কিন্তু যে সুবিধাটা দরকার ছিল সেটা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে বর্ন। নিজের আঙুল দুটো বাঁকালো ও লাইনটা চেপে বসার সাথে সাথে। আর লাইনটা ঠিক সেভাবেই ছিঁড়ে গেল যেভাবে কোনো বড়শীতে আটকানো শক্তিশালী মাছ পাক খেলে বড়শীর সুতো ছিঁড়ে যায়।

BanglaBook.org

যে হাতটা গলার কাছে ছিল সেটা পিছন দিকে ছুঁড়ল বর্ন, ম্যাককোলের চোয়ালের নিচে লাগাতে পারল মুঠিটা। ম্যাককোলের মাথা পিছন দিকে ছিটকে গিয়ে দরজার সাথে লাগল। কিন্তু বর্ন কাছে এগিয়ে আসায় নিজের কনুই দুটো ব্যবহার করল সে। বর্নকে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিলো সাপ্লাই রুমটার ভেতরে। ম্যাকাকোলও ঢুকল ভেতরে। একটা বক্স কাটার তুলে নিয়ে কোপ বসালো। কেটে ফেললো বর্নের ল্যাবকোট। আরেকবার কোপ মারলো সে, বর্ন লাফিয়ে পিছিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বক্স কাটারের ব্লেড ওর শার্টকে কেটে হাঁ করে দিলো। উন্মুক্ত হয়ে পড়ল ওর বেঁধে রাখা পাঁজর।

বিজয়ের হাসিতে জ্বলে উঠল ম্যাককোলের চেহারা। বর্নের দুর্বলতা দেখে ফেলেছে সে, এখন কাজে লাগাতে চায় সেটাকেই। বক্স কাটারটা বাম হাতে নিল সে, কোপ বসানোর ভান করল, প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি ছুঁড়ল বর্নের পাঁজর বরাবর। ঘুঁষিটা কাবু করতে পারল না বর্নকে। বাহু দিয়ে সেটাকে ঠেকিয়ে দিতে পারল ও।

এবার সুযোগ পেয়ে গেল ম্যাককোল, বাম হাতের বক্স কাটারটা ঘোরালো, লক্ষ্য বর্নের উন্মুক্ত ঘাড়।

মারপিটের প্রথম শব্দটা পাবার পরই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল অ্যানাকা কিন্তু সেই সাথে সে দু'জন ডক্টরকে দেখতে পেল যারা করিডোরের জংশনটার দিকে এগিয়ে আসছে; ওই জংশনটার পেছনেই মারপিট চলছে বর্ন আর ম্যাককোলের। ওদের দু'জনের আর ডক্টরদের মাঝখানে চট করে নিজেকে ঢুকিয়ে দিলো অ্যানাকা, সরিয়ে আনল জংশনটার কাছ থেকে।

যত দ্রুত সম্ভব ডক্টরদেরকে বিদায় করে দিয়ে আবার পিছন দিকে ছুটল অ্যানাকা। দেখামাত্রই বুঝতে পারল বিপদে পড়ে গেছে বর্ন। ওকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য স্তেপানের আদেশ স্মরণ করে করিডোর ধরে দৌড়ে গেল সে। যখন পৌঁছে গেল, ততক্ষণে সাপ্লাই রুমটাতে ঢুকে পড়েছে দুই লড়িয়ে। খোলা দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই বর্নের ঘাড়ের ওপর ম্যাককোলের আক্রমণ দেখতে পেল অ্যানাকা।

নিজেকে ম্যাককোলের দিকে ছুঁড়ে দিলো সে। লাইটের আলোয় বিকিয়ে ওঠা বক্স কাটারের ব্লেডটাকে বর্নের ঘাড়ের পাশ দিয়ে চলে যেতে বাধ্য করল। একটা শেলফের ধাতব কিনারায় লেগে কোণ দিয়ে দেখে অ্যানাকার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন ম্যাককোল, নিজের ভাঁজ করা বাম কনুইটা উঁচু করে ধরে পাক খেয়ে ঘুরল। কনুইটা আছড়ে পড়ল অ্যানাকার গলায়।

খাবি খেল অ্যানাকা। হাত দুটো আপনা থেকে ওপরে উঠে গেল, গলাটাকে আঁকড়ে ধরেছে, হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে শুরু করেছে সে। বক্স কাটার নিয়ে এগিয়ে এল ম্যাককোল। অ্যানাকার গায়ের উপর দিয়ে ঘোরালো ওটাকে। ছিঁড়ে যাওয়া নাইলনের লাইনটা এখনো এক হাতে ধরে ছিল বর্ন, এবার সেটাকে ম্যাককোলের ঘাড়ে পেঁচালা সে পেছন থেকে।

BanglaBook.org

বেঁকে গেল ম্যাককোল কিন্তু গলাটা মুক্ত করার চেষ্টা করার বদলে কনুই দিয়ে মারল বর্নের ভাঙা পাঁজরে। চোখে সর্ষে ফুল দেখা সত্ত্বেও ছেড়ে দিলো না বর্ন। অ্যানাকার কাছ থেকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে সরিয়ে আনছে ম্যাককোলকে। বর্নের আহত পাঁজরে মারার চেষ্টা করছে সে। মেঝের ওপর তার জুতোর গোড়া পিছলানোর শব্দ শুনতে পেল বর্ন।

সব রক্ত গিয়ে জমা হয়েছে ম্যাককোলের মাথায়, টানটান করে বাঁধা দড়ির মত করে তার গলার দু'দিক থেকে বেরিয়ে এসেছে নাইলনের লাইনটা কোটরের মধ্যে ঘুরে যেতে শুরু করল তার চোখ। নাকের আর গালের রক্ত নালীগুলো ফেটে গেল তার, ঠোঁট দুটো এঁটে বসল ফ্যাকাশে মাড়ির ওপর। ফুলে ওঠা জিভটা মোচড় খাচ্ছে খাবি খেতে থাকা মুখের ভেতরে। তা সত্ত্বেও বর্নের পাঁজরে শেষ গুঁতোটা মারার মত শক্তি অবশিষ্ট ছিল তার। মুখ বিকৃত করল বর্ন, ওর বাঁধন ঢিলে হয়ে গেল খানিকটা, আর এই সুযোগে প্রাণ ফিরে পেতে শুরু করল ম্যাককোল।

ঠিক এই সময়ই তার পেটের দিকে অন্ধের মত লাথি ছুঁড়ল অ্যানাকা। তার ওঠানো হাঁটুটা ধরে ফেলল ম্যাককোল, এমন ভয়ংকরভাবে মোচড় দিলো যে অ্যানাকার পিঠটা চলে এল তার সামনে। বাম হাত দিয়ে অ্যানাকার গলা পেঁচিয়ে ধরল সে, ডান হাতের তালুটা ঠেকিয়ে ধরেছে তার মাথার পাশে। এক্ষুণি অ্যানাকার ঘাড়টা ভেঙে দেবে ম্যাককোল।

করিডোরের অন্যমাথায় উল্টো দিকে যে ছোটো অন্ধকার অফিসটা আছে সেটায় গা ঢাকা দিয়ে থাকা খাল দেখল, চরম ঝুঁকি নিল বর্ন, এত কষ্ট করে ম্যাককোলের মাথাটা একটা শেলফের সাথে ঠুকে দিলো বর্ন তারপর একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিলো তার চোখে।

চেঁচিয়ে ওঠার আগেই বর্নের কনুইটা নিজের দুই চোয়ালের মাঝে আবিষ্কার করল ম্যাককোল। মারটার শব্দ যেনো ধাক্কা খেল তার ফুসফুসের সাথে, প্রতিধ্বনি হতে লাগল শরীরের ভেতরে। হাত পা ছুঁড়ল সে, মরার বা মেঝেতে আছড়ে পড়ার ইচ্ছে নেই একদমই। নিজের সিরামিক পিস্তল বের করল বর্ন, ম্যাককোলের বাম কানের নিচে নরম জায়গাটায় বসিয়ে দিলো পিস্তলের বাঁট। এবার হাঁটুর ওপর বসে পড়েছে ম্যাককোল, মাথাটা নড়ছে, হাত দুটো উঠে আসছে ক্ষতিগ্রস্ত চোখের ওপর চেপে বসার জন্য। অবশ্য ব্যাপারটা একটা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। হাত দুটো ব্যবহার করে অ্যানাকাকে ল্যাং মারল সে। তাকে নামিয়ে আনল নিজের উচ্চতায়। খুনি হাত দু'টো দিয়ে তাকে ছোঁ মেরে ধরল সে। আর কোনো উপায় না দেখে পিস্তলের মাজলটা ম্যাকাকোলের গায়ে চেপে ধরে ট্রিগারে টান দিলো।

শব্দটা বড্ড অল্পই হল কিন্তু ম্যাককোলের ঘারে যে গর্তটা দেখা দিলো সেটা চমকে দেবার মত। মরে ভুত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অ্যানাকাকে ছাড়ে নি ম্যাককোল।

BanglaBook.org

আর তাই পিস্তলটা সরিয়ে রেখে অ্যানাকার গা থেকে এক এক করে আঙুলগুলো ছাড়ালো বর্ন।

ঝুঁকে পড়ে অ্যানাকাকে ধরে টেনে দাঁড় করালো বর্ন কিন্তু ওর মুখের বিকৃত ভাব আর পাঁজরের ওপর চেপে ধরা একটা হাত দেখতে পেয়েছে খান। এ তাহলে সেই আহত পাঁজর। ওগুলো কি জখম হয়েছে না ভেঙে গেছে, নাকি মাঝামাঝি কিছু? ভাবল খান।

খালি অফিসটার ছায়ার ভেতরে আবার গা ঢাকা দিলো খান। ও নিজেই তো জখম করেছিল বর্নকে। যে শক্তিতে ও মারটা মেরে ছিল সেটা অদ্ভুত রকম পরিস্কারভাবে মনে করতে পারছে, বর্নের গায়ে আঘাত লাগার মুহূর্তটা মনে আসছে। বর্নের শরীর থেকে উঠে আসা ঝাঁকুনিটা প্রায় বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মত করে কিভাবে ওর নিজের শরীরের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল সেটাও খেয়াল আছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার। আত্মতৃপ্তির ভাবটা কেন যেনো কখনোই আসে নি। তার বদলে টিকে থাকার ব্যাপারে বর্নের শক্তি আর সহ্য ক্ষমতার প্রশংসা করতে বাধ্য হল। ওর মার খেয়ে চরম অসহায় পড়ে পড়া সত্ত্বেও ম্যাককোলের সাথে প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্যকে তারিফ করল।

আচ্ছা, এসব কথা ভাবছেই বা কেন ও? রেগে গিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করল খান। বর্ন ওকে প্রত্যাখান করা ছাড়া কিছুই করে নি আর। বস্তু বস্তা প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাসই করতে চায় নি, খান ওর ছেলে। এর অর্থ কি? কোনো কারণে বর্ন ঠিক করেছে যে নিজের ছেলেকে মৃত বলেই বিশ্বাস করবে। এর মানে কি এই নয় যে খানকে কখনোই চায়নি ও?

"সাপোর্ট স্টাফেরা মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এসেছে, ভিডিও লিংকআপের মাধ্যমে ডিসিআই'কে বলল জিম হাহল। "সবকিছুর সাথে তাদের পরিচয় করে দিয়েছি আমরা। এখন শুধু প্রধানদের আসার অপেক্ষা।"

"প্রেসিডেন্ট এখন আকাশপথে আছেন," হাত নেড়ে মার্টিন লিনড্রস্কে বসে পড়ার ইঙ্গিত করে বললেন ডিসিআই। "এখন থেকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বিশ মিনিট পরে আইসল্যান্ডের মাটি স্পর্শ করবেন ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট। আমি জিশুর কাছে প্রার্থনা করি, প্রেসিডেন্ট সাহেবের আগমণের জন্য যেনো প্রস্তুত থাক তোমরা সবাই।"

"আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত, স্যার, আমরা সবাই প্রস্তুত।"

"খুব ভাল," বললেও নিজের ডেস্কটপে নোটগুলো দেখতে দেখতে আরো গভীর হল তার ভ্রুকুটি। "কমরেড কারপভের সাথে কিভাবে কাজ করছ তার একটা আপডেট দাও দেখি?"

"চিন্তা করবেন না, স্যার। বোরিসের ব্যাপারটা একদম নিয়ন্ত্রণে আছে আমার।"

"স্বস্তিদায়ক ব্যাপার। প্রেসিডেন্ট আর রাশিয়ান রাষ্ট্র প্রধানের সম্পর্ক স্বভাবতই

BanglaBook.org

দা-কুমড়ার। আলেক্সান্দার ইয়েভতুসেঙ্কোকে আলোচনার টেবিলে আসতে রাজি করানোর জন্য কত রক্ত, ঘাম আর অশ্রু যে ঝরাতে হয়েছে সে বিষয়ে কোনো ধারণা নেই তোমার। যদি তিনি জানেন তার প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা আর তুমি একে অন্যের গলা কাটার জন্য মুখিয়ে আছ, তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে?"

"তিনি কোনোদিন জানতে পারবেন না, স্যার।"

"তাই যেনো হয়," খেঁকিয়ে উঠলেন ডিসিআই। "টুয়েন্টি ফোর-সেভেন সব খবর জানাবে আমাকে।"

"জানাবো, স্যার," বলল হাল, সংযোগ কেটে দিলো।

চেয়ারসমেত ঘুরলেন ডিসিআই, হাত চালালেন নিজের সাদা চুলের মাঝে। "চূড়ান্ত ধাপে আছি আমরা এখন, মার্টিন হাল মাঠে নেমে দাপিয়ে কাজ করছে, আর আমরা কিনা ডেস্কের পেছনে অচল বসে আছি, এটা ভেবে আমার মতো তোমারও ক" হচ্ছে নাকি?"

"আসলেই কষ্ট হচ্ছে, স্যার," এতক্ষণ ধরে সব সিক্রেটগুলো পেটের ভেতর চেপে রাখা লিন্ড্রস এবার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই ফেলেছিল প্রায় কিন্তু শেষপর্যন্ত আবেগের ওপর জয়ী হল ডিউটি। ডিসিআইর মনে ব্যথা দিতে চায় না সে। ইদানীং তার সাথে তিনি যত বাজে আচরণ করেই থাকুন না কেন।

গলা পরিস্কার করল সে। "স্যার, এইমাত্র র‍্যান্ডি ড্রাইভারের সাথে দেখা করে এলাম আমি।"

"তো?"

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে ড্রাইভারের স্বীকারোক্তিগুলো ডিসিআইকে খুলে বলতে লাগল। লিন্ড্রস, বলল ড. ফেলিক্স শিফারকে অ্যালেক্স ককলিন ডিএপিআরএ থেকে এজেন্সিতে নিয়ে এসেছিল নিজের অশুভ, অজানা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। শিফারকে ইচ্ছাকৃতভাবে গায়েবও করে দিয়েছিল সে। আর এখন ককলিন মরে যাওয়ায় কেউই জানে না শিফার কই আছে।

মুঠো পাকিয়ে ডেস্কের ওপর কিল মারলেন ডিসিআই। "সুইট ক্রাইস্ট, সামিট শুরু হবার আগ মুহূর্তে আমাদের একজন ডায়রেক্টরের বিজ্ঞানীর হাওয়া হয়ে যাওয়াটা তো প্রথম সারির দুর্যোগ। এর বাতাসও যদি গিয়ে কুত্তী-মহিলার গায়ে লাগে তাহলে কোনো 'যদি' এবং 'কিন্তু' ছাড়াই সরাসরি বাঁশ ঢুকবে আমার পেছনে।"

এক মুহূর্তের জন্য বিশাল কর্নার অফিসটার সবকিছুই স্থির হয়ে রইল। অতীত এবং বর্তমানের বিশ্বনেতাদের ছবিগুলো নীরব ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এ দু'জনের দিকে।

শেষতক নড়ে উঠলেন ডিসিআই, "তুমি কি বলতে চাচ্ছ, এক বিজ্ঞানীকে ডিওডি'র নাকের ডগা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে এজেন্সির মানে সিআইএ'র সাথে

BanglaBook.org

জুড়ে দিয়েছিল অ্যালেক্স যাতে পরে লোকটাকে অন্য কোনো জায়গায় নিয়ে গিয়ে নিজের অজানা উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে?"

হাত দুটো ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখল লিনড্রস, কিছুই বলল না কিন্তু ডিসিআই'র চোখ থেকে দৃষ্টিও সরাল না। আবার কথা বলে উঠলেন ডিসিআই নরম সুরে।

"আসলে, মানে...আমি বলতে চাচ্ছি, আমরা এজেন্সিতে এমন করি না। আর বিশেষ করে আলেকজান্ডার ককলিনের তো করারই কথা নয়। করে থাকলে, আমাদের সকল নিয়ম ভেঙে ফেলেছে সে।"

নড়েচড়ে বসল লিনড্রস, টপ-সিক্রেট ফোর-জিরো আর্কাইভে যে রিসার্চটা করে এসেছে সেটার কথা ভাবছে। "কাজের সময় প্রায়ই বহু নিয়ম ভাঙতো সে, স্যার। আপনি তো জানেনই।"

ডিসিআই জানেন, লিনড্রসের চেয়েও ভালভাবে জানেন। "এটা তো অন্য ব্যাপার," বললেন তিনি। "এটা কোনো মিশনের মধ্যে নয় বরং একদম ঘরের মধ্যে। আমাকে এবং এজেন্সিকে অপমান করার সমতুল্য।" নিজের উঁচু মাথাটা নাড়লেন ডিসিআই। "ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারলাম না, মার্টিন। গড ড্যাম ইট, অন্য কোনো ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে।"

নিজের কথায় অনড় রইলো লিনড্রস। "আপনার জানা আছে অন্য কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে এই বাজে খবরটা আপনাকে দেবার মত দুর্ভাগা হবার জন্য আমি দুঃখিত, স্যার।"

এমন সময় ঘরে ঢুকল ডিসিআই'র সেক্রেটারি, তার হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে চলে গেল। কাগজটার ভাঁজ খুললেন ডিসিআই।

"আপনার স্ত্রী আপনার সাথে কথা বলতে চান," পড়লেন। "তিনি বলেছেন, এটা জরুরি।"

কাগজটা দলা পাকিয়ে চোখ তুললেন তিনি। "অবশ্যই অন্য ব্যাখ্যা আছে। জেসন বর্ন।"

"স্যার?"

লিনড্রসের দিকে সোজা তাকিয়ে মনমরা গলায় বললেন ডিসিআই," এটা বর্নের কাজ, অ্যালেক্সের নয়। একমাত্র এই ব্যাখ্যাটারই অর্থ আছে।"

"রেকর্ড অনুসারে, আপনার কথা ঠিক নয় বলেই মনে করি আমি, স্যার," লিনড্রস বলল কোমর কষে লড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। "শ্রদ্ধার সাথে বলছি, আসলে অ্যালেক্স ককলিনের সাথে আপনার বন্ধুত্বের কারণেই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন আপনি, ফোর-জিরো ফাইলগুলো পড়ার পরে আমার মনে হয় জীবিত ব্যক্তিদের মাঝে কেবল জেসন বর্নই ককলিনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, আপনার চেয়েও ঘনিষ্ঠ।"

চেশায়ার বেড়ালের মত হাসি দিলেন ডিসিআই। "হ্যা, এটা ঠিক বলেছো বটে,

BanglaBook.org

মার্টিন। আর অ্যালেক্সকে বর্ন এত ভালভাবে জানত বলেই তো শিফারের সাথে অ্যালেক্সের সম্পর্কটাকে কাজে লাগাতে পেরেছিল। বিশ্বাস করো, বর্ন কোনো একটার গন্ধ পেয়ে সেটার পেছনেই ছুটেছিল।"

"কোনো প্রমাণ নেই–"

"আহ্, আছে তো," চেয়ারের ওপর নড়েচড়ে বসলেন ডিসিআই। "বরাবরের মতই বর্ন এখন কোথায় আছে সেটা জানা আছে আমার।"

"স্যার?" চোখ দু'টোকে রসগোল্লা বানিয়ে তার দিকে তাকাল লিন্ড্রস।

"১০৬-১০৮ ফোউ উটকা," একটা কাগজ থেকে পড়লেন ডিসিআই। "বুদাপেস্টে।" ডেপুটির দিকে একটা কঠিন দৃষ্টি ছুড়ে দিলেন তিনি। "তুমি বলেছিলে না অ্যালেক্স আর মো পানোভকে খুন করার জন্য ব্যবহৃত পিস্তলটার দাম দেয়া হয়েছিল বুদাপেস্টের একটা অ্যাকাউন্ট থেকে?"

লিন্ড্রসের হৃৎপিন্ড মোচড় খেল। "হ্যা স্যার।"

মাথা উপর নিচ করলেন ডিসিআই। "এজন্যই তো এই ঠিকানাটা কেভিন ম্যাককোলনকে দিয়েছি আমি।"

সাদা হয়ে গেল লিন্ড্রসের চেহারা। "ওহ্ খোদা। ম্যাককোলের সাথে কথা বলতে চাই আমি।"

"তোমার কষ্ট আমি বুঝি, মার্টিন। সত্যিই বুঝি।" ফোনটার দিকে ইঙ্গিত করলেন ডিসিআই মাথা দিয়ে। "চাইলে কল দিতে পারো ওকে কিন্তু ম্যাককোলের দক্ষতার রেকর্ড তো জানই। বর্ন এতক্ষণে নিশ্চয়ই মরে গেছে।"

লাথি দিয়ে সাপ্লাইরুমটার দরজা বন্ধ করল বর্ন, গা থেকে খুলল রক্তমাখা ল্যাবকোটটা, সেটা দিয়ে ম্যাককোলের লাশটা ঢাকতে যাবার আগেই লাশটার নিতম্বের কাছে একটা ছোটো এলইডি বাতি জ্বলতে নিভতে দেখল। ম্যাককোলের সেলফোন। উবু হয়ে বসে প্লাস্টিক হোলস্টার থেকে বের করল ফোল্ডিং ফোনটা, ওটার ভাঁজ খুলল। নাম্বারটা দেখে বুঝতে পারল কে কল দিচ্ছে। তীব্র ক্রোধে বিষিয়ে উঠল ওর মন।

কলটা রিসিভ করে ডিসিআই'কে বলল, "যদি এমনটা করতে থাকেন, গোর খুড়েদেরকে টাকা দিতে গিয়েই ফতুর হয়ে যাবেন।"

"বর্ন!" চেঁচিয়ে উঠল লিন্ড্রস। "থামো।"

অবশ্য বর্ন অপেক্ষা করল না। তার বদলে ফোনটাকে এমন জোরে দেয়ালে ছুঁড়ে মারল যে ঝিনুকের খোলার মত ভেঙে গেল ওটা।

সতর্ক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে অ্যানাকা। "পুরনো শত্রু নাকি?"

BanglaBook.org

"এক বুড়ো বান্দর," গর্জে উঠল বর্ন। লেদার জ্যাকেটটা উদ্ধার করে পরার সময় ব্যাথার তীব্রতায় না চাইতেই কঁকিয়ে উঠল।

"ম্যাককোল তোমাকে ভালই পিটিয়েছে মনে হচ্ছে," অ্যানাকা বলল।

সাদা ভিজিটর'স আইডি কার্ড লাগানো জ্যাকেটটা বর্ন পরেছে নিজের কেটে হাঁ হওয়া শার্টটা ঢাকতে। ড. সিডোকে খুঁজে বের করতে বদ্ধপরিকর। "তোমার খবর কি? ম্যাককোলের মার খুব বেশি লেগেছে নাকি?"

গলা ফুলে লাল হয়ে ওঠা জায়গাটা ঘষতে গিয়েও ঘষল না সে। "আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না।"

"ভালই, দু'জনই তাহলে দু'জনকে নিয়ে চিন্তা করা বাদ দিই," শেল্‌ফ থেকে একটা ক্লিনারের বোতল তুলে নিতে নিতে বলল বর্ন। একটা ন্যাকড়া ব্যবহার করে অ্যানাকার গা থেকে রক্ত পরিস্কার করল যতটা সম্ভব। ড. সিডোর সাথে কথা বলতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। ড. মরিন্টজ যে হাওয়া সেটা শীঘ্রই টের পেয়ে যাবে সবাই।"

"কোথায় আছে সিডো?"

"এপিডেমিওলজিক্যাল উইং-এ," ইঙ্গিত করল ও। "আসো।"

দরজা দিয়ে মাথা বের করে আশপাশে তাকাল বর্ন, নিশ্চিত হল কেউ নেই এখানটায়, করিডোরে বেরিয়ে আসার পরও লক্ষ্য করল একটা অফিসের দরজা খানিকটা খুলে আছে। ওটার দিকে যাবার জন্য এক পা ফেলল কিন্তু করিডোরের ওদিক থেকে ভেসে আসা কয়েকটা কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারল কেউ এদিকেই আসছে। দ্রুত উল্টো দিকে চলতে লাগল ওরা দু'জনে। নিজেকে ধাতস্থ করার কাজে একে মুহূর্ত ব্যয় করল বর্ন, তারপর এপিডেমিওলজিক্যাল উইংয়ে ঢোকার সুইগিং ডোর পেরিয়ে ঢুকল দু'জনে মিলে।

"৯০২-এ আছে সিডো," বলল বর্ন, যে দরজাগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে সেগুলো পরীক্ষা করছে চোখ দিয়ে।

উইংটা আসলে একটা চারকোণা জায়গা। মাঝখানটায় একটা ফাঁকা স্পেস। ল্যাব আর অফিসগুলোর দরজা নিয়মিত বিরতিতে চার দেয়ালে বসানো। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে বন্ধ করা একটা ধাতব এক্সিট ডোর, বিপরীত দিকের দেয়ালটার মাঝখানে বসানো এপিডেমিও লজিক্যাল উইংটা ক্লিনিকের পেছন দিকটাতে এজন্য রয়েছে যাতে মেটাল ডোরটার ভেতর দিয়ে মারাত্মক মেডিকেল বর্জ্যগুলো বিল্ডিংয়ের বাইরে নিয়ে যাওয়া যায়। দু'পাশের ছোটো স্টোরুমগুলোর দরজায় বসানো মার্কিং তাই নির্দেশ করে।

"ওই যে ল্যাবটা," বলল বর্ন, দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

ওর ঠিক পেছনে থাকা অ্যানাকা সামনের দেয়ালে লাগানো ফায়ার অ্যালার্ম বক্সটা দেখতে পেল, স্তেপান যে জায়গার কথা বলেছিল ঠিক সেখানেই আছে ওটা। অ্যালার্মটার কাছে আসার পর ওটার গ্লাসটা তুলল সে। বর্ন এদিকে সিডোর ল্যাবের

BanglaBook.org

দরজায় নক করতে শুরু করে দিয়েছে। কোনো জবাব না পেয়ে দরজাটা খুলল ও। যেনোনা ও ল্যাবের ভেতর পা দিলো, অ্যালার্মের হ্যান্ডলটা টেনে নামাল অ্যানাকা, বেজে উঠল অ্যালার্ম।

সাথে সাথে উইংটাতে ঢুকে পড়ল বেশ কয়েকজন। ক্লিনিকের সিকিউরিটি ফোর্সের তিন সদস্য আবির্ভূত হল; কোনো সন্দেহ নেই এরা অত্যন্ত দক্ষ। দিশেহারা হয়ে পড়েছে বর্ন, সিডোর খালি অফিসের চারদিকে তাকাল। অর্ধেক ভরা একটা কফির মগ চোখে পড়ল ওর। কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখতে পেল একটা স্ক্রিন সেভার। 'এস্কেপ' কি-টা চাপল, আর স্ক্রিনের উপরের দিকটা ভরে উঠল একটা জটিল রাসায়নিক সমীকরণে। নিচের দিকটায় দেখা গেল এমন বর্ণনা "প্রোডাক্টটা অত্যন্ত নাজুক হওয়ায় এ ৩২ ডিগ্ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখতে হবে। যে কোনো রকম তাপ একে সাথে সাথে নিষ্ক্রিয় করে তুলবে।" বাড়তে থাকা বিশৃঙ্খলার মধ্যেই প্রচণ্ডভাবে চিন্তা করছে বর্ন। সিডো এখন এখানে নেই বটে কিন্তু খানিক আগেই ছিল। সবকিছু দেখে বোঝা যাচ্ছে খুব তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছে সে।

এমন সময় অ্যানাকা ছুটে এসে ঢুকে বর্নকে ধরে টানতে লাগল। "জেসন, ক্লিনিকের সিকিউরিটি সবাইকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, সবার আইডি চেক করছে। এক্ষুণি এখান থেকে ভাগতে হবে আমাদের।" ডোরওয়ের দিকে ওকে নিয়ে গেল সে। "গ্রেছনের এক্সিটটার কাছে যেতে পারলে ওদিক দিয়ে পালাতে পারবো।"

বাইরে, ফাঁকা স্পেসটাতে গোলমাল চরমে উঠেছে। অ্যালার্মের কারণে ছাদ থেকে পানির স্প্রে শুরু হয়েছে। ল্যাবটাতে অনেক দাহ্য জিনিস, যেমন অক্সিজেনের ট্যাঙ্ক থাকায় বোঝা যাচ্ছে স্টাফরা কেন এত আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। যারা উপস্থিত আছে তাদেরকে এখানেই স্থির রাখার চেষ্টা করছে সিকিউরিটিরা সেই সাথে শান্ত করছে উপস্থিত কর্মচারীদেরকে।

বর্ন আর অ্যানাকা ধাতব এক্সিট ডোরটার দিকে এগোচ্ছিল, এমন সময় বর্ন দেখতে পেল লোকজনের ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে ওদের দিকেই আসছে খান। অ্যানাকাকে ধরল বর্ন, তার আর এগিয়ে আসতে থাকা খানের মাঝে রাখল নিজেকে। খানের উদ্দেশ্যটা কি, ভাবল ও। সে কি ওদেরকে মারতে চায় না, স্রেফ আটকাতে চায়? ফেলিক্স শিফার আর জীবাণু অস্ত্রের ব্যাপারে বর্ন যা যা জেনেছে সেসব ওর পেট থেকে বের করতে চায় নাকি সে? কিন্তু না, খানের অভিব্যক্তিতে অন্য রকম একটা ভাব আছে, আক্রমণের সময় সে যেমন হিংস্রভাবে পদক্ষেপে নড়াচড়া করে সেটা অনুপস্থিত।

"আমার কথা শোনো!" খান বলল, চেষ্টা করছে যাতে হৈ-চৈ ছাপিয়ে তার কথা শোনা যায়। "বর্ন, শুনতেই হবে তোমাকে।"

কিন্তু অ্যানাকাকে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকা বর্ন ধাতব দরজাটার কাছে পৌঁছে গেছে, ওটাকে ধাক্কা দিয়ে খুলে বাইরের গলিটাতে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল তারা

BanglaBook.org

দু'জন। একটা হ্যাজম্যাট ট্রাক পার্ক করা রয়েছে এখানে। মেশিনগানওয়ালা ছ'জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটার সামনে। বর্ন সাথে সাথে টের পেল এটা একটা ফাঁদ। আপনা থেকেই নিজের অজান্তেই ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল ও ছুটে আসতে থাকা খানের দিকে।

চট করে ঘুরে শেষতক খানকে দেখতে পেলে অ্যানাকা, ফায়ার করার আদেশ দিলো দু'জন লোককে। কিন্তু বর্নের সাবধান বাণী শুনে লাফ দিয়ে সরে গেছে খান। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই ছুটে এল গুলির ঝাঁক, ক্লিনিকের যে সিকিউরিটি ডিটেলটা ছুটে এসেছিল তদন্ত করতে তাকে শুইয়ে দিলো। নরক ভেঙে পড়ল যেনো ক্লিনিকের ভেতরে, চেঁচাচ্ছে আর দৌড়াচ্ছে স্টাফেরা, সুইংগিং দরজা পেরিয়ে করিডোরের ওপর দিয়ে ছুটছে ফ্রন্ট এন্ট্রান্সের দিকে।

দু'জন লোক পেছন থেকে ধরে ফেলল বর্নকে। পাক খেয়ে ঘুরল ও, লোকগুলোর মুখোমুখি হল।

"খোঁজো ওকে," অ্যানাকার চিৎকার শুনল। "খানকে খুঁজে বের করে মেরে ফেল!"

"অ্যানাকা, কি–"

স্তম্ভিত বর্ন দেখল, যে দু'জন লোক গুলি ছুঁড়েছিল তারা ওকে পেরিয়ে দৌড়ে বুলেটে ঝাঁঝড়া শরীরগুলোকে লাফ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

অ্যাকশনে নেমে পড়ল বর্ন, ঘুষি মেরে বসিয়ে দিলো একজনকে। কিন্তু সে জায়গায় এসে পড়ল আরেকজন।

"সাবধান," লোকটাকে সতর্ক করল অ্যানাকা, "ওর কাছে একটা পিস্তল আছে।"

একজন লোক বর্নের হাত দুটো ওর পিঠের পেছনে নিয়ে এল। আরেকজন ওর শরীর হাতড়াতে লাগল অস্ত্রের খোঁজে। গা মুচড়ে নিজেকে মুক্ত করল ও, কোপ মারল হাত দিয়ে, যে লোকটা ওকে আটকাতে চেয়েছিল তার নাক ভেঙে দিলো। রক্তের ফোয়ারা ছুটিয়ে পেছন দিকে পড়ে গেল লোকটা, হাত দিয়ে চেপে ধরেছে নিজের ক্ষতিগ্রস্ত নাকটা।

"করছোটা কি তুমি?"

হাতে একটা মেশিন পিস্তল নিয়ে এগিয়ে এল অ্যানাকা, ওটার চওড়া বাঁটটা প্রচন্ড জোরে বসিয়ে দিলো বর্নের ফাটা পাঁজরে। সব বাতাস বেরিয়ে গেল ওর ভেতর থেকে, বেঁকে গেল ও, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। যেনো রাবারে পরিণত হয়েছে ওর হাঁটু দুটো। আর যে প্রচণ্ড যন্ত্রণাটা ওকে কাবু করে ফেলেছে সেটা এক মুহূর্তের জন্য একেবারেই অসহ্য মনে হল ওর কাছে। এরপরই ওকে আঁকড়ে ধরল ওরা। ওর মাথার পাশে ঘুঁষি মেরে বসল একজন। ওদের হাতের মাঝে আবার বেঁকে গেল বর্ন।

ক্লিনিক উইংটার ভেতরে জরিপ করতে যাওয়া লোক দু'জন ফিরে এসেছে। "ওর

BanglaBook.org

কোনো চিহ্ন নেই।" অ্যানাকা লোকটাকে আঙুল দিয়ে দেখাল। "ওকে ট্রাকে তোল। তাড়াতাড়ি।"

বর্নের দিকে ঘুরল সে। দেখতে পেল নাক ভাঙা লোকটা একটা পিস্তল চেপে ধরছে ওর মাথার পাশে। রাগে জ্বলছে লোকটার চোখ, ট্রিগারটা টানার জন্য আনচান করছে যেনো।

শান্ত কিন্তু কঠিন গলায় কথা বলে উঠল অ্যানাকা, "পিস্তল সরিয়ে রাখো। ওকে জ্যান্ত নিয়ে যাওয়া চাই।" লোকটার দিকে তাকাল সে, মুখের একটা পেশীও নাড়ছে না। "স্পালকোর অর্ডার তোমার জানা আছে।"

শেষতক পিস্তলটা সরিয়ে নিল লোকটা।

"ঠিক আছে," বলল অ্যানাকা। "ট্রাকে তোলো এবার।"

বর্ন তাকাল অ্যানাকার দিকে, তার বিশ্বাসঘাতকতায় বিষিয়ে গেছে ওর মন।

আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো অ্যানাকা, ওই হাতের একটা স্বচ্ছ তরল ভরা হাইপোথার্মিক সিরিঞ্জ দিলো এক লোক। দ্রুততা আর দক্ষতার সাথে বর্নের শিরায় হাইপোথার্মিকটা খালি করল সে। ধীরে ধীরে ফোকাস হারিয়ে ফেলল বর্নের চোখ।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

হাসান আরসেনভ জিনাকে দায়িত্ব দিয়েছে ক্যাডারদের শারীরিক দিকটা দেখার। বরাবরের মতই আরসেনভের আদেশ সিরিয়াসভাবে নিয়েছে জিনা, অবশ্য মনে মনে নৈরাশ্যের চাপা হাসি হাসতে ছাড়ে নি। সূর্যের চারদিকে ঘুরতে তাকা গ্রহের মতই নিবিড়ভাবে। আটকে গেছে সে স্পালকোর সাথে। নিজের পদ্ধতিতেই জিনা শারীরিক ও মানসিকভাবে সরে এসেছে হাসানের কক্ষপথ থেকে। বুদাপেস্টের সেই রাতটাতে শুরু হয়েছিল এটা অবশ্য, আসলে এর বীজ নিশ্চয়ই প্রোথিত হয়েছিল আরো অনেক আগে আর পূর্ণতা পেয়েছিল ক্রিটের তপ্ত সূর্যের নিচে। যে সময়টা দু'জনে একসাথে ছিল ওখানটায়, সেটা মনের ভেতরে লালন করে জিনা, ঠিক যেনো এটা তার ব্যক্তিগত কিংবদন্তী এবং শুধু নিজের সাথেই শেয়ার করে সেটা। দু'জনে যেনো হয়ে পড়েছিল–কী যেনো নাম দু'টো? থিসিউস আর অ্যারিয়াডনি। দানব মিনোটরের ভয়ংকর জীবন আর বিভৎস মৃত্যুর কথা তাকে বর্ণনা করেছিল শেখ। তারা দু'জন, জিনা আর শেষ একটা সত্যিকারের গোলকধাঁধায় ঢুকেছিল, বেরিয়ে এসেছিল বিজয়ীর বেশে, এইসব টাটকা স্মৃতির জ্বরে পড়ে সে ভুলে গেছে আসলে একটা পশ্চিমা মিথ নিয়ে মেতে উঠেছে সে, ভুলে গেছে স্তেপান স্পালকোর সাথে জড়ানোর মাধ্যমে নিজেকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে এনেছে, যে ইসলাম ওকে স্নেহের সাথে লালন করেছে। দ্বিতীয় মায়ের মত করে বড় করে তুলেছে। ভ্রাতা হিসেবে সাহায্য করেছে, রাশিয়ানদের নির্যাতনের অন্ধকার দিনগুলোতে একমাত্র সান্ত্বনা হয়ে থেকেছে। তার একবারও মনে আসে নি একটাকে পেতে গেলে অন্যটাকে ছাড়তে হবে তাকে। আর যদি মনে এসেও থাকে, তাহলেও স্পালকোকেই চাইত সে।

জিনার জ্ঞান আর অধ্যবসায়ের কারণেই, গোধূলিলগ্নে কেফলাভিক এয়াপোর্টে নামা ক্যাডারদেরকে দেখা গেল ক্লিন শেভড অবস্থায়, চুল কাটা হয়েছে ইউরোপিয়ান স্টাইলে, পরেছে গাঢ় রঙের পশ্চিমা বিজনেস সুট, যার ফলে ওদের চেহারা এতই পাল্টে গেছে যে আসল পরিচয়টা জানাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। মহিলা ক্যাডাররা চিরায়ত হিজাবটা পরে নি। তাদের উন্মুক্ত মুখে ইউরোপিয়ান স্টাইলে মেকআপ করানো হয়েছে। গায়ে দিয়েছে পার্সিয়ান ফ্যাশনের জামা। কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই ইমিগ্রেশন পেরিয়ে গেল ওরা, কাজে লাগাল ভুয়া পরিচয় আর স্পালকোর দেয়া জাল ফ্রেঞ্চ পাসপোর্ট।

এখন, আরসেনভের আদেশ মোতাবেক শুধুমাত্র আইসল্যান্ডিকে কথা বলছে ওরা, এমনকি আশেপাশে কেউ না থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার করছে ওই ভাষা। টার্মিনালে এক রেন্টাল কোম্পানির কাউন্টার থেকে একটা গাড়ি আর তিনটে ভ্যান ভাড়া করল আরসেনভ ক্যাডারদের জন্য, যাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ আর চারজন মহিলা। যখন

BanglaBook.org

জিনা আর আরসেনভ গাড়িতে করে রিকিয়াভিকে গেল তখন ক্যাডাররা ভ্যানগুলোতে চড়ে মহানগরীর দক্ষিন দিকে হাফনার্ফজোদুর শহরে পৌছাল। এ শহরটা আইসল্যান্ডের প্রাচীনতম বাণিজ্যিক বন্দর। এখানকার পোতাশ্রয়ের কাছেই সমুদ্র তীরের টিলার ওপর একটা ক্ল্যাপবোর্ডের তৈরি বাড়ি ভাড়া করেছে স্পালকো। ছোটো অদ্ভুত কিন্তু রঙ্গিন ক্ল্যাপবোর্ডের বাড়ি দিয়ে ভরা গ্রামটাকে ঘিরে রেখেছে তিন পাশের ভূমির লাভার স্রোত, এর ধোঁয়াশা ভাবটা দেখলে সময়ের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার অনুভূতি হয়। পোতাশ্রয়ের পাশে সার বেঁধে পড়ে থাকা উজ্জ্বল রঙে রাঙানো মাছ ধরার নৌকোগুলোকে দেখে সহজেই কল্পনা করে নেয়া সম্ভব ওগুলো বর্মে মোড়ানো ভাইকিংদের নৌকো, পরবর্তী রক্তাক্ত অভিযানের জন্য প্রস্তুত করছে নিজেদেরকে।

গাড়ি নিয়ে রিকিয়াভিকের মাঝ দিয়ে চষে বেড়াচ্ছে আরসেনভ আর জিনা, যে রাস্তাগুলোকে এতদিন শুধু ম্যাপে দেখেছিল সেগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে নিচ্ছে, ট্রাফিক আর ট্রাভেল প্যাটার্ন বুঝতে চাইছে। শহরটা ছবির মতো, এমনভাবে একটা উপদ্বীপের ওপরে বানানো হয়েছে যাতে প্রায় যে কোনো জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তুষার ধবল পর্বতগুলো কিংবা উজ্জ্বল কালচে নীল উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরটা দেখা যায়। এই দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছিল আমেরিকান আর ইউরেশিয়ান ভূখণ্ড দু' দিকে সরে যাওয়ার পর টেকটোনিক প্লেটগুলোর নড়াচড়ার ফলে। দ্বীপটার বয়স বেশি না হওয়ায় আশপাশের মহাদেশগুলো থেকে এর ভূত্বক অপেক্ষাকৃত পাতলা, আর তার ফলেই ভূগর্ভের তাপ ব্যবহার করে আইসল্যান্ডের বাড়িগুলোকে গরম রাখা যায়। রিকিয়াভিক এনার্জির গরম পানির পাইপ লাইন সারা শহর জুড়ে বিছিয়ে আছে।

সিটি সেন্টার-এ আধুনিক আর কিছুটা কিম্ভুত ঘরানার হল গৃমস্কির্কজা চার্চের পাশ দিয়ে গেল ওরা, চার্চটার চেহারা সায়েন্স ফিকশন রকেটশিপের মত। এই লোরাইজ শহরে এককালে এটাই সবচেয়ে উঁচু দালান ছিল। হেলথ সার্ভিসের বিল্ডিংটা দেখার পরে সেখান থেকে ড্রাইভ করে ওস্কজুলিড হোটেলের দিকে যেতে লাগল ওরা।

"তুমি কি নিশ্চিত, ওরা এই রুটটাই ব্যবহার করবে?" জিনা বলল।

"অবশ্যই," মাথা নাড়লো আরসেনভ, "এটাই সবচেয়ে ছোটো রাস্তা, আর ওরা তো সবচেয়ে কম সময়েই হোটেলে পৌছতে চাইবে।"

হোটেলের চৌহদ্দিতে আমেরিকান, রাশিয়ান আর আরব সিকিউরিটি গিজগিজ করছে।

"একদম দূর্গ বানিয়ে ফেলেছে ওটাকে," জিনা বলল।

"শেখের ফোটোতে যেমন দেখেছিলাম তেমনই," মৃদু হাসির সাথে বলল আরসেনভ। "যত লোককেই ওরা বসাক না কেন তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না।"

গাড়ি পার্ক করে এক দোকান থেকে অন্য দোকানে ঘুরতে লাগল ওরা, নানান

BanglaBook.org

জিনিস কিনছে। অবশ্য ভাড়া করা গাড়ির ধাতব আবরণের ভেতর থাকতে পারলেই খুশি হত আরসেনভ। ভিড়ের ভেতরে ঘোরার সময় নিজের চেহারার ভিনদেশী ভাবটার কথা ভুলতে পারছে না সে। এই হালকা-পাতলা, ফর্সা চামড়াওয়ালা নীল চোখের মানুষগুলো কতটা আলাদা! কালো চুল আর চোখ, বড়সড় কাঠামো আর ময়লা চামড়ার কারণে, একদল ক্রো-ম্যাগননের মাঝে থাকা একটা নিয়ানডার্থালের মতই নিজেকে হতশ্রী মনে হল আরসেনভের। জিনার তেমন সমস্যা নেই, আবিষ্কার করল সে। ভয়ংকর রকম আগ্রহের সাথে নতুন জায়গা, নতুন মানুষজন আর নতুন আইডিয়াকে গ্রহণ করে জিনা। তাকে নিয়ে চিন্তিত আরসেনভ, তাদের সন্তানের ওপর জিনার যে প্রভাব হবে তা নিয়ে চিন্তিত।

ইউরোসেন্টার বায়ো-১ ক্লিনিকের পিছনের অপারেশনটা শেষ হবার বিশ মিনিট পরেও খান ভেবে পাচ্ছে না কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করার তাগিদ এর চেয়ে জোরালোভাবে এর আগে অনুভব করেছে কিনা। লোকসঙ্গ ত্যাগ করে অস্ত্রের জোরের দিক থেকে ও পিছিয়ে থাকলেও ওর মনে যুক্তিবাদী দিকটা যেটা সাধারনত ওর সব অ্যাকশনকে নিয়ন্ত্রণ করে–স্পালকোর যে লোকগুলো এসেছিল ওকে আর জেসন বর্নকে ধরতে তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা অ্যাটাক করা বোকামির দিকটা বুঝলেও ওর মনের আরেকটা দিক অ্যাকশন নিতেই বদ্ধপরিকর। অদ্ভুত ব্যাপার হল বর্নের ওয়ানিং শুনেই ও দৌড়ে বেড়িয়ে এসে স্পালকো লোকদের সাথে মুখোমুখি লড়াই করার জন্য। অনুভুতিটা উঠে এসেছিল খানের গভীর থেকে আর সেটা এতই শক্তিশালী ছিল যে নিজের সব বিবেচনা শক্তি খাটিয়ে ওটাকে প্রশমন করতে হয়েছে ওকে লুকোতে হয়েছে ওকে খোঁজার জন্য পাঠানো অ্যানাকার লোকদের কাছে থেকে ওই দুজনকে শেষ করে দিতে পারতো। কিন্তু তাতে কি লাভ হত? স্রেফ আরো লোক পাঠাতো অ্যানাকা।

পুলিশ আর খুব সম্ভবত ইন্টারপোলের লোকজন গিজগিজ করতে থাকা ক্লিনিকটা থেকে প্রায় এক মাইল দূরের ক্যাফে গ্রেন্ডেল-এ বসে আছে খান। তখনকার অনুভুতিটা যেনো এখনো ছেড়ে যায় নি ওকে। ডবল এসপ্রেসোতে চুমুক দিতে দিতে সেটাই ভাবছিল। চোখের সামনে যেনো আবার দেখতে পাচ্ছে বর্নের চেহারার উদ্বেগের ভাবটা যখন ও ফাঁদটাকে পা দিতে যাচ্ছিল। নিজের নিরাপত্তা দেখার চাইছে খানকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতেই যেনো বেশি ব্যস্ত ছিল বর্ন। কিন্তু তা তো অসম্ভব, তাই না?

সদ্য ঘটা কোনো ঘটনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে ভাল লাগে না খানের। কিন্তু সেটা করা থেকে নিজেকে থামাতেও পারছে না। যখন বর্ন আর অ্যানাকা এক্সিটের দিকে যাচ্ছিল তখন অ্যানাকার ব্যাপারে ওকে সাবধান করতে চেয়েছিল খান। কিন্তু অনেক

BanglaBook.org

দেরি হয়ে গিয়েছিল কি কারণে তেমনটা করেছিল ও। অবশ্যই ওর প্লানের মাঝে ছিল ঘটনার আকস্মিকতায় নিয়ে ফেলা সিদ্ধান্ত। কিন্তু সত্যিই কি তাই? অস্বস্তির সাথে পরিস্কারভাবে মনে করতে পারল সেই মুহূর্তটা যখন বর্নের পাঁজরের অবস্থা দেখাতে পেয়েছিল। অনুতাপ টের পেয়েছিল নাকি খান? অসম্ভব।

এটা স্রেফ পাগলামি। কিন্তু সেই সময়ের চিন্তাটা ছেড়ে যাচ্ছে না। ওকে যখন ম্যাককোলের পিঠের পেছনে নিরাপদে থাকার চাইতে লাইনটা ছেড়ে দিয়েছিল বর্ন অ্যানাকাকে বাঁচানোর জন্য, ওই মুহূর্তটার আগপর্যন্ত কলেজ প্রফেসর ডেভিড ওয়েবের সাথে খান মেলানোর চেষ্টা করছিল তার নিজের লাইনের লোক, আর্ন্তজাতিক গুপ্তঘাতক জেসন বর্নকে। কিন্তু ওর মনে হয় না এ দুনিয়ায় এমন কোনো গুপ্তঘাতক আছে যে অ্যানাকাকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে বিপদের মুখে ফেলে দেবে।

তাহলে জেসন বর্ন আসলে কে?

নিজের ওপর রেগে গিয়ে মাথা নাড়ল খান। এই প্রশ্নটা অন্তত এই মুহূর্তের জন্য হলেও সরিয়ে রাখতে হবে ওকে। তবে ও বুঝতে পেরেছে প্যারিসে থাকার সময় স্পালকো ওকে কেন কল করেছিল। আসলে খানকে একটা পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল আর স্পালকো হিসাবমতে তাতে ফেল করেছে ও। এখন ওকে এক সম্ভাব্য হুমকী হিসেবে দেখছে সে। যেমনভাবে বর্নকেও দেখেছে হুমকি রূপে। স্পালকো নিজেও খানের শত্রু হয়ে পড়েছে। সারা জীবন ধরে শত্রুদের সাথে শুধু একভাবেই বোঝাপড়া করে এসেছে খান–দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এখনকার বিপদ সম্পর্কে খুবই সচেতন সে। এটাকে নিয়েছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে। খানকে হারানোর ব্যাপারে নিশ্চিত স্পালকো। এই অন্ধবিশ্বাস যে তার মরণটাকেই ত্বরান্বিত করবে সেটা কি আর সে জানে?

নিজের ছোটো কাপটা শেষ করল খান সেলফোনটা বের করে এটা নাম্বার টিপল।

"তোমাকে এক্ষুণি কল দিতাম কিন্তু বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি," ইথান হার্ন বলল, "এদিকে তো কিছু একটা হচ্ছে।"

হাতঘড়ির দিকে তাকাল খান। এখনো পাঁচটা বাজে নি। "কি হচ্ছে?"

"প্রায় দুই মিনিট আগে দেখলাম একটা হ্যাজম্যাট ট্রাক এদিকেই আসছে। সময়মত বেজমেন্টে নেমে দেখতে পেলাম দু'জন লোক আর এক মহিলা মিলে আরেক লোককে স্ট্রেচারে করে নামাচ্ছে।"

"মহিলাটা নিশ্চয়ই অ্যানাকা ডেভাস," খান বলল।

"চেহারাটা তো জোশ।"

"আমার কথা শোনো ইথান," জোর দিয়ে বলল খান। "অ্যানকার ব্যাপারে সাবধান। অন্যদের মতই বিপজ্জনক সে।"

"খুব খারাপ," অন্যমনস্কভাবে বলল হার্ন।

BanglaBook.org

"কেউ দেখে নি তো তোমাকে?" অ্যানাকা ভেডাসের প্রসঙ্গটা থেকে তাকে সরাতে চাইছে খান।

"না," হার্ন বলল। "সে বিষয়ে বেশ সতর্ক ছিলাম।"

"ভাল," একমুহূর্ত ভাবল খান। "লোকটাকে কোথায় নিয়ে গেছে সেটা বের করতে পারো কিনা দেখো তো? মানে একদম আসল লোকেশন?"

"ইতিমধ্যেই জেনে গেছি। যখন ওরা লোকটাকে নিয়ে ওপরে উঠছিল তখন এলিভেটরের দিকে নজর রেখেছিলাম। চতুর্থ ফ্লোরের কোথাও হবে। ওটা স্পালকোর ব্যক্তিগত লেভেল। একটা ম্যাগনেটিক চাবি ব্যবহার করে ওখানে ঢোকে সে।"

"চাবিটা হাত করতে পারবে না?" প্রশ্ন করল খান।

"অসম্ভব। ওটাকে সবসময় নিজের কাছে রাখে সে।"

"অন্য কোনো পথ খুঁজতে হবে," খান বলল।

"আমার কিন্তু মনে হয় ম্যাগনেটিক চাবিগুলো একদম নিরাপদ।"

ছোট্টো করে হাসল খান। "কথাটা কেবল কোনো বোকাই বিশ্বাস করবে। ইথান, যে কোনো বন্ধ ঘরে ঢোকার পথ যেমন থাকে বের হবার পথও থাকে।"

উঠে দাঁড়াল খান, টেবিলটার ওপর কিছু টাকা ছুঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এল ক্যাফে থেকে। কোনো জায়গায় বেশিক্ষণ ধরে থাকতে চায় না সে এ সময়। "এ কথা বলার কারণ হিউম্যানিস্টাস ঢুকতে চাই আমি।"

"নানা রকম বিপদ–"

"স্পালকো আমার জন্য অপেক্ষা করছে বলেই আমার ধারণা।" রাস্তা পার হল খান, কেউ ওর ওপর নজর রাখছে কিনা সে বিষয়ে সচেতন।

"সেটা আলাদা ব্যাপার," হার্ন বলল, এক মুহূর্ত চুপ রইল সে সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করার সময়। "দাঁড়াও দাঁড়াও, এক মিনিট। আমার পিডিএ দেখতে দাও। কিছু একটা পেয়েছি মনে হয়।"

"ওকে, লাইনে ফিরছি," ছোটো একটা হাসি হাসল হার্ন। "আসলেই কিছু পেয়েছি, আমার মনে হয় সেটা তোমার পছন্দ হবে।"

অন্যরা এসে পৌছানোর নব্বই মিনিট পরে বাড়িটাতে এসে পৌছালো আরসেনভ আর জিনা। ততক্ষণে জিন্স আর ওয়ার্কশার্ট পরে নিয়েছে ক্যাডাররা, বিরাট গ্যারেজটাতে ঢুকিয়েছে ভ্যানগুলো। মহিলারা যখন আরসেনভ আর জিনার আনা খাবারের ব্যাগগুলোর দায়িত্ব নিল তখন পুরুষেরা হ্যান্ড উইপনের বাক্স খুলল, স্প্রে পেইন্টারগুলোও ঠিকঠাক করে নিল।

স্পালকোর দেয়া ছবিগুলো বের করল আরসেনভ। স্প্রে-পেইন্টিংয়ের মাধ্যমে সরকারী যানের মত রং দেয়া হল একটা ভ্যানের গায়ে। এই ভ্যানটা শুকোনোর সময়

BanglaBook.org

এবার দ্বিতীয় যানটার পালা। একটা স্টেনসিল ব্যবহার করে হাফনার্ফজোর্দুর ফাইন ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস লেখাটা নিয়ে নিল ওরা ভ্যানটার দু' দিকেই।

এরপর বাড়িটাতে ঢুকল ওরা, মহিলাগুলোর রান্না করা খাবারের সুবাসে ভরে উঠেছে বাতাস। খেতে বসার আগে প্রার্থনা শুরু করল ওরা। জিনার ভেতর দিয়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মত ছুটছে উত্তেজনা। দোয়াগুলো স্রেফ আওড়ে গেল সে। বাস্তবে নেই যেনো আর, স্রেফ একদিন পরেই যে মহাবিজয় সম্পন্ন হবে তাতে ওর নিজের আর শেখের অবদান নিয়ে ভাবছে।

ডিনারের সময় ওদের কথাবার্তায় শোনা গেল সজীবতার ভাব, টেনশন আর প্রতীক্ষা দু'য়ে মিলে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে ওদেরকে। আরসেনভ সাধারণত এমন হালকা আচরণ দেখলে ভুরু কুঁচকে ফেলে কিন্তু আজকে সবার নার্ভ থেকে চাপ সরানোর জন্য ওদের আচরণে বাধা দিলো না। অবশ্য সেটা শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ধোয়ামোছার কাজ সারার জন্য মহিলাদেরকে ভেতরে রেখে পুরুষদেরকে নিয়ে আবার গ্যারেজের দিকে গেল আরসেনভ। প্রথম ভ্যানটার সামনের দিকে আর দু'পাশে অফিশিয়াল স্টিকার আর মার্কিং লাগিয়ে নিল। সেটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তৃতীয় ভ্যানটাকে গ্যারেজের ভেতরে নিয়ে আসা হল, রিকিয়াভিক এনার্জি রঙে স্প্রে পেইন্ট করা হল।

কাজ শেষ করে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে সবাই, তবুও প্ল্যানের অংশগুলো সবাইকে আবার মনে করিয়ে দিলো আরসেনভ। আইসল্যান্ডিক ভাষায় কথা বলতে বলল সবাইকে। ওদের মাঝে কোনো মানসিক জড়তা আছে কিনা সেটা দেখতে চায়। অবশ্য তাদের কোনো জড়তা নেই বলেই বিশ্বাস তার, নয় সহযোদ্ধার সবাই আরসেনভের কাছে নিজেকে প্রমাণিত করেছে বহু আগে। শারীরিকভাবে শক্তিশালী তারা, মানসিকভাবে দৃঢ়। আর তার চেয়েও বড় কথা। একেবারেই অনুতাপ কিংবা অনুশোচনাবিহীন। যা হোক, এত বড় কিংবা সারা বিশ্বে এমন আলোড়ন ফেলতে পারার মত অপারেশন করার অভিজ্ঞতা কারোরই নেই। এনএক্স২০-টা না থাকলে ওদের তূণে কোনো তীরই থাকতো না। তাই, ওরা যখন নিজেদের শক্তি আর সামর্থ জমা করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে সবকিছু নির্ভুলভাবে সারতে থাকবে তখন সেটা আরসেনভের কাছে একটা চরম উপভোগ্য দৃশ্যই হবে বটে।

সবাইকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিল সে আলোচনা শেষে। তারপর ওরা যেনো তার রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় এমন ভালোবাসা আর স্নেহ ভরা গলায় বলল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্," কোরাস করে একসাথে বলে উঠল ওরাও, ওদের চোখ এমনভাবে ভালোবাসায় জ্বলছে যে চোখে প্রায় পানি এসে গেল আরসেনভের। একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা বুঝতে পারলো, যে কাজটা ওদের জন্য অপেক্ষা করছে তার বিশালত্বের উপলব্ধিটা যেনো এসে গেছে ওদের মাঝে এ মুহূর্তে। আরসেনভ যেনো ওদেরকে দেখতে পেল নিজের পরিবার হিসেবে, যারা একত্রিত হয়েছে এক

BanglaBook.org

অদ্ভুত এবং নিষিদ্ধ দেশে, দাঁড়িয়ে আছে তাদের জনগণের জন্য সবচেয়ে গৌরবের মুহূর্তের দোরগোড়ায়। ভবিষ্যতের বিষয়ে তার অনুভূতি এত উজ্জ্বলভাবে কখনো ঝলসে ওঠে নি এর আগে, কাঙ্খিত লক্ষ্যের ব্যাপারে কখনো এত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় নি। অন্যদের উপস্থিতির জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করল আরসেনভ।

জিনা ওপর তলায় উঠতে যাবার আগে তার বাহুতে একটা হাত রাখল সে। কিন্তু অন্যরা উঠতে থাকার সময় তাদের দিকে তাকিয়ে জিনা বলল, "পারঅক্সাইডের ব্যাপারে ওদেরকে সাহায্য করতে হবে আমাকে।" তাকে যেতে দিলো সে। "আল্লাহ তোমাকে শান্তিময় নিদ্রা দিন," নরম গলায় বলল জিনা, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে সে।

পরে, বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখা গেল আরসেনভকে, ঘুমাতে পারছে না স্বভাবতই। অন্য সরু বিছানাটাতে শুয়ে কাঠ কাটার করাতের মত শব্দ তুলে ঘুমাচ্ছে আখমেদ। হালকা বাতাসে ঝাপটা দিলো খোলা জানালার পর্দা দুটো; কম বয়সে ঠাণ্ডার মাঝেই বেড়ে উঠেছে আরসেনভ, এখন সেটাকে পছন্দই করে সে। ছাদের দিকে তাকিয়ে ভাবছে সে নিজের গুরু বন্ধু খালিক মুরাতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ব্যাপারটা যে প্রয়োজনীয় ছিল তা ঠিক বটে কিন্তু তবুও তার ব্যক্তিগত আত্মশ্লাঘা কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। আর পায়ের ক্ষতটা তো আছেই, সেটা যত দ্রুতই সেরে উঠুক না কেন ঠিকই খচখচ করছে একটা তাড়নার মত। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, খালিদ মুরাতকে সরিয়ে দিয়েছে হাসান আরসেনভ আর এ ঘটনাকে পরিবর্তন করতে পারবে না সে কোনোভাবেই।

উঠে দাঁড়াল সে, হলওয়েতে হেটে গিয়ে নিঃশব্দে নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। বরাবরের মতই পুরো জামাকাপড় পরে শুয়েছিল। বাইরের ঠাণ্ড রাতের বাতাসে বেরিয়ে এল সে, একটা সিগারেট বের করে ধরাল। তারা ভরা রাতের আকাশে দিগন্তের কাছে ভাসছে দাগ-পড়া চাঁদটা। আশেপাশে কোনো গাছপালা নেই, কোনো কীট-পতঙ্গের শব্দ শোনা গেল না।

হেটে বাড়ি থেকে আরো দূরে চলে আসতে আসতে আরসেনভের গিজ গিজ করতে থাকা মন পরিস্কার হতে শুরু করল। হয়তো সিগারেটটা শেষ হলে কয়েকটা ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারবে সে তিনটা ত্রিশে স্পালকোর বোটের সাথে মিলিত হবার আগে।

সিগারেটটা প্রায় শেষ করে আনার পর ঘুরতে যাচ্ছিল, এমন সময় শুনতে পেল নিচু গলার ফিসফিসানি। চমকে গিয়ে পিস্তল বের করে চারদিকে তাকালো আরসেনভ। রাতের বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে থাকা কণ্ঠস্বর দুটো আসছে এই পাহাড়টার চূড়া থেকে দৈত্যের শিংয়ের মত হয়ে বেরিয়ে থাকা দুটো বিরাট বোল্ডারের পেছন থেকে।

BanglaBook.org

সিগারেটটা মাটিতে ফেলে ওটার জ্বলন্ত গোড়াটা পা দিয়ে পিষে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবার পর পাথুরে কাঠামোটার দিকে এগোল সে, শব্দ না করতে চাওয়া সত্ত্বেও। যে শত্রুই তাদের ওপর গুপ্তচর গিরি করতে আসুক না কেন তার বুকের ওপর অস্ত্র খালি করতে সে বদ্ধপরিকর।

কিন্তু পাথরটার বাঁকা পাশটা দিয়ে উঁকি দিয়ে কোনো গুপ্তচরকে দেখতে পেল না, বরং দেখতে পেল জিনাকে। বিশালদেহী কারো সাথে নিচু সুরে কথা বলছে সে। কিন্তু এই অবস্থান থেকে আরসেনভ বুঝতে পারল না সেটা কে। নিঃশব্দে নড়ে উঠলো, আরো কাছে চলে এল সে। তারা কি বলছে সেটা শোনা গেল না। কিন্তু লোকটার বাহুতে জিনার হাত দেখার পর আরসেনভ বুঝতে পারল। যে সুরে জিনা কথা বলছে সেটা সাধারণত সে ব্যবহার করে আরসেনভকে উত্তেজিত করতে।

কপালের দু'পাশে হাত চেপে ধরল সে, মাথাটা যেনো হঠাৎ ঘুরে না ওঠে সেটা রুখল যেনো। জিনার হাতের আঙুলগুলো মাকড়শার পায়ের মত কিলবিলিয়ে লোকটার হাত বেয়ে উঠছে দেখে চেঁচিয়ে উঠতে চাইল সে, জিনার আঙুলগুলো আঁচড়াচ্ছে লোকটার...

কাকে উত্তেজিত করতে চাইছে জিনা? ঈর্ষার চাপে নড়ে উঠল আরসেনভ। ওদের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও আরো কাছে চলে গেল সে। চাঁদের আলোর মধ্যে চলে এল যতক্ষণ না মাগোমেতের মুখটা দেখা যায়।

রাগে অন্ধ হয়ে গেল আরসেনভ; সারা গা কাঁপছে তার। এমন সময়ই নিজের গুরুর কথা মনে পড়ল তার। এই পরিস্থিতিতে খালিদ মুরাত কি করত? নিজেকে প্রশ্ন করল সে। সন্দেহ নেই, ওই দু'জনের সামনে যেত মুরাত, ওরা কি করছিল তা দু'জনের কাছ থেকে আলাদাভাবে শুনত, তাপর সে অনুসারে বিচার করত।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, জিনাদের দিকে এগিয়ে যেতে বাড়িয়ে দিলো নিজের ডান হাতটা। মাগোমেতের মুখটা আরসেনভের দিকেই ফেরানো ছিল, তাকে দেখতে পেয়ে পিছিয়ে গেল সে, সরে গেল জিনার আলিঙ্গন থেকে। মুখটা হা হয়ে গেছে বটে কিন্তু ভয় আর বিস্ময়ের ধাক্কায় কিছুই বেরিয়ে এল না সেই মুখ থেকে।

"কি হল, মাগোমেত?" ঘুরে বলল জিনা, দেখতে পেল আরসেনভ এগিয়ে আসছে।

"হাসান, না," বলে উঠল সে ঠিক যে মুহূর্তে আরসেনভ ট্রিগার টানল।

মাগোমেতের খোলা মুখের ভেতরে ঢুকে তার মাথার পেছনটা উড়িয়ে দিলো বুলেট। রক্ত আর মগজের ফোয়ারা ছুটিয়ে পেছন দিকে ছিটকে পড়ল সে।

জিনার দিকে পিস্তলটা ঘোরাল আরসেনভ। হ্যা, ভাবল সে, এই পরিস্থিতিটা খালিদ মুরাত অন্যভাবে সামলাত বটে কিন্তু খালিদ মুরাত মরে গেছে, মুরাতের উত্তরাধিকারী হাসান আরসেনভ এখন ক্ষমতায়, আর এই কারণেই ক্ষমতায় আছে–এ এক ভিন্ন পৃথিবী। "এবার তুই," বলল সে।

BanglaBook.org

তার কালো চোখের দিকে তাকিয়ে জিনা বুঝল সে কি চায়। চায় জিনা হাঁটু গেড়ে বসে প্রাণ ভিক্ষা চাক। তার কোনো অজুহাতের পরোয়া সে করবে বলে মনে হয় না। কোনো যুক্তিই এখন বুঝতে চাইবে না সে; আর সে কারণেই, জিনা যদি কোনো ভান-ভনিতা করে তাহলে চালাকিটা ধরা পড়বে না। জিনা এটাও বুঝতে পারছে আরসেনভ এখন যা চাইছে সেটা করতে গেলে ফাঁদে পা দেয়া হয়ে যাবে, এমন ফাঁদ যেটাতে একবার পা দিলে বেরোনো অসম্ভব। এখন আসনেভকে থামানোর শুধু একটাই উপায় আছে।

জ্বলে উঠল জিনার চোখ। "থামো।" আদেশ দিলো সে। হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে পিস্তলের ব্যারেলটা ওপর দিকে তুলে ধরল যাতে ওটা আর তার মাথার দিকে তাক্ করা না থাক। ঝুঁকি নিয়েই মরা মাগোমেতের দিকে তাকিয়ে নিল একবার। আজকের এই ভুল জীবনে আর কক্ষনো করবে না সে।

"মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার?" বলল জিনা। "আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের এত কাছে চলে আসার পর পাগল হয়ে গেলে তুমি?"

রিকিয়াভিকে আসার কারণটা উল্লেখ করেছে সে, বুদ্ধি করে মনে করিয়ে দিয়েছে আরসেনভকে। জিনার প্রতি আকর্ষণের কারণে এক মুহূর্তের জন্য নিজেদের আসল উদ্দেশ্যটা ভুলে গিয়েছিল সে। স্রেফ জিনার গলার সুর আর মাগোমেতের হাতের ওপর তার হাতের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল সে।

রুক্ষভাবে সরিয়ে নিল আরসেনভ পিস্তলটা।

"এবার কি করব আমরা?" বলল জিনা। "মাগোমেতের দায়িত্বগুলো নেবে কে?"

"তোমার কারণে হয়েছে এসব," ঘেন্নার সাথে বলল আরসেনভ। "কে দায়িত্ব নেবে সেটা তোমারই ভাল জানার কথা।"

"হাসান," জিনা জানে তাকে ছুঁতে চেষ্টা করল, কাছে যেতে চাওয়ার অর্থ হয় না এখন। "তুমিই আমাদের নেতা। সিদ্ধান্তটা নেবার দায়িত্ব তোমার, শুধুই তোমার।"

চারদিকে তাকাল আরসেনভ, যেনো জেগে উঠল ঘোর থেকে। "আমার মনে হয় প্রতিবেশীরা গুলির শব্দটাকে ট্রাকের ব্যাকফায়ারিংয়ের চাইতে বেশি কিছু ভাববে না।" জিনার দিকে চাইল। "ওর সাথে কি করছিল এখানে?"

"ও যে পথটা বেছে নিয়েছিল সেটা থেকে সরাতে চাইছিলাম," সাবধানে বলল জিনা। "প্লেনে ওর দাড়িটা যখন শেভ করে দিয়েছিলাম তার পর থেকে কেমন যেনো করছিল ও। কথা বলার প্রস্তাব দিয়েছিল আমাকে।"

নতুন করে জ্বলে উঠল আরসেনভের চোখ। "আর তুমি কি বলেছিলে?"

"তোমার কি মনে হয়, হাসান?" হাসানের গলার কড়াভাবের সাথে সুর মিলিয়ে বলে উঠল সে। "তুমি কি বলতে চাচ্ছ, আমাকে আর বিশ্বাস কর না?"

"ওর গায়ে তোমার হাত দেখেছি আমি, তোমার আঙুলগুলো..." আর বলতে পারল না সে।

BanglaBook.org

"হাসান, আমার দিকে তাকাও।" হাত বাড়াল সে। "প্লিজ, আমার দিকে তাকাও।"

ধীরে ধীরে কষ্ট করে ঘুরল আরসেনভ, আর আনন্দে নেচে উঠল জিনার বুক। হাসান এখনো তারই আছে। হিসেবে বিশাল গড়বড় করে ফেলার পরও হাসান তারই আছে।

একটা অদৃশ্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে জিনা বলল। "পরিস্থিতিটা সূক্ষ্মভাবে সামলানোর প্রয়োজন হয়েছিল। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সেটা। আমি যদি ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতাম, শীতল আচরণ করতাম, ওর সাথে রাগ দেখাতাম তাহলে হিতে বিপরীত হবার আশঙ্কা করেছিলাম। আশঙ্কা করেছিলাম, ও অখুশি হলে ওর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবো আমরা।" হাসানের চোখে চোখ রাখল। "আমরা এদেশে কেন এসেছি সেটা ভেবেই আমি ওসব করেছিলাম, হাসান। আমাদের মিশনটাই আমার প্রধান ফোকাস আর ওটা তোমারও ফোকাস হওয়া উচিত।"

অনেক্ষণ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল হাসান আরসেনভ, জিনার কথাগুলো হজম করছে। অনেক নিচে পাহাড়টার গোড়ার গায়ে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউগুলো শব্দটা অপার্থিব রকমের উচুঁ শোনাচ্ছে। তারপর হঠাৎই মাথা ওপর নিচ করল সে, হঠাৎ করে পরিস্থিতিটাও যেনো চলে গেল বহু দূরে। এটই অবশ্য আরসেনভের স্বভাব।

"মাগোমেতের লাশটার হাত থেকে রেহাই পাওয়াই বাকি রইল, কেমন।"

"লাশটা মুড়িয়ে নেব, গভীর সমুদ্রে বোটটার সাথে সাক্ষাতের জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যাব সেটা। বোটের ক্রুরা ওটা গভীর পানিতে ডুবিয়ে দিতে পারবে।"

হাসল আরসেনভ। "সত্যি জিনা, আমার জানা সবচেয়ে স্মার্ট মহিলা তুমি।"

বর্ন জেগে উঠল, আবিস্কার করল ডেন্টিস্টের চেয়ারের মত দেখতে একটা জিনিসের সাথে বেধে রাখা হয়েছে ওকে। কালো কংক্রিটের রুমটার চারপাশে তাকালো ও। সাদা টাইল্সের মেঝের মাঝখানের বড় ড্রেনটা দেখল, দেয়ালের সাথে লাগিয়ে রাখা পেঁচানো হোসপাইপটাও চোখে পড়ল। চেয়ারের পাশে রাখা চাকা লাগানো কার্টটাও খেয়াল করল, যেটার ওপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে স্টেইনলেস স্টিলের চকচকে হাতিয়ারগুলো। দেখেই বোঝা যায় মানবদেহকে ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্থ করার উদ্দেশ্যে গড়া হয়েছে ওগুলোকে। নিজের কব্জি আর গোড়ালী নাড়ানোর চেষ্টা করল বর্ন কিন্তু ও খেয়াল করল এই চওড়া চামড়ার স্ট্র্যাপগুলোতে যে বাকল্স ব্যবহার করা হয়েছে সেটা সাধারনত স্টেইটজ্যাকেটে ব্যবহার করা হয়।

"বেরোতে পারবে না," ওর পেছন থেকে সামনে চলে এসে অ্যানাকা বলল, "চেষ্ট করে কোনো লাভ নেই।"

BanglaBook.org

তার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল বর্ন যেনো তাকে চোখের ফোকাসে আনতে বেগ পেতে হচ্ছে। সাদা লেদার প্যান্ট আর কালো হাতাবিহীন ব্লাউজ পরে আছে অ্যানাকা, বুকের কাছ পর্যন্ত অনাবৃত ব্লাউজটা নিরীহ পিয়ানিস্ট আর পিতাভক্ত মেয়ে হিসেবে যখন অভিনয় করছিল তখন ঘুণাক্ষরেও এমন জামা পরতো না সে। ওর প্রতি অ্যানাকার ভূয়া সহানুভূতি দেখে গলে যাবার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলো। ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝা উচিত ছিল ওর। খুব বেশি ভালভাবে খুব বেশি পরিস্কারভাবে অ্যানাকা জানত মোলনারের বিল্ডিংটার খুঁটিনাটি। বর্নের অন্তর্দৃষ্টি কাজ করে নি, যাইহোক হতাশাটা একপাশে সরিয়ে রেখে বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতির ওপর মনোযোগ দিলো।

"দারুণ এক অভিনেত্রী তুমি, বোঝা গেল," বলল সে।

মৃদু একটা হাসি ধীরে ধীরে ফুটে উঠল অ্যানাকার ঠোঁটে। যখন ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক করল তার সাদা সমান দাঁতগুলো চোখে পড়ল বর্নের। "শুধু তোমার সাথেই অভিনয় করি নি, খানের সাথেও করেছি।" রুমের একমাত্র চেয়ারটা কাছে টেনে এনে বর্নের পাশে বসে পড়ল সে। "দেখ, ওকে ভালোভাবে চিনি আমি। হ্যা, সত্যিই চিনি, জেসন। তোমার ধারণার চাইতেও বেশি জানি আমি, তুমি যা যা জানো তার চেয়েও বেশি।" ছোট করে হেসে উঠল সে যেনো ঘণ্টা বাজার মৃদু শব্দ করল বর্নের চেহারার ভাবটা উপভোগ করতে করতে। "অনেকদিন ধরে খান জানত না তুমি বেঁচে আছো নাকি মরে গেছো। আসলে কয়েকবার চেষ্টাও করেছিল ও তোমাকে খুঁজে বের করার জন্য, কিন্তু সফল হয় নি–যতক্ষণ না স্তেপান সাহায্য করেছিল ওকে। তবে তুমি বেঁচে আছো কিনা সেটা জানার আগেও অলস মুহূর্তগুলো সে কাটাতো কিভাবে তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবে তা ভেবে ভেবে। মাথা নাড়ল এবার। "হ্যা জেসন, তোমার প্রতি ঘৃণায় ডুবে ছিল সে।" হাঁটুর ওপর কনুই দুটো রেখে সামনে ঝুঁকল অ্যানাকা। "কেমন লাগছে এ কথা শুনে?"

"তোমার পারফর্ম্যান্স দেখে আমি অভিভূত।" অ্যানাকার কথায় বর্নের মনের গভীর থেকে আবেগ উঠে এলেও সেগুলো বাইরে প্রকাশ করে টোপ গিলবে না বলেই ঠিক করেছে ও।

মাথা ঝাঁকালো অ্যানাকা। "আমি একজন গুণবতী মেয়ে।"

"মনে হয় নানাজনের প্রতি আনুগত্য দেখানোর গুণটাও ভালোই রপ্ত করেছ," বলল বর্ন। "আমরা যে একে অন্যের জীবন বাঁচালাম, সেটা কি তোমার কাছে কিছুই নয়?"

পিঠ সোজা করে বসল অ্যানাকা। বসার ভঙ্গিতে একটা ব্যবসায়ী সুলভ ভাব এসেছে এখন। "অন্তত ঐ সব ব্যাপারে একমত হতে পারি আমরা দু'জন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাঁচা মরাটাই একমাত্র আসল ব্যাপার।"

"তাহলে ছেড়ে দাও আমাকে," বর্ন বলল।

BanglaBook.org

"সত্যি তোমার আচার-আচরণ দেখে তাজ্জব হয়ে যাই, বর্ন," হাসল সে। "বাস্তব জীবনে এভাবে কিচ্ছু হয় না। স্রেফ একটা কারণেই তোমাকে বাঁচিয়েছিলাম আমি স্তেপান।"

মনোযোগের কারণে কুঁচকে গেল বর্নের ভুরু। "কিভাবে হতে দিলে এমনটা?"

"হতে দেবো না কেন, বল? স্তেপানের সাথে পুরনো সম্পর্ক আছে আমার। একসময় আমার মায়ের একমাত্র বন্ধু ছিল সে।"

অবাক হল বর্ন। "স্পালকো আর তোমার মা একে অপরকে চিনতো?"

মাথা ওপর নিচ করল অ্যানাকা। বর্ন যেহেতু এখন বাঁধা আছে, একদমই বিপজ্জনক নেই আর, তাই সব কথা বলতে বাঁধছে না অ্যানাকার। সঙ্গত কারণেই এ বিষয়ে সচেতন বর্ন।

"আমার মাকে বাবা তাড়িয়ে দেয়ার পর স্তেপানের সাথে দেখা হয় তার।"

"তাড়িয়ে দিয়ে কোথায় পাঠিয়েছিল?" চেষ্টা সত্ত্বেও কৌতূহলটা ঢাকতে পারল না বর্ন। মনে হয় সাপের বিষও টেনে বের করার ক্ষমা রাখে অ্যানাকা।

"একটা পাগলাগারদে," ছায়া ঘনালো অ্যানাকার চোখে, অকৃত্রিম আবেগের ছাপ ফুটে উঠেছে। "ওনাকে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছিল বাবা। ব্যাপারটা বাবার জন্য কঠিন ছিল না; মায়ের শরীর দুর্বল থাকায় বাবাকে বাধা দিতে পারে নি ওই সময়ে...বাবা তেমনটাই করেছিল।"

"তেমনটা করবেনই বা কেন? তোমার কথা বিশ্বাস করি না আমি," সোজাসাপ্টা গলায় বলল বর্ন।

"তুমি বিশ্বাস করো কি না করো তাতে আমার কিছু আসে যায় না।" সরীসৃপের মত বিশ্রী দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর হয়তো নিজের তাগিদেই কথা চালিয়ে গেল। "তার কাছে মা হয়ে উঠেছিলেন একটা ঝামেলা। স্ত্রীর চাহিদা মেটাতে অক্ষম ছিল সে; ও ব্যাপারে জঘন্য রকমের দুর্বল ছিল।" নগ্ন ঘৃণায় তার মুখটা যেনো বিশ্রী একটা মুখোশে পরিণত হয়েছে। বর্ন শেষতক বুঝল, নিজের অতীত সম্বন্ধে সত্য কথাই বলছে এখন অ্যানাকা। "বাবা কখনো বোঝে নি আমি সত্যটা টের পেয়ে গেছি। আমিও কখনো বুঝতে দেই নি কক্ষনো না।" মাথা ঝাঁকাল সে। "যাইহোক, ঐ পাগলাগারদেই এসেছিল স্তেপান। ওই সময় নিজের ভাইকে দেখতে আসতো সে...যে ভাই ওকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।"

বর্ন অ্যানাকার দিকে তাকাল, মুখ দিয়ে কথা সরছে না। সে যা বলছে তা সত্য না মিথ্যা সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওর। অবশ্য অ্যানাকার বিষয়ে একটা কথাই নিশ্চিতভাবে জানে, অন্তহীন এক যুদ্ধের মাঝে রয়েছে এখন সে। যে সুচতুর পদক্ষেপগুলা অ্যানাকা নিয়েছে, সে সবই যেনো একেকটা আক্রমণ, শত্রুর এলাকায় ছদ্মবেশে অনুপ্রবেশের মত। তার অপরূপ চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে বর্ন বুঝতে

BanglaBook.org

পারল, অ্যানাকা যেভাবে অন্যদেরকে কাছে টেনে পুতুলের মত নাচায়, তার মাঝে চরম অশুভ একটা ব্যাপার আছে।

সামনে ঝুঁকল অ্যানাকা, আঙুল দিয়ে ধরল বর্নের থুতনি। "স্তেপানকে তো দেখো নি, তাই না? ওর মুখ আর ঘাড়ের ডান দিকে এক্সটেনসিভ প্লাস্টিক সার্জারি করাতে হয়েছে। কিভাবে সেটা হয়েছে সে বিষয়ে মানুষকে ও নানা কথা বলে বেড়ায় কিন্তু সত্য কথাটা হল, ওর ভাই ওর গায়ে গ্যাসোলিন ঢেলে দিয়ে লাইটার জ্বেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।"

চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়া না দিখেয়ে পারল না বর্ন। "মাই গড। কেন?"

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যানাকা। "কি জানি। ওই ভাইটা ভয়ংকর রকম পাগল ছিল। স্তেপান সেটা জানতো, ওর বাবাও সেটা জানতো কিন্তু খুব দেরি হয়ে যাবার আগপর্যন্ত সেটা স্বীকার করে নি। এমনকি ঐ ঘটনা ঘটবার পরও নিজের পাগলা ছেলের পক্ষেই কথা বলেছিল সে, ঘটনাটাকে একটা মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট বলে চালাতে চাইছিল।"

"সেটা তো হতেও পারে," বলল বর্ন। "কিন্তু তুমি নিজের বাপের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রটা করেছিলে সেটাকে তো মাফ করে দেয়া যাচ্ছে না।"

হাসল অ্যানাকা। "কি করে এমন কথা বলতে পারলে তুমি, খানের সাথে মরণপণ লড়ার পরেও? দু'জন মানুষ যে একে অপরকে এমনভাবে মারার চেষ্টা করতে পারে বিশ্বাসই হয় না। বাপ্‌রে বাপ!"

"ও-ই তো আমাকে আক্রমণ করেছে, আমি স্রেফ নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছি।"

"কিন্তু ও তোমাকে ঘৃণা করে, জেসন। এত তীব্রভাবে যে এমনটা আমি আর আগে দেখি নি। কেন ঘৃণা করে, জানো? কারণ তুমি বাবা হয়েও ওকে ফেলে এসেছিলে, ঠিক যেভাবে আমার বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিল মাকে।"

"এমনভাবে বলছ যেনো খান সত্যিই আমার ছেলে," থুথু ফেলল বর্ন।

"ওহ্, হ্যা, তাহলে তুমি নিজেকে প্রবোধ দিয়েছ, ও তোমার ছেলে নয়। ভালো বুদ্ধি, তাই না? সেক্ষেত্রে তোমাকে আর ভাবতে হচ্ছে না কিভাবে তুমি ওকে জঙ্গলে ফেলে এসেছিলে।"

"আমি ফেলে আসি নি," বর্ন জানে এই আবেগময় প্রসঙ্গ অ্যানাকাকে টেনে আনা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারছে না ও। "আমাকে বলা হয়েছিল জোশুয়া মরে গেছে। ও যে বেঁচে থাকতে পারে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না আমার। সরকারী ডাটাবেসের ভেতরে আবিষ্কার করেছিলাম ও মরে নি।"

"যেখানে ব্যাপারটা হয়েছিল সে জায়গাটা একটু খুঁজেও দেখ নি, পরীক্ষা করে দেখ নি? না, সেটা আর করলে কই, কফিনগুলো একবার ভালো করে না দেখেই কবর দিয়ে দিলে ওগুলোকে। একবার দেখলেই তো বুঝতে তোমার ছেলের লাশ নেই। অথচ তুমি ওসব কিছু না করে ওই দেশ ছেড়ে ভাগলে। কাপুরুষ!"

BanglaBook.org

বাঁধনগুলো ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল বর্ন। "অনেক হয়েছে, আমার পরিবার নিয়ে বহু লেকচার দিয়েছিস তুই!"

"আসলেই, অনেক হয়েছে।" রিং মাস্টারের মত ঘড়ি ঘণ্টা ধরে সময়মত রুমটাতে হাজির হল স্তেপান স্পালকো। "পরিবারিক কেত্তনের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মিঃ বর্নের সাথে আলাপ করা বাকি আছে আমার।"

বাধ্য মেয়ের মত উঠে দাঁড়াল অ্যানাকা। বর্নের গালে চাপড় দিলো সে। "মুখটা অমন কোরো না, জেসন। তুমি আমার হাতে ধোঁকা খাওয়া প্রথম লোক নও, শেষ লোকও নও।"

"তা তো নই-ই," বর্ন বলল। "স্পালকোই হবে সেই শেষ লোক।"

"অ্যানাকা, এখন যাও," স্পালকো বলল, লেটেক্স গ্লাভসে ঢাকা হাত দিয়ে নিজের কসাই-অ্যাপ্রনটা ঠিকঠাক করছে সে। অ্যাপ্রনটা পরিষ্কার, ইস্ত্রি করা। রক্তের একটা ফোঁটাও ওটাতে দেখা যাচ্ছে না এখন।

অ্যানাকা চলে যাবার পর বর্ন স্পালকোর দিকে নজর দিলো, খানের কথা মতে যে লোক অ্যালেক্স আর মো'র খুনের পরিকল্পনা করেছিল। "তুমি কি ওকে অবিশ্বাস করো না, একদমই না?"

"হ্যা, ও একটা দারুণ মিথ্যুক বটে," খিলখিলিয়ে হেসে উঠল স্পালকো। "মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমিও কিছু কিছু জিনিস জানি বটে।" কার্টটার কাছে চলে গেল সে, সমঝদার পন্ডিতের চোখে তাকাল সাজিয়ে রাখা হাতিয়ারগুলোর দিকে। "আমার মনে হয়, এই ধারণাটা হওয়া স্বাভাবিক, ও তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে বলে আমাকেও দেবে।" ঘুরল সে, আলো প্রতিফলিত হচ্ছে তার অস্বাভাবিক মসৃণ মাথা আর ঘাড়ের পাশটায়। "নাকি আমাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে চাইছ তুমি? তোমার মত উচ্চমানের অপারেটিভ অবশ্য এমন কাজই করতে চাইবে।" কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা হাতিয়ার তুলে নিল সে, আঙুলের মাঝে মোচড়ালো ওটাকে। "মিঃ বর্ন, তুমি ড. শিফার আর তার ক্ষুদ্র উদ্ভাবন সম্বন্ধে কতটুকু জানতে পেরেছো সে বিষয়ে আমি আগ্রহী।"

"ফেলিক্স শিফার কোথায়?"

"ওনাকে সাহায্য করতে পারবে না, মিঃ বর্ন। যদি অসাধ্য সাধন করে নিজেকে মুক্ত করতে পার, তবুও ওনার উপযোগীতা ফুরিয়ে গেছে, পৃথিবীর কোনো শক্তিই ওনাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

"ওকে খুন করেছ তুমি," বর্ন বলল, "ঠিক যেভাবে খুন করেছ অ্যালেক্স ককলিন আর মো পানোভকে।"

কাঁধ ঝাঁকাল স্পালকো। "যে সময় ড. শিফারকে সবচেয়ে দরকার ছিল ঠিক সে সময়ই তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ককলিন। শিফারকে ফিরে

BanglaBook.org

পেয়েছিলাম বটে। যা চাই তাই সব সময় পাই আমি, কিন্তু আমার কাজে বাধা দিতে পারবে এমন কথা ভাবার সাজা ভোগ করতে হয়েছে ককলিনকে।"

"আর পানোভ?"

"ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ছিল সে," স্পালকো বলল। "ব্যাপারটা এমনই সিম্পল।"

সারা জীবনে মো পানোভ কত ভাল কাজ করেছে সেসব ভাবল বর্ন, আর কত তুচ্ছ কারণে তাকে মরতে হয়েছে তা চিন্তা করে মাথাটা ঘুরে উঠল ওর। "দুটো মানষের জীবন নেওয়ার কথা কিভাবে এমন সহজে বলতে পারলে যেনো নিজের আঙুল মটকানোর কথা বলছো?"

"কারণ ব্যাপারটা আঙুল মটকানোর মতই সিম্পল, মি: বর্ন," হাসল স্পালকো। "আর কালকে যা হবে ঐ দু'জন মানুষের জীবন নেবার ব্যাপারটা একদমই তুচ্ছ মনে হবে।"

চকচকে হাতিয়ারটার দিকে যেনো দৃষ্টি না পড়ে সে চেষ্টা করল বর্ন। তার বদলে নিজের রেফ্রিজারেটরের ভেতরে মরে পড়ে থাকা মোলনারের নীলচে সাদা লাশটার কথা মনে এল। স্পালকোর ওই সব হাতিয়ার যে কি ক্ষতি করতে পারে তা তো নিজের চোখেই দেখেছে।

যেহেতু বর্ন এখন বুঝে গেছে মোলনারের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর জন্য স্পালকোই দায়ি তাই ওর বুঝতে বাকি রইল না এই লোকের ব্যাপারে বলা খানের কথাগুলো সত্যি। আর স্পালকোর ব্যাপারে খান যদি সত্য বলে থাকে তাহলে এটা সম্ভব নয় যে আগাগোড়া সব সময় সত্য বলছিল সে। তাহলে সে কি আসলেই বর্নেরই ছেলে, জোশুয়া ওয়েব? সম্ভাবনাগুলো বাড়ছে, সত্যটাও হাজির হয়েছে সামনে, আর বর্ন টের পেল গোটা ব্যাপারটা যেনো একটা পাহাড়ের মত চেপে বসেছে ওর ঘাড়ে, পিষে ফেলছে ওকে। ও আর না তাকিয়ে পারছে না...কিসের দিকে?

তাতে কিছু আসে যা না, কারণ স্পালকো তার যন্ত্রণার হাতিয়ার ব্যবহার করা শুরুকরবে এখনই। "আবার আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি ভি. শিফারের আবিষ্কারের ব্যাপারে কি জানো?"

স্পালকোকে ছপিয়ে তাকাল বর্ন। পেছনের ফাঁকা কংক্রিটের দেয়ালটার দিকে ওর দৃষ্টি।

"তুই ঠিক করেছিস আমার প্রশ্নের জবাব দিবি না?" স্পালকো চেঁচিয়ে বলল। "তোর সাহসে আমি অবাক," মধুর হাসি হাসল এবার। "আর, তোর চেহারার যে অবস্থা হবে তার জন্য দুঃখিত।"

হাতিয়াড়টার পেঁচানো দিক বর্নের গায়ে বসিয়ে দিলো সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

খান ৮৭ ভাসি উটকা'র ম্যাজিক অ্যান্ড লজিক গেম্‌স শপ হুডিনি'তে গেল। ছোটো দোকানটার দেয়ারের আর ডিসপ্লের ক্যাবিনেটগুলোতে ঠেসে ভরিয়ে রাখা হয়েছে নানা রকম ম্যাজিক টৃক, ব্রেইন টিজার আর মেজ দিয়ে। জিনিসগুলো সব ধরনের সব বয়সের, সব আকারের। নানান বয়সের বাচ্চাকাচ্চা তাদের বাবা মাকে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে দোকানের মাঝ দিয়ে, দারুণ জিনিসগুলোর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে, আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে।

নাজেহাল হয়ে যাওয়া এক সেলসওম্যানের দিকে এগিয়ে গেল খান, বলল ওজকারের সাথে দেখা করতে চায়। মেয়েটা তার নাম জানতে চাইল, তারপর ফোনটা তুলে নিয়ে দোকানের ভেতরে একটা এক্সটেনশন লাইনে কল করল। খানিক্ষণ রিসিভারে কথা বলার পর দোকানের পেছনের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিলো খানকে।

দোকানের পেছনের দরজাটা পেরিয়ে একটা নগ্ন বাল্বের আলোয় আলোকিত ছোটো ঘরে এসে ঢুকল সে। দেয়ালগুলো অনাকার্ষণীয় রঙে রাঙানো। বাতাসে ভাসছে সিদ্ধ বাঁধাকপির গন্ধ। লোহার তৈরি পেঁচানো সিঁড়িটা পেরিয়ে দ্বিতীয় তলার অফিসটাতে গেল খান। বহু বইয়ে ঠাসা জায়গাটার বেশিরভাগই ম্যাজিক বিষয়ক প্রথম সংস্করণের ভলিউম, নানান ম্যাজিশিয়ান আর এস্কেপ আর্টিস্টের জীবনী কিংবা আত্মজীবনী। হ্যারি হুডিনির একটা সই করা ছবি ঝুলছে দেয়ালে, ওকের তৈরি অ্যান্টিক ডেস্কটার ওপরে। সেই পুরনো পার্শিয়ান কার্পেটটা এখনো পড়ে আছে কাঠের মেঝেতে। এখনো পরিস্কার করা হয় নি ওটাকে, আর সিংহাসন মার্কা উঁচু পিঠওয়ালা আর্মচেয়ারটা এখনো ডেস্কটার দিকে মুখ করে বসে আছে অমেকটা যেনো গর্বের সাথে।

বছর খানেক আগে খান যখন শেষবার দেখা করতে এসেছিল তখন যেখানে ছিল এখনো ঠিক সেখানেই সেই ভঙ্গিতেই বসে আছে ওজকার। শিশপাতির মত শরীরের মধ্যবয়সী লোক, গোঁফগুলো ভারি, নাকটা দেখতে বাল্বের মত। খানকে দেখে উঠে দাঁড়াল সে। দাঁত কেলিয়ে হেসে ডেস্কের পেছন থেকে সামনে চলে এসে হাত মেলাল।

"ওয়েলকাম ব্যাক," বসে পড়ার জন্য ইঙ্গিত করল খানকে। "কি করতে পারি তোমার জন্য?"

কি কি দরকার তা খুলে বলল খান নিজের কন্ট্যাক্টকে অর্থাৎ ওজকারকে। ও

BanglaBook.org

বলার সাথে সাথেই সব লিখে নিতে লাগল ওজকার, মাঝে মাঝে মাথা নাড়ল আপন মনে। তারপর মাথা তুলল সে।

"স্রেফ এগুলোই?" হতাশ দেখা গেল তাকে। সব সময় চ্যালেঞ্জের মুখে থাকতেই ভালোবাসে কিনা।

"এখনও সব বলি নি," খান বলল। "একটা ম্যাগনেটিক লকের ব্যাপার আছে অবশ্য।"

"এবার আসল জিনিসের কথা বলেছো!" উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওজকার। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হাত কচলাতে লাগল সে। "আমার সাথে এসো, বন্ধু।"

ওয়ালপেপারে মোড়ানো একটা হলওয়েতে খানকে নিয়ে গেল সে, যে বাতিগুলো জায়াটাকে আলোকিত করে রেখেছে সেগুলো খুব সম্ভবত গ্যাসল্যাম্প। পেঙ্গুইনের মত হাস্যকর ভঙ্গিতে দুলে দুলে হাটে ওজকার, অবশ্য সে কিভাবে নব্বই সেকেন্ডেরও কম সময়ে তিন জোড়া হ্যান্ডকাফ খুলে বেরিয়ে আসে সেটা যদি কেউ দেখতো তাহলে 'ওস্তাদ' শব্দটার একটা নতুন অর্থ খুঁজে পেতো।

একটা দরজা খুলে নিজের ওয়ার্কশপে ঢুকল সে বিশাল একটা জায়গা। ওয়ার্ক বেঞ্চ আর কাউন্টার দিয়ে সমানভাবে নানান ভাগে ভাগ করা। একটা দিকে খানকে নিয়ে গেল সে। তারপর গরু খোঁজা খুঁজতে শুরু করল একসারি আনুভূমিক ড্রয়ারের মাঝে। অবশেষে ক্রোমের তৈরি কালো রঙা বর্গাকৃতি একটা জিনিস বের করল সে।

"সব ম্যাগনেটিক লক যে কারেন্টে চলে সেটা তো জানো, তাই না?" খান মাথা ওপর নিচ করার পর কথা চালিয়ে গেল সে। "আর ওগুলো সব ফেইল-সেফ, অর্থাৎ কাজ করার জন্য একটানা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দরকার পড়ে। যারা ওসব লক বসায় তারা জানে কারেন্ট বন্ধ করে দিতে পারলেই লকটা খুলে যাবে। তাই সবসময় একটা ব্যাকআপ সাপ্লাইও বসায়। যদি সে লোকের মাথা যথেষ্ট রকম তার ছিড়া হয় তাহলে একটার জায়গায় দু'টোও লাগাতে পারে।"

"ওই ব্যাটার মাথার তার সত্যিই ছেঁড়া," ওজকারকে জানালো খান।

"খুব ভালো," মাথা ওপর নিচ করল ওজকার। "তাহলে পাওয়ার সাপ্লাই কাটার কথা ভুলে যাও–বহুত সময় লাগবে। আর যদি সময় হাতে থাকেও তাহলেও সব ব্যাকআপের তার কাটতে পারবে না।" একটা তর্জনী উঠাল সে। "কিন্তু সবাই যেটা জানে না সেটা হচ্ছে, সব ম্যাগনেটিক লক ডিসি কারেন্টে কাজ করে, তাই..." আবার গরু খোঁজা শুরু করে আরেকটা জিনিস তুলে ধরল সে। "তোমার যা দরকার তা হল একটা পোর্টেবল এসি পাওয়ার সাপ্লাই, যা দিয়ে ম্যাগ-লকটাকে কাবু করতে পারবে–ধাঁধিয়ে দিতে পারবে।"

পাওয়ার প্যাকটা নিজের হাতে নিল খান। দেখে যা মনে হয় তার চেয়ে ভারি ওটা। "কিভাবে কাজ করবে এটা?"

"ভেবে দেখো, কোনো ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে বাজ পড়লে কেমন হয়?"

BanglaBook.org

পাওয়ার সাপ্লাইটাতে চাপড় দিলো ওজকার। "এই ব্যাটা ডিসি কারেন্টকে ওলটপালট করে দেবে। যথেষ্ট সময় পেয়ে যাবে তুমি দরজাটা খোলার কিন্তু পুরো সার্কিটটা একেবারে শর্ট হয়ে যাবে না। ধীরে ধীরে নিজেকে ফিরে পাবে লকটা, তখন লেগে যাবে আবার।"

"কতক্ষণ সময় হাতে পাবো আমি?" জিজ্ঞেস করল খান।

"সেটা নির্ভর করে তালার গঠন আর মডেলের ওপর।" নিজের মোটা কাঁধ দুটো ঝাঁকাল ওজকার। "অনুমাণ করলে বলতে পারি, খুব বেশি হলে পনের মিনিট সময় পাবে, কিংবা বিশ, তবে তারচে' বেশি না।"

"আবার কাবু করা যাবে না লকটাকে?"

মাথা নাড়ল ওজকার। "সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা থেকে যাবে, লকটা বন্ধ অবস্থাতেই চিরকালের মত থমকে যাওয়ার। তখন পুরো দরজাটা না ভেঙে আর বেরোতে পারবে না।" হাসল সে, খানের পিঠে থাবা দিলো। "চিন্তা নেই, আমার বিশ্বাস ওই সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খান। "কবে থেকে বিশ্বাস করা শুরু করলে?"

"ঠিক বলেছো, বিশ্বাস করা শুরু করি নি আসলে," জিপার লাগানো একটা ছোটো লেদারকেস খানকে দিলো সে। "ব্যবসায় বিশ্বাস বলে কোনো শব্দ নেই।"

আইসল্যান্ডের আঞ্চলিক সময়ের ঠিক ভোর দুটো পনের মিনিটে মাগেমেতের ভালোভাবে মোড়ানো লাশটা একট ভ্যানে তুলল জিনা আর আরসেনভ, সমুদ্রের তীর ধরে এগিয়ে গেল আরো দক্ষিণের একটা কোল্ড-এ, যেটা সাধারণত কারো পথের মাঝে পড়ে না। আরসেনভ চালাচ্ছে ভ্যানট। একটা তথ্যবহুল ম্যাপের দিকে চেয়ে আছে জিনা, থেকে থেকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে।

"অন্যদের নার্ভাস ভাবটা টের পাচ্ছি আমি," এক সময় বলে উঠল আরসেনভ। "কোনো সাধারণ প্রতীক্ষার মত নয় ব্যাপারটা।"

"এটা কোনো সাধারণ মিশনও নয়, হাসান।"

তার দিকে তাকাল হাসান আরসেনভ, "ভেবে পাই না, তোমার শরীরের ধমনীতে বরফ গলা পানি বইছে কিনা।"

তার পায়ে হালকাভাবে একটা চাপ দিতে দিতে মুখে একটা হাসি লটকিয়ে নিল জিনা। "আমি খুব ভালভাবে জানি আমার ধমনী দিয়ে কি বয়।"

মাথা ওপর নিচ করল আরসেনভ। "আমিও সেটা জানি।" স্বীকার করতে বাধ্য হল সে, নিজের লোকজনকে নেতৃত্ব দিতে পারাটা খুব আনন্দের হলেও জিনার সাথে থাকতে পারার মত আনন্দ আর নেই। কখন যুদ্ধ শেষ হবে সে কথা ভাবল। আর

BanglaBook.org

তখন বিদ্রোহীর বেশভূষা ঝেড়ে ফেলে জিনার স্বামী হতে পারবে, তাদের সন্তানের পিতা হতে পারবে।

"জিনা?" যেইমাত্র তারা প্রধান রাস্তা থেকে নেমে কাঁচা রাস্তাটা ধরে গন্তব্যের দিকে এগোতে লাগল তখন বলল আরসেনভ। "আমরা কখনো নিজেরদের ব্যাপারে কথা বলি নি।"

"কি বলতে চাচ্ছ?" জিনার ভালোই জানা আছে আরসেনভ কি বলতে চাচ্ছে; হঠাৎ চেপে বসা আতঙ্কটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করল সে। "অবশ্যই কথা বলেছি আমরা।"

রাস্তাটা আরো খাড়া হয়ে এসেছে, ভ্যানের গতি কমালো আরসেনভ। রাস্তাটার শেষ মোড়টা দেখতে পেল জিনা, ওটার পরেই পাথুরে খাড়িটা। আর অশান্ত উত্তর আটলান্টিক।

"বলেছি বটে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যত, আমাদের বিয়ে, একদিন আমাদের যে সন্তান হবে তা নিয়ে নয়। আমাদের দু'জনের একে অন্যের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হবার এর চেয়ে ভালো সময় আর কি হতে পারে।"

এবার জিনা ভালোভাবে বুঝল শেখের অনুভূতিশক্তি কতটা প্রখর। হাসান আরসেনভ নিজের কথাতেই বুঝিয়ে দিয়েছে সে আসলে ভেতরে ভেতরে কেমন। মরতে ভয় পায় সে। এই কথা তার নিজের বক্তব্যেই ফুটে উঠেছে শুনেছে জিনা, কথাটা ফুঠে উঠেছে আরসেনভের চোখেও।

তার সম্বন্ধে হাসানের সন্দেহ কেমন সেটা বুঝল জিনা। বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেবার পর জিনা যদি একটা কথা শিখে থাকে সেটা হচ্ছে, সন্দেহ বা দ্বিধার কারণে উদ্বেগ আর চাপের কারণেই হয়তো মনের কথা বলে ফেলেছে হাসান, আর তার দুর্বলতাটা জিনার কাছে ততটাই কাঙ্খিত শেখের কাছে জিনার ব্যাপারে হাসানের সন্দেহ তার চিন্তাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে নিশ্চয়ই। মাগোমেতকে দলে ঢোকাতে ভয়ংকর রকমের তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে জিনা কিন্তু এটাও ভাবতে হবে যে শেখের দেখানো স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলতে পাগল হয়ে উঠেছিল সে। তবু হাসান যে নৃশংস প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তাতে বলতেই হয়, জিনার ব্যাপারে তার সন্দেহের সৃষ্টি নিশ্চয়ই অনেক আগে। সে কি ভেবে বসেছে জিনাকে আর বিশ্বাস করা যাবে না?

শিডিউলের সময়ের পনের মিনিট আগে সাক্ষাতের স্থানে চলে এসেছে ওরা। ঘুরল জিনা, হাসানের মুখটা দু'হাত দিয়ে ধরল। "হাসান, মৃত্যুর ছায়ার মাঝ দিয়ে বহুদিন ধরে হেটেছি আমরা একসাথে। আল্লাহর ইচ্ছায় বেঁচে গেছি। কিন্তু সেই সাথে ছিল একে অন্যের প্রতি আমাদের গভীর আত্মনিবেদন। ঝুকে পড়ে হাসানকে চুমু খেল সে। "তাই একসাথে থাকার অঙ্গীকার করছি আমরা এখন কারণ আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিতে আমরা ততটাই ইচ্ছুক আমাদের শত্রুরা বেঁচে থাকতে যতটা ইচ্ছুক।"

BanglaBook.org

এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করল আরসেনভ। এটাই তো চাচ্ছিল সে জিনার কাছ থেকে। ভয় করেছিল এ কথা জিনা তাকে কখনো বলবে না। সে বুঝল এই ভয়ের কারণেই মাগোমেতকে দেখামাত্র কুৎসিত একটা উপসংহারে পৌঁছে গিয়েছিল ও।

"আল্লাহর দৃষ্টিতে, আল্লাহর হাতের নিচে, আল্লাহর হৃদয়ে," স্তব পাঠের মত করে বলল সে।

একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল ওরা। অবশ্য জিনার মন চলে গেছে উত্তর আটলান্টিক ছাড়িয়ে আরো দূরে। এই মুহূর্তে শেখ কি করছে তা নিয়ে ভাবছে সে। শেখের মুখটা দেখার জন্য, তার কাছে থাকার জন্য প্রাণটা কাঁদছে তার। *শীঘ্রই হবে,* নিজেকে বলল। সে যা চায় সেসব খুব শীঘ্রই তার হয়ে যাবে।

* * *

খানিক বাদে ভ্যান থেকে বেরিয়ে এল ওরা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢেউ দেখতে লাগল, শুনতে লাগল পাথরের গায়ে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের গর্জন। এই উত্তরের দেশের চাঁদটা ইতিমধ্যেই আঁধারে ডুব দিয়েছে। আধঘণ্টার মধ্যেই আলোর রেখা দেখা দেবে। শুরু হবে আরেকটা অতি দীর্ঘ দিন। খাড়িটার তটের প্রায় মাঝখানে আছে ওরা, এটার বাহু দুটো ছড়িয়ে পড়েছে দুদিকে, এতে এর জোয়ার হয়ে পড়েছে স্তিমিত, স্বাভাবিক আকারের চাইতে ছোটো আর ভাঙা ভাঙা হয়ে দেখা দিচ্ছে ঢেউগুলো। কালো পানির দিক থেকে উঠে আসা একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা কাঁপিয়ে দিলো জিনাকে কিন্তু আরসেনভের কোনো সমস্যাই হল না।

তারপরই আলোটাকে দেখতে পেল ওরা, মি: টমিট করল তিনবার। বোটটা এসে গেছে। ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে ফিরতি সংকেত দিলো আরসেনভ। আবছাভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বোটে কোনো আলো জ্বলছে না, এগিয়ে আসছে নিঃশব্দে। ভ্যানটার পেছনে চলে গেল ওরা দু'জন লাশাকে বয়ে নিয়ে এল তটরেখা বরাবর।

"ওরা তোমাকে দেখবে আবার, তবে অবাক হবে না," বলল আরসেনভ।

"শেখের লোক ওরা, কিছুতেই অবাক হয় না," বলল জিনা। তার ভালই মনে আছে, বানানো গপ্পো মোতাবেক সে এইসব ক্রু'র সাথে আগেই একবার দেখা করেছে। শেখ এইসব ক্রুকে আগেই সে বিষয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই।

আবার ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাল আরসেনভ, ওরা দেখতে পেল একটা দাঁড় টানা নৌকা এগিয়ে আসছে, অনেক বোঝা চাপানো থাকায় পানির ওপরে অল্পই ভেসে আছে ওটা। দু'জন লোক আর কিছু ঝুড়ি দেখা যাচ্ছে; আরো ঝুড়ি আছে নিশ্চয়ই ভেতরে। হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকাল আরসেনভ; আশা করছে প্রথম আলো ফোটার আগেই সব কাজ শেষ করতে পারবে।

BanglaBook.org

লোক দু'জন নৌকার গলুইটা নুড়িময় সৈকতে ভেড়াল। তারপর নেমে এল নৌকা থেকে। পরিচিক হবার জন্য কোনো সময় নষ্ট করল না তারা, অবশ্য স্পালকোর অর্ডারমত এমন আচরণ করল যে জিনাকে আগে থেকেই চেনে।

দক্ষতার সাথে চারজন মিলে ঝুড়িগুলোকে নামিয়ে আনল, গুছিয়ে পালা করে রাখল ভ্যানের পেছনে। একটা শব্দ শুনে ঘুরল হাসান, দেখতে পেল দ্বিতীয় নৌকাটা এইমাত্র তটে এসে ঠেকল। ভোরকে হারিয়ে দিতে পেরেছে ওরা, বুঝে গেল সে।

মাগোমেতের লাশটা প্রথম নৌকায় তোলা হল, জিনা ক্রু মেম্বারদেরকে আদেশ দিলো একদম গভীর পানিতে নিয়ে গিয়ে ওটাকে ফেলে দেবার। কোনো কথা না বলে আদেশ শুনল তারা, সেটা দেখে খুশি হল আরসেনভ। সন্দেহ নেই, জিনার নেতৃত্বেই লাশটা তাদের কাছে হস্তান্তর করায় তাদের মনে প্রভাব ফেলতে পেরেছে সে।

ওরা ছ'জন মিলে বাকি ঝুড়িগুলোকে দ্রুত ভ্যানে তুলল। যেরকম নীরবে এসেছিল সেভাবেই নিজেদের দাঁড়টানা নৌকায় ফিরে গেল লোকগুলো, আরসেনভ আর জিনার ইঙ্গিত পেয়ে নৌকা নিয়ে মূল ফিশিংবোটের দিকে যাত্রা শুরু করল।

একে অন্যের দিকে তাকাল আরসেনভ আর জিনা। কার্গোটা আসার পর থেকে মিশনটা অনেকটা বাস্তব হয়ে পড়েছে ওদের কাছে আগের চাইতে।

"টের পাচ্ছো, জিনা?" একটা ঝুড়ির ওপর হাত রাখতে রাখতে বলল আরসেনভ। "অনুভব করতে পারছো, কেমন করে মৃত্যু লুকিয়ে আছে এটার ভেতরে?"

তার হাতের ওপর হাত রাখলো জিনা। "আমি তো স্বাদ পাচ্ছি বিজয়ের।"

বাড়িটায় ফিরে এল ওরা ড্রাইভ করে, ক্যাডারের অন্য সদস্যদের সাথে মিলিত হল। পারঅক্সাইড ডাই আর রঙ্গিন কন্ট্যাক্ট লেন্সের যথেষ্ট ব্যবহারে চেহারাই পাল্টে গেছে ওদের। মাগোমেতের মৃত্যু নিয়ে একটা কথাও হল না ওদের মাঝে। মিশনের এই পর্যায়ে এসে কেউই ঘটনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে চায় না–ভাবার মত আরো অনেক জিনিস পড়ে আছে ওদের সামনে।

সাবধানে নামিয়ে এনে খোলা হল ঝুড়িগুলো। বেরিয়ে এল মেশিন পিস্তল, সিফোর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আর হ্যাজম্যাট সুটগুলো। অন্যগুলোর থেকে ছোটো ঝুড়িটা থেকে বেরোলো স্ক্যালিয়ন পেঁয়াজ, ভালভাবে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে বরফের ভেতরে। আখমেদকে ইঙ্গিত করল আরসেনভ। লেটেক্স গ্লাভস পরে নিল আখমেদ। হাফনার্ফজোর্দুর ফাইন ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস লেখা ভ্যানটাতে নিয়ে গেল স্ক্যালিয়ন পেঁয়াজের ঝুড়িটা। ভুয়া সোনালী চুল আর নীল চোখওয়ালা আখমেদ ভ্যানে উঠে ড্রাইভ করে চলে গেল।

শেষ ঝুঁড়িটা খোলা বাকি আছে জিনা আর আরসেনভের। এনএক্স২০ আছে ওটার ভেতরে। ওটার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। অস্ত্রটার টুকরো দুটো নিষ্পাপ ভঙ্গিতে পড়ে আছে ফোমের বেডে। ওটা যে কি করতে পারে সেটা নাইরোবিতে তো

BanglaBook.org

দেখেছেই ওরা। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিল আরসেনভ। "পে লোডটা নিয়ে খুব শিগগিরই চলে আসবেন শেখ।"

চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

সকাল নয়টার ঠিক বাদেই হিউম্যানিস্টার লিমিটেডের বিল্ডিংয়ের বেইজমেন্ট লেভেলের সার্ভিস এন্ট্রেন্সের সামনে এসে থামল ফন্টানা ডিপার্টমেন্ট স্টোরের একটা ভ্যান। দু'জন সিকিউরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে জায়গাটাকে। তাদের মাঝে একজন নিজের দৈনিক কাজের শিটটায় চোখ বুলিয়ে নিল। ফন্টানা থেকে একটা ডেলিভারি ইথান হার্নের অফিসে যে আসবে সেটা দেখা সত্ত্বেও মালের তালিকা দেখতে চাইল সে। ড্রাইভার তার কথামত কাজ করার পর ভ্যানের পেছনটা খোলার আদেশ দিলো তাকে গার্ড। ভ্যানের ভেতরে ঢুকল সে, লিস্টের প্রতিটা আইটেম মিলিয়ে কার্টন খুলে দেখল, চেক করে দেখল দুটো চেয়ার, ক্রেডেনজা, ক্যাবিনেট আর সোফা বেড। ক্রেডেনজা আর ক্যাবিনেটের সব দরজা খোলা হল, ভেতরটা দেখা হল, সোফা আর চেয়ারগুলো তোলা হল, সব কিছু ঠিকঠাক আছে দেখতে পেয়ে মালের তালিকাটা ফিরিয়ে দিলো গার্ডরা, ড্রাইভার আর তার ডেলিভারি পার্টনারকে ইথান হার্নের অফিসে যাবার দিক নির্দেশনা দিলো।

এলিভেটরের কাছে ভ্যানটা পার্ক করল ড্রাইভার, সে আর তার ডেলিভারি পার্টনার মিলে ফার্নিচারগুলো নামাল। চার ট্রিপে তারা সব জিনিসগুলো নিয়ে ছিল তাদের জন্য। ফার্নিচারের প্রতিটা পিসকে কোথায় কোথায় রাখতে হবে সেটা দেখাতে পেরেই মহাখুশি হল হার্ন, আর লোক দু'জনও মহাখুশি হল কাজ শেষে পাওয়া মোটা অঙ্কের বখশিশ দেখে।

ওরা চলে যাবার পর দরজাটা লাগিয়ে দিলো হার্ন, তার ডেস্কের পাশের ফাইলের গাদাটাকে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাতে লাগল ক্যাবিনেটটার ভেতরে। আদর্শ অফিসের চেহারা চলে এল রুমটাতে। এক সময় উঠল হার্ন, দরজাটার কাছে গেল ওটা খুলে সে আবিষ্কার করল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই মহিলা যে কিনা কালকে স্ট্রেচারে তোলা লোকটার সাথে বিল্ডিংয়ে ঢুকছিল।

"আপনিই কি ইথান হার্ন?" হার্ন মাথা ওপর নিচ করার পর হাত বাড়াল মহিলা। "অ্যানাকা ভেডাস।"

অল্প সময়ের জন্য হাত মেলাল হার্ন, খেয়াল করল হাতটা কঠিন আর শুকনো। খানের সাবধানবাণী মনে করে একটা নিরীহ জিজ্ঞাসু ভাব ফুটিয়ে রাখল সে চেহারায়। "আমরা কি একে অন্যকে চিনি?"

"আমি স্তেপানের একজন বন্ধু।" অ্যানাকার হাসিটা ঝলমলে। "ভেতরে ঢুকলে কিছু মনে করবেন কি, না আপনি কোথাও যাচ্ছিলেন?"

BanglaBook.org

"আমার আসলে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে"–হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে, "একটু পরে।"

"আপনার বেশি সময় নষ্ট করব না আমি," সোফা বেডটার কাছে গেল অ্যানাকা, পায়ের ওপর পা রেখে বসল। হার্নের দিকে তাকানোর সময় একটা সতর্ক, অনুসন্ধিৎসু ভাব দেখা গেল তার মুখে।

নিজের চেয়ারে বসে সেটাকে ঘুরিয়ে নিল হার্ন যাতে অ্যানাকার সাথে মুখোমুখি হতে পারে। "কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, মিস ভেডাস?"

"আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন," ঝকঝকে গলায় বলল অ্যানাকা। "প্রশ্নটা হচ্ছে, আমি নিজে কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারবো।"

মাথা নাড়ল হার্ন। "আপনার কথা সম্ভবত আমি বুঝতে পারছি না।"

অফিসের চারধারে তাকাল অ্যানাকা। আপন মনে গুণগুণ করছে। তারপর হাঁটুর ওপর কনুই দুটো রেখে ঝুকলো সে। "ওহ, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন, ইথান।" ঐ হাসিটা দেখা গেল আবার। "দেখুন। আমি আপনার বিষয়ে এমন অনেক কিছু জানি যা স্তেপানও জানে না।"

জিজ্ঞাসু ভাবটা আবার মুখে লাগিয়ে নিল হার্ন, হতাশার ভঙ্গিতে দুদিকে ছড়িয়ে দিলো হাত দুটো।

"আপনি খুব বেশি কঠিনভাবে চেষ্টা করছেন," বলে উঠল অ্যানাকা। "আমি জানি আপনি স্তেপানের হয়ে কাজ করার পাশাপাশি অন্য কারো হয়েও কাজ করছেন।"

"আমি বুঝতে পারছি না।"

কিন্তু নিজের ঠোঁটের ওপর একটা তর্জনী চেপে ধরেছে অ্যানাকা। "কালকে আপনাকে গ্যারাজে দেখেছি আমি। আপনার নিজের স্বার্থে তো ওখানে থাকার কথা ছিল না, আর আপনি যদি নিজের কোনো কারণে ওখানে গিয়েও থাকেন, আমাদের ব্যাপারে বেশিই নাক গলিয়ে ফেলেছিলেন।"

হার্ন এতই চমকে গেছে যে মুখে কোনো মেকি ভাব ফুটিয়ে তুলতেও ভুলে গেল। এটা কি অ্যানাকা, যদিও তার ধারণা ছিল সে খুব সাবধান, মহিলা সুন্দরী বটে কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভয়ংকর।

মাথা উচাঁলো অ্যানাকা।

"আপনি ইন্টারপোলের হয়ে কাজ করেন না, তাদের মত আচরণ দেখি নি আপনার মধ্যে। সিআইএ? না, মনে হয় না। যদি আমেরিকানরা এই অর্গানাইজেশনে সিঁদ খোঁড়ার চেষ্টা করত তাহলে স্তেপান জেনে যেত। তাহলে কার হয়ে কাজ করছে?"

হার্ন কিছু বলল না, বলতে পারলও না। তার ভয় স্রেফ এটাই, অ্যানাকা সব জানে–ইতিমধ্যেই সব জেনে গেছে।

BanglaBook.org

"মুখটা অমন ছাইয়ের মত করবেন না, ইথান," অ্যানাকা উঠল। "আমি কেয়ার করি না, সত্যি। যদি কোনো কিছু এখানে গড়বড় হয়ে যায় সে জন্য একটা ইনস্যুরেন্স পলিসি চাই আমার। সে ইনস্যুরেন্স পলিসি হলেন আপনি। তখনকার জন্য আপনার প্রতারণাটাকে আমাদের মাঝে পিসি সিক্রেট হিসেবেই ধরে নেয়া যাক।"

হার্ন কি বলবে সেটা ভেবে নেবার আগেই উঠে দাঁড়িয়ে রুমটা পেরিয়ে দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেল অ্যানাকা। খানিকক্ষণ বসে রইল হার্ন, শকের কারণে নড়তে চড়তে পারছে না। তারপর উঠল সে। দরজা খুলে এদিকে ওদিকে করিডোরের এমাথা ও মাথা দেখে নিয়ে নিশ্চিত হল অ্যানাকা সত্যিই চলে গেছে।

তারপর দরজা বন্ধ করে সোফা বেডটার কাছে গিয়ে বলল, "অল ক্লিয়ার।"

কুশনগুলো তুলে নিয়ে ঘরময় বিছানো কার্পেটের ওপর রাখল সে। যে প্লাইউডের প্যানেলগুলো বিছানার মেকানিজমটাকে ঢেকে রাখে সেটা নড়তে শুরু করার পর নিচু হয়ে সেগুলোকে টেনে খুলে তুলে আনল সে।

সেগুলোর নিচে, ম্যাট্রেস আর বেড ফ্রেমের বদলে শুয়ে আছে খান।

হার্ন টের পেল সে ঘামছে। "তুমি যে সাবধান করে দিয়েছিলে সেটা জানি। কিন্তু—"

"চুপ।" কফিনের মত ছোটো জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এল খান। হার্ন জড়োসড়ো হয়ে গেল, কিন্তু তাকে কোনোরকম শাস্তি দেয়ার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে খানের সামনে। "একই ভুল দুইবার করবে না, সেটাই নিশ্চিত করো আগে।"

দরজার কাছে হেটে গেল খান, সেটাতে কান ঠেকাল। শুধুমাত্র এই তলার অফিসগুলোর মৃদু গুঞ্জনই কানে এল ওর। কালো ট্রাউজার, জুতো শার্ট আর কোমর পর্যন্ত লম্বা জ্যাকেট পরেছে। হার্নের কাছে মনে হল, শেষবার দেখার চাইতে আরো বেশি পেশীবহুল হয়েছে খানের শরীরের ওপরের দিকটা।

"সোফা বেডটাকে আবার জোড়া লাগাও," আদেশ দিলো খান। "তারপর আবার কাজ শুরু করো যেনো কিচ্ছু হয় নি। কোনো মিটিং কি আছে এর মাঝে? ওটাতে যেতে ভুলে যেও না, দেরিও করো না। সব কিছু যেনো স্বভাবিক দেখায়, তার দরকার আছে।"

হার্ন মাথা ওপর-নিচু করল, প্লাইউডের প্যানেলগুলোকে সোফা বেডটার ফাঁকা জায়গাটার ওপর ফেলল, তারপর জায়গামত বসিয়ে দিলো কুশনগুলো। "ষষ্ঠতলায় আছি আমরা," বলল সে।

"তোমার টার্গেট আছে চতুর্থ তলায়।"

"বিল্ডিংয়ের নকশাটা দেখা যাক।"

নিজের কম্পিউটার টার্মিনালের সামনে বসল হার্ন, বিল্ডিংয়ের নকশাটা ফুটিয়ে তুলল স্ক্রিনে।

BanglaBook.org

"চতুর্থ তলাটা দেখাও," খান বলল, হার্নের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়েছে।

হার্ন সেটাকে বের করার পর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল খান। "ওটা কি?" আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল ও।

"জানি না।"

জুম করার চেষ্টা করল হার্ন। "দেখে তো মনে হচ্ছে একটা ফাঁকা জায়গা।"

"কিংবা স্পালকোর রুমের সাথে সংলগ্ন আরেকটা রুম।"

"কথা হচ্ছে, ওটাতে ঢোকার বা বেরোবার কোনো পথ নেই," যোগ করল হার্ন।

"ইন্টারেস্টিং। আর্কিটেক্টরাও জানে না এমন কোনো পরিবর্তন ওখানটায় মিঃ স্পালকো ঘটিয়েছে কিনা।"

তলাটার প্ল্যান মুখস্থ করে নিয়ে ঘুরল খান। নকশাটা থেকে যতকিছু জানা সম্ভব জেনে নিয়েছে সে। এখন চাক্ষুস দেখতে হবে জায়গাটাকে। দরজার কাছে গিয়ে হার্নের দিকে ঘুরল সে।

"মনে রেখো, ঠিক সময়ে যাবে অ্যাপয়েন্টমেন্টে।"

"আর তোমার ব্যাপারটা?" হার্ন বলল। "তুমি তো ঢুকতেই পারবে না ওখানটায়।"

মাথা নাড়ল খান। "তুমি যত কম জানো ততই ভালো।"

আইসল্যান্ডের অত্যন্ত দীর্ঘ সকালবেলায় উড়ছে পতাকাগুলো। সকালটা উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে, বাতাসে উষ্ণ প্রস্রবণগুলোর খনিজের গন্ধ। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি চওড়া উপরিভাগওয়ালা একটা বড় মঞ্চ বসানো হয়েছে কেফলাভিক এয়ারপোর্টের একপ্রান্তে, যেটাকে দুনিয়ার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা বলে অভিহিত করেছে জেমি হাল, বোরিসই ইলিচ কারপভ আর ফেইদ আল-সৌদ। এদের তিনজনের কেউই এমনকি কমরেড বোরিসও খুশি নয় তাদের রাষ্ট্রপ্রধানরা এমন একটা পাবলিক ফোরামে আসছেন দেখে। কিন্তু এ ব্যাপারে আসলে রাষ্ট্রপ্রধানদের কোনো আপত্তি নেই। তারা বুঝেছেন, তাদের মাঝের সৌহার্দ্যটাই যে শুধু সবাইকে খোলামেলাভাবে দেখানো উচিত তা নয়, তাদের নির্ভীকতাটাও প্রচার করা দরকার। মঞ্চে বসার পর গুপ্তহত্যার শিকার হওয়ার আশঙ্কাটা যে থেকেই যাচ্ছে তা তাঁরা জানে। যখন সবাই মিলে সামিটে একসাথে কাজ করতে সম্মত হয়েছে তখন সে আশঙ্কা কেমন নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে তা তাও তাদের অজানা নেই। কিন্তু মৃত্যুর ঝুঁকি যে তাদের কাজেরই একটা অংশ। আপনি যদি বিশ্বকে পাল্টে দেবার জন্য পথে নামেন, তাহলে তো অনেকেই পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে।

আর তাই আজ সকালে সামিটের প্রাক্কালে গায়ে কামড় দেয়া বাতাসে পতপত করে উড়ছে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া আর সবচেয়ে ক্ষমতাবান চারটে ইসলামিক দেশের

BanglaBook.org

পতাকা। মঞ্চটার সামনের অংশ সাজানো হয়েছে সতর্কভাবে নির্বাচিত সামিটের লোগোটা আঁকা পর্দা দ্বারা, আশপাশে অবস্থান নিয়েছে সশস্ত্র সিকিউরিটি সম্ভাব্য সবরকম দৃষ্টিকোণে বসানো হয়েছে স্নাইপার, পৃথিবীর সব দেশের সাংবাদিক এসেছে; প্রেস কনফারেন্সের দুই ঘণ্টা আগে এসে হাজির থাকতে হচ্ছে তাদেরকে। সাংবাদিকদেরকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে তাদের পরিচয়পত্র, ফিঙ্গার পৃন্ট নেয়া হয়েছে। নানান ডাটাবেজে স্ক্যান করে দেখা হয়েছে। ফটোগ্রাফারদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যেনো তারা সময়ের আগেই লোড করে না নেয় তাদের ক্যামেরাগুলোকে, কারণ এখানেই এক্স-রে'তে পরীক্ষা করা হবে, ফটোগ্রাফাররা যখন ক্যামেরা লোড করবে তখন তাদের নিজেদের ওপরও চোখ রাখা হবে। আর সবার মোবাইলফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, ট্যাগ লাগিয়ে সরিয়ে রাখা হয়েছে নির্ধারিত জায়গার বাইরে। প্রেস কনফারেন্সের শেষে নিজ নিজ মালিকের কাছে ফেরত যাবে ওগুলো। খুঁটিনাটি কোনো জিনিসই ভালোভাবে খতিয়ে দেখা বাকি নেই।

যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হাজির হলেন, অন্য সব সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের সাথে তার পাশে ছিল জেমি হালও। নিজের দলের সবার সাথে এবং অন্য দুই দেশের নিরাপত্তা বিভাগের প্রধানদের সাথে ইলেকট্রনিক ইয়ারবাডের সাহায্যে সব সময় যোগাযোগ রাখছে হাল। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের থেকে একটু তফাতে এল রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকসান্দর ইয়েভতুশেঙ্কো, সাথে এল বোরিস আর এক দল গোমড়ামুখো এফএসবি এজেন্ট। তাদের পেছন পেছন এল চার ইসলামিক দেশের প্রধান। সাথে করে নিয়ে এল নিজ নিজ দেশের সিকিউরিটি সার্ভিসের প্রধানদেরকে।

সাধারণ মানুষজন আর প্রেসের ভীড়টা সামনে এগিয়ে গেল কিন্তু পিছু হটিয়ে দেয়া হল তাদেরকে গণ্যমান্য ব্যক্তিতে ভরা মঞ্চটার সামনে থেকে। মাইক্রোফোনগুলো টেস্ট করা হয়েছে। সরাসরি সম্প্রচার শুরু করেছে টেলিভিশন ক্যামেরাগুলো। প্রথম মাইক্রোফোন নিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। লম্বা, সুদর্শন মানুষ তিনি, খাড়া নাক আর শিকারী কুকুরের মত চোখ।

"সারা বিশ্ববাসী আমার বন্ধুরা," ঘোষণা দেবার সুরে বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথা শুরু করলেন তিনি, প্রেসিডেন্ট হবার পথে বহু প্রাইমারি রেসে শাণিত হয়েছে যে কণ্ঠ, যে কণ্ঠের কোনো অমসৃণ প্রান্ত থেকে থাকলে তা মসৃণ হয়েছে অগণিত প্রেস কনফারেন্সে, পালিশ হয়েছে রোজ গার্ডেন আর ক্যাম্প ডেভিডের অন্তরঙ্গ ভাষণে। "বিশ্ব শান্তির জন্য, সন্ত্রাস ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার ও মুক্তির সংগ্রামের জন্য আজ এক বিশেষ দিন।

"আজ আবার আমরা উপস্থিত হয়েছি বিশ্ব ইতিহাসের পালাবদলের লগ্নে। আমরা কি সমগ্র মানবজাতিকে অন্ধকারে এবং অন্তহীন যুদ্ধে তলিয়ে যেতে দেব, না কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে যাব গোপন শত্রুকে সমূলে উৎপাটন করতে?

BanglaBook.org

"সন্ত্রাসের শক্তিরা আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। আর আপনারা নিশ্চিতভাবে জানবেন, সন্ত্রাসবাদ হল আধুনিক যুগের হাইড্রা, বহু মাথাওয়ালা দানব। আমাদের সামনে যে কণ্টকিত পথ রয়েছে তাকে আমরা খাটো করে দেখছি না কিন্তু আমরা একসাথে লড়াই করে এগিয়ে যাবার যে স্বপ্ন দেখছি তা থেকেও সরে আসব না। বহু মাথাওয়ালা দানবকে আমরা ধ্বংস করতে পারব। কেবলমাত্র তখনই যখন আমরা একত্রিত থাকব। কেবলমাত্র সমন্বিত অবস্থাতেই আমরা এ বিশ্বকে এক নিরাপদ বাসস্থানরূপে গড়ে তুলতে পারব পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য।"

প্রেসিডেন্টের ভাষণ শেষে তুমুল হর্ষধ্বনি শোনা গেল। তারপর তিনি মাইক্রোফোনটা দিলেন রাশিয়ান প্রেসিডেন্টকে। তিনিও প্রায় একই রকম কথা বললেন এবং তুমুল করতালি পেলেন। চার আরব নেতা এক এক করে ভাষণ দিলেন, তাদের ভাষণ আরেকটু বিচক্ষণ ছিল বটে। কিন্তু তারাও মূলত আলোকপাত করলেন সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদকে চিরতরে মুছে ফেলার ব্যাপারে।

একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়ে গেল। তারপর ছ'জন রাষ্ট্রপ্রধান দাঁড়িয়ে পড়লেন ছবি তোলার জন্য। দৃশ্যটা আসলেই দারুণ, আরো দারুণ আর স্মরণীয় হয়ে পড়ল যখন তারা একতার এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন।

আনন্দে উৎফুল্ল অবস্থায় সরে যেতে লাগল ভীড়টা। এমনকি সবচেয়ে কাহিল সাংবদিক ও তার ফটে গ্রাফারও স্বীকার করল, সামিটটা সত্যিই একটা দুরন্ত সূচনা পেয়েছে।

"বুঝতে পারছো না, এই নিয়ে তিনবার আমার লেটেক্স গ্লাভস চেঞ্জ করলাম?"

দাগপড়া আর রক্তের ছোপ লাগা টেবিলটার কাছে বসে আছে স্পালকো, আগের দিন অ্যানাকা যে চেয়ারটায় বসেছিল সেটাতে। তার সামনে একটা বেকন, লেটুস আর টমেটোর স্যান্ডউইচ, আমেরিকায় অপারেশনগুলোর মাঝে লম্বা বিশ্রামের সময়গুলোতে সুদৃশ্য প্লেটের ওপর রয়েছে স্যান্ডউইটচা আর তার ডান হাতের ফাইন কৃস্টালের মোটা গ্লাসটাতে রয়েছে উঁচুমানের বোরদ্য।

"সমস্যা নেই। সময় ফুরিয়ে আসছে," নিজের কব্জির ক্রোনোমিটারটার কৃস্টালে চাপড় দিলো সে। "মনে হচ্ছে মিঃ বর্ন, আমার চমৎকার বিনোদন শেষ হয়ে আসছে। বলতে বাধ্য হচ্ছি, দারুণ এক রাত আমাকে উপহার দিয়েছো তুমি।" খেঁকখেঁকিয়ে হাসল সে। "আমি তোমার জন্য যা করেছি তার থেকে বেশি এটা, বলতে বাধ্য হচ্ছি।"

স্পালকোর স্যান্ডউইচটা নিখুঁত দুটো ত্রিভুজে ভাগ করে কাটা হয়েছে, একদম তার নির্দেশ মোতাবেক। একটা টুকরো তুলে নিয়ে তাতে কামড় বসাল সে। ধীরে ধীরে আয়েশের সাথে চিবুচ্ছে। "তুমি জানো, মিঃ বর্ন, বেকন, লেটুস আর টমেটো

BanglaBook.org

স্যান্ডউইচ ভালো হয় না যদি না বেকনটা সদ্য রান্না করা হয় কিংবা সম্ভব হলে মোটা করে স্লাইস করা না হয়।" গিলল সে। নামিয়ে রাখল স্যান্ডউইচটা, কৃস্টাল গ্লাসটা তুলে ধরে খানিকটা বোরদ্যু নিল নিজের মুখে, তারপর চেয়ারটা ঠেলে পেছনে সরাল, উঠে হেটে গেল যেখানে ডেন্টিস্টের চেয়ার টার সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে বর্নকে। বুকের ওপর ঝুলে আছে ওর মাথাটা, শরীরের আশপাশে দু'ফুট পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রক্ত।

একটা নাকল দিয়ে বর্নের মাথা তুলে ধরল স্পালকো। তীব্র ব্যথার ছাপ ফুটে উঠেছে ওর চোখে, চোখের কোণে কালি জমেছে। মুখটা মাখামাখি রক্তে। "চলে যাবার আগে ভাগ্যের পরিহাসটা তোমাকে বলা দরকার। আমার বিজয়ের ক্ষণটা চলে এসেছে। তুমি কি জানো না জানো সেটা কোনো ব্যাপার না। তুমি কথা বললে কি না বললে তাতেও কিছু যায় আসে না। আসল কথাটা হচ্ছে তুমি এখানে আটকা পড়ে আছো, কোনোভাবেই আমার কোনো ক্ষতি করার শক্তি আর নেই তোমার।" হেসে উঠল সে। "চুপ থাকার খেসারত যা দিতে হল তোমাকে। কী লাভ হল তাতে মিঃ বর্ন? কিছুই না।"

এলিভেটরটার পাশে করিডোরে গার্ডটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল খান, তারপর সাবধানে উল্টোদিকে সিঁড়িটার দিকে চলতে লাগল। সিঁড়ির সামনের দরজাটার তারের জালি দিয়ে বাঁধানো। রি-ইনফোর্সড গ্লাস প্যানেল দিয়ে দেখতে পেল সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করতে করতে বিড়ি টানছে দু'জন সশস্ত্র গার্ড, প্রতি পনের সেকেন্ড পর পর গ্লাস প্যানেলের মাঝ দিয়ে তাকাচ্ছে। দুজনের কোনো একজন ষষ্ঠ তলার করিডোরটা চেক করছে। সিঁড়িটা একটু বেশি ভালোভাবেই নিরাপদ করা হয়েছে।

পিছিয়ে এল খান। স্বাভাবিক দুলকি চালের ভঙ্গিতে পায়চারি করতে লাগল ও, ওজকারের কাছ থেকে কেনা এয়ারগানটা বের করে পাশে রাখল। গার্ডটা ওকে দেখামাত্রই এয়ারগানটা তুলল খান, একটা ডার্ট ছুঁড়ল লোকটার ঘাড়ে। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই পড়ে গেল সে। ডার্টটার ডগার কেমিক্যালের কারণে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে দ্রুত।

দৌড় দিলো খান। গার্ডটাকে পুরুষদের বাথরুমের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল ও কিন্তু তখনই দরজাটা খুলে দ্বিতীয় এক গার্ড বেরিয়ে এল, মেশিন পিস্তলটা তাক করে রেখেছে খানের বুক বরাবর।

"একদম নড়বে না," বলল সে। "অস্ত্রটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে খালি হাত দু'টো দেখাও আমাকে।"

আদেশ মোতাবেক কাজ করল খান। গার্ড যাতে পরীক্ষা করতে পারে সেজন্য

BanglaBook.org

হাত দুটো বাড়িয়ে দেবার সময় নিজের কব্জির ভেতরের দিকে লুকোনো একটা স্প্রিং বসানো খাপ স্পর্শ করল সে। ঝট করে একটা হাত নিজের গলার কাছে নিয়ে গেল গার্ডটা। কিন্তু হঠাৎই বেচারা আবিষ্কার করল, সে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার আগে ওটাই ছিল তার শেষ চিন্তা।

দুটো লাশই পুরুষদের টয়লেটে নিয়ে এল খান, তারপর ওয়াল-প্যানেলের কলবাটনটা টিপল। খানিক বাদে এলিভেটর ক্যাবটা এসে যাবার সময় দরজাটা দু'দিকে সরে গেল। ভেতরে ঢুকে চতুর্থ তলায় যাবার সুইচ টিপল ও। নামতে শুরু করল এলিভেটর। কিন্তু পঞ্চম তলা পার হবার পর ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল ওটা। কয়েকটা বোতাম টিপে দেখল খান, লাভ হল না। আটকে গেছে এলিভেটরটা, সন্দেহ নেই কেউ ইচ্ছে করেই আটকিয়েছে ওটা। খানের জানা আছে স্পালকোর পাতা এই ফাঁদ থেকে বের হবার জন্য খুব কম সময় আছে ওর কাছে।

ক্যাবের ভেতরের দেয়ালের সাথে বসানো হ্যান্ডরেইলটাতে ওঠাল ও, ওপরের দিকের মেইনটেনেন্স হ্যাচের দিকে প্রসারিত করল শরীরটাকে। ওটা খুলতে যাবার ঠিক আগ মুহূতে থামল, তাকাল আরো ভালো করে। ওই ধাতব ঝিলিকটা কিসের? ওজকারের দেয়া কিট থেকে মিনিলাইটটা বের করল ও, সবচেয়ে দূরের কোণার স্ক্রুটার ওপরে আলো ফেলল, ওটার চারপাশে খানিকটা তামার তার পেঁচানো আছে। বুবিট্র্যাপ বসানো হয়েছে। খান জানে, হ্যাচটা তুলতে গেলেই ক্যাবের ওপর রাখা একটা চার্জ বিস্ফোরিত হবে।

এমন সময়ে একটা ঝাঁকুনিতে মনোযোগ টুটে গেল তার, কাত হওয়া এলিভেটরটার শ্যাফট ধরে ধীরে ধীরে পড়তে লাগল।

ফোনটা বেজে ওঠায় ইন্টেরোগেশন রুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এল স্পালকো। তার বেডরুমের জানালা দিয়ে রোদের বন্যা এসে পড়েছে ভেতরে, সেটাতে গিয়ে দাঁড়াল সে, উত্তাপটা অনুভব করল মুখের ওপর।

"হুম?"

একটা কণ্ঠস্বর কথা বলে উঠল তার কানের মধ্যে, তার পাল্‌স বেড়ে গেল কথাগুলো শুনে। সে এখন এখানে! খান এখন এখানে। মুঠোয় পরিণত হল তার হাত। এবার দুটোকেই পেয়েছে স্পালকো। এখানকার কাজ প্রায় শেষই হয়ে এসেছে। নিজের লোকজনদেরকে তৃতীয় ফ্লোরে ডাকল সে, তারপর মেইন সিকিউরিটি ডেস্ককে ডেকে বলল একটা ফায়ার ড্রিল করতে যাতে, সব সাধারণ হিউম্যানিস্টাস কর্মচারীরা যেনো বিল্ডিং ছেড়ে ভাগে। বিশ সেকেন্ডের মাঝে বেজে উঠল ফায়ার অ্যালার্মটা, গোটা বিল্ডিং জুড়ে সব নারী-পুরুষ অফিস ছেড়ে বেড়িয়ে এলো, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে, যেখান থেকে বাইরের রাস্তায় নিয়ে

BanglaBook.org

যাওয়া হল ওদেরকে। ততক্ষণে নিজের ড্রাইভার আর পাইলটকে কল করেছে স্পালকো, ফেরিহেগি এয়ারপোর্টের হিউম্যানিস্টাস হ্যাঙ্গারে প্রস্তুত রাখতে বলেছে জেটটাকে। পূর্বের নির্দেশমত আগে থেকেই পরীক্ষা করে আর জ্বালানী ভরে রাখা হয়েছে একটা ফ্লাইট প্ল্যান।

জেসন বর্নের কাছে ফেরার আগে আরো একটা কল করা বাকি ছিল তার।

"খান এই বিল্ডিংয়ে ঢুকে পড়েছে," অ্যানাকা ফোনের অ্যানসার দেবার পর বলল সে। "এলিভেটরে আটকা পড়েছে সে। যদি পালানোর চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে আমার লোকদেরকে পাঠিয়েছি তার সাথে বোঝাপড়া করতে। কিন্তু তুমি তো ওকে অন্য সবার চাইতে ভালোভাবে জানো।" অ্যানাকা প্রত্যুত্তর দেবার পর নাক দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত করল সে। "তুমি যা বলছ তা কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। যেভাবে ভালো মনে হয় সেভাবেই ডিল করে ব্যাপারটা।"

হাতের তালু দিয়ে ইমার্জেন্সি স্টপ বাটনটা টিপল খান কিন্তু তাতে লাভ হল না, এলিভেটরটা নামতেই থাকল। ওজকারের কিট থেকে একটা টুল নিয়ে ডিসপ্লে প্যানেলটা দ্রুত খুলল। ভেতরে অনেকগুলো তার কিন্তু তার মধ্য থেকে ইমার্জেন্সি ব্রেকের তারগুলো কেটে রাখা হয়েছে দেখতে পেল। দ্রুত ওগুলোকে জোড়া লাগালো। আর সাথে সাথে ধাতব ঘর্ষণের শব্দ তুলে ঝট করে থেমে গেল ক্যাবটা, ইমার্জেন্সি ব্রেক কাজ করেছে। তৃতীয় আর চতুর্থ তলার মাঝে থেমে রইল ক্যাবটা, দম বন্ধ করে তারগুলোর ওপর কাজ চালিয়ে গেল খান।

তৃতীয় তলায় স্পালকোর সশস্ত্র লোকেরা আউটার এলিভেটরের কাছে পৌঁছে গেল। একটা ফায়ার-কি ব্যবহার করে দরজা দুটো টেনে খুলল ও, শ্যাফট অর্থাৎ এলিভেটরের সুড়ঙ্গটা উন্মোচন করল। মাথার উপরেই থেমে থাকা ক্যাবটার তলা দেখতে পেল ওরা। স্পালকোর আদেশ পেয়েছে তাদের জানা আছে কি করতে হবে। মেশিন পিস্তলগুলো তাক করে গুলি বর্ষণ শুরু করল তারা ঝাঁঝড়া করে দিলো ক্যাবটার দৃশ্যমান তলাটার বেশিরভাগ। এমন ভয়ংকর গোলাগুলির মুখে পড়ে বাঁচা সম্ভব নয় কারো পক্ষে।

শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে এলিভেটর শ্যাফটের সেটব্যাকের দেয়ালে হাত-পা শক্ত করে চেপে ধরে ঝুলে থাকা খান দেখলো কিভাবে ক্যাবের নিচের অংশটা খসে পড়ে গেল। ক্যাবের দরজা আর শ্যাফটটার কারণে ছিটকে আসা বুলেটগুলো থেকে আড়ালে ছিল। তবে প্যানেলের তারগুলো জোড়া লাগিয়ে ইতিমধ্যে ক্যাবের দরজা সামান্য খুলতে পেরেছে যাতে করে কোনোমতে বেরিয়ে যাওয়া যায়। শরীরটাকে চেপে চেপে ওপর দিক জায়গা করে নিচ্ছিল। ক্যাবের একদম ছাদের ওপার চলে গিয়েছিল দু' দিকের দেয়ালে হাত আর পায়ের চাপ দিয়ে শরীরটাকে ঝুলিয়ে রেখে, তখনই শুরু হয় গুলিবর্ষণ।

এখন, কানের মাঝে প্রতিধ্বনিত হতে থাকা গুলির শব্দের মাঝেই একটা গুঞ্জন

BanglaBook.org

শুনল ও। যেনো মৌচাক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে একপাল মৌমাছি। ওপরে তাকিয়ে ও দেখতে পেল একজোড়া র‍্যাপেলিং লাইন নিচের দিকে ঝুলছে শ্যাফটের ওপরের অংশ থেকে। খানিক বাদে দাঙ্গা পোশাক পরা দুই সশস্ত্র গার্ড নেমে এল লাইন দুটো বেয়ে।

খানকে দেখতে পেয়ে মেশিন পিস্তল ঘোরাতে শুরু করল একজন। নিজের এয়ার গান দাগল খান, ঐ গার্ডের অসাড় আঙুল থেকে পড়ে গেল অস্ত্র। দ্বিতীয় জন খানের দিকে অস্ত্র তাক করার সময় লাফিয়ে বেরিয়ে এল ও, অজ্ঞান গার্ডটাকে আঁকড়ে ধরল যে কিনা এখনো লাইনে বাঁধা হার্নেসের কারণে ঝুলছে। দ্বিতীয় গার্ডটার চেহারা দেখা যাচ্ছে না, দাঙ্গা-হেলমেটের কারণে গুলি করল সে খানের দিকে। দড়ি-বাঁধা অজ্ঞান গার্ডটার শরীর ঘুরিয়ে গুলিগুলোকে ঠেকাল খান। পা বাড়িয়ে লাথি মারল। দ্বিতীয় গার্ডটার হাত থেকে ছুটিয়ে দিলো মেশিন পিস্তলটাকে।

এলিভেটর ক্যাবটার ছাদের ওপর রয়েছে ওরা এখন। মেইনটেনেন্স হ্যাচটার মাঝখানে টেপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে ছোটো বর্গাকার আকারের সি-ফোর বিস্ফোরক, ওটার সাথে কৌশলে তার লাগিয়ে বানানো হয়েছিল বুবি ট্র্যাপ্টা। খান দেখতে পেল স্ক্রুগুলো ঢিলে হয়ে গেছে; যদি ওদের দু'জনের কেউ একজন অসাবধানে হ্যাচ প্লেটটাকে ঠেলা দিয়ে সামান্য পরিমাণও সরিয়ে দেয়, পুরো ক্যাবটাই বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

এয়ারগানের ট্রিগার চাপল খান। কিন্তু গার্ডটা দেখেছে তার সঙ্গীর নাজেহার অবস্থা। তাই লাফিয়ে সরে গেল সে। গড়িয়ে লাথি ছুঁড়ে খানের হাত থেকে এয়ারগানটা ফেলে দিলো গার্ড। একই সাথে সঙ্গির মেশিন পিস্তলটা তুলে নিল সে। তার হাতের ওপর পা বসিয়ে দিলো খান, গোড়ালী দিয়ে পিষে হাত থেকে সরিয়ে আনতে চাইল পিস্তলটা। কিন্তু এর মাঝে আবার তৃতীয় তলার গার্ডরা ওপরের দিকে, শ্যাফটের মধ্যে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে।

খানের মনোযোগ সরে যাওয়ার সুযোগ দিলো গার্ড, পাশ থেকে খানের পায়ে মেরে মেশিন পিস্তলটাকে উদ্ধার করল সে। গুলি করার সাথে সাথে ক্যাবটা ছেড়ে লাফ দিলো খান। শ্যাফটের গা বেয়ে ছেঁচড়ে নামতে লাগল সেখানটায় যেখানে ইমার্জেন্সি ব্রেকটা এক্সটেন্ড করা হয়েছে। গুলিবৃষ্টি থেকে আড়ালে এসে ব্রেক মোকানিজমটার ওপর কাজ করতে শুরু করল ও। এদিকে ছাদের গার্ড ওকে অনুসরণ করে ক্যাবের ছাদ থেকে পেটের ওপর ভর দিয়ে মেশিন পিস্তলটা তাক করল খানের দিকে। সে গুলি করা শুরু করার সাথে সাথেই ইমার্জেন্সি ব্রেকটা ছুটিয়ে দিতে পারল খান। হতভম্ব গার্ডসমেত শ্যাফ বেয়ে নিচের দিক পড়তে লাগল এলিভেটরটা।

সবচেয়ে কাছের র‍্যাপেলিং দড়িটার দিকে লাফ দিলো খান, ওটা ধরে বেয়ে উঠতে লাগল সে। যখন চতুর্থ তলায় পৌছে গিয়ে ম্যাগনেটিক লকটার ওপর এসি কারেন্ট দিচ্ছিল তখন সাব-বেজমেন্টে শ্যাফটের তলাটায় গিয়ে আঘাত করল ঝাঁকুনি

BanglaBook.org

খেতে খেতে আস্তে ধীরে নামতে থাকা ক্রাবটা। ধাক্কার ফলে মেইনটেনেন্স হ্যাচটা নড়ে গিয়ে ডেটোনেটেড হয়ে গেল সি-ফোরটা। বিস্ফোরণের ধাক্কা উঠে এল শ্যাফট বেয়ে। আর ততক্ষণে অকেজো হয়ে গেছে ম্যাগনেটিক লকটার সার্কিট, দরজা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছে খান।

চতুর্থ তলার ভেস্টিবিউরটা পুরোটাই ক্যাফে আওলেইট মার্বেলে মোড়ানো। ফ্রস্টেড গ্লাসের বাতি নরম আলো ছড়াচ্ছে পরোক্ষভাবে। ঢুকে পড়ার পরপরই, খুব বেশি হলে পাঁচ গজ দূরে অ্যানাকাকে দেখতে পেল খান। হলটা ধরে হেটে যাচ্ছে সে। পরিষ্কাভাবেই বেশ অবাক হয়েছে অ্যানাকা, খান ভাবল কিন্তু ঘাবড়ে যায়নি একটুও। কোনো সন্দেহ নেই। সে কিংবা স্পালকো একবারও ভাবে নি খান বেঁচেবর্তে চতুর্থ তলায় উঠে আসতে পারবে। নিঃশব্দে হেসে ধাওয়া করতে শুরু করল ও। স্পালকো আর অ্যানাকাকে দোষ দিতে পারল না; আসেলই দারুণ খেল দেখিয়ে এখানে পৌছাতে হয়েছে ওকে।

সামনে একটা দরজা দিয়ে ঢুকে গেল অ্যানাকা। যখন দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করল সে, তালাটা ক্লিক করে বসে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল খান। ও জানে তাড়াতাড়ি বর্ন আর স্পালকোর কাছে যেতে হবে ওকে কিন্তু অ্যানাকা এখন এমন এক তুরুপের তাসে পরিণত হয়েছে যাকে উপেক্ষা করতে পারছে না। তালাবদ্ধ দরজাটার কাছে যেতে যেতেই কয়েকটা পিক বের করে নিল খান। একটা পিক ঢুকিয়ে দিয়ে তালার ভেতরের কলকব্জা বুঝে নিল ও। খুব বেশি হলে পনের সেকেন্ড লাগল দরজাটা খুলতে, এই অল্প সময়ে কেবলমাত্র ঘরটার অপর প্রান্ত পর্যন্তই যেতে পেরেছে অ্যানাকা। অন্য দরজাটা দিয়ে ঢুকে যাবার সময় কাঁধের ওপর দিয়ে একটা ভয়ার্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিলো সে।

ভালো করে ভেবে দেখল অ্যানাকার অভিব্যক্তিতে সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত ছিল খানের। কখনো আতঙ্ক প্রকাশ করে না অ্যানাকা। খান অবশ্য বিশ্রী রুমটাকে দেখেই সতর্ক হয়ে গেছে, ওটা ছোটো আর চতুস্কোণ, আসবাবপত্র কিংবা জানালাবিহীন। অসমাপ্তই যে রয়ে গেছে রুমটা, পুরো রুমের রং মরার মত সাদা। কোনো ফার্নিচার নেই। কিন্তু সতর্ক হতে হতেও দেরি করে ফেলেছে ও, কারণ মৃদু হিসস শব্দটা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। মাথা তুলে দেখতে পেল দেয়ালের ওপর দিকে বসানো ভেন্টগুলো, যেগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে গ্যাস। দম চেপে ধরে ওদিকের দরজাটার কাছে গেল ও। তালাটা খুলেও ফেলল কিন্তু তবু খুলল না দরজাটা। যেটা দিয়ে ঢুকেছিল আবার সেই দরজাটার কাছে দৌড়ে গেল। নবটা ঘুরিয়ে আবিষ্কার করল। এই দরজাটাও বাইরে থেকে বোল্টের মাধ্যামে আটকে দেয়া হয়েছে।

বদ্ধ ঘরটায় গ্যাসে ভরে যেতে শুরু করেছে। খুব ভালোভাবেই আটকা পড়ে গেছে খান।

BanglaBook.org

উচ্ছিষ্ট ভরা চীনামাটির প্লেট আর বোরদ্যুর তলানীওয়ালা পেটমোটা গ্লাসটার পাশে স্তে পান স্পালকো সেসব জিনিস সাজিয়ে রেখেছে যেসব জেসন বর্নের কাছ থেকে নিয়েছে সিরামিকের পিস্তল, ককলিনের সেলফোন, টাকার বান্ডিল আর সুইচব্লেড ছুরি।

আহত-রক্তাক্ত বর্ন বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে গভীর ডেল্টা মেডিটেশন বা ধ্যানে ডুবে আছে। এর মাধ্যমে প্রথমত, স্পালকোর হাতিয়ারের প্রতিটা কোপ আর মোচড়ের দেয়া তীব্র যন্ত্রণা থেকে বেঁচেছে, দ্বিতীয়ত, দেহের অভ্যন্তরে জিইয়ে রেখেছে, আর তৃতীয়ত নির্যাতনের ফলে আসা দুর্বলতাটা ঝেড়ে ফেলে শরীরটাকে সমর্থ রেখেছে।

ওর ফাঁকা মনের ভেতর আগুনের ভেলকির মত উঁকি দিচ্ছে মেরি, অ্যালিসন আর জেমি'র চিন্তা কিন্তু তারচেয়েও বেশি করে দেখা দিচ্ছে সূর্যালোকিত নম পেনে কাটানো ওর সময়টা। একদম নিস্তরঙ্গভাবে শান্ত হয়ে পড়া ওর মনটাতে জেগে উঠেছে ডাও। জোশুয়া আর অ্যালিসা। জোশুয়ার দিকে একটা বেসবল ছুঁড়ে দিচ্ছিল ও দেখাচ্ছিল আমেরিকা থেকে আনা বেসবল গ্লাভসটা কি করে ব্যবহার করতে হয়, এমন সময় ওর দিকে ঘুরে জোশুয়া বলল, "আমাদেরকে বাঁচাও নি কেন তুমি?" খানিকক্ষণের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল বর্ন, তারপর মনের ভেতর খানের মুখটা দেখতে পেল। তারাবিহীন আকাশে পূর্ণ চাঁদ ভেসে উঠেছে।

মুখ খুলে খান বলল, "জোশুয়া আর অ্যালিসার নকল বানানোর চেষ্টা করেছ তুমি। এমনকি তাদের নামের প্রথম অক্ষরগুলোও ব্যবহার করেছ।"

নিজের তৈরি মেডিটেশনটা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল ও, স্পালকোর মারাত্মক নির্যাতনের বেশিরভাগই ঠেকানের জন্য স্বনির্মিত দূর্গ থেকে ভাগতে চাইল। ওই অনুযোগের হাত থেকে বাঁচতে চায় বর্ন। বাঁচতে চায় পর্বতপ্রমাণ অপরাধবোধ থেকে।

অপরাধবোধ।

নিজের অপরাধবোধের হাত থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে বর্ন। যখন খান ওকে বলেছে সে আসলে কে, তখন থেকে সত্যের বিপরীত দিকে ছুটছে। ঠিক যেভাবে ও নমপেন ছেড়ে ভেগেছিল যত দ্রুত সম্ভব। ওর ধারণা ছিল ওর জীবনে যে ট্র্যাজেডিটা হয়ে গেছে তা থেকে সরে আসছিল ও কিন্তু সত্যি কথাটা হচ্ছে ও আসলে পালাচ্ছিল অসহনীয় অপরাধবোধ থেকে। পরিবারের সবচেয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তের তাদেরকে রক্ষা করতে পারে নি। সত্যের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে কেটে পড়েছিল।

রক্ষা করো ঈশ্বর! এই ব্যাপারে তো বর্ন একটা কাপুরুষ, ঠিক যেমনটা অ্যানাকা বলেছিল।

রক্তলাল চোখ দিয়ে বর্ন দেখল, স্পালকো টাকাগুলোকে পকেটস্থ করে পিস্তলটা তুলে নিল। "বিশ্বের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে আমার পথ থেকে সরিয়ে রাখতে তোমাকে ব্যবহার করছিলাম আমি, সুকৌশলে তোমার দিকে সবার মনোযোগ সরিয়ে

BanglaBook.org

দিয়ে। সে কাজটা বেশ ভালোভাবেই করেছ বটে তুমি।" পিস্তলটা বর্নের দিকে তাক করল। বর্নের দু'চোখের মাঝখানের ঠিক ওপরটাতে। "কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে আমার কাছে।" ট্রিগারের ওপর চপে বসতে লাগল তার আঙুল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল অ্যানাকা। "খান এই তলায় উঠে এসেছে," বলল সে।

চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিস্ময়টা ঢাকতে পারল না স্পালকো। "বিস্ফোরণের শব্দ তো শুনলাম। ও মরে নি তাতে?"

"কিভাবে যেনো এলিভেটরটাকে ক্র্যাশ করিয়েছে ও। সাব বেজমেন্টে ফেটেছে ওটা।"

"ভাগ্য ভালো, এতক্ষণে অস্ত্রের সর্বশেষ চালানটা পৌছে গেছে বোটে করে।" শেষ পর্যন্ত অ্যানাকার দিকে দৃষ্টি ঘোরাল স্পালকো। "খান এখন কোথায়?"

"তালাবদ্ধ রুমটায় আটকে আছে। এখন চলে যেতে আমাদেরকে।"

মাথা ওপর নিচ করল স্পালকো। খানের দক্ষতার সাথে তুলনা করলে অ্যানাকা তো মশা। তাদের মাঝের মিথ্যার জালটাকে ছড়াতে দিয়ে ভালোই করেছিল স্পালকো। দু'মুখো সাপ অ্যানাকা খানের সম্বন্ধে যতটা জেনেছে ততটা আশা করতে পারে নি স্পালকো কখনো। তবু বর্নের দিকে তাকাল সে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় বর্নের সাথে তার কাজ শেষ হয় নি।

"স্তেপান," তার বাহুতে একটা হাত রাখল অ্যানাকা। "প্লেনটা অপেক্ষা করছে। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে বিল্ডিং থেকে বের হবার জন্য সময়ের দরকার আমাদের। ফায়ার সার্কিটগুলো চালু হয়ে গেছে আর সব অক্সিজেন এলিভেটর শ্যাফট থেকে পাম্প করে বের করে নেয়া হচ্ছে যাতে বড় কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। তবুও লবিতে আগুন লেগেছে মনে হয়, আর ফায়ার ওয়াগনগুলো এখনো না এসে থাকলে শিগগিরই এসে পড়বে।"

সব দিক ভেবে দেখেছে অ্যানাকা। সম্মতির চোখে তার দিকে তাকাল স্পালকো। তারপর বিনা নোটিশে বর্নের সিরামিক পিস্তল ধরা হাতটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘোরালো, ব্যারেলটা বসিয়ে দিলো বর্নের মাথায়।

"আমাদের প্রথম এবং শেষ মোলাকাতের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এই পিস্তলটা নিয়ে যাচ্ছি আমি।"

তারপর রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে আর অ্যানাকা।

BanglaBook.org

খান শুয়ে পড়েছে পেটের ওপর ভর দিয়ে, ওজকারের কাছ থেকে নেয়া একটা ছোটো ক্রো-বার ব্যবহার করে দেয়ালের নিচের একটা কাঠের মোল্ডিংয়ের বাড়ি দিচ্ছে প্রবলভাবে। গ্যাসের কারণে জ্বলছে আর পানি গড়াচ্ছে ওর চোখে দুটো থেকে।

ফুসফুস দুটো আরেকটু হলেই যেনো ফেঁটে যাবে আক্সিজেনের অভাবে। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড হাতে আছে ওর, তারপরই অজ্ঞান হয়ে যাবে, স্বয়ংক্রিয়-স্নায়ু ব্যবস্থার কারণে শ্বাসের সাথে টেনে নেবে গ্যাসটাকে।

কিন্তু এর মাঝেই মোল্ডিংয়ের একটা অংশ উপড়ে পেরতে পেরেছে ও, সাথে সাথে অনুভব করল পাশের ঘরটা থেকে আসা ঠাণ্ডা পানির ঝলকানি। সদ্য বানানো ফোকরটাতে নাক গলিয়ে দিয়ে তাজা বাতাস টেনে নিল খান। তারপর দ্রুত হাতে ওজকারের দেয়া সি-ফোর বিস্ফোরকের ছোটো অংশটা বের করল। আইটেমের লিস্টে থাকা এই জিনিসটার কারণে ওজকার বুঝতে পেরেছিল কেমন মারাত্মক বিপদের মুখোমুখি হবে খান, তাই এস্কেপ কিটটা ওকে দিতে প্ররোচিত হয়েছিলো সে বাড়তি সুরক্ষা হিসেবে।

ফোকরটায় নাক রেখে আরেকটা গভীর নিঃশ্বাস নিল খান, তারপর ফোকরটার যতটা ভেতরে সম্ভব ঠেরে দিলো সি-ফোরের প্যাকেটটা। রুমের অন্য প্রান্তে হাঁচড়ে পাঁচড়ে চলে গিয়ে রিমোটটা টিপল ও।

যে বিস্ফোরণটা হল তাতে দেয়ালে একটা বড় ফুটো হয়ে গেল। আর তার ফলে দেয়ালের একটা অংশ ধ্বসেই পড়ে গেল। প্লাস্টিক আর কাঠের গুঁড়ো নিচে পড়ার আগেই ফুটোটার মধ্য দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল খান, ঢুকে পড়ল স্তেপান স্পালকোর বেডরুমে।

জানালা দিয়ে উপচে পড়ছে সূর্যের আলো, নিচে দেখা যাচ্ছে দানিউবের চকমকানি। সব ক'টা জানালা করে খুলে দিলো খান, এ ঘরে যতটা গ্যাস চুঁইয়ে এসেছে সেটাকে দূর করতে চাইছে। এমন সময় সাইরেনের শব্দ শুনতে পেল। বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেল দমকলের ট্রাক আর পুলিশের গাড়িগুলোকে, সবার ব্যস্ত সমস্ত নড়াচড়াকে। জানালার কাছ থেকে পিছিয়ে এল ও। চারদিকে তাকিয়ে মানিয়ে নিচ্ছে হার্নের কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখা আর্কিটেকচারাল নকশার সাথে।

যেখানে ফাঁকা জায়গাটার অবস্থান দেখেছিল সেদিকে ঘুরল। চকচকে কাঠের ওয়াল প্যানেলগুলোকে দেখতে পেল। প্রতিটা প্যানেলে কান লাগিয়ে আঙুলের গাঁট দিয়ে ঠুকে দেখল। এমন করতে করতে বের করে ফেলল যে বাম দিক থেকে চতুর্থ প্যানেলটা একটা দরজা আসলে। প্যানেলটার বামদিকটাতে চাপ দিলো, ভেতরের দিকে খুলে গেল ওটা।

কালো কংক্রিট আর সাদা টাইল্সের ঘরটাতে পা দিলো খান। ঘাম আর রক্তের গন্ধ ছুটেছে এখানটাতে। রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত জেসন বর্নের সামনে নিজেকে আবিষ্কার করল ও। বর্নের দিকে তাকাল। ডেন্টিস্টের চেয়ারে বাঁধা পড়ে আছে বর্ন, রক্তের বৃত্ত রচিত হয়েছে তার চারপাশে। কোমরের ওপরে কোনো জামা নেই বর্নের গায়ে। ওর হাত, কাঁধ, বুক আর পিঠের মাংস ফুটো ফুটো ক্ষত আর ফোস্কা পড়া চামড়ায় ভর্তি। যে দুটো ব্যান্ডেজের আউটার লেয়ার দুটো ওর পাঁজরকে ঢেকে রেখেছিল সেগুলোকে

BanglaBook.org

ছিড়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে নিচের আস্তরণটা এখনো আছে।

বর্নের মাথা ঘুরল। আহত ষাঁড়ের দৃষ্টিতে খানকে জরিপ করল সে, রক্তাক্ত কিন্তু অপরাজিত।

"দ্বিতীয় বিস্ফোরণটার শব্দ শুনলাম," তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল বর্ন। "আমি ভেবে ছিলাম তুমি মরে গেছ।"

"হতাশ নাকি?" দাঁত বের করল খান।

"কোথায় সে? কোথায় স্পালকো?"

"বেশিই দেরি করে ফেলেছ মাঠে নামতে," বর্ন বলল। "ভেগেছে সে, তার সাথে গেছে অ্যানাকা ভেডাস।"

"আগাগোড়াই তার পক্ষে কাজ করছিল অ্যানাকা," খান বলল, "ক্লিনিকে তোমাকে সাবধান করতে চাচ্ছিলাম কিন্তু তুমি তো শুনলে না।"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বর্ন, কঠিন ভর্ৎসনার সাথে বন্ধ করল চোখ। "সময় ছিল না হাতে।"

"কথা শোনার সময় তো তোমার কখনো থাকে বলে দেখি নি আমি।"

বর্নের দিকে এগোল খান। গলায় একটা দলা আটকে আছে যেনো তার। ও জানে ওর এখন স্পালকোর পেছনে ছোটার কথা কিন্তু কোনো কারণে যেনো পায়ে শেকড় গজিয়েছে ওর। স্পালকো বর্নের যে ক্ষতি করেছে তার দিকে তাকাল।

বর্ন বলল, "আমাকে কি মেরে ফেলবে এখন?" কোনো প্রশ্নের মত শোনাল না কথাটাকে, স্রেফ যেনো বলার জন্যই বলা।

খান জানে এর চাইতে ভাল সুযোগ ও আর পাবে না। ওর ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা অন্ধকার জিনিসটা, যাকে ও লালন করেছে, যা হয়ে উঠেছিল ওর একমাত্র সঙ্গী, যা বেঁচে থেকেছিল ওর ঘৃণাকে খাদ্য বানিয়ে, ওর ভেতরে প্রতিদিন ছড়িয়ে দিয়েছিল বিষ, সেটা মরতে চাইছে না। বর্নকে মারতে চাইছে ওটা, আর খানের নিয়ন্ত্রণ নিয়েই নিয়েছে প্রায়। অবশ্য পুরোটা নয়। ও টের পেল পেটের নিচ থেকে ওর বুকের দিকে উঠে আসছে আলোড়নটা কিন্তু ওর হৃদয়কে ছুঁতে পারল না ওটা, তাই কোনোরকম অ্যাকশন নিল না।

দ্রুত নিজের গোড়ালীর ওপর ঘুরল। ফিরে গেল স্পালকোর বিলাসী বেডরুমে। খানিক বাদে ফিরল পানির গ্লাস হাতে। গ্লাসটা বর্নের মুখের কাছে ধরল ও। বর্ন ওটা খালি করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। যেনো নিজ থেকে নড়ে উঠল খানের হাত দুটো। বর্নের স্ট্র্যাপের বাকলগুলো খুলে দিয়ে মুক্ত করল তার কব্জি আর গোড়ালী দুটো।

বর্ন চেয়ে চেয়ে দেখল কিভাবে ক্ষতগুলোকে পরিস্কার জীবাণুমুক্ত করতে লেগে পড়েছে খান। চেয়ারের হাতল থেকে হাত তুলল না ও। এক অর্থে যখন মেডিটেশনে ছিল তখনকার চাইতেও বেশি অবশ অনুভব করছে এখন। খানের মুখের পানে চাইল, প্রতিটা বাঁক প্রতিটা কোণ, প্রতিটা অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। মুখটা কি ডাওয়ের

BanglaBook.org

আদল দেখতে পাচ্ছে ও। নাকটায় ওর নিজের আদল? নাকি এ সবই চোখের ভুল? এ যদি ওরই ছেলে হয়ে থাকে তাহলে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে হবে ওকে, জানতে হবে আসলে ঠিক কি ঘটেছিল। কিন্তু এখনো অনিশ্চয়তার দোলা অনুভব করছে, ছুঁয়ে যাচ্ছে আশঙ্কা। ও যে ওর ছেলেকে মৃত ধরে নেবার এতদিন পর তার মুখোমুখি হয়েছে সেটা যেনো ওর কাছে খুবই বেশি কিছু। অন্য দিকে, যে নীরবতাটা ওদের মাঝে চলছে সেটা একেবারেই অসহনীয়। আর তাই, যে নিরপেক্ষ টপিকটা নিয়ে ওরা দু'জনই ভয়াবহ উৎসাহী, সেটাতে ফিরল।

"তুমি জানতে চেয়েছিলে স্পালকো কিসের পেছনে মেতেছে," বলল বর্ন। জীবাণুনাশকের কারণে ওর শরীরের ভেতর একের পর এক যে ব্যথার ঢেউ বইছে তার মাঝে লম্বা করে শ্বাস নিচ্ছে। "ফেলিক্স শিকারের উদ্ভাবিত একটা অস্ত্র চুরি করেছে সে–একটা জীবাণু অস্ত্র, বহনযোগ্য বায়ো-ডিফিউজার। স্পালকো ঐ ক্লিনিকটার এক এপিডেমিওলজিস্ট পিটার সিডোকে বাধ্য করেছে পোলোডটা তার হাতে তুলে দিতে।"

রক্তে ভিজে চুপচুপে গজটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা তুলে নিল খান। "কোন্‌টা?"

"অ্যানথ্রাক্স, কিংবা কোনো পরিকল্পিত হেমোরহেজিক ফিভার। আমি ঠিক জানি না। যেটা নিশ্চিতভাবে জানা যায় তা হচ্ছে ওটা বেশ মারাত্মক।"

বর্নের ক্ষত পরিস্কার করার কাজ জারি রাখল খান। মেঝেময় এখন ছড়িয়ে আছে রক্তাক্ত গজের টুকরো। "এখন এসব বলছ কেন আমাকে?" সন্দেহের সাথে বলল সে।

"কারণ আমি জানি স্পালকো ওই অস্ত্র দিয়ে কি করতে চায়।"

কাজ ছেড়ে মুখ তুলল খান।

বর্ন টের পেল, খানের চোখের দিকে তাকানোটা শারীরিকভাবেই কষ্টকর। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে কথা চালিয়ে গেল ও। "স্পালকো এখন দৌড়ের ওপর আছে। তাড়াতাড়ি পৌছতে হবে তাকে। রিকিয়াভিকের টেরোরিজম সামিটে।"

মাথা ওপর নিচ করল বর্ন। "এটাই একমাত্র সম্ভাবনা যেটা খাপ খেয়ে যায়।"

খান উঠে দাঁড়াল, হোসের কাছে গিয়ে হাত কচলে ধুচ্ছে। গোলাপী পানিটা কিভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে বিশাল ঝাঁঝরিটার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

"সত্যিই তাই, যদি আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি," বলল সে।

"ওদের পেছনে লাগতে যাব আমি," বর্ন বলল। "টুকলোগুলোকে জোড়া দিয়ে আমি শেষতক বুঝলাম, ককলিন শিফারকে নিয়ে গিয়ে ভেডাস আর মোলনারের সাহায্যে লুকিয়ে রেখেছে কারণ স্পালকোর হুমকি শুনেছিল সে। বায়ো ডিফিউজারটার কোডনেম এনএক্স২০ জানতে পেরেছিলাম ককলিনের বাড়ির একটা প্যাড থেকে।"

BanglaBook.org

"আর সেজন্যই ককলিনকে মরতে হয়েছে।" মাথা নাড়ল খান। "তথ্যটা নিয়ে সিআই'র কাছে যায় নি কেন সে? গোটা সিআইএ নিশ্চয়ই ড. শিফারের ব্যাপারে হুমকিটা ভালভাবে সামলাতে পারত।"

"অনেক কারণ থাকতে পারে," বর্ন বলল। "ককলিন ভেবেছিল, স্পালকোর মত মানবতাবাদী এ কাজ করবে না। সময়ও বেশি ছিল না তার হাতে। তার তথ্যের এমন কোনো শক্ত প্রমাণ ছিল না যার ওপর ভিত্তি করে সিআইএ'র ব্যুরোক্রেসি দ্রুত কাজে নেমে পড়বে। তাছাড়া সেটা অ্যালেক্সের ধাতেও ছিল না। কোনো সিক্রেট শেয়ার করতে চাইত না সে।"

তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে ধীরে ধীরে উঠল বর্ন, চেয়ারের পিঠে একটা হাত রেখে ভারসাম্য বজায় রাখছে। অনেকক্ষণ এক অবস্থায় থাকার কারণে রাবারের মত লাগছে ওর পা দুটো। "স্পালকো শিফারকে মেরে ফেলেছে। আমার ধারণা ড. সিডোকেও আটকে রেখেছে সে জীবিত বা মৃত অবস্থায়। সামিটের সবাইকে মেরে ফেলার আগেই তাকে থামাতে হবে আমাকে।"

খান ঘুরে দাঁড়িয়ে সেলফোনটা দিলো বর্নকে। "এই যে, সিআইকে কল কর।"

"তোমার কি মনে হয় আমার কথা বিশ্বাস করবে ওরা? এজেন্সি যতদূর জানে, মানাসাসের বাড়িতে ককলিন আর পানোভকে মেরে রেখে এসেছি আমি।"

"তাহলে আমিই কল করছি। অজ্ঞাতনামা কেউ যদি ফোন করে বলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের জীবনের উপর হুমকি এসেছে তাহলে এজেন্সির ব্যুরোক্রেসি সিরিয়াসভাবে নেবে সেটাকে।"

মাথা নাড়ল বর্ন। "যে লোকটা আমেরিকান সিকিউরিটির প্রধান তার নাম জেমি হাল। সে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো উপায়ে জেনে যাবে কে ফোন করেছে।" চকচক করে উঠল ওর চোখ। "তাহলে আর একটাই রাস্তা বাকি থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় না আমি সেটা একা একা করতে পারব।"

"তোমার অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে," খান বলল, "তুমি এখন কোনো কিছুই একা একা করতে পারবে না।"

কষ্ট করে খানের চোখে চোখ রাখল বর্ন। "সে কারণেই তো তুমি আমার সাথে যোগ দেবে।"

"তুমি একটা পাগল।"

প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল বর্ন। "আমি যতটা চাই স্পালকোকে তুমিও ততটাই চাও। নিচে নামার রাস্তাটা কোন্ দিকে?"

"নিচেই তো পড়ে গেছে সব," নাক টানল খান। "তোমার শরীরে আর কিছু অবশিষ্ট আছে নাকি।"

চেয়ারটার কাছ থেকে সরে এসে ঘরময় হাটতে শুরু করেছে বর্ন, পেশীগুলোকে টানটান করছে, প্রতি পদক্ষেপে ফিরে পাচ্ছে নিজের শক্তি আর আত্মবিশ্বাস। খান

BanglaBook.org

দেখল ওকে, বিস্ময় প্রকাশ করল খোলাখুলিভাবেই।

ওর দিকে ঘুরে বর্ন বলল, "কথা দিচ্ছি আমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে না তোমার।"

প্রস্তাবটা এখনই প্রত্যাখ্যান করে নি খান। তার বদলে ওটাকে গ্রহণই করল সে অনেকটা অনিচ্ছুকভাবে, ভেবে দেখছে এটা কেন করা উচিত ওর। "প্রথমে যে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে সেটা হচ্ছে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া।"

"জানি," বর্ন বলল, "তুমি আগুন লাগিয়ে দিয়েছ কোনোভাবে, এখন সারা বিল্ডিংজুড়ে কিলবিল করছে দমকলের লোক আর পুলিশে।"

"আগুন ধরিয়ে না দিলে এখানে আসতে পারতাম না।"

বর্ন বুঝল, ওর ঠাট্টাচ্ছলে বলা কথায় কোনো রকম হাল্কা হচ্ছে না গুমোট ভাবটা, বরং যেনো বেড়েই যাচ্ছে। ওরা জানে না কি করে একে অন্যের সাথে কথা বলতে হয়। আদৌ কখনো ঠিকভাবে বলতে পারবে কিনা সেটা ভেবে অবাক হল ও। "আমাকে বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ," বলল ও।

চোখে চোখ মেলাল না খান। "পাম দিও না। স্পালকোকে খুন করার জন্য এখানে এসেছিলাম আমি।"

"অবশেষে," বর্ন বলল, "স্পালকোকে ধন্যবাদ দেবার মত একটা কারণ তো মিলল।"

মাথা নাড়ল খান। "এভাবে হবে না। তোমার ওপর বিশ্বাস নেই আমার, আমি জানি তুমিও আমাকে বিশ্বাস করো না।"

"করার চেষ্টা তো করছি," বর্ন বলল। "আমাদের দু'জনের মাঝে যত তফাতই থাকুক এখনকার ব্যাপারটা তারচে' বড় কিছু।"

"কি ভাবতে হবে না হবে তা শেখাতে এসো না," বলে উঠল খান। "সেটা শেখার দরাকার নেই আমার তোমার কাছ থেকে।" মাথা তুলে বর্নের চোখের দিকে তাকাতে পারলো সে এবার। "ঠিক আছে ব্যাপারটা কেমন হবে শোনো। এক শর্তে তোমার সাথে কাজ করতে রাজি আছি আমি। এখান থেকে বেরোনোর পথ খুঁজে বের করে দেবে তুমি।"

"দেবো।" বর্নের হাসি খানকে বিভ্রান্ত করে তুলল। "এই রুম থেকে কিভাবে পালানো যায় সেটা ভাবার জন্য বহু সময় পেয়েছি আমি, ভেবে দেখেছিলাম, কোনোভাবে চেয়ারটা থেকে ছুটতে পারলেও গতানুগতিক উপায়ে বেশিদূর যেতে পারবো না। ঐ সময়ে স্পালকোর একদল গার্ডের সাথে লড়ার জন্য বেশিই দুর্বল ছিলাম। তাই আরেকটা বিকল্প খুঁজে নিয়েছিলাম।"

খানের অভিব্যক্তিতে রাগ ফুটে উঠল। এই লোক যে তার থেকেও বেশি জানে সেটা মানতে পারছে না। "কোন্ সমাধান?"

ঝাঁঝরিটার দিকে মাথা নাড়ল বর্ন।

BanglaBook.org

"ড্রেন?" অবিশ্বাসের সুরে বলল খান।

"কেন নয়?" ঝাঁঝরিটার পাশে হাটু গেড়ে বসল বর্ন। বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বড় ডায়ামিটারটা। সুইচব্লেডটা খুলল ও। ঝাঁঝরিটার জোড়ার মাঝে ঢুকিয়ে দিলো ফলাটা। "একটু হাত লাগাও না বাপু?"

ঝাঁঝরিটার অন্য দিকে হাঁটু গেড়ে বসল খান। ততক্ষণে ফলাটা ব্যবহার করে ওটাকে সামান্য তুলতে পেরেছে বর্ন। খান তুলে নিল ঝাঁঝরিটাকে। সুইচব্লেডটাকে সরিয়ে রেখে খানের সাথে যোগ দিলো বর্নও। সরিয়ে আনল ঝাঁঝরিটা।

খান দেখতে পেল কাজ করার সময় কুঁচকে উঠছে বর্নের মুখ। তখনই একটা শিরশিরে অনুভূতি জেগে উঠল ওর মাঝে, যেটা অদ্ভুত হলেও ওর পরিচিত, যেটাকে অবশেষে এক সময় এক ধরনের গর্ব বলে চিহ্নিত করল। এই আবেগটাকে টের পেত ও বালক অবস্থায় নিদারুণ দুঃখকষ্টে পড়ার আগে তার পর থেকে, আবেগটাকে এত সফলতার সাথে এড়িয়ে গেছে যে সেটা ওর কাছে কোনো সমস্যা হয়ে ওঠে নি। অন্তত এখনকার আগ পর্যন্ত।

ঝাঁঝরিটা সরিয়ে রাখার পর স্পালকো ওর গা থেকে যেসব ব্যান্ডেজগুলো ছিঁড়ে ফেলেছিল তার খানিকটা তুলে নিয়ে সেলফোনটাকে পেঁচাল বর্ন। তারপর ওটাকে আর বন্ধ সুইচব্লেডটাকে পকেটে ঢোকালো। "প্রথমে কে যাবে?" প্রশ্ন করল।

কাঁধ ঝাঁকাল খান, মুগ্ধ হবার কোনো লক্ষণ দেখাল না। ওর ভালো ধারণা আছে ড্রেনটা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। তার বিশ্বাস বর্নেরও ধারণা আছে। "এটা তোমার আইডিয়া।"

গোল গর্তটায় শরীরের খানিকটা ঢোকালো বর্ন। "দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করো, তারপর ফলো করো আমাকে।" নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে এটাই ছিল ওর শেষ কথা।

অ্যানাকা দারুণ আনন্দিত। স্পালকোর আর্মার প্লেটেড লিমুজিনে করে এয়ারপোর্টের দিকে যেতে যেতে ও জানে কোনো কিছুই থামাতে পারবে না ওদেরকে। ইথার্ন হার্নের সাথে শেষ মুহূর্তে করা ভুলটার দরকার ছিল না বলেই দেখা গেছে কিন্তু ওটা করায় কোনো দুঃখ নেই তার। সতর্কতার অপর পাশেই তো থাকে ভুল। আর যখন সে হার্নের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন স্পালকোর ভাগ্য সুতোর ওপর ঝুলছিল। তার দিকে তাকিয়ে এখন অ্যানাকা জানে, তাকে কখনো অবিশ্বাস করা ঠিক হয় নি। তার আছে সাহস, দক্ষতা আর গোটা দুনিয়া জোড়া প্রভাব, যা দিয়ে সে হাত করতে পারে কোনো কিছুকে। স্বীকার করতে বাধ্য হল অ্যানাকা, স্পালকো যখন নিজের প্ল্যান খুলে বলেছিল তখন সন্দিহান হয়ে পড়েছিল সে। যখন ওরা বিল্ডিংটার তলা দিয়ে বের হওয়া একটা টানেলে করে দানিউবের অপর পাশে হাজির হয়েছে,

BanglaBook.org

শুধুমাত্র তখনই সংশয়টা গেছে অ্যানাকার। বিল্ডিংটা কেনার পর পুরনো টানেলটাকে আবিষ্কার করেছিল স্পালকো। সতর্কতার সাথে বিল্ডিংয়ের নকশা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল সে। ওটার অস্তিত্ব, আর অ্যানাকাকে দেখানোর আগ পর্যন্ত অন্য কেউ জানত না ওটার কথা।

শেষ বিকেলের ঝলমলে আগুনের মত রোদের উল্টোদিকে অপেক্ষা করছিল লিমো আর তার ড্রাইভার, আর এখন ওটাতে চড়ে মোটরওয়ে ধরে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে ওরা ফেরিহেগি এয়ারপোর্টের দিকে। স্তেপানের আরো কাছে সরে এল অ্যানাকা, আর স্তেপান যখন তার মোহনীয় মুখটা এদিকে ঘোরাল তখন খানিকক্ষণের জন্য তার হাতটা নিজের হাতে নিল সে। রক্তাক্ত কসাইয়ের অ্যাপ্রন আর লেটেক্স গ্লাভসগুলো টানেলের কোথাও ফেলে এসেছে স্পালকো। জিন্স, দুধ সাদা শার্ট আর লোফারস পরে আছে সে। সারা রাত যে কী করেছে তা তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না।

হাসল সে। "এক গ্লাস শ্যাম্পেন বোধ হয় ডাকছে আমাদেরকে, তাই না?"

হাসল অ্যানাকাও। "তুমি স-অব কিছুভাবো, স্তেপান।"

অ্যানাকার দিকের দরজার ফোকরের ভেতরে থাকা গ্লাসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল স্পালকো। কৃস্টালের তৈরি ওগুলো, প্লাস্টিকের নয়। যখন অ্যানাকা ওগুলো নেবার জন্য ঝুঁকল তখন একটা রেফ্রিজারেটেড কম্পার্টমেন্ট থেকে শ্যাম্পেনের বোতল বের করল সে। বাইরে, মোটরওয়ের ধারে হাই রাইজ বিল্ডিংগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে দ্রুত, ঢলে পড়া সূর্যের আলো প্রতিফলিত করছে।

ফয়েলটা ছিঁড়ল স্পালকো, কর্কটা খুলে ফেনা ওঠা শ্যাম্পেন ঢালল প্রথমে একটা গ্লাসে, তারপর অন্যটায়। বোতল নামিয়ে রাখল সে। গ্লাস দুটো ঠুকে নিঃশব্দে টোস্ট করল ওরা। চুমুক দিতে লাগল দুজনে। স্পালকোর চোখের দিকে তাকাল অ্যানাকা। ভাই বোনের মত যেনো ওরা দু'জন। কিংবা তার চেয়েও ঘনিষ্ঠ। যত পুরুষকে অ্যানাকা জীবনে দেখেছে, তাদের মধ্যে স্পালকো তার স্বপ্নের পুরুষ হওয়ার সবচেয়ে কাছাকাছি। না, জীবনসঙ্গী হিসেবে নেবার কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি সে। একজন মেয়ে হিসেবে এমনই একজন বাবার দরকার ছিল তার কিন্তু তেমনটা হয় নি। স্তেপানকে পেয়েছে সে। শক্তিশালী, পূর্ণাঙ্গ, অদম্য। এক কন্যা তার বাবার কাছ থেকে যা যা চাইতে পারে তার সবই আছে স্তেপানের।

শহরের শেষ সীমার কাছে চলে আসায় হাই-রাইজ বিল্ডিংগুলোর সংখ্যা এখন কমে গেছে, সূর্য অস্ত যাবার পর কমে আসছে আলো। লালচে আকাশটা যেনো অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, বাতাস বইছে খুব কম। প্লেনের টেকঅফের জন্য দারুন আবহাওয়া।

"একটু মিউজিক শোনা যাক না," স্পালকো বলল, "আমাদের শ্যাম্পেন পানটা আরেকটু আনন্দময় করে তুলতে?" মাথার ওপরে গাড়ির ছাদে বসানো একটা মাল্টি

BanglaBook.org

সিডি প্লেয়ারের দিকে হাত তুলল সে। "কোনটা শুনতে সবচেয়ে ভালো লাগবে তোমার বাখ? বিটোফেন? না, অবশ্যই না। চোপিন।"

একটা সিডি বেছে নিল সে, তর্জনী দিয়ে একটা বাটন টিপল। কিন্তু অ্যানাকার পছন্দের সুরকারের রচিত সুরমূর্চ্ছনা ভেসে আসার বদলে নিজের কণ্ঠই শুনতে পেল সে

"আপনি ইন্টারপোলের হয়ে কাজ করেন। সিআইএ? না, মনে হয় না। যদি আমেরিকানরা এই অর্গানাইজেশনে এসে সিঁদ খোঁড়ার চেষ্টা করত তাহলে স্তেপান জেনে যেত। তাহলে কার হয়ে কাজ করছেন, হুমম?" সামান্য খোলা ঠোঁটের কাছে গ্লাসটা তুলে জমে গেছে অ্যানাকা।

"মুখটা অমন ছাইয়ের মত করবেন না।"

"ইথান," তীব্র আতঙ্কের সাথে অ্যানাকা দেখল গ্লাসের কোণার ওপর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে স্পালকো দাঁত কেলিয়ে। "আমি কেয়ার করি না, সত্যি। যদি কোন কিছু এখানে গড়বড় হয়ে যায় সে জন্য একটা ইনসুরেন্স পলিসি চাই আমার। সে ইনস্যুরেন্স পলিসি হলেন আপনি। এখনকার জন্য আপনার প্রতারণাটাকে আমাদের মাঝে একটা ছোট্ট সিক্রেট হিসেবেই ধরে নেয়া যাক।"

'স্টপ' বাটন টিপল স্পালকো, আর লিমো'র শক্তিশালী এঞ্জিনের মৃদু গর্জন বাদে নীরবতা নেমে এলো।

"আমার মনে হয় তুমি ভাবছ তোমার বিশ্বাসঘাতকতা কিভাবে ধরে ফেলেছি আমি।"

অ্যানাকা টের পেল কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছে সে সাময়িকভাবে। যে মুহূর্তে স্পালকো তাকে খুব ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করেছিল কোন্ মিউজিকটা সে শুনতে চায় সে মুহূর্তে আটকে গেছে ওর মনটা। এ পৃথিবীর অন্য কোনো কিছুকে চায় না সে। চায় শুধু ঐ মুহূর্তটার আগে চলে যেতে। ওর হতবিহ্বল মন এখন শুধু ওর বাস্তবতায় ধরা বিশাল খাদটার অস্তিত্বই বুঝতে পারছে, যেটার অতল গহ্বরের মুখটা খুলে গেছে। ওর পায়ের নিচে, স্পালকো ওই রেকর্ডটা বাজানোর আগে অ্যানাকার জীবনটা ছিল পরিপূর্ণ। আর বাজানোর পরই এসেছে দুর্যোগ।

স্তেপান কি এখনো ওই কুমীর-মার্কা হাসিটা হাসছে? অ্যানাকা টের পেল চোখের ফোকাস করতে কষ্ট হচ্ছে তার। কিছু না ভেবেই চোখ মুছল সে।

"মাই গড, অ্যানাকা, ওগুলো সত্যিকারের অশ্রু নাকি?" মাথা নাড়ল স্পালকো বিষণ্নভাবে। "আমাকে নিরাশ করেছ তুমি, অ্যানাকা। যদিও, সত্যি কথা বলতে গেলে, আমি ভাবছিলাম কখন তুমি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। হার্ন আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, আর আমাকে তা না জানিয়ে সেটাকে নিজের কাজে লাগাচ্ছ তুমি, অ্যাঁ? এই বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটায় তোমার ওই মিঃ বর্নের কথাই আসলে অনেকটা ঠিক।"

BanglaBook.org

"স্তেপান, আমি–" নিজে থেকেই থেমে গেল অ্যানাকা। নিজের কণ্ঠস্বর নিজে চিনতে পারছে না সে। কোনোভাবেই প্রাণভিক্ষা করা যাবে না। এমনিতেই এখন চরম দুর্দশায় পড়েছে ওর জীবন।

কিছু একটাকে নিজের বুড়ো আঙুলে তর্জনীর মাঝে ধরে আছে স্পালকো, ঘড়ির ব্যাটারির চাইতেও ছোটো একটা চাকতি। "একটা ইলেকট্রনিক লিসেনিং ডিভাইস যা বসানো আছে হার্নের অফিসে।" হেসে উঠল সে। "মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমি কিন্তু আসলে ওকে সন্দেহ করি নি। প্রতিটা নতুন কর্মচারীর অফিসে থাকে এমন জিনিস। অন্তত প্রথম ছয় মাস তো থাকেই।" চাকতিটা পকেটে ঢোকাল সে জাদুকরের মত দক্ষতায়। "তোমার দুর্ভাগ্য অ্যানাকা, আর আমার সৌভাগ্য।"

শ্যাম্পেনের বাকিটা গিলে ফেলে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল স্পালকো। এখনো নড়ে নি অ্যানাকা। পিঠ সোজা, ডান কনুইটা ভাঁজ হয়ে আছে তার। আঙুলগুলো চেপে বসে আছে গ্লাসের ওপর।

শান্তভাবে তার দিকে চাইল স্পালকো। "দেখো অ্যানাকা, তুমি যদি অন্য কেউ হতে তাহলে এতক্ষণে মরে যেতে। কিন্তু আমরা একই অতীত শেয়ার করি, তোমার মাও ছিল আমার মায়েরই মত, যদি তুমি সংজ্ঞাটাকে দীর্ঘায়িত করো।" মাথা উঁচাল সে, মুখের পাশের প্লাস্টিকের মত মসৃণ চামড়াটায় দিনের শেষ আলো পড়ে চকচকিয়ে উঠল। যে হাইরাইজ বিল্ডিংগুলোকে বহু পেছনে ছেড়ে এসেছে ওরা, তার জানালার মতই দেখাল চামড়াটাকে। এয়ারপোর্টের এলাকার মধ্যে ঢোকার আগপর্যন্ত খুবই কম লোকালয়ের চিহ্ন দেখা গেল আশপাশে।

"আমি তোমাকে ভালোবাসি, অ্যানাকা," তার কোমরে একটা হাত দিলো স্পালকো। "আমি তোমাকে এমনভাবে ভালোবাসি যেমনভাবে আর কাউকে ভালোবাসতে পারি নি কোনোদিন।" বর্নের পিস্তলের গুলিটা বিস্ময়কর রকমের কম শব্দ করল। অ্যানাকার শরীরের উর্দ্ধাংশ ছিটকে পড়ল স্পালকোর হাতের ওপর। সেই সাথে ওপর দিকে উঠে গেল তার মাথা। শরীরটার কাঁপুনী অনুভব করে স্পালকো বুঝল গুলিটা অ্যানাকার হৃৎপিন্ডের কাছাকাছি কোথাও লেগেছে। একবারও চোখ সরিয়ে নেয় নি স্পালকো। "সত্যিই, কি করুণ তাই না?"

নিজের হাতের ওপর অ্যানাকার রক্তের উষ্ণতা অনুভব করল সে, নিচের দিকে নেমে লেদার সিটে জমা হচ্ছে রক্তগুলো। চোখ দুটো যেমন হাসছে অ্যানাকার কিন্তু পুরো মুখের কোনোখানে কোনো অভিব্যক্তির চিহ্ন নেই তার। স্পালকো বুঝল, এমনকি মৃত্যুর সময়ও কোনো ভয় ছিল না অ্যানাকার মাঝে। *হুম, একটা ব্যাপার বটে, তাই না?*

"সব কিছু ঠিক আছে তো, মিঃ স্পালকো?" জিজ্ঞেস করল তার ড্রাইভার।

"এখন সব ঠিক আছে," বলল স্তেপান স্পালকো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

দানিউব প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। গুরুতর আহত বর্নই নদীর পানিতে প্রথম পড়ল কিন্তু খানেরই সমস্যা হল বেশি। পানি হাজার ঠাণ্ডা হলেও কিছু যায় আসে না ওর কিন্তু আঁধারটা ওকে মনে করিয়ে দেয় ওর দুঃস্বপ্নের আতঙ্কময় পরিস্থিতিকে।

পানির ধাক্কার কারণে আর মাথার এত ওপরে পানির উপরিতল থাকার কারণে খানের এমন লাগল যেনো ওর গোড়ালীর সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে আধগলা লাশটা, যেটা ঘুরছে ওর নিচে গভীর পানিতে। লি-লি ডাকছে ওকে, লি-লি চায় ও তার সাথে যোগ দিক।

খান টের পেল অন্ধকারে ওলটপালট খাচ্ছে ও, তলিয়ে যাচ্ছে আরো গভীর পানিতে। আর হঠাৎই, ভয়ংকরভাবে টানা হতে লাগল ওকে। লি-লি টানছে নাকি? তীব্র আতঙ্কের সাথে ভাবল ও।

তারপরই আরেকটা বড়সড় শরীরের উত্তাপ টের পেল। ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও এখনো প্রচণ্ড শক্তিধর ঐ শরীর। টের পেল বর্নের হাত ওর কোমরটা পেঁচিয়ে ধরছে। টের পেল বর্ন পা দিয়ে পানিতে ধাক্কা দিয়ে জোড়ালো স্রোতটা থেকে সরিয়ে আনছে ওকে। দু'জনই একসাথে উঠছে ওপরের দিকে।

কাঁদছে যেনো খান, অথবা কাঁদার চেষ্টা করছে অন্ততপক্ষে। কিন্তু যখন ওরা পানির ওপরে ভেসে উঠে তীরের দিকে চলতে লাগল তখন হাত-পা ছুঁড়তে লাগল সে, যেনো বর্নকে শাস্তি দেয়া ছাড়া আর কিছুই চায় না সে, পিটিয়ে বেহুঁশ করতে চায় ওকে। অবশ্য ওর কোমর পেঁচিয়ে থাকা বর্নের হাতটা ছোটানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না। পাথর দিয়ে বাঁধানো তীরে নিজেদেরকে টেনে তুলতে তুলতে চোখ পাকিয়ে বর্নের দিকে তাকাল খান।

"করছিলে কি তুমি?" বলল খান। "প্রায় ডুবিয়েই দিয়েছিলে আমাকে!"

জবাব দেবার জন্য মুখ খুলল বর্ন। কিন্তু তারপর কিছু বলবে না বলেই মনস্থ করল। তার বদলে আঙুল দিয়ে নদীর অন্যদিকে দেখাল। দানিউবের গাড় নীল পানির অন্যপাড়ে দমকলের গাড়ি অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশের গাড়ি এখনো ঘিরে আছে হিউম্যানিস্টাস লিমিটেডের বিল্ডিং। বেরিয়ে আসা কর্মচারীদের সাথে যোগ দিয়েছে মানুষের ভীড়, সাইডওয়াক জুড়ে গিজগিজ করছে, ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার ওপরে। অনেকে জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিয়েছে গলা। নদীর ওপর চলতে থাকা নৌকাগুলোও জায়গাটার কাছাকাছি এসে ভেসে আছে পুলিশের লোকেরা তাদেরকে দূরে সরে যাবার নির্দেশ করা সত্ত্বেও রেলিংয়ের কাছে ছুটে এসে প্যাসেঞ্জাররা দেখার

BanglaBook.org

চেষ্টা করছে বড় ধরনের কোনো দুর্যোগ হচ্ছে কিনা বিল্ডিংটাতে। অবশ্য দেরি করে ফেলেছে তারা। মনে হচ্ছে এলিভেটর শ্যাফটের বিস্ফোরণের ফলে ছড়ানো আগুনটা যত বড়ই হয়ে থাকুক না কেন সেটাকে নিভিয়ে ফেলা হয়েছে।

আঁধারের মাঝে ঘাপটি মেরে যত দ্রুত সম্ভব বাঁধানো তীরের সাথে সংলগ্ন লোহার মইটার দিকে এগিয়ে গেল বর্ন আর খান, তাড়াতাড়ি উঠে এল মইটা বেয়ে। ভাগ্য ভালো ওদের, সবার চোখ আঠার মত সেঁটে আছে হিউম্যানিস্টাসের বিল্ডিংয়ের দিকে। কয়েক গজ দূরে বাঁধের একটা অংশের সংস্কার চলছে। ওটার মধ্যে চলে এলো ওরা, রাস্তার লেভেলের নিচে কিন্তু পানির লেভেলের ওপরে আছে খান। এখানকার কংক্রিট দেবে গিয়েছিল, এখন আবার ওপরদিকে ঠেলে তুলে ধরা হয়েছে ভারি পিলার আর গাছের গুঁড়ি দিয়ে।

"তোমার ফোনটা দাও," খান বলল। "আমারটায় পানি ঢুকেছে।"

ককলিনের ফোনটার গা থেকে ব্যান্ডেজের মোড়ক খুলল বর্ন, খানের হাতে দিলো।

ওজকারের ফোন নাম্বার টিপল খান, লাইন পাবার পর তাকে বলল ওদের কি কি দরকার। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুনল ও। তারপর কথা বলল বর্নের উদ্দেশ্যে।

"বুদাপেস্টে আমার কন্ট্যাক্টের নাম ওজকার। একটা ফ্লাইট চার্টার করছে সে। আর তোমার জন্য কিছু অ্যান্টিবায়োটিক জোগার করছে।"

মাথা ওপর নিচ করল বর্ন। "চলো দেখা যাক কতটা ভালো করতে পারে সে। বলো রিকিয়াভিকের ওস্কজুলিড হোটেলের নকশা চাই আমাদের।"

চোখ পাকিয়ে তাকাল খান, এক মুহূর্তের জন্য বর্নের মনে হল কোনো কারণ না দেখিয়েই আলাদা হয়ে যাবে সে। ঠোঁটে কামড়াল বর্ন। এরপর থেকে খানের সাথে একটু কম চ্যালেঞ্জের সুরে কথা বলতে হবে।

যা দরকার তা ওজকারকে বলল খান। "ঘণ্টাখানেক লাগবে," বলল ও।

"অসম্ভব! বলে নি?" বর্ন বলল।

"ওজকার কক্ষনো' অসম্ভব' বলে না।"

"আমার কন্ট্যাক্টও এর থেকে ভালো করতে পারত না।"

একটা ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া বইছে, নিজেদের গুহার মত আশ্রয়ের আরো ভেতরের দিকে সরে যেতে বাধ্য হল ওরা। এই সুযোগে বর্ন দেখে নেবার সুযোগ পেল স্পালকো ওর কি ক্ষতি করেছে শরীরের; খান ভালোই পরিচর্যা করেছে ওগুলোর, বেশ কয়েকটা ফুটো রয়েছে ওর বাহুতে, বুকে আর পায়ে। এখনো নিজের জ্যাকেটটা পরে আছে খান, এবার সেটা গা থেকে খুলে ঝাড়া দিলো। সেদিকে তাকিয়ে বর্ন দেখতে পেল জ্যাকেটটার ভেতরের দিকে অনেকগুলো পকেট আছে, দেখে মনে হচ্ছে সবগুলোই ভরা।"

BanglaBook.org

"ওগুলোর ভেতর কি আছে?" জিজ্ঞেস করল ও।

"কাজের জিনিস," জানাতে অনিচ্ছুক গলায় বলল খান। বর্নের সেলফোন ব্যবহার করে ফিরে গেল নিজের দুনিয়ায়।

"হার্ন, আমি," বলল ও। "সব ঠিক আছে তো?" জিজ্ঞেস করল।

"সেটা নির্ভর করছে অনেক কিছুর ওপর," হার্ন বলল, "আমি আবিষ্কার করেছি আমার অফিসে বাগ বসিয়ে আড়িপাতা হচ্ছিল।"

"স্পালকো কি জানে তুমি কার হয়ে কাজ করছ?"

"তোমার নাম তো উল্লেখ করি নি কখনো। বেশিরভাগ কলই তো তোমাকে করি অফিসের বাইরে থেকে।"

"তবুও, পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে তোমার জন্য।"

"আমিও তাই ভাবছি," হার্ন বলল। "তোমার গলা শুনে খুশি হয়েছি। বিস্ফোরণটার শব্দ শোনার পরে কোনো কিছু ভাবতেও পারছিলাম না আমি।"

"ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো," খান বলল। "কতটা বিশ্বাস আছে তোমার?"

"যথেষ্টই।"

"যা কিছু আছে সব নিয়ে বেরিয়ে পড়ো।"

"যাই হোক না কেন স্পালকোর ওপর প্রতিশোধ নেব আমি।"

হার্নের নিঃশ্বাস নেবার শব্দ শুনল ও। "কি বলতে চাচ্ছ?"

"বলতে চাচ্ছি, একটা ব্যাকআপ চাই আমার যদি কোনো কারণে আমাকে তথ্য দিতে না পারো তখন যোগাযোগ করবে...এক সেকেন্ড, দাঁড়াও।" বর্নের দিকে ঘুরে খান বলল, "সিআইএ'তে এমন কেউ কি আছে যার উপরে স্পালকোর ব্যাপারে খবর সংগ্রহের জন্য ভরসা করা যায়?"

মাথা নাড়ল বর্ন, তারপরই আবার ভেবে দেখল ভালো করে। ককলিন ওকে ডেপুটি ডিরেক্টরের ব্যাপারে কি বলেছিল তা ভাবল। সে বলেছিল লোকটা তার নিজের তো বটেই, সেই সাথে মনটাও খোলা। "মার্টিন লিন্ড্রস," বলল বর্ন।

মাথা ওপর-নিচ করে হার্নের কাছে খান পুণরাবৃত্তি করল নামটা। ওর সাথে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে চাইল বর্ন কিন্তু জানে না সেটা করবে কিভাবে। শেষ পর্যন্ত, কি করে খান ইন্টেরোগেশন রুম পর্যন্ত এল সেটা জিজ্ঞাসা করার আইডিয়া এলো ওর মাথায়। খান কথা বলতে শুরু করায় স্বস্তি অনুভব করল সে। সোফার ভেতরে লুকিয়ে থাকার কথা জানাল, বলল কিভাবে বেরিয়ে এসেছে বদ্ধ ঘরটা থেকে।

ক্রমবর্ধমান আগ্রহ নিয়ে শুনল বর্ন কিন্তু তবু ওর মনের একটা অংশ আলাদা হয়ে রইল, যেনো খান কথা বলছে অন্য কারো সাথে। খানের কাছে থাকতে লজ্জা লাগছে ওর; মনের ক্ষতগুলো যে এখনো বড্ড কাঁচাই রয়ে গেছে। ও বুঝতে পারছে যে এই অবস্থায় ওর মনের মাঝে যে প্রশ্ন আর দ্বিধাগুলো বন্যার মত বয়ে চলেছে সেগুলোকে মোকাবেলা করার মত মানসিক শক্তি নেই এখন। আর তাই ওদের দু'জনের

BanglaBook.org

কথাবার্তা হল ছাড়াছাড়া আর অদ্ভুত, যে ইসুটা নিয়ে কাজ করছে সেটা নিয়েই বারবার আলোচনা করতে লাগল ওরা। ইসুটা যেনো হয়ে উঠেছে একটা দূর্গের মত যেটাকে দখল করলেও আপন করে নেয়া যায় না।

ঘণ্টাখানেক বাদে নিজের কোম্পানি ভ্যান নিয়ে চলে এল ওজকার, সাথে করে নিয়ে এসেছে তোয়ালে, কম্বল আর নতুন জামা, সেই সাথে বর্নের জন্য একটা অ্যান্টিবায়োটিক। একটা থার্মোস ফ্লাস্ক ভরা গরম কফি দিলো সে ওদেরকে। ব্যাকসিটে উঠে এল ওরা দু'জন, যখন ওরা জামা বদলাল তখন ওদের ছেঁড়াখোঁড়া জামা বান্ডিল করে নিল ওজকার। খাবার আর বোতলের পানি দিলো। সে তারপর যেগুলো গ্রোগ্রাসে গিলল ওরা।

ওজকার যদি বর্নের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়েও থাকে সেটা বাইরে প্রকাশ করল না। সে যে বুঝেছে আক্রমণটা সফল হয়েছে সেটা ধারণা করল খান। বর্নকে একটা হালকা ওজনের ল্যাপটপ কম্পিউটার দিলো ওজকার।

হোটেলের প্রতিটা সিস্টেম আর সাব-সিস্টেমের নকশা ভরে দেয়া হয়েছে হার্ড ড্রাইভে," বলল সে। "রিকিয়াভিক আর তার আশপাশের এরিয়ার ম্যাপ আর কিছু বেসিক তথ্যও আছে। ওগুলো কাজে আসবে বলে মনে করেছি আমি।"

"আমি মুগ্ধ," কথাটা বর্ন ওজকারকে বলল বটে কিন্তু সেটা খানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ইস্টার্ন ডেলাইট-টাইমে বেলা এগারোটার ঠিক পরেই কলটা পেল মার্টিন লিন্ড্রস। নিজের কারে লাফিয়ে চড়ল সে, জর্জ ওয়াশিংটন হসপিটাল যাওয়ার পনের মিনিটে রাস্তাটা পেরিয়ে গেল আট মিনিটেরও কমে। ই.আর-এ আছে ডিটেক্টিভ হ্যারি হ্যারিস। লাল টেপ পেরিয়ে যাবার জন্য নিজের পরিচয়পত্র ব্যবহার করল লিন্ড্রস, তারপর কাহিল চেহারার এক কর্মচারী ওকে নিয়ে গেল হ্যারিসের বেডের কাছে। ইমার্জেন্সি রুম স্টেশনের তিন দিক জুড়ে থাকা পর্দা ঠেলে সরাল সে, ভেতরে ঢুকে আবার টেনে দিলো।

"হয়েছিলটা কি তোমার?" বলল সে।

বিছানায় আধশোয়া অবস্থা থেকে যত ভালোভাবে সম্ভব চোখ তুলে তাকাল হ্যারিস। ফোলা আর বিবর্ণ লাগছে তার মুখটা ওপরের ঠোঁটটা কাটা, চোখের নিচে সেলাই করা।

"চাকরি গেছে আমার, আর কিছু না।"

মাথা নাড়ল লিন্ড্রস, "বুঝতে পারছি না।

"ন্যাশনার সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার আমার বস্‌কে কল দিয়েছিল। একদম সে নিজেই। আমার বসকে বলেছিল আমাকে যেনো বরখাস্ত করা হয়। কোনো পেনশন

BanglaBook.org

বা ভাতা ছাড়াই। কালকে আমাকে অফিসে ডেকে নিয়ে এটাই বলেছিল বস।"

লিনড্রসের হাত দুটো মুঠো হয়ে গেল। "আর তারপর?"

"তারপর মানে? সরাসরি বরখাস্ত করে দিলো আমাকে। এত সুন্দর ক্যারিয়ারের পর ছুঁড়ে ফেলে দিলো আস্তাকুড়ে।"

"বলতে চেয়েছি," লিনড্রস বলল, "আঘাত লাগল কি করে?"

"ওহ্, ওটা," একপাশে মাথা ঘোরাল হ্যারিস, কোনো কিছুর দিকেই তাকাচ্ছে না। "মাতাল হয়ে পড়েছিলাম মনে হয়।"

"মনে হয়?"

আবার চোখ ফেরাল হ্যারিস, দৃষ্টিটা জ্বলছে। "খুব মাতাল হয়ে পড়েছিলাম, ঠিক আছে? অন্তত সেটুকু করার অধিকার আমার আছে।"

"কিন্তু ব্যাপার তো তারচেয়ে' খারাপ।"

"হু। দু'জন বাইকারের সাথে তর্ক বেঁধেছিল আমার, যতদূর মনে পড়ে, তারপর সম্ভবত মারামারি বেঁধেছিল।"

"আমার মনে হয়, তোমার নিজের ইচ্ছে ছিল মার খেয়ে ভর্তা হওয়ার।"

কিছু বলল না হ্যারিস।

হাত বোলাল লিনড্রস মুখের ওপর। "আমি জানি, আমি বলেছিলাম ব্যাপারটা দেখব, হ্যারি। আমি ভেবেছিলাম ব্যাপারটা আমার নিয়ন্ত্রণে আছে, ডিসি আই'কেও বোঝাতে পেরেছিলাম অল্পস্বল্প, আমি শুধু বুঝতে পারি নি আলোনজো আর্তিজ এমন একটা হঠকারী পদক্ষেপ নেবে।"

"নিকুচি করি ঐ মহিলার," বলল সে। "সব শালাকে নিকুচি করি।"

তেতো হাসি হাসল সে। "আমার আম্মা বলতেন, ভালো কাজ করলেই শাস্তি পেতে হয়।"

"দেখো হ্যারি, শিফারের ব্যাপারটা সমাধান করতে পারতাম না আমি তোমাকে ছাড়া। তোমার পাশেই থাকব এখনো। এ অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনব তোমাকে।"

"তাই নাকি? কিভাবে করবে সেটা জানতে পারলে বর্তে যেতাম।"

"আমার অন্যতম মিলিটারি আইকন হ্যানিবাল একদা বলেছিলেন 'হয় আমরা রাস্তা খুঁজে নেব, না হয় নিজেরাই বানিয়ে নেব।' "

BanglaBook.org

রেডি হওয়ার পর ড্রাইভ করে ওদেরকে এয়ারপোর্টে নিয়ে গেল ওজকার। বর্নের শরীর ব্যথায় জর্জরিত, অন্যকেউ ড্রাইভ করছে দেখে খুশি ও। তবু পূর্ণমাত্রায় সতর্ক রয়েছে কেউ আছে কিনা চেক করছে দেখে সন্তুষ্ট হল বর্ন। কেউ তাদেরকে অনুসরণ করছে বলে মনে হল না।

সামনে এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ার দেখতে পেল বর্ন। আর খানিক বাদেই

মোড় নিয়ে মোটরওয়ে থেকে নেমে এলো ওজকার। কোনো পুলিশকে দেখা গেল না আশপাশে। কোনোকিছুতে গড়বড়ও চোছে পড়ল না। তবু নিজের ভেতরে কাঁপুনি শুরু হয়েছে, টের পেল বর্ন।

এয়ারপোর্টের রাস্তা দিয়ে ড্রাইভ করার সময় কেউ এগিয়ে এলো না ওদের দিকে। চার্টার সার্ভিসেস এয়ারফিল্ডের দিকে যাচ্ছে ওরা। প্লেনটা অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। জ্বালানী ভরে নিয়ে প্রস্তুত। ভ্যান থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। চলে যাবার আগে ওজকারের হাত ধরল বর্ন। "আবারো ধন্যবাদ।"

"নো প্রবলেম," হেসে বলল ওজকার। সবই বিলে যোগ হবে।"

ড্রাইভ করে চলে গেল সে, ওরাও উঠে পড়ল প্লেনের ভেতরে সিঁড়ি বেয়ে।

পাইলট স্বাগত জানাল ওদেরকে তারপর সিঁড়িটা তুলে নিয়ে দরজা বন্ধ করে লক করে দিলো। নিজেদের গন্তব্য জানালো তাকে বর্ন। পাঁচ মিনিট পরেই রানওয়ে ধরে ছুটল প্লেনটা টেকঅফ করল, শুরু করল রিকিয়াভিকের উদ্দেশ্যে তাদের দুই ঘণ্টা দশ মিনিটের যাত্রা।

"ফিশিং বোটটার ওপরে চলে আসব আমরা তিন মিনিটের মধ্যে," পাইলট বলল।

খানের ইলেকট্রনিক এয়ারবাডটা ঠিকঠাক করে নিয়ে সিডোর রেফ্রিজারেটেড বক্স তুলে নিয়ে প্লেনের পেছনের দিকে চলে গেল স্পালকো, হার্নেসে বেঁধে নিল নিজেকে। বাঁধন টাইট করতে তাকাল পিটার সিডোর মাথার পেছনে। সিটের সাথে হ্যান্ডকাফে বেঁধে রাখা হয়েছে সিডোকে। তার পরের সিটটায় বসে আছে স্পালকোর এক সশস্ত্র লোক।

"তুমি তো জানো ওকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে," নরম গলায় পাইলটকে বলল স্পালকো।

"জি স্যার। গৃনল্যান্ডের কাছাকাছি কোথাও নয়।, নিজের লোকটার দিকে ইঙ্গিত করল। লোকটা সরুপথ ধরে হেটে চলে এলো তার কাছে।

"ফুয়েল ঠিক আছে তো?"

"জি স্যার," জবাব দিলো পাইলট। "আমার হিসাব তো তাই বলছে।"

দরজার ছোটো গোল জানালাটা দিয়ে উঁকি দিলো স্পালকো। আরো নিচে চলে এসেছে তারা। এখন দেখা যাচ্ছে কালচে নীল উত্তর আটলান্টিক তার ঢেউয়ের নাচন প্রকাশ করছে প্রবল উদ্দামতা।

"তিরিশ সেকেন্ড, স্যার," বলল পাইলট। "বেশ জোরালো একটা হাওয়া বইছে উত্তর উত্তরপশ্চিমে থেকে। ষোলো নট।"

"কপি।" নিজেদের গতি হ্রাস পাওয়াটা টের পাচ্ছে স্পালকো। জামাকাপড়ের

BanglaBook.org

নিচে একটা ৭ মিনিট সারভাইভাল ড্রাই-সুট পরে আছে সে। সাঁতারুদের ওয়েট স্যুটের নিচে একটা পানির স্তর ব্যবহার করে শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখা হয়। কিন্তু স্পালকোর জামার গোড়ালি আর কব্জিতে সিল করে দেয়া যাতে পানি ঢুকতে না পারে। টুলামিনেট শেলের ভেতরে একটা থামাল প্রটেকশন সিস্টেম ইনসুলেট এর আন্ডারসুট পরেছে সে ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে বাড়তি ব্যবস্থা হিসেবে। তবুও ল্যান্ডিংটা হিসেব করে না করলে বরফ ঠাণ্ড পানির ধাক্কায় অবশ হয়ে যেতে পারে সে, এতসব জামার প্রটেকশন সত্ত্বেও প্রাণঘাতী হয়ে দেখা দিতে পারে ব্যাপারটা। কোনো কিছুই ভুলভাবে করা যাবে না। বাক্সটাকে একটা লকিংচেন দিয়ে নিজের বাম কব্জির সাথে আটকে নির সে। নিজের ড্রাই গ্লাভসগুলো পরে নিল।

"পনের সেকেন্ড," পাইলট বলল। "বাতাসের প্রবাহ কমেছে।"

ভালো, ঝড়ো হাওয়া নেই, ভাবল স্পালকো। নিজের লোকটার দিকে মাথা নাড়ল সে। লোকটা লিভার টেনে দরজাটা খুলল। বাতাসের গর্জনে ভরে গেল প্লেনের ভেতরটার। স্পালকো নিচে তেরো হাজার ফুট বাতাস ছাড়া কিছুই নেই, আর তারপরেই আছে মহাসাগর, যেটা কংক্রিটের মত আঘাত করবে এ উচ্চতা থেকে ঝাঁপ দিলে।

"যান," পাইলট বলল।

লাফ দিলো স্পালকো। শাঁ শাঁ শব্দ হচ্ছে তার কানে, মুখের ওপর আছড়ে পড়ছে বাতাস। শরীর বেঁকিয়ে ফেলল সে। এগারো সেকেন্ডের মধ্যে তার পতনের গতি দাঁড়াল ঘণ্টায় একশো দশ মাইল। কিন্তু তবু তার মনে হচ্ছে না পড়ছে। বরং যেনো মনে হচ্ছে নরম কিছু চাপ দিচ্ছে তার ওপর।

নিচে তাকাল স্পালকো। ফিশিং বোটটা দেখতে পেল, বাতাসের চাপ ব্যবহার করে শরীরটাকে আনুভূমিক করল যাতে ষোলো নট গতির উত্তর-উত্তরপূর্বের বায়ু প্রবাহটা থেকে বাঁচা যায়। তারপর কব্জির অলটিমিটারটা দেখে নিল সে। পঁচিশ শো ফুট উচ্চতায় রিপ কার্ডটা টানল স্পালকো। কাঁধে মৃদু টান টের পেল। মাথার ওপরে প্যারাশুটটা ফুলে ওঠার সময় নাইলনের মৃদু খসখস শব্দ শুনতে পেল। এতক্ষণ ওর শরীরের মাত্র দশ স্কয়ার ফিট জায়গায়ই বাতাসকে বাধা দিচ্ছিল, হঠাৎই প্যারাশুটের দৌলতে সেটা হয়ে গেল দেড়শো ফিট। এখন স্রেফ ষোলো ফুট প্রতি সেকেন্ড বেগে নামছে সে।

মাথার ওপরে উজ্জ্বল আকাশ আর নিচে বিশাল নর্থ আটলান্টিকের বিস্তার রয়েছে এখন স্পালকোর। অশান্ত অবিশ্রাম মহাসাগরের রং এই পড়ন্ত বিকেলের আলোয় দেখাচ্ছে পেটানো পিতলের মতো। ফিশিং বোটটাকে ভাসতে দেখল সে, আর বহুদূরে দেখতে পেল আইসল্যান্ডিক পেনিনসুলার বাঁক, যার ওপর রিকিয়াভিক নির্মিত। বাতাসটা সবসময় কেবল টানছেই। আর খানিকক্ষণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল স্পালকো প্যারাশুটটার গতিপথ ঠিক করার কাজে। গভীর শ্বাস নিল সে। উপভোগ

BanglaBook.org

করছে পতনের নরম অনুভূতিটা।

মনে হচ্ছে ঝুলে আছে সে। অসীম নীলের ভেতরে ডুবে থাকা স্পালকো নিজের ধূর্ত পরিকল্পনার কথা ভাবল, ভাবল বহুদিনের পরিশ্রমের কথা। কতরকম চাল চেলে আর সুতো টেনেই না জীবনকে এই উচ্চতায় এনেছে সে। যেটা তার জীবনেরই এক বিস্ময়। আমেরিকায়, ট্রপিক্যাল মায়ামিতে কাটানো বছরগুলোর কথা স্মরণ করল সে, মনে করল কেমন কষ্টকর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নষ্ট চেহারাটা নতুন করে গড়তে হয়েছে তাকে। অ্যানাকাকে ভুয়া ভাইটার গল্প শুনিয়ে মজা পেয়েছে বলে স্বীকার করল সে। অবশ্য তা না বললে এখন নিজের অবস্থানটা ব্যাখ্যা করত কি করে? সে কখনো অ্যানাকাকে বলে নি তার মায়ের সাথে একটা আবেগময় সম্পর্ক ছিল তার। সাসা'র সাথে ব্যক্তিগত সময় কাটানোর জন্য গার্ড আর নার্সদেরকে ঘুষ দেয়াটা ছিল সহজ কাজ। মানুষ যে কতটা দুর্নীতিবাজ হতে পারে, ভাবল সে। এই ব্যাপারটার ওপর ভিত্তি করেই অবশ্য তার সাফল্যের একটা বড় অংশ নির্মিত হয়েছে।

কি দারুণ মহিলাই না ছিল সাসা! তার মতো আর কারো সাথে কখনো দেখা হয় নি স্পালকোর। খুব স্বাভাবিকভাবেই সে ধরে নিয়েছিল অ্যানাকা তার মায়ের মত হবে। অবশ্য সে সময় তার বয়স অনেক কম ছিল, ঐ বয়সের বোকামী মাফ করে দেয়া যায়।

যদি অ্যানাকাকে সত্যি কথাটা বলা হত তাহলে সে কি ভাবত, ভাবল স্পালকো, বহু বছর আগে এক ক্রাইম বসের হাতের পুতুল ছিল সে। ঐ প্রতিহিংসাপরায়ন উন্মাদ বস এক অভিযানে পাঠিয়েছিল তাকে ব্যাপারটা একটা ফাঁদ হতে পারে সেটা ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও। ওটা আসলেই ফাঁদ ছিল। আর স্পালকোর পোড়া মুখ তারই ফল। ওই বস ভ্লাদিমিরের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছিল বটে, সে কিন্তু জিনাকে যেভাবে বলেছিল সেভাবে নয়। স্পালকো যা করেছিল তা লজ্জাজনক। অবশ্য ওই সময় নিজে থেকে কোনো কিছু করার ক্ষমতার অভাব ছিল তার কিন্তু এখন আর অভাব নেই।

সে যখন পাঁচশো ফিটেরও বেশি ওপরের বাতাসে আছে তখন হঠাৎ করে উল্টো দিকে বইতে লাগল বাতাসটা। বোট থেকে ভেসে দূরে চলে যেতে লাগল সে। প্যারাশুটের চাঁদোয়াটা ব্যবহার করে চেষ্টা করতে লাগল যেনো আরো দূরে চলে না যায়। তবুও দিক ঠিক করতে অক্ষম হল সে। নিচে ফিশিং বোটটার বোর্ডের ওপর আলোর প্রতিফলন দেখতে পেল সে। বুঝতে পারল, বোটটা তার সাথে সাথে সরছে। সতর্কভাবে তার অবতরণ দেখছে ক্রুরা।

দিগন্ত আরো ওপরে উঠে এসেছে। সাগরটাও দ্রুত ওপর দিকে উঠছে, দখল করে ফেলছে যেনো পুরো দুনিয়াটাকে। হঠাৎ মরে গেল বাতাসের প্রবাহটা। সঠিক মুহূর্তে প্যারাশুটটা ছড়িয়ে দিয়ে নেমে এলো সে। যতদূর সম্ভব মৃদু বানাল পতনটাকে।

BanglaBook.org

পা দু'টোই পানিতে আগে পড়ল স্পালকোর, পর মুহূর্তেই নিজেকে পানির ভেতরে আবিষ্কার করল সে। মানসিকভাবে তৈরি থাকা সত্ত্বেও শীতল পানিটা হাতুড়ির মতো আঘাত করল তাকে, সব দম বের করে নিল ভেতর থেকে। রেফ্রিজারেটেড বক্সটার ওজনে দ্রুত নিচের দিকে ডুবতে লাগল সে। অবশ্য সেটাকে সামলানোর জন্য ছুঁড়ল শক্তিশালী লাথি। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে এলো পানির ওপরে। একটা লম্বা শ্বাস টানল। সেই সাথে মুক্ত হল হার্নেস থেকে।

ফিশিং বোটের এঞ্জিনের চাপা কাঁপুনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পানিতে, ভালোভাবে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ না করে শব্দটার দিকে ঠেলল সে শরীরটাকে। ঢেউগুলো এতই ফোলা আর সেগুলোর গতি এতই দ্রুত যে খানিকবাদেই সাঁতার কাটার চেষ্টাকে নিষ্ফল ধরে নিয়ে ক্ষান্ত দিলো সে। যতক্ষণে বোটটা পাশে চলে এলো ততক্ষণে প্রায় শেষই হয়ে এসেছে স্পালকোর শক্তি। ড্রাই স্যুটের প্রটেকশন না থাকলে এতোক্ষণে নিশ্চয়ই হাইপোথার্মি হয়ে যেত তার।

একজন ক্রু সদস্য একটা দড়ি ছুঁড়ে দিলো তার দিকে, বোটের পাশ দিয়ে একটা দড়ির মইও ঝোলানো হল। সর্বশক্তিতে দড়িটাকে আঁকড়ে ধরে বোটের যে পাশে মইটা আছে সেদিকে। মইটা ধরে চড়তে লাগল সে। একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে টেনে ধরেই রইল মহাসাগর নিচের দিকে।

একটা শক্ত হাত নেমে এলো। উঠে আসতে সাহায্য করল স্পালকোকে। মুখ তুলে তাকিয়ে ঝকঝকে মুখটা দেখতে পেল সে।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ," বলল হাসান আরসেনভ। "বোটে স্বাগতম, শেখ।"

ক্রু মেম্বাররা স্পালকোর গায়ে শোষণক্ষম তোয়ালে জড়িয়ে দেবার সময় পিছিয়ে দাঁড়াল সে। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" প্রত্যুত্তর দিলো। "আমি তো প্রায় চিনতেই পারি নি তোমাকে।"

"চুল রং করার পর প্রথম যখন আয়নায় মুখ দেখেছিলাম," হাসান আরসেনভ বলল, "তখন আমিও চিনতে পারি নি।"

সন্ত্রাসবাদী নেতার মুখের পানে চাইল স্পালকো। "কন্ট্যাক্ট লেন্সগুলো চোখে অসুবিধা করছে না তো?"

"এটাও কোনো সমস্যা করছে না।" শেখের হাতের ধাতব বাক্সটা থেকে চোখ সরাতে পারছে না, আরসেনভ।"

মাথা ওপর-নিচ করল স্পালকো। আরসেনভের কাঁধের পর দিয়ে তাকিয়ে দিনের শেষ আলোতে জিনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। জিনার সোনালী চুল ছড়িয়ে আছে পেছনে, কোবাল্ট রঙা চোখ দুটো গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছে স্পালকোকে।

"তীরের দিকে চলো," ক্রুকে বলল স্পালকো। "শুকনো জামা পরতে চাই আমি।"

BanglaBook.org

নিচে গিয়ে সামনের কেবিনটাতে ঢুকল সে, যেখানে একটা বাথ-এ গুছিয়ে রাখা হয়েছে কাপড়ের স্তূপ। তার নিচের ডেকে রাখা হয়েছে একজোড়া শক্ত কালো জুতো। বাক্সটাকে বাথের ওপর রাখল সে নিজের ভেজা জামা আর ড্রাই সুট খুলতে খুলতে কব্জির দিকে তাকিয়ে দেকল বাক্সটা বেঁধে রাখার ফরে চামড়া কতটুকু ছিঁড়ে গেছে তারপর হাতের তালু দুটো ঘষতে লাগল যতক্ষণ না রক্তের প্রবাহ স্বাভাবিক হয়।

স্পালকো যখন দরজাটার দিকে পিঠ দিয়ে আছে তখন খুলে গেল সেটা, আবার তত দ্রুতই বন্ধ হয়ে গেল। ঘুরল না স্পালকো, কে এসেছে সেটা দেখার চেষ্টা করল না।

"আসো তোমাকে গরম করে তুলি," মধুমাখা গলায় বলল জিনা।

এক মুহূর্ত পরে নিজের পিঠ আর নিতম্বে জিনার বুকের চাপ আর কোমরের উত্তাপ অনুভব করল স্পালকো। প্যারাশুট জাম্পিংয়ের উত্তেজনাটা এখনো তুঙ্গে রয়েছে তার ভেতরে। সেটা আরও বেড়ে গেছে অ্যানাকা ভেডাসের সাথে বোঝাপড়াটা শেষ হওয়ায় আর এখন জিনার কাজকর্মে নিজেকে আর সামলাতে পারছে না সে।

ঘুরল সে, বাথের কোণায় বসল, গায়ের ওপর উঠে আসতে দিলো জিনাকে। উত্তপ্ত পশুর মত আচরণ করছে জিনা। তার চোখের ঝিলিক দেখল স্পালকো, পেটের ভেতর থেকে উঠে আসা গোঙানী শুনল। নিজেকে তার মাঝে হারিয়ে ফেলেছে জিনা, আর অন্তত ওই মুহূর্তের জন্য পরিতৃপ্তি অনুভব করল স্পালকো।

প্রায় নব্বই মিনিট পরে স্টুট লেভেলের নিচে ও স্কজুহলিড হোটেলের ডেলিভারি এন্ট্রেন্সের নিরাপত্তা পরখ করছিল জেমি হাল, এমন সময় কমরেড বোরিসকে দেখতে পেল সে। হালের উপস্থিতিতে বিস্ময় দেখা গেল রাশিয়ান সিকিউরিটির চিফের। কিন্তু বোকা বনল না হাল। কিছুক্ষণ আগে থেকে তার একটা অনুভূতি হচ্ছিল যে বোরিস তাকে অনুসরণ করছে কিংবা কে জানে এসবই তার উদ্ভট কল্পনা।

সব প্রধানই এখন হোটেলে রয়েছে। আগামীকাল সকাল আটটায় সম্মেলন শুরু হবে, আর চরম ঝুঁকির সময়টাও এসে পড়বে। ফেইদ আল-সৌদ যা আবিষ্কার করেছে তার বাতাস কমরেড বোরিসের গায়ে লেগেছে–এই চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল হাল, সে নিজে আর ফেইদ মিলে যা আশঙ্কা করেছে সেটা বোরিসের জেনে ফেলার আশঙ্কাটাও দূর করে দিলো।

আর তাই কমরেড বোরিস যাতে না বোঝে যে তার মনের ভেতর কেমন আতঙ্কের ঝড় বইছে সেজন্য মুখে একটা হাসি লটকে নিল হাল, আমেরিকান কথার খোঁচা খাবার জন্য প্রস্তুত হবার সুযোগ দিলো তাকে। কমরেড বোরিসকে অন্ধকারে রাখার জন্য যে কোনো কিছু করবে হাল।

"ওভারটাইম করছেন দেখি, খুব ভালো, মিঃ হাল," নিজের গমগমে ঘোষকের

BanglaBook.org

মত গলায় বলল কমরেড বোরিস ইলিচ কারপভ। "বিশ্রাম নেবার সময় নেই। অ্যা?"

"যখন সামিট সমাপ্ত হবে আর আমাদের কাজ শেষ হবে তখন আয়েশ করার বহু সময় পাব আমরা।"

"কিন্তু আমাদের কাজ তো কখনো শেষ হয় না।" হাল লক্ষ্য করল, কারপভ একটা অত্যন্ত বাজে সার্জসুট পরে আছে। জামাটা ফ্যাশনেবল তো নয়ই। বরং দেখতে অনেকটা বর্মের মত। "আমরা যতকিছুই অর্জন করি না কেন, আরো কিছু করা বাকি রয়ে যায়। আমরা যা করি এটা তারই একটা বিস্ময়।"

হাল টের পেল স্রেফ তর্ক করার ইচ্ছেতেই 'না' বলতে চাইছে সে কিন্তু তার মুখটা বন্ধ রাখাই শ্রেয় মনে হল তার কাছে।

"এখানকার সিকিউরিটি কেমন?" দাঁড়কাকের চোখে আশপাশে তাকাচ্ছে কারপভ। "তোমাদের আমেরিকান মানদন্ডের মতে?"

"আমি তো কেবল দেখা শুরু করেছি।"

"তাহলে তো সাহায্য পেলে ভালোই লাগবে তোমার, না?" একজন প্রধানের চেয়ে দু'জন ভালো। দু' চোখের চেয়ে চার চোখ ভালো।"

হঠাৎ ক্লান্ত লাগল হালের। সে আর মনেই করতে পারছে না এই মরার দেশে কদ্দিন ধরে আছে সে। কিংবা শেষ কোন্ রাতে ভালোভাবে ঘুমাতে পেরেছে। এমনকি একটা গাছও নেই যেটা দেখে বোঝা যাবে এটা বছরের কোন সময়। এক ধরনের দিকভ্রান্ত অবস্থা জেঁকে বসেছে তার ওপর, প্রথম দিককার ডুবুরী জাহাজের নাবিকদের যেমনটা হত।

হাল দেখল সিকিউরিটি টিম একটা ফুড সার্ভিসের ট্রাককে থামাল, ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে ট্রাকের পেছনে উঠে মালামাল চেক করতে লাগল। কাজটার পদ্ধতি বা পদক্ষেপ, কোনোটাতেই কোনো ভুল চোখে পড়ল না তার।

"এই জায়গাটা বিষণ্ন মনে হয় না তোমার কাছে?" বোরিসকে জিজ্ঞেস করল সে।

"বিষণ্ন? এই জায়গা তো স্বপ্নপুরী, বন্ধু," গম গম করে উঠল কারপভের কণ্ঠ।

"বিষণ্নতা কি জিনিস সেটা জানতে চাইলে তোমাকে সাইবেরিয়ায় যেতে হবে। ওখানে পাঠানো হয়েছিল নাকি তোমাকে?"

হাসল কারপভ। "হ্যা। কিন্তু তুমি যেভাবে ভাবছো সেভাবে নয়। কয়েক বছর আগে যখন চীনের সাথে পরিস্থিতি চূড়ান্ত রকমের খারাপ ছিল তখন ওখানে অপারেশনে ছিলাম আমি। ভেবে দেখো, গোপন সামরিক কার্যক্রম, গুপ্তচরবৃত্তির আড্ডা সবই চলছে দুনিয়ার সবচে' শীতল অন্ধকার জায়গাতে।" ঘোঁৎঘোঁৎ করল কারপভ। "অথবা, যেহেতু তুমি একজন আমেরিকান, অমন দৃশ্য কল্পনা করার শক্তিই হয়তো তোমার নেই।"

হাসিটা মুখে সেলাই করেই রাখল হাল কিন্তু ভেতরে ভেতরে রাগ আর

BanglaBook.org

আত্মমর্যাদাবোধ জ্বলে উঠল তার। তাও ভালো, আরেকটা ভ্যান ঢুকছে, এর আগের ফুড সার্ভিস ভেহিকলটা পরীক্ষায় উত্তরে যাবার পর। এই ভ্যানটা রিকিয়াভিক এনার্জির। কোনো কারণে এটা কমরেড বোরিসের নজর কাড়তে পেরেছে বলে মনে হল, আর তাকে অনুসরণ করে থেমে থাকা ভ্যানটার কাছে গেল হাল। ভেতরে দু'জন উর্দিপরা লোক বসে আছে।

ড্রাইভা একজন নিরাপত্তা কর্মচারীকে নিয়মমাফিক যে কল শিটটা দিয়েছে সেটা হাতে নিয়ে তাকিয়ে দেখল কারপভ। "কি করা হচ্ছে এখানে?" স্বভাবগত অতি আক্রমণাত্মক ঢঙে বলল সে।

"ত্রৈমাসিক ভূ-উত্তাপ পর্যবেক্ষণ," বিনীতভাবে বলল ড্রাইভার।

"এখনই ওসব করতে হবে নাকি?" সোনালী চুলো ড্রাইভারের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল কারপভ।

"জ্বি, স্যার। আমাদের ব্যবস্থাটা শহরে ছড়িয়ে আছে। আমরা যদি নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ না করি তাহলে পুরো নেটওয়ার্কটা সমস্যায় পড়তে পারে।"

"হুম, তা তো হতে দেয়া যায় না," হাল বলল, একজন নিরাপত্তাকর্মীর দিকে মাথা নাড়ল সে। "ভেতরটা পরীক্ষা করো। যদি সব ঠিক থাকে তো ঢুকতে দাও।"

ভ্যান থেকে দূরে সরে এলো সে, অনুসরণ করল কারপভ।

"এই চাকরি তোমার ভাল্লাগে না, তাই না?" বলল কারপভ।

এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলল হাল, গোড়ালীর ওপর ঘুরে মুখোমুখি হলো রাশিয়ানের। "আমার ভালোই লাগে।" তারপরই নিজেকে ফিরে পেল সে। ছেলেমানুষের মত দাঁত বের করে হাসল। "নাহ্, তোমার কথাই ঠিক। যদি শারীরিকভাবে আমার স্কিলগুলো কাজে লাগাতে পারতাম তো ভালোই হত।"

সম্মতি জানাল কারপভ, দেখে মনে হচ্ছে রাগ প্রশমিত হয়েছে। "বুঝতে পারছি, ভালো একটা খুনের মত আনন্দ আর কোনোকিছুতে নেই।"

"একদম ঠিক," বলল হাল, কাজ সহজ করে নিতে চাচ্ছে সে। "এই নতুন স্যাঙ্কশনটার কথাই ধরো না। জেসন বর্নকে খুঁজে বের করে ওর ঘিলুতে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারার জন্য আমি সবকিছু করতে রাজি।"

কারপভের শুয়োপোকার মত ভুরুদুটো ওপর দিকে উঠে গেল। "শুনে তো মনে হচ্ছে এই স্যাঙ্কশনটা তোমার জন্য পার্সোনাল। এমন আবেগ থেকে সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে, বন্ধু। বিচার বুদ্ধিকে গুলিয়ে দেয় ওটা।"

"গুল্লি মারি," হাল বলল। "যা আমি সবচেয়ে বেশি চেয়েছিলাম, যা আমি হতে যাচ্ছিলাম তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছিল বর্ন।"

একমুহূর্ত ভাবল কারপভ। "মনে হয় আমি তোমাকে বুঝতে ভুল করে ফেলেছি, বন্ধু মিঃ হাল। আমি তোমাকে যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি যোদ্ধা মনোভাবের তুমি।" আমেরিকানের পিঠ চাপড়ে দিলো সে। "এক বোতল ভদকা

BanglaBook.org

নিয়ে বসে একে অন্যের যুদ্ধের গল্প শুনব আমরা, কেমন হবে?"

"মনে তো হচ্ছে করাই যায়," বলল হাল, সেই সাথে রিকিয়াভিক পাওয়ারের ভ্যানটাও ঢুকে পড়ল হোটেলের ভেতরে।

রিকিয়াভিক এনার্জির ইউনিফর্ম পরে আছে স্তেপান স্পালকো, চোখে রঙিন কন্ট্যাক্টলেন্স, নাকে লাগানো একটুকরো মোল্ডেড লেটেক্স নাকটাকে করে তুলেছে চ্যাপ্টা আর কুৎসিত। ভ্যান থেকে বেরিয়ে এলো সে, অপেক্ষা করতে বলল ড্রাইভারকে। কাজ করার ভঙ্গিতে এক হাতে একটা ক্লিপবোর্ড আর অন্য হাতে টুলবক্স নিয়ে গোলকধাঁধাটা পেরিয়ে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়লো সে। হোটেলের নকশাটা ত্রিমাত্রিক অবয়বের মত ভাসছে তার মনের মাঝে। যেসব কর্মচারী স্রেফ একটা ক্ষুদ্র অংশ কাজ করে তাদের চাইতেও ভালভাবে হোটেলের নাড়িনক্ষত্র জানে এখন সে।

সামিট ভেন্যু হিসেবে হোটেলের যে সেকশনটা ব্যবহৃত হবে সেখানে পৌঁছতে বারো মিনিট লাগল স্পালকোর। তার গায়ের ওভারঅলে আইডিটা ক্লিপ দিয়ে আটকানো থাকা সত্ত্বেও এই সময়ের মধ্যে চারবার থামাল তাকে সিকিউরিটি গার্ডরা। সিঁড়ির কাছে গেল সে। আন্ডারগ্রাউন্ডে তিন লেভেল নিচে নামল। এখানে আবার থামান হল তাকে। কাছে একটা থার্মালহিটিং জংশন থাকায় নিজের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারল সে। তবুও খুব কাছে এইচভিএসি সাব-স্টেশনটা থাকায় গার্ডটা তার সাথেই থাকতে চাইল। দাঁড়াল স্পালকো, খুলল ওটাকে। গার্ডের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনুভব করতে পারছে সে, যেনো একটা হাত চেপে ধরে আছে তার গলা।

"কতদিন ধরে এখানে আছো?" যে বাক্সটা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল সেটা খুলল স্পালকো।

"রাশিয়ান ভাষায় কথা বলতে পারো, মনে হয়?" বলল গার্ডটা।

"বলতে গেলে পারি।" বাক্সটার মধ্যে হাতড়াচ্ছে স্পালকো। "এখানে কদ্দিন ধরে আছো, দুই সপ্তা?"

"তিন," জবাব দিলো গার্ড।

"আর এই সময়ে, আমার রূপসী আইসল্যান্ডে কোনো কিছু কি ঘুরে দেখেছো?" হাবিজাবি জিনিসের মধ্য থেকে খুঁজে পেল যা খুঁজছিল, তালুবন্দী করল সেটাকে। "আইসল্যান্ডের বিষয়ে কিছু জানো?"

মাথা নাড়ল রাশিয়ান গার্ড, আর তার ফলে তাকে ভুল পথে ঠেলে দেবার সুযোগ পেলে স্পালকো। "আচ্ছা, তাহলে তোমাকে একটু জ্ঞান দেই। আইসল্যান্ড হচ্ছে ১,০৩০০০ বর্গ কিলোমিটারের একটা দ্বীপ, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা ৫০০ মিটার। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সভান্নাগেরশ্নুকুর-এর উচ্চতা ২,১১৯ মিটার। দেশের ১১ শতাংশের

BanglaBook.org

বেশি জায়গা হিমবাহে ঢাকা, যার মধ্যে রয়েছে ইউরোপের বৃহত্তম হিমবাহ ভাটনাজোকুল। আমাদের সরকার পরিচালনা করে সবকিছু, যার ৬৩ সদস্যকে প্রতি চার–"

থেমে গেল তার গলা, কারণ গৎবাঁধা প্যাঁচালে অতিষ্ট হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দূরে সরে গেছে গার্ড। সাথে সাথে কাজে নামল স্পালকো, ছোটো একটা ডিস্ক নিয়ে দুই সারি তারের ওপর সেটাকে চাপতে লাগল যতক্ষণ পর্যন্ত না ওটার চারটা প্রান্ত তারের আবরণ ভেদ করে ঢুকে পড়ে।

"সব কাজ শেষ," বলল সে, দড়াম করে লাগিয়ে দিলো জংশন বক্সটাকে।

"এখন কোথায় যাবে? থার্মাল হাউজিংয়ে?" বলল গার্ড, পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে সে চায় কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হোক।

"না," স্পালকো বলল। "প্রথমে বসের সাথে দেখা করতে হবে আমাকে। আমি ভ্যানের দিকে যাচ্ছি," চলে যেতে যেতে হাত নাড়ল সে। কিন্তু ততক্ষণে উল্টোদিকে হাটতে শুরু করে দিয়েছে গার্ড।

ভ্যানে ফিরল স্পালকো, ভেতরে ঢুকে ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ল যতক্ষণ না কোনো সিকিউরিটি গার্ডের উদয় হয়।

"এই যে ভাইয়েরা, কি হয়েছে?"

"এখানকার কাজ শেষ করে আনছি আমরা।"

বিজয়ীর ভঙ্গিতে হেসে নিজের ভুয়া ওয়ার্কশিটে কয়েকটা অর্থহীন আঁকিবুকি টানল সে। তারপর তাকাল নিজের হাতঘড়ির দিকে। "যতক্ষণ থাকার কথা ছিল তারচে' বেশিই থেকে ফেলেছি আমরা। চেক করার জন্য ধন্যবাদ।"

"আরে, এটাই তো আমার কাজ।"

যখন ড্রাইভার এঞ্জিন চালু করে গিয়ার দিলো তখন স্পালকো বলল, "এটাই আগে থেকে কাজ শুরু করার সুবিধা। ওরা আমাদেরকে খুঁজতে আসার আগে তিরিশ মিনিট সময় হাতে পাব আমরা।"

আকাশে উড়ছে চার্টার্ড জেটটা। বর্নের উল্টো দিকে বসে আছে খান, কোনো কিছুর দিকেই তাকিয়ে নেই। চোখ বন্ধ করল বর্ন। মাথার ওপরের লাইটগুলো নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। কয়েকটামাত্র রিডিং লাইট ডিম্বাকার আলোর ক্ষেত্র তৈরি করেছে আঁধারের মাঝে। ঘণ্টাখানেকের মাঝে কেফলাভিক এয়ারপোর্ট স্পর্শ করবে তারা।

একদম স্থির হয়ে বসে আছে। হাতের মাঝে মাথা রেখে অতীতের পাপের জন্য ফুঁপিয়ে কাঁদার ইচ্ছে হচ্ছে তার। কিন্তু খান ওদিকটাতে বসে থাকার কারণে এমন কিছু প্রকাশ করতে চায় না ও যেটাকে দুর্বলতা বলে ভেবে বসবে। যে স্থিতিশীল অবস্থাটা ওরা বানাতে পেরেছে সেটাকে ডিমের খোসার মতই ভঙ্গুর মনে হচ্ছে। বহু

BanglaBook.org

কারণেই ভেঙে যেতে পারে সেটা। আবেগ চেপে আছে ওর বুকটা জুড়ে, শ্বাস নেয়াটাও কষ্টকর হয়ে উঠেছে। ওর নির্যাতিত সারা শরীরের যে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে সেটা যে তীব্র মনোবেদনা ওর হৃদয়টাকে দু' ভাগ করে দেবার হুমকি দিচ্ছে তার তুলনায় কিছুই নয়। এত জোরে চেয়ারের হাতলগুলো ও চেপে ধরল যে ওর আঙুলের গাঁটগুলো ফুটে গেল। ও জানে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রন ফিরে পেতে হবে ওকে, ঠিক সেভাবেই আবার এটাও জানে এই চেয়ারে আর একমুহূর্তও বসে থাকতে পারবে না।

উঠে দাঁড়াল বর্ন, যেনো ঘুমের মাঝে হেটে গেল সিটগুলোর সারির মাঝ দিয়ে, খানের পাশের সিটটায় বসে পড়ল। বর্নের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবার কোনো লক্ষণ দেখাল না তরুণ। সম্ভবত গভীর ধ্যানে রয়েছে সে। দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাপারটা বাদ দিলে।

বর্নের হৃৎপিন্ড কষ্টকরভাবে ওর ফাটা পাঁজরে বাড়ি খাচ্ছে। নরম গলায় বলল, "তুমি যদি আমার ছেলে হয়ে থাকো তো সেটা জানতে চাই আমি। তুমি যদি সত্যিই জোশুয়া হয়ে থাকে, সেটা জানা দরকার আমার।"

"তার মানে, আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না তুমি।"

"আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে চাই," বর্ন বলল, খানের গলায় ফিরে আসা পরিচিত ধারালো ভাবটাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করল সে। "তুমি নিশ্চয়ই সেটা জানো।"

"তোমার ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।" খান ঘুরল, ক্রোধের ছাপ ভেসে উঠেছে সারা মুখে। "আমার কথা কি একদম মনে পড়ে না?"

"জোশুয়ার বয়স ছিল ছয় বছর, স্রেফ একটা বাচ্চা," বর্ন টের পেল ওর আবেগ বাড়ছে আবার দম আটকে দিতে চাচ্ছে। "আর তারপর কয়েক বছর আগে আমার স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছিল।"

স্মৃতিভ্রষ্ট?" তথ্যটা জানতে পেরে চমকে গেল খান।

বর্ন ওকে বলল কি কি হয়েছিল। "ওই সময়ের আগে জেসন বর্ন হিসেবে আমার জীবন কেমন ছিল সেটা কমই মনে পড়ে আমার," সব কিছু বলার পর বলল ও। "আর ডেভিড ওয়েবের জীবনের প্রায়কিছুই মনে পড়ে না, তবে মাঝে মাঝে কোনো দৃশ্য, শব্দ বা গন্ধের কারণে মাথার মধ্যে কিছু ঘটে যায়, তখন খণ্ড খণ্ড স্মৃতি মনে পড়ে যায় কিন্তু স্রেফ ওটুকুই, ওয়েবের বাকি জীবনের পুরোটাই একদম হারিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে।"

কম আলোতে খানের চোখ দুটোকে খুঁজে পেতে চাইল, সামান্যতম সূত্র পেতে চাইল যে খানের কেমন লাগছে বা কি ভাবছে। এটাই সত্য। একে অন্যের কাছে আমরা একদমই অপরিচিত। তাই আমাদের কাজ চালিয়ে যাবার আগে..." কথা থেমে গেল ওর, ওই মুহূর্তের জন্য কিছুই বলতে পারল না। তারপর নিজেকে শক্ত করল, কষ্ট করে কথা বলতে শুরু করল, কারণ ওদের মাঝে তৈরি হওয়া নীরবতাটার

BanglaBook.org

পর সে যে বোমাটা ফাটাবে তার চেয়ে খারাপ "বোঝার চেষ্টা করো। অকাট্য কোনো প্রমাণ চাই আমি, এমন প্রমাণ যা এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।"

"জাহান্নামে যাও।"

উঠে দাঁড়াল খান, বর্নের কাছ থেকে দূরে সরেই যাচ্ছিল, কিন্তু স্পালকোর ইন্টেরোগেশন রুমের মত এখানেও কোনো কারণে থেমে গেল। আর তারপরই বুদাপেস্টে ওই বাড়ির ছাদটায় বলা বর্নের কথাগুলো বেজে উঠল ওর মনের মাঝে এটাই তোমার প্ল্যান, তাই না? তুমিই যে জোশুয়া, সে বিষয়ে কুচ্ছিত গল্পটা সেই স্পালকো না কে যেনো। যাকে তুমি ধরার বুদ্ধি করছ, তার কাছে পৌঁছতে পারবে না তুমি এসব করে। কারো হাতের পুতুল হতে পারব না আমি আর।"

গলায় ঝুলতে থাকা পাথরের বৌদ্ধমূর্তিটা আঁকড়ে ধরল খান, বসে পড়ল আবার। ওরা দু'জনই স্পালকোর হাতের পুতুল হয়ে পড়েছিল। স্পালকোই ওদের দু'জনকে মুখোমুখি করিয়ে দিয়েছে, আর ভাগ্যের পরিহাসে, স্পালকোর প্রতি ওদের তীব্র জিঘাংসার কারণেই ওরা এখন একসাথে রয়েছে, অন্তত এই মুহূর্তে।

"একটা প্রমাণ আছে," ওর গলাটা প্রায় চেনাই যাচ্ছে না। "বারবার দেখা একটা দুঃস্বপ্ন যেটাতে পানির নিচে ডুবে যাই আমি। ডুবতেই থাকি, গভীরে টেনে নিয়ে যায় আমাকে ওর লাশ যেটার সাথে আমি বাঁধা। আমি শুনতে পাই ওর কণ্ঠস্বর আমাকে ডাকছে কিংবা কে জানে আমিই হয়তো ডাকতে থাকি ওকে।"

খান যখন দানিউবে পড়েছিল সে সময়টা মনে করল বর্ন, যখন একটা স্রোতের টানে পড়ে ডুবতে ডুবতে চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল ও। "কণ্ঠস্বরটা কি বলে?"

"ওটা আমারই কণ্ঠস্বর। আমি বলতে থাকি লি-লি লি-লি।"

বর্ন টের পেল ওর হৃৎপিন্ড একটা বিট মিস করল, কারণ ওর নিজের ক্ষতিগ্রস্ত স্মৃতি থেকে ভেসে উঠল লি-লি। স্রেফ একটা মূল্যবান মুহূর্তের জন্যই তার ডিম্বাকার মুখ আর ডাও'র মত সোজা কালো চুল দেখতে পেল ও। "ওহ্, খোদা," বিড়বিড় করল বর্ন। "লি-লি হচ্ছে জোশুয়ার দেয়া অ্যালিসার ডাকনাম। ওকে ওই নামে অন্য কেউ ডাকত না। সেটা ডাও ছাড়া অন্য কেউ জানতও না।"

লি-লি।

"বন্ধুদের অনেক সাহায্য নিয়ে ঐসব দিনের একটা অত্যন্ত শক্তিশালী স্মৃতি মনে করতে পেরেছি আমি, স্মরণ করতে পেরেছি তোমার বোন তোমাকে কি চোখে দেখত," বর্ন কথা চালিয়ে গেল। "সবসময় তোমার কাছে থাকতে চাইত সে। রাতের বেলা অনেক কিছু ভয় পেত সে। তখন একমাত্র তুমিই ওকে শান্ত করতে পারতে। তুমি ওকে ডাকতে লি-লি বলে, আর সে তোমাকে ডাকত জোশি বলে।"

"আমার বোন। হ্যা, লি-লি," নিজের চোখ বন্ধ করল খান আর সাথে সাথে নমপেনের নদীটার ঘোলা পানির নিচে চলে গেল সে। আধা ডোবা অবস্থায় খান দেখেছিল ওর ছোটো বোনের গুলির ঘায়ে ঝাঁঝড়া লাশটা ভেসে আসছে ওরই দিকে।

BanglaBook.org

লি-লি। বয়স চার বছর। মৃত। তার হালকা চোখ বাবার মত চোখ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে, যেনো অভিযোগ জানাচ্ছে : কেন তুমি? যেনো বলছে, কেন আমি নই? কিন্তু খান জানে, ওর নিজের অপরাধবোধই কথা বলছে আসলে। যদি লি-লি কথা বলত তাহলে সে বলত, আমি খুশি তুমি মরে যাও নি, জোশি। বাবার সঙ্গে থাকার জন্য আমাদের একজন রয়ে গেল, তাতে আমি কত খুশি।

মুখের ওপর হাত রাখল খান, পার্সপেক্সের জানালার দিকে ঘুরল। মরতে ইচ্ছে হচ্ছে তার, ভাবছে কেন ওই নদীতে ও নিজে মরল না, ওর জায়গায় লি-লি বেঁচে থাকল না। এ জীবন বইতে পারছে না আর এক সেকেন্ডের জন্যও। যাইহোক, ওর জীবনে তো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তার সাথে যোগ দিতে পারবে ও...

"খান?"

বর্নের কণ্ঠ এটা। কিন্তু ওর মুখোমুখি হতে পারছে না ও, এমনকি ওর চোখের দিকেও আর তাকাতে পারছে না। ও বর্নকে ঘৃণা করে আর বর্ন ওকে ভালোবাসে। ওটা কি করে সম্ভব সেটা জানে না ও; এমন আবেগঘটিত বৈপরীত্যের সাথে বোঝাপড়া করার ক্ষেত্রে একেবারেই আনাড়ি ও। যেনো দম আটকে আসছে এমন একটা শব্দ করে উঠল খান। বর্নকে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে গেল প্লেনের সামনের দিকে যেখানে বর্নকে দেখতে হবে না ওকে।

অবর্ণনীয় দুঃখের সাথে নিজের ছেলেকে যেতে দেখল বর্ন। খানের কাছে গিয়ে ওকে ঘুরিয়ে দু'হাত দিয়ে নিজের বুকের সাথ চেপে ধরার ইচ্ছেটা প্রবল স্নায়ুক্ষয়ী প্রচেষ্টার মাধ্যমে রুখল। বর্ন বুঝতে পারছে, যদি এখন অমনটা করে তো সেটাই হবে সবচেয়ে খারাপ কাজ, কারণ অন্ততঃ খানের ইতিহাস তাই বলে।

ওর কোনো দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে না। একে অন্যকে একটা পরিবার হিসেবে মেনে নেবার আগে একটা লম্বা রাস্তা পাড়ি দিতে হবে ওদেরকে। এমনকি সেটা আদৌ সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু যেহেতু কোনো কিছুকে অসম্ভব ধরে নেয়াটা বর্নের ধাতে নেই তাই ভয়ংকর চিন্তাটা একপাশে সরিয়ে রাখল ও।

এক ঝলক ক্রোধের সাথে শেষ পর্যন্ত ও বুঝল কেন এত লম্বা সময় ধরে খানকে নিজের ছেলে হিসেবে অস্বীকার করেছিল ও।

ওই অ্যানকা মাগিই প্যাঁচ লগিয়ে দিয়েছিল ওর মনে।

এমন সময় ও চোখ তুলে চাইল। ওর কাছে দাঁড়িয়ে আছে খান যেনো নিজের জীবন বাঁচানোর তাগিদেই বর্নের সামনের সিটের পিছন দিকটা আঁকরে ধরে আছে।

"তুমি বলেছিলে তুমি কেবলমাত্র বুঝতে পেরেছ, আমি একজন এমআইএ।"

মাথা ওপর নিচ করল বর্ন।

"ওরা কতক্ষণ ধরে আমাকে খুঁজছিল?" জিজ্ঞেস করল খান।

"আমি সেটা জানি না, বুঝতেই পারছ। কেউ জানে না।" প্রবৃত্তির বশে মিথ্যে

BanglaBook.org

বলল বর্ন। ও যদি খানকে বলে কর্তৃপক্ষ ওকে মাত্র এক ঘণ্টা ধরে খুঁজেছিল তাহলে কোনো লাভ হবে না। বরং ক্ষতির আশংকাই রয়েছে। নিজের ছেলের কাছ থেকে সত্যটা আড়াল করতে বেশ তৎপর ও।

একটা অশুভ স্থবিরতা ভর করেছে খানের ওপর যেনো কোনো ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া দেখাতে যাচ্ছে। "তুমি চেক করে দেখো নি কেন?"

ওর অনুযোগের সুরটা বুঝতে পারল বর্ন। বসে রইল মূর্তির মত। ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে ওর রক্ত। যখন থেকে বোঝা গেছে খানই জোশুয়া তখন থেকে নিজেকে একটা প্রশ্নই জিজ্ঞেস করে আসছে।

"ক্ষোভে দুঃখে আধাপাগল হয়ে গিয়েছিলাম আমি," বলল বর্ন। "কিন্তু এটাকে ভালো অজুহাত বলে মনে করি না আমি। আসলে এ ব্যাপারটার মুখোমুখি হতে পারছিলাম না যে, একজন বাবা হিসেবে তোমাকে রক্ষা করতে পারি নি।"

খানের চেহারায় যেনো কিছু একটা পাল্টে গেল, বুঝিয়ে দিলো যেটাকে এতক্ষণ কষ্টের ছাপ বলে মনে হচ্ছিল সেটা আসলে ছিল ওর মনের মাঝে ভেসে ওঠা অশুভ চিন্তা। "তোমার নিশ্চয়ই সমস্যা হত, যখন তুমি আর মা একসাথে নম পেলে থাকতে?"

"কি বলতে চাচ্ছ?" খানের চেহারার ভাব দেখে সতর্ক হয়ে অতিরিক্ত রকমের তীক্ষ্ণ গলায় বলল বর্ন।

"তুমি সেটা জানো। একজন থাই মেয়েকে বিয়ে করার কারণে তোমার সহকর্মীদের কাছ থেকে বাজে কথা শুনতে হয় নি?"

"আমি মনে প্রাণে তাকে ভালোবাসতাম।"

"মেরি তো আর থাই নয়, তাই না?"

"খান, আমরা কিন্তু বাছবিচার করে কারো প্রেমে পড়ি না।"

একটা বিরতি নেমে এল, তারপরই যে নীরবতাটা ওদের মাঝে জমে উঠছিল তার মাঝে খান বলল এমন সাধারণভাবে যেনো সেটা তার কাছে মামুলি বিষয়। "তারপর আসছে তোমার দুই মিশ্রবর্নের সন্তানের ব্যাপারটা।"

"আমি ব্যাপারটাকে কখনো সেভাবে দেখি নি," সোজাসাপ্টা গলায় বলল বর্ন। ওর হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে, কারণ খানের কথায় লুকানো কান্নাটা শুনতে পারছে ও। "আমি ডাওকে ভালোবাসতাম, তোমাকে আর অ্যালিসাকে ভালোবাসতাম। হায় ঈশ্বর, তোমরাই তো ছিলে আমার জীবন। ঘটনাটার পরের কয়েক মাস আর সপ্তাহে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলাম, জীবনটাকে আর বয়ে নিয়ে বেড়াবো কিনা তা নিয়েই অনিশ্চিত ছিলাম। যদি অ্যালেক্স ককলিনের সাথে দেখা না হত, তাহলে হয়তো মৃত্যুর সিদ্ধান্তই নিতাম, তা সত্ত্বেও বহু বছর ধরে কঠোর চেষ্টার পরই নিজেকে ফিরে পেয়েছি আমি যথেষ্ট পরিমাণে।"

খানিকক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল ও। দু'জনেরই শ্বাস নেবার শব্দ শুনছে।

BanglaBook.org

তারপর একটা লম্বা দম নিয়ে বলল, "যা আমি সবসময় বিশ্বাস করেছি, যেটাকে নিয়ে লড়াই করেছি তা হচ্ছে তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্য ওখানে থাকা উচিত ছিল আমার।"

অনেকক্ষণ ধরে ওকে জরিপ করল খান কিন্তু ওর টানটান ভাবটা চলে গেছে, কোনো একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভেঙে গেছে। "তুমি যদি ওখানে থাকতে তুমিও মারা যেতে।"

আর কিছু না বলে ঘুরল ও, আর সেটা করার সময়ই ওর চোখে ডাওকে দেখতে পেল বর্ন। বুঝতে পারল, গভীরভাবে কিছু একটা পাল্টে গেছে এই পৃথিবীতে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

রিকিয়াভিকে পৃথিবীর অন্য যেকোনো সভ্য জায়গার মতই প্রচুর ফাস্টফুড রেস্টুরেন্ট আছে। প্রতিষ্ঠিত রেস্টুরেন্টগুলো ছাড়াও অন্য বর্ধমান রেস্টুরেন্টগুলোও প্রতিদিন তাজা মাংস, মাছ, শাকসবজি আর ফলমূলের চালান পায়। রিকিয়াভিকের ফাস্টফুড ইন্ডাস্ট্রর অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী হচ্ছে হাফনাফজোর্দুর ফাইন ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস। এই কোম্পানির যে ভ্যানটা সিটি সেন্টারের কেবান হোলিন-এ এই সকাল বেলায় এসে থেমেছে সেটা সেইসব ভ্যানের অন্যতম যেগুলো সারা শহরে ঘুরে বেড়ায় দৈনিক রাউন্ডে। প্রধান পার্থক্যটা হচ্ছে লেটুস, পার্ল ওনিয়ন আর স্ক্যালিন বহনকারী এই ভ্যানটাকে হাফনার্ফ জোর্দুর ফাইন ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস কোম্পানি পাঠায় নি।

সন্ধ্যার আগেই ল্যান্ডসপিটালি ইউনিভার্সাল হসপিটালের তিনটে সাইটই অসুস্থ লোকজনে ভরে গেল। তদের রক্তের পরীক্ষা করাতে করাতেই তাদেরকে জরুরি বিভাগে ভর্তি করালেন। ডিনারের সময়ে পাওয়া রেজাল্টে জানা গেল পুরো শহরেই ছড়িয়ে পড়েছে হেপাটাইটিস এ।

দ্রুত ছড়াতে থাকা ক্রাইসিটাকে মোকাবেলা করার জন্য পাগলের মত কাজে নেমে পড়ল স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীরা। বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের কাজে সমস্যা সৃষ্টি করছে এই বিশেষ জাতের ভাইরাসটার দ্রুত এবং তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে, কোন্ খাদ্যবস্তুটা এর সাথে জড়িত থাকতে পারে এবং সেটার উৎস কোথায় হতে পারে সেটা বের করার জটিলতা, তাছাড়া মুখে না বললেও, গোটা বিশ্বের নজর যে টেরোরিজম সামিটের ওপর আবদ্ধ তা নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা। যেসব খাবারকে তারা সন্দেহ করছে তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে স্ক্যালিয়ন পেঁয়াজ, যা আমেরিকাতে সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়া হেপাটাইটিসের হোতা কিন্তু এখানকার ফাস্ট ফুড সিস্টেমে স্ক্যালিয়নের প্রচলন খুব বেশি হওয়ায় উৎস খোঁজা কঠিন। তাছাড়া মাংস আর মাছকেও তালিকা থেকে বাদ দেয়া যাচ্ছে না।

গোধূলির আলোয় কাজ করে চলল ওরা, তাজা শাকসবজী নিয়ে কারবার করে এমন সব কোম্পানির মালিকরে সাথে কথা বলল। তাদের নিজেদের এজেন্টদেরকে পাঠাল গুদামঘরগুলোকে পরীক্ষা করার জন্য সেই সাথে পরীক্ষা করা হল প্রত্যেক ফার্মের কন্টেইনার আর ভ্যানগুলোকেও। হাফনাফজোর্দুর ফাইন ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলসও বাদ গেল না পরীক্ষা থেকে। যা হোক, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীরা বিস্ময় আর হতাশার সাথে লক্ষ্য করল ওরা কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। কয়েক ঘণ্টা

BanglaBook.org

কাটার পর তারা স্বীকার করতে বাধ্য হল, রোগটা কি করে ছড়াল সে ব্যাপারে তাদের জ্ঞান এখনো শূন্যের কোঠায়।

ন'টা বাজার খানিক পরে স্বাস্থ্য বিভাগ তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশ করল হেপাটাইটিস এ'র অ্যালার্টের আওতায় আছে রিকিয়াভিক। যেহেতু তারা এখনো রোগটার উৎস খুঁজে পায়নি, তাই পুরো শহরটা যাতে দেশের অন্যান্য অংশ থেকে আলাদা থাকে সে ব্যবস্থা করল তারা। তাদের মাথার ওপর একটা শক্তিশালী মহামারীর খাঁড়া ঝুলছে, এমন একটা জিনিস যেটা এমন সময়ে হতে দেয়া যায় না যখন টেরোরিজম সামিট শুরু হতে যাচ্ছে, আর পুরো দুনিয়া তাকিয়ে আছে এদিকেই। অস্বস্তিতে থাকা জনগণকে টিভি আর রেডিও'র ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে আশ্বাস্ত করলো স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মকর্তারা। বলল, ভাইরাসটাকে ঠেকানোর জন্য সম্ভাব্য সবরকম পদক্ষেপ নিচ্ছে তারা। তাদের সকল কর্মচারীদেরকেই কাজে লাগানো হচ্ছে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

রাত দশটা বাজার ঠিক আগে হোটেল করিডোর ধরে প্রেসিডেন্টের সুইটের দিকে হেটে যেতে দেখা গেল জেমি হালকে চরম উত্তেজিত অবস্থায়। প্রথমত হঠাৎ ছড়িয়ে পড়া হেপাটাইটিস এর' উদ্বেগজনক বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত সে। তাছাড়া অনির্ধারিত এক বৃফিং-এ তাকে ডেকেছে প্রেসিডেন্ট।

আশপাশে তাকিয়ে প্রেসিডেন্টকে পাহারা দিতে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদেরকে দেখতে পেল সে। করিডোরটার আরো ভেতরে রাশিয়ান এফএসবি আর আরব সিকিউরিটি তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রপ্রধানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। রাষ্ট্রপ্রধানদের নিরাপত্তা এবং তাদের কর্মচারীদের থাকার সুবিধার্থে হোটেলের একটা উইং বরাদ্ধ করা হয়েছে।

স্ফিংসের মত স্থির দুজন বিশালদেহী আর নির্বিকার সিক্রেট সার্ভিস গার্ড যে গরজাটা পাহারা দিচ্ছিল সেটা পেরিয়ে ঢুকল হাল, চলে গেল স্যুইটের ভেতরে। অস্থিরভাবে সামনে পেছনে পায়চারি করছেন প্রেসিডেন্ট, তার একজোড়া হাতি লেখক আর প্রেস সেক্রেটারিকে নির্দেশনা দিচ্ছেন যারা দ্রুত লিখে নিচ্ছে একটা ট্যাবলেট কম্পিউটারে। আরো তিনজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট কাছে দাঁড়িয়ে আছে। প্রেসিডেন্টকে জানালার কাছ থেকে দূরে রাখছে তারা।

কোনো কিছু না বলে অপেক্ষা করতে লাগল হাল যতক্ষণ না প্রেসিডেন্ট প্রেস কর্মকর্তাদেরকে চলে যাবার নির্দেশ দেন আর ইদুরের মত সুড়সুড় করে ওরা অন্য একটা রুমে চলে যায়।

"জেমি," বড় একটা হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট। "ভালো হয়েছে এসেছে।" হালের হাতে চাপ দিলেন তিনি বসার ইঙ্গিত করলেন। তারপর তার মুখোমুখি বসলেন। "জেমি, সামিটটা যাতে কোনো রকমে সমস্যা ছাড়াই শেষ হয় সেজন্য তোমার ওপর নির্ভর করছি আমি," বললেন তিনি।

BanglaBook.org

"স্যার, আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি সবকিছুই আমার নিয়ন্ত্রনে আছে।"

"কারপভও?"

"স্যার?"

হাসলেন প্রেসিডেন্ট। "আমি শুনেছি, তুমি আর মিঃ কারপভ ভালোই চালিয়ে যাচ্ছ।"

শুকনো ঢোক গিলল হাল। চাকরি যাবার জন্য তাকে এখানে ডাকা হয়েছে কিনা সেটা ভাবছে। "অল্প কিছু সমস্যা হয়েছিল," সাবধানে বলল সে। "কিন্তু সে সবই অতীত।"

"শুনে খুশি হলাম," প্রেসিডেন্ট বললেন। "এমনিতেই আলেক্সান্দার ইয়েভতুশেঙ্কোর সাথে নানান ঝামেলা রয়েছে আমার। তার এক নাম্বার সিকিউরিটি চিফের সাথে সামান্য কিছু হবার কারণে সে আমার ওপর চটে যাক তা আমি চাই না।" নিজের উরুতে চাপড় মেরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। "আচ্ছা, কাল সকাল আটটাতেই তো আসল খেল শুরু। এখনো অনেক বিষয়ে প্রস্তুতি নেয়া বাকি।" হাল ওঠার পর নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। "জেমি, পরিস্থিতিটা যে কত সংকটময় হয়ে উঠতে পারে সেটা আমার চাইতে ভালোভাবে কেউ জানে না। কিন্তু আমার মনে হয়, এ বিষয়ে আমরা একমত, আর পিছিয়ে যাওয়া চলবে না।"

করিডোরে বেরিয়ে আসার পর হালের সেলফোনটা বেজে উঠল।

"জেমি, কোথায় তুমি?" তার কানের মধ্যে খেকিয়ে উঠলেন ডিসিআই।

"আমি এইমাত্র প্রেসিডেন্টের সাথে একটা বৃফিং সেরে বেরিয়ে এলাম। কমরেড কারপভ সমেত অন্য সবকিছুই যে আমার নিয়ন্ত্রণে আছে তা শুনে খুশি তিনি।"

কিন্তু সন্তুষ্টির সুরে কথা বলার বদলে একটা জরুরি ভাব কণ্ঠে নিয়ে এলেন ডিসিআই। "জেমি, আমার কথা মন দিয়ে শোনো। এই পরিস্থিতির আরেকটা দিক আছে যেটা জানা খুব দরকার।"

আপনা থেকেই চারদিকে তাকাল হাল, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের কাছ থেকে এতটা দূরে চলে এলো যাতে ওরা তার কথা শুনতে না পায়। "আমার ওপর বিশ্বাস রাখায় আমি কৃতজ্ঞ, স্যার।"

"এটা জেসন বর্নের সাথে সম্পর্কিত," ডিসিআই বললেন। "ও প্যারিসে মরে নি।"

"কি?" এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলল হাল। "বর্ন বেঁচে আছে?"

"বেঁচে আছে এবং নেচে বেড়াচ্ছে," বললেন ডিসিআই। "জেমি, যাতে শুধু আমরাই জানি, সেজন্য মনে করবে এই কলটা, এই আলাপ কক্ষনো হয় নি। তুমি যদি এই কলের কথা কাউকে বলো, তাহলে আমি সরাসরি বলে দেবো এটা আদৌ

BanglaBook.org

কখনো ঘটে নি, তারপর তোমার পাছায় বাঁশ দেবো। বোঝা গেছে?"

"অবশ্যই, স্যার।"

"আমার কোনো ধারণাই নেই বর্ন এরপর কি করতে যাচ্ছে কিন্তু আমি সবসময় ধরে নিচ্ছিলাম ও তোমাদের ওখানেই যাবে। ও অ্যালেক্স ককলিন আর মো পানোভকে মেরেছে কিনা জানি না। কিন্তু একশো ভাগ নিশ্চিত, কেভিন ম্যাককোলকে মেরেছে সে।"

"হায় জিশু। আমি ম্যাককোলকে চিনতাম, স্যার।"

"আমরা সবাই চিনতাম, জেমি।" গলা পরিস্কার করলেন বৃদ্ধ। "এ অপরাধের শাস্তি বর্নকে পেতেই হবে।"

হঠাৎ করেই হালের আক্রোশ মিলিয়ে গেল, সে জায়গায় এসে ভর করল এক ধরনের উল্লাস, "ব্যাপারটা আমার ওপরে ছেড়ে দিন।"

"সাবধানে, জেমি। তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে প্রেসিডেন্টকে নিরাপদে রাখা।"

"বুঝতে পারছি, স্যার। একদম বুঝতে পারছি। অবশ্য আপনি নিশ্চিত হতে পারেন, যদি বর্ন এসে হাজির হয় তাহলে হোটেল থেকে আর বেরোতে পারবে না।"

"হুম, তবে আমার কিন্তু মনে হয় ও বেরোতে পারবে," বললেন বুড়ো ডিসিআই, "লাশ হয়ে।"

রিকিয়াভিক এনার্জি ভ্যানের সামনে দু'জন চেচেন ক্যাডার যখন দাঁড়িয়ে ছিল তখন ও স্কুজুহলিড হোটেলের দিকে এগিয়ে এলো হেলথ সার্ভিসের গাড়িটা, মোড়টা ঘুরল। ভ্যানটা রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে পার্ক করা রয়েছে, চারপাশে কমলা রঙের প্লাস্টিকের কোন বসানো হয়েছে যাতে দেখে মনে হয় ওরা খুব ব্যস্ত রয়েছে কাজে।

হঠাৎ থেমে পড়ল হেলথ সার্ভিসের গাড়িটা।

"কি করছো তোমরা?" হেলথ সার্ভিসের একজন লোক বলল। "একটা ইমার্জেন্সি।"

"জাহান্নামে যাও, বাঁইট্টা," একজন চেচেন আইসল্যান্ডিক ভাষায় বলে উঠল।

"কি বললে?" ক্ষ্যাপা হেলথ সার্ভিস ওয়ার্কারটা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।

"কানা নাকি? জরুরি কাজ করছি আমরা এখানে," বলল চেচেন। "আরেক রুট ধরে যাও।"

ব্যাপারটা খারাপের দিকে গড়াতে পারে টের পেয়ে এগিয়ে এল অন্য ওয়ার্কারটা। সশস্ত্র অবস্থায় তৈরি হয়ে থাকা আরসেনভ আর জিনা বেরিয়ে এল রিকিয়াভিক এনার্জির ভ্যানটার পেছন থেকে। হতভম্ব হয়ে পড়া হেলথ ওয়ার্কারদের খেদিয়ে নিয়ে গেল ভ্যানটার ভেতরে।

হাইজ্যাক করা গাড়িটা নিয়ে ওস্কজুলিড হোটেলের ডেলিভারি এন্ট্রেন্সে এলো

BanglaBook.org

আরসেনভ, জিনা আর আরো একজন ক্যাডার। চেচেনরা রিকিয়াভিক এনার্জির ভ্যানটা নিয়েছে স্পালকোকে আর বাকি ক্যাডারদেরকে তুলে নিয়ে আসার জন্য।

সরকারী কর্মচারীদের মত করে জামা পরেছে ওরা, ডিউটিতে থাকা সিকিউরিটিদেরকে দেখাল স্পালকোর দেয়া আইডি ট্যাগগুলো। যখন প্রশ্ন করা হল তখন আইসল্যান্ডিকে কথা বলল আরসেনভ কিন্তু আমেরিকান আর আরব সিকিউরিটির লোকেরা কথা বুঝতে না পারায় ভুলভাল ইংলিশ বলতে শুরু করল সে। তার বক্তব্য হল, তাদেরকে পাঠানো হয়েছে হোটেলের কিচেনে যাতে হেপাটাইটিস এ একদম না থাকে তা নিশ্চিত করতে। বিভিন্ন সিকিউরিটি টিমগুলোর কেউই চায় না ওই ভয়াবহ রোগ নিয়ে অনুসন্ধানে কোনো বাধা পড়ুক। মাথা নেড়ে ওদেরকে কিচেনের দিকে যাবার পথ দেখাল সিকিউরিটিরা। ক্যাডাররা কিচেনে গেল বটে কিন্তু আরসেনভ আর জিনার মনে ঘুরছে অন্য গন্তব্য।

যখন পাইলট জানাল তারা কেফলভিক এয়ারপোর্টে নামতে যাচ্ছে, তখনও ওস্কজুলিড হোটেলের বিভিন্ন সাবসিস্টেমের নকশা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল বর্ন আর খান। বর্ন অনবরত পায়চারি করতে থাকলেও সিটে আঠার মত সেঁটে রইল খান ল্যাপটপসমেত। বর্নের সারা গা প্রচণ্ডভাবে ব্যাথা করছে, প্লেনের বাঁকাচোরা সিটে বসে তাকায় আরো বেড়ে গেছে তা। নিজের ছেলেকে খুঁজে পাবার পরে ওর মনে যেসব অনুভূতি এসেছে সেগুলোকে সামলানোর চেষ্টা করেছিল ও। ওদের দু'জনের মাঝের কথাবার্তা হচ্ছিল অদ্ভুত ধরনের। আর ওর মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে ও যদি কোনো গাঢ় আবেগ দেখিয়ে ফেলে তাহলে আরো গুটিয়ে যাবে খান।

দু'জনের মাঝে বাপ-ব্যাটার সম্পর্ক নতুন করে গড়ার কাজটা ওদের দু'জনের জন্যই বড্ড কঠিন। তবু বর্নের ধারণা, সমস্যাটা খানেরই বেশি। একজন বাবা বিনাশর্তে ভালোবাসার জন্য তার ছেলের কাছে থেকে কি চায় তার থেকে অনেক বেশি জটিল হচ্ছে একজন ছেলে তার বাবার কাছ থেকে কি চায়।

বর্ন স্বীকার করতে বাধ্য ও খানকে ভয় পায়। খান ওর যে হাল করেছে শুধু সেজন্যই নয়, খান যে ভয়ংকর অ্যাসাসিনে পরিণত হয়েছে তাও নয়, বরং ওর ধূর্ততা আর উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে ভয় পায় বর্ন। ও যেভাবে তালাবন্ধ রুমটা থেকে পালিয়েছে সেটা বিস্ময়কর ব্যাপার বটে।

আরো একটা ব্যাপার আছে। যেটা ওদের দু'জনের একত্রিত হবার পথে বিশাল এক প্রতিবন্ধকতার মত দাঁড়িয়ে আছে, এবং খুব সম্ভবত আকারে আরো বড় হচ্ছে, মামুলি বানিয়ে দিচ্ছে অন্য বাধাগুলোকে। বর্নকে মেনে নিতে হল, নিজের এখনকার জীবনটাকে ত্যাগ করতে হবে খানকে।

এই ব্যাপারে বর্নই সঠিক। যখন থেকে বর্ন ওল্ড টাউন আলেকজান্দ্রিয়ার পার্ক

BanglaBook.org

বেঞ্চটাতে ওর পাশে বসেছিল তখন থেকে নিজের সাথেই বুঝেছে খান। ওর লড়াইটা এখনো চালু আছে, তবে এখন সেটা চলছে প্রকাশ্যে। রিয়ার ভিউ মিররে তাকিয়ে দেখার মত করে খান দেখতে পাচ্ছে সে বর্নকে খুন করা কতগুলো সুযোগ পেয়েছিল ও কিন্তু ও কেবলমাত্র বুঝতে পারছে যে ওসব সুযোগ আসলে ইচ্ছাকৃতভাবেই নেয়া হয় নি। বর্নের ক্ষতি করতে পারে না খান। কিন্তু নিজের হৃদয়টা খুলেও দেখাতে পারে না। ওর মনে পড়ল, বুদাপেস্টের ওই ক্লিনিকের পেছনে ও কেবল তাগিদ টের পেয়েছিল স্পালকোর লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। কেবলমাত্র বর্নের হুশিয়ারি শুনেই থেমেছিল ও। ওই সময় স্পালকোর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল খান। অবশ্য এখন ও জানে প্রতিশোধের স্পৃহাটা জেগে উঠেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা আবেগ থেকে পরিবারের এক সদস্যের জন্য আরেক সদস্যের আত্মনিবেদন।

আর এখন, লজ্জিতভাবে খান বুঝতে পারল ও আসলে বর্নকে ভয় পায়। বুদ্ধি, সহ্যক্ষমতা আর শক্তি মিলিয়ে বর্ন একজন ভয়ংকর মানুষ বটে। খানের মনে হল যেনো ও ধ্বংস হয়ে গেছে, এ জীবনে ও যত কিছু অর্জন করেছিল সব যেনো ধুলোয় মিশে গেছে।

একটা ঝাঁকুনি আর রাবারের ঘষা খাওয়ার শব্দের পর মাটিতে নেমে এলো ওদের প্লেনটা, অ্যাকটিভ রানওয়ে ধরে এগিয়ে যেতে লাগল এয়ারপোর্টের শেষ প্রান্তের দিকে যেখানে সব ব্যক্তিগত প্লেনের যাবার কথা। প্লেন সম্পূর্ণভাবে থামার আগেই উঠে দাঁড়িয়ে সিটগুলোর মাঝ দিয়ে হেটে দরজার দিকে গেল খান।

"চলো," বলল ও। "স্পালকো ইতিমধ্যেই আমাদের থেকে প্রায় তিনঘণ্টা এগিয়ে গেছে।"

কিন্তু বর্নও উঠে পড়েছে, সিটের সারির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে খানকে বাধা দেবার জন্য।

"বাইরে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে সে বিষয়ে কিছুই জানি না। আমিই আগে বের হবো।"

সাথে সাথে খানের মনের ঠিক নিচেই জমে থাকা রাগ ফেটে পড়ল। আমি তোমাকে বলেছি একবার কি করতে হবে তা আমাকে শেখাতে এসো না। আমার নিজের একটা মগজ আছে, আমি নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেই। আগেও নিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও নেব।"

"ঠিক বলেছো। আমি তোমার কাছ থেকে কোনো কৃতিত্ব কেড়ে নেবার চেষ্টা করছি না," বলল বর্ন। প্রায় মুখের ভেতরে চলে এসেছে ওর হৃৎপিন্ডটা। এই আগন্তুক ওর নিজের ছেলে। এর কাছে বর্ন যা বলবে বা করবে সবগুলোরই একটা প্রতিক্রিয়া হবে ভবিষ্যতে। "কিন্তু ভেবে দেখো, এখন পর্যন্ত তুমি একাই রয়ে গেলে।"

BanglaBook.org

"আর এটা কার দোষ বলে তোমার মনে হয়?"

"আক্রমণাত্মকভাবে কথা না বলাটা সহজ নয় কিন্তু খানের অনুযোগটাকে ঘাড় থেকে সরানোর জন্য নিজের সেরা চেষ্টাটাই করল বর্ন। "দোষ-গুণ নিয়ে কথা বলার প্রশ্ন আসে না," অনড় গলায় বলল। "এখন আমরা একসাথে কাজ করছি।"

"সেজন্য আমি তোমার হাতে নিজের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেবো নাকি?" উত্তপ্ত জবাব দিলো খান। "কেন? এক মিনিটের জন্যও আমাকে কন্ট্রোল করার অধিকার তোমার মাঝে জন্মেছে নাকি?"

ওরা টার্মিনালটার কাছাকাছি প্রায় এসেই গেছে। বর্ন বুঝতে পারছে ওদের মাঝের ঐক্যটা কত ঠুনকো।

"তোমার ব্যাপারে আমার কোনো অধিকার জন্মেছে সেটা বিশ্বাস করা বোকামি হবে।" জানালা দিয়ে বাইরের টারমিনালটার উজ্জ্বল আলো দেখল ও। আমি ভাবছিলাম যদি কোনো বিপদ থেকে থাকে–যদি আমরা কোনো ধরনের ফাঁদে পড়ে যাই, তাই তোমার বদলে না হয় আমিই যাই–"

"আমি যা যা বলেছি তা শোনো নি?" বর্নকে ঠেলে এগিয়ে যেতে যেতে বলল খান। "আমি যা যা করেছি সেসবও ভুলে গেছ নাকি?" এমন সময় হাজির হল পাইলট। "দরজাটা খোলো," অস্থির গলায় তাকে আদেশ দিলো খান। "আর তুমি ভেতরেই থাকবে।"

বাধ্যভাবে দরজাটা খুলল পাইলট, সিঁড়িটা নামিয়ে দিলো।

এক পা এগিয়ে গেল বর্ন। "খান–" কিন্তু ছেলের কঠোর দৃষ্টি থামিয়ে দিলো তাকে। পার্সপেক্সের জানালা দিয়ে দেখল খান সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে একইমিগ্রেশন অফিসারের মুখোমুখি হল। খান লোকটাকে একটা পাসপোর্ট দেখাল, তারপর আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল প্লেনটার দিকে। অফিসার খানের পাসপোর্ট স্ট্যাম্প মেরে দিয়ে মাথা ওপর নিচ করল শুধু।

খান ঘুরে দ্রুত উঠে এলো সিঁড়ি বেয়ে। সিটের সারির মাঝ দিয়ে হেঁটে আসার সময় নিজের জ্যাকেটের নিচ থেকে একটা হ্যান্ডকাফ টেনে বের করল ও। প্রথমে সেটাকে আটকাল বর্নের হাতে, তারপর নিজের হাতে।

"আমি খান লেমার্ক আর আমি ইন্টারপোলের একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর।" ল্যাপটপটাকে বগলদাবা করে বর্নকে নিয়ে দরজার দিকে চলতে লাগল। "তুমি আমার বন্দী।"

"আমার নাম কি?" বর্ন বলল।

"তোমার?" ওর পেছন পেছন আসতে আসতে ওকে দরজা দিয়ে বাইরে ঠেলল খান। "তুমি হলে গিয়ে জেসন বর্ন, খুনের দায়ে সিআইএ, কুয়ে দরসে আর ইন্টারপোলের কাছে ওয়ান্টেড। স্রেফ এই একটামাত্র উপায়েই বিনা পাসপোর্টে আইসল্যান্ডে ঢুকতে পারবে তুমি। কারণ দুনিয়ার সব কর্মকর্তার মতো এই লোকটাও

BanglaBook.org

সিআইএ'র সার্কুলারটা পড়েছে।" পিছিয়ে দাঁড়াল ইমিগ্রেশন অফিসার, জায়গা করে দিলো ওদেরকে। টার্মিনাল পেরিয়ে আসার পর পরই হ্যান্ডকাফটা খুলে ফেলল খান। বাইরে বেরিয়ে প্রথম যে ট্যাক্সিটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল সেটাতেই চড়ল ওরা, ড্রাইভারকে এমন একটা জায়গার ঠিকানা দিলো যেটা ওস্কজুলিড হোটেলের আধ মাইলের মধ্যে।

রেফ্রিজারেটেড বক্সটাকে দু'পায়ের মাঝে চেপে ধরে রিকিয়াভিক এনার্জির ভ্যানটার পেছনের সিটে বসে আছে স্পালকো। সিটি সেন্টারের রাস্তা ধরে ওস্কজুলিড হোটেলের দিকে ভ্যানটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক চেচেন বিদ্রোহী। সেলফোন বেজে ওঠায় সেটা বের করল স্পালকো। না, কোনো সুখবর এলো না।

"স্যার, পুলিশের বা দমকালের লোকে বিল্ডিংয়ে ঢোকার আগেই ইন্টেরোগেশন রুমটা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছি আমরা," বুদাপেস্ট থেকে বলল স্পালকোর হেড অফ সিকিউরিটি। "অন্যদিকে, পুরো বিল্ডিংটা তন্নতন্ন করে খোঁজার কাজ সম্পন্ন করার পরও বর্ন বা খান, কারোই চিহ্ন খুঁজে পাই নি।"

"এটা কিভাবে সম্ভব?" বলল স্পালকো। "একজনকে তো বেঁধে রাখা হয়েছিল, আর অন্য জন আটকা পড়েছিল গ্যাসচেম্বারে।"

"একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল ওখানে," বলল সিকিউরিটি চিফ। কি কি দেখতে পেয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিলো সে।

"গড ড্যাম ইট।" সচরাচর রাগ প্রকাশ না করলেও এবার রেগে উঠল স্পালকো, দড়াম করে কিল বসাল ভ্যানের কনসোলে।

"আমরা অনুসন্ধানের পরিধি বাড়িয়ে দিচ্ছি।"

"দরকার নেই," সিকিউরিটি চিফের কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠল স্পালকো, "আমি জানি ওরা কোথায় আছে।"

হোটেলের দিকে হেটে যাচ্ছে বর্ন আর খান।

"এখন কেমন লাগছে?" জিজ্ঞেস করল খান।

"ভালোই লাগছে," বেশ দ্রুত উত্তর দিলো বর্ন।

ওর দিকে তাকিয়ে নিল খান। "ব্যাথা লাগছে না? আড়ষ্টও লাগছে না?"

"আচ্ছা, ঠিক আছে, ব্যাথাও লাগছে, আড়ষ্টও লাগছে।" স্বীকার করল বর্ন।

"ওজকারের দেয়া অ্যান্টিবায়োটিকগুলো ভালোই কাজ করবে।"

"চিন্তা করো না," বর্ন বলল। "খেয়ে নিচ্ছি ওগুলো।"

BanglaBook.org

"কে বলল আমি চিন্তা করছি?" আঙুল তুলল খান। "ওদিকে দেখো, কী অবস্থা।"

হোটেলের চারপাশটা ঘিরে আছে লোকাল পুলিশ। তারা আর নানান দেশের নিরাপত্তাকর্মীরা মিলে যে দুটো চেকপয়েন্ট পরিচালনা করছে কেবল ওগুলোর মধ্য দিয়েই আসা-যাওয়া করা যাচ্ছে। ওরা দেখল হোটেলের পেছনের চেকপয়েন্টটাতে এসে থামল রিকিয়াভিক এনার্জির একটা ভ্যান।

"একমাত্র ওদিক দিয়েই ভেতরে ঢুকতে পারব আমরা," খান বলল।

"এটা তো দেখছি একমুখী পথ," বর্ন বলল ভ্যানটা চেকপয়েন্ট দিয়ে ঢোকার পরে, ওদিক থেকে হোটেলের দু'জন কর্মচারীকে হেটে আসতে দেখল ও।

খানের দিকে তাকাল বর্ন। মাথা ওপর নিচ করল খান। সেও ওই দু'জনকে দেখেছে, "কি মনে হয় তোমার?" বর্ন বলল।

"ডিউটি থেকে নিষ্কৃতি পেতে যাচ্ছে ওরা, বলা যায়," উত্তর দিলো খান।

"আমিও তাই ভাবছিলাম।"

হোটেলের কর্মচারী দু'জন একে অন্যের সাথে বকবক করছে, স্রেফ আইডিটা দেখিয়েই বেরিয়ে এলো চেকপয়েন্ট থেকে। সাধারণত ড্রাইভ করেই হোটেলে আসা যাওয়া করত ওরা। কিন্তু সিকিউরিটি সার্ভিস আসার পর থেকে ওদেরকে বাদ্য করা হচ্ছে হোটেলের বাইরে রাস্তায় গাড়ি করার জন্য।

একটা সাইড স্ট্রিটে নেমে পড়ার পর লোক দু'জনকে অনুসরণ করতে লাগল বর্ন আর খান, পুলিশ আর গার্ডদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। লোক দু'জনকে তাদের গাড়ির কাছাকাছি যাবার সুযোগ দিয়ে পেছন থেকে কাবু করল ওরা, দ্রুত আর নিঃশব্দে। চাবিগুলো ব্যবহার করে গাড়ির ট্রাঙ্কগুলো খুলল ওরা, অজ্ঞান লোক দুটোকে ভেতরে পুরে দিলো। তাদের আইডি নিয়ে নেবার পর ট্রাঙ্কের ডালা নামিয়ে দেয়া হল।

পাঁচ মিনিট পরে হোটেলের সামনের চেকপয়েন্টটাতে হাজির হল ওরা, আতে যে পুলিশ আর গার্ডরা কর্মচারী দু'জনকে বের হবার সময় চেক করেছিল তাদের মুখোমুখি হতে না হয়।

কোনো সমস্যা ছাড়াই নিরাপত্তা বলয় পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ওরা। শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পেরেছে ওরা ওস্কজুলিড হোটেলে।

BanglaBook.org

আরসেনভকে খতম করার সময় এসে গেছে, ভাবল স্তেপান স্পালকো। যখন থেকে সে বুঝতে পেরেছে আরসেনভের দুর্বলতা আর সইতে পারছে না তখন থেকেই খোঁচা দিচ্ছে তাকে মুহূর্তটা। আরসেনভ একবার তাকে বলেছিল, "আমি সন্ত্রাসবাদী নই। আমি শুধু এটাই চাই আমার জনগণ ন্যায্য অধিকার পাবে।" এমন একটা ছেলেমানুষী

বিশ্বাস স্রেফ একটা মারাত্মক ভুল ছাড়া কিছুই নয়। যা খুশি চাইতে পারে সে। কিন্তু সত্যি কথাটা হচ্ছে সে টাকাই চাক বা বন্দীর মুক্তি, কিংবা দেশের স্বাধীনতা, সব ক্ষেত্রেই তার কার্যপ্রণালীর কারণে তাকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে, মনে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন তার। যা চায় তা না পেলে মানুষকে মেরে ফেলেছে সে। শত্রুদেরকে আর বেসামরিক মানুষ লক্ষ্য বানিয়েছে নারী-পুরুষ-শিশু, কাউকেই বাছবিচার করে নি। সন্ত্রাসের আবাদ করছে সে; মৃত্যু ফলাচ্ছে।

সে কারণে যে এইচভিসি সিস্টেমটা সামিটের ফোরামে বাতাস যোগায় সেখানে আরসেনভকে যেতে বলেছে সে আখমেদ, করিম আর অন্য একজন মহিলা ক্যাডারকে সাথে নিয়ে। প্ল্যানে সামান্য একটা পরিবর্তন এটা। ওই তিনজনের সাথে মাগোমেতের যাবার কথা ছিল। কিন্তু মাগোমেত মরেছে, আর আরসেনভই খুনি হওয়ায় দায়িত্বটা সেই গ্রহণ করেছে কোনো প্রশ্ন বা অনুযোগ না করে। হাজার হলেও তো ওরা এখন একটা বাঁধাধরা টাইম টেবিলের মাঝে রয়েছে।

"রিকিয়াভিক এনার্জির ভ্যানটাতে করে আসার পর থেকে ঠিক ত্রিশ মিনিট সময় হাতে আছে আমাদের," বলল স্পালকো। "তারপরে, যেমনটা আমরা জানি, সিকিউরিটি এসে পড়বে আমাদের কাছে।" হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে। "যার অর্থ মিশন শেষ করার জন্য চব্বিশ মিনিট সময় হাতে আছে আমাদের।"

আখমেদ আর অন্য ক্যাডারদেরকে নিয়ে আরসেনভ বেরিয়ে যাবার পর জিনাকে একদিকে টেনে নিল স্পালকো। "তোমার বোঝা উচিত এবারই ওকে জীবিত অবস্থায় দেখছ তুমি শেষবারের মত।"

নিজের সোনালী চুলে ভরা মাথা নাড়ল জিনা।

"কোনো দুঃখ-টুঃখ হচ্ছে না তো?"

"সত্যি বলতে কি, ওর হাত থেকে রেহাই পেলাম আমি," জবাব দিলো জিনা। মাথা ওপর নিচ করল স্পালকো। "এসো।" দু'জনে মিলে দ্রুত চলতে লাগল করিডোর ধরে। "এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা চলবে না।"

নিজের ছোটো দলটার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল হাসান আরসেনভ, সাথে সাথে একটা জরুরি কাজ করতে হবে ওদেরকে, আর আরসেনভকেই নিশ্চিত করতে হবে যেনো ওরা কাজটাকে ঠিকভাবে শেষ করতে পারে। কর্নারটা ঘুরল ওরা, বিশাল এয়ার ডিসচার্জ গৃলটার কাছে নিজের পোস্টে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডটাকে দেখতে পেল। একসাথে এগোল ওরা গার্ডের দিকে।

"দাঁড়াও সবাই, থামো," বুকের কাছে ঝোলানো মেশিন পিস্তলটাকে হাতে নিয়ে বলল গার্ড, তার সামনে থামল সন্ত্রাসবাদীরা।

"রিকিয়াভিক এনার্জি থেকে এসেছি আমরা," আইসল্যান্ডিক ভাষায় বলল আরসেনভ। গার্ডটা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকায় ইংরেজিতে পুণরাবৃত্তি করল এবার।

ভুরু কোঁচকাল গার্ড। "এখানে তো কোনো হিটভেন্ট নেই।"

BanglaBook.org

"জানি," বলল আখমেদ, এক হাতে ধরল মেশিন পিস্তলটা, অন্য হাতে গার্ডের মাথাটা আছড়ে ফেলল দেয়ালের ওপর। পড়ে যেতে লাগল গার্ড। আবার মারল তাকে আখমেদ, এবার তার নিজেরই মেশিন পিস্তলের বাঁট দিয়ে।

"হাত লাগাও," আরসেনভ বলল, এয়ার ডিসচার্জ গৃলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিচ্ছে। করিম আর মহিলাটা এগিয়ে গেল কিন্তু আখমেদ পিস্তল দিয়ে গার্ডকে মারতেই থাকল যতক্ষণ না তার বহুক্ষণ ধরে অজ্ঞান হয়ে থাকাটা নিশ্চিত হল।

"আখমেদ, অস্ত্রটা দাও।"

আসেনভের দিকে মেশিন পিস্তলটা ছুঁড়ে দিলো আখমেদ কিন্তু পড়ে থাকা সিকিউরিটি গার্ডটার মুখে লাথি মারতে থাকল। রক্ত বয়ে চলছে, বাতাসে আসছে মৃত্যু।

জোর করে গার্ডটার কাছ থেকে আখমেদ সরিয়ে আনল আরসেনভ। "যখন আমি আদেশ করব তখন সেটা মানবে, নইলে আল্লাহর কসম তোমার ঘাড় ভেঙে দেব আমি।"

আখমেদের বুক ওঠানামা করছে, আর সেনভের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল সে।

"শিডিউল মোতাবেক চলছি আমরা," বাঘের মত গর্জে উঠল আরসেনভ, "নিজের ইচ্ছেমত কাজ করার সময় নেই তোমার।"

দাঁত কেলিয়ে হাসল আখমেদ। ঝাড়া দিয়ে আরসেনভের হাত থেকে মুক্ত হয়ে করিমকে সাহায্য করতে গেল সে গৃলট খোলার কাজে। গার্ডটাকে এয়ার শ্যাফটের ভেতর ঠেলে দিলো ওরা, তারপর নিজেরাও ঢুকে পড়ল এক এক করে। সবার শেষে ঢুকল আখমেদ, গৃলটা জায়গামত বসিয়ে দিলো।

গাডের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে গেল সবাই। যাবার সময় গার্ডের ক্যারোটিড ধমীতে আঙুল চেপে ধরল আরসেনভ। "মরে গেছে," বলল সে।

"তাতে কি?" উদ্ধত ভঙ্গিতে বলে উঠল আখমেদ। "সকাল হতে হতে তো ওরা সবাই মরবে।"

হাত আর হাটুর ওপর ভর দিয়ে শ্যাফটটার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা যতক্ষণ না একটা জংশনের সামনে এস পড়ে। ওদের ঠিক সামনে একটা খাড়া শ্যাফট। নিজেদের গায়ের র‍্যাপেলিং গিয়ার ঠিকঠাক করে নিল। অ্যালুমিনিয়ামের বারটাকে খাড়া শ্যাফটটার ওপর বরাবর বসিয়ে পাক খুলে দঁড়িটাকে নিচে ঝুলিয়ে দিলো ওরা। এগিয়ে গেল আরসেনভ, দড়িটাকে নিজের বাম উরুর সাথে পেঁচিয়ে ডান উরুর উপর দিয়ে পার করে দিলো। হাত দিয়ে দড়িটা ধরে ঝুলতে ঝুলতে একটা নির্দিষ্ট গতিতে। দড়িটার সামান্য কাঁপুনিতে আরসেনভ টের পেল কখন দলের অন্য ক্যাডাররা ঝুলতে ঝুলতে নামছে তার ওপরে।

প্রথম জংশন বক্সটার ঠিক ওপরে থামল আরসেনভ। একটা মিনি ফ্ল্যাশলাইট

BanglaBook.org

জ্বালিয়ে ওটার আলো শ্যাফটের দেয়ালের ওপর ফেলল সে, আলোকিত করে তুলর দেয়ালের ওপর দিয়ে খাড়াভাবে বয়ে যাওয়া কেবল আর তারগুলোকে। জটলার মাঝে একটা নতুন জিনিস ঝিকিয়ে উঠল।

"হিট সেন্সর," ওপর দিকে হাঁক দিলো সে, ট্রনিকস এক্সপার্ট করিম। যখন আরসেনভ দেয়ালের ওপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলছে তখন একটা প্লায়ার্স আর দুমাথায় অ্যালিগেটের ক্লিপ লাগানো একটা তার বের করল করিম। আরসেনভের গায়ের ওপর দিয়ে টপকে নামল সে দড়িটা ধরে। সেন্সরটার রেঞ্জের ঠিক ওপরে ঝুলতে লাগল। পা দিয়ে লাথি মেরে দেয়ালের দিকে দোলাল শরীরটাকে। একটা ট্রাঙ্ক কেবল ধরে দেয়ালের সাথে লেগে রইল। তারের জটলার ভেতর দিয়ে হাত চালাল সে, একটা তারকে কাটল, সেখানে লাগাল অ্যালিগেটর ক্লিপ দুটোর একটাকে। তারপর আরেকটা তারের মাঝে অংশের আবরণী তুলে ফেলে সেখানে লাগাল আরেকটা অ্যালিগেটর ক্লিপ।

"অল ক্লিয়ার," নরম গলায় বলল।

নিচের দিকে সেন্সরটার রেঞ্জের মাঝে নামল সে কিন্তু কোনো অ্যালার্ম বাজল না। সার্কিটটাকে বোকা বানিয়েছে সে। সেন্সরটা ভাবছে কোনো গন্ডগোল হয় নি কোথাও।

আরসেনভকে জায়গা করে দিলো করিম। শ্যাফটের তলায় অন্যদেরকে নিয়ে গেল আরসেনভ। সামিট ফোরামের এইচভিসি সাবসিস্টেমের হৃৎপিন্ডের মাঝে চলে এসেছে ওরা এখন।

"আমাদের লক্ষ হচ্ছে সমিট ফোরামের এইচভিসি সাবসিস্টেমটা," খানকে নিয়ে লবি ধরে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে যেতে বলল বর্ন। ওজাকারের দেয়া ল্যাপটপটা খানের বগলের নিচে। "যৌক্তিকভাবে ওখানেই ডিফিউজারটাকে ছাড়বে ওরা।"

রাতের এই সময়ে উঁচু-ছাদয়ালা ঠাণ্ড বিশাল লবিটা কয়েকজন সিকিউরিটির লোক আর হোটেলের কর্মচারী ছাড়া একদম ফাঁকা। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গরা এখন তাদের স্যুটে, হয় ঘুমাচ্ছেন নয়তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরের সামিটের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

"নিঃসন্দেহে সিকিউরিটিরাও এই একই কথা ভেবেছে," খান বলল, "যার অর্থ, সাবস্টেশনের কেন্দ্রের কাছে যাবার আগপর্যন্ত আমরা ঠিক আছি কিন্তু যাবার পরে ওরা জিজ্ঞেস করবে আমরা ওখানে কি করছি।"

"আমি ওটা নিয়েই ভাবছিলাম," বর্ন বলল। "আমার অবস্থাকে আমাদের কাজে লাগানোর এটাই সময়।"

কোনো সমস্যা ছাড়াই হোটেলের মেইন সেকশন দিয়ে গেল ওরা, হোটেলের অভ্যন্তরের চত্বরটা পার হল। জ্যামিতিক আকারের নুড়ির পথ। চিরসবুজ গুল্ম আর

BanglaBook.org

আধুনিক চেহারার পাথরের বেঞ্চ রয়েছে চত্বরটাতে। হোটেলের অন্য পাশটায় রয়েছে ফোরাম সেকশন। ল্যাপটপটা চালু করল খান। নকশাগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ওরা। নিশ্চিত হয়ে নিল ওরা ঠিক লেভেলেই রয়েছে।

"ওই পথে," খান বলল। দু'জনে মিলে এগিয়ে যেতে যেতে বন্ধ করল ল্যাপটপটা।

কিন্তু ওরা সিঁড়ির কাছ থেকে মাত শ'খানের ফিট যাবার পরই একটা কর্কশ কণ্ঠ বল উঠল, "আর এক পা এগোলেই দু'জনেই মরবে।"

খাড়া এয়ারশ্যাফটটার নিচে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে চেচেন বিদ্রোহীরা। উদ্বিগ্ন, প্রায় ছেঁড়ার পর্যায়ে এস গেছে ওদের টানটান হওয়া স্নায়ু। কয়েক মাস ধরে অপেক্ষা করছে তারা এই মুহূর্তের জন্য। প্রস্তুত হয়ে আছে ওরা, সামনে এগোনোর জন্য অস্থির। অধীর আগ্রহে সবাই কাঁপছে তো বটেই, ঠাণ্ড হাওয়াতেও কাঁপছে ওরা, হোটেলের যত নিচের দিকে যাওয়া যাচ্ছে হাওয়াটাও ততই ঠাণ্ড হচ্ছে। এইচভিসি রিলেগুলোর দিকে যাবার জন্য স্রেফ একটা আনুভূমিক শ্যাফট বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হচ্ছে ওদেরকে। কিন্তু সহজ কাজটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় গৃলগুলোর পাশে করিডোরে সিকিউরিটি গার্ডরা দাঁড়িয়ে থাকায়। যতক্ষণ না গার্ডরা চক্কর দিয়ে ফিরে যায়, ততক্ষণ থেমে থাকতে বাধ্য হচ্ছে ওরা।

হাতঘড়ি দেখল আখমদ, জানতে পারল মিশন শেষ করে ভ্যানে ফেরার জন্য আর মাত্র চৌদ্দ মিনিট হাতে আছে ওদের। ঘামের ফোঁটা ঝুলে রইল তার কপালে, বগলে ঘাম এক হয়ে ঝরে পড়ল হাতা আর শরীরের পাশ বেয়ে, চিনচিনে চুলকোনি তুলল চামড়ায়। মুখ শুকিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আসছে। কোনো মিশনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এমনটাই হয়। হৃৎপিন্ডটা দ্রুত ধড়াস ধড়াস করছে তার, পুরো শরীর কাঁপছে। আরসেনভের একটু আগের চোখরাঙানি এখনো ভুলতে পাছে না সে। ব্যাপারটা সবার সামনে হওয়ায় আখমেদের জন্য দ্বিগুন অপমানজনক হয়ে উঠেছিল। কান খাড়া করে চারপাশের জন্য শুনতে শুনতে আরসেনভের দিকে তাকাল সে। মনে তীব্র ঘৃণা। নাইরোবির ওই রাতার পর থেকে আরসেনভের ওপর সকল শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে আখমেদ। তার কারণ, আরসেনভ জিনার কাছে বোকা বনেছিল। একটা মুচকি হাসিতে বেঁকে গেল আখমেদের পুরু ঠোঁট দুটো। আরসেনভের ওপর এই ক্ষমতাটা থাকা সত্যিই আনন্দের।

শেষতক সে শুনতে পেল কাছের কণ্ঠস্বরগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। এতক্ষণ পড়ে ছিল, এবার ঝটকা দিয়ে সামনে এগোল সে, নিজের নিয়তির সাথে মিলিত হবার জন্য উদ্বেল। কিন্তু আরসেনভের শক্তিশালী হাত থামিয়ে দিলো তাকে শক্তভাবে।

"এখনই না," জ্বলে উঠল আরসেনভের চোখ দুটো।

BanglaBook.org

"ওরা সরে গেছে," আখমেদ বলল। "আমরা স্রেফ সময় নষ্ট করছি।"

"আমরা তখনই যাব যখন আমি আদেশ দেব।"

এত বাড়াবাড়ি আর সহ্য হল না আখমেদের। ঘৃণায় থুতু দিলো সে আরসেনভের মুখে। "আমাদের সাথে কেন এত হম্বিতম্বি? নিজের মাগিকে তো সামলাতে পারিস না।"

তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আরসেনভ, খানিকক্ষণ ধরে হাতাহাতি চালিয়ে গেল দু'জনই। থমকে রইল অন্যরা, বাধা দেবার সাহসও পাচ্ছে না।

"তোমার কোনো অবাধ্যতাই আর সহ্য করব না আমি," বলল আরসেনভ। "হয় আমার আদেশ মানবে নাহয় মরবে।"

"তাহলে মেরেই ফেলো আমাকে," বলল আখমেদ। "কিন্তু জেনে রাখো, নাইরোবিতে যেদিন পরীক্ষা চালানো হল তার আগের রাতে শেখের রুমে ঢুকে ছিল জিনা, যখন তুমি ঘুমুচ্ছিলে।"

"মিথ্যুক!" বলে উঠল আরসেনভ, খাঁড়িটার ওখানে সে আর জিনা মিলে যে ওয়াদা করেছিল তার কথা ভাবছে। "জিনা কক্ষনো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না আমার সাথে।"

"ভাবো, আরসেনভ, কোথায় আমার রুমটা ছিল সেটা ভাবো, আমি ওকে নিজ চোখে দেখেছি।"

বিদ্বেষে জ্বলছে আরসেনভের চোখ কিন্তু আখমেদকে ছেড়ে দিলো সে। "এই মিশদেন সবার কাজই যদি গুরুত্বপূর্ণ না হত তাহলে তোমাকে মেরেই ফেলতাম এখন আমি।" অন্যদের দিকে ইঙ্গিত করল সে। "এবার চলা শুরু করো।

ইলেকট্রনিকস এক্সপার্ট করিম আগে এগোল তারপর গেল মহিলাটা আর আখমেদ, সবার শেষে আরসেনভ। খানিক বাদেই একটা হাত তুলল করিম, থেমে গেল সবাই।

তার নরম কণ্ঠস্বরকে ভেসে আসতে শুনল আরসেনভ। "মোশন সেন্সর।"

সে দেখল করিম হামাগুড়ি দিয়ে বসে তৈরি করছে নিজের যন্ত্রপাতিগুলোকে। এই লোকের উপস্থিতিতে কৃতজ্ঞবোধ করল আরসেনভ। এত বছর ধরে কতগুলো বোমা বানিয়ে দিয়েছে তাদেরকে করিম? সবগুলোই ঠিকভাবে কাজ করেছে; কখনো কিছুতে ভুল করে নি করিম।

আগের মতই, দু'প্রান্তে অ্যালিগেটর ক্লিপ লাগানো খানিকটা তার বের করল করিম। এক হাতে প্লায়ার্স নিয়ে সঠিক ইলেকট্রিক তারগুলোকে খুঁজে বের করল সে। আলাদা করল। একটা তারকে কেটে কাটা প্রান্তটায় লাগাল একটা অ্যালিগেটর ক্লিপ। তারপর আগের মতই দ্বিতীয় তারটার আবরণী তুলে ফেলল সে। অন্য অ্যালিগেটর ক্লিপটা লাগাল সেখানে। তৈরি করল বাইপাস লুপ।

"অল ক্লিয়ার," করিম বলল।

BanglaBook.org

ওরা সামনে এগিয়ে চলল মোশন সেন্সরটার রেঞ্জের মধ্য দিয়েই।

বেজে উঠল অ্যালার্মটা, কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ল করিডোরময়। মেশিন পিস্তল হাতে ছুটোছুটি করে দিলো সিকিউরিটি গার্ডরা।

"করিম!" চেঁচিয়ে উঠল আরসেনভ।

"এটা একটা ফাঁদ।" হাহাকার করে উঠল করিম। "কেউ একজন তারগুলোকে ক্রস করে রেখেছে।"

এসব ঘটনার খানিক আগে, আস্তে করে ঘুরে আমেরিকান সিকিউরিটি গার্ডটার মুখোমুখি হল বর্ন আর খান। আর্মিদের জামা আর দাঙ্গা পোশাক পরে আছে গার্ডটা। আরেক পা সামনে এগোল সে। বাপ-ব্যাটার আইডিট্যাগ দুটোকে দেখছে। একটু চিন্তামুক্ত হল সে, মেশিন পিস্তলটার নল সরিয়ে নিল কিন্তু গভীর ভ্রুকুটিটা চলে গেল না তার চেহারা ছেড়ে।

"কি করা হচ্ছে এখানে তোমাদের?"

"রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছি," বর্ন বলল। হোটেলে যে রিকিয়াভিক এনার্জির ভ্যানটা ঢুকতে দেখেছিল ও সেটার কথা মনে পড়ছে, ল্যাপটপে যেসব জিনিস ওজকার ঢুকিয়ে দিয়েছিল তারও একটা অংশ মনে আসছে। "থার্মাল হিটিং সিস্টেমটা স্থবির হয়ে পড়েছে। যেসব লোককে এনার্জি কোম্পানি পাঠিয়েছে তাদেরকে সাহায্য করবার কথা আমাদের।"

"ভুল সেকশনে আছো তোমরা," বলল গার্ড, আঙুল তুলে দেখাল সে। "যেদিক থেকে এসেছো সেদিকেই ফিরে যেতে হবে তোমাদেরকে। বামে মোড় নিতে হবে। তারপর আবার বাম দিকে।"

"ধন্যবাদ," বলল খান। "আমার মনে হয় আমরা গুলিয়ে ফেলেছিলাম সবকিছু। এই সেকশনে সাধারণত আসি না তো।"

চলে যাবার জন্য ঘোরার সময় ভাঁজ হয়ে গেল বর্নের পা, গুঙিয়ে উঠল সে। তারপর পড়ে গেল।

"কি হল!" বলে উঠল গার্ড।

বর্নের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল খান, ওর শার্টটা খুলে ফেলল।

"হায় ঈশ্বর," বলল গার্ড, বর্নের ক্ষতবিক্ষত শরীর দেখার জন্য ঝুঁকল, "এর কি হয়েছিলো?"

হাত বাড়াল খান। গার্ডের ইউনিফর্মের সামনের দিকটা ধরে ঝটকা দিয়ে টানল, বেচারার মাথাটা আছড়ে ফেলল কংক্রিটের মেঝেতে। বর্ন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে গার্ডের গা থেকে জামা-কাপড় খুলে নিল খান।

"আমার চাইতে তোমার গায়েই ভালোভাবে লাগবে জামাগুলো," বলল খান,

BanglaBook.org

বর্নকে দিলো ওগুলো তারপর গার্ডকে ছায়ার মধ্যে টেনে নিয়ে গেল সে।

এমন সময় বেজে উঠল মোশন সেন্সর অ্যালার্মটা, সেইসাথে ওরা দু'জন দৌড় শুরু করল সাব-সিস্টেমটার দিকে।

সিকিউরিটি গার্ডরা ভালোরকম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, আর এই শিফটে যে আমেরিকান আর আরবরা একসাথে কাজ করে তাদের কাজের নির্ভুলতার তারিফ করতেই হয়। একেক রকমের সেন্সর একটা নির্দিষ্ট সুরে অ্যালার্ম বাজায়, আর তাই ওরা সাথে সাথে বুঝে গেল কোন জায়গার মোশন সেন্সরটার কাছে ধরা পড়েছে কেউ। অ্যালার্টের তুঙ্গে আছে ওরা এখন, সামিটের এত কাছাকাছি সময়ে ওদের ওপর নির্দেশ আছে ওরা যেনো আগে গুলি করে, তারপর প্রশ্ন।

ছুটতে ছুটতেই গুলি শুরু করল ওরা, অটোমেটিক বুলেটে উড়িয়ে দিলো গ্রিল। সন্দেহভাজন জায়গাটার ওপর ম্যাগাজিন খালি করল ওদের অর্ধেকে। বাকি অর্ধেকরা রিজার্ভে রইল, দেখল কিভাবে বাঁকাচোরা গ্রিলকে ক্রোবার দিয়ে কেটে সরিয়ে আনছে তাদের সঙ্গীরা। তিনটে লাশ মিলল, দু'জন পুরুষ আর একজন মহিলা। আমেরিকানদের মধ্য একজন আরব যোগাযোগ করল ফেইদ আল-সৌদের সাথে।

ততক্ষণে, বাড়তি সহযোগিতার জন্য ওই তলার অন্য সেক্টরগুলো থেকে এসে হাজির হয়েছে অন্য সিকিউরিটি কর্মীরা।

অপেক্ষা করতে থাকা কর্মীদের দু'জন ঢুকে পড়ল এয়ার শ্যাফটের ভেতর। যখন নিশ্চিত হওয়া গেল অন্য কোনো শত্রুদের চিহ্ন নেই তখন জায়গাগুলোকে বাইপাস করার কাজে ব্যবহৃত করিমের যন্ত্রপাতি আর এমন একটা জিনিস প্রথম দৃষ্টিতে দেখল যেটাকে মনে হল একটা টাইম বম্ব।

প্রায় একই সময়ে এসে পৌছাল জেমি হাল আর ফেইদ আল-সৌদ। পরিস্থিতিতে এক বার চোখ বুলিয়ে নিল হাল, অয়ারলেস নেটওয়ার্কের মাধ্যম ডাকল নিজের চিফ অব স্টাফকে।

"এই মুহূর্তে আমরা রেড অ্যালার্টের শত্রুকে শেষ করা হয়েছে, আবার বলছি, তিন শত্রুকে শেষ করা হয়েছে। পুরো হোটেলটা সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ করে দেয়া হোক যাতে কেউ ঢুকতে বা বের হতে না পারে এখান থেকে।" চেঁচিয়ে অর্ডার দিতে লাগল সে। রেড অ্যালার্টের প্ল্যান অনুসারে জায়গামত বসাচ্ছে নিজের লোকদেরকে। তারপর সিক্রেট সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ করল সে, যারা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের ডিগনিটারি উইংয়ে প্রেসিডেন্ট আর তার কর্মতাদের সাথে রয়েছে।

ফেইদ আল-সৌদ উবু হয়ে বসে পড়ে লাশগুলো পরীক্ষা করছে। ওগুলোর শরীর বেশ ভালোভাবে ঝাঁঝড়া হয়ে গেলেও রক্তমাখা মুখগুলো এখনো অবিকৃত রয়েছে। একটা ফ্ল্যাশ বের করে আনল সে। আলো ফেলল একটা লাশের মুখের

BanglaBook.org

ওপর। তারপর হাত নামিয়ে পুরুষ দুটোর লাশের একটার চোখ স্পার্শ করল। নীলরঙা হয়ে গেল তার আঙুলের ডগা আর লাশটার চোখের রং দেখা গেল গাঢ় বাদামি।

এফএসবি কর্মীদের কেউ একজন নিশ্চয়ই কারপভকে খবর দিয়েছে, কারণ অল-ইউনিটের কমান্ডার হাজির হল খরগোশের মত করে বিশ্রীভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে। দম ফুরিয়ে এসেছে তার, ফেইদ আল-সৌদ ধারণা কর যে পুরো পথটাই দৌড় এসেছে সে।

আল-সৌদ আর হাল মিলে রাশিয়ান বোরিসকে সংক্ষিপ্তভাবে বলল কি হয়েছিল। নিজের আঙুলের ডগা তুলে ধরল আল-সৌদ। "রঙ্গিন কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে ছিল ওরা আর দেখ, চুলও রঙ করেছিল যাতে আইসল্যান্ডিকদের মত দেখা যায়।"

কালো হয়ে গেল কারপভের মুখ। "এটাকে আমি চিনি," বলল সে, লাথি দিলো একটা পুরুষের লাশে। "এর নাম আখমেদ। হাসান আরসেনভের শীর্ষ লেফন্যোন্টদের অন্যতম।"

"চেচেন সন্ত্রাসবাদী নেতা?" বলল হাল, "নিজের প্রেসিডেন্টকে খবরটা জানানো উচিত তোমার, বোরিস।"

সোজা হয়ে দাঁড়াল বোরিস, মুঠি দুটো রেখেছে নিতম্বে। "আমি জানতে চাইছি আরসেনভ কোথায়?"

"আমি বলব, আমরা খুব দেরি করে ফেলেছি।" একটা ধাতব থামের পেছন থেকে বলল খান। দুই সিকিউরিটি চিফের আগমন দেখছে। "কিন্তু ব্যাপার হল, স্পালকোকে দেখা যাচ্ছে না।"

"হোটেলে আসার ঝুঁকি নিয়ে নিজেকে বিপদে না ফেলারই সম্ভাবনা আছে তার," বর্ন বলল।

মাথা নাড়ল খান। "আমি ওর স্বভাব জানি। সে স্বার্থপর তো বটেই কিন্তু কাজে নিখুঁত। নাহ, এখানেই কোথাও রয়েছে স্পালকো।"

"কিন্তু ঠিক এই জায়গাতে নয়, অবশ্যই," চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল বর্ন। রাশিয়ান বোরিসকে জেমি হাল আর আরব সিকিউরিটি চিফের দিকে প্রায় দৌড়ে যেতে দেখল ও। ওই চ্যাপ্টা, নিষ্ঠুর মুখ, ঢালু কপাল আর শুঁয়োপোকার মত ভুরুতে খুব চেনা কি যেনো একটা ব্যাপার আছে। খানের কথা শোনার পর ও বলল, "ওই লোকটাকে আমি চিনি, ওই রাশিয়ানটাকে।"

"অবাক হবার কিছু নেই। আমি চিনেছি ওকে," খান বলল, "বোরিস ইলিচ কারপভ, এফএসবি'র এলিট আলফা ইউনিটের প্রধান।"

"না, আমি বলতে চাচ্ছি ওই লোককে আমি ভালোভাবে জানি।"

BanglaBook.org

"কিভাবে?" বর্ন বলল। "সে কি বন্ধু না শত্রু?" কপালের হাতের মুঠি ঠুকল ও। "যদি মনে করতে পারতাম।"

ওর দিকে ঘুরল খান, যে তীব্র মনোকষ্ট ওকে ঘিরে ধরেছে তা পরিস্কার দেখতে পেল। বর্নের কাঁধে হাত দিয়ে ওকে নিশ্চয়তা দেবার একটা বিপজ্জনক তাগিদ টের পেল খান। বিপজ্জনক। কারণ ও জানে না অঙ্গভঙ্গিটার কি অর্থ বর্ন করবে, অথবা ঘটনা কোনদিকে গড়াবে। নিজের জীবনটা কিভাবে খন্ড খন্ড হয়ে গেছে সেটা টের পেল খান। যার সূচনা হয়েছে যখন বর্ন ওর পাশে বসে কথা বলছিল ওর উদ্দেশ্যে "কে তুমি?" বলেছিল বর্ন। এ প্রশ্নের জবাব ওই সময়ে জানত খান কিন্তু এখন আর জানে না নিশ্চিতভাবে। যে সব জিনিসকে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছে খান, কিংবা বিশ্বাস করে এসেছে বলে ভেবেছে, সে সবই কি মিথ্যা?

এইসব ভয়ঙ্কর ভাবনা মাথা থেকে ঝেরে ফেলল খান, তার বদলে তাতে মন দিলো যা ও আর বর্ন ভালোভাবে জানে। "ওই জিনিসটা আমার মনে খটকা লাগাচ্ছে," বলল সে, "ওই টাইমবম্বটা। তুমি তো বলেছিলে স্পালকো ড. শিফারের জীবাণূ অস্ত্র ব্যবহারের প্ল্যান করছে?"

বর্ন মাথা ওপর নিচ করল। "

আমার মনে হয় সবার নজর ঘোরানোর একটা চেষ্টা ওটা কিন্তু একমাত্র গন্ডগোল বাঁধাচ্ছে যে ব্যাপারটা তা হল এখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। আরো আটঘন্টা পরে সামিট শুরু হবার কথা।"

"সেজন্যেই তো ওরা একটা টাইমবম্ব ব্যবহার করেছে।"

"হ্যা, কিন্তু সেটা আগে বসাতে যাবে কেন?" বর্ন বলল।

"কম সিকিউরিটি আছে এখন," বুঝিয়ে বলল খান।

"ঠিক কিন্তু তাতে করে কোনো সিকিউরিটির নিয়মমাফিক তল্লাশির সময় ওটা ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনটাও বেড়ে যায়।" মাথা নাড়ল বর্ন। "না, বুঝতে পারছি আমরা কিছু একটা মিস করে যাচ্ছি। স্পালকোর মনে অন্য কোনো ফন্দি আছে। কিন্তু কি সেটা?"

নিজেদের গন্তব্যে পৌছে গেছে স্পালকো, জিনা আর বাকি ক্যাডাররা। সামিটের ফোরাম সেখানে আছে যেখান থেকে হোটেলের এই জায়গাটা দূরে তাই সিকিউরিটি বেশ কড়া হওয়া সত্ত্বেও এমন কিছু ফাঁক রয়ে গেছে যেগুলোকে আবিষ্কার করতে পেরেছে স্পালকো। যদিও বেশ কিছু সিকিউরিটিকর্মী রয়েছে। ওরা সবাই সব জায়গায় সবখানে থাকতে তো আর পারে না। আর তাই দু'জন গার্ডকে কুপোকাত করার পর স্পালকো আর তার দল দ্রুতই পজিশনে এসে যেতে পারল।

রাস্তা থেকে তিন লেভেল নিচের একটা বিশাল কংক্রিটের তৈরি জানালাবিহীন

BanglaBook.org

জায়গায় রয়েছে ওরা, একটামাত্র খোলা দরজা ছাড়া সবদিকেই বন্ধ জায়গাটা। ওদিকের দেয়ালটার বরাবর রয়েছে অনেক বড় বড় কালো পাইপ, সবগুলোর গায়ে লেবেল করা আছে হোটেলের কোন অংশে গেছে ওটা।

ক্যাডাররা এবার তাদের হ্যাজম্যাট সুটগুলো খুলে পরে নিল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সিল করে নিল নিজেদেরকে। দু'জন চেচেন মহিলা দরজাটার ঠিক বাইরে দাঁড়াল পাহারা দেবার জন্য, আর তাদেরকে ব্যাকআপ দেবার জন্য এক পুরুষ রইল ভেতর।

যে ধাতব কন্টেইনার দুটো নিয়ে বেড়াচ্ছিল তার মধ্যে বড়টা খুলল স্পালকো। ভেতরে রয়েছে এনএক্স২০-টা। সাবধানে অর্ধেক অংশ দুটো জুড়ল সে। চেক করে নিল সবগুলো ঠিকভাবে লেগেছে কিনা। ওটা জিনার হাতে দিয়ে পিটার সিডোর দেয়া রেফ্রিজারেটেড কন্টেইনারটা খুলল সে। ভেতরে যে কাঁচের ভায়ালটা আছে সেটা ছোটো, একেবারেই পুঁচকে বলা যায়। যদিও ওরা নাইরোবিতে ওটার ক্ষমতা দেখেছে, তবু বিশ্বাস করা কঠিন এতটুকু পরিমাণের ভাইরাস এতগুলো লোককে মারতে পারে।

নাইরোবিতে যেভাবে করেছিল সেভাবেই লোডিং চেম্বারটা খুলে ভায়ালটা তাতে রেখে বন্ধ করে লক করে দিলো চেম্বারটা। জিনার হাত থেকে এনএক্স২০-টা নিয়ে দুই ট্রিগারের মাঝের ছোটো ট্রিগারটাতে আঙুল দিয়ে টানল সে। স্পেশাল ভায়ালে বন্দী ভাইরাসটা ফায়ারিংচেম্বারে চলে আসবে এর ফলে। এরপর শুধু বাকি রয়েছে স্টকের বাম দিকের বোতামটা টিপে ফায়ারিং চেম্বারটা লক করা। আর তারপর ঠিকভাবে তাক করে নিয়ে মেইন ট্রিগারে চাপ দিলো।

কোলে নেবার মত করে জীবাণু অস্ত্রটাকে হাত দিয়ে ধরল স্পালকো, যেভাবে জিনা ধরেছিল। এমনকি সেও এই অস্ত্রকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে রাজি।

জিনার চোখের দিকে তাকাল স্পালকো, প্রেমে আর দেশপ্রেমের আবেগে সেগুলো ঝিকমিক করছে। "এখন আমরা অপেক্ষা করব," বলল সে। "সেন্সর অ্যালার্মটার জন্য।"

তারপরই শুনতে পেল ওরা ওটা, শব্দটা দুর্বল হলেও কাঁপুনীটা স্পষ্ট, বিবর্ধিত হয়েছে কংক্রিটের খালি করিডোরের কারণে। একে অন্যের মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল শেখ আর জিনা। এই রুমটায় ভর করা টেনশনকে ঠেলে পাচ্ছে স্পালকো, যা জ্বলে উঠেছে ন্যায্য রাগে আর বহু প্রতীক্ষিত মুক্তির অপেক্ষায়।

"আমাদের সময় এসে গেছে," বলল স্পালকো। সবাই শুনতে পেয়েছে ওর কথা, প্রতিক্রিয়া দেখাল সবাই। ওদের উল্লাসকে প্রায় শুনতে পেল যেনো স্পালকো।

নিয়তির অমোঘ টানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে স্পালকোকে, ছোটো ট্রিগারটা টানল সে। অশুভ একটা হিসহিস শব্দের সাথে ফায়ারিং চেম্বারে চলে এলো ভায়াল অর্থাৎ পেলোডটা, এখন অপেক্ষা করছে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার জন্য।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

"ওরা সবাই চেচেন, ঠিক না, বোরিস?" হাল বলল।

মাথা ওপর নিচ করল কমরেড বোরিস ইলিচ কারপভ।" রেকর্ড অনুসারে, সবাই হাসান আরসেনভের সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য।

"ভালো লোকদের জন্য এটা খুশির খবর বটে," আনন্দে ডগমগিয়ে বল উঠল হাল।

ঠাণ্ডায় আর আর্দ্রতায় কাঁপতে থাকা ফেইদ আল-সৌদ বলল, "টাইম বম্বে যতটা সি-ফোর আছে তাতে ভার বহনকারী পুরো কাঠামোটাকে উড়িয়ে দিতে পারত ওরা। আমাদের ওপরের ফোরামটা নিজের ওজনেই ভেঙে পড়ত, মেরে ফেলত ভেতরের সবাইকে।

"আমাদের ভাগ্য ভালো ওরা মোশন সেন্সরে ধরা পড়েছিল," হাল বলল।

একেক মিনিট পেরিয়ে যাবার পর কারপভের ভ্রুকুটি কেবল বাড়ছেই। বর্নের প্রশ্নেরই প্রতিধ্বনি তুলল সে। "এত আগে বোমাটা বসাতে এলো কেন? ধরা পড়ে যাবার ভালো সম্ভাবনা ছিল।"

নিজের এক লোকের দিকে ঘুরল ফেই আল-সৌদ। "এখানকার তাপমাত্রাটা কোনোভাবে বাড়ানো যায় না? আমরা আরো কিছুক্ষণ এখানে থাকব কিন্তু আমি তো এখনই শীতে জমে যাচ্ছি।"

"এটাই!" বলল বর্ন, ঘুরল খানের দিকে। ল্যাপটপটা নিয়ে অন করল, নকশাগুলোর মাঝে স্ক্রলিং করতে করতেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। একটা রুট খুঁজে নিল যা দিয়ে ওরা হোটেলের প্রধান সেকশনে ফেরত যাবে। ল্যাপটপটাকে খটাস করে বন্ধ করে বলল, "চলো যাই।"

"যাচ্ছিটা কোথায়?" সাব-লেভেলের গোলোকধাঁধার মত রাস্তার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করল খান।

"ভেবে দেখো, রিকিয়াভিক এনার্জির একটা ভ্যানকে হোটেলে ঢুকতে দেখেছি আমরা। পুরো হোটেলটায় তাপ যোগান দেয় থার্মাল সিস্টেম, যেটা পুরো শহরকেও সেবা দেয়।"

"এজন্যই স্পালকো ওই চেচেনগুলোকে অত তাড়াতাড়ি এইচভিসি সাবসিস্টেমে পাঠিয়েছিল।" ছুটে একটা কোণা ঘুরতে ঘুরতে বলল খান। "বোমাটা বসাতে সফল হবার কথা ছিলই না ওদের। আমাদের ধারনাই ঠিক, ওই ব্যাপারটা সবার নজর

BanglaBook.org

সরানোর একটা চেষ্টা ছিল কিন্তু সেটা আজ সকালে যখন সামিট শুরু হবে তখনকার জন্য নয়। স্পালকো জীবাণু অস্ত্রটা অ্যাকটিভেট করবে এখনই।"

"ঠিক আছে," বলল বর্ন। "এইচভিসি সাবসিস্টেমের মধ্য দিয়ে ছুড়বে অস্ত্রেটা। প্রধান থার্মাল হিটিং সিস্টেমটাই তার লক্ষ্য। রাতের এই সময়ে রাষ্ট্র প্রধানেরা সবাই নিজ নিজ রুমে রয়েছেন আর হিটিং সিস্টেমের মধ্য দিয়ে তাদের রুমে সরাসরি ভাইরাস পাঠিয়ে দেবে সে।"

"কেউ একজন আসছে," একজন মহিলা চেচেন বলল।

"মেরে ফেলো!" আদেশ দিলো স্পালকো।

"কিন্তু এতো হাসান আরসেনভ," চেচিয়ে উঠল অন্য মহিলা গার্ড। একে অন্যের দিকে তাকালো হতভম্ব স্পালকো আর জিনা। কোথায় হয়েছে সমস্যাটা। সেন্সরটা চালু হয়ে গেছে। অ্যালার্মও বেজে উঠেছে আর তার পরপরই আটোমেটিক গানফায়াররের শব্দ ওরা শুনতে পেয়েছে। আরসেনভ বাঁচলো কিভাবে!

"আমি বলেছি মেরে ফেলো!" চেঁচিয়ে উঠল স্পালকো।

যা আরসেনভকে তাড়া করে ফিরেছে, যার কারণে ফাঁদটাতে পড়ার পরই লেজগুটিয়ে পালিয়ে সঙ্গীদের মত বেঘোরে মরার থেকে বেঁচেছে তা হলে ওর মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা ভয়টা খালিদ মুরাতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার অপরাধবোধ, নিজের জনগণকে বাঁচানোর জন্য এক বীরের নেয়া চরমপন্থার ফলে সৃষ্ট অপরাধবোধ। কিন্তু সত্য কথাটা হল, তার ভয়টা আসলে হওয়া উচিত ছিল জিনাকে নিয়ে। জিনা যে তার কাছ থেকে ধীরে ধীরে কিন্তু চিরতরে দূরে সরে গেছে তা দেখেও দেখতে পারে নি সে। জিনার সাথে তার সম্পর্কের যে দূরত্ব আর নিরুত্তাপ সৃষ্টি হচ্ছিল তা বুঝতে পারে নি। তার কাছ থেকে কিছুদিন ধরেই দূরে থাকতে চাচ্ছিল জিনা, যদিও কয়েক মিনিট আগেও তা দেখতে চায় নি সে। কিন্তু এখন আখমেদ সত্য ফাঁস করে দিয়ে আলো ফেলেছে ব্যাপারটার ওপর। একটা কাঁচের দেয়ালের আড়ালে যেনো বাস করেছে জিনা। সবসময় নিজের একটা অংশ লুকিয়ে রেখেছে। সরিয়ে রেখেছে। তার সেই অংশকে স্পর্শ করতে পারে নি আরসেনভ, আর এখন বোঝা যাচ্ছে, যে যতই স্পর্শ করেছে অংশটাকে ছোঁয়ার, জিনা ওটাকে ততই দূরে নিয়ে গেছে।

জিনা তাকে ভালোবাসে নি–আরসেনভ ভেবে অবাক হল সে তার ভালোবাসা একবারও পেয়েছিল কিনা। তাদের মিশন যদি সম্পূর্ণভাবে সফল হয়ও তার সাথে জীবন কাটাতে পারবে না আরসেনভ, দু'জনের থাকবে না কোনো সন্তান। শেষবার

BanglaBook.org

তারা যে অন্তরঙ্গ আলাপটা করেছিল সেটা কত বড় ধোঁকাই না ছিল।

হঠাৎই লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে এলো তার। সে একটা কাপুরুষ, নিজেদের স্বাধীনতার চাইতেও বেশি ভালোবেসেছে জিনাকে, কারণ সে ভেবেছিল জিনাকে না পেলে তার নিজের স্বাধীনতাটাই আসবে না। জিনার বিশ্বাসঘাতকতার পরে, চূড়ান্ত বিজয়ও ছাইয়ের মত লাগত আরসেনভের মুখে।

এখন, ঠাণ্ডা করিডোর দরে থার্মাল হিটিং স্টেশনটার দিকে এগোনোর সময় সে দেখতে পেল তার দলেরই এক মহিলা নিজের মেশিন পিস্তল তুলছে তার দিকে, যেনো গুলি করতে যাচ্ছে। কে জানে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত হ্যাজম্যাট সুট পরা থাকায় হয়ত মহিলা বুঝতে পারছে না কে তার দিকে আসছে।

"থামো! গুলি কোরো না!" চেঁচাল আরসেনভ। "আমি হাসান আরসেনভ।"

মহিলার ছোঁড়া এক ঝাঁক গুলির মধ্যে একটা লাগল আরসেনভের বাম বাহুতে, ঘুরিয়ে দিলো তার শরীটাকে। একটা কর্নারের অন্যপাশে লাফিয়ে পড়ে ছিটকে যেতে থাকা বুলেটের হাত থেকে বাঁচল সে।

বাস্তবতার এই আকিস্মক পরিবর্তনে ভাববার বা প্রশ্ন করার সময় নেই। আবার গুলির শব্দ শুনতে পেল সে। তবে এবার তার দিকে ছোঁড়া হচ্ছে না ওগুলো। কর্নারটা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পেল দুই মহিলা কুঁজো হয়ে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। প্যাসেজওয়ে ধরে এগিয়ে যেতে যেতে গুলি ছুঁড়ছে ওই প্রান্তের দুটো ছায়ামূর্তির দিকে।

উঠে দাঁড়াল আরসনেভ, সবার নজর অন্যদিকে থাকার সুযোগটা নিয়ে থার্মাল হিটিং স্টেশনের দরজার দিকে এগোল।

গুলির শব্দ শুনে স্পালকো বলল, "জিনা, একা আরসেনভ নিশ্চয়ই এত কিছু করছে না।"

নিজের মেশিন পিস্তল ঘোরাল জিনা, কাছের গার্ডের দিকে মাথা নাড়ল। তার দিকে দ্বিতীয় একটা মেশিন পিস্তল ছুঁড়ে দিলো চেচেন গার্ড।

তাদের পেছনে থার্মাল হিটিংয়ের পাইপগুলোর দিকে এগিয়ে গেল স্পালকো। প্রতিটা পাইপের একটা করে ভাল্ব আছে আর তার পাশে আছে একটা প্রেশার গজ যাতে চাপ দেখা যায়। যে পাইপটা রাষ্ট্রপ্রধানদের ডিগনিটারি'জ উইংয়ের সাথে সম্পর্কিত সেটা খুঁজে পেল সে। ওটার ভাল্ব খুলতে লাগল।

হাসান আরসেনভ জানে বাকিদের সঙ্গে এইচভিসি সাব-সিস্টেমে মরার কথা ছিল তার। "এটা একটা ফাঁদ, কেউ একজন তারগুলোকে ক্রস করে রেখেছে।" মৃত্যুর

BanglaBook.org

ঠিক আগমুহূর্তে হাহাকার করে উঠেছিল করিম। স্পালকো ক্রস করে রেখেছে তারগুলোকে। সে তাদেরকে যেমনটা বলেছিল তেমন কেবল একটা দৃষ্টি বিচ্যুতি চায় না কিন্তু বলির পাঁঠাও দরকার তার যাদের মৃত্যুর গুরুত্ব এতটাই হবে যে বেশ খানিকটা সময় তা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে সিকিউরিটি, আর এই সময়ে স্পালকো সত্যিকারের গন্তব্যে পৌছে গিয়ে ভাইরাসটাকে ছেড়ে দেবে। স্পালকো ভেড়া বানিয়েছে তাকে। আরসনেভ এখন অনেকটাই নিশ্চিত, এই ষড়যন্ত্রে জিনারও হাত আছে।

কত দ্রুতই না ভালোবাসা পচে যায়, স্রেফ এটা হৃৎস্পন্দনের সমান সময়ে পাল্টে যায় ঘৃণায়। এখন ওরা সবাই, সব সহযোদ্ধাই তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছে, সেইসব নারী-পুরুষ যাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে সে। হেসেছে আবার কেঁদেছে, একসাথে প্রার্থনা করেছে, আল্লাহর প্রতি যাদের লক্ষ্য আর তার লক্ষ্য ছিল একই। হায়রে চেচেন জাতি! স্পালকোর শক্তি আর বিষাক্ত মোহনীয়তার জালে পড়ে নীতিভ্রষ্ট হয়েছে তারা।

শেষে দেখা যাচ্ছে খালিদ মুরাতই সব বিষয়ে সঠিক ছিল। স্পালকোকে বিশ্বাস করে নি মুরাত, স্পালকোকে অনুসরণ করে এই গাড্ডাতেও এসে পড়ত না সে। একবার, বুড়োর মত আচরন করায় বেশি সাবধানী হওয়ায় তাকে দোষ দিয়েছিল আরসেনভ, বলেছিল তাদের সামনে পড়ে থাকা নতুন বিশ্বকে চিনতে পারছে না সে। কিন্তু এখন আরসেনভ বুঝতে পারছে খকালিদ মুরাত নিশ্চিতভাবে কোন্ জিনিসটা জানত এই নতুন বিশ্বের হুজুগ আসলে নিজের কাজ সারার জন্য সেই লোকটা বানিয়েছে নিজেকে শেখ নামে ডাকে। আরসেনভ এই মেকি স্বপ্নকে বিশ্বাস করেছিল কারন সে বিশ্বাস করতে চাইত। স্পালকো তার ওই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে। কিন্তু আর না। শপথ করল আরসেনভ। আর না, আজকে যদি মরতেই হয় নিজের নিয়মে মরবে সে, স্পালকোর জবাই করা ছাগলের মত করে নয়।

ডোরওয়ের কোণায় নিজেকে চেপে ধরে একটা লম্বা দম নিল। দমটা ছাড়তে ছাড়তে খোলা ডোরওয়ের সামনে দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে চলে গেল। ফলাফল হিসেবে যে বুলেটের ঝাঁক ছুটে এল তাই তাকে বুঝিয়ে দিলো যা বোঝার। ডিগবাজি খাওয়ার পরে কংক্রিটের মেঝের সাথে লেগে রইল সে, পেটের ওপর ভর দিয়ে ঢুকতে চাইছে দরজার গুরুটা দিয়ে। গার্ডটাকে দেখতে পেল। কোমার সমান উচ্চতায় তোলা আছে তার মেশিন-পিস্তল। গার্ডের বুকে চারবার গুলি করল আরসেনভ।

বর্ন যখন দেখতে পেল হ্যাজম্যাট সুট পরা দুই সন্ত্রাসবাদী একটা কংক্রিট খামের আড়ালে লুকিয়ে পালা করে নিজেদের মেশিন-পিস্তল দিয়ে ফায়ার করছে তখন রক্ত ঠাণ্ড হয়ে গেল ওর একটা জংশনের কর্নারের আড়ালে আশ্রয় নিল বর্ন আর পাল্টা গুলি

BanglaBook.org

করল খান।

"ওই দু'জনের গুলি ফুরিয়ে যাবার আগে নয়," ওদের দু'জনের পেছন দিকটা তাকিয়ে দেখছে খান। "নকশাটার কথা মনে আছে? মনে আছে ছাদে কি আছে?"

গুলি করতে থাকা বর্ন মাথা ওপর-নিচ করল। একটা অ্যাকসেস প্যানেল আছে প্রায় বিশ ফিট পেছনে। "আমার খানিকটা সময় চাই।"

আরো এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে খানের সাথে পিছিয়ে এলো বর্ন।

"ওপরে কিছু দেখতে পারবে?" জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা ওপর নিচ করল খান, নিজের চমৎকার জ্যাকেটের দিকে ইঙ্গিত করল। "অন্যান্য জিনিসের সাথে একটা পেনলাইটও আছে এখানে।"

মেশিন-পিস্তলটাকে বগলদাবা করে দুই হাতের আঙুল এক করল বর্ন যাতে খান পা দিতে পারে। ওজনে যে মটমটিয়ে উঠল ওর হাড়গুলো, কাঁধের পেশীতে মনে হচ্ছে যেনো আগুন ধরে গেছে।

তারপর খান প্যানেলটা সরাল, নিজেকে ঝুলিয়ে দিয়ে অ্যাকসেস হ্যাচের ভেতরে ঢুকে গেল।

"সময়," বর্ন বলল।

"পনের সেকেন্ড," জবাব দিলো খান, অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ঘুরল বর্ন। দশ পর্যন্ত গুনল ও, তারপর কর্নারটা ঘুরল ঝকঝক করছে ওর মেশিন পিস্তল। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই থামল ও। টের পাচ্ছে ওর হৃৎপিন্ডটা পাঁজরের গায়ে বাড়ি খেয়ে ব্যাথা দিচ্ছে। দুই চেচেন নিজেদের হ্যাজম্যাট সুট খুলে ফেলেছে। ওরা বেরিয়ে এসেছে থামটার পেছন থেকে। দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে। ও দেখতে পেল, ওরা দু'জন মহিলা, তাদের কোমরে একসারি জোড়া লাগানো প্যাকেট ঝুলছে। সবগুলোই ভরা সি-ফোর বিস্ফোরকে।

"হায় ঈশ্বর," বলল বর্ন। "খান! আত্মঘাতী বেল্ট পরে আছে ওরা।"

এমন সময় অন্ধকারে ডুবে গেল সবাই। ওদের মাথার ওপরে ইলেকট্রিক্যাল কনডুইটটাতে থাকা তারগুলো খান কেটে দিয়েছে।

BanglaBook.org

গুলি করার পরপরই উঠে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করেছে আরসেনভ। স্টেশনের ভেতরে ঢুকে গার্ডটা পড়ে যাবার আগেই তাকে ধরে ফেলল সে। আরো দু'জনকে দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে স্পালকো আর জিনা। ওরা গার্ডটাকে বর্মের মত ব্যবহার করে দুই হাতের দুই মেশিন-পিস্তল থেকে গুলি করতে লাগল আরসেনভ টার্গেটের দিকে জিনা! কিন্তু ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে যেতে যেতেও ট্রিগার টেনে ধরেছে মেয়েটা। অটোমেটিক ফায়ারের শক্তিশালী বুলেটের ঝাঁক গার্ডটার শরীর ফুঁড়ে চলে এল।

বুকে সুতীব্র যন্ত্রনা টের পেয়ে বিস্ফোরিত হয়ে গেল আরসেনভের চোখ,

তারপরই অনুভব করল অদ্ভুত অসাড়তা। দপদপ করে উঠল সমস্ত আলো, মাটিতে পড়ে রইল আরসেনভ, শ্বাস আটকে আসছে তার রক্ত ভরা ফুসফুসে। যেনো স্বপ্নের মাঝে জিনার আর্তচিৎকার শুনতে পেল সে। কেঁদে উঠল আরসেনভ, ভেঙে যাওয়া সব স্বপ্নের জন্য, কখনো না-আসা ভবিষ্যতের জন্য। একটা দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে জীবন চলে গেল তাকে ছেড়ে, ঠিক যেভাবে এসেছিল সেভাবেই রূঢ়তা, নিষ্ঠুরতা আর ব্যর্থতার সাথে।

ভয়ংকর, মৃত্যুময় একটা নৈশঃব্দ নেমে এসেছে প্যাসেজ জুড়ে। সময় যেনো থেমে গেছে। আঁধারের দিকে বন্দুক তাক করে রেখেছে বর্ন। আত্মঘাতী বোমা হামলারকারীদের নরম, সংক্ষিপ্ত শ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও। তাদের ভয় আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দুটোই টের পাচ্ছে। তারা যদি টের পায় বর্ন এক পা এগিয়েছে তাদের দিকে কিংবা বুঝতে পারবে মাথার ওপর ইলেট্রক্যাল কনডুইটে খান নড়ছে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই কোমরে পেঁচানো বোমা ফাটিয়ে দেবে তারা।

কান খাড়া করে রাখার ফলেই মাথার ওপরে খুবই মৃদু দু'টো টোকার শব্দ শুনতে পেল ও। খান নড়ছে ইলেকট্রক্যাল কনডুইটের ভেতরে। দ্রুতই মিলিয়ে গেল শব্দটা। বর্ন জানে থার্মাল হিটিং স্টেশনের ডোরওয়ের কাছাকাছি কোথাও একটা অ্যাকসেস প্যানেল আছে, তাই ও ধারণা করতে পারছে খান কি করতে চাচ্ছে। ওটা করতে হলে লোহার মত শক্ত নার্ভ আর খুব নিপুন হাত দরকার ওদের দু'জনের জন্যই। যে এআর-১৫-টা বর্ন নিয়ে বেড়াচ্ছে সেটার ব্যারেল ছোটো হলেও লক্ষ্যে একটু এদিক ওদিক হবার ক্ষতি পুষিয়ে যায় শক্তিশালী গুলি ছোঁড়ার ক্ষমতার মাধ্যমে। পয়েন্ট ২২৩-ক্যালিবার অ্যামো ব্যবহার করে এটা, যেটার মাজল ছেড়ে বেরোয় ২৪০০ ফুট প্রতি সেকেন্ডেরও বেশি বেগে। নিঃশব্দে আরো কাছে চলে গেল ও, তারপর সামনের আঁধারে সামান্য একটু স্থান পরিবর্তনের আভাস টের পেয়ে জমে গেল। গলায় চলে এসেছে যেনো ওর হৃৎপিন্ডটা। কিছু কি শুনতে পেয়েছে ও? শিষের শব্দ, ফিসফিসানি কিংবা পা ফেলার আওয়াজ? একদম নীরব এখন সবকিছু। দম চেপে রাখল বর্ন, এআর১৫-এর মাজলটা সোজা রাখায় মন দিলো।

কোথায় স্পালকো? নিজের জীবাণু অস্ত্রটা কি এতক্ষনে লোড করে ফেলেছে সে? মিশন শেষ করার জন্য সে কি রয়ে যাবে, নাকি সবকিছু ছেড়েছুড়ে দৌড় দেবে? কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে এসব ভয়াবহ প্রশ্নকে সরিয়ে রাখল ও। *মনোযোগ দাও*, নিজেকে বলল। *রিল্যাক্স করো*, গভীর আর নিয়মিতভাবে শ্বাস নিতে নিতে অস্ত্র হাতে সামনে এগিয়ে যাও।

তখনই ওটা দেখতে পেল ও। জ্বলে উঠেছে খানের পেনলাইট, এক মহিলা আত্মঘাতীর মুখের ওপর পড়ে ধাঁধিয়ে দিয়েছে তার চোখ। ভাবার বা চিন্তা করার কোনো সময় নেই। বর্নের আঙুলটা ট্রিগারের ওপর চেপে বসেই ছিল, এবার সহজাত প্রবৃত্তির বশে আপনা থেকেই টান দিলো ওটাতে। মাজলের ঝলকানিতে উজ্জ্বল হয়ে

BanglaBook.org

উঠল করিডোরটা, সেই আলোতে দেখা গেল রক্ত, হাড় আর মগজের ফোয়ারা ছুটিয়ে উড়ে গেল মহিলার মাথা।

সামনের দিকে দৌড় শুরু করেছে বর্ন, অন্য আত্মঘাতী মহিলাকে খুঁজছে। তারপরই পিটপিট করে জ্বলে উঠল আলো। দ্বিতীয় আত্মঘাতী বোমাহামলাকারীকে প্রথম জনের পাশে পড়ে থাকতে দেখল ও। তার গলাটা কাটা। এক মুহূর্ত পরে ওপরের খোলা অ্যাকসেস হ্যাচটা থেকে লাফিয়ে নেমে এলো খান। দু'জনেই একসাথে ঢুকল ওরা থার্মাল হিটিং স্টেশনের ভেতরে।

খানিক আগে করডাইট, রক্ত আর মৃত্যুর গন্ধ ভরা আঁধারের মাঝে ধপ করে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়েছে স্পালকো, অন্ধের মত খুঁজছে জিনাকে। আধাঁরের কাছে হেরে গেছে স্পালকো। অলো ছাড়া এনএক্স২০-র মাজল আর থার্মালহিটিং সিস্টেমের ভাল্বটার মাঝে নিখুঁত সংযোগ ঘটানো সম্ভব নয় তার পক্ষে।

হাত ছাড়িয়ে দিয়ে মেঝেটাকে অনুভব করছে সে। জিনার প্রতি মনোযোগ ছিল না তার, জিনা কোথায় পড়েছে তা জানে না, আর তাছাড়া আরসেনভ দরজাটা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ার পর সরেও গিয়েছিল সে। মানববর্মটা ব্যবহার করে আরসেনভ চালাকি করেছে বটে কিন্তু তবুও তার ওপর টেক্কা দিয়ে তাকে মেরে ফেলেছে জিনা। অবশ্য জিনা নিজে এখনো বেঁচে আছে। তার চিৎকার শুনেছে সে।

এখন অপেক্ষা করছে স্পালকো, জানে যে কেউ আসতে চাইলে তার হাত থেকে তাকে বাঁচাবে বাইরের আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা। বর্ন? না খান? বাইরের প্যাসেজে যে আছে তার উপস্থিতিতে ভয় পাচ্ছে বুঝতে পেরে লজ্জা লাগল স্পালকোর। ওটা যেনো হয়ে থাকুক না কেন, তার নজর সরানোর প্রচেষ্টায় বোকা বনেনি সে। বরং স্পালকোর নিজের যুক্তি অনুসরণ করেই বুঝতে পেরেছে থার্মাল হিটিং সিস্টেমের অরক্ষিত অবস্থা। তীব্র আতঙ্ক মাথা চাড়া দিচ্ছে তার মাঝে, জিনা যখন কেঁপে কেঁপে একটা শ্বাস টানল তখন আরো বেড়ে গেল সেটা। শ্লেত চটচটে রক্তের পুকুরের ওপর দিয়ে হাঁচড়ে পাঁচড়ে চলে গেল সে পড়ে থাকা জিনার কাছে, আঁধারের মধ্য দিয়ে।

জিনার গালে চুমু খাবার সময় তার চুলগুলোকে ভেজা আর দড়ির মত লাগল স্পালকোর কাছে। "সুন্দরী জিনা," তার কানে ফিসফিস করল সে, "শক্তিশালী জিনা।"

তার শরীরের মধ্য দিয়ে যেনো একটা ঢেউ খেলে গেল, টের পেল স্পালকো, ভয়ে কলজেটা শুকিয়ে এসেছে। "জিনা, মরে যেও না। তুমি মরতে পারো না।" মেয়েটার গালের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নোনা পানির স্বাদ পেল সে। বুঝতে পারল মেয়েটা কাঁদছে নিঃশব্দ ফোঁপানোতে অনিয়মিতভাবে উঠছে নামছে তার বুক।

BanglaBook.org

"জিনা।" চুমু দিয়ে তার চোখের পানি সরিয়ে দিলো সে। "তুমি খুবই শক্ত, এখন আগের চেয়েও বেশি।" তাকে অল্পক্ষণের জন্য জড়িয়ে ধরল স্পালকো, টের পেল তার বাহু ধীরে ধীরে চলে আসছে তার চারপাশে।

"এটাই আমাদের মহান বিজয়ের মুহূর্ত।" নিজেকে সরিয়ে এনে জিনার আলিঙ্গনে এনএক্স২০-টাকে গুঁজে দিলো স্পালকো। "হ্যা হ্যা, অস্ত্রটা দাগার জন্য তোমাকেই নির্বাচন করেছি আমি, নির্বাচিত করেছি ভবিষ্যতটাকে সফল করার জন্য।"

কথা বলতে পারল না জিনা। স্রেফ ফুসফুসে দমটা টানা আর ছাড়ার কাজটাই হচ্ছে। আরো একবার আঁধারকে অভিশাপ দিলো স্পালকো। কারণ জিনার চোখ দেখতে পারছে না সে। বুঝতে পারছে না ধাতস্থ আছে কিনা সে। যাইহোক, সুযোগটা নিতে হবে স্পালকোকে, জিনার হাত দুটো তুলে নিয়ে বাম হাতটা জীবাণু অস্ত্রের ব্যারেলে রাখল, ডান হাতটা রাখল স্টকের গার্ডে। তার তর্জনীটা মেইন ট্রিগারে বসিয়ে দিলো সে।

"এখন স্রেফ চাপ দিতে হবে তোমাকে," তার কানে ফিসফিস করল সে। "কিন্তু এখন না, এখন না। সময় চাই আমার।"

হ্যা, পালানোর জন্য তো সময়ই চাই স্পালকোর। আঁধারে আটকা পড়ে গেছে সে। এমন এক পরিস্থিতি এটা যার জন্য তৈরি ছিল না সে। আর এমনকি সে নিজের সাথে এনএক্স২০-টাও নেবে না এখন। দৌড়াতে হবে তাকে ছুটতে হবে জোরে শিফার তো ব্যাপারটা বলেই দিয়েছে লোড করার পর অস্ত্রটা নাড়াচাড়া করা যাবে না আর। পেলোডটা আর ওটার ভায়ালটা বড্ড বেশি ভঙ্গুর।

"জিনা, তুমি করবে এটা, করবে না?" তার দুই গালে চুমু খেল স্পালকো। "আমি জানি তোমার ভেতরে অনেক শক্তি লুকিয়ে আছে, অবশ্যই আছে।" জিনা কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না, তার মুখের ওপর একটা হাত চাপা দিলো স্পালকো যাতে বাইরে তার অজ্ঞাত ধাওয়াকারী তার চিকন সুরের চিৎকার শুনে না ফেলে। "আমি কাছেই থাকব, জিনা, মনে রেখো।"

তারপর এত ধীরে ধীরে আর শান্তভাবে সে সরতে লাগল যে জিনার অবশ স্নায়ু তা বুঝতে ব্যর্থ হল। তার দিকে থেকে অবশেষে ঘোরার পর পরই আরসেনভের লাশের সাথে হোঁচট খেল স্পালকো, আর তার হ্যাজম্যাট সুটটা ছিঁড়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য তাকে ছেঁকে ধরল তার নতুন আতঙ্ক। এখানে আটকা পড়া অবস্থায় জিনার ট্রিগার টেপা কল্পনা করল সে। তাহলে ভাইরাস আক্রান্ত হবে সে। তার মনের পর্দায় ধাঁ করে ভেসে উঠল তারই বানানো মৃতের শহর যেটা নাইরোবির বস্তিতে ঘটেছিল, সকল খুঁটিনাটিসমেত।

তারপরই নিজেকে ফিরে পেল স্পালকো, গোটা সুটটাকেই খুলে ফেলল গা থেকে। বেড়ালের মত নিঃশব্দে দরজার দিকে এগোল সে, বেরিয়ে এলো

BanglaBook.org

প্যাসেজওয়েতে। সাথে সাথে তার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা, উত্তেজিত হয়ে সরে গেল সামান্য।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ," ফিসফিস করল স্পালকো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ," ফিসফিসিয়ে জবাব দিলো তারাও।

তারপর আঁধারের মাঝে সটকে পড়ল স্পালকো।

ড. ফেলিক্স শিফারের জীবাণু অস্ত্রের কুৎসিত ভোঁতা নাকটাকে নিজেদের দিকে তাক করা অবস্থায় দেখতে পেল ওরা দু'জনই একসাথে। জমে গেল বর্ন আর খান।

"স্পালকো ভেগেছে। ওইযে তার হ্যাজম্যাট সুট," বর্ন বলল, "এই স্টেশনের মাত্র একটাই প্রবেশপথ আছে।" ঐ মুহূর্তটার কথা মন করল ও, যে হালকা ফিসফিসানি আর মৃদু পদশব্দ শুনতে পেয়েছিল বলে ভেবেছিল। "অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কেটে পড়েছে।"

"এটাকে আমি চিনি," খান বলল। "এটা হাসান আরসেনভ কিন্তু অস্ত্র ধরে থাকা এই মহিলাকে চিনি না।"

অন্য এক সন্ত্রাসবাদীর লাশের ওপর ভর দিয়ে আদশোয়া হয়ে আছে মহিলা সন্ত্রাসবাদীটা। বর্ন এবং খান কেউই বলতে পারল না ওই পজিশনে মহিলাটা গেছে কি করে। খুব খারাপভাবে আহত সে। মনে হয় বাঁচবে না। যদিও এই দূরত্ব থেকে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। রাজ্যের ব্যাথা নিয়ে ওদের দিকে তাকাল সে। আর বর্ন অনেকটাই নিশ্চিত, কেবলমাত্র শারীরিক যন্ত্রনা ছাড়াও অন্য কিছু আছে তার মাঝে।

বাইরের আত্মঘাতীদের একজনের কাছ থেকে একটা কালাশনিকভ নিয়ে এসেছে খান, এখন সেটাকে মহিলাটার দিকে তাক করল। "বাঁচার কোনো পথ নেই তোমার," বলল ও।

বর্ন স্রেফ মহিলাটার চোখ দুটোই দেখছিল, এবার সামনে এক পা এগিয়ে কালাশনিকভটা নামিয়ে দিলো ও। "পথ সব সময়ই থাকে," বলল বর্ন।

তারপর বসে পড়ল মহিলার কাছাকাছি উচ্চতার হবার জন্য। চোখ-মুখ সরিয়েই জিজ্ঞেস করল, "কথা বলতে পারবে? তোমার নাম বলতে পারবে?"

খানিকক্ষণ স্রেফ নীরবতা। জোর খাটিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বর্ন। ট্রিগারের ওপর এঁটে বসা আঙুলটার দিকে চাইল না।

শেষ পর্যন্ত খুলে গেল তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। খটখট করছে তার ঠোঁট, এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

"ওর নাম কি সেটা নিয়ে ভাবছো কেন?" ঘৃণাভরা কণ্ঠে বলল খান। "ও মানুষ না; ধ্বংসের যন্ত্র হয়ে গেছে একখান।"

"খান, অনেকেই তোমার মত করেই বলবে।" বর্নের কণ্ঠ এতই শান্ত যে এটা পরিস্কার ওর কথাটা কোনো ভর্ৎসনা নয়, নিছক একটা সত্য যেটা ওর ছেলে বুঝতে পারে নি।

BanglaBook.org

সন্ত্রাসবাদীর দিকে মনোযোগ ফেরাল বর্ন। "তোমার নাম বলাটা গুরুত্বপূর্ণ, তাই না?"

ঠোঁট খুলে প্রবল চেষ্টায় খড়খড়ানি আর খটখটানির মাঝামাঝি গলায় সে বলল, "জিনা।"

"হুম, জিনা, আমরা খেলার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি," বর্ন বলল। "এখন আর কিছুই বাকি নেই। বাঁচা-মরা ছাড়া। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে তুমি ইতিমধ্যেই মৃত্যুকে বেছে নিয়েছ। যদি তুমি ট্রগার টানো তাহলে মর্যাদার সাথে বেহেশ্‌তে চলে যাবে, হয়ে পড়বে হুরি। কিন্তু আমি ভাবছি সেটা সত্যিই হবে কিনা। কি ছেড়ে যাচ্ছো তুমি? মৃত সহযোদ্ধাদেরকে। যাদের মাঝে অন্তত একজন তোমার গুলিই খেয়েছে। আর থাকছে স্তেপান স্পালকো। কোথায় যে সে গেছে তাই ভাবছি। অসুবিধা নাই। যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে, চরম মুহূর্তে তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে সে।

"তোমাকে মৃত্যুর জন্য ফেলে রেখে গেছে, জিনা, নিজে কেটে পড়েছে সে। তাই আমার মনে হয় তোমার নিজেকে জিজ্ঞেস করা উচিত, তুমি যদি ট্রগারটা টানো তাহলে বেহেশতে চলে যাবে, না মুনকির আর নাকিরের অমোঘ প্রশ্নের মুখোমুখি হবার জন্য পড়ে রইবে। যখন ওরা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, 'কে তোমার সৃষ্টিকর্তা? কে তোমার রাসূল?' তখন কি জবাব দেবে তুমি? মনে করে দেখো, জিনা, কেবলমাত্র মুমিন বান্দাই ওই প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে পারবে।"

ফোঁপাতে শুরু করল জিনা। কিন্তু তার বুক এখন অদ্ভুতভাবে কাঁপতে শুরু করেছে, বর্নের ভয় হল আচমকা খিঁচুনিতে ট্রগারে চাপ দিয়ে বসতে পারে সে। যদি তার দিকে এগোতে হয় তো সেটা করতে হবে এখনই।

"যদি তুমি ট্রগারে টান দাও, মৃত্যুকে বেছে নাও, তাহলে ওদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না তুমি। তোমার তো জানা আছে। তোমাকে ত্যাগ করেছে ওরা, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তোমার সাথে, আর সেটা করেছে তোমার সবচেয়ে কাছের মানুষেরাই। কিন্তু এখনো খুব বেশি দেরি হয় নি। প্রায়শ্চিত্বের পথ এখনো আছে; সবসময় থাকে।"

এমন সময় খান বুঝতে পারল, বর্ন কথাগুলো জিনাকে যেমন বলছে ওকেও তেমনি বলছে। বৈদ্যুতিক শকের মত একটা অনুভূতি টের পেল ও। ওই অনুভূতিটা ছুটতে লগল ওর সারা শরীর বেয়ে যতক্ষণ না ওর চেতনা আর মস্তিষ্ক জেগে ওঠে। খানের মনে হল যেনো ন্যাংটো হয়ে গেছে ও, একদম উন্মোচিত হয়ে গেছে। ভয় পেল ও, আতঙ্কিত হয়ে পড়ল স্রেফ নিজেকে দেখেই ওর অকৃত্রিম সত্ত্বা যেটা বহু বছর আগে চাপা পড়ে গিয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জঙ্গলে। ওটা এতই আগের কথা যে মনেই করতে পারল না কখন ও কাজটা করেছিল নিজের হাতে। সত্যি কথাটা হচ্ছে নিজের কাছে ও নিজেই অপরিচিত। এই সত্যের কাছে নিয়ে যাবার জন্য নিজের বাবাকে ঘৃণা করেছে কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, ওই একই কারণে আবার

BanglaBook.org

ভালোও বাসছে।

যে লোকটাকে বাবা বলে চেনে তার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসল খান। কালাশনিকভটা এমন এক জায়গায় রাখল যাতে জিনা দেখতে পারে। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে দিলো তার দিকে।

"ওর কথাই ঠিক," সাধারণত যে গলায় কথা বলে তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে বলে উঠল খান। "অতীতের পাপকে মুছে ফেলার উপায় সব সময়ই থাকে, যেসব খুন তুমি করেছ, যারা তোমাকে ভালোবাসত তোমার অজান্তেই তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো–সব কিছুরই প্রায়শ্চিত্ত করা যাবে।"

ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে এগোল ও যতক্ষণ না ওর হাত চেপে বসে জিনার হাতের ওপর। ধীরে ধীরে আর শান্তভাবে তার তর্জনীটাকে ট্রিগার থেকে সরিয়ে দিলো খান। হাল ছেড়ে দিলো জিনা, নিজের অসাড় আলিঙ্গন থেকে অস্ত্রটাকে সরিয়ে নিতে দিলো খানকে।

"ধন্যবাদ, জিনা," বর্ন বলল। "খান তোমার যত্ন নেবে এখন।" উঠে দাঁড়াল সে, ছেলের কাঁধে মৃদু একটা চাপ দিলো, তারপর করিডোর ধরে দ্রুত নিঃশব্দে ছুটল স্পালকোর পেছনে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩০

স্তেপান স্পালকো কংক্রিটের খালি প্যাসেজটা ধরে ছুটল, হাতে উদ্যত বর্নের সিরামিক পিস্তল। সে জানে এতসব গোলাগুলির কারণে হোটেলের প্রধান সেকশনে চলে আসবে সব নিরাপত্তাকর্মী। সামনে দেখতে পেল সৌদি সিকিউরিটি চিফ ফেইদ আল-সৌদ আর তার দুই লোককে। নিচু হয়ে দৃষ্টিসীমা থেকে সরে গেল স্পালকো। তাকে এখনো দেখতে পায় নি ওরা, আর চমকে দেবার সুযোগটাকেই কাজে লাগল সে। ওরা কাছে চলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর ওদেরকে প্রতিক্রিয়া দেখানোর সুযোগ না দিয়েই গুলি করল।

শ্বাসরুদ্ধকর একটা মুহূর্তের জন্য পড়ে থাকা লোকগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে রইল স্পালকো। গুঙিয়ে ওঠা ফেইদ আল-সৌদের কপালে গুলি করল সে কাছ থেকে, সৌদি সিকিউরিটি চিফ একবার গুঙিয়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল। দ্রুত একজনের আইডিট্যাগ আর ইউনিফর্ম খুলে পরে নিল স্পালকো, নিজের রঙ্গিন কন্ট্যাক্ট লেন্স খুলে ফেলে দিলো সে। এসব করার সময় আপনা থেকেই জিনার দিকে মোড় নিল তার চিন্তা। জিনা নির্ভীক বটে, কথাটা সত্য কিন্তু স্পালকোর ওপর মনপ্রান সঁপে দেওয়াটাই তার বিশাল ভুল হয়েছে। সবার হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছে জিনা, বিশেষত আরসেনভের হাত থেকে। স্পালকো বলতে পারে, ব্যাপারটা উপভোগ করেছে জিনা। কিন্তু যা স্পালকোকে আঘাত করেছে তা হচ্ছে, জিনার সত্যিকারের আকাঙ্খা শুধুমাত্র সে-ই। এই ভালোবাসা স্যাক্রিফাইস করার পথে এই ত্রুটিটার কারণেই জিনাকে ফেলে আসতে বাধে নি তার।

পেছন দিক থেকে আসা দ্রুত পায়ে আওয়াজের কারণে বর্তমানে ফিরে এল স্পালকো, তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করল এবার। আরবদের সাথে তার সাক্ষাতের ব্যাপারটা দো-ধারী তলোয়ারের মত কাজ করেছে, ছদ্মবেশ নেবার সুযোগ করে দিয়েছে তাকে কিন্তু সেই সাথে তার গতিও কমিয়ে দিয়েছে আবার। ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকিয়ে সিকিউরিটির জামা পরা এক লোককে দেখতে পেয়ে জোরে গাল দিয়ে উঠল সে। স্পালকো যে তার নেমেসিসের বিরুদ্ধে ছুটেছে আজীবন, যতক্ষণ পর্যন্ত না পাশার দান উল্টে দিয়ে তার নেমেসিস তার পেছনেই ধাওয়া করতে শুরু করে।

সিকিউরিটি ইউনিফর্ম পরা লোকটা হচ্ছে জেসন বর্ন।

বর্ন দেখল, আরব সিকিউরিটি ইউনিফর্ম পরা স্পালকো একটা দরজা খুলে সিঁড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্পালকো এইমাত্র যে লোকগুলোকে মেরেছে তাদের লাশ

BanglaBook.org

টপকে এল বর্ন, ছুটল তার পেছনে। লবির বিশৃঙ্খলায় বেরিয়ে এল ও। স্রেফ অল্প সময় আগেই এই বিশাল কাঁচে ঘেরা জায়গাটা উত্তেজিত কিন্তু নীরব, প্রায় জনমানবহীন অবস্থায় দেখেছিল বর্ন আর খান হোটেলে ঢোকার সময়। এখন, সামনে পেছনে দৌড়াতে থাকা নিরাপত্তাকর্মীদের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। অনেকে আবার একত্রিত করছে হোটেলের কোন্ জায়গাটায় ছিল তার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করছে। অন্যরা ইতিমধ্যেই স্টাফদের জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্লান্তিকর আর শ্রমসাপেক্ষ কাজ শুরু করেছে। গত দু'দিন ধরে কি করেছে, কোথায় কোথায় ছিল তার ফিরিস্তি দিতে হচ্ছে প্রত্যেক স্টাফকে। যারা বাকি রইল সেসব নিরাপত্তাকর্মীরা নেমে চলেছে সাব-বেজমেন্টের দিকে, কিংবা অয়্যারলেস নেটওয়ার্কের সাহায্যে নির্দেশ পেয়ে হোটেলের অন্যান্য অংশের দিকে চলছে। সবাই ব্যস্ত; এই দু'জন লোক যে কেন একজনের পরে অন্যজন ভিড় ঠেলে সামনের দরজার দিকে এগোচ্ছে তা জিজ্ঞেস করার মত কেউ নেই।

স্পালকো যে এভাবে সবার মাঝে ঘুরছে, মিশছে তাদের সাথে, তাদেরই একজন হয়ে যাচ্ছে, এটা দেখা ভাগ্যের পরিহাসই বটে। বর্ন একবার ভাবল চারপাশের সবাইকে সতর্ক করে দেবে, কিন্তু তারপরই বাতিল করে দিলো সেটা। সে নিজেই একজন আন্তর্জাতিক ওয়ান্টেড আসামী, যে এখনো একটা শমনের আওতায় আছে। স্পালকো নিশ্চয়ই সেটা জানে, কারণ বর্নের ওপর দোষ চাপানোর অতি সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রটার কারিগর তো সে-ই। সামনের দরজা দিয়ে বাইরের দিকে স্পালকোকে ধাওয়া করার সময় আরো কিছু বুঝতে পারল ও। *আমরা দু'জনই এখন সমান*, ভাবল সে। ওদের দু'জনের অবস্থাই এখন সেই গিরগিটিদের মত যারা আশপাশের সবার কাছ থেকে নিজেদের আসল পরিচয় ঢাকতে নিজেদের চামড়ায় একই রকম দাগ ফুটিয়ে তুলেছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে বিশ্রী আর উদ্বেগজনক লাগে এই ভেবে, এই আন্তর্জাতিক সিকিউরিটি ফোর্স স্পালকোর যেমন শত্রু তেমনই বর্নের নিজেরও।

বাইরে বেরিয়ে আসার পরপরই বর্ন বুঝতে পারল পুরো হোটেলটাকে একদম ঘিরে রাখা হয়েছে। ঘোর লাগা ভয়ের চোখে চেয়ে দেখল স্পালকো উদ্ধত ভঙ্গিতে সিকিউরিটি কারপার্কের দিকে এগোচ্ছে। এটা ঘিরে রাখার সীমার মধ্যে হলেও নির্জন, যেনো নিরাপত্তা কর্মীদেরও এখানে ঢোকার অনুমতি নেই।

বর্ন তার পেছনে ছুটল বটে কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই হারিয়ে ফেলল গাড়িগুলোর মাঝে। দৌড় শুরু করল সে। পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল কেউ। সামনে যে প্রথম গাড়িটা পড়ল সেটার দরজা টেনে খুলল বর্ন, ওটা একটা আমেরিকান জিপ। স্টিয়ারিং কলামের নিচের প্লাস্টিক প্যানেলটা ঝটকা দিয়ে খুলে তারগুলোকে নিয়ে ঘাটাঘাটি শুরু করল। ঠিক তখনই একটা এঞ্জিন চালু হবার শব্দ পাওয়া গেল, মাথা তুলে দেখতে পেল চুরি করা গাড়িতে চেপে কারপার্ক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে স্তেপান স্পালকো।

BanglaBook.org

আরো কিছু চিৎকারের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন, পেভমেন্টের ওপর বুটের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকটা গুলির শব্দ ভেসে এল। হাতের কাজের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রিভূত করছে বর্ন, তারগুলোর আবরণ খুলে ঠিক জায়গামত লাগিয়ে দিলো সে। কেশে উঠে চালু হয়ে গেল জিপের এঞ্জিন, গিয়ার দিলো বর্ন। তারপর টায়ারের কড়া আওয়াজ তুলে কারপার্ক থেকে ঘুরে বেরিয়ে এল। সিকিউরিটি চেকপয়েন্টের দিকে যেতে যেতে গতি বাড়াল গাড়ির।

রাতটা চাঁদবিহীন, তবে মনে রাখতে হবে, এটা আসলে ঠিক রাত নয়। আবছা একটা আঁধারে ঢেকে আছে রিকিয়াভিক, কারণ সূর্যটা দিগন্তের ঠিক ওপরে ঝুলে থেকে চিংড়ির খোলসের মত রঙ দিয়েছে আকাশটাকে। স্পালকোকে অনুসরণ করতে করতে শহরের নানা মোড় আর বাঁক ঘুরে বর্ন বুঝল, দক্ষিণে যাচ্ছে স্পালকো।

ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত বটে, কারণ বর্ন আশা করছিল স্পালকো এয়ারপোর্টের দিকেই যেতে চাইবে। পালানোর জন্য একটা প্ল্যান নিশ্চয়ই আছে। অবশ্য বর্ন যতই ভেবে দেখল ততই কমতে লাগল ওর বিস্ময়। নিজের শত্রুকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারছে এখন ও। এর মাঝেই বুঝে গেছে কোনো পরিস্থিতিতে ঢুকতে বা বেরোতে গৎবাঁধা পথ বেছে নেয় না স্পালকো। ওর মগজটা অনন্য। সব সময় যেনো ধাঁধা আর যুক্তির মাঝামাঝি একটা অবস্থানে ঝুলে থাকে। বহু বাঁক আর প্যাঁচ আছে তার মাঝে, সে এমন এক লোক যে কিনা শত্রুকে সরাসরি মেরে ফেলার চাইতে ফাঁদে ফেলতেই ভালোবাসে।

তাই হিসাব থেকে কেফলাভিক বাদ। খুব বেশি অনুমানযোগ্য ওটা। আর সন্দেহ নেই স্পালকো আগে থেকে ভেবে দেখেছে, পালানোর পথ হিসেবে ব্যবহারের জন্য জায়গাটা বড্ড বেশি কড়া পাহারা দেয়া। ওজকারের ল্যাপটপে দেখা ম্যাপটার কথা স্মরণ করল বর্ন। শহরের দক্ষিণে কি আছে। হাফলাফজোর্দুর নামে একটা ছোটো জেলেদের শহর। স্পালকো যে ধরনের প্লেন ব্যবহার করে তা নামার জন্য বড্ড ছোটো। সমুদ্রতীর! হাজার হলেও ওরা একটা দ্বীপের ওপরেই আছে। স্পালকো বোটের মাধ্যমে পালাবে!

রাতের এমন সময়ে গাড়ি-ঘোড়া কমই আছে, বিশেষ করে শহরটা ছেড়ে বাইরে চলে আসার পরে। রাস্তাগুলো সরু হয়ে আসছে, সমুদ্রের ধারে টিলাগুলোর মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটছে। স্পালকোর গাড়ি একটা তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরে যাবার পরে পিছিয়ে গেল বাঁকটা ঘুরল ও। সামনে স্পালকোর গাড়ি দেখা যাচ্ছে কিন্তু বর্ন আশা করছে রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে ওর গাড়িকে দেখতে পারবে না সে। ব্যাপারটায় ঝুঁকি আছে, প্রতিবার মোড় ঘোরার সময় গাড়িটা দৃষ্টি থেকে হারিয়েও যাচ্ছে। কিন্তু বর্ন

BanglaBook.org

অন্য কোনো উপায় দেখল না। স্পালকোকে বিশ্বাস করাতে হবে যে তাকে ধাওয়া করছে না আর কেউ।

জায়গাটার বৃক্ষশূন্যতার কারণে একটা কবরস্থানের মত ভাব এসেছে, পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডের মত নীল বরফে ঘেরা পাহাড় থাকায় মনে হয় যেনো এখানে সারা বচরই শীতকাল। জায়গায় জায়গায় সবুজের ছাপ থাকায় ভূমিরূপটা আরো গা ছমছমে দেখায়। আকাশটার রঙ গাঢ়। আর এই দীর্ঘ ভুয়া ভোরে বিভিন্ন জাতের সামুদ্রিক পাখি ভেসে বেড়াচ্ছে সেখানে। পাখিগুলোকে দেখে স্বাধীনতার ভাব ভর করল বর্নের ওপর, মৃতে ভরা হোটেল থেকে মুক্তি পেয়েছে ও। ঠাণ্ডা থাকা সত্ত্বেও জানালা নামিয়ে দিলো বর্ন। লবণাক্ত বাতাসকে টেনে নিল বুকের গভীরে। একটা ফুলে ঢাকা নিচু জায়গার পাশ দিয়ে যাবার সময় সুবাস ভেসে এলো ওর নাকে।

সমুদ্রের দিকে ঘোরার পর আরো সরু হয়ে গেল রাস্তাটা। একটা উপত্যকার মাঝে নেমে গেল বর্নের গাড়ি, তারপর আরেকটা বাঁক ঘুরল ও, স্পালকোর পিছু পিছু রাস্তাটা অনেকটা খাড়া হয়ে এসেছে সমুদ্রতীরের টিলা থেকে নেমে আসার সময়। স্পালকো দেখতে পেয়েই আরেকটা বাঁকের আড়ালে হারিয়ে ফেলল ও। মোড়টা ঘোরার পর আটলান্টিককে দেখতে পেল, স্লেট রঙা আকাশের নিচে ঝিকমিক করছে।

স্পালকোর গাড়ি আরেকটা মোড় ঘোরার পর বর্নও তাই করল। পরের বাঁকটা এত কাছে যে এরই মাঝে গাড়িটা চোখের সামনে থেকে সরে গেছে। আর ধরা পড়ে যাবার ভয় সত্ত্বেও জিপটাকে জোরে ছোটাল বর্ন।

মোড়টা ঘোরার পরপরই শব্দটা শুনতে পেল ও। বাতাসের ঝাপটা সত্ত্বেও মৃদু শদব্দটা ওর কাছে পরিচিত লাগল সেই শব্দ যা বের হয় সিরামিক গানফায়ার করলে। বর্নের গাড়ির সামনের একটা চাকা ফেটে গেলে গতি কমে এল ওর। স্পালকোকে দেখতে পেল একনজর। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গুলি করেছে সে। এখন আবার ফিরছে গাড়িতেই। চোখ ফিরিয়ে আনতে হল বর্নকে। ওর জিপকে কন্ট্রোল করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, রাস্তার যে দিকটায় সমুদ্রতট সেদিকে পড়ে যেতে চাইছে জিপটা।

গিয়ার নিউট্রোলে আনল বর্ন কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। এঞ্জিনটা বন্ধ করে দেয়া দরকার হলেও চাবি ছাড়া সেটা অসম্ভব। রাস্তা থেকে পিছলে গেল পেছনের চাকা দুটো। বর্ন সিটবেল্ট খুলে আঁকড়ে ধরে থাকল টিলা থেকে জিপটা ঘুরপাক খেয়ে পড়ার সময়। যেনো ভাসছে ওটা, ডিগবাজি খেল দু'বার। অতি উত্তপ্ত ধাতুর তীব্র গন্ধ নাকে লাগল ওর, সেই সাথে লাগল রাবার কিংবা প্লাস্টিক পোড়ার ঝাঁঝালো গন্ধ।

জিপটা আছড়ে পড়ার ঠিক আগমুহূর্তে বাইরে লাফ দিলো বর্ন, গড়িয়ে সরে গেল যখন একটা বিশাল পাথরে ধাক্কা খেকয়ে বিস্ফোরিত হল ওটা। বাতাসে ছিটকে উঠে গেল আগুনের শিখা। আর সেই আলোতেই দেখতে পেল খাঁড়ির মধ্যে ভাসতে ভাসতে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে ফিশিংবোটটা।

অন্ধের মত করে রাস্তাটা দিয়ে গাড়ি ছোটাল স্পালকো, খাঁড়িটার কাছের প্রান্তটার কাছে এসে থামল। ঘাড় ঘুরিয়ে জ্বলন্ত জিপটার দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে বলল, মরে গেছে জেসন বর্ন। মরে গেছে সে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খুব শিগগির তাকে ভুলতে পারবে না সে। বর্নই শেষ করে দিয়েছে স্পালকোকে। আর এখন স্পালকোর হাতে ঘুঁটি হিসেবে এনএক্স২০ বা চেচেনরা কেউই নেই। এত দিনের এত যত্নের প্ল্যান একেবারেই ভেস্তে গেছে!

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তীরের নুড়ির ওপর দিয়ে হাটতে লাগল সে। একটা নৌকা আসছে তার জন্য, যদিও এখন জোয়ার আর ফিশিংবোটটা তীরের খুব কাছে আছে। হোটেলের সিকিউরিটি চেক পয়েন্ট দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে বেরিয়ে আসার পরপরই বোটের ক্যাপ্টেনকে কল করেছিল সে। স্রেফ ক্যাপ্টেনের এক হাড় জিরজিরে মেট আর এক ক্রু বোটটায় আছে, নৌকাটা তীরে ভেড়ার পর উঠল স্পালকো, তারপর মেটটা দাঁড়ে ঠেলা দিয়ে তীর থেকে সরে এলো।

নৌকাটায় করে ফিশিংবোটটা পর্যন্ত যাবার সংক্ষিপ্ত, নিরানন্দ ভ্রমণটাতে একটা শব্দও বলল না স্পালকো। ফিশিংবোটে গিয়ে ওঠার পর সে বলল, "যাত্রা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হও, ক্যাপ্টেন।"

"ক্ষমা করবেন, স্যার," উত্তর দিলো ক্যাপ্টেন, "কিন্তু বাকি ক্রুদের কি হবে?"

ক্যাপ্টেনের শার্টের কলার ধরল স্পালকো। "আমি তোমাকে একটা আদেশ দিয়েছি, ক্যাপ্টেন। আশা করি তুমি সেটা তাড়াতাড়ি করবে।"

"আই, আই, স্যার," চোখে একটা অশুভ ঝিলিক নিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। "কিন্তু শুধু আমরা দু'জন ক্রু হিসেবে থাকায় প্রস্তুত হতে একটুখানি বেশি সময় লাগবে।"

"ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি করে ফেলো তাহলে," নিচের দিকে যেতে যেতে বলল স্পালকো।

পানি বরফের মত ঠাণ্ডা, হোটেলের সাববেসমেন্টের মতই কালো। বর্ন জানে ফিশিংবোটটায় যত দ্রুত সম্ভব গিয়ে উঠতে হবে ওকে। তীর ছেড়ে পানিতে নামার মাত্র তিরিশ সেকেন্ড পরেই অসাড় হতে শুরু করেছে ওর হাত আর পায়ের আঙুল, আরো তিরিশ সেকেন্ড পরে ওগুলো একদমই অবশ হয়ে যাবে।

বোটে যেতে যে সময়টা খরচ করল সেটা ওর জীবনের দীর্ঘতম দুই মিনিট। হাত বাড়িয়ে একটা তেলতেলে জাহাজী দড়ি ধরল ও, নিজেকে টেনে তুলল সাগর থেকে। বাতাসে কাঁপছে। বেয়ে বেয়ে উঠছে দড়িটা বেয়ে।

উঠতে উঠতেই নিজেকে হারিয়ে ফেলল বর্ন। নাকে সাগরের সুবাস, গায়ের ত্বকে লবণাক্ত পানির শুকিয়ে যাবার অনুভূতি থাকায় ওর মনে হল যেনো আইসল্যান্ডে নেই, মার্সেই'তে আছে। স্তেপান স্পালকোকে ধরার জন্য দড়ি বেয়ে উঠছে না, আন্ত র্জাতিক পেশাদার ভাড়াটে খুনি কার্লোসকে মারার জন্য একটা বিলাসবহুল ইয়টে চড়ছে। যেহেতু মার্সেই'তেই ওর দুঃস্বপ্ন শুরু হয়েছিল, কার্লোসের সাথে লড়াইয়ের

BanglaBook.org

ফলে পানিতে পড়ে গিয়েছিল গুলি খেয়ে, তাই সেই ভয়টা ফিরে এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওকে বাস্তব থেকে।

রেলিং পেরিয়ে ফিশিংবোটের ডেকে ওঠার পরে অবশ করে দেয়ার মত তীব্র একটা ভয় ছেঁকে ধরল ওকে। ঠিক এমন পরিস্থিতিতেই তো ব্যর্থ হয়েছিল ও। নিজেকে অরক্ষিত মনে হল ওর, যেনো ব্যর্থতাকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে নিজের সাথে। দ্বিধান্বিতই হয়ে পড়েছিল প্রায় কিন্তু ওর মনে ঝট করে ফুটে উঠল খানের ছবি, প্রথম কথা হওয়ার সময়েই টানটান মুহূর্তে খানকে ও কি বলেছিল তা মনে করল। "কে তুমি?" ও ভেবে দেখল, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত খান আর বর্ন একে অন্যকে না চিনলে পরস্পরকে এতদূর আসার জন্য সাহায্যও করতে পারত না। থার্মাল হিটিং স্টেশনে হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকা খানের কথা ভাবল এবার, মনে হল, খান শুধু কালাশনিকভটা নয়, সেই সাথে নিজের গভীরের অনেকটা ক্রোধও সম্ভবত ছেড়ে দিয়েছে।

লম্বা একটা দম নিয়ে সামনে পড়ে থাকা কাজে মন দিলো বর্ন, পা টিপে টিপে এগোল ডেকের ওপর দিয়ে। হুইলহাউজে খুব ব্যস্ত রয়েছে ক্যাপ্টেন আর তার মেট, ওদেরকে বেঁহুশ করতে বেশি কষ্ট করতে হল না বর্নকে। আশপাশে দড়ির অভাব নেই, ওদের দু'জনের হাত পিছমোড়া করে বাঁধার সময় ওর পেছনে স্পালকোর কণ্ঠ শোনা গেল।

"আমার তো মনে হয় নিজের জন্যও খানিকটা দড়ি খুঁজতে হবে তোমাকে।"

বর্ন নিচু হয়ে আছে। দুই নাবিক কাত হয়ে আছে এক অন্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে স্পালকোকে কিছু না দেখিয়েই নিজের সুইচব্লেড ছুরিটা বের করল সে, সাথে সাথে বুঝতে পারল বড় একটা ভুল করে ফেলেছে। মেটটা ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে কিন্তু ক্যাপ্টেনের মুখ এদিকেই ঘোরানো। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে লোকটা, বর্নের ছুরিটাকে খুব স্পষ্টভাবেই দেখতে পেয়েছে সে। বর্নের চোখের দিকে তাকাল সে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, স্পালকোকে সতর্ক করার জন্য কোনো শব্দ বা ইঙ্গিত করল না, তার বদলে এমনভাবে চোখ বন্ধ করল যেনো আবার বেহুঁশ হয়ে পড়েছে।

"উঠে দাঁড়িয়ে ঘোরো," আদেশ দিলো স্পালকো।

কথামত কাজ করল বর্ন, উঠতে উঠতে নিজের ডান হাতটাকে লুকিয়ে রাখল উরুর ভেতরের দিকে। স্পালকো সদ্য ইস্ত্রি করা কালো জিন্স আর কালো টার্টলনেক সোয়েটার পরে পা ফাঁক করে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বর্নের সিরামিক পিস্তলটা। আবারো নিজেকে অদ্ভুতভাবে হারিয়ে ফেলল বর্ন। বহু বছর আগে কার্লোস যেভাবে ওকে টেক্কা দিতে পেরেছিল তেমনি আজ এগিয়ে গেছে স্পালকো। এখন স্রেফ ট্রিগার টানাটাই বাকি আছে, তারপরই গুলি খেয়ে পানিতে ছিটকে পড়বে বর্ন। এইবার অবশ্য এই হাড়-কাঁপানো উত্তর আটলান্টিকে কেউ আসবে না তাকে উদ্ধার করতে, যেমনটা এসেছিল শান্ত ভূমধ্যসাগরে। দ্রুত জমে গিয়ে তলিয়ে যাবে সে।

"তুমি মরতেই চাও না, তাই না, মিঃ বর্ন?"

BanglaBook.org

স্পালকোর দিকে লাফ দিলো বর্ন, ভাঁজ করা সুইচব্লেড খুলে ফেলেছে ঝটকা দিয়ে, চমকে যাওয়া স্পালকো ট্রিগার টানল বটে কিন্তু বড্ড দেরি করে ফেলেছে। বুলেটটা শিষ কেটে পানির ওপর দিয়ে উড়ে গেল, ওদিকে ব্লেডটা বসে গেছে স্পালকোর শরীরের পাশে। ঘোঁত করে উঠে পিস্তলটার ব্যারেল দিয়ে বর্নের গায়ে মারল সে। ওদের দু'জনের গা থেকেই রক্তের ফোয়ারা ছুটছে এখন। স্পালকোর বাম হাঁটু ধসে পড়েছে। কিন্তু বর্ন আছড়ে পড়েছে ডেকে।

ওর দুর্বলতার কথা মনে করে ওর পাঁজরে প্রচন্ড লাথি কসাল স্পালকো, প্রায় অজ্ঞান বানিয়ে দিলো ওকে। গা থেকে সুইচব্লেডটা টেনে খুরে পানিতে ছুঁড়ে ফেলল স্পালকো, তারপর বেঁকে রেলিংয়ের দিকে নিয়ে যেতে লাগল বর্নকে। ও নড়তে শুরু করার পর ওকে হাতের তালু দিয়ে মারল সে। তারপর ওকে টেনে অনেকটা দাঁড় করার মত করে রাখল, রেলিংয়ের ওপর দিয়ে ঠেলে বেঁকিয়ে ধরল।

জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে আবার হারিয়ে ফেলছে বর্ন কিন্তু বরফ ঠাণ্ড কালো পানির তীক্ষ্ণ গন্ধে ওর হুঁশ ততটা ফিরল যাতে বুঝতে পারে যে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে আছে ও। আবার হতে যাচ্ছে ব্যাপারটা, পানিতে তলাতে যাচ্ছে ও, ঠিক যেভাবে তলিয়েছিল অনেক বছর আগে। ওর এত ব্যাথা লাগছে যে শ্বাসই টানতে পারছে না ঠিকভাবে। কিন্তু নিজের জীবনকে নিয়ে ভাববার আছে ওর–এখনকার জীবন বহু বছর আগে যেটা কেড়ে নেয়া হয়েছিল সেটা নয়। আবার নিজেকে ধ্বংস হতে দেবে না ও।

স্পালকো যেনো না জোর খাটিয়ে ওকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল ঠিক তখনই সর্বশক্তি দিয়ে লাথি মারল বর্ন। গা গোলানো একটা শব্দের সাথে স্পালকোর চোয়ালে লাগল ওর জুতো। নিজের ভাঙা চোয়াল চেপে ধরে ঝাঁকি খেয়ে পিছু হটল স্পালকো, আর বর্ন ছুটল তার দিকে। পিস্তলটা ব্যবহার করার সময় নেই স্পালকোর; বর্ন ইতিমধ্যেই তার বড্ড কাছে এসে গেছে। পিস্তলের বাটটা বর্নের কাঁধে আছড়ে ফেলল সে। নতুন এই ব্যাথায় কেঁপে উঠল বর্ন।

তারপরই হাত বাড়িয়ে দিলো বর্ন স্পালকোর চোয়ালের ভাঙা হাড়ে আঙুল দাবিয়ে দিলো। চেঁচিয়ে উঠল স্পালকো, আর তার হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিল বর্ন। ওটার মাজলটা স্পালকোর থুতনির নিচে চেপে ধরেই ট্রিগারে টান দিলো।

শব্দটা বেশি হল না বটে কিন্তু গুলির ধাক্কায় স্পালকোর শরীরটা ডেক থেকে শূন্যে উঠে রেলিংয়ের ওপাশে পড়ে গেল। মাথা কাত হয়ে আছড়ে পড়ল সমুদ্রে।

বর্ন দেখল, মুখ নিচের দিকে দিয়ে খানিকক্ষণ ভাসল স্পালকো, সামনে পেছনে দুলছে অবিশ্রান্ত ঢেউয়ে। তারপরই টুপ করে ডুবে গেল সে, যেনো সমুদ্রের নিচ থেকে তাকে টেনে নিয়ে গেল কোনো বিশাল প্রচণ্ড শক্তিশালী দানব।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

মার্টিন লিনড্রস বিশ মিনিট ধরে ফোনে কথা বলল ইথান হার্নের সাথে। বিখ্যাত স্তেপান স্পালকো সম্পর্কে অনেক খবর জানা আছে হার্নের তার সবক'টাই এমন স্তব্ধ করে দেবার মত যে সেগুলোকে হজম করতে বেগ পেতে হল লিনড্রসকে। শেষপর্যন্ত তার কাছে সেই আইটেমটাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লাগল যেটাতে বুদাপেস্টে স্পালকোর বহু শেল কোম্পানিগুলোর একটা থেকে ভার্জিনিয়ার বাইরের রাশিয়ান পরিচালিত অবৈধ কোম্পানি থেকে একটা বন্দুক কেনার জন্য টাকা পাঠানো হয়েছিল ইলেকট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে। ডিটেক্টিভ হ্যারিস শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল বন্দুকের কোম্পানিটাকে।

এক ঘণ্টা পরে হার্নের ই-মেইল করা ইলেকট্রনিক ফাইল থেকে দুটো হার্ড কফি পৃন্ট করল লিনড্রস। নিজের গাড়িতে চড়ে ডিসিআই'র বাসার দিকে যেতে লাগল সে। সারা রাত ফ্লু'তে কাবু হয়ে ছিলেন বৃদ্ধ ডিসিআই। লিনড্রস এখন ভেবে দেখছে, এই সংকটের মুহূর্তে অফিস ছেড়ে বাইরে থাকতে নিশ্চয়ই বড্ড খারাপ লাগছে বুড়োর।

স্টাফ কারটাকে উঁচু লোহার গেটের সামনে থামাল তার ড্রাইভার, খোলা জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ইন্টারকমটা চাপল। নীরবতা বহাল থাকায় লিনড্রস ভেবে অবাক হল বুড়োর শরীর ভালো লাগছে কিনা, আর সে কারণে তিনি অফিসে ফিরে গেছেন কিনা।

তারপরই ঝগড়াটে কণ্ঠটা খড়খড়িয়ে উঠল ইন্টারকমে। ড্রাইভার লিনড্রসের নাম বলল। আর এক মুহূর্ত পরে নিঃশব্দে হাট করে খুলে গেল গেট দুটো। গাড়িটা ভেতরে ঢুকিয়ে নিল ড্রাইভার, লিনড্রস বেরিয়ে এলো। পেতলের নকার দিয়ে দরজায় শব্দ করল সে। ওটা খুলে যাবার পর ডিসিআই'কে দেখা গেল। তার মুখের চামড়ায় ভাঁজ, বিছানায় শুয়ে থাকার কারণে মাথার চুল এলোমেলো। ডোরাকাটা পাজামা পরে আছেন তিনি। গায়ে ভারি চেহারার বাথরোব। তার হাড় জিরজিরে পায়ে স্লিপার।

"চলে এসো, মার্টিন, চলে এসো।" ঘুরে দাঁড়িয়ে সরে এলেন তিনি। লিনড্রস চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার আগেই। হেটে হেটে স্টাডিতে ঢুকলেন ডিসিআই, বাম দিকে ঘরটা একটা লাইটও জ্বলা অবস্থায় নেই, বাসায় কেউ নেই বলেই মনে হচ্ছে।

লিনড্রস স্টাডিতে ঢুকল–গাড় সবুজ দেয়ালওয়ালা বিশাল একটা জায়গা, ছাদের রঙ ক্রিম। বিরাট বিরাট লেদার চেয়ার আর সোফা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এদিক-ওদিক। একদিকের দেয়ালের বিল্টইন বুককেসটাতে টিভি বসানো, চালু অবস্থায় নেই

BanglaBook.org

ওটা। এর আগে যতবারই এ ঘরে ঢুকেছিল লিনড্রস ততবারই সাউন্ড বন্ধ বা চালু অবস্থায় সিএনএন চলত টিভিটায়।

নিজের পছন্দের চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়লেন ডিসিআই। তার ডান কনুইয়ের কাছের সাইড টেবিলটাতে ঠেসে রাখা আছে একটা বড় টিসু বাক্স, এক বোতল অ্যাসপিরিন, টাইলেনল কোল্ড অ্যান্ড সাইনাস, নাইকুয়িল, ভিক্স ভেপোরাব। কোরিসিডিন, ডেকুয়িল আর রবিটুসিন ডিএম কাশের সিরাপ।

"এসব কি স্যার?" পিচ্চি ওষুধের দোকানটার দিকে আঙুল তুলে বলল লিনড্রস।

"আমি জানতাম না কোন্‌টা দরকার হবে," বললেন ডিসিআই, "তাই মেডিসিনের বাক্স থেকে সব বের করে এনেছি।"

লিনড্রস বোরবন আর পুরনো ধাঁচের গ্লাসটাকে দেখে ভুরু কোঁচকাল। "স্যার, হচ্ছেটা কি?" গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে স্টাডির খোলা দরজাটার দিকে তাকাল সে। "ম্যাডেলিন কোথায়?"

"ওহ্, ম্যাডেলিন।" বৃদ্ধ নিজের হুইস্কি গ্লাস তুলে নিয়ে খানিকটা গিললেন। "ফিনিক্সে নিজের বোনের কাছে গেছে সে।"

"আর আপনাকে একা অবস্থায় ফেলে রেখে গেছে?" লিনড্রস এগিয়ে গিয়ে একটা ল্যাম্প জ্বালাল, পেঁচার মত চোখ পিটপিট করে তাকালেন ডিসিআই। "তিনি কখন ফিরবেন, স্যার?"

"হুমমম," ডিসিআই বললেন, যেনো ডেপুটির বলা শব্দগুলোকে নিয়ে ভাবছেন। "আসলে ও কখন ফিরবে তা আমি জানি না।"

"স্যার?" একটু সতর্ক গলায় বলল লিনড্রস।

"ও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। অন্তত তেমনটা হয়েছে বলেই আমার মনে হয়।" ডিসিআই'র নজর যেনো এক জায়গায় পাকাপোক্তভাবে আটকে গেছে। নিজের বোরবনটা গিলে শেষ করলেন তিনি। চকচকে ঠোঁটগুলোকে বাঁকালেন, যেনো ধাঁধায় পড়ে গেছেন। "এসব জিনিস কেউ ঠিকভাবে জানবে কি করে, বলো?"

"আপনারা দু'জন কথা বলেন নি?"

"কথা বলেছি?" ডিসিআই'র চোখ ঝট করে ফোকাসে ফিরল। খানিকক্ষণ লিনড্রসের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। "না। আমরা একদমই কথা বলে দেখি নি ও ব্যাপারে।"

"তাহলে কিভাবে জানলেন উনি আপনাকে ছেড়ে চলে গেছেন?"

"তুমি ভেবেছ আমি সমস্যা তৈরি করছি, অ্যা?" এক মুহূর্তের জন্য জীবন্ত হয়ে উঠল সিডিআই'র চোখ দুটো, তার কণ্ঠে শোনা যেতে লাগল কোনোমতে চেপে রাখা আবেগ। "ওর মাঝ থেকে কিছু বিষয় হারিয়ে গেছে, বুঝলে? ব্যক্তিগত বিষয়, একান্ত। সেসব ছাড়া এই বাড়িটা ফাঁকা।"

BanglaBook.org

লিনড্রস বসে পড়ল। "স্যার, আপনার জন্য আমার সহানুভূতি রয়েছে কিন্তু একটা জিনিস–"

"মনে হয়, মার্টিন, ও কখনো আমাকে ভালোবাসে নি।" বোতলটার জন্য হাত বাড়ালেন বুড়ো। "কিন্তু এমন একটা রহস্যময় জিনিস মানুষ জানবেই বা কি করে?"

সামনে ঝুঁকে ভদ্রভাবে নিজের বসের হাত থেকে বোরবনটা নিয়ে নিল লিনড্রস। ডিসিআই অবাক হয়েছেন বলে মনে হল না। "এ বিষয়ে আপনার হয়ে কাজ করব, স্যার? যদি আপনি পছন্দ করেন," লিনড্রস প্রস্তাব দিলো।

অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়লেন ডিসিআই। "ঠিক আছে।"

বোতলটাকে একপাশে সরিয়ে রাখল লিনড্রস। "কিন্তু এখন আরেকটা চেপে বসা বিষয় নিয়ে কথা বলতে হবে আমাদেরকে।" ইথান হার্নের কাছ থেকে পাওয়া ফাইলটা বৃদ্ধের সাইড টেবিলে রাখল সে।

"কি ওটা? আমি এখন কিছু পড়তে পারব না, মার্টিন।"

"তাহলে আমি মুখে বলছি," লিনড্রস বলল। তার কথা শেষ হবার পর যে নীরবতাটা সৃষ্টি হল সেটা যেনো প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াতে লাগল সারা বাড়িতে।

এক সময় ছলছলে চোখ নিয়ে নিজের ডেপুটির দিকে চাইলেন বৃদ্ধ। "কেন এমনটা করেছিল সে, মার্টিন? কেন অ্যালেক্স সব নিয়ম ভেঙে আমাদের নিজেদেরই এক লোককে গুম করেছিল?"

"আমার মনে হয়, কি ঘটতে যাচ্ছে তার একটা আভাস তিনি পেয়েছিলেন, স্যার। তিনি স্পালকোকে ভয় পেতেন। এখন দেখা যাচ্ছে তেমনটা করার উপযুক্ত কারণও ছিল।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মাথাটা আবার এলিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। "তাহলে ওটা কোনো হুজুগ ছিল না?"

"ছিল না, স্যার।"

"থ্যাঙ্ক গড।"

গলা খাঁকারি দিলো লিনড্রস। "স্যার, বর্নের নামের সমনটা এক্ষুণি বাতিল করা উচিত আপনার, আর কারো উচিত তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা।"

"হ্যা, অবশ্যই। আমার মনে হয় সেটা করার জন্য তুমিই সবচে' উপযুক্ত, মার্টিন।"

"জি, স্যার।" লিনড্রস উঠে দাঁড়াল।

"যাচ্ছো কোথায়?" ঝগড়াটে ভাবটা ফিরে এসেছে বৃদ্ধের কণ্ঠে।

"ভার্জিনিয়া স্টেট পুলিশ কমিশনারের কাছে। তার কোলের ওপর ফেলার জন্য এই ফাইলের আরেকটা কপি আছে আমার কাছে। আমি অনুরোধ করব যেনো ডিটেক্টিভ হ্যারিসকে চাকরিতে পুণর্বহাল করা হয়, সেই সাথে আমাদের তদবির থাকবে। আর ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজরের জন্য...?"

BanglaBook.org

ফাইলটা তুলে নিয়ে তাতে মৃদু আঘাত করলেন ডিসিআই। এই কাজটা করার সাথে সাথে খানিকটা রঙ ফিরে এলো তার মুখে। "আজ রাতটা কাটতে দাও, মার্টিন।" ধীরে ধীরে পুরনো ঝিলিকটা ফিরে আসছে তার চোখে। "আমি খুব সুস্বাদু কিছুর কথা ভেবে রাখব।" হাসলেন তিনি, যেনো বহু যুগ পরে এই প্রথম করলেন কাজটা। "পাপ অনুসারে শাস্তি, অ্যা?"

একদম শেষ পর্যন্ত জিনার সাথে রয়ে গেল খান। এনএক্স২০ আর ওটার ভয়ংকর রকমের প্রাণঘাতী পেলোডকে লুকিয়ে ফেলেছে ও। সারা থার্মাল হিটিং স্টেশন জুড়ে কিলবিল করতে থাকা নিরাপত্তাকর্মীরা ওকে হিরো হিসেবেই জানে। জীবাণু অস্ত্রের ব্যাপারে কিছুই জানে না তারা। খানের ব্যাপারেও না।

খানের জন্য বেশ কৌতূহলোদ্দীপক সময় এটা। মরতে বসা এক মহিলার হাত ধরে আছে সে যে কিনা কথা বলতে পারছে না। শ্বাস টানছে কোনোমতে, আর বেশ স্পষ্টভাবেই চাইছে না ও চলে যাক। হয়তো এর অর্থ আসলে স্রেফ এই, সে মরতে চায় না।

যখনই হাল আর কারপভ বুঝে ফেলেছে জিনা মরতে বসেছে আর তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যের কিছুই সে দিতে পারবে না তখনই তার বিষয়ে আগ্রহী হারিয়েছে তারা, খানের সাথে একা রেখে চলে গেছে। আর ও মৃত্যুর সাথে এতটা পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও একদমই অপ্রত্যাশিত কিছুর মুখোমুখি হয়েছে। কষ্ট করে যন্ত্রনার সাথে একটা একটা করে শ্বাস টানছে আর আয়ু কমে আসছে জিনার, তার হাতের মতই তার চোখেও যেনো লেখা আছে খানকে যেতে না দেবার আকুতি। নৈঃশব্দে ডুবে যাচ্ছে জিনা, অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে সে। তা হতে দিতে পারে না খান।

ওর নিজের কষ্টই জিনার কষ্ট দেখে আপনা থেকেই মাথাচাড়া দিলো, নিজের জীবন নিয়ে তাকে বলতে লাগল ও নিজের পরিবার হারানো, ভিক্টোরনামী অস্ত্র পাচারকারীর হাতে আটকে থাকার ঘটনা, মিশনারির চাপিয়ে দেয়া ধর্মীয় বিধিনিষেধ, খেমার রুজের বক্তার ধর্মীয় ব্রেইনওয়াশ।

তারপর, ওকে সবচেয়ে কষ্ট দিলো লি-লি'র স্মৃতিগুলো। "আমার একটা বোন ছিল," চিকন, তীক্ষ্ণ গলায় বলল খান। "ও বেঁচে থাকলে হয়তো বয়সে তোমার সমানই হতো। আমার থেকে দুই বছরের ছোটো ছিল। আমার ওপর ভরসা করত, আর আমি ছিলাম তার রক্ষাকারী। আমি এতই চাইতাম ওকে নিরাপদে রাখতে, সেটা কেবল আমার বাবা-মা বলত সেজন্যই নয়, কারণ সত্যি সেটা করার দরকার ছিল আমার। বাবা বেশির ভাগ সময়ই দূরে থাকত। যখন আমরা বাইরে খেলছি, তখন আমি না হলে আর কে রক্ষা করত ওকে?" হঠাৎই ওর চোখ দুটো গরম হয়ে দৃষ্টি

BanglaBook.org

ঝাপসা হয়ে গেল। লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিতে যাচ্ছিল কিন্তু জিনার চোখে একটা তীব্র সহানুভূতি দেখে নিজেকে রুখল খান, ওর লজ্জা মিলিয়ে গেল। কথা চালিয়ে গেল, এবার আরো ঘনিষ্ঠভাবে। "কিন্তু, শেষপর্যন্ত, লি-লিকে বাঁচাতে পারি নি আমি। আমার মা'র সাথে খুন হয়ে গেল আমার বোন। আমারও মরে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু বেঁচে গেলাম।" হাত দিয়ে খুঁজে নিয়ে আকড়ে ধরল পাথরের ছোটো বৌদ্ধমূর্তিটাকে, বরাবরের মতই শক্তি সংগ্রহ করল ওটা থেকে। "বহু দিন যাবত আমি ভাবতাম, বেঁচে থেকে কী লাভ হল আমার। ওকে বাঁচাতে পারি নি আমি।"

যখন জিনার ঠোঁট সামান্য খুলে গেল তখন তার দাঁতে রক্ত দেখতে পেল খান। তার যে হাতটা খান শক্ত করে চেপে ধরে ছিল সেটায় সামান্য চাপ দিয়ে কথা চালিয়ে যাবার ইঙ্গিত করল সে। শুধু যে নিজের দুঃখের কারণেই ও জিনার কষ্টকে লাঘব করছে তা নয়, নিজেকে হালকাও করে নিচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এটা কাজ করছে। যদিও জিনা কথা বলতে পারছে না। যদিও সে ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে তবু তার ব্রেইন কাজ করছে। খানের কথা শুনতে পারছে সে। আর তার অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে পারছে কথাগুলোর অর্থ আছে তার কাছে। কথাগুলো সে বুঝতে পারছে।

"জিনা," বলল ও, "এক অর্থে, আমাদের দু'জনের মাঝে মিল আছে। তোমার মাঝে নিজেকে দেখতে পারছি আমি একাকী, পত্যিক্ত, একদমই নিঃসঙ্গ। আমি জানি ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না কিন্তু নিজের বোনকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবার অপরাধবোধ থেকে নিজের বাবাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম আমি কোনো কারন ছাড়াই। আমি শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম তিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন। অন্য কিছু না।" আর তারপরই, বিস্ময়কর উন্মোচনের একটা মুহূর্তে ও বুঝে গেল, জিনার মাঝে নিজেকে এ কারণেই দেখতে পাচ্ছে কারণ ও বদলে গেছে। খান কিছু সময় আগে জিনার মতই ছিল। নিজের অপরাধবোধের সাথে মুখোমুখি হবার চাইতে নিজের বাবার বিরুদ্ধে প্রতিশোধের প্ল্যান করা অনেক সোজা। এই বোধোদয়ের কারণেই মনে মনে খুব করে চাইল, যদি জিনাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারত!

কিন্তু খান খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছে ঘনিয়ে আসতে থাকা মৃত্যুকে। মৃত্যুর পদধ্বনি একবার শুরু হলে সেটার গতি কেউ রুখতে পারে না, খানও পারবে না। আর যখন সময়টা এসে গেল, যখন মৃত্যুর আগমনবার্তা ও শুনতে পেল, মরণ-ছায়া দেখতে পেল জিনার চোখে। তখন তার দিকে ঝুঁকল ও, নিজের অজান্তেই হাসল অভয়ের হাসি।

যেখানে ওর বাবা বর্ন কথা শেষ করেছিল, সেখান থেকে আবার বলতে শুরু করল খান, "প্রশ্নকারীদেরকে কি বলতে হবে সেটা মনে রেখো, জিনা। আমার ঈশ্বর আল্লাহ, আমার রসূল মোহাম্মদ (সাঃ), আমার ধর্ম ইসলাম আর আমার কিবলা কাবা শরীফ।" মনে হল যেনো খানকে বলার মত অনেক কিছু আছে জিনার কিন্তু বলতে

BanglaBook.org

পারছে না। "তুমি ন্যায়নিষ্ঠ, জিনা। তোমাকে মর্যাদার সাথে অভ্যর্থনা জানাবে ওরা।"

একবার কেঁপে উঠল জিনার চোখের পাতা, তারপরই দপ করে নিভে গেল তার জীবন প্রদীপ।

বর্ন যখন ওস্কজুলিড হোটেলে ফিরল তখন ওর জন্য অপেক্ষা করছিল জেমি হাল। ফিরে আসতে বেশ খাকিটা সময় লাগল বর্নের। দু'বার প্রায় অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিল। রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে স্টিয়ারিং হুইলে মাথা ঠেকিয়ে জিরিয়ে নিতে বাধ্য হল ও। প্রচণ্ড ব্যাথায় ক্লিষ্ট। অচিন্তনীয় রকমের ক্লান্ত। তবুও খানকে আবার দেখার ইচ্ছায় চালিয়ে গেল। সিকিউরিটির পরোয়া করে না; নিজের ছেলেকে ছাড়া আর কিছু নিয়েই পরোয়া করে না সে।

হোটেলে ফিরে বর্ন স্তেপান স্পালকো যে হোটেল আক্রমন করার হোতা সেটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার পর হাল ওকে একটা মেডিকেলে নিয়ে গিয়ে ওর তাজা ক্ষত পরীক্ষা করে নিতে চাইল।

"সারা বিশ্বে স্পালকোর এতই সুনাম যে তার লাশ উদ্ধার করে প্রমাণগুলো পেশ করার পরেও অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইবে না ব্যাপারটা," হাল বলল।

ইমার্জেন্সি মেডিকেল রুমটা তাড়াহুড়ো করে বসানো খাটিয়ায় শুয়ে থাকা আহত লোকজনে ভরা। গুরুতর আহতদেরকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর মৃতরা তো আছেই, যাদের ব্যাপারে কথা বলতে চাইছে না কেউ।

"ঘটনাটায় তোমার ভূমিকা আমরা জানি, আমরা সবাই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ," হাল বর্নের পাশে বসতে বসতে বলল। "প্রেসিডেন্ট তোমার সাথে কথা বলতে চান কিন্তু সেটা পরের ব্যাপার।"

মেডিক কাছে চলে এসে বর্নের কাটা গালে সেলাই করতে শুরু করল।

"ঠিকভাবে সারবে না এটা," বলল মহিলা। "তোমার মনে হয় একটা প্লাস্টিক সার্জারি করানো উচিত।"

"এটা আমার প্রথম কাটা দাগ নয়," বলল বর্ন।

"দেখতেই পাচ্ছি," সহমত পোষণ করে শুকনো গলায় বলল মহিলা।

"হ্যাজম্যাট সুটগুলোর অস্তিত্ব আমাদেরকে ধাঁধায় ফেলছে," কথা চালিয়ে গেল হাল। "কোনো বায়োলজিক্যাল কিংবা কেমিক্যাল অস্ত্রের অস্তিত্ব দেখতে পাই নি আমি। তুমি পেয়েছ?"

দ্রুত চিন্তা করছে বর্ন। খানকে জিনা আর জীবাণু অস্ত্রের সাথে একা ফেলে রেখে এসেছে ও। হঠাৎ আতঙ্ক আঘাত করছে ওকে। "না, আমরাও তোমার মতই অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু পরে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার মত কেউ বেঁচে ছিল না।"

BanglaBook.org

হাল মাথা ওপর নিচ করল, আর যখন মেডিকেলের কাজ শেষ হল তখন বর্নকে উঠতে সাহায্য করে করিডোরে নিয়ে এল সে। "আমি জানি এখন একটা হট শাওয়ার নিয়ে জামা কাপড় পাল্টানো বড্ড জরুরি তোমার কিন্তু এখনই তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে আমাকে।" আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল সে। "এটা জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপার। আমার হাত এ ব্যাপারে বাঁধা। কিন্তু গরম খাবার খেতে খেতে ভদ্রভাবে কাজটা তো করাই যায়, তা না?"

আর কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র ঘুঁষি হাঁকাল সে বর্নের কিডনিতে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বর্ন। নিজের অন্য হাতটা পিছিয়ে নিল হাল। হাতার দ্বিতীয় আর তৃতীয় আঙুলটার মাঝ থেকে বেরিয়ে এসেছে পাতার মত সরু একটা ড্যাগারের ফলা। যেটার গায়ে মাখানো কালো জিনিসটা নিশ্চয়ই বিষ।

ওটা বর্নের ঘাড়ে সে বসিয়ে দেবার আগেই করিডোরে ছড়িয়ে পড়ল একটা গুলির শব্দ। হালের হাত থেকে মুক্ত বর্ন একটা দেয়ালের উপর গিয়ে পড়ল। মাথা ঘুরিয়ে সবকিছু দেখে নিল ও মেরুনরঙা কার্পেটের ওপর মরে পড়ে আছে হাল, বিষমাখানো পুশজারটা তার হাতে আর একটা সাইলেন্সড পিস্তল হাতে সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এফএসবি'র আলফা ইউনিটের প্রধান বোরিস ইলিচ কারপভ।

"আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে," বর্নকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করতে করতে রাশিয়ান ভাষায় বলল কারপভ, "কোনো সিআইএ'র এজেন্টকে খুন করার ইচ্ছা বহু দিন ধরে মনের মধ্যে লালন করছিলাম আমি।"

"কোদা, ধন্যবাদ," একই ভাষায় কোনোমতে বলল বর্ন।

"দারুণ সুখ পেয়েছি, বিশ্বাস করো," হাতের দিকে তাকাল কারপভ। "তোমার বিরুদ্ধে সিআইএ'র শমন বাতিল করা হয়েছে, কিন্তু তার পরোয়াই করে নি সে। মনে হয় তোমার নিজের এজেন্সির ভেতরেই এখনো অনেক শত্রু আছে তোমার।"

কয়েকটা গভীর শ্বাস টানল বর্ন, কাজটা ভয়াবহ কষ্টকর। নিজের মনটা যথেষ্ট পরিস্কার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। "কারপভ, আমি তোমাকে কি করে চিনি?"

প্রচণ্ডভাবে হেসে উঠল রাশিয়ান। "গোসপাভিন, বর্ন, তোমার স্মৃতির ব্যাপারে যে গুজবগুলো শোনা যায়, সেগুলো দেখছি সত্যি।" নিজের হাতটা বর্নের কোমরে পেঁচাল সে। দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করল অনেকটা। "তোমার কি মনে পড়ে? না, নিশ্চয়ই না। আচ্ছা, সত্যটা হচ্ছ, অনেক কয়েকবার দেখা হয়েছে আমাদের মাঝে। শেষবারে, তুমি আসলে আমার জীবন বাঁচিয়েছ।" বর্নের মুখের বিভ্রান্ত ভাব দেখে আবার হাসল কারপভ। "দারুণ একটা গল্প, বন্ধু এক বোতল ভদকা নিয়ে বসে বলার জন্য উপযুক্ত কাহিনী। কিংবা দুটো বোতল, অ্যা? এমন একটা রাতের পর কে জানে?"

"খানিকটা ভদকা পেলে বর্তে যেতাম," বর্ন মনে করিয়ে দিলো, "কিন্তু তার আগে একজনকে খুঁজে বের করতে হবে আমাকে।"

"এসো," কারপভ বলল, "এই আবর্জনাটাকে সরানোর জন্য নিজের লোকদের

BanglaBook.org

সাথে যোগাযোগ করব আমি। আর তারপর দু'জনে মিলে যা যা করার দরকার করব।" দাঁত কেলিয়ে বিশাল হাসি দিলো সে, চেহারার নিষ্ঠুরতাকে বিলীন করে দিলো। "এক সপ্তাহের পুরনো মাছের মত গন্ধ বেরোচ্ছে তোমার গা থেকে। জানো সেটা? কিন্তু তাতে কি, সবরকম দুর্গন্ধে অভ্যস্ত আমি।" আবার হাসল সে। "বন্ধু বানানো সহজ নয়, বিশেষ করে আমাদের কাজের লাইনে। আর তাই এই উপলক্ষ্যকে ওই পুণর্মিলনী সেলিব্রেট করতে হবে আমাদেরকে, বুঝলে?"

"অবশ্যই।"

"আর শোনো, আমার ভালো বন্ধু জেসন বর্ন, এমন কাকে খুঁজে পাওয়া এত দরকার তোমার যে বিশ্রাম নেবার মায়াও ত্যাগ করেছ?"

"খান নামের এক তরুণ। তার সাথে দেখা হয়েছে মনে হয় তোমার।"

"আসলেই হয়েছে," আরেকটা করিডোরে নিয়ে যাবার সময় বর্নকে বলল কারপভ। "দারুণ এক যুবক। তুমি কি জানো, মরতে থাকা চেচেনটার পাশে থেকে একবারও নড়ে নি সে? আর ওই চেচেনও মৃত্যুর আগপর্যন্ত ওর হাত ছাড়ে নি।" মাথা নাড়ল সে। "একেবারেই অসাধারণ।"

নিজের ঠোঁট কোঁচকাল সে। এত সহানুভূতি তার পাবার কথা ছিল না। একটা খুনি, ধ্বংসকারী ছাড়া আর কি ছিল সে? ওরা এখানে যা করার চেষ্টা করছিল তা দেখলেই বোঝা যাবে সে কেমন এক দানব।

"আর তবুও," বর্ন বলল, "খানের হাত ধরে থাকা দরকার ছিল তার।"

"মনে হয় তার কাছ থেকে খানেরও কিছু পাবার ছিল।"

বর্ন কারপভের দিকে তাকাল। "তবু তোমার মনে হয় সে একটা দানব?"

"ওহ্, হ্যা," কারক্ষ বলল। "কিন্তু চেচেনরাই আমাকে এভাবে ভাবতে শিখিয়েছে।"

"কিছুই পাল্টায় না, তাই না?" বর্ন বলল।

"যতক্ষণ না আমরা সেগুলোকে পাল্টিয়ে দেই," চোখের কোণ দিয়ে ওর দিকে তাকাল কারপভ। "শোনো, আমার নীতিবান বন্ধু, তোমাদের আমেরিকানদের ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদীরা যা বলে ওরাও আমাদের ব্যাপারে তাই বলেছে, 'ঈশ্বর তোমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে।' তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখেছি, অমন কথাকে গুরুত্ব দিয়ে নিতে হয়।"

BanglaBook.org

কারপভ জানত ঠিক কোন্ জায়গায় খান আছে। মেইন রেস্টুরেন্টে। যেটা চলছে খুবই সীমিত মেন্যু নিয়ে।

"স্পালকো মরেছে," খানকে দেখার পর যে আবেগের বন্যাটা ওর মাঝে বয়ে যাচ্ছিল সেটাকে ঢাকার জন্য বলল বর্ন।

হ্যামবার্গারটা নামিয়ে রেখে বর্নের ফোলা গালের সেলাইগুলোকে পর্যবেক্ষণ করল খান। "লেগেছে নাকি?"

"যতটা আহত হয়ে আছি তারচেয়ে' বেশি হওয়া কি সম্ভব?" বসার সময় মুখ বিকৃত করল বর্ন। "তেমন কিছু না।"

খান মাথা ওপর-নিচ করল বটে কিন্তু বর্নের ওপর থেকে চোখ সরাল না। বর্নের পাশে বসে পড়ে কাছ দিয়ে যেতে থাকা এক ওয়েটারকে ডেকে এক বোতল ভদকা চাইল কারপভ। "রাশিয়ানটা," তীক্ষ্ণ গলায় বলল সে। "ফালতু পোলিশটা নয়। আর সেটার সাথে বড় গ্লাস নিয়ে এসো। সত্যিকারের পুরুষেরা বসে আছে এখানে, একজন রাশিয়ান আর সেই সাথে দু'জন বীর যারা অনেকটা রাশিয়ানদের মতই ভালো!" তারপর নিজের সঙ্গীদের দিকে নজর ফেরাল সে। "ঠিক আছে, আমি কি কিছু মিস্ করছি?"

"কিছু না," একসাথে বলে উঠল বর্ন আর খান।

"তাই নাকি?" রাশিয়ান এজেন্টের শুয়োপোকার মত ভুরু দুটো উপরে উঠে গেল। "আচ্ছা, তাহলে ড্রঙ্ক করা ছাড়া আর কিছু বাকি নেই। *ইন বিনো, ভেরিতাস।* প্রাচীন রোমানরা বিশ্বাস করত, মদেই লুকিয়ে আছে সত্য। আর তাদের কথা অবিশ্বাস করবে কে? রোমানরা ফাটাফাটি রকমের যোদ্ধা ছিল, তাদের ছিল দারুণ সব জেনারেল কিন্তু ওরা হয়তো আরো ভালো করত যদি ওয়াইনের বদলে ভদকা খেত?" খা খা করে হাসতে লাগল সে যতক্ষণ না অন্য দু'জন তাতে যোগ দিলো।

ভদকাটা এলো, সাথে পানি খাওয়ার গ্লাস। হাত নেড়ে ওয়েটারকে তাড়িয়ে দিলো কারপভ।

"ওয়ান মাস্ট ওপেন দ্য ফাস্ট বটল ওয়ান সেলফ," বলল কারপভ। "এটা হল গিয়ে রাশিয়ান পন্থা।"

"এটা পুরনো দিনের অভ্যাস, যখন রাশিয়ান ভদকা এত খারাপভাবে রিফাইন করা হত যে তাতে প্রায়ই জ্বালানী তেল পাওয়া যেত।"

"ওর কথা শুনো না," কারপভ ঠোঁট বাঁকাল কিন্তু তার চোখ ঝিকমিক করছে। ওদের গ্লাসগুলো ভরে দিয়ে অত্যন্ত কেতাদুরস্তভাবে সামনে রাখল। "এক বোতল ভালো রাশিয়ান ভদকা শেয়ার করার মাঝেই প্রকৃত বন্ধুত্ব নিহিত, জ্বালানী তেল যদি ভদকায় মেশানো থাকে তবুও। কারণ ভালো রাশিয়ান ভদকা নিয়ে বসে আমরা পুরনো দিনের কথা মনে করি, যেসব কমরেড এবং শত্রু মারা গেছে তাদের নিয়ে আলাপ করি।"

নিজের গ্লাস তুলল সে, বাপ-ব্যাটাও তাই করল।

"না সডারোভায়ে।" বিশাল একটা চুমুক দিয়ে বলল কারপভ।

"না সডারোভায়ে," তাল মিলিয়ে প্রতিধ্বনি করল ওরা দু'জন।

বর্নের চোখে পানি এসে গেল। আগুনের মত পোড়াতে পোড়াতে নিচে নামছে

BanglaBook.org

ভদকা। কিন্তু এক মুহূর্ত পরই একটা উষ্ণতা ভর করল ওর পাকস্থলীতে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে ওর শরীরের একটানা ব্যাথাটাকে প্রশমিত করতে লাগল।

কারপভ মুখ নামাল, কড়া মদ আর বন্ধুদের উপস্থিতির কারণে সামান্য রক্তিম হয়ে এসেছে চেহারাটা। "এখন আমরা মাতাল হয়ে আমাদের সব সিক্রেট বলব। বন্ধু বলতে কি বোঝায়, তা শিখব।"

আরেকটা বড় ঢোক গিলে সে বলল, "আমি শুরু করছি। আমার প্রথম সিক্রেট শোনো, আমি জানি তুমি কে, খান। যদিও কখনো তোমার কোনো ছবি তোলা হয় নি, তারপরও আমি চিনি তোমাকে।" নাকের পাশে আঙুল রাখল সে। "ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টা ছাড়া এমনি তো আর ফিল্ডে বিশটা বছর কাটাই নি। আর ব্যাপারটা বোঝার পর হালের কাছ থেকে তোমাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম আমি, কারণ হাল বোধহয় ব্যাপারটা সন্দেহ করেছিল, তোমার হিরো পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তোমাকে গ্রেপ্তার করতো সে।"

একটু নড়ে উঠল খান। "তেমনটা করেছিলে কেন?"

"ওহো, এখন আমাকে মেরে ফেলবে নাকি তুমি? এই মনোরম টেবিলে? তুমি কি ভেবেছ আমার নিজের সাথে তোমাকে আমি সরিয়ে রেখেছিলাম? আমি কি বলি নি, আমরা বন্ধু?" মাথা নাড়ল সে। "বন্ধুত্বের বিষয়ে অনেক কিছু জানা বাকি রয়ে গেছে তোমার। আমার কমবয়সী বন্ধু," সামনে ঝুঁকল সে, "আমি তোমাকে নিরাপদে রেখেছি জেসন বর্নের কারণে, যে কিনা সবসময় একা কাজ করে। তুমি ওর সাথে ছিলে, তাই আমি জানতাম তুমি ওর কাছে গুরুত্বপূর্ণ।"

আরেক ঢোক ভদকা মেরে দিয়ে বর্নের দিকে আঙুল তুলল কারপভ। "এবার তোমার পালা, বন্ধু।"

নিজের ভদকার দিকে চোখ নামাল বর্ন। খানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ব্যাপারে বেশ সচেতন ও। ওর মনে ভয়, তেমনটা করলে খান উঠে চলে যাবে। কিন্তু একটা সত্য আছে যেটা ওদেরকে বলা দরকার।

"শেষে যখন আমি স্পালকোর সাথে ছিলাম তখন আরেকটু হলেই গেছিলাম। স্পালকো আমাকে খুন করেই ফেলেছিল। কিন্তু সত্যটা হচ্ছে...সত্যটা হচ্ছে..."

"বলে ফেলাটাই ভালো হবে তোমার জন্য," কারপভ উৎসাহ দিলো।

"তোমার কথা ভাবছিলাম আমি, ভেবেছিলাম, যদি মরে যাই, যদি স্পালকোকে মারতে দেই আমাকে, তখন আর ফিরতে পারব না আমি। তোমাকে একা অবস্থায় থাকতে দিতে পারি না; এটা আমি হতে দিতে পারি না।"

"ভালো।" টেবিলের ওপর খটাশ করে নিজের গ্লাস রাখল কারপভ। আঙুল তুলল কানের দিকে।" এবার তোমার পালা, আমার তরুণ বন্ধু।"

বাড়তে থাকা নৈঃশব্দে বর্নের মনে হল ধাক্কা দিচ্ছে রক্ত, আর ওর ক্ষতগুলোর সব ব্যাথা যেনো ফিরে এসেছে জোয়ারের মত।

"ভালো," কারপভ বলল, "তোমার জিহ্বাটা আটকে গেল নাকি? তোমার বন্ধুরা

BanglaBook.org

তোমার ওপর দায়িত্ব সঁপে দিয়েছে, আর একখন ওরা অপেক্ষা করছে।"

রাশিয়ানের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে খান বলল, "বোরিস ইলিচ কারপভ, আমি নিজের পরিচয় আনুষ্ঠানিকভাবে দিতে চাই। আমার নাম জোশুয়া। আমি জেসন বর্নের ছেলে।"

অনেক ঘণ্টা আর অনেক লিটার ভদকার পরে ওস্কজুলিড হোটেলের সাব-বেসমেন্টে এক সাথে গিয়ে দাঁড়াল বর্ন আর খান। জায়গাটা আর্দ্র আর ঠাণ্ডা কিন্তু ভদকা ছাড়া অন্য কিছুর গন্ধ পেল না ওদের নাকে। জায়গাটার এখানে ওখানে রক্তের দাগ।

"আমার মনে হয় তুমি ভাবছ এনএক্স২০-টার কি হল," খান বলল।

মাথা ওপর নিচ করল বর্ন। "হ্যাজম্যাট সুটগুলের কারণে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল হাল। সে বলেছিল কোনো জীবাণু বা রাসায়নিক অস্ত্রের হদিস পায় নি সে।"

"আমি লুকিয়ে ফেলেছি ওটা," বলল খান, "তোমার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলাম যাতে আমরা দু'জনে মিলে ওটাকে ধ্বংস করতে পারি।"

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বর্ন। "তোমার বিশ্বাস ছিল আমি ফিরব।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের বাবার দিকে চাইল খান। "আমার মনে হচ্ছে কেবলমাত্র বিশ্বাস করতে শিখছি আমি।"

"কি:বা সেটাকে ফিরিয়ে এনেছ?"

"সেটা তুমি বলতেই পারো।"

"জানি, জানি, তুমি কি ভাবো সেটা বলতে আসাটা আমার কাজ নয়।" মাথা নামাল বর্ন। "কিছু কিছু অর্জন বেশ সময় সাপেক্ষ।"

যেখানে এনএক্স২০-টাকে লুকিয়েছে সেখানে গেল খান। একটা ভাঙা কংক্রিট ব্লকের পেচনে একটা এবড়োখেবড়ো কুলুঙ্গিমত জায়গায় রয়েছে ওটা, আড়াল হয়ে রয়েছে থার্মালহিটিং স্টেশনের একটা মোটা পাইপের পেছনে।

"এটা করার কাজে জিনাকে একমুহূর্তের জন্য ছাড়তে হয়েছিল আমাকে," বলল ও। "কিন্তু তাছাড়া উপায় ছিল না।" বেশ একটা সম্মানের সাথে ওটাকে বের করে বর্নের হাতে দিলো। আবার গিয়ে একটা ছোটো ধাতব বক্স বের করল খান কুঠুরিটা থেকে। পে-লোডসমেত ভায়ালটা এখানেই আছে।"

"একটা আগুন জ্বালাতে হবে," বর্ন বলল, ড. সিডোর ল্যাপটপটারে পড়া তথ্যটার কথা ভাবছে। "তাপের কারণে পেলোডটা অকেজো হয়ে পড়বে।"

হোটেলের বিশাল কিচেনটার কোথাও কোনো দাগ নেই। এর স্টেইনলেস স্টিলের সার্ফেসের চকচকে ভাবটা আরো বেশি ঠাণ্ডা লাগছে কোনো কর্মচারীর অনুপস্থিতিতে। একমাত্র কঙ্কালসার স্টাফকে বাইরে বের করে দিয়ে ভেতরের বিশাল মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ওভেনগুলোর কাছে গেল বর্ন আর খান। গ্যাসে চলে ওগুলো। আর ওগুলোকে সর্বোচ্চ লেভেলে চালিয়ে দিলো বর্ন। সাথে সাথে বিশাল

BanglaBook.org

আগুনের শিখা ওপরের দিকে ছুটল ফায়ার বৃকের অভ্যন্তর ভাগটার ভেতরে এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে কাছে যাওয়াই কঠিন হয়ে গেল।

হ্যাজম্যাট সুট পরে নিল ওরা, অস্ত্রটা খুলল, দু'জনে ওটার এক এক টুকরো ফেলল ভেতরে। ভায়ালটাকে ফেলা হল তার পরে।

"ভাইকিংদের শেষকৃত্যের আগুনের মত," বর্ন এনএক্স২০-টাকে গলে যেতে দেখল সে। ওভেনের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গায়ের সুটগুলো খুলে ফেলল ওরা।

নিজের ছেলের দিকে ঘুরে বর্ন বলল, "আমি মেরিকে ফোন করেছি কিন্তু তোমার ব্যাপারে তাকে বলি নি এখনো। আমি অপেক্ষা--"

"আমি তোমার সাথে ফিরছি না," খান বলল।

খুব যত্ন করে নিজের পরবর্তী শব্দগুলো বেছে নিল বর্ন। "আমি কিন্তু সেটা পছন্দ করব না।"

"আমি জানি," খান বলল। "কিন্তু আমার মনে হয় তুমি যে তোমার বউকে আমার কথা বল নি তার কোনো ভাল কারণ আছে।"

যে নৈশঃব্দটা ওদের মাঝে বাড়ছে তার মধ্যে বর্ন গভীর দুঃখে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। অন্য দিকে তাকাতে চাইল, চেহারায় আসা ভাবটাকে লুকোতে চাইল কিন্তু পারল না। নিজের আবেগকে নিজের এবং নিজের কাছ লুকোতে লুকোতে হাঁপিয়ে গেছে ও।

"তোমার মেরি আছে, ছোটো দু'টো বাচ্চা আছে," খান বলল। "এই নতুন জীবনটা ডেভিড ওয়েব নিজের জন্য বানিয়ে নিয়েছে। আমি এর অংশ নই।"

ক্যাম্পাসে যখন কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বুলেটটা বেরিয়ে গিয়েছিল তারপর থেকে এই কয়দিনে অনেক কিছু শিখেছে বর্ন, অবশ্য নিজের ছেলের কাছে থাকার সময় কখন মুখ বন্ধ রাখতে হবে তা মোটেই শিখতে পারে নি। খান নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, আর এটাই সব। কথা বলে ওকে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরানোর চেষ্টা অবান্তর হবে। আরো খারাপ হতে পারে, খানের মনের ক্রোধের ছাই-চাপা আগুন নতুন করে জ্বলে উঠতে পারে। আবেগ জিনিসটা এমনই বিষাক্ত এমন গভীরে তার শেকড় যে দিনে হপ্তায় কিংবা এমনকি মাসেও মুছে যায় না।

বর্ন বুঝতে পারছে, খান বুদ্ধিমানের মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওর দেহের ক্ষতির মতই খানের মনের ক্ষত এখনো তাজা, এখনো কাঁচা, যদিও রক্তক্ষরণ কমেছে। আর খান যেমন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, তেমনি বর্ন জানে, ডেভিড ওয়েব যে জীবনটা এখন সাজিয়ে নিয়েছে তাতে খানের স্থান নেই। ওখানে থাকার কথা নয় খানের।

"হয়তো এখন যাবো না, হয়তো কখনো না। কিন্তু আমার ব্যাপারে তোমার অনুভূতি যেমনই হোক, আমি তোমাকে জানাতে চাই, তোমার দুটো ছোটো ভাই-বোন আছে যাদের জানা উচিত তাদের একটা বড় ভাই আছে। আমি আশা করি এমন

BanglaBook.org

একটা সময় আসবে যখন এটা হবে আমাদের সবার ভালোর জন্য।"

দরজা পর্যন্ত হেটে গেল ওরা একসাথে। আর বর্নের ভালোভাবেই জানা আছে এমন কোনো কিছু আগামী আরো অনেক মাস করতে পারবে না ওরা। কিন্তু চিরকালের জন্য নয়, অবশ্যই নয়। অন্তত এ জিনিসটাই নিজের ছেলেকে জানাতে হবে। সামনে এগিয়ে গিয়ে খানকে জড়িয়ে ধরল বর্ন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। গ্যাস জেটের হিসহিস শব্দ শুনতে পাচ্ছে বর্ন। ওভেনগুলোর ভেতরে প্রচণ্ডভাবে জ্বলছে এখনো আগুনটা, শেষ করে দিচ্ছে ওদের সবার জন্য বিপজ্জনক জীবাণু অস্ত্রটাকে।

অনিচ্ছুকভাবে খানকে ছেড়ে দিলো বর্ন।

যখন নিজের ছেলের দিকে তাকাল, তখন খুব অল্প সময়ের জন্য দেখতে পেল মুখে উজ্জ্বল এশিয়ান সূর্যের আলো এসে পড়া সেই নমপেনের ছোট্ট ছেলেটাকে আর তার পেছনে পাম গাছের ছোপ ছোপ ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখছে ডাও, হাসছে ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে।

"আমি কিন্তু আবার জেসন বর্নও," বলল সে। "এ কথাটা ভুলে যেও না কখনো।"

BanglaBook.org

উপসংহার

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যখন নিজের পশ্চিম উইংয়ের স্টাডির ডাবল ওয়ালনাট দরজা দুটো নিজ হাতে খুললেন তখন ডিসিআই'র মনে হল যেনো সপ্তম নরকে ভাজা হবার পর স্বর্গে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে তাকে আবার।

ডিসিআই এখনো বিচ্ছিরি রোগটায় ভুগছেন কিন্তু টেলিফোনে ডাক পাবার পর চামড়ার চেয়ারটা থেকে টেনে বের করতে পেরেছেন তিনি, শাওয়ার নিয়েছেন, শেভ করেছেন, জামা পরেছেন। কলটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। আসলে প্রেসিডেন্টকে নিজের 'আইজ অনলি' রিপোর্ট পাঠানোর পর, যেটাতে অন্তর্ভুক্ত করা আছে মার্টিন লিন্ড্রস আর ডিটেক্টিভ হ্যারিসের জমা করা সব প্রমাণ, তিনি মানসিকভাবেই অপেক্ষা করছিলেন কলটার জন্য। ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের রোব আর পাজামা পরে চেয়ারে ডুবে ছিলেন বাসার গুমোট নিঃশব্দ ভাবটা শুনছিলেন, যেনো নীরবতার মাঝেই নিজের স্ত্রীর কণ্ঠস্বরের ভুতকে শুনতে পারেন।

এখন, প্রেসিডেন্ট তাকে রাজকীয় নীল আর সোনালী কর্নার অফিসে ডেকে নেবার পর নিজের বাড়ির নিরানন্দ ভাবটা বেশি করে টের পাচ্ছেন ডিসিআই। এই খানেই রয়েছে তার জীবন এখানেই সে জীবনকে নিজের জন্য কষ্ট করে গড়েছেন বহু দশকের বিশ্বস্ত সেবা আর সুদক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে। এখানেই তিনি শিখেছেন নিয়মগুলোকে আর সেগুলোকে কাজে লাগাবার উপায়কে, এখানেই, অন্য কোথাও নয়।

"খুব ভালো হয়েছে আপনি আসায়," নিজের উজ্জ্বল হাসির সাথে বললেন প্রেসিডেন্ট। "বহুদিন যাবত দেখা হয় না।"

"ধন্যবাদ, স্যার," বললেন ডিসিআই, "আমিও একই জিনিস ভাবছিলাম।"

"বসে পড়ুন।" হাত নেড়ে একটা পিঠ-উঁচু চেয়ারে বসে পড়ার ইঙ্গিত দিলেন প্রেসিডেন্ট ডিসিআইকে। চমৎকারভাবে বানানো গাঢ় নীল সুট, সাদা শার্ট আর নীল ফুটকিঅলা লাল টাই। তার গাল দু'টো সামান্য রক্তিম, যেনো কোথাও থেকে দৌড়ে এলেন তিনি এইমাত্র। "কফি?"

"কফিই ভালো হবে। ধন্যবাদ স্যার।"

এমন সময়, যেনো একটা নিঃশব্দ তলব পেয়ে একজন প্রেসিডেন্সিয়াল পরিচারক নকশা করা রূপার ট্রে'তে করে সুদৃশ্য কফি পট আর চমৎকার পিরিচের ওপরে রাখা চীনামাটির কাপ নিয়ে ভেতরে এলো। আনন্দের সামান্য শিহরণের সাথে ডিসিআই লক্ষ্য করলেন, মাত্র দু'টো কাপ আছে।

"শীঘ্রই এসে পড়বেন এনএসএ," বললেন প্রেসিডেন্ট।

BanglaBook.org

ডিসিআই'র বিপরীতে একটা সিটে বসে পড়লেন তিনি। ডিসিআই বুঝতে পারলেন, তার রক্তিম ভাবটা শারীরিক পরিশ্রম থেকে আসে নি, এসেছে তার ক্ষমতার পূর্ণ পরিপক্কতা থেকে।

"কিন্তু তার আগে, গত কয়েক দিনে আপনি যে ভালো কাজ দেখিয়েছেন তার জন্য আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি।"

পরিচারকটা তাদের হাতে কফির কাপ দিয়ে চলে গেল, ভারি দরজাটা লাগিয়ে দিলো আস্তে করে।

"আপনার লোক বর্ন না থাকলে বিশ্ববাসীকে যেসব ঘটনা মধ্য দিয়ে যেতে হত তা ভাবতে গেলে স্তম্ভিত হয়ে যাই।"

"ধন্যবাদ স্যার। আমরা একবারও সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি নি ও অ্যালেক্স ককলিন আর ড. পানোভকে খুন করেছে।" আন্তরিক এবং একদমই কপট গলায় বললেন ডিসিআই। "কিন্তু আমাদের সামনে এমনসব কারসাজি করা জাল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল যাতে সে অনুসারে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম আমরা।"

"অবশ্যই আমি বুঝতে পারছি।" দুটো চিনির কিউব নিজের কাপে ফেলে দিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে নাড়তে লাগলেন প্রেসিডেন্ট। "সব ভালো তার শেষ ভালো যার। যদিও আমাদের দুনিয়ায় শেক্সপিয়ারের কথার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রত্যেক কাজেরই পরিণতি আছে।" নিজের কফিতে চুমুক দিলেন তিনি। "যাই হোক, রক্ত গঙ্গা বয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আপনি তো জানেনই, সামিটটাকে আমরা সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছি। আর তাতে অর্জিত হয়েছে অতুলনীয় সাফল্য। আসলে, হামলাটার ফলে আমরা একে অন্যের সাথে বন্ধনটাকে আরো দৃঢ় করে নিয়েছিলাম। সকল দেশের প্রধান, এমনকি ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ, আলেক্সান্দার ইয়েভতুশেঙ্কোও বুঝতে পেরেছিলেন আমরা যদি আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বের না হয়ে আসি তাহলে পুরো পৃথিবীর ওপর কি রকম দুর্যোগ নেমে আসবে। এখন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য কর্মপন্থা আমরা উপস্থাপন করেছি, তাতে সহমত পোষণ করে তাতে সই করেছি। ইতিমধ্যেই পরবর্তী পর্যায়ে কথাবার্তা শুরু করার জন্য সেক্রেটারি অব স্টেট মধ্যপ্রাচ্যে গেছেন। আমাদের শত্রুদের মাথায় প্রথম একটা বজ্র পড়ল বলে।"

আর আপনার পুণর্নির্বাচনও নিশ্চিত, ভাবলেন ডিসিআই, *আপনার প্রেসিডেন্সি ও তো একটা লিগ্যাসি।*

ইন্টারকমের চাপা শব্দ শুনে ক্ষমা চাইলেন প্রেসিডেন্ট, উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ডেস্কের কাছে গেলেন। খানিকক্ষণ শুনলেন তিনি, তারপর চোখ তুললেন। তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ডিসিআই'র ওপর স্থির হল। "আমি এমন একজনের কাছে থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিলাম যিনি কিনা সুচিন্তিত এবং মূল্যবান পরামর্শ দিতে পারতেন।" বোঝাই যাচ্ছে তিনি আশা করছেন না ডিসিআই কিছু বলুন, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই ইন্টারকমে বলতে শুরু করেছেন, "ওনাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।"

BanglaBook.org

চরমভাবে আবেগাক্রান্ত ডিসিআই নিজেকে গুছিয়ে নিতে একমুহূর্ত সময় ব্যয় করলেন। উঁচু ছাদওয়ালা বিশাল রুমটার চারধারে তাকালেন তিনি, ক্রিম রঙা দেয়াল, রাজকীয় নীল কার্পেট, খোদাইকৃত মোল্ডিং, আর সুদৃশ্য আরামদায়ক আসবাবপত্র দেখলেন। একজোড়া ম্যাচিং চিপেনডেল চেরিকাঠের সাইবোর্ডের ওপর ঝুলছে কয়েকজন রিপাবলিকান প্রোসিডেন্টের বড় তেলরঙের প্রতিকৃতি। এককোণাঢয় একটা আমেরিকান জাতীয় পতাকা রাখা হয়েছে। জানালার বাইরে, ঝাপসা সাদা কুয়াশার নিচে রয়েছে বেশ খানিকটা সুন্দরভাবে ছাঁটা লন, যার ওপরে আঁকাবাঁকা ডার বিস্তার করে দিয়েছে একট চেরি গাছ। হালকা গোলাপী রঙের ফুলের গুচ্ছ ঘণ্টার মত দুলছে বসন্তের বাতাসে।

দরজা খুলে গেলে রবার্তা আলোনজো আর্তিজ ত্রস্তপদে ভেতরে এলো। ডিসিআই মহানন্দে লক্ষ্য করলেন প্রেসিডেন্ট তার ডেস্কের পেছনের অবস্থা থেকে নড়েন নি, স্থির দাঁড়িয়ে আছেন। এনএসএ'র দিকে তাকিয়ে বসতেও বললেন না তিনি। একটা বাজেভাবে কাটা কালো সুট, ইস্পাত ধূসর ব্লাউজ আর নিচু গোড়ালীর পাম্প জুতো পরে আছে মহিলা। মনে হচ্ছে যেনো শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য তৈরি সে, আর ডিসিআই'র কোনো সন্দেহ নেই ব্যাপারটা অনেকটা তাই হতে যাচ্ছে।

ডিসিআই'র উপস্থিতিতে মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য বিস্মিত দেখাল এনএসএ'কে। দু'জনেই অন্য দিকে মুখ ঘোরানোর আগে শেষবারের মত এনএসএ'র চোখে ফুটে উঠল শত্রুতা, তারপরই নিজের মুখে একটা ভাবলেশহীন মুখোশ চাপিয়ে নিল সে। তার মেজাজটা যেনো জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে নিজের আবেগ সংবরণের চেষ্টায়। ডিসিআই'র সাথে কোনো কথা বলল না সে কিংবা এমন কোনো ভাব দেখাল না যাতে বোঝা যায় এখানে তার অস্তিত্ব আছে।

"মিস্ আলোনজো আর্তজি। আমি চাই আপনি কিছু জিনিস বুঝতে চেষ্টা করুন যাতে বিগত কয়েক দিনের ঘটনাবলীকে একটা দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থাপন করতে পারেন।" প্রেসিডেন্ট এমন একটা সুললতি কণ্ঠে বললেন যেটার মাঝখানে কথা বলার কোনো অর্থ হয় না। "আমি যখন বর্ন স্যাঙ্কশনে সম্মতি দিয়েছিলাম তখন সেটা পুরোপুরি আপনার পরামর্শেই করেছিলাম। আমি আপনার সেই বুদ্ধিতেও সায় দিয়েছিলাম যখন আপনি অ্যালেক্স ককলিন আর মো পানোভের হত্যাকাণ্ডের একটা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলেন। আর বোকার মত আপনার সেই চাহিদাতেও সম্মতি দিয়েছিলাম যখন আপনি ওয়াশিংটন সার্কেলের ব্যর্থ অভিযানের দায় ভার্জিনিয়া স্টেট পুলিশের ডিটেক্টিভ হ্যারি হ্যারিসের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে বরখাস্তের আবেদন করেছিলেন।

"আমি যা বলতে পারি তা হচ্ছে, স্যাঙ্কশনটা শেষপর্যন্ত সম্পন্ন হওয়ায় আমি আনন্দিত। কিন্তু একজন চমৎকার ডিটেক্টিভের ক্যারিয়ারের যে ক্ষতি করা হয়েছে তাতে আমি নাখোশ। সমর্থন একটা প্রশংসারযোগ্য আচরণ। কিন্তু যখন তা সত্যকে

BanglaBook.org

চাপা দেয় তখন নয়। আপনি এই আচরণকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন ওপরে ওঠার জন্য।"

এই বক্তব্য প্রদানের সময় তিন নড়লেন না কিংবা এনএসএ'র ওপর থেকে দৃষ্টিও সরালেন না। তার অভিব্যক্তি সুচিন্তিতভাবে নিরপেক্ষ কিন্তু তার কথার মাঝে যে নির্দিষ্ট লয়টা বজায় আছে সেটাই ডিসিআই'কে বুঝিয়ে দিলো তিনি কতটা ক্রুদ্ধ। এই ব্যক্তি বোকা বনবার মানুষ নন। এই প্রেসিডেন্ট ভুলে যাবার বা ক্ষমা করার পাত্র নন। নিজের রিপোর্টটা বানানোর সময় এই বিষয়টাতেই ভরসা করেছিলেন ডিসিআই।

"মিস্ আলোনজো আর্তিজ, আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে রাজনৈতিক ফন্দিবাজদের স্থান নেই, অন্তত তাদের নেই যারা নিজেদের পাছা বাঁচাতে সত্যকে জালাঞ্জলি দেয়। সত্যটা হচ্ছে, তদন্তে সাহায্য করা উচিত ছিল আপনার, ভুয়া উপসংহারে আসা নয়। যদি আপনি সাহায্য করতেন তাহলে হয়তো সন্ত্রাসবাদী স্তেপান স্পালকোর মুখোশ উন্মোচন করতে পারতাম আমরা সামিটের রক্ত গঙ্গাটা বয়ে যাবার আগেই। এখন দেখা যাচ্ছে, আমরা সবাই, বিশেষত আপনি ডিসিআই'র কাছে বিশেষভাবে ঋণী।"

এইবার রবার্তা আলোনজো আর্তিজ মুখ কোঁচকাল, যেনো প্রেসিডেন্ট তাকে প্রচণ্ড একটা মার দিয়েছে, যেটা আসলে তিনি অনেকটা সত্যি সত্যিই দিয়েছিলেন।

নিজের ডেস্ক থেকে এক শিট কাগজ তুলে নিলেন প্রেসিডেন্ট। "আর তাই আপনার পদত্যাগপত্র আমি গ্রহণ করছি এবং নিজস্ব সেক্টরে ফিরে যাবার বিষয়ে আপনার আবেদন মঞ্জুর করছি, এটা অতি দ্রুত কার্যকর করা হবে।"

প্রাক্তন এনএসএ কথা বলার জন্য মুখ খুললেন কিন্তু প্রেসিডেন্টের লেজারের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাকে নিজের জায়গাতেই থামিয়ে দিলো।

"আমি হলে কথা বলতাম না," ছোট্ট করে বললেন প্রেসিডেন্ট।

ফ্যাকাশে হয়ে গেল মহিলা। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সামান্য, তারপর নিজের গোড়ালীর ওপর ঘুরে দাঁড়াল।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আলোনজো আর্তিজ চলে যাবার পরপরই গভীর একটা শ্বাস টানলেন ডিসিআই। এক মুহূর্তের জন্য প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি তার দৃষ্টিতে আটকে রইল। আর সবই পরিস্কার হয়ে গেল। ডিসিআই জানেন কেন তার কমান্ডার ইন চিফ তাকে ডেকেছেন প্রাক্তন এনএসএ রবার্তা আলোনজো আর্তিজের অপমানটা দেখার জন্য। এটা তার ক্ষমা প্রার্থনার নিজস্ব ভঙ্গি। এত বছর ধরে দেশের সেবা করার হাড়ভাঙা পরিশ্রম শেষে এই প্রথম দেশের প্রেসিডেন্ট ক্ষমা চাইলেন ডিসিআই'র কাছে। তিনি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছেন যে বুঝতেই পারছেন না কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন।

আনন্দে হতবুদ্ধি অবস্থায় উঠে দাঁড়ালেন ডিসিআই। ইতিমধ্যেই ফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট, তার চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য কোনোখানে। স্বল্প সময়ের জন্য

BanglaBook.org

থেমে রইলেন ডিসিআই। নিজের বিজয়ের মুহূর্তটাকে হজম করছেন, তারপর তিনিও *স্যাঙ্কটাম স্যাঙ্কটোরাম* ত্যাগ করলেন। ক্ষমতার করিডোর ধরে হেটে চললেন–যেটাকে নিজের বাড়ি বানিয়ে নিয়েছেন তিনি।

ডেভিড ওয়েব রঙচঙে হ্যাপি বার্থডে সাইনটাকে লিভিংরুমে টাঙানোর কাজ শেষ করেছে। মেরি এখন কিচেনে, জেমি'র একাদশ জন্মদিন উপলক্ষ্যে বানানো চকোলেট কেকটাতে ফিনিশিং টাচ দিচ্ছে। পিজ্জা আর চকোলেটের সুগন্ধে মম করছে বাড়িটা। চারদিকে তাকাল ওয়েব যথেষ্ট বেলুন রয়েছে কিনা দেখছে। তিরিশটা বেলুন গুণল সে, নিশ্চিতভাবেই যথেষ্টর চেয়েও বেশি।

যদিও ডেভিড ওয়েব হিসেবে নিজের জীবনে ফিরেছে ও কিন্তু প্রতি নিঃশ্বাসে ওকে চরম ব্যথা দিয়ে চলেছে ওর পাঁজর। বাকি শরীরটাও এত ব্যথা করছে যাতে ওর ভালোই মনে পড়ে, ও একইসাথে জেসন বর্নও। অনেকদিন যাবত নিজের দ্বিতীয় সত্ত্বাটা প্রকাশ পেলে ও ঘাবড়ে যেত। কিন্তু এখন জোশুয়া দৃশ্যপটে আসার পর থেকে সব কিছু পাল্টে গেছে। আবার জেসন বর্ন হবার জন্য জোর করার মত একটা কারণ ওর আছে।

কিন্তু সিআইএ'র সাথে আর নয়। অ্যালেক্সের মৃত্যুর পর সিআইএ'কে ত্যাপ করেছে ওয়েব, যদিও ডিসিআই নিজে ওকে থাকতে বলেছিলো, যদিও সে পছন্দ আর শ্রদ্ধা করে মার্টিন লিনড্রসকে, যে কিনা ওর বিরুদ্ধে জারি করা স্যাঙ্কশনটাকে বাতিল করায় সাহায্য করেছে। লিনড্রসই বেথেসডা ন্যাভাল হসপিটালে বর্নকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। এজেন্সির পাঠানো স্পেশালিস্টরা ওয়েবের ক্ষত আর ফাঁটা পাঁজরের সতর্ক পরিচর্যা করার মাঝের সময়টাতে লিনড্রস ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কঠিন কাজটাকে অনেকটাই সহজ করে নিয়েছিল ডিডিসিআই, ঘুমানোর জন্য যথেষ্ট সময় দিয়েছিল ওয়েব।

কিন্তু তিন দিন পরই নিজের ছাত্র-ছাত্রিদের কাছে ফেরার চাইতে বেশি কিছু চাচ্ছিল না, তাছাড়া পরিবারের সাথে সময় কাটানোরও দরকার ছিল। যদিও ওর মনে একটা ব্যাথা সৃষ্টি হয়েছে। একটা শূন্যতা আকার পেয়েছে জোশুয়া ফিরে আসায়। মেরিকে ওর ব্যাপারে বলতে চেয়েছিল ওয়েব, বাসার বাইরে থাকা অবস্থায় কি হয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও দিয়েছে তাকে। অবশ্য জোশুয়ার কথা বাদ দিয়ে। আর এখন নিজের বড় ছেলের প্রসঙ্গ মনে এলেই ওর মগজ কাজ করে না। ওয়েব যে মেরির প্রতিক্রিয়াকে ভয় করে তা নয়, তার ওপর অনেক বেশি ভরসাই রয়েছে ওর। ও ভয় করে নিজের প্রতিক্রিয়াকেই। যেটার ব্যাপারে ও অনিশ্চিত। মাত্র এক সপ্তাহ দূরে থাকার পরই এখন জেমি আর অ্যালিসনের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছে ওর। মেরি ভদ্রভাবে মনে করিয়ে দেয়ার আগপর্যন্ত জেমির জন্মদিনের কথা একদমই

BanglaBook.org

ভুলে গিয়েছিল। বালুর ওপর টানা একটা দাগের মতই জোশুয়া আসার আগে আর পরের জীবনের মাঝে একটা পরিস্কার বিভাজন দেখতে পাচ্ছে। আগে ছিল তীব্র মনোকষ্টের আঁধার আর এখন পুণর্মিলনের আনন্দ। আগে ছিল মৃত্যু, আর এখন অলৌকিকভাবে রয়েছে জীবন। কি কি ঘটেছে তার তাৎপর্য বোঝা দরকার ওর। এমন একটা জিনিস মেরির সাথে কি করে শেয়ার করবে ওয়েব, যা ও নিজেই বোঝে না?

আর তাই, নিজের ছোটো ছেলের জন্মদিনে ওর বড় ছেলের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে ওর মন। কোথায় আছে জোশুয়া? ওজকারের কাছ থেকে যখনই ও শুনেছে অ্যানাকার লাশ পাওয়া গেছে ফেরিহেগি এয়ারপোর্টে যাবার রাস্তার পাশেই, তারপরই জোশুয়া চলে গেছে। ঠিক ততটাই দ্রুত যতটা দ্রুত এসেছিল। অ্যানাকাকে শেষবার দেখার জন্য বুদাপেস্টে গিয়েছিল নাকি ও? ওয়েব আশা করে ও যায় নি।

যাইহোক, নিজের সিক্রেটটাকে গোপন রাখার প্রতিজ্ঞা করেছে কারপভ, আর ওয়েব বিশ্বাস করেছে তার কথা। ওয়েব বুঝতে পেরেছে, ওর ছেলে কোথায় থাকে, বা ওর বিষয়ে ওর কোনো ধারণা নেই। জোশুয়া এখন কোথায় আছে বা কি করছে তা কল্পনা করা অসম্ভব, আর এটাই ওয়েবকে কষ্ট দিচ্ছে সবচেয়ে বেশি। জোশুয়ার অবাব ও এতই বোধ করছে যেনো ওর একটা হাত বা পা কাটা পড়েছে। কত কিছু না জোশুয়াকে বলতে চেয়েছিল। কত কিছুই না করতে চেয়েছিল। ধৈর্য ধরাটাও কঠিন আর কষ্টকর যখন ও জানে না জোশুয়া কোথায় আছে কিংবা ওর কাছে কখনো ফিরবে কিনা।

পার্টি শুরু হয়ে গেছে। বিশটার মত বাচ্চা খেলছে আর গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জেমি, জন্মগত এক নেতা, এমন এক ছেলে যার সমবয়সীরা তার ওপর নির্ভর করে। তার মুখখানা মেরির মুখের মতই ঝলমল করছে আনন্দে। ওয়েব ভাবল, এমন অবিমিশ্রিত সুখের চাপ কখনো জোশুয়ার চেহারায় দেখেছে কিনা। যেনো ওদের মাঝে একটা টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ আছে, তেমনিভাবে সাথে সাথে মুখ তুলল জেমি, নিজের ওপর বাবার দৃষ্টি দেখে দাঁত বের করে বিশাল একটা হাসি দিলো।

অভ্যর্থনাকারীর ভূমিকা পালন করছিল ওয়েব, আরো একবার বেলটা বাজতে শুনল। দরজাটা খুলে দেখতে পেল এক ফেডএক্স এজেন্ট ওর জন্য একটা প্যাকেজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাইন করে ওটা নিল ওয়েব। সাথে সাথে নিয়ে গেল বেজমেন্টে, সেখানে এমন একটা ঘর খুলল যার চাবি মাত্র একটাই। ভেতরে রয়েছে ককলিনের দেয়া একটা বহনযোগ্য এক্সরে মেশিন। ওয়েবদের কাছে যত প্যাকেজ আসে সবই যায় এই মেশিনের তলা দিয়ে, বাচ্চাদের অজান্তে।

প্যাকেজটা নিরাপদ আছে সেবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ওটাকে খুলল ওয়েব। ভেতরে রয়েছে একটা বেসবল আর দুটো গ্লাভস, একটা ওর জন্য আর অন্যটা ঠিক এগারো-

BanglaBook.org

বারো বছর বয়সীর আকারের। সাথে যে নোটটা আছে সেটাকে খুলল। যেটাতে খুব সাধারণভাবে লেখা আছে :

জেমির জন্মদিনে

জোশুয়া

গিফটটার দিকে তাকিয়ে রইল ডেভিড ওয়েব, যেটা ওর কাছে এমনই অর্থবহ যা কেউ কখনো বুঝতে পারবে না। ওপর থেকে মিউজিক ভেসে এলো ওর কাছে। সেই সাথে বাচ্চাকাচ্চাদের ছাড়া ছাড়া হাসির শব্দ। ওর ভাঙা ভাঙা স্মৃতিতে ডাও, জোশুয়া আর অ্যালিসার অস্তিত্ব যেমনটা তেমন অবস্থায় ওদের কথা ভাবল ও, আর সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছবিগুলো তেলমাখানো চামড়ার তীক্ষ্ণ গন্ধে ভাস্বর হয়ে উঠল ওর মনের মাঝে। হাত বাড়িয়ে গ্লাভসটার চামড়ার কোমল ভাঁজগুলোকে অনুভব করল, সেলাইগুলোর ওপর আঙুলের ডগা চালাল। কি সব স্মৃতি যে আলোড়িত হচ্ছে ওর ভেতরে! যে হাসিটা ওর মুখে ভেসে উঠল সেটা তেতো-মিঠে। বড় গ্লাভসটায় হাত গলাল। বেসবলটাকে ছুঁড়ে দিলো তার মাঝখানে। বলটাকে এমন শক্তভাবে ও আঁকড়ে ধরে রইল যেনো সেটা একটা পরশমণি।

সিঁড়ির ওপরের একটা লাইট জ্বালানোর শব্দ শুনতে পেল। তারপরই শুনতে পেল মেরির কণ্ঠস্বর। ডাকছে ওকে।

"আমি এক্ষুণি উপরে উঠে আসছি, সোনা," বলল সে।

বড্ড স্থির হয়ে আরো কিছুক্ষণ রইল, গত কয়েকদিনে ঘটা ঘটনাগুলোকে পাক খেতে দিলো নিজের ভেতরে। তারপর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অতীতকে সরিয়ে রাখল। জেমির উপহার এক হাতে ধরে রেখে বেসমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল নিজের পরিবারের সাথে যোগ দেবার জন্য।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG